

প্রকাশক :

ডি. মেহরা

রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী

১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১

৯৪ সাউথ মালাকা, এলাহাবাদ-১

১১ ওক লেন, ফোর্ট, বোম্বাই-১

মুদ্রক :

মনোতোষ পোদ্দার

শশধর প্রিন্টিং ওয়ার্কস

১০/১ হায়াৎ থা লেন

কলকাতা-২

প্রচ্ছদশিল্পী :

গণেশ বসু

## নিবেদন

আলাওল সপ্তদশ শতকের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। পদ্মাবতী কাব্য আলাওলের শ্রেষ্ঠ রচনা। অননুবাদ কর্ম হলেও ‘পদ্মাবতী’র মধ্যে আলাওলের পার্শ্বভিত্তিকতা ও প্রতিভা দুইই প্রকাশ পেয়েছে। আলাওলের সম্পূর্ণ পদ্মাবতী কাব্যের সম্পাদনা এ পর্যন্ত হয় নি। যে দু-তিনখানি অসম্পূর্ণ সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে তার প্রথমটি হল মহুৎমদ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত সংস্করণ, দ্বিতীয়টি আব্দুল করিম সাহিত্যবিহারদ সম্পাদিত সংস্করণ এবং তৃতীয়টি আলি আহসান সম্পাদিত সংস্করণ। এর মধ্যে সাহিত্য বিহারদের সংস্করণটি ক্ষুদ্রতম, কিছুকাল আগে চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত, বাকি দুখানি ঢাকা থেকে প্রকাশিত, তার মধ্যে শহীদুল্লাহ সংস্করণটি প্রাচীন, আলি আহসান সংস্করণটি শহীদুল্লাহ সংস্করণে চেয়ে উৎকৃষ্টতর সম্পাদনা,—এটি একটি অসাধারণ গবেষণাগ্রন্থ বলা যায়, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে শহীদুল্লাহ সংস্করণ এবং আহসান সংস্করণ,—দুটি সংস্করণই আংশিক ; সম্পূর্ণ পদ্মাবতী কাব্যটি ছাপা অবস্থায় পাওয়া যায় হিববী সংস্করণ দুটিতে, কিন্তু হিববী সংস্করণে সুযোগ্য সম্পাদনার অভাবে প্রচুর ভুলত্রুটি থাকায় একে ঠিক সম্পাদিত গ্রন্থ বলা চলে না। নাগরী লিপিতে পদ্মাবতীর একটি সংস্করণ আছে সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষালের সম্পাদনায় কিন্তু বঙ্গলিপিতে সম্পূর্ণ পদ্মাবতীর কোন সম্পাদিত গ্রন্থ না থাকায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য-পুস্তক পর্ষদ এই গ্রন্থ প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করে বর্তমান লেখকের উপর সম্পাদনার গুরুভার ন্যস্ত করেন। পশ্চিমবঙ্গে পদ্মাবতীর কোন পুঁথি না পেয়ে অগত্যা বাংলাদেশের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলা একাডেমীর স্বেচ্ছ হতে হল। সৌভাগ্যক্রমে দুটি সংস্করণ থেকে দুখানি মূল্যবান পুঁথির জেরক্স কপি হাতে আসার ফলে নতুন উদ্যমে সম্পাদনাকর্মে ঝাঁপিয়ে পড়া গেল। সম্পাদনা করতে গিয়ে মনে হল মূল গ্রন্থের সঙ্গে পরিচয় ছাড়া অননুবাদ গ্রন্থের যথার্থ সম্পাদনা সম্ভব নয় ; তখন বঙ্গানুবাদ সহ বঙ্গলিপিতে জায়সীর পদ্যাবলি কাব্যটি প্রথমে সম্পাদনা করি। বর্তমান গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে সেটি কিছুকাল আগে প্রকাশিত হয়েছে। মূল গ্রন্থটি মধ্যযুগের হিন্দী সাহিত্যের স্তম্ভ বিশেষ, জনপ্রিয়তায় ও শ্রেষ্ঠত্বে তুলসীদাস ও সুরদাসের পরেই জায়সীর স্থান। জায়সীর হিন্দী কাব্যটির নানা সংস্করণ আছে। এর মধ্যে গ্রীয়ার্সন ও সূদাকর দ্বিতীয়ের এশিয়াটিক সোসাইটি সংস্করণ সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বপ্রাচীন। এর সঙ্গে লালা ভগবানদীন সংস্করণকে মিলিয়ে এবং রামচন্দ্র শঙ্কর ও মাতাপ্রসাদ গুপ্তের সংস্করণ দুটিকে নির্ভর করে প্রথমখণ্ডটি সম্পাদনা করা হয়েছে। প্রথমখণ্ড সম্পাদনার পর মূলটিকে সামনে রেখে চলল দ্বিতীয় খণ্ড অর্থাৎ আলাওলের অননুবাদ খণ্ড সম্পাদনার কাজ। হাতেপুঁথি হাতে এসেছে বাংলাদেশ থেকে দুখানি হস্তলিখিত পুঁথির জেরক্স কপি—একটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একখানি খণ্ডিত পুঁথি এবং অপরটি বাংলা একাডেমীর একখানি অখণ্ড পুঁথি। এছাড়া ছাপা বই এর মধ্যে আছে হিববী প্রেসের দুটি সংস্করণ এবং বাংলাদেশ থেকে প্রাপ্ত শহীদুল্লাহ, আবদুল করিম এবং আলি আহসানের সংস্করণগুলি। এর সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষালের নাগরী সংস্করণটিও যুক্ত হল।

॥ পুঁথি পরিচয় ॥

এবারে প্রাপ্ত পুঁথি দুটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাক।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগারে পদ্মাবতী কাব্যের অনেকগুলি পুঁথি বর্তমান। এদের পরিচয় আলি আহসান তাঁর সম্পাদিত পদ্মাবতী গ্রন্থের ভূমিকায় দিয়েছেন। সেই পরিচয়সূত্র ধরে যে দুখানি পুঁথির জেরক্স কপি বর্তমান সম্পাদকের হাতে এসে পেঁছায় তার মধ্যে একটি হল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় রক্ষিত ২৯৫ সংখ্যক পুঁথি। এই পুঁথিটিতেই বর্তমান গ্রন্থ সম্পাদনার ক্ষেত্রে আদর্শ পুঁথিরূপে ব্যবহার করা হয়েছে। পুঁথিটির শেষাংশ খণ্ডিত, এবং প্রথমদিকেও কয়েকটি পাতা নেই। ১৭৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত অর্থাৎ—রত্নসেনের মৃত্যুর পর রাজপুত্রদের দিল্লীদরবার পর্যন্ত প্রায় সবটাই আছে, শেষের দুএকটি পাতা বিনষ্ট। পুঁথিটির আকার ১১"×৬"। প্রতি পৃষ্ঠায় ৪ লাইনের ৬টি করে স্তবক আছে। লিপিকাল ১২০ থেকে ১২৫ বছরের পুরাতন।

হাতের লেখা সুন্দর ও স্পষ্ট। পাণ্ডুলিপির প্রথমে কাব্যবর্ণিত বিষয়ের পূর্ণ সূচী দেওয়া আছে। পুঁথির মালিক ও লিপিকরের নাম মুন্সী হায়দার আলি। একটি পাতায় 'হাএদর আলি' বলে নাম স্বাক্ষর আছে, পুঁঠাটির ফটোচিত্র গ্রন্থমধ্যে দেওয়া হল। পাণ্ডুলিপির সর্বশেষ ছিন্ন পত্রটিতে লেখা আছে পীর আবদুল গফুর সাং—কেসুয়া ; সেখানে জমিজমা সংক্রান্ত যে জীর্ণ দলিল-লিপি আছে তার ভিতর থেকে ১২২৫ মঘীসন-এর পাঠোদ্ধার করা যায়,—সুতরাং এটি ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের পরের পুঁথি কিছতেই নয়। বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগারেও পদ্মাবতী কাব্যের অনেকগুলি পুঁথি রক্ষিত আছে। তার মধ্যে প্রায় সবগুলিই খণ্ডিত ও জীর্ণ। এর মধ্যে একখানি অখণ্ড পুঁথি আছে—সোটির ক্রমিক সংখ্যা—৫/আ/৫/প/৫। পুঁথির পত্র সংখ্যা ১৭৪। পুঁথির আকার ১০" X ৬"। প্রতিটি পুঁঠায় সাধারণত ২৩টি করে চরণ আছে। লিপিকাল সম্ভবত একশো বছর আগেকার। পুঁথির শেষে পুঁথিপকা আছে, কিন্তু পুঁথিপকায় লিপিকাল না থাকায় সঠিক তারিখ জানা যায় না। হস্তাক্ষর একটু বেশী জড়ানো, স্থানে স্থানে অন্য হাতের লেখাও চোখে পড়ে। দুই হস্তলিপি সম্বলিত একটি পুঁঠার ফটোচিত্র দেওয়া হল। লিপিকরের নাম আবুল হোচন। আলাওলের ভণিতার পর অনেক-সময় লিপিকরের নামসহ দুচারটি চরণ সংযোজিত। 'বা' পুঁথির শেষে একটি দীর্ঘ পুঁথিপকায় (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) পুঁথি-লেখকের আত্মবিবরণ আছে। তাতে জানা যায় লিপিকর আবুল হোচনের পিতার নাম গোলাম হোচন। চক্রশালা গ্রামে তাঁদের বাস। পুঁথিলেখক মুশাখার বংশের অধম সন্তান। শ্রীকামদর আলি তাঁকে পুঁথিলিপির জন্য আদেশ করেন। লিপিকরের পুঁঠপোষকতা করেন কামদর আলি বংশের মুহম্মদ মুকিম এবং হায়দর আলি। এই হায়দর আলিই কি 'তা' পুঁথির হাএদর আলি ?

বাংলা একাডেমীর পুঁথিটি চট্টগ্রামের অন্তর্গত চক্রশালা গ্রামে বসে লেখা হয়েছিল। পুঁথিটিও চট্টগ্রাম থেকেই প্রাপ্ত বলে জানা গেছে। চক্রশালা গ্রামটি চট্টগ্রামের পটিয়া থানার থেকে দুমাইল দূরে অবস্থিত। ১৫১২ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিপুরার রাজা ধন্যমার্কণ্ডের সহায়তায় গোড়ের সুলতান হোসেন শাহের পুত্র নসরৎ খান দক্ষিণ চট্টগ্রাম দখল করেন। কিন্তু ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে আরাকান রাজ পুনরায় দক্ষিণ চট্টগ্রাম অধিকার করেন এবং উক্ত চক্রশালায় নতুন শাসনকেন্দ্র স্থাপন করেন। এর পর থেকে চক্রশালা গ্রামটি আরাকান রাজ্যের অন্যতম শাসনকেন্দ্র রূপে বিশেষ সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে। পুঁথিলেখকও চক্রশালা গ্রামকে বিশেষত চক্রশালা গ্রামের অন্তর্গত হুলাইন অঞ্চলকে নগরতুল্য বলে পুঁথিপকায় উল্লেখ করেছেন। প্রাপ্ত পুঁথিদুটির তুলনামূলক বিচারে দেখা যায় 'তা' পুঁথির প্রথমে একটি সূচীপত্র আছে যা 'বা' পুঁথিতে নেই। 'বা' পুঁথিটি পুঁথিপকাসহ সম্পূর্ণ, কিন্তু 'তা' পুঁথিটি খণ্ডিত। প্রদর্শিত পুঁথিপাঠ এবং পাঠান্তরের মধ্যে তুলনা করলে দেখা যাবে উভয় পুঁথির মধ্যে কয়েকটি লক্ষণীয় পার্থক্য—

১। 'বা' পুঁথি অপেক্ষা 'তা' পুঁথিতে ভাষার প্রাচীনতা লক্ষণীয়। সর্বনামে আত্মিক তুষ্কির ব্যবহার 'তা' পুঁথিতে আছে, 'বা' পুঁথিতে আছে আমি, তুমি। শ্বিতীয়া বিভক্তিতে 'ক' এবং সপ্তমী বিভক্তিতে 'ত' চিহ্নের ব্যবহার 'তা' পুঁথিতেই লক্ষণীয়, 'বা' পুঁথিতে তার পরিবর্তে আধুনিক কালের বিভক্তি চিহ্ন 'কে' এবং 'তে'।

২। 'তা' পুঁথি অপেক্ষা আবার 'বা' পুঁথিতে বঙ্গালী উপভাষার উচ্চারণ গত বৈশিষ্ট্যগুলি অধিক পরিমাণে লক্ষিত। অর্পিনিহিতর ব্যবহার 'তা' পুঁথির তুলনায় 'বা' পুঁথিতে বেশী। 'তা' পুঁথিতে যেখানে সর্বত্রই কন্যা, 'বা' পুঁথিতে সেখানে সর্বদাই 'কন্যা'। 'তা' পুঁথির চেয়ে 'বা' পুঁথির ভাষা মৌখিক উচ্চারণের অধিকতর নিকটবর্তী ; শ, ষ ও স এর ব্যবহারে উভয়ক্ষেত্রেই যথেষ্টাচার লক্ষণীয়,—তবে 'বা' পুঁথিতে 'স' এর ব্যবহার বেশী, আর 'তা' পুঁথিতে 'শ' বেশী ব্যবহৃত।

৩। 'তা' পুঁথির তুলনায় 'বা' পুঁথিতে সংযোজনায় পরিমাণ সর্বদাই বেশী। পাঠান্তর অংশের দিকে তাকালেই চোখে পড়বে, 'তা' পুঁথির মূল পাঠের সঙ্গে প্রায়ই 'বা' পুঁথিতে কিছ না কিছ অতিরিক্ত অংশ যোগ করা হয়েছে যা হিন্দী মূলে নেই। এর বিপরীত দৃষ্টান্ত নেই বললেই চলে। 'বা' পুঁথির এই ধরনের কিছ দীর্ঘ সংযোজনায় অংশ দৃষ্টান্ত স্বরূপ পরিশিষ্টে দেওয়া হল। 'বা' পুঁথিতে লিপিকর বা গায়নের বর্ণী প্রক্ষেপ ঘটেছে বলে অনুমান।

৪। 'ঢা' পদ্বিধির শেষাংশ না পাওয়ায় এর পদ্বিপকাও মেলে না। শব্দ আভ্যন্তরীণ একটি স্বাক্ষর প্রমাণ থেকে জানা যায় যে জনৈক হাএদর আলি এর মালিক এবং সম্ভবত লিপিকর, কারণ পদ্বিধির হস্তলিপির সঙ্গে স্বাক্ষরের হস্তলিপি হুবহু এক। অপরদিকে 'বা' পদ্বিধির শেষকালে উল্লিখিত সুদীর্ঘ পদ্বিপকা থেকে পদ্বিধিলেখকের বিস্তৃত আত্মবিবরণ পাওয়া যায়। এ ছাড়া আলাওলের ভণিতাশেষে মাঝে মাঝেই পদ্বিধিলেখকেরও দু'একটি চরণ সংযোজিত। যথা—

শ্রীজ্যোত কামন্দর আলি      আগাবলে এ পণ্ডালি  
লৌখিলেক আব্দুল হোচন।  
পদেতে অক্ষর উন      জদি হএ কদাচন  
যদ্বিধি দিতে আরাতি বচন ॥

বাংলা একাডেমীর পদ্বিধিটি অখণ্ড হওয়া সত্ত্বেও যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদ্বিধিটিকেই আদর্শ পদ্বিধি হিসাবে রাখা হয়েছে তার নানাবিধ কারণ বর্তমান। প্রথমত 'ঢা' পদ্বিধির সর্বশেষ ছিন্নপত্রটিতে জমিঞ্জমা সংক্রান্ত খাজনা দাখিলের দলিলে ১২২৫ মঘী সনের একটি তারিখ আছে, কিন্তু 'বা' পদ্বিধিতে কোথাও কোনো তারিখ না থাকায় সময়কাল অনিশ্চিত। দ্বিতীয়ত ভাষাতাত্ত্বিক প্রমাণে 'বা' পদ্বিধি অপেক্ষা 'ঢা' পদ্বিধিকেই প্রাচীন বলে মনে হয়। তৃতীয়ত 'ঢা' পদ্বিধির পাঠ মূল হিন্দী গ্রন্থের অনুবাদের অনেক কাছাকাছি, 'বা' পদ্বিধিতে সেই তুলনায় সংযোজনা ও প্রক্ষেপ অনেক বেশী। এ সত্ত্বেও বাংলা একাডেমীর পদ্বিধিপাঠটিকে অবহেলা করা যায় না। কারণ পদ্বিধিটি চট্টগ্রাম থেকে পাওয়া গেছে এবং এর মধ্যে বঙ্গালী উপভাষার মৌখিক রূপটি যতোটা ঘনিষ্ঠ ও বিশুদ্ধভাবে পাওয়া যায় 'ঢা' পদ্বিধিতে তা পাওয়া যায় না। এই জন্য পদ্বিধিপাঠের ক্ষেত্রে বানানে, শব্দে ও কাব্যপংক্তিতে যেখানেই 'ঢা' পদ্বিধির সঙ্গে 'বা' পদ্বিধিতে কোনরূপ অনৈক্য চোখে পড়েছে পাঠান্তরে তা দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে।

॥ সম্পাদনা প্রসঙ্গে ॥

এবার গ্রন্থ সম্পাদনা প্রসঙ্গে আসা যাক। পদ্মাবতী গ্রন্থ সম্পাদনার ক্ষেত্রে একটি অভিনব উপায় অবলম্বন করা হয়েছে। প্রত্যেকটি পৃষ্ঠার বাঁ দিকের সারিতে আছে পদ্বিধিপাঠ এবং ডানদিকের সারিতে আছে সম্পাদিত পাঠ। মধ্যযুগের কোনো কাব্য সম্পাদনা করতে গেলে সম্পাদকের প্রধান সমস্যা হয় কোন্ পাঠটি অনুসরণ করা হবে? পদ্বিধিপাঠ হুবহু রক্ষা করলে পদ্বিধি সম্পাদনা হয়, কিন্তু কাব্য সম্পাদনা হয় না। পদ্বিধিতে এত রকমের ভুলত্রুটি থাকে যে তার বানান বিপর্যয় ও শব্দবিপত্তির জঞ্জাল ও পাক থেকে বিশুদ্ধ কাব্যকমলের সৌন্দর্য্য আন্বেদন অনেকক্ষেত্রেই রুচিকর হয় না। এইজন্য কাব্যসম্পাদনাকালে সম্পাদককে কাব্যের শব্দরূপটিকে অব্যবহৃত করতাই হয়। কিন্তু সেই অব্যবহৃত ফল যে সর্বদা অবিভক্ত ভাবে নিভুল হবেই এমন আশা করা যায় না, বিশেষত একাধিক পদ্বিধির একাধিক পাঠ থাকলে কোনটি প্রকৃত পাঠ এ নিয়ে পিণ্ডিত মহলে বিতর্ক উঠবেই। সেক্ষেত্রে সম্পাদক নিজের মনোমত পাঠটি গ্রহণ করলে তা অনেকটা চাঁপিয়ে দেওয়া হয়। এছাড়া পদ্বিধিপাঠের অন্তরালে ভাষাতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের অনেক উপকরণও থেকে যায়। সুতরাং গবেষকদের কাছে পদ্বিধিপাঠের চেহারাটা চোখের সামনে থাকলে অনেক সুবিধা হয়। বিশেষ করে তা যদি আলাওলের পদ্মাবতীর মতো দুঃপ্রাপ্য পদ্বিধি হয় যা পশ্চিমবঙ্গে মোটেই সুলভ নয় এবং ভিন্নরাষ্ট্র হওয়ায় বাংলাদেশ থেকে পাওয়াও দুঃস্বপ্ন। সুতরাং একাদিকে পদ্বিধিপাঠটুকু রাখলে শব্দ কাব্যরূপটি অক্ষত হয়, অপরদিকে বিশুদ্ধ কাব্যপাঠটি রাখলে পদ্বিধিপাঠের মূল্য থাকে না; এই দ্বিবিধ সমস্যার কথা ভেবে প্রত্যেক পৃষ্ঠার বাঁ দিকের কলামে রাখা হল আদর্শ পদ্বিধির পাঠ এবং ডানদিকের সারিতে দেওয়া হল সম্ভাব্য সংশোধিত পাঠ। বাংলাদেশ থেকে সংগৃহীত পদ্বিধি দু'খানির মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদ্বিধিকে আদর্শ ধরে (কারণ আগেই বলা হয়েছে) তার পাঠটিকে বাঁদিকে রাখা হল, কেবল খণ্ডিত পদ্বিধিগুলির ক্ষেত্রে রাখা হল বাংলা একাডেমী পদ্বিধির পাঠ। আর ঢাকা পদ্বিধির সঙ্গে তুলনায় বাংলা একাডেমী পদ্বিধির বানানে, শব্দরূপে ও কাব্যপংক্তিতে যেখানে কোনরূপ পার্থক্য অথবা অতিরিক্ততা আছে বাঁদিকে সারির তলায় সেখানে ব্যতিক্রমটি পাঠান্তর রূপে দেখিয়ে দেওয়া হল। এতে গবেষকদের পক্ষে দুটো পদ্বিধির মধ্যে তুলনামূলক আলোচনার কিছু সুবিধা হতে পারবে। পদ্বিধির পদ্বিধিসংখ্যা সচেতনভাবেই বর্জন করা হয়েছে তার

কারণ মূল পদার্থ দৃষ্টোয় যে পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল তাকে পরবর্তীকালে কেটে সংশোধন করা হয়েছে এবং সেই সংশোধন কর্মের মধ্যে অনেক গোলমাল আছে। মূল পদার্থ দৃষ্ট বাঙলাদেশে থাকায় জেরক্স কপি থেকে আসল পৃষ্ঠা সংখ্যা উদ্ধার করা সম্ভব হয় নি। তার ফলে পৃষ্ঠাসংখ্যা বর্জন করেই পদার্থপাঠ প্রদর্শিত হয়েছে।

এবার আসা যাক গ্রন্থের ডানদিকের কাব্যপাঠ সম্পাদনার প্রসঙ্গে। বাঁদিকের সারিতে পদার্থ সম্পাদনার ক্ষেত্রে যেমন 'যদৃষ্টং তৎ ছাপিতং' নীতি অনুসৃত হয়েছে ডানদিকের সারিতে সম্পাদিত পাঠের রীতি কিস্তি ভিন্নরূপ। আদর্শ পদার্থরূপে প্রদর্শিত 'ঢা' পদার্থের পাঠ এবং পাঠান্তররূপে প্রদত্ত 'বা' পদার্থের পাঠ মিলিয়ে সম্ভাব্য পাঠটি প্রথমে বিবেচনা করা হয়েছে, অতঃপর শহীদুল্লাহ সংস্করণ, হবিবী সংস্করণ, আবদুল করিম সংস্করণ, আলি আহসান সংস্করণ এবং সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষালের নাগরী সংস্করণের সঙ্গে মিলিয়ে পরিশেষে মূল হিন্দী সংস্করণ ও সম্পাদকের বিচার বৃদ্ধির পরামর্শ অনুযায়ী একাধিক সম্ভাব্য পাঠ ঠিক করা হয়েছে। সম্পাদিত পাঠে প্রদত্ত সেই পাঠটির সঙ্গে যদি পদার্থ-প্রদর্শিত পাঠের মিল না হয়ে থাকে তাহলে সম্পাদিত পাঠের নীচে ঐ পাঠটি কোন সংস্করণ থেকে গৃহীত তার উৎস নির্দেশ করা হয়েছে, যথা, শ=শহীদুল্লাহ সংস্করণ, হ=হবিবী সংস্করণ, ক=আবদুল করিম সংস্করণ, আ=আলি আহসান সংস্করণ, স=সত্যেন্দ্র সংস্করণ ইত্যাদি। তবে এই ধরনের কর্ম-জটিলতা বেশীদূর বহন করতে হয় নি, কারণ অধিকাংশ সংস্করণই কাব্যের অর্ধপথে বা তার আগেই সমাপ্ত। কেবল শেষপর্ষত পদার্থপাঠের সঙ্গে যেখানে হবিবী সংস্করণের গরমিল দেখা গেছে সেখানে বাঁ দিকের সারির নীচে হবিবী সংস্করণের পাঠটি দিয়ে উপযুক্ত কারণ দেখিয়ে সম্পাদিত পাঠে সেই পাঠটি গ্রহণ অথবা বর্জন করা হয়েছে। সবচেয়ে সমস্যা হয়েছে পদ্মাবতী কাব্যের অন্তর্গত পদ বা গানগুলিকে নিয়ে। অনেকগুলি গীত পদার্থিতে এত বিকৃত যে অর্থ করা যায় না। সেক্ষেত্রে বাঁ দিকের সারিতে গানগুলির হুবহু বিকৃত পদার্থিপাঠ ও পাঠান্তরটি রেখে ডানদিকের সারিতে ছাপা সংস্করণগুলির পরামর্শ অনুযায়ী এবং নিজের বিচার বৃদ্ধি মতো সম্ভাব্য শুদ্ধপাঠটি নির্ণয় করে দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে গ্রন্থের প্রথমদিকে শহীদুল্লাহের সংস্করণটি এবং শেষদিকে সত্যেন্দ্র সংস্করণটি বিশেষ সহায়তা করেছে। প্রয়োজনবোধে এঁদের পাঠটি উদ্ধৃত করে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। গ্রন্থ সম্পাদনার ক্ষেত্রে প্রত্যেক পৃষ্ঠায় বাঁদিকের পদার্থিপাঠের পাশাপাশি ডানদিকের সম্পাদিত পাঠটি কাছাকাছি রাখার ফলে প্রতি পর্ষতে পর্ষতে পদার্থিপাঠের সঙ্গে সম্পাদিত পাঠের সর্বকর্মের তুলনা করার সুবিধা হবে এবং সম্পাদিত পাঠের যথোপযুক্ততার বিচার যেমন হবে, পদার্থিপাঠের কৌতুহলও তেমনি মিটেবে। সম্পাদিত পাঠের প্রত্যেক শবকের শেষচরণের পাশেই সাধারণত প্রথম বন্ধনীর ভিতর 'জা' লিখে ক্রমিক সংখ্যা দেওয়া হয়েছে। 'জা' অর্থাৎ জায়সী এবং ক্রমিক সংখ্যাটি হল জায়সীর পদ্যাবৎ কাব্যের অন্তর্গত উক্ত খণ্ডের নির্দিষ্ট শবক সংখ্যা। 'পদ্মাবতী' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে যেখানে মূল ও বঙ্গানুবাদ সহ জায়সীর পদ্যাবৎ কাব্যটি সম্পাদনা করা হয়েছে সেখানে প্রত্যেক খণ্ডের শবকগুলিতে যে ক্রমিক সংখ্যা আছে স্বতীয় খণ্ডে আলাওলের পদ্মাবতী কাব্যের সম্পাদিত পাঠের ক্ষেত্রে অনুযায়ী প্রত্যেক শবকের পাশে সেই সংখ্যাটিকেই অনুসরণ করা হয়েছে। পাঠ সম্পাদনা কালে সর্বত্র মূল পদ্যাবৎ-এর সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হয়েছে, এর ফলে পদার্থিপাঠের অনেক ভুলত্রুটি যেমন সংশোধন করা সম্ভব হয়েছে তেমনি অনেক দুরূহ ব্যাসকৃষ্ণের সমাধান করা গেছে। সম্পাদিত পাঠের নীচে শব্দার্থ টীকা অংশে দুরূহ শব্দের টীকা দিতে গিয়ে এরকম সমস্যা সমাধানের অনেক চিহ্ন আছে। মূলের হিন্দী পাঠের সঙ্গে অনুবাদের সমান্তরাল ধারাটি যেখানে স্পষ্ট ধরা গেছে সেখানে সম্পাদিত পাঠের পাশে পাশে মূলের শবক সংখ্যাটি নির্দেশিত, যেক্ষেত্রে এরকম কোনো সংখ্যানির্দেশ নেই সেক্ষেত্রে বুঝতে হবে শবকটি জায়সীর পদ্যাবৎ কাব্যে নেই, আলাওলের নব সংযোজন। মূল হিন্দী কাব্যের সঙ্গে তুলনামূলক পাঠের সুবিধার কথা ভেবে প্রতি শবকে শবকে ক্রমিক সংখ্যা নির্দেশিত হল। সম্পাদনা কর্মের নিয়ম অনুযায়ী প্রথমে একাধিক অতিদীর্ঘ ভূমিকা দেওয়া হল। গ্রন্থের পরিশিষ্ট অংশে থাকল পদার্থের কিছু কিছু বিজ্ঞিত অংশ এবং 'বা' পদার্থের একটি সুদীর্ঘ পদ্যিকা। হবিবী সংস্করণের কিছু কিছু অংশ যা কোনো পদার্থিতেই না থাকায় সন্দেহজনক বোধে সম্পাদিত পাঠে বিজ্ঞিত হয়েছে গবেষকদের জন্য পরিশিষ্টে তাও প্রদর্শিত হল। পাদটীকায় একাদিকে পাঠান্তর এবং অন্যদিকে প্রয়োজনীয় শব্দার্থ টীকাসহ মন্তব্য অংশে মূলের সঙ্গে অনুবাদের তুলনা করে প্রতি শবকে শবকে তুলনামূলক কাব্যপাঠের আদর্শকে অনুসরণ করা হল।

সম্পাদিত পাঠের মধ্যে পদার্থের বানান অনেকক্ষেত্রেই রক্ষা করা সম্ভব হয় নি। পদার্থের বানানে আছে একাদিকে যথেষ্টচারিতা ও অজ্ঞতা, অন্যদিকে বঙ্গালী উপভাষাচিহ্নিত বাংলা শব্দোচ্চারণের মৌখিক রূপলেখ্য। কিন্তু আলাওলের পদ্মাবতী নৈমনসিংহ গীতিকার ন্যায় লোকসাহিত্য নয়, রাজসভা বা অমাত্য সভার জন্য লিখিত সাহিত্য। পদার্থিতে তৎসম শব্দের যে উচ্চারণবিধি লক্ষ্য করা যায় আলাওলের মতো পিণ্ডিত সভাকবির পক্ষে সেই ধরনের বানান লেখা কোনোক্রমেই সম্ভব বলে মনে হয় না। এই জন্য পদার্থের বানানকে পদার্থিপাঠের মধ্যে অক্ষুণ্ণ রেখে সম্পাদিত পাঠে শব্দরূপটিকে অশ্বেষণ করার চেষ্টা আছে। যারা পদ্মাবতী কাব্যের আঞ্চলিক পাঠটি চাইবেন তারা এর পদার্থিপাঠ এবং পাঠান্তরের মধ্যে ঘুরে বেড়াবেন, আর যারা এর বিশুদ্ধ লিখিত রূপটি পেতে চাইবেন তারা সম্পাদিত পাঠের মধ্যে এর সম্ভাব্য পরিচয় পাবেন। পদার্থিপাঠের বানানের ক্ষেত্রে আবার পদার্থি দুটির মধ্যে তারতম্য আছে। 'ঢা' পদার্থির চেয়ে 'বা' পদার্থির উচ্চারণ যে আরও বেশী পূর্ববঙ্গীয় সেটা মূল পদার্থিপাঠের সঙ্গে পাঠান্তরের তুলনা করলেই বোঝা যাবে। শেষোক্ত পদার্থির বানানের ও শব্দরূপের সঙ্গে পূর্ববঙ্গ গীতিকার উচ্চারণের অনেক সাদৃশ্য আছে। উপভাষা-চিহ্নিত পদার্থিপাঠের বানানকে সম্পাদিত পাঠে পরিবর্তিত করে একালের পাঠকের পাঠোপযোগী করে আনা হয়েছে। কারণ মধ্যযুগের প্রচলিত অনেক বাংলা শব্দই একালের পাঠকের কাছে যথেষ্ট অরুচিকর, তদুপরি পদার্থির বানানের জঞ্জাল সরিয়ে কাব্যপাঠের উৎসাহ অনেকেরই হবে না। তবে সম্পাদিত পাঠের পাশেই পদার্থিপাঠটি থাকায় কাব্যের সংশোধিত রূপের পাশাপাশি অমার্জিত রূপটির তুলনার সুযোগ থেকে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে পদার্থির বানানকে পদার্থিপাঠের ক্ষেত্রে হুবহু রেখে সম্পাদিত পাঠে তাকে শব্দরূপে পরিবর্তিত করা হল যাতে কাব্যপাঠের সময় কোনো পাঠক ভাষাকে শব্দরূপে পেতে পারেন আর পদার্থিপাঠের সময় পদার্থিকেও বিশুদ্ধ রূপে পাওয়া যায়।

॥ স্বীকৃতি ॥

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা স্বীকারের পালা।

একটি ছোট গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গেই কত প্রতিষ্ঠান এবং নাম জড়িয়ে থাকে, আর এ-তো বিশাল আয়তনের দুই খণ্ডে দুটো বই। সেক্ষেত্রে প্রকাশকের কাছেই গ্রন্থকারের কৃতজ্ঞতা সবচেয়ে বেশী। সপ্তদশ শতকে আরাকান রাজসভার পৃষ্ঠ-পোষকতায় যে অনুবাদকর্ম একদা সম্পন্ন হয়েছিল বিংশশতকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংস্থা রূপে রাজ্যপুস্তক পর্ষদের অর্থানুকূল্যে মূলসহ সেই অনুবাদকর্মের সম্পাদনা ছাপার আকারে প্রকাশ করা সম্ভব হল—এর জন্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদের বাংলা বিদ্যাসর্মাতির সভ্যবৃন্দকে, প্রাক্তন প্রধান কর্মাধ্যক্ষ অধ্যাপক দিব্যানন্দ হোতা প্রমুখ সংস্থার সকল কর্মীবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাই। এই গ্রন্থ সম্পাদনার ব্যাপারে দুই বাংলা জড়িত। পশ্চিমবঙ্গের জাতীয় গ্রন্থাগার এবং বঙ্গীর সাহিত্য পরিষদ সংস্থার কাছ থেকে সম্পাদক যেমন প্রত্যক্ষভাবে ঋণী, বাংলাদেশের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলা একাডেমীর কাছ থেকে তেমনি পরোক্ষভাবে উপকৃত। প্রথমোক্ত সংস্থা দুটির কাছ থেকে পেয়েছি মূদ্রিত গ্রন্থের ভান্ডার, আর শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানটির সরবরাহ করেছেন মূল্যবান পদার্থির জেরস্বর্কপি—এবং এ ব্যাপারে বাংলা একাডেমীর কর্মী আবদুল জলিলের কাছে সম্পাদকের ঋণ অপরিশোধ্য। দুই বাংলার বহু মনীষীর কাছ থেকে চিন্তায় ও কর্মে প্রভূত সাহায্য পেয়েছি। প্রত্যক্ষ পরিচয় না থাকলেও গ্রন্থের পরিচয়সূত্রে বাংলাদেশের যে সমস্ত গবেষক ও বিশ্বজনের কাছ থেকে নানাভাবে উপকৃত হয়েছি তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, আবদুল করিম সাহিত্যবিহারদ প্রমুখ প্রয়াত মনীষীবৃন্দ এবং সৈয়দ আলি আহসান, আহম্মদ শরীফ, মমতাজুর রহমান তরফদার প্রমুখ জীবিত গবেষক এবং অধ্যাপকগণ। এঁদের সকলের উদ্দেশ্যে এপার বাংলা থেকে আমার প্রণাম জানাই। এই গ্রন্থের ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের বহু খ্যাতনামা পিণ্ডিতদের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসতে পেরেছি। বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই সম্পাদনাকর্মের প্রধান অবেক্ষক। অন্যতম পর্ষবেক্ষক ছিলেন ডঃ অজিত কুমার ঘোষ। তাঁর পরামর্শ ক্রমেই আলাওল খন্ডের সঙ্গে জাগসী খন্ডও যুক্ত হয়। এ ছাড়া এ ব্যাপারে সর্বদা কৌতূহলী ছিলেন ডঃ ক্ষুদীরাম দাস,—অনেক ব্যাপারে তাঁর উপদেশ গ্রহণ করেছি। আচার্য স্কন্দনার সেন এবং ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষালের গ্রন্থ এ ব্যাপারে সর্বদাই সাহায্য করেছে। এঁদের মতের সঙ্গে সর্বদা একমত হতে

না পারলেও এঁদের বই আমাকে পথনির্দেশে সহায়তা করেছে। সংস্কৃত ও ফারসী ভাষায় যুগপৎ অভিজ্ঞ অধ্যাপক পার্বতী চরণ ভট্টাচার্যের কাছে বহুব্যাপার বহু ব্যাপারে শরণ নিয়েছি। তাঁদের সকলকে আমার প্রণাম। ড. দেবীপদ ভট্টাচার্যের স্নেহদৃষ্টি সর্বদাই আমাকে উৎসাহিত করেছে, প্রেরণা দিয়েছেন শ্রীধনু শংখ ঘোষ—জ্ঞাতিগত সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্ব উঠে সাহিত্যিককে সাহিত্যিক হিসাবে দেখার শিক্ষা তাঁর কাছে থেকেই পাওয়া। ড. সুনু ময় মন্থোপাধ্যায়ের কালচেতনা এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গী আমাকে আলাওল সম্পর্কিত আলোচনার বিশেষ সতর্ক রেখেছে। ড. ক্ষেত্রগুপ্তের 'প্রাচীন কাব্য সৌন্দর্য' জিজ্ঞাসা ও নবমূল্যায়ন' প্রবন্ধ গ্রন্থের আলাওল প্রবন্ধটি আলাওলের জীবনদর্শন বুঝতে আমাকে সাহায্য করেছে। এ ছাড়া বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে নানাভাবে বহু উপকার পেয়েছি—তাঁদের সকলের কাছে আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা।

সম্ভবত রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম 'বাংলা কাব্য পরিচয়ের' প্রথমে আলাওলকে অন্তর্ভুক্ত করে বাংলা কবিতার আসরে এই মনুসলমান কবিিকে শিরোধার্য করেছিলেন। তারপর বহুকাল ধরে পদ্মাবতী কাব্যের স্তূতিখণ্ডের প্রথম কয়েকটি পৃষ্ঠা ইন্টারমিডিয়েট বাংলা পাঠ্য সংকলনের অন্তর্গত ছিল। সম্পূর্ণ পদ্মাবতীকে জায়সীর পদ্মাবৎ-সহ সম্পাদনা করতে পেয়ে পরম তৃপ্তি অনুভব করছি। হিন্দী ও বাংলা ভাষার, হিন্দু ও মনুসলমানের এবং ভারত ও বাংলাদেশের মিলনের ত্রিপিঠক হয়ে থাক এই গ্রন্থ—এই কামনা করি। সর্বশেষে বলি, যিনি আমাকে সংসারের সকল প্রকার দায়দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে দীর্ঘকাল এই গ্রন্থ রচনাকর্মে দীর্ঘ সময় ব্যয় করতে সাহায্য করেছেন আমার সহধর্মিণী ও সহকর্মিণী শ্রীমতী কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে আমার যৌবনের দশ বছরের শ্রম উৎসর্গ করলাম।

# ভূমিকা

## আরাকান রাজকাহিনী

ব্রহ্মদেশের উত্তর পশ্চিম সীমান্ন এবং বাংলা দেশের পূর্ব প্রভাগে চট্টগ্রামের সমীকটবর্তী আরাকান রাজ্য সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চল। প্রাচীনকালে এই রাজ্যের নাম ছিল রক্ষতুঙ্গ বা রোসাঙ্গ। আইন-ই-আকবরীতে একে বলা হয়েছে আখরঙ। বাহ্যিকগত গণনাতে মীর্জা নাথান এই দেশকে বলেছেন আর খঙ, — এর থেকে হয়েছে আরাকান।

এখানকার অধিবাসী মগেরা ছিলেন বৌদ্ধ। এ দেশের রাজারাও ছিলেন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। যদিও মুসলিম ধর্মের প্রভাবে তারা একটি করে মুসলমান নামও গ্রহণ করতেন। ১৪০৪ খ্রীষ্টাব্দে আরাকানরাজ নরমেইখলা বর্মানুপাত কঙ্কুর্ক বিতাড়িত হয়ে গোড়ে পলায়ন করেন এবং সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহের আশ্রয় লাভ করেন। এর ছাব্বিশ বছর পর গোড়ের সুলতান জলালুদ্দীনের সহায়তায় আরাকানরাজ তাঁর হস্ত সিংহাসন পুনরুদ্ধার করেন এবং ১৪৩০ খ্রীষ্টাব্দে মোরাঙ্গ বা ম্হোঙে রাজধানী স্থাপন করেন। অতঃপর চারশো বছর ধরে মোরাঙ্গই আরাকানের রাজধানী এবং বংশানুক্রমিকভাবে এখানেই পরবর্তী কয়েকপুরুষ ধরে আরাকান রাজগণ রাজত্ব করেন। রাজাদের নাম ও রাজত্বকাল যথাক্রমে— (এনামুল হক এর 'আরাকান রাজসভার সাহিত্য' গ্রন্থানুসারে)

- (১) মেনখারি বা আলিখান ( ১৪৩৪-৫৯ )
- (২) বসুপদ্য বা কলিমা শাহ ( ১৩৫৯-১৪৮২ )...
- (৩) মিনবিন বা জরক শাহ ( ১৫০১-১৫৫০ )...
- (৪) মিন পালং বা সিকন্দর শাহ ( ১৫৭১-১৫৯০ )
- (৫) মেঙু রাদজ্যাগ্যি বা সলিম শাহ ( ১৫৯০-১৬১২ )
- (৬) মেঙু খা মোঙ বা হুসেন শাহ ( ১৬১২-১৬২২ )

অতঃপর ১৬২২খ্রীঃ থেকে ১৬৩৮ খ্রীঃ পর্যন্ত আরাকানের রাজা ছিলেন থিরিথু-খুমা বা শ্রীসুধর্মা। তিনি তাঁর ১৬ বছর রাজত্বকালের প্রথম বারোবছর মন্ত্রী আসরফ খার হাতে রাজ্যাঙ্গানের দায়িত্বভার অর্পণ করেন, কারণ ভবিষ্যৎবাণী ছিল যে সিংহাসন লাভের একবছরের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হবে। অতঃপর সিংহাসন গ্রহণের চার বছরের মধ্যে ১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মন্ত্রী নরপাদিগ্যর ষড়যন্ত্রে নিহত হলেন। তাঁর পুত্র মিংসানি ২৮ দিন রাজত্ব করার পর মন্ত্রী নরপাদিগ্য আরাকানের সিংহাসন অধিকার করেন। অতঃপর ১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আরাকানে রাজত্ব করেন নরপাদিগ্যর জামাতা মতান্তরে পুত্র বা ভ্রাতৃপুত্র থদো মিন্তার। এরপর আরাকানের রাজসিংহাসনে সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী রাজা ছিলেন থদো-মিন্তারের পুত্র সান্দু-থু-খুমা বা চন্দ্র সুধর্মা। শেষোক্ত দুই রাজার রাজত্বকালে কবি আলাওল আরাকানে অবস্থান করেন এবং থদো-মিন্তারের রাজত্বের সময় পদ্মাবতী কাব্য রচিত হয়।

পদ্মাবতী কাব্যের রোসাঙ্গবর্ণনা অধ্যায়ে আলাওল রোসাঙ্গরাজা ও রাজধানীর যে সুদীর্ঘ পরিচয় দিয়েছেন তার মধ্যে অনেক প্রশস্তিবাচক আতিশয়োক্তি থাকলেও কিছু কিছু সত্যতাও আছে। রাজা সলিম শাহের বংশধর শ্রীসুধর্মার নিধনের পর নুপাদিগ্যি বা নরপাদিগ্যর রাজ্যাঙ্গানের বিবরণ থেকে আলাওল রোসাঙ্গরাজপ্রশস্তি শূন্য করেছেন। নরপাদিগ্যর পুত্র কন্যা

১. নরপাদিগ্যর পুত্র কন্যা সম্পর্কে গবেষকগণ নানাপ্রকার মত প্রকাশ করেছেন। নরপাদিগ্যর কন্যা যশস্বিনী সম্পর্কে একশেই একমত। রাজকন্যা যশস্বিনী পরে রাজ্যের মূখ্য পাঠেশ্বরী হন। কিন্তু থদো-মিন্তার নরপাদিগ্যর পুত্র, ভ্রাতৃপুত্র না জামাতা এ নিয়ে মতভেদ ঘটেছে। সম্প্রতি ডঃ সুধর্মার মতোপাধ্যায় তাঁর 'মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের উৎস ও কালক্রম' গ্রন্থে থদো-মিন্তার ও যশস্বিনীকে নরপাদিগ্যর পুত্র ও কন্যা রূপে পরিচয় করে স্বল্পনাথ সরকারের গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি প্ৰমাণ সহযোগে দেখিয়েছেন এঁদের ভাই বোনের মধ্যে বিবাহ হয়েছিল।

পদ্মাবতী—ক



সাদ-উম্মেদার বা খদো-মিন্তার এবং যশস্বিনী । পুত্রকে রাজ্যদান করে নরপদিগ্যর মৃত্যু হল । আলাওল অতঃপর খদো-মিন্তারের রূপগুণের বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন । সেই বর্ণনায় অতিশয়োক্তি থাকলেও আরাকানরাজের ঐশ্বৰ্যের ও বীরত্বের পরিচয় আছে । তাছাড়া আলাওলের এই বর্ণনা থেকে যে তথ্যগুলি পাওয়া যায় তা হল খদো-মিন্তার শ্বেত হস্তীর অধিকারী ছিলেন ; দ্বিতীয়ত নৌশক্তিতে আরাকানরাজ ছিলেন অত্যন্ত শক্তিশালী । আলাওল বহু বিচিত্র নৌবহরের উল্লেখ করেছেন—সেগুদাল যেমন দ্রুতগামী তেমন সুসজ্জিত আর শত্রুনিধনে অপ্রতিস্বৰ্বী । তৃতীয়ত আরাকান সেই সময়ে বহু-জাতির সমাবেশে একটি কসমোপলিটন নগরে পরিণত হয়েছিল । বাণিজ্য ব্যাপারে আরাকানে বিশেষত রোসঙ্গ নগরে এশিয়া আফ্রিকা ও ইউরোপ মহাদেশ থেকে যে বিচিত্র জাতির জনসমাবেশ ঘটেছিল আলাওল তার তালিকা দিয়েছেন । তাতে দেখা যায় আরব, মিশর, সিয়াম, তুর্কিস্থান, আফ্রিকা, আরমেনিয়া, উজবেগীস্থান, লাহোর মুলতান, হিন্দুস্থান, কাশ্মীর, দাক্ষিণাত্য, সিন্ধুস্থান, কামরূপ, বঙ্গদেশ, ভূপাল, কদুৎ, কর্ণাট, কণাট এবং ইউরোপের হল্যান্ড, ডেনমার্ক, ইংলন্ড, ফ্রান্স, কন্সটান্টিনোপল, গ্রীস, রোম, পর্তুগাল প্রভৃতি দেশ থেকে বহু মানুষ এসে আরাকানে ভীড় করেছিল ।

পশ্চিমবর্তী কাব্যের রচনাকালে খদো-মিন্তার যে সুস্থদেহে জীবিত আছেন তার প্রমাণ আছে রোসঙ্গরাজপ্রশস্তির শেষে আলাওলের প্রার্থনা বাণীতে—

যত কাল চন্দ্র সুর                      সংসারেত ভরিপরে  
আয়ু কীর্তি' বাড়ুক সতত ।  
শুনি নৃপতির যশ                      দেবতা হউক বশ  
শত্রুহীন হউক জগত ॥

১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৬৫২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত খদো-মিন্তার রোসাঙ্গের রাজা ছিলেন । সুতরাং পশ্চিমবর্তী রচনা এই সাত বছরের মধ্যে কোনো এক সময়ে সম্পন্ন হয়েছিল ।

### কবি কাহিনী

আনুমানিক সপ্তদশ শতকের প্রথম দশকের মধ্যেই ফতেয়াবাদ বা ফরিদপুরের অন্তর্গত জালালপুরে কবি আলাওলের জন্ম । তাঁর পিতা ছিলেন জালালপুরের অধিপতি মজলিস কুতুবের অমাত্য । মজলিস কুতুব ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৬১১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ক্ষমতাসীন ছিলেন । সুতরাং আলাওলের জন্ম এই সময়কালের পরে নয় । পিতার সঙ্গে আলাওল জলপথে পর্যটনকালে জলদস্যু কর্তৃক আক্রান্ত হন ; এর ফলে পিতার জীবন নাশ হয় এবং আলাওল আরাকান বা রোসাঙ্গের এসে উপনীত হন । এখানে তিনি প্রথমে রাজ অশ্বারোহী সৈন্যদলে যোগদান করেন এবং পরে মৃত্যু পাটেশ্বরী যশস্বিনীর অমাত্য মাগন ঠাকুরের আশ্রয় লাভ করেন । ১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে খদোমিন্তার আরাকানের অধিপতি হন, এবং যশস্বিনী হন তাঁর মৃত্যু পাটেশ্বরী । অতএব ১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে বা তার পর কোনো এক সময় আলাওল মাগন ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন । আলাওলের পাণ্ডিত্য, সঙ্গীতনৈপুণ্য এবং আরও নানাগুণের জন্য আলাওলকে মাগন গুরুর মতো সমাদর করে অমাত্যসভায় নিয়ে আসেন । অতঃপর বহুভাষাবিদ ও কাব্যরসিক গুণী মাগন ঠাকুরের নির্দেশে আলাওল মালিক মুহম্মদ জায়ীর হিন্দী কাব্য পদ্যমাৎ-এর অনুবাদ শুরু করেন এবং খদো-মিন্তারের রাজত্বকালের মধ্যেই (১৬৪৫-১৬৫২) কোনো এক সময় তা শেষ হয় । ১৬৫২ খ্রীষ্টাব্দে খদো-মিন্তারের মৃত্যু হয় এবং মাগন ঠাকুরের পরিচালনায় শিশুপুত্র শ্রীচন্দ্র সুধমাকে নিয়ে বিধবা রাজপত্নী রাজত্ব করতে থাকেন । অতঃপর আলাওল মাগন ঠাকুরের নির্দেশে সয়ফুলমূলক বদিউজ্জামাল কাব্য রচনা আরম্ভ করেন । কিন্তু ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে মাগনের আকস্মিক মৃত্যুতে কিয়দংশ রচনা করে আলাওল এ গ্রন্থ রচনায় বিরত হন । ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে আরাকানরাজের মহামাত্য সোলেমানের আদেশে আলাওল তাঁর পূর্বসূরী কবি দৌলত কাজীর অসম্পূর্ণ কাব্য সত্যী ময়না বা লোর চন্দ্রাণী সমাপ্ত করেন । অতঃপর আলাওল ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে আরাকানরাজের সেনাপতি সৈয়দ মুহম্মদের পৃষ্ঠপোষকতায় নিজামীর ফারসী কাব্য হস্তপয়করের অনুবাদ সপ্তপয়কর রচনা করেন ।

এই গ্রন্থে শাহজাদা সুলজার আরাফানে আগমন এবং আরাফান রাজের কাছে শরণ গ্রহণের উল্লেখ আছে। এই বছর আলাওলের জীবনেও দেখা দেয় রাজনৈতিক দূর্বিপাক। ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে গৃহযুদ্ধ-বিড়ম্বিত শাহ সুলজা খিজির যুদ্ধ আওরঙ্গজেবের সেনাপতি মীরজুমলার হাতে পরাজিত হয়ে আরাফানে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং কোনো কারণে আরাফানরাজের বিরাগভাজন হওয়ায় সপরিবারে নিহত হলেন। এদিকে মীর্জা নামক এক শত্রুকর্তৃক শাহসুলজার সঙ্গে আলাওলের ঘনিষ্ঠতার মিথ্যা অভিযোগ রাজস্বারে আনীত হলে রাজদ্রোহিতার অপরাধে কবিকে পঞ্চাশ দিনের কারাবাস যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়, পরে এই অভিযোগ অমূলক প্রমাণিত হলে কবি মুক্তি লাভ করেন বটে কিন্তু সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হওয়ায় দারিদ্র্য দৃষ্টির সম্মুখীন হলেন। এই দারিদ্র্য অবস্থার মধ্যে কবি ১৬৬৩-৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ইসলামী স্মৃতিশাস্ত্র 'তোহফা' গ্রন্থের অনুবাদ আরম্ভ করেন এবং ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তা সম্পূর্ণ হয়। এই সময় কবির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন সোলেমান। ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে সৈয়দ মুহম্মদের নির্দেশে আলাওল পর্বরুখ কাব্য সয়ফুলমূলক বদিউজ্জমালের শেষ অংশ সমাপ্ত করেন। অবশেষে কবি মজলিস নবরাজের পৃষ্ঠপোষকতায় সর্বশেষ কাব্য সেকেন্দারনামা রচনা আরম্ভ করেন। ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে কবিজীবনে যে দৃষ্টিভঙ্গির আরম্ভ হয়েছিল ১১ বছর পর অর্থাৎ ১৬৭১ খ্রীষ্টাব্দে মজলিসের অনুগ্রহে স্মারক সূচী দেখা দিল। নিজামীর বৃহৎ ফারসী কাব্য ইস-কন্দর নামার অনুবাদ করতে বৃষ্টি আলাওলের নিঃসন্দেহে কয়েকবছর সময় লেগেছিল। আনুমানিক ১৬৭৩ অথবা ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দে কবি আলাওলের উত্থান-পতন-বৃষ্টির জীবনের অবসান হয়।

পদ্মাবতী আলাওলের সর্বপ্রথম রচনা। সূত্রান্ত এই কাব্যের আত্মপরিচয় অংশে তাঁর জীবনের প্রথমদিকের পরিচয়-টুকুই বর্তমান। এখান থেকে কবিজীবনের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা হল গোড়বংশের অন্যতম প্রধান স্থান হল ফতেয়াবাদ, তাঁর অশ্বত্বর্ভী জালালপুরে বহু গৃহবানের বাস। সেখানকার অধিপতি মজলিস কৃত্যব। তাঁর অমাত্যপুত্র আলাওল। কাব্যব্যপদেশে পিতার সঙ্গে জলপথে যেতে পতঙ্গীজ হার্মাদের নৌকার সম্মুখীন হলে বহু সংগ্রামের পর পিতা নিহত হন এবং আলাওল আহত হয়ে রোসাংগে উপনীত হলেন। সেখানে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি নিবেদন করে রাজঅশ্বারোহীদলে নিযুক্ত হলেন। সে সময় রোসাংগনগরে যেসব গৃহীরা বাস করতেন তারা আলাওলকে তালিব এলেম বলে বিশেষ সমাদর করতেন। এঁদের মধ্যে রাজ্যের মন্থ্য পাটেশ্বীর অমাত্য মাগন ঠাকুর কবিকে নানা উপহারে ভূষিত করলেন। মাগনের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে আলাওল তাঁর সভার অন্যতম সভাসদরূপে প্রতিষ্ঠিত হলেন। বহুগৃহী পরিবৃত এই অমাত্য সভায় একদা জামসী রচিত হিন্দী পদ্যমাৎ কাব্যকথা শুনে মাগন ঠাকুর আলাওলকে এই কাব্যকাহিনী সরস পয়ারে অনুবাদ করতে আজ্ঞা দিলেন। রোসাংগের সকলে হিন্দুস্থানী ভাষা বোঝেনা এই কারণেই এই অনুবাদের প্রয়োজন। দৃষ্টিভঙ্গি স্বরূপ মাগন আলাওলকে আসরফ খাঁর আজ্ঞায় দৌলত কাজীর লোর চন্দ্রাণী কাব্য অনুবাদের উল্লেখ করলেন। মাগন ঠাকুরের এই আদেশ শিরোধার্য করে বহু দিনব্যয় প্রকাশ করে অতঃপর আলাওল পদ্মাবতী কাব্য রচনা শুরু করলেন।

পদ্মাবতী কাব্যের আত্মপরিচয় অংশে বর্ণিত আলাওলের এই আত্মবিবরণের সমর্থন পাওয়া যাবে পরবর্তী কালের রচনা সয়ফুলমূলক বদিউজ্জমাল এবং সেকেন্দারনামা গ্রন্থে দুর্ভিত্তে। শেষ রচনা সেকেন্দারনামা গ্রন্থে কবির আনুপূর্বিক জীবন-কথা আছে। সেখানে কবির প্রথম জীবন সম্পর্কে অতিরিক্ত কিছু কিছু নতুন কথা আছে। ফতেয়াবাদের পরিচয় প্রসঙ্গে আলাওল লিখেছেন—

হিন্দুকুলে মহাসভা আছে ভট্টাচার্য।

ভাগীরথী গঙ্গাধারা বহে মধ্যরাজ্য ॥

আরাফানে রাজ-অশ্বারোহী পদে থাকার সময় তিনি বহু সম্ভ্রান্ত সভাসদকে নৃত্যগীত শেখাতেন। ( সেখানে কি মাগন ঠাকুরও ছিলেন ? ) আলাওলের উত্তর-জীবন সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ সংবাদগুলি হল—শাহ সুলজাসংক্রান্ত অপবাদের ফলে আলাওলের পঞ্চাশ দিনের কারাবাস এবং মুক্তিলাভের পর দারিদ্র্যদশার বর্ণনা। এর এগারো বছর পর মজলিস নবরাজের পৃষ্ঠপোষকতায় পুনরায় মৌভাগ্যলাভের কথা। আর রোসাংগের কাজী সৈয়দ মাসুদ বক্তৃক আলাওলকে কাহিনী খিলাফৎ দান। সুফী সম্প্রদায়ের প্রধান চার সম্প্রদায়ের মধ্যে আলাওল যে কাহিনী সম্প্রদায়ভুক্ত হয়েছিলেন সেকেন্দার নামা গ্রন্থে তার উল্লেখ আছে।

### মাগন পরিচয় ও পদ্মাবতী কাব্যে মাগন প্রসঙ্গ

শেখ বংশজাত সিদ্দিকী গোত্রভূক্ত মুসলমান ধর্মাবলম্বী মাগনের জন্ম সম্ভবত চট্টগ্রামে। আল্লার কাছে 'মাগিয়া' বা প্রার্থনা করে তাঁর জন্ম হয় বলে তাঁর নাম মাগন। তিনি ছিলেন রোসাংগরাজা নরপাদিগ্যর বিশ্বস্ত মন্ত্রী। বৃন্দরাজা নরপাদিগ্য এই বিশ্বাসী অমাত্যকেই তাঁর অল্পবয়সী কন্যার অভিভাবকরূপে নিযুক্ত করেন। আবার নরপাদিগ্যর মৃত্যুর পর এই কন্যা রাজ্যের মূখ্য পাটেশ্বরী হলে পর মাগনকে তিনি রাজা খদো-মিন্তারের মূখ্য পাঠরূপে পুনরায় নিযুক্ত করলেন। অতঃপর ১৬৫২ খ্রীষ্টাব্দে খদো-মিন্তারের মৃত্যু হলে মাগন রাজার নাবালক পুত্র চন্দ্র সুধর্মার অভিভাবক রূপে বিধবা রাজপত্নীকে রাজকাষে সহায়তা করতেন। সুতরাং তিনপুরুষ ধরে আরাকান রাজপরিবারে মাগনের বিশেষ প্রভুত্ব ছিল। ১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে বা তার পরবর্তী কোনো একসময় আলাওলকে তিনি তাঁর অমাত্যসভায় নিয়ে আসেন। তিনি ছিলেন বহুভাষাবিদ, বিদ্যোৎসাহী, কাব্যরসিক এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক। এদিক থেকে তিনি শ্রীসুধর্মার মহামাত্য আসরফ খাঁর সঙ্গে তুলনীয়। দৌলত কাজীর সতী ময়না বা লোরচন্দ্রাণী কাব্যের প্রথমে রোসাংগরাজপ্রশস্তি অধ্যায় থেকে যেমন জানা যায় যে আসরফ খাঁর সভায় আরবী ফারসী ভাষায় নানা তত্ত্ব-উপদেশ এবং গুজরাতি গোহারি ঠেট প্রভৃতি ভাষায় নীতিবিদ্যা কাব্য ও শাস্ত্রের নানাবিধ আলোচনা হত তেমনি আলাওলের পদ্মাবতী কাব্যের মাগন প্রশস্তি থেকে মাগনের বিদ্যোৎসাহিতা ও গুণগ্রাহিতার পরিচয় মেলে।

পদ্মাবতী কাব্যে দূরকমভাবে মাগন প্রশস্তি আছে। এক, স্তোত্ররূপে মাগন প্রশস্তি অধ্যায় জুড়ে বিস্তারিত ভাবে; দুই, পদ্মাবতী কাব্যের অধিকাংশ অধ্যায়ের শেষে সংক্ষিপ্ত ইংগিতে। মাগন প্রশস্তি অধ্যায়ে মাগনের রূপ, গুণ, কীর্তির অকুণ্ঠ প্রশংসা আছে। রাজসৈন্যবিভাগের মন্ত্রী বড় ঠাকুরের পুত্র মাগন পিতার জীবদ্দশাতেই নিজগুণে তাঁর বিষয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। আবার মহারাণী যশস্বিনীর অভিভাবক ও মূখ্য অমাত্যরূপে তিনি ঐশ্বর্য খ্যাতিও কম অর্জন করেন নি। তাঁর দেহ ছিল দুর্বীলশ্যাম, মাথায় মগধ দেশীয় শূদ্র পাগড়ী। আলাওল তাঁর রূপের যে আলাপকারিক বর্ণনা করেছেন তার থেকে বিশেষ কোনোরূপ ব্যক্তিপরিচয় পাওয়া না গেলেও তিনি সুপুরুষ ছিলেন বলেই মনে হয়। তিনি স্বয়ং বাংলা, আরবী, ফারসী, মঘী এবং হিন্দী ভাষা জানতেন; এছাড়া ভেষজ ও যাদুবিদ্যাতেও তিনি পারদর্শী ছিলেন। বহুভাষাবিদ এবং বহুশাস্ত্রজ্ঞানী এই প্রভাবশীল অমাত্যটি একদিকে যেমন ছিলেন অকুণ্ঠ দাতা তেমনি পরোপকারী। আলাওল তাঁর সম্পর্কে উচ্ছ্বাসিত হয়ে লিখেছেন—

মহাদানী মহামানী মহাসাহসিক।

অহিংসক আশুশূন্য মর্ষাদা অধিক ॥ ( মাগন প্রশস্তি, পৃঃ ১৮ )

রাজরোষে সর্বশাস্ত ব্যক্তিও তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করলে উদ্ধার হয়ে যেত।

পরদেশী মুসলমানদের শ্রেণীনির্বাণে তিনি পুরুষকারে সম্মানিত করতেন। এইভাবে মাগনের রূপ গুণ ও কীর্তির মহিমা কীর্তন করে আলাওল মাগন প্রশস্তি অধ্যায় শেষ করেছেন।

পদ্মাবতী কাব্যের বিভিন্ন স্থানে ভাগ্যদানকালে আলাওল মাগনের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে যে স্তোত্র-বচনগুলি উচ্চারণ করেছেন সেইসব স্তোত্রবচনের মধ্যে মাগনের দানশীলতার প্রসঙ্গই সর্বাধিক। যথা—

শ্রীধৃত মাগন ধীর রসিক নাগর।

শত্রুজিত মিত্রপাল দয়ার সাগর ॥ ( রক্তসেন বন্দন খণ্ড ; পৃঃ ৩২০ )

দানশীলতার সঙ্গে মাগনের কাব্যরসিকতার পরিচয় আলাওল একাধিক ক্ষেত্রে দিয়েছেন। রক্তসেন-পদ্মাবতী বিবাহ খণ্ডের একটি ত্রিপদী শেষে কবি ভাগ্যতা দিয়ে লিখেছেন—

শ্রীধৃত মাগন বীর

কাব্যরসে অতি ধীর

ত্রিভুবনে নবরসজ্ঞাতা।

যার মনে যেই বাহা পুরায়ন্ত সেই ইচ্ছা

কলিকালে বলিসম দাতা ॥

তাহান আরতি ধরি মনেত সাহস করি

বিরচিত সরস পয়ার ।

হীন আলাওলে ভণে মিনতি পশ্চিৎ স্থানে

টুটা হইলে শূন্য অক্ষর ॥ ( পৃঃ ১৮০ )

মাগন যে কেবল কবিদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তাই নয়, তিনি নিজেও কবি ছিলেন বলে প্রসিদ্ধ আছে । কোরেশী মাগনের নামে চন্দ্রাবতী নামক একখানি অসম্পূর্ণ কাব্য পাওয়া যায় । পদ্মাবতী কাব্যের ভণিতায় একস্থানে আলাওল মাগনের কবিকীর্তির আভাস দিয়ে লিখেছেন—

কবি আলাওলে মধুর গায় ।

মাগন কবিকীর্তি রহু সদায় ॥ ( পদ্মাবতী রূপচর্চা খণ্ড, পৃঃ ২৭৪ )

মাগন প্রসঙ্গে এক্ষেত্রে একটা ব্যাপার উল্লেখযোগ্য । পদ্মাবতী কাব্যের শেষাংশে সন্দেহজনকভাবে মাগন প্রসঙ্গের অনুল্লেখ লক্ষ করা যায় । গোরা-বাদল যুদ্ধখণ্ডের পর থেকে অনুবাদ যেখানে মূল থেকে সম্পূর্ণ সরে গিয়েছে সেখানে মাগনের উল্লেখ আর লক্ষ করা যায় না । হাবিবী সংস্করণে অবশ্য দু'টি ক্ষেত্রে মাগনের উল্লেখ আছে, কিন্তু সেগুলি সন্দেহজনক, কারণ পুঁথিপুঁথিতে এগুলি নেই । সুতরাং কাব্যের শেষাংশে মাগনের বিস্ময়কর অনুল্লেখ দেখে ডঃ সূর্যকুমার সেন এবং ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল শেষাংশের প্রামাণিকতা সম্পর্কে যে সংশয় প্রকাশ করেছেন তাকে একেবারে অমূলক বলা যায় না । অবশ্য এ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ প্রমাণ না মেলা পর্যন্ত সম্পূর্ণ নিঃসংশয় হওয়া যাবে না, তবে এটা ঠিক যে পদ্মাবতী কাব্যের শেষাংশে মাগন প্রসঙ্গের অনুল্লেখিত বিস্ময়কর ।

### পদ্মাবতী কাব্যের উৎস

আলাওলের পদ্মাবতী কাব্যটি মৌলিক গ্রন্থ নয়, অনুবাদ । মূল কাব্যটি হল অবধী হিন্দী ভাষায় লেখা মালিক মুহম্মদ জায়সীর পদ্মাবৎ । আলাওল পদ্মাবতী কাব্যের প্রথমদিকে 'কবি পরিচয়' ও 'কাহিনী সূত্র' অধ্যায় দু'টিতে পদ্মাবতী কাব্যের উৎসরূপে মূল কবি ও কাব্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন । মূল পদ্মাবৎ কাব্যের অস্তিত্বখণ্ডের অষ্টাদশ শতক থেকে প্রয়োবিশ শতক পর্যন্ত জায়সী যে পীরপরম্পরায় গুরুপরিচয় ও আত্মপরিচয় দিয়েছেন,—আলাওল তদবলম্বনে জায়সীর সংক্ষিপ্ত কবিপরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন । জাইস নগরে বসবাসকারী সিদ্দিকী বংশোদ্ভূত এই কবির পরিচয় দান কালে আলাওল জায়সীর গুরুদ্বয় উপর যতোটা গুরুত্ব দিয়েছেন বন্ধুবর্গের বর্ণনায় ততোটা গুরুত্ব দেন নি । জায়সীর চারবন্ধুর উল্লেখমাত্র পদ্মাবতীতে আছে, বিস্তারিত বিবরণে আলাওল আগ্রহ দেখান নি । জায়সীর পদ্মাবৎ কাব্য রচনাকালে শেরশাহ যে দিল্লীর সুলতান ছিলেন এ ইঙ্গিতটুকু আলাওল যথাস্থানে দিয়েছেন, কিন্তু জায়সীর কাব্যে পাঁচ শতক জুড়ে ( অস্তিত্ব খণ্ড, ১০—১৭ ) শেরশাহের সম্পর্কে যে বিস্তারিত প্রশস্তি আছে আলাওল অবাঞ্ছনীয়বোধে তা বর্জন করে তার পরিবর্তে রোসগ রাজার প্রশস্তি কীর্তন করেছেন ।

পদ্মাবতীর 'কাহিনী সূত্র' অধ্যায়ে আলাওল তাঁর কাব্যের উৎসপরিচয় দিতে গিয়ে জায়সীর কাব্যকাহিনীর সংক্ষিপ্ত সূচীনির্দেশ করেছেন । প্রথমেই উল্লেখ করেছেন পদ্মাবৎ কাব্যের রচনাকাল । কিন্তু আলাওল ভুল করে লিখেছেন— 'সংখ্যা সপ্তাবিশ নব শত' অর্থাৎ ১২৭ হিজরী । জায়সীর পদ্মাবৎ কাব্যের অস্তিত্ব খণ্ডের সর্বশেষ চৌপাই-এর প্রথম পংক্তিতে স্পষ্ট করেই জানানো হয়েছে 'সন নব সৈ সৈতর্জিস অহা' অর্থাৎ ১৪৭ হিজরী বা ১৫৪০ খ্রীস্টাব্দ । অতঃপর আলাওল সংক্ষেপে এইভাবে মূল কাহিনীসূত্রটি নির্দেশ করেছেন—

চিতোর দুর্গের অধিপতি রাজা রক্ষসেন শূর্যমুখে পদ্মাবতীর রূপের কথা শুনেন মূগ্ধ হলেন । ষোলশো রাজকুমারকে

সঙ্গে নিয়ে যোগীবেশে চললেন সিংহলে। অনেক অরণ্যপথ পেরিয়ে যখন তাঁরা সিংহলভূমিতে উপনীত হলেন তখন রাজা গজপতি সিংহলে যাবার জন্য তাঁদের নৌকা দিলেন। সিংহলে স্থাপিত গিয়ে অনেক দূঃখ কষ্টের পর বহু সাধনায় রত্নসেন পদ্মাবতীকে লাভ করলেন। অতঃপর এক পক্ষীমুখে প্রথমা পত্নী নাগমাতীর দূঃখকথা শুনেন রাজা রত্নসেন পদ্মাবতীসহ স্বদেশ অভিমুখে চললেন। পথে সমুদ্র-বিপর্ষয় উত্তীর্ণ হয়ে রাজা চিতোরে প্রত্যাবর্তন করলে অনেক আনন্দোৎসব হল।

এদিকে রত্নসেনের রাজসভায় রাঘব চৈতন নামে এক গুণী আবিবেচকের মতো প্রতিজ্ঞা করে যাদু বলে প্রতিপদের দিন শ্বিতীয়ার চাঁদ দেখাল। পরে রত্নসেন প্রকৃত ব্যাপার জানতে পেরে তাকে দেশ থেকে নিবাসন দিলেন। পদ্মাবতী নির্বাসিত ব্রাহ্মণকে তুষ্ট করার জন্য বিদায়কালে সমাদর করে নিজের হাতের কঙ্কণ দান করলেন। সেই সময় আলাউদ্দীন দিল্লীর সুলতান। প্রচণ্ড তাঁর প্রতাপ। পশ্চিমত রাঘব চৈতন তাঁর কাছে গিয়ে পদ্মাবতীর রূপ বর্ণনা করল। শুনেন সুলতান উল্লসিত হয়ে পদ্মাবতীর দাবী জানিয়ে রত্নসেনের কাছে শ্রীজা নামক এক বিপ্রকে পাঠালেন। কিন্তু শ্রীজা প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে এলে সুলতান ক্রুদ্ধ হয়ে চতুরঙ্গ সেনাসহ চিতোর আক্রমণ করলেন। বারোবছর অবিরাম যুদ্ধের পর অবশেষে সুলতান সিন্ধুর কৌশলে রত্নসেনকে বন্দী করলেন। বন্দী রত্নসেনকে নিয়ে আলাউদ্দীন দিল্লী ফিরে গেলেন এবং রাজাকে কারাগারে রেখে নানাভাবে পীড়ন করতে লাগলেন। গোরা ও বাদল নামে রত্নসেনের দুই সেনাপতি কপট কৌশলে রত্নসেনকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করে আনল। রত্নসেন চিতোরে ফিরে পদ্মাবতীর সঙ্গে সুখে রজনী অতিবাহিত করলেন। একসময় পদ্মাবতীর মুখে রাজা দেবপালের দুরভিসিন্ধুর কথা শুনেন রত্নসেনের চিত্ত বিচলিত হল। তৎক্ষণাৎ দেবপালের রাজ্যে গিয়ে রত্নসেন যুদ্ধে তাকে নিধন করলেন এবং শব্দ অহত হয়ে নিজ রাজ্যে ফিরে এলেন। এর সাত দিন পর রত্নসেনের মৃত্যু হল এবং দুইরাণী নাগমাতী ও পদ্মাবতী তাঁর সঙ্গে সহমৃত্যু হলেন। ইতিমধ্যে দিল্লীশ্বর পুনরায় রণসাজে সশস্ত্র হয়ে চিতোর নগরে উপনীত হলেন। আলাউদ্দীন চিতোরে এসে চিতাধুম দেখে এবং পদ্মাবতী সতী হয়েছেন শুনেন অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। অতঃপর চিতোরকে ইসলাম রাজ্য করে সুলতান দিল্লী প্রত্যাবর্তন করলেন।

আলাওল কাহিনী-সূত্র অধ্যায়ে অত্যন্ত সংক্ষেপে জায়সীর মহাকাব্যোপম বিশাল কাব্যকাহিনীর যে পরিচয় দিয়েছেন তা যথার্থ। 'কাহিনী সূত্রে' তিনি সূত্রটুকুই উল্লেখ করেছেন, ঘটনার বর্ণনা ও সমারোহ বাদ দিয়েছেন। অনুবাদ করবার সময় শেষাংশ বাদে তিনি মূলের অধিকাংশ খণ্ডের বেশীর ভাগ শব্দকই নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করেছেন। বর্তমান গ্রন্থের জায়সী খণ্ডের সঙ্গে আলাওল খণ্ডকে পাশাপাশি মেলালেই দেখা যাবে এমন নিষ্ঠাবান অনুসরণ মধ্যযুগের বাংলা অনুবাদ সাহিত্যে অস্বপ্নই আছে। সামান্য কয়েকটি খণ্ড বর্জন এবং দু'একটি খণ্ড সংযোজন ছাড়া অনেকদূর পর্যন্ত অনুবাদের দ্বারা মূলানুসারী। গোরা-বাদল যুদ্ধখণ্ড পর্যন্ত যেখানে পদ্মাবতী কাব্যকে মূলের সঙ্গে প্রায় প্রতি শব্দকে মিলিয়ে মিলিয়ে পড়া যায় সেখানে হঠাৎ অনুবাদের শেষাংশে এসে আলাওলের স্বাধীন হয়ে ওঠা বিস্ময়কর। এমন কি উৎস-নির্দেশক কাহিনীসূত্রের মধ্যে আলাওল সংক্ষেপে যে কাহিনী পরিচয় দিয়েছেন, অনুবাদের শেষাংশে তাকে লম্বন করে অনুবাদ কাব্যটিকে এক অবিশ্বাস্য অতিনাটকীয় পরিণতি দান করা হয়েছে। অনুবাদকাহিনীর এই অস্বাভাবিক পরিণাম ও মূল কাহিনীর সঙ্গে তার অসামঞ্জস্য লক্ষ করে ডঃ সূকুমার সেন অভিভূত হয়েছেন যে গোরা বাদল যুদ্ধ খণ্ডের পর থেকে পরবর্তী দুর্বল অংশ আলাওলের রচনা নয়। ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল এই সন্দেহের সমর্থনে আরও কিছু যুক্তি দিয়েছেন—যথা শেষাংশে মগন ঠাকুরের উল্লেখ-বিরলতা, দারাসিকন্দর প্রসঙ্গের উল্লেখ এবং রচনারীতির পার্থক্য ইত্যাদি। কিন্তু এই সন্দেহগুলি ছাড়া এমন কোনো পাথুরে প্রমাণ নেই যার থেকে সূনিশ্চিত হওয়া যায় যে এ কাব্যের শেষাংশ আলাওলের নয়।

### পদ্মাবতী কাব্যের উপাখ্যান ও পরিণামগত অনৌচিত্য

মূলানুসারী আলাওলের পদ্মাবতী কাব্যে আছে পৃথক রসের দু'টি স্লট—একটিতে আছে নাগমাতী-পদ্মাবতী-রত্নসেনের মিলনান্ত কাহিনী যাতে প্রাধান্য পেয়েছে প্রেমের রোমান্স; অপরটি রত্নসেন-আলাউদ্দীন-পদ্মাবতীর গ্লানু প্রেমের কাহিনী

যাতে মূখ্য হয়েছে যুদ্ধের উত্তেজনা। শেষের কাহিনীটি মূলে ঐতিহাসিক কিস্তি আলাওলের অনুবাদে তা মেলোড্রামায় পরিণত। আলাওলের কাহিনীটি নিম্নরূপ—

সিংহল রাজকন্যা পদ্মাবতীর প্রিয় শূকপাখীর নাম হীরামণি। রাজরোষে সে বনে পলায়ন করলে পলাতক পাখীটিকে এক ব্যাধ ধরে, ব্রাহ্মণকে হাতে বিক্রী করল। ব্রাহ্মণ এই বেদজ্ঞ পাখীকে চিতোরের রাজা রত্নসেনকে এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে দিয়ে দিলেন। রাজরাণী নাগমতির প্রহ্নের উত্তরে হীরামণি পদ্মাবতীর রূপের প্রশংসা করলে পাখীটিকে মেয়ে ফেলার ব্যবস্থা হয়। কিস্তি ধাত্রী তাকে বাঁচিয়ে রেখে অবশেষে রাজার হস্তে সমর্পণ করে। রাজা পাখীর মুখে পদ্মাবতীর রূপের কথা শুনে যোগীবশে ষোলশো অনুচর নিয়ে সিংহলে যাত্রা করলেন। শ্রীক্ষেত্রে উড়িয়াপতি গজপতি রত্নসেনকে বহিষ্ঠ দিলেন। সিংহলে এসে হীরামণির দৌত্যে মহাদেব মন্দিরে পদ্মাবতীর সঙ্গে রাজার সাক্ষাৎ হল। রাজা তৎক্ষণাৎ প্রণয়মুচ্ছিত হলেন। চেতনালাভ করে রাজা গোপনে অনুচরসহ সিংহল গড়ে প্রবেশ করতে গিয়ে ধরা পড়লে সিংহলের রাজা গম্ভবসেন তাকে শুলে দেবার আদেশ দিলেন। অবশেষে চিতোরের ভাটের মুখে রাজার প্রকৃত পরিচয় পেয়ে রাজসভায় নানাবিধ পরীক্ষার পর সংশয়মুক্ত সিংহলরাজ চিতোররাজ রত্নসেনকে পদ্মাবতীর পতিরূপে সাদরে গ্রহণ করলেন। বিবাহের পর পদ্মাবতীর সঙ্গে একবছর সন্তোষসুখে কাটিয়ে অবশেষে পক্ষীমুখে নাগমতির বিরহসংবাদ কর্ণগোচর হলে রত্নসেন পদ্মাবতীকে নিয়ে চিতোরের দিকে যাত্রা করলেন। স্বদেশে ফেরার সময় নিজের অহংকারের জন্য রাজা সমুদ্র কতৃক বিপর্যস্ত হলেন, অবশেষে বহু দুর্যোগ ও দুর্বিপাক উত্তীর্ণ রত্নসেনের দেশে প্রত্যাবর্তন এবং মানিনী নাগমতিকে তৃপ্ত করে দুই পত্নীর সঙ্গে রাজা সুখে জীবন কাটাতে লাগলেন। এইখানে পদ্মাবতীকাব্যের প্রথম পর্বের মিলনান্তক সমাপ্ত। এই পালাটিতে আছে রূপ-কথাধর্মী রোমান্স ও কর্মেডির সূত্র। বহু বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও নায়ক নায়িকার প্রেমের সার্থকতা এক্ষেত্রে দেখানো হয়েছে।

পদ্মাবতী কাব্যের দ্বিতীয় প্লটের সূত্র ঐতিহাসিক, এবং কাহিনীটি সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক না হলেও ইতিহাসকেন্দ্রিক। এই অংশে আছে বীরত্ব ও যুদ্ধবিগ্রহের উত্তেজনা। সিংহল রাজকন্যার সঙ্গে চিতোররাজের রোমান্টিক মিলনের বিষয়স্বরূপ উভয়ের প্রণয়জ্বলার মাঝখানে শোনা গেল দিল্লীশ্বরের সেনাবাহিনীর অশ্বক্ষুরধর্মী—ফলে ব্যক্তিগত প্রেমকাহিনী ঐতিহাসিক ঘটনার পটভূমিতে বিরাত বিস্তৃত লাভ করল। জায়সীকে অনুসরণ করেই যদিও এই কাহিনীপর্বটি রচিত তবুও মূলের সঙ্গে অনুদিত উপাখ্যান ভাগের শেষাংশের পার্থক্য আছে।

প্রতিপদের রাতে দ্বিতীয়র চাঁদ দেখিয়ে রাজাকে প্রতারণার অপরাধে রাঘবচেতন চিতোরের রাজসভা থেকে বিতাড়িত হল। নিবাসিত রাঘব চেতন পদ্মাবতীপ্রদত্ত কক্ষণ নিয়ে দিল্লীতে সুলতান আলাউদ্দীনের রাজসভায় এসে পদ্মাবতীর রূপ বর্ণনা করে সুলতানকে উম্মত্ত করে তুলল। আলাউদ্দীন পদ্মাবতীকে দাবী করে শ্রীজ্ঞাকে পাঠালেন রত্নসেনের রাজসভায়। রত্নসেন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় ক্রুদ্ধ সুলতান সৈন্যে চিতোরে এসে আটবছর অবরোধ করেও রাজধানী অধিকার করতে পারলেন না। অবশেষে সন্ধির প্রস্তাব করে রত্নসেনের আমন্ত্রণে সুলতান চিতোরে প্রবেশ করলেন। রাজার সঙ্গে পাশা খেলার সময় হঠাৎ মূকুরে প্রতিফলিত পদ্মাবতীর রূপ দেখে সুলতান মোহিত হলেন। অতঃপর সন্ধির সত্ত্বেও করে আলাউদ্দীন দিল্লী প্রত্যাবর্তন কালে রত্নসেনকে বন্দী করে রাজধানীতে নিয়ে গেলেন। ইতিমধ্যে কুম্ভলনের রাজা দেবপাল এবং সুলতান স্বয়ং রত্নসেনের অনুপস্থিতির সুযোগে পদ্মাবতীর কাছে নিজ নিজ দূতী পাঠালেন কিস্তি উভয়েই পদ্মাবতীকে কবলস্থ করতে ব্যর্থ হলেন। এরপর পদ্মাবতীর অনুরোধে গোরা ও বাদল নামক রাজপুত্র সেনাপতিস্বয়ং দিল্লীতে গিয়ে কৌশল করে রাজা রত্নসেনকে উদ্ধার করে নিয়ে এলেন। ষোলশো পাশ্কাতে ষোলশো রাজপুত্র যোদ্ধা রমণীর ছন্দবেশে দিল্লীতে প্রবেশ করে রত্নসেনের সঙ্গে সখীসহ পদ্মাবতীর সাক্ষাতের অর্ছলয় রাজাকে মুক্ত করে চিতোরে ফিরে এল। পশ্চাৎস্থিত সুলতানী সেনার সঙ্গে যুদ্ধে গোরা অশেষ বীরত্ব দেখিয়েও শেষপর্যন্ত নিহত হল।

আলাওলের কাহিনী এ পর্যন্ত মোটামুটি জায়সীর পদ্যমাৎ কাব্যের বিবস্ত অনুসরণ। কিস্তি এরপর থেকে কাহিনীর শেষভাগে পার্থক্য দেখা দিয়েছে। চিতোরে ফিরে দেবপালের দুর্ভাগ্যসন্ধির কথা পদ্মাবতীর মুখে শুনে ক্রুদ্ধ রত্নসেন দেবপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলেন। শৈবতশব্দে রত্নসেন আহত এবং দেবপাল নিহত হলেন। বিবাস্ত দেখে

নিরে রত্নসেন চিত্তোরে ফিরে এসে আরও কিছু বছর বেঁচে রইলেন। ইতিমধ্যে পদ্মাবতীর গর্ভে চন্দ্রসেন ও ইন্দ্রসেন নামে রত্নসেনের দুই পুত্র জন্মাল। চন্দ্রসেন ও ইন্দ্রসেনের যখন সাতবছর ও পঁচিবছর বয়স তখন বিষপ্রকোপে রত্নসেনের মৃত্যু হল। নাগমতি ও পদ্মাবতী স্বামীর চিত্তায় 'সতী' হলেন। চন্দ্রসেন ও ইন্দ্রসেন পিতৃনির্দেশে অনুযায়ী সুলতান আলাউদ্দীনের বশ্যতা স্বীকার করলেন। সেনাপতি বাদলের সঙ্গে রাজপুত্রবয়স দিল্লীতে এসে সুলতানকে পিতার মৃত্যু-সংবাদ জানালে দুঃখিত আলাউদ্দীন রাজকুমারদের সঙ্গে প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করলেন এবং দুজনের একজনকে চন্দ্রসেনী অন্যজনকে মাড়োয়া রাজ্য দান করলেন। গোরা যেসব রাজাকে যুদ্ধে বধ করেছিল তাদের রাজ্য বাদলকে দিলেন। অতঃপর বারোবছর চিত্তোরে গিয়ে রাজকুমারদের সঙ্গে বাস করে অবশেষে সুলতান দিল্লী প্রস্থান করলেন। কাব্যের শেষে জায়সীর অনুসরণে জগৎ ও জীবনের নশ্বরতা সম্পর্কে বিলাপ আছে।

জায়সীর উপাখ্যানের শেষাংশ এবং আলাওলের কাহিনীর সমাপ্তি অংশের মধ্যে বিপুল প্রভেদ। এই পার্থক্য দেখে কোনো কোনো গবেষক শেষাংশ আলাওলের রচনা নয় বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। কিন্তু এ সম্পর্কে স্পষ্ট কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত শেষাংশ আলাওলের রচনা বলেই ধরে নিতে হবে। উভয় কবির কাব্যপরিণামের এই পার্থক্যের কারণ সম্ভবত কবিবয়সের জীবনদর্শনের ভিন্নতা। জায়সী ছিলেন সাধক কবি। সূক্ষ্মসাধক হিসাবে জগৎ ও জীবনের নশ্বরতাই তিনি তাঁর কাব্যে দেখিয়েছেন। অপরদিকে ধর্মমতে সূক্ষ্ম হয়েও আলাওল ছিলেন জীবনরসিক কবি। জীবনভোগের তত্বই আলাওলের জীবনদর্শন। সেইজন্যে রত্নসেন দেবপালের সঙ্গে যুদ্ধে আহত হয়ে দেশে ফিরে এসেও আরও বারোবছর বেঁচে রইলেন নাগমতি ও পদ্মাবতীর সঙ্গে দাম্পত্য জীবন যাপন করে দুই পুত্রের জনক হবার জন্য—জীবনভোগের এতখানি বিস্তৃত অবসর আলাওল রাজাকে দিয়েছেন। কেবল রাজা রত্নসেন নয়, আলাওলের হাতে সেনাপতি বাদলও বেঁচে থাকার সুযোগ পেয়েছে। মূল কাব্যের উপসংহারে দেশের জন্য যুদ্ধ করে বাদলের শহীদ হবার গৌরব বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু যেহেতু গমনার সঙ্গে প্রথম পত্নী-সম্ভাষণের মূহুর্তে বাদলকে রত্নসেন উদ্ধারের জন্য রণক্ষেত্রে চলে আসতে হয়েছিল সেইজন্য গোরা নিহত হলেও বাদলকে বাঁচিয়ে রেখে উপহৃত রাজ্য ও পত্নীসহ জীবন উপভোগের অবকাশ তাকে দেওয়া হয়েছে। ইতিহাসে রত্নসেনের পুত্রদের কোনো প্রসঙ্গ নেই, জায়সীর কাব্যে রত্নসেনের পুত্ররূপে নাগসেন ও কমলসেনের উল্লেখ থাকলেও কবি তাদের পরিণাম নিয়ে মাথা ঘামান নি। রত্নসেন পদ্মাবতীর প্রেমকাহিনীই তাঁর কাব্যের বিষয়, এঁদের মৃত্যুর পর সংক্ষেপে কবি এ কাব্যের ঐতিহাসিক পরিণাম জানিয়ে লিখেছেন—

জ্যেহর ভাই সব ইতিহাসী পুরুষ ভাঙ্গা সংগ্রাম।

বাদসাহ গঢ় চরা চিত্তের ভা ইসলাম ॥

নারীরা সব জ্বররত অনুষ্ঠান করলেন, পুরুষরা সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন, বাদশাহ দুর্গ চূর্ণ করলেন, চিত্তোর ইসলাম ( রাজ্য ) হয়ে গেল !

বাংলা কবি আলাওল সম্ভবত এই ঐতিহাসিক সমাপ্তিতে সন্তুষ্ট হতে পারেন নি, বিশেষতঃ রত্নসেনের পুত্রবয়সের পরিণাম এই আখ্যানকবিকে চিন্তিত করেছিল। এর ফলে কবি নিজের মতো করে রচনা করলেন এ কাব্যের অন্য এক পরিণাম যেখানে এক বৈষ্ণবীয় প্রেমের আবহাওয়ায় শত্রুতা ভুলে মৃদুস্বর্দ রত্নসেন আলাউদ্দীনের কাছে ক্ষমাভিক্ষা জানান, রত্নসেনের পুত্রবয়স সুলতানের কাছে পিতার মৃত্যুসংবাদ জানিয়ে নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় আত্মসমর্পণ করে, সুলতান আলাউদ্দীনও সমস্ত দর্প, অহংকার ও বিফলতার ক্রোধ ভুলে নিবিড় প্রেমের আত্মীয়তায় অনাধ পুত্রবয়সকে আলিঙ্গন করে তাদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেন—এবং পরিণামগত অনৌচিত্য সত্ত্বেও সমস্ত কাব্যটি একটি মিলনান্তক পরিসমাপ্তি লাভ করে।\*

\* কাব্যকাহিনীর এই অন্তিমটুকীয় পরিণতির ব্যাপারে আলাওলের আদর্শবাদী মনও ক্রিয়ামূলক ছিল বলে মনে হয়। রাজপুত্রের সঙ্গে আলাউদ্দীনের মৈত্রী ও পুত্রিতার সম্পর্কটি যেভাবে পরিশেষে দেখানো হয়েছে তা যদি বাস্তবিকই আলাওলের রচনা হয়ে থাকে তাহলে কবি যে হিন্দু মূলসম্মান মৈত্রীর স্বপ্ন দেখেছিলেন সেকথা স্বীকার করতে হয়।

পদ্মাবতী কাব্যের পরিচয় ; রূপক না রোমান্স ?

আলাওলের পদ্মাবতী কাব্যটি যে হিন্দী গ্রন্থের অনুবাদ সেই পদ্মাবৎ কাব্যের উপসংহারে এ কাব্যের রূপক তাৎপর্য উদ্ঘাটন করে বলা হয়েছে—

“আমি এর অর্থ পশ্চিমতদের শূন্যিয়েছি। তাঁরা বলেছেন, এর বেশী আমরা আর কিছু বুঝি নি। উর্ধ্ব এবং নিম্নে যে চৌদ্দভূবন বর্তমান সে সবই আছে মানুষের দেহের ভিতরে। দেহ হল চিতোর, মনকে করেছি রাজা ( রত্নসেন ), হৃদয় হল সিংহল দেশ এবং বৃন্দকে জেনেছি পশ্চিমী। শূন্য হল পথপ্রদর্শক গুরু। গুরু বিনা এ জগতে কে পাবে নিগূণ ( ঈশ্বর )-কে। নাগমতি হল মর্ত্যাসক্তি। এতে যার মন বাঁধা পড়ে তার মুক্তি নেই। দত্ত রাঘব ( চেতন ) হল শয়তান। আর সুলতান আলাউদ্দীন মায়ী। এইভাবে এই প্রেমকাহিনীর বিচার কোর। যে বুঝতে সমর্থ সে বুঝে নাও।” ( প্রথম খণ্ড, পরিশিষ্ট )

উদ্ধৃত শ্লোকটি বাস্তবিকই জয়সীর রচনা কি না সে সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। এই রূপক বিশ্লেষণ সম্ভবত পরবর্তীকালের প্রক্ষেপ বলেই গবেষকদের অনুমান। পূর্বোক্ত রূপকার্থ দিয়ে কাব্যটি বিচার করলে জয়সীর প্রতিপাদ্য তথ্যটি হল এই—শূন্যরূপ গুরুর নির্দেশে নাগমতিরূপ সাংসারিক বাধা অতিক্রম করে রত্নসেনরূপ মন পদ্মাবতীরূপ প্রজ্ঞার সংগে সিংহলরূপ হৃদয়ে এসে মিলিত হল। অবশেষে রাঘব চেতনরূপ শয়তান এবং আলাউদ্দীনরূপ মায়ার কবল থেকে কিভাবে উভয়ে পরিগ্রাণ লাভ করে মুক্তিলাভ করল এটাই এই প্রেমকাহিনীর গুঢ় তাৎপর্য।

জয়সী সূক্ষ্ম প্রেমতত্ত্বকে এই কাব্যের উপজীব্য করলেও আলাওল এইধরণের রূপককে প্রতিপাদ্য করে কাব্যটি রচনা করেছিলেন বলে মনে হয় না। আলাওল তাঁর অনুবাদকর্মের মধ্যে কোথাও এই জাতীয় রূপকের কোনো ইঙ্গিত দেন নি। সূক্ষ্মকবি হিসাবে জয়সীর পদ্মাবৎ কাব্যের প্রেমকথাই আলাওলকে যে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল তার স্বীকারোক্তি আছে কবির আত্মবিবরণী অংশের পংক্তিতে

রসনা সরস হৈল প্রেমের বচনে ॥

প্রেমপদার্থ পদ্মাবতী রচিত আশা এ। ( পদ্মাবতী, আত্মপরিচয়, পৃ : ২৫ )

জয়সীও উপসংহার খণ্ডের প্রথম শ্লোকে রূপকার্থের বদলে প্রেম কাহিনীর উপরেই গুরুত্ব দিয়েছেন—

‘কবি মদুহঙ্গদ এ কাহিনী রচনা করে শোনালেন। যে শূন্যেই সেই প্রেমের জন্যে পীড়িত হয়েছে। রক্ত দিয়ে তিনি ( এ কাব্য ) রচনা করলেন এবং গাঢ় প্রেম নয়নাশ্রু হয়ে ভিজিয়ে দিল। আমি এই জেনে এ গান রচনা করলাম, তা যেন এ জগতে ( কীর্ত ) চিহ্ন হয়ে বর্তমান থাকে।’

সুতরাং মাঝে মাঝে প্রতীকের ব্যবহার এবং রূপক খচিত দোহাগুলি থাকলেও জয়সীর পদ্মাবৎ কাব্য আসলে মধ্যযুগের রোমান্স কাব্য, আলাওল কাব্যটিকে এইভাবেই দেখেছিলেন। এ ব্যাপারে আলাওলের ব্যক্তিগত রুচিবোধকে নিয়ন্ত্রিত করেছিল পৃষ্ঠপোষকের রসবোধ। যে অমাত্যসভায় বসে আলাওল পদ্মাবৎ কাব্যের অনুবাদ শুনিয়েছিলেন সেই অমাত্যবর্গ তত্ত্বকথা অপেক্ষা প্রেমকাহিনী ও যুদ্ধকাহিনীর রোমান্সরসেই বেশী আগ্রহী ছিলেন। কেবল পদ্মাবতীই নয়, আলাওলের অন্যান্য আখ্যান অনুবাদগুলি এমন কি আলাওলের পূর্ববর্তী কবি দৌলত কাজির সতীময়না বা লোরচন্দ্রাণী কাব্যও পৃষ্ঠপোষক অমাত্যবৃন্দের রোমান্সরস পরিভ্রাণের আকাঙ্ক্ষা থেকেই আর্দ্র। মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় পরশ্রমজীবী প্রচুর অবসরপুষ্ট রাজা ও সভাসদবর্গ যুদ্ধ ও প্রেমকাহিনীর মধ্যে রোমান্সের যে উস্তেজনা স্থান করতেন তার মধ্যে তত্ত্বকথার বিশেষ স্থান ছিল না। আলাওল এই সামন্ততান্ত্রিক রুচির পরিবেশে কাব্যসূত্র পরিবেষণ করতে বসে জয়সীর পদ্মাবৎ কাব্যের তত্ত্বাংশকে যতদূরসম্ভব এড়িয়ে গিয়ে প্রেম ও যুদ্ধের রোমান্স রসকেই মূখ্য করে তুলেছেন। স্তূতিখণ্ডে যদিও জয়সীর অনুসরণে আলাওল সৃষ্টি তত্ত্ব, ভগবৎ-তত্ত্ব, সূক্ষ্ম প্রেমতত্ত্ব সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন, কিন্তু কাব্যকাহিনী আরম্ভ হবার পর এই সব তত্ত্বকথার পরিবর্তে কাহিনীরসই মূখ্য হয়ে উঠেছে। জয়সীর কাব্য-

পদ্মাবতী—খ



কাহিনীর স্রোত ঘটনাবর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে যখনই সূত্রযোগ পেয়েছে তখনই গহনে প্রবেশ করেছে, রোমান্টিক প্রেমবর্ণনার চৌপাই শব্দকগুলি প্রায়শই মিষ্টক অননুভবের দোহাগুচ্ছের দ্বারা একত্রিত হয়ে এক অশতগুণে তত্ত্বভাবনায় মণ্ডিত হয়েছে ; সেক্ষেত্রে আলাওলের অননুবাদ জায়সীর গুঢ়ার্থবাচক দোহাগুলিকে এবং স্বার্থবোধক শব্দগুলিকে বর্জন করে ঘটনার গতিকেই অনুসরণ করেছে। এ ব্যাপারে মাগন ঠাকুরের উৎসুক্যও কাব্যপাঠ করতে গিয়ে বেশ টের পাওয়া যায়। কাব্যের মাঝে মাঝেই পৃষ্ঠপোষক মাগন কবিকে পরবর্তী ঘটনা সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ জ্ঞাপন করেছেন এবং কবিকে স্বয়ং বর্ণনা শেষ করতে তাড়া দিয়েছেন। সুতরাং মাগন ঠাকুরের বিদগ্ধ অমাত্যসভায় আলাওলের পশ্চিমবর্তী কাব্য পরিবেষণের মূখ্য উদ্দেশ্য তত্ত্বকথা নিবেদন নয়, সিংহলরাজকন্যা পশ্চিমবর্তীর জন্য যোগীর ছদ্মবেশে চিতোররাজ রত্নসেনের সফল প্রণয়-অভিযান এবং চিতোর রাজবধু পশ্চিমবর্তী লাভের উদ্দেশ্যে দিল্লীশ্বর সুলতান আলাউদ্দীনের বিফল যুদ্ধাভিযান বর্ণনা করে উদ্দাম জীবনের উল্লেখ্যাকর রোমান্স রস সৃষ্টি এ কাব্যের উদ্দেশ্য। কাব্যের প্রথম পর্বে আছে রূপকথাধর্মী রোমান্স এবং দ্বিতীয় পর্বে আছে ইতিহাসাশ্রিত রোমান্স। কাব্যের প্রথমে জায়সীর অনুসরণে সৃষ্টতত্ত্ব ও রসুলবন্দনা প্রভৃতি তাত্ত্বিক ব্যাপার পরবর্তী কাহিনীর সঙ্গ সঙ্গত নয়।

লোক কথা, মহাকাব্যকাহিনী অথবা ঐতিহাসিক উপাখ্যান অবলম্বনে মধ্যযুগে সবদেশেই লেখা হত রোমান্স জাতীয় সাহিত্য। প্রেম অথবা যুদ্ধঘটনা অবলম্বনে রচিত উৎকেন্দ্রিক কল্পনারঞ্জিত আবিষ্কার্য ও অবিন্যস্ত ঘটনা সম্বলিত একঘেয়ে বর্ণনা ছিল মধ্যযুগীয় রোমান্স সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য। এখানকার নায়ক নায়িকারা সমাজের উপরের তলার মানুষ। নায়িকার অশেষণে নায়কের দৃঃসাহসিক অভিযান, নরনারীর রোমান্টিক প্রেম এবং সেই প্রেম নিয়ে নায়কদের মধ্যে প্রতিযোগিতা এবং যুদ্ধ এই রোমান্স সাহিত্যের মূখ্য উপজীব্য বিষয়। মালিক মুহম্মদ জায়সী মাঝে মাঝে তত্ত্বকথার সন্নিবেশ করে পদ্যমাঝে কাব্যের প্রথম পর্বে রূপকথাশ্রয়ী রোমান্স এবং দ্বিতীয়পর্বে ইতিহাসাশ্রিত রোমান্সের যে বর্ণনাবৈভব সৃষ্টি করেছিলেন তাকেই আলাওল বাংলাভাষায় রূপান্তরিত করার চেষ্টা করেছেন। জায়সীর পদ্যমাঝে কাব্যে দুর্গাশ্রিত দরবারী প্রেম যে রোমান্সরস সৃষ্টি করেছে তা রচনারীতিতে শূন্য হলেও কবিভাবনায় অনেকক্ষেত্রেই রোমান্টিক। নর্থশিখখন্ডের বর্ণনায় কিংবা পশ্চিমবর্তী রূপচর্চা খণ্ডে রত্নসেনের কাছে শূন্য পক্ষীর অথবা আলাউদ্দীনের কাছে রাঘবচেতনের পশ্চিমবর্তী রূপবর্ণনার মধ্যে রোমান্স রসের স্থান মিলবে। পশ্চিমবর্তী লাভের জন্য শূন্যপক্ষীর সহায়তায় রত্নসেনের দৃঃসাহসিক সমুদ্রাভিযান, আবার পশ্চিমবর্তীকে নিয়ে রত্নসেনের সমুদ্রপথে প্রত্যাবর্তনকালে আলোকিত তরণী-নিমগ্নন এবং সমুদ্রকন্যার আনুকূল্যে উভয়ের পুনরায় সাক্ষাৎ ও অলৌকিকভাবে পুনরুৎথার—সবই রূপকথাধর্মী অসম্ভব ঘটনার রোমান্স কল্পনারূপেই বিবেচ্য। রাঘব চেতনের মূখে পশ্চিমবর্তীর রূপবর্ণনা শুনে সুলতানের রূপমোহ, অসংখ্য সৈন্য নিয়ে আলাউদ্দীনের পশ্চিমবর্তী অভিযান, দীর্ঘকাল চিতোর অবরোধের পর সিন্ধুর সূত্রযোগে নায়িকার মূকুর-প্রতিবিশ্বিত রূপদর্শনে সুলতানের সংজ্ঞাহীনতা ও অকস্মাৎ রত্নসেনকে বন্দী করে দিল্লী প্রত্যাবর্তন ইত্যাদি ঘটনা ইতিহাসনির্ভর মধ্যযুগীয় রোমান্স কল্পনার চমৎকার নিদর্শন। রোমান্সের উৎকেন্দ্রিক কল্পনা অনেক সময়ই স্ভব অসম্ভবের সীমারেখা মানে না। রাজপুত্র রমণীর ছদ্মবেশে রাজপুত্র সেনা নিয়ে গোরাবাদল কতৃক দিল্লীর পাঠান কারাগার থেকে রত্নসেন-উৎথার বৃত্তান্ত রোমান্সের আত্মনটকীয় ঘটনাবিৱরণের অন্তর্ভুক্ত উদাহরণ। মধ্যযুগের রোমান্সে যে বীরত্বপূর্ণ শৈবতযুদ্ধের বর্ণনা লক্ষ করা যায় মূলে তার দৃষ্টান্ত আছে সরঞ্জা ও গোরার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় গোরার মৃত্যুতে এবং দেবপাল ও রত্নসেনের যুদ্ধ প্রতিযোগিতায় দেবপালের নিধন ও রত্নসেনের আহত হওয়ার বৃত্তান্তে। রোমান্সের মধ্যে যে অলৌকিক ঘটনার প্রতিফলন লক্ষ করা যায় তার অনেকগুলি দৃষ্টান্ত পদ্যমাঝে কাব্যে আছে। রত্নসেনের পরিচয় উদ্ঘাটনের জন্য ভাট ও ভাটিনীর ছদ্মবেশে হরপার্বতীর মর্ত্য আগমন, অথবা রত্নসেনকে পরীক্ষা করার জন্যে ছদ্মবেশী সমুদ্রের আবির্ভাব এবং সংজ্ঞাহীন মূকুর পশ্চিমবর্তীকে সমুদ্রকন্যার শূন্য ইত্যাদি অলৌকিক ঘটনা বাস্তব ও অবাস্তবের সীমা লঙ্ঘন করে কাহিনীটিকে রূপকথাধর্মী রোমান্সের রাজ্যে যেমন নিয়ে গেছে তেমনি শূন্যপাথীর মধ্যে যে গুরু-তত্ত্বই থাক, নায়ক ও নায়িকার মধ্যে তার সংবাদ পরিবহনের দৌত্যকার্যটি রোমান্স লক্ষণকেই সূচিত করেছে। জায়সীর এই মধ্যযুগীয় রোমান্স কাব্যটিকে অননুবাদ করতে

গিয়ে আলাওল অবশ্য নিজের কবিশ্বভাব অনুযায়ী মূল কাব্যটিকে কাব্যলক্ষণের ক্ষেত্রে যে কিছুটা পরিবর্তিত করেছেন সে সম্পর্কে সন্দেহ নেই। বর্ণনার ক্ষেত্রে ধ্রুপদীভঙ্গীকে অনুসরণ করলেও কবিদৃষ্টিতে জায়সী ছিলেন কিছুটা রোমান্টিক এবং অনেকখানি মিষ্টিক। অপরদিকে সূফী ধর্মাবলম্বী হলেও অনুবাদক হিসাবে আলাওল ছিলেন অনেকখানি বাস্তববাদী ও সামাজিক। বর্ণনাগুণে জায়সীর রোমান্স কাব্যে একদিকে আছে মহাকাব্যধর্মী বিস্তৃতি এবং ব্যঙ্গনাগুণে দেখা দিয়েছে আধ্যাত্মিক তাৎপর্ষ—কিন্তু আলাওলের অনুবাদে অনেকক্ষেত্রেই মহাকাব্যিক বিস্তার এবং ব্যঙ্গনাগুণে দেখা দিয়েছে বাস্তবধর্মী ঘটনার তথ্যবিবরণে পর্যবসিত হয়েছে। পদ্মাবতী বিবাহ খণ্ডে যেখানে আলাওল জায়সীকে এড়িয়ে গিয়ে মৌলিকতা দেখাবার চেষ্টা করেছেন সেই খণ্ডটি লক্ষ করলেই উভয়ের রচনা প্রভেদ স্পষ্ট হয়ে উঠবে। বিবাহখণ্ডে জায়সী বিবাহের লোকাচারকে গোণ করে ও নায়ক নায়িকার প্রেমাবেগময় হৃদয়কেই মূখ্য করে সূর্য ও চন্দ্রের প্রতীকে যে রোমান্স রস রচনা করেছেন, আলাওল সেখানে বঙ্গীয় বিবাহপ্রথার খুঁটিনাটি বাস্তবধর্মী বর্ণনার দ্বারা হিন্দুবিবাহের সামাজিক আচার আচরণের প্রতি যতোটা পান্ডিত্যপূর্ণ অভিনিবেশ দেখিয়েছেন নায়ক নায়িকার হৃদয়ঘটিত রোমান্সরসের প্রতি ততোটা আগ্রহ দেখান নি। রোমান্সের অলৌকিক ঘটনা সংস্থানের প্রতিও আলাওলের বিশেষ আস্থা ছিল না; জায়সীর অনুবাদ করতে বসে তিনি যদিও পাবতী মহেশ খণ্ডটিকে অনুসরণ করেছিলেন, কিন্তু জায়সীর মতো রত্নসেনের পরিচয়দাতা ভাটকে ছদ্মবেশী মহেশ্বর রূপে দেখান নি, তাকে বাস্তবিক চিত্রের ভাট বলেই বর্ণনা করেছেন। রোমান্স রসের মধ্যে যে বিস্ময়রস থাকে, যাকে রবীন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক রস প্রসঙ্গে 'চিন্তাবিক্ষারক দরুণবোধ' বলে অভিহিত করেছেন তা জায়সীর মধ্যে যতখানি ছিল আলাওলের মধ্যে ততখানি ছিল না। পদ্মাবতীর জন্য সমুদ্র অভিযান বর্ণনায় জায়সী সপ্তসমুদ্রের রূপকের মধ্যেও যে নৈসর্গিক রোমান্স রস সৃষ্টি করেছেন আলাওলের বর্ণনায় তা নেই। জায়সীর সূবিখ্যাত নাগমতির বারমাসীতে কি নিসর্গ বর্ণনায়, কি রমণী হৃদয় বর্ণনায় একদিকে মিষ্টিক রহস্যবোধ এবং অপরদিকে বেদনার নিসর্গব্যাঞ্জ রূপ যে অসাধারণ রোমান্স রসসিদ্ধি অর্জন করেছে মঙ্গলকাব্যের অনুসারক আলাওলের রচনায় তা নীরস তথ্যপূঞ্জ আকর্ষণ হওয়ায় সেই সাফল্য আসে নি। মূকুরে প্রতিফলিত পদ্মাবতীর রূপ দেখে সুলতানের সঙ্গভীর বিস্ময়রসের রোমান্স অতীন্দ্রিয় রহস্যবোধের ইসারায় জায়সীর কাব্যে যে প্রতীক দ্যোতনা লাভ করেছে, আলাওলের অনুবাদে তা নিছক ঘটনা বিবৃতির মাঠকে অতিক্রম করে এক পাও অগ্রসর হতে পারে নি। জায়সীর পদমাবৎ কাব্যে যেখানে মধ্যযুগের এক অসামান্য রূপকখচিত মহাকাব্যধর্মী রোমান্স, আলাওলের অনুবাদ সেক্ষেত্রে মধ্যযুগীয় রোমান্সের বস্তুধর্মী আখ্যানবিবৃতি ছাড়া আর বেশী কিছু নয়।

#### আলাওলের ধর্মবোধ এবং পদ্মাবতী কাব্যে সূফী প্রভাব\*

আলাওল ধর্মমতে ছিলেন সূফী সম্প্রদায়ভক্ত। কবি আলাওল পদ্মাবতী কাব্যের আত্মপরিচয় অংশে তার সূফীধর্মভাবনার পরিচয় দিয়ে বলেছেন—

যার হৃদে জনমিল প্রেমের অঙ্কুর ।  
 মৃদুস্তপদ পায় সেই সভান ঠাকুর ॥...  
 যার হৃদে বিরহের জ্যোতি প্রকাশিল ।  
 সূখ মোক্ষ প্রাপ্তি তার আপদ তরিল ॥...  
 প্রেম কবি আলাওল প্রভুর ভাবক ।  
 অন্তরে প্রবল পূণ্য প্রেমের পালক ॥ ( আত্মপরিচয়, পৃঃ ২৩ )

সূফী ধর্মদর্শনের মূলকথা হল ঈশ্বরের প্রেমে সমস্ত জগৎ পরিব্যপ্ত। মানুষের মধ্যে সেই অপার্থিব প্রেম জেগে উঠলে তার হৃদয়ে ঈশ্বরের জন্য যে বিরহবোধ জেগে ওঠে সেই বিরহের অনিনতে আত্মনাশ হলেই ভগবানের সঙ্গে তার পূর্ণ-

মিলন এবং সেই মিলনের মধ্যেই তার মর্দুক। সুফী ধর্ম ভাবনার প্রেম-বিরহ-মোক্ষের যে ত্রিধারা তত্ত্বের কথা আছে আলাওল সেই মূল তত্ত্বকেই সংক্ষেপে আত্মবিরণ পরিচ্ছেদের শেষদিকে বর্ণনা করেছেন। সুফীধর্মের সাধনক্ষেত্রে প্রেম-বিরহ-মোক্ষের এই সাধাসীমায় পৌঁছতে গেলে মর্দুক বা গুরুদের আবশ্যিক। আলাওলও আত্মবিরণ অধ্যায়ের শেষে এই গুরুবাদী ভাবনা প্রকাশ করে লিখেছেন—

বাহিত পুরণ হেতু গুরু পরশন ।

অশ্ব চক্ষে জ্যোতি হৈল জ্ঞানের আজন ॥ ( আত্মপরিচয়, পৃঃ ২৪ )

জায়সীর মতো আলাওল তাঁর কাব্যে পীর পরম্পরায় কোনো গুরু পরিচয় দেন নি; তবে রোসাগের কাজী সৈয়দ মসুদ যে তাঁকে 'কাদেরী খিলাফত' এ দীক্ষা দিয়েছিলেন সিকন্দরনামা গ্রন্থের আত্মকথায় আলাওল তা এইভাবে জানিয়েছেন—

সৈয়দ মসুদ শাহা রোসাগের কাজী ।

জ্ঞান অশ্ব আছে বুলি মোরে হৈল রাজি ॥

দয়াল চরিত পীর অতুল মহত্ব ।

কৃপা করি দিলেক কাদেরী খিলাফত ॥

সুফী ধর্মসম্প্রদায়ের প্রধান চারটি শাখা—চিশ্‌তী, সুহুর্বাদী, কাদেরী এবং নক্‌সবন্দী। এরমধ্যে চিশ্‌তী সম্প্রদায়ই প্রাচীন। জায়সী ছিলেন চিশ্‌তী সম্প্রদায়ভুক্ত। কাদেরী শাখার আদিগুরু ছিলেন আব্দ আল্ কাদির অল্‌জাজী। তাঁর বংশীয় সৈয়দ মহম্মদ এই সম্প্রদায় শাখাটিকে ভারতে নিয়ে আসেন। ভারতীয় সুফীধর্মের অমৈত্ববাদ, ষোগাচারবাদ, সর্বেশ্বরবাদ, বৈরাগ্যতত্ত্ব, নির্বাণবাদ, গুরুবাদ, লীলাবাদ, মানবপ্রেম ইত্যাদি ঘাবতীয় লক্ষণই কাদেরী সম্প্রদায়ের মধ্যেও আছে, উপরন্তু এই সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্মবয়বাদী আদর্শ লক্ষ করা যায়। এই সম্প্রদায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধক মীয়া মীরের প্রতি দারা শিকোহ্ একান্ত অনুরাগী ছিলেন। পরে অবশ্য এই সম্প্রদায় কিছুটা রক্ষণশীল হয়ে ওঠে।

পদ্মাবতী কাব্যের স্তূতিখণ্ডটিতে আলাওল খুবই নিষ্ঠার সঙ্গে জায়সীর পদমাবৎ কাব্যের অস্তূতিখণ্ডের অনুসরণ করেছেন। এই খণ্ডের অস্তূতি মহম্মদ-প্রশস্তি সম্পর্কিত অতিরিক্ত স্তবকটি ছাড়া অন্য বস্তুব্যগুণি জায়সীর ঈশ্বর ভাবনারই অনুসূতিমাত্র। সুতরাং উক্ত স্তূতিখণ্ডটিতে কোরাণ ও হাদিস অনুসরণে সৃষ্টিতত্ত্ব, ভগবৎ-তত্ত্ব এবং মহম্মদ ও তাঁর বন্ধুসম্পর্কিত যে স্তূতিকথা আছে তা আসলে জায়সীরই অনুবাদ। তবে সুফীকবিরূপে জায়সী ও আলাওল উভয়েরই ধর্মভাবনার সাধারণ লক্ষণগুলি উক্ত স্তূতিখণ্ডের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। কেবল পদমাবত কাব্যেই নয়, অথরাবট এবং আখিরকলাম গ্রন্থের প্রথমে জায়সী যেমন তাঁর ঈশ্বর ভাবনা প্রকাশ করেছেন, আলাওলও তাঁর প্রায় সমস্ত কাব্যের প্রথমে স্তূতি ও বন্দনা দিয়েই কাব্য শুরু করেছেন। পদ্মাবতী কাব্যের স্তূতিখণ্ডে জায়সীর অনুসরণে আলাওল যেমন সুফীধর্মের সর্বেশ্বরবাদ ও লীলাবাদ প্রকাশ করেছেন তেমনই সপ্তপয়কর গ্রন্থের প্রথমেও অনুরূপভাবে ঈশ্বরকে জ্যোতিস্তপ্তা রূপে কল্পনা করে জগৎ সংসারকে তাঁরই প্রকাশ রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। আলাওলের সুফীধর্মভাবনার প্রকাশরূপে পূর্বেই দুখানি কাব্য থেকে দুটি দৃষ্টান্ত পাশাপাশি রাখলেই কবির ধর্মচেতনার ঐক্য স্পষ্ট হয়ে উঠবে। আদিতে সৃষ্টি সিল তমোময়, নিরাকার ঈশ্বরের ইংগিতেই তা জ্যোতির্ময় হয়ে উঠল—কোরান কথিত সৃষ্টিতত্ত্বের এই বস্তুব্য স্পষ্ট হয়ে উঠল আলাওলের দুটি কাব্যের প্রথমে—

পদ্মাবতী— পূর্বেতে আছিল প্রভু নৈরূপ আকার ।

ইচ্ছিলেস্ত নিজরূপ করিতে প্রচার ॥

নিজ সখা মহম্মদ প্রথমে সৃজিলা ।

সেই সে জ্যোতির্ময় মূলে ভুবন নির্মিলা ॥ (পদ্মাবতী, স্তূতিখণ্ড, পৃঃ ৭)

সপ্তপয়কর— আদ্যেত নিরূপ ছিল প্রভু নিরাকার ।

চেতন স্বরূপ যদি হইল প্রচার ॥

অতিবোর তমময় আকার বিজ্ঞিত ।  
 মহাজ্যোতির্ময় হৈল ঈশ্বর ইংগিত ॥  
 জ্যোতির সমুদ্রে আদ্য নূর মহম্মদ ।  
 জগৎ বিজয়ী হন্তে পাইল সম্পদ ॥

পদ্মাবতী কাব্যের প্রথমে জায়সীর প্রথম দশটি শতকের অনুসরণে আলাওল যে ঈশ্বরশ্রুতি করেছেন তার মধ্যে ইসলামী একেশ্বরবাদ ও ভারতীয় সর্বেশ্বরবাদের পাশাপাশি সূফী ধর্মের লীলাবাদও স্থান পেয়েছে। যে শতকটি আলাওলের স্বাধীন রচনা তার মধ্যে কৃপাময় ঈশ্বরের লীলাবর্ণনায় কবি অক্ষমতা জ্ঞাপন করে লিখেছেন—

বর্ণন না যায় যার সৃজন অপার ।  
 কেমনে বর্ণিব সেই সৃজন তাহার ॥  
 বৃন্দাধর প্রকাশ মোর ততদূর নাই ।  
 অশ্রুত কেমনে তোর করিব গোসাই ॥ (পদ্মাবতী শ্রুতিখণ্ড, পৃঃ ৬)

যিনি একেশ্বর ও সর্বেশ্বর নিরাকার ঈশ্বর, তিনিই আবার প্রেমে ও লীলায় 'গোসাই,' কবি লীলাবাদী বৈষ্ণবীয় ভাবনায় জায়সীর নিরাকার ঈশ্বরকে শূদ্ধ স্মরণ করেন নি, প্রণামও করেছেন।

আলাওল ধর্মবিশ্বাসে সূফী মতাবলম্বী হলেও জায়সীর মতো সূফী সাধক ছিলেন না। জায়সীর পদমাঝে কাব্যে কাহিনী বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে দোহাগদুলির মধ্যে সূফীভাবনার যে তত্ত্বকণাগদুলি ছিড়িয়ে আছে অনুবাদকালে আলাওল সেগদুলি অনেকক্ষেত্রেই বর্জন করেছেন। এর ফলে জায়সীর কাব্যের প্রতীকীগুণ আলাওলের কাব্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। পদমাঝে কাব্যের শেষে পরিশিষ্ট শতকে মূল কাহিনীর যে রূপক বিশ্লেষণ আছে তা যদি সত্যিই জায়সীর প্রতিপাদ্য বিষয় হয়ে থাকে, আলাওল তাঁর অনুবাদে সেই রূপকাত্মকতা রক্ষা করেন নি। সূফী কবিরূপে জায়সী তাঁর কাব্যের প্রথমে রত্নসেন পদ্মাবতীর মিলনের মধ্যে সূফী প্রেমপন্থাকে অবলম্বন করলেও শেষপর্যন্ত কাব্যের উপসংহারে জগতের নশ্বরতাকে প্রমাণ করেছেন। একই চিত্তাশয়্যায় রত্নসেন ও পদ্মাবতীর মৃত্যুমুহুর্তি এবং পদ্মাবতীকে না পেয়ে এক মুঠো ধূলো হাতে নিয়ে 'এ জগৎ মিথ্যা' বলে সুলতান কর্তৃক তা বাতাসে উড়িয়ে দেওয়া— নশ্বরতাবাদী সূফীভাবনারই প্রতীক রূপ বলে বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু আলাওলের অনুবাদে রত্নসেন-পদ্মাবতীর মৃত্যু এবং জীবন ও জগতের এই নশ্বরতার কথা শেষে থাকলেও আলাওল ছিলেন মূলত জীবনরসিক কবি। তত্ত্বস অপেক্ষা জীবন রসই আলাওলকে বেশী আকর্ষণ করেছিল। যে অমাত্য সভার পরিবেশে কবি পদমাঝে কাব্যের অনুবাদ করেছিলেন সেখানকার আবহাওয়ায় তত্ত্বস অপেক্ষা রোমাঙ্গসরসই বেশী উপযোগী। তত্ত্বকথা অপেক্ষা প্রণয়কথাই যে কবির লেখনীকে সরস করেছিল তার স্বীকারোক্তি আছে আলাওলের আত্মবিবরণের পর্বে—

রসনা সরস হৈল প্রেমের বচনে ॥  
 প্রেম পুঁথি পদ্মাবতী রচিত আশা এ ।

জায়সীর পদমাঝের অনুসরণ করলেও আলাওলের কাব্য পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। মাগন ঠাকুরের বিদগ্ধ অমাত্যসভায় আলাওলের পদ্মাবতী কাব্যপরিবেশনের মূখ্য উদ্দেশ্য কোনো তত্ত্বপ্রচার নয়, সিংহল রাজকন্যা পদ্মাবতীর জন্য যোগীর ছদ্মবেশে চিতোররাজ রত্নসেনের সফল প্রণয়-অভিযান এবং চিতোররাজবধু পদ্মাবতী লাভের উদ্দেশ্যে দিল্লীশ্বর আলাউদ্দীনের বিফল যুদ্ধাভিযান বর্ণনা করে উদ্দাম জীবনের উল্লেখনাকর রোমাঙ্গসরস সৃষ্টিই এ কাব্যের উদ্দেশ্য। কাব্যের প্রথমে শ্রুতিখণ্ড অধ্যায়ে জায়সীর অনুসরণে সৃষ্টিতত্ত্ব ও রসুলবন্দনা প্রভৃতি ব্যাপার সম্পূর্ণ বহিঃসংগ, মূল কাব্যকাহিনীর সঙ্গে পদমাঝের মতো ধীনর্ভাবে সম্পৃক্ত নয়।

সূফী সাধক জায়সীর সঙ্গে জীবনরসিক আলাওলের জীবনদর্শনের পার্থক্যের জন্য উভয় কাব্যের উপসংহারের মধ্যেও লক্ষণীয় পার্থক্য দেখা দিয়েছে। নশ্বরতাবাদী জায়সীর কাব্যে সূফী ফনাৎকে প্রতিপন্ন করতে গেলে রত্নসেনের সত্ত্ব

মৃত্যুই আবশ্যিক। কিন্তু জীবন ভোগই যেহেতু আলাওলের জীবনদর্শন সেইজন্য দেবপালের সঙ্গে যুদ্ধে আহত হয়েও রত্নসেন আরও দীর্ঘকাল বেঁচে রইলেন পশ্চিমবঙ্গী ও নাগমতির সঙ্গে দাম্পত্য জীবন যাপন করে দুই পুত্রের জনক হবার জন্য এবং বাদলকেও শহীদ হতে না দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা হল পত্নীসহ রাজ্যভোগ করার জন্য। সুফীধর্মের অধ্যাত্মপ্রেম অপেক্ষা জীবনপ্রেমই আলাওলকে অধিকতর আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু এ সঙ্গেও পশ্চিমবঙ্গী কাব্য থেকে সুফীধর্মের প্রভাব সম্পূর্ণ অগ্নাহ্য করা যায় না। আলাওলের পশ্চিমবঙ্গী কাব্যের মধ্যে মধ্যযুগীয় রোমান্সের মানবিক উপকরণ সঙ্গেও এ কাব্যকে সম্পূর্ণ সেকুলালার বা ধর্মভাববিবর্জিত বলা চলে না। মূল কাব্যকাহিনীর মধ্যে মাঝে মাঝেই সুফীধর্মের এমন সব রহস্যবাদ (mysticism) উঁকি দিয়েছে যে আলাওলের অনন্বাদে অনেকক্ষেত্রেই তা ক্ষরিত হয়েছে। তাছাড়া মধ্যযুগের কবিরূপে ধর্মভাবের প্রভাব সম্পূর্ণ অস্বীকার করা জায়সী ও আলাওল কারোর পক্ষেই সম্ভব নয়। এর ফলে এ কাব্যের প্রথম পর্বে রত্নসেন-পশ্চিমবঙ্গীর মিলনকে সহজ ও সংকটোত্তীর্ণ করার জন্য ঘটনার বিপন্ন মূহুর্তে অলৌকিকভাবে হর-পার্বতীর সাহায্য নিতে হয়েছে,—সুফীধর্মের উদারতার জন্যই মুসলিম কবির পক্ষে হিন্দু দেবতার কাছ থেকে এই জাতীয় সাহায্য গ্রহণ সম্ভবপর হয়েছে। আবার রত্নসেনের প্রেমের একনিষ্ঠতার প্রমাণ স্বরূপ মূল ও অনন্বাদে দুবার দুটি অলৌকিক দেব-লীলার অবতারণা করা হয়েছে। প্রথমবার পার্বতী মহেশ খণ্ডে ছদ্মবেশিনী পার্বতীর ছলনা, আর দ্বিতীয়বার লক্ষী সমুদ্র খণ্ডে ছদ্মবেশিনী লক্ষ্মীর ছলনা,—উভয়ক্ষেত্রেই প্রেমের এবং সত্যের জেরে দৈবী ছলনার হাত থেকে রক্ষা পেয়ে রত্নসেন তাঁর একনিষ্ঠ প্রেমকেই প্রমাণ করেছেন। প্রেমই সুফীধর্মের মূল কথা; যে প্রেম সাধনালক্ষ্য, যে প্রেমের জন্য মানুষ অক্লেশে আত্মোৎসর্গ করতে যায় সেই প্রেম অসাধ্য সাধন করতে পারে। জায়সীর কাব্য অবলম্বনে আলাওলও সেই প্রেমকেই এ কাব্যের উপজীব্য করেছেন। যে প্রেম নায়িকার রূপশ্রবণে ভাবোন্মত্ত হয়ে উঠে নায়ককে যোগী করে এবং দুঃসাহসিক অভিযানে ও অসমসাহসিক আত্মোৎসর্গে প্রবৃত্ত করে সেই প্রেম অবশেষে মিলনে সার্থক হয়, আর যে রূপোন্মত্ত প্রেম সাধনা ব্যতিরেকে কেবল ক্ষমতার দর্পে পরশ্রীকে কামনা করে সেই মদমত্ত বাসনা শেষ পর্যন্ত বিফল মনোরথ হয়ে জগতের নশ্বরতাকেই অনুভব করে,—জায়সীর এই মহৎ উপলক্ষকে বাংলা কাব্যে রূপান্তরিত করতে গিয়ে আলাওল এর অনেক প্রতীক-প্রতিমাকে বিসর্জন দিলেও মূল চালচিত্রটিকে মোটামুটি অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। এর ফলে যেমন প্রেমখন্ডের মধ্যে বিরহভাবাক্রান্ত সুফী প্রেমতত্ত্বের আভাস আছে—

প্রেম রূপ রূপ প্রেম বিরহের মূল।

অমৃত অমিয়া রস করিল আকুল ॥

তেমনি যোগী খন্ডের মধ্যে একটি স্বতন্ত্র শব্দক জুড়ে আলাওল যোগাচার ধর্মের যে বিস্তৃত বর্ণনা করেছেন তা সুফী যোগতত্ত্বের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত। সুফী ধর্ম যখন ভারতে এসে প্রবেশ করল তখন একদিকে তা যেমন অষ্টম্ভেদ বেদান্তের দ্বারা প্রভাবিত হল তেমনি অপরদিকে তান্ত্রিক যোগাচারের সংস্পর্শ লাভ করল। আলাওল যোগীখন্ডের মধ্যে রত্নসেনের যোগাচারের যে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন তা কবির পান্ডিত্য ও অভিজ্ঞতার ফল। তবে আলাওলের যোগতত্ত্ব প্রসঙ্গগুলি অনেকক্ষেত্রেই বিহারোপিত পান্ডিত্য প্রদর্শন, জায়সীর মতো শৃঙ্খলিতভাবে যোগতত্ত্বের উপলক্ষগুলি এখানে ব্যক্ত হয় নি।

সুফী ধর্মাবলম্বী আলাওল সুফীধর্মের ভিতর থেকে অর্জন করেছিলেন এক উদার অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী যার প্রভাব পড়েছে এ কাব্যের পরিণতির ক্ষেত্রে। কাদেরী সম্প্রদায়ভুক্ত আলাওলের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল সমন্বয়বাদী; হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে প্রেম ও মৈত্রীতেই তিনি বিশ্বাসী। কোনো কোনো সমালোচক আলাওলের পশ্চিমবঙ্গীর মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার চিহ্ন খুঁজে পেয়েছেন, কেউ কেউ আবার আলাওলের উপর সাম্প্রদায়িকতাকে চাপিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু এ কাব্য শেষপর্যন্ত মূলের বিরোধ ও সংঘাতকে অতিক্রম করে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ঐক্য ও শান্তিকেই প্রতিষ্ঠিত করেছে। এর ফলে মূলের ট্রাজিকে রস ক্ষুণ্ণ হয়েছে বটে কিন্তু প্রেম ও মৈত্রীর আদর্শ জয়যুক্ত হয়ে অনন্বাদকের আদর্শবাদী মনোভাবকে প্রকাশ করেছে। জায়সীর মতোই আলাওলের কাব্যেও কোরান ও পুরাণ একাকার। আলাওলের কাব্যে ধারা সাম্প্রদায়িকতার বীজ খুঁজে পেয়েছেন তারা পশ্চিমবঙ্গীর কাব্যের দুটি জায়গায় আমাদের দৃষ্টি

আকর্ষণ করেছেন। একটি, রাজা রত্নসেন-সতী খণ্ডে পদ্মাবতীর অদর্শনে রত্নসেন যেখানে উন্মত্তের মতো দেবতাকে অভিশপাত দিতে গিয়ে প্রতিমাপূজার নিষ্ফলতার কথা ঘোষণা করেছে—

সেই সে পাগল যেন পাষণ সেবয় ।

আপনা শকতে যেই নড়িতে নারয় ॥

কেনে না পূজিএ এক প্রভু নৈরাকার ।

জীবনে মরণে যেই করয় উন্মার ॥

করি-পুচ্ছ ধরিলে সমুদ্র হয় পার ।

ধরিলে অজার পুচ্ছ ডুববে মধ্যধার ॥ ( রাজা রত্নসেন-সতী খণ্ড, পৃঃ ১১৯ )

উদ্ধৃত শতকটি জায়সীর পদ্যমাণ্ডল্য কাব্যের রাজা রত্নসেন-সতী খণ্ডের চতুর্থ শতকের অনুবাদ। রত্নসেন দেবতাকে বিশ্বাসঘাতক বলে সম্বোধন করে সেখানে বলেছে—‘যে পাষণকে পূজো করে সে পাগল।’ এটা রত্নসেনের উক্তি বলেই ধরতে হবে। জায়সী বা আলাওলের নয়। কিন্তু রত্নসেনের উক্ত প্রলাপোক্তির পরে শহীদুল্লাহ সংস্করণ ও হবিবী সংস্করণে আলাওলের রচনা বলে বঙ্গানুবাদ সহ একটি সংস্কৃত শ্লোক ছাপিয়ে দেওয়া হয়েছে (যা পুঁথিতে নেই) যা সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার সাংঘাতিক নিদর্শন।

মুখানাং প্রতিমা দেবো বিপ্রদেবো হুতাশনঃ ।

যোগিনাং প্রার্থনা দেবো দেবদেবো নিরঞ্জনঃ ॥

মুখ সকলের দেব প্রতিমা সে সার ।

ব্রাহ্মণ সবে দেব অশ্নি অবতার ॥

যোগী সকলের দেব আশু মহাজন ।

সকল দেবের দেব প্রভু নিরঞ্জন ॥

সারা পদ্মাবতী কাব্যে যেখানে আর কোথাও কোনো সংস্কৃত শ্লোক নেই, সেখানে প্রতিমা-পূজার বিরুদ্ধে এই সংস্কৃত শ্লোক ও তার অনুবাদ আলাওলের বলে মনে হয় না। বিশেষত ঐ পরিচ্ছেদের শেষেই একটি স্বাধীন শতকে আলাওল যেখানে প্রতিমা পূজার অর্থ প্রতিমার জবানীতেই স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছেন সেক্ষেত্রে ঐ জাতীয় সাম্প্রদায়িক শ্লোক রচনার অবকাশ কোথায়? ঐ প্রক্ষিপ্ত শ্লোক ও অনুবাদ সম্ভবত ছাপার ঘুণের কীর্তি। পদ্মাবতীর কাব্যের অপর একটি স্থানে আলাওলের তথাকথিত সাম্প্রদায়িকতার ইংগিত লক্ষ করেছেন কালিকারঞ্জন কানুনগো প্রমুখ কোনো কোনো সমালোচক। হিন্দুকুলভিত্তিক রত্নসেনকে যুদ্ধে সাহায্য করার জন্য সুলতানের দরবার থেকে হিন্দু রাজারা যখন বিদায় প্রার্থনা করছেন তখন জায়সীর আলাউদ্দীন সহাস্যে পান দিয়ে তাঁদের বিদায় দিলেন, কিন্তু আলাওলের আলাউদ্দীন তাদের বিদায় দানকালে যেকথা বললেন তা মূল বহির্ভূত অতএব অনুবাদের সংযোজন—

মোছলমান জাতির মনেত করি আশা ।

কদাচিত না করিব হিন্দুর ভরসা ॥

দীন মহম্মদ আছে মোর শিরে ছত্র ।

তাহার প্রসাদে হইব বিজয় সর্বত্র ॥ ( বাদশাহ আক্রমণ খণ্ড, পৃঃ ২৮৪ )

কিন্তু এটাকেও আলাওলের সাম্প্রদায়িক মনোভাব ভাবার কোনোই কারণ নেই, কারণ এটা স্পষ্টতই আলাউদ্দীনের তদুচিত উক্তি। আলাওলের আলাউদ্দীনের উক্তিকে আলাওলের উক্তি বলে ভাবলে সীতারাম উপন্যাসে ‘মার মার, শত্রু মার’—শ্রীর এই উক্তিকে বশিকমের সাম্প্রদায়িক মনোভাবের প্রকাশ বলে বিবেচনা করতে হয়।

আলাওলের সাম্প্রদায়িক উদারতার পরিচয় মিলবে হিন্দু শাস্ত্র, পুরাণ, সংস্কৃতি সম্পর্কে আন্তরিক আগ্রহের মধ্যে। মূল পদ্যমাণ্ডল্য কাব্যের মধ্যে যেখানে হিন্দু মূলসলমান বিরোধ ও চিতোরের পতনেই কাব্যের সমাপ্তি আলাওল সেক্ষেত্রে খিল

খণ্ডের মধ্যে কাব্যকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিয়ে গিয়ে রাজপুত ও সুলতানের ঐশ্বরী ও প্রীতির মধ্যে বিরোধের অবসান দেখিয়েছেন। এর ফলে মূল কাব্যের ট্রাজিকরস বিনষ্ট হলেও রত্নসেনের পুত্রদের সঙ্গে আলাউদ্দীনের প্রেম ও শান্তি স্থাপনের মধ্যে আলাওলের যে প্রেমাদর্শ ও অসাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে তা সুফীভাবনারই ফলশ্রুতি।

### পশ্চিমবর্তী কাব্যে ঐতিহাসিকতা

পৃথিবীতে ইতিহাস-কাহিনী যেমন অনেকক্ষেত্রে কাব্যের জন্ম দিয়েছে তেমনি কাব্য কাহিনীও কখনও কখনও পরবর্তী-কালে ইতিহাস হয়ে দেখা দিয়েছে। এমনই এক অসামান্য নিদর্শন হল পশ্চিমী-উপাখ্যান। পশ্চিমবর্তী কবিকল্পনার সৃষ্টি, সম্ভবত হিন্দী কবি জায়সীর মানসকন্যা। সুলতান আলাউদ্দীনের চিতোর বিজয় কাহিনী ঐতিহাসিক ঘটনা হলেও তাঁর পশ্চিমী অভিধান ইতিহাসের সত্য নয়, কবিকল্পনার সত্য। হিন্দী পদ্যমাঝে কাব্যে মালিক মুহম্মদ জায়সী এক সৌন্দর্য-প্রতিমাকে নিয়ে কাহিনী রচনার জন্য যে তিলোকমাকে সৃষ্টি করেছিলেন সেই মানস প্রতিমাই পরবর্তীকালে ইতিহাসের নায়িকা চরিত্র হয়ে উঠেছেন। জায়সীর পদ্যমাঝে কাব্যরচনার শতবর্ষ পরে আলাওল আরাকানে বসে যখন কাব্যটি বাংলায় অনুবাদ করছেন তার মধ্যেই বিখ্যাত বিখ্যাত ঐতিহাসিকদের গ্রন্থে পশ্চিমী-উপাখ্যান ইতিহাস কাহিনীরূপে বিখ্যাত হয়ে গেছে। ইতিহাসে পশ্চিমবর্তী নেই, কিন্তু পশ্চিমবর্তীর ইতিহাস আছে। সেই ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করলে দেখা যাবে, জায়সীর আগে যে সমস্ত মুসলমান ঐতিহাসিকগণ আলাউদ্দীনের চিতোর অভিযানের কাহিনী বর্ণনা করেছেন তাঁরা কেউই পশ্চিমী বা পশ্চিমবর্তী প্রসঙ্গের কোনোই উল্লেখ করেন নি। আলাউদ্দীনের চিতোর অভিযানের সঙ্গী আমীর খসরু থেকে আরম্ভ করে জিয়াউদ্দীন বরগী, মোলানা উসামী, ইবন বতুতা প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ পশ্চিমী উপাখ্যান বর্জন করেই চিতোর অভিযানের ইতিহাস লিখেছেন। পশ্চিমীর জন্য আলাউদ্দীন চিতোর জয় করলে সুলতানের সমকালীন কবি ও ঐতিহাসিক আমীর খসরু নিঃসন্দেহে তার উল্লেখ করতেন। খসরু প্রত্যক্ষদর্শীরূপে চিতোর যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন, তার থেকে আলাউদ্দীনের চিতোর অভিযানের যে ইতিহাস পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ।

সোমবার ৮ই জমাদি উসমানী হিঃ সং ৭০২ ( অর্থাৎ ২৮শে জানুয়ারী ১৩০৩ ) তারিখে সুলতান আলাউদ্দীন দিল্লী থেকে সৈন্যে চিতোর অভিমুখে যাত্রা করলেন। চিতোরে উপনীত হয়ে সুলতান গশেরী এবং বেরাক নদীর মধ্যবর্তী স্থলে তাঁর গাড়লেন। অতঃপর সমস্ত দুর্গটিকে সৈন্যদল অবরোধ করল এবং সুলতান চিতোরী নামক একটি পার্বত্য টিলায় চাঁদোয়া টাঙিয়ে দরবার বসালেন এবং স্বয়ং যুদ্ধ পরিচালনা করতে লাগলেন। দুর্ধর্ষ সৈন্যগণ দুর্গ আক্রমণ করল আর চিতোরের রাণা রতন সিং রাজপুত সৈন্যদের নিয়ে প্রবলভাবে প্রতিরোধ করতে লাগলেন। সুলতান সৈন্যদের তীর ও প্রস্তর বর্ষণের দ্বারা দুর্ভেদ্য চিতোর দুর্গের বিশেষ কোনো ক্ষতি হল না, এবং সুউচ্চ দুর্গে মই-এর দ্বারাও ওঠা সম্ভব ছিল না। এইভাবে সাতমাস ধরে সুলতানী আক্রমণ এবং রাজপুতদের প্রতিরোধ প্রচেষ্টার পর সোমবার ১১ই মহরম ৭০৩ হিজরায় ( অর্থাৎ ২৬ শে আগস্ট ১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দ ) রাজপুত রমণীদের জ্বররত অনুষ্ঠানের শেষে চিতোর দুর্গ বিজিত হল। ( তারিখ-ই-আলাই )

ত্রিশ হাজার রাজপুত সেনা তরবারির আঘাতে প্রাণ দিল। আমীর খসরুর বিবরণ অনুযায়ী চিতোরের রাণা রতন সিং সুলতানের কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করে আলাউদ্দীনের হাত থেকে অব্যাহতি পেলেন। ঐতিহাসিক উসামী এই বিবরণ সমর্থন করেছেন, যদিও রাজপুতনার ইতিহাসে সুলতানের হাতে রতনসিংহের মৃত্যুর কথাই বর্ণিত হয়েছে। আমীর খসরুর বিবরণে চিতোর পতনের পর রতন সিং-এর আর কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। চিতোর বিজয়ের পর আলাউদ্দীন কয়েকদিন চিতোরে অবস্থান করে বহু মন্দির ধ্বংস করলেন, সুলতানী সৈন্যদের নির্বাচার অস্ত্রের আঘাতে বহু নিরপরাধ প্রাণ বিনষ্ট হল, অবশেষে সুলতান পুত্র খিজর খাঁর হাতে চিতোরের শাসনভার অর্পণ করে দিল্লী প্রত্যাবর্তন করলেন।

আলাউদ্দীনের চিতোর অভিধান সম্পর্কে আমীর খসরু যতখানি বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন, আর কোনো সমসাময়িক

মুসলমান ঐতিহাসিক এত বিস্তারিত বর্ণনা দেন নি। আমীর খসরু ছিলেন সুলতানের চিতোর অভিযানের সঙ্গী। সুতরাং তাঁর পক্ষে যতখানি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সুযোগ ছিল এতখানি আর কারোরই ছিল না। এখুগের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বরনী আলাউদ্দীনের চিতোর জয়ের বৃত্তান্ত খুবই সংক্ষেপে দিয়েছেন। তিনি তারিখ-ই-ফিরোজশাহীতে এটুকুই লিখেছেন “সুলতান আলাউদ্দীন অতঃপর চিতোর অভিযানে অগ্রসর হলেন। অত্যন্তকালের মধ্যে তিনি চিতোর অধিকার করলেন এবং সেখান থেকে পুনরায় দিল্লী ফিরে গেলেন।”

আলাউদ্দীনের চিতোর অভিযান এবং রাণা রতন সিং-এর সঙ্গে সংঘর্ষ ও চিতোর পতনের ঐতিহাসিক ঘটনাটুকু সম্বল করে ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে জায়সী কঠিনত পদ্মাবতীকে কেন্দ্র করে রূপক ও রোমান্সের যে বিশাল রাজপ্রাসাদ রচনা করলেন তা পরবর্তীকালে ইতিহাস কাহিনীতে রূপান্তরিত হল। জায়সীর কাহিনী দ্বিধা পরিবর্তিত আকারে প্রথম ইতিহাসরূপে গৃহীত হল আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরীতে এবং পরে অনেকখানি পরিবর্তিত রূপে ফিরিস্তার তারিখ-ই-ফিরিস্তায়। আইন-ই-আকবরী আকবরের সময়কালে অর্থাৎ ষোড়শ শতকের শেষভাগে এবং তারিখ-ই-ফিরিস্তা জাহাঙ্গীরের আমলে অর্থাৎ সপ্তদশ শতকের প্রথমভাগে রচিত। পূর্বোক্ত দুটি গ্রন্থই আলাওলের পদ্মাবতী অনুবাদের পূর্বকার। আলাওলের পদ্মাবতীকাব্যের ঐতিহাসিকতা বিচারে পূর্বোক্ত ইতিহাসম্বয় প্রাসঙ্গিক। আকবরের রাজত্বকালের ইতিহাস তবকাত-ই-আকবরী গ্রন্থে খাজা নিজামউদ্দীন পাঠান সুলতানদের ইতিহাস প্রসঙ্গে আলাউদ্দীনের চিতোর অভিযানের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন সেখানেও পশ্চিমী উপাখ্যান নেই। নিজামউদ্দীন আলাউদ্দীনের রনথেশ্বর বিজয়ের বিস্তারিত বর্ণনার পর চিতোর বিজয় সম্পর্কে সংক্ষেপে বলেছেন “এর কিছুকাল পরে সুলতান তাঁর সেনাবাহিনীসহ চিতোর অভিযানে অগ্রসর হলেন এবং অল্পসময়ের মধ্যে দুর্গটি অধিকার করে দিল্লী প্রত্যাবর্তন করলেন।” আবুল ফজল আকবরনামা গ্রন্থে আকবরের চিতোর জয়ের সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে যেখানে আলাউদ্দীনের চিতোর অভিযানের প্রসঙ্গ এনোইলেন সেখানেও পশ্চিমী প্রসঙ্গ নেই। আইন-ই-আকবরীতে ভূমিরাজ্য প্রসঙ্গে মেবারের পরিচয় দিতে গিয়ে আলাউদ্দীনের চিতোর বিজয় কাহিনীর যে উপাখ্যান বর্ণনা করেছেন সেখানে পশ্চিমীর নাম না থাকলেও জায়সীর উপাখ্যানের সঙ্গে প্রথমদিকের বেশ মিল আছে। আইন-ই-আকবরী যদি ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়ে থাকে তবে এই গ্রন্থ জায়সীর পদ্মাবৎ কাব্যের ৬০ বছর পরে এবং আলাওলের অনুবাদের ৫০ বছর পূর্বে রচিত। প্রাচীন বিবরণ থেকে গৃহীত বলে চিতোর বিজয় উপাখ্যানটি আইন-ই-আকবরীতে খেভাবে বর্ণিত হয়েছে তা মোটামুটি নিশ্চরূপ—

দিল্লার সুলতান আলাউদ্দীন খিলজি মেবারের রাণা রাওল রতন-সীর পত্নীর অসাধারণ রূপের কথা শুনে তাঁকে দাবী করলেন এবং রাণা সে দাবী প্রত্যাখ্যান করলেন। তখন সুলতান জোর করে অধিকার করার জন্য সৈন্যে চিতোর অভিযান করলেন। অতঃপর দীর্ঘকাল ব্যর্থ অবরোধের পর সুলতান কপট সন্ধির প্রস্তাব করলেন। রাজা তৎক্ষণাৎ সন্মতি দিয়ে ভোজসভায় সুলতানকে আমন্ত্রণ জানালেন। সুলতান কয়েকজন নির্বাচিত অনুচরসহ চিতোর দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করলেন। আনন্দ উল্লাসের মধ্য দিয়ে যখন পরস্পরের দেখা সাক্ষাৎ হল তখন সুযোগ বুঝে একসময় সুলতান রাণাকে বন্দী করে নিয়ে চললেন। কথিত আছে সুলতানের সৈন্যদের ভিতর থেকে ৩০০ জনকে বেছে অনুচররূপে দুর্গের ভিতরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। রাণার সৈন্যদের সন্মিলিত করার আগেই সুলতান সেইসব অনুচরদের সাহায্যে জনতার বিলাপের মধ্যে দ্রুত রাণাকে বন্দী করে শিবিরে নিয়ে গেলেন। সুলতান তাঁর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার জন্য রাজাকে বন্দী করে রাখলেন। তখন রাণার বিশ্বস্ত মন্ত্রীরা রাণাকে আঘাত না করার জন্য সুলতানকে অনুরোধ করলেন এবং রাণী পদ্মাবতীসহ আরও অন্যান্য সূন্দরীদের হারমে পাঠাবার প্রতিজ্ঞা করলেন। রাণীর কাছ থেকে একটি কপট পত্র সুলতানকে পাঠানো হল বাতে এ ব্যাপারে তাঁর সন্দেহমাত্র না থাকে। সুলতান আহত হয়ে রাণার প্রতি বিশেষ ভাব বর্জন করে প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করলেন। কথিত আছে ৭০০ জন নির্বাচিত রাজপুত্র সেনাকে রমণীর ছদ্মবেশে শিবিকার মধ্যে রেখে সুলতানের শিবিরে পাঠানো হল এবং একথা প্রচার করে দেওয়া হল যে রাণী বহুসংখ্যক সখীসহ সুলতানের শিবিরের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। যখন তারা শিবিরের কাছাকাছি এল তখন জানানো হল যে রাণী সুলতানের হারমে ঢোকবার আগে রাণার সঙ্গে একবার শেষ সাক্ষাৎ



করতে চান। সুনিশ্চিত প্রত্যাশা পূরণের স্বপ্নে মশগুল হয়ে সুলতান রাণীর প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। রাণার সৈন্যরা সুযোগ বুঝে ছদ্মবেশ ত্যাগ করে তাদের রাজাকে মৃত্যু করে নিয়ে চলল। পঞ্চাশাবিত সুলতানী সৈন্যদের সম্মুখীন হয়ে রাজপুত্রেরা বীরবিক্রমে যুদ্ধ করতে লাগল এবং রাণা বহুদূরে যাবার আগেই অনেক সৈন্য প্রাণ দিল। অবশেষে দুই চৌহান বীর গৌরা ও বাদলও সম্মুখ সমরে প্রাণ বিসর্জন দিল। ততক্ষণে রাণা নিরাপদে চিতোরে পৌঁছে গেলেন। তখন সুলতান চিতোর জয় দরুসাখ্য বিবেচনা করে দিল্লী ফিরে গেলেন। এর কিছুকাল পরে সুলতান পুনরায় চিতোর অভিযানে মনস্থ করলেন এবং বিফল হয়ে ফিরে চললেন। রাণা সুলতানের উপযর্দুর্পরি আক্রমণে সন্তুষ্ট হয়ে ভাবলেন সুলতানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হলে এই ধরনের বারম্বার যুদ্ধবিপর্যয় থেকে রাজ্যকে মুক্ত করা যাবে। এই ভেবে এক বিশ্বাসঘাতকের পরিচালনায় চিতোরের সাতকোশ দূরে একস্থানে সুলতানের সঙ্গে রাণা সাক্ষাৎ করলেন এবং নিহত হলেন। এই নৃশংস ঘটনার পর রাণার আত্মীয় অরসী সিংহাসনে বসলেন। ইতিমধ্যে সুলতান পুনরাক্রমণ করে চিতোর অধিকার করলেন। রাজা যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দিলেন এবং রমণীরা অগ্নিতে পড়ে মরলেন।

আইন-ই-আকবরীতে উল্লিখিত এই উপাখ্যানের সঙ্গে জায়সীর পদ্যাবৎ কাব্যে উল্লিখিত চিতোর অভিযান কাহিনীর প্রথম দিকটায় অনেকখানি সাদৃশ্য থাকলেও শেষাংশের অমিল সহজেই চোখে পড়ে। বিশেষত সুলতানের দ্বিতীয়বার চিতোর আক্রমণের বিফলতা এবং জয়ী হয়েও বারম্বার যুদ্ধের আশংকায় চিন্তিত রাণার সুলতানের সঙ্গে মৈত্রীস্থাপনের উদ্দেশ্যে সাক্ষাৎকার ও মৃত্যু—ইত্যাদি ব্যাপার জায়সীতে নেই। আবুল ফজল যে প্রাচীন উৎস থেকে এই বিবরণ উপস্থিত করছেন বলে জানিয়েছেন তা সম্ভবত পদ্যাবৎ নয়। আইন-ই-আকবরীর সমকালে রচিত দলপাতি বিজয়ের রচিত রাজপুত্র বীর গাথা খুমান-রাসৌ গ্রন্থে পশ্মিনী অভিযানের যে কাহিনী আছে তার সঙ্গে বরং পদ্যাবতের অনেকবেশী মিল আছে। পরবর্তীকালে টড মলত এই কাহিনীকেই অবলম্বন করেছিলেন। এই গ্রন্থে যদিও রত্নসিংহের পরিবর্তে ভীম-সীর নাম আছে, কিন্তু নায়িকার নাম যে পশ্মিনী এবং তিনি যে সিংহল রাজকন্যা এই গ্রন্থে তার উল্লেখ আছে। আবুল ফজল মদকুরে পদ্মাবতীরূপদর্শনের কোনো উল্লেখ করেন নি, কিন্তু খুমান রাসৌ গ্রন্থে সশ্চিতরূপে আয়নার পদ্মাবতীর রূপ দেখে আলাউদ্দীন দিল্লী ফিরে যাবেন এমন উল্লেখ আছে। বন্দী রাণার উদ্ধার ব্যাপারে ডাল কাহিনীর মিল আছে, এবং সুলতানী সৈন্যকে পরাভূত করে গৌরাবাদলকর্তৃক রাণাকে মৃত্যু করার জয়োল্লাস বর্ণিত হয়েছে। সপ্তদশ শতকের প্রথমদিকে জাহাঙ্গীরের আমলে রচিত তারিখ-ই-ফিরিস্তায় পশ্মিনী উপাখ্যানে আরও পরিবর্তন ঘটেছে। মালিক মুহাম্মদ জায়সীর পদ্যাবৎ কাব্যরচনার সত্তর বছর পরে ফিরিস্তা লিখছেন চিতোরের রাণাকে (নাম নেই) সুলতান বন্দী করে দিল্লী নিয়ে গেলেন। তখন রাণার এক কন্যার রূপলাবণ্যের কথা শুনে রাণার মৃত্তির বিনিময়ে সেই কন্যাকে সুলতান দাবী করলেন। রাজপরিবারের সকলে এই সতের কথা শুনে রুদ্ধ হল এবং রাণাকে গোপনে বিষ প্রয়োগে হত্যা করবে বলে সিদ্ধান্ত নিল। তখন রাজকন্যা গোপনে পিতাকে মৃত্যু করার ফন্সী করে সুলতানকে কপট পত্র পাঠালেন। অতঃপর অনুচর সহ পিতার সঙ্গে সাক্ষাতের অঙ্কিলায় কৌশলে রাণাকে মৃত্যু করলো। পরে রাণা ফিরে এসে আলাউদ্দীনের রাজ্য লুটপাট করতে আরম্ভ করলেন। সুলতান তাঁকে দমন করতে না পেরে চিতোর দুর্গের অধিকার রত্নসেনের এক ভ্রাতৃকে দান করলেন।

সূত্রায় দেখা গেল যতই দিন গেছে চিতোর অভিযান নিয়ে নানা কল্পিত উপাখ্যান এসে ভাঁড় করেছে। এক্ষেত্রে ইতিহাসের সত্য শূন্য এই, ১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান আলাউদ্দীন একবারমাত্র অভিযান করে সাতমাসের মধ্যে চিতোরের রাণা রত্নসিংহকে পরাজিত অথবা নিধন করেন এবং পুত্রের নামানুসারে অধিকৃত চিতোরের নাম রাখেন খিজরাবাদ।

আলাওলের পদ্মাবতী কাব্যটি যেহেতু জায়সীর পদ্যাবৎ-এর অনুবাদ সেইজন্য জায়সীর কাব্যের অনৈতিহাসিকতার দায়ভাগ অনুবাদ কাব্যেও বর্তেছে। ইতিহাসে নায়কের নাম রত্নসেন ( প্র. একলিঙ্গমাহাশ্বম্ গ্রন্থের রাজবর্ণন অধ্যায় ) রত্নসিংহ বা রতন সিংহ ( ১৩৫৯ সন্বতের মাঘ মাসের একটি শিলালিপি ) যাইহোক না কেন তাঁর পিতার নাম চিত্রসেন নয়, সমর সিংহ; ইতিহাসের রত্নসেন সমর সিংহের মৃত্যুর পর ১৩০২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী থেকে ১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট পর্যন্ত চিতোরের রাণা ছিলেন। এই সাক্ষাৎসরের মধ্যে শেষ ছয় মাস কেটেছে সুলতানের সঙ্গে যুদ্ধকার্যে এবং চিতোর রক্ষার ব্যাপারে।

সেক্ষেত্রে অবশিষ্ট এক বছরে চিতোর থেকে সিংহলে গিয়ে পশ্চিমবর্তীকে বিবাহ করে সেখানে বেশ কিছুকাল কাটিয়ে চিতোরে প্রত্যাবর্তন কালগত দিক থেকে সম্পূর্ণ অসম্ভব। জায়সীর অনুসরণে খুমান রাসৌ গ্রন্থ যদিও সিংহলরাজকন্যারূপে পশ্চিমীরা একটা ঐতিহাসিক পরিচয় দেবার চেষ্টা আছে কিন্তু আলাউদ্দীনের সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের সাক্ষ্য অনুযায়ী পশ্চিমী বা পশ্চিমবর্তী উপাখ্যান সম্পূর্ণই কাঙ্ক্ষনিক, এর কোনো বাস্তব ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। আলাওলের কাব্যেও শূক-নির্দেশে যোগীবেশে রত্নসেনের সিংহল গমন এবং পশ্চিমবর্তীকে বিবাহ করে সমুদ্রবিপর্যয় অশ্বত্থদেশে প্রত্যাবর্তন ইত্যাদি ঘটনা মূলত রূপকথার রোমান্স, ইতিহাস কাহিনী নয়। কাব্যের দ্বিতীয় পর্বে যেখানে থেকে চিতোর অভিযানের ইতিহাস শুরু হয়েছে সেখানেও নায়ক রত্নসেন এবং প্রাতিনায়ক সুলতান আলাউদ্দীন ছাড়া সমস্ত চরিত্রই কাঙ্ক্ষনিক। রাঘব চৈতন এবং তার কাব্যকলাপ অনৈতিহাসিক। জায়সীর সরঙ্গ এবং আলাওলের শ্রীজ্ঞান কাঙ্ক্ষনিক। সুলতান আলাউদ্দীনের চিতোর অবরোধ ঐতিহাসিক ঘটনা, কিন্তু চিতোর জয়ে ব্যর্থ হয়ে সন্ধি সংকল্প, এবং তৎপরবর্তী দ্বিতীয় ঘটনাবলী ইতিহাসের তথ্য নয়, কাঙ্ক্ষনিক সত্য। ইতিহাসে চিতোর জয়ের জন্য আলাউদ্দীনকে একাধিকবার অভিযান করতে হয় নি, সুলতানের চিতোর অভিযানের সঙ্গী আমীর খসরুর বিবরণ অনুযায়ী প্রথমবারের অভিযানেই সাতমাসের মধ্যে চিতোর সুলতানের অধিকারে আসে। এক্ষেত্রেও জায়সী ও আলাওলের বিবরণ অনৈতিহাসিক। সুলতানের কারাগার থেকে বন্দী রত্নসেনকে উদ্ধার করার ব্যাপারে ডুল কাহিনীর যত চমৎকারিত্বই থাক তা আলাউদ্দীনের সময়ে ঘটে নি; ঘটেছিল শেরশাহের জীবনে। রত্নসেনের সেনাপতিত্বয় গোরা ও বাদিলা চরিত্র দুটিও আলাউদ্দীনের সময়কার ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে আসে নি। উদয়-পুত্রের একলিঙ্গজ্ঞী মন্দিরের শিলালিপিতে উল্লিখিত আছে যে ১৫৪৫ সৎবৎ বা ১৪৮৯ খ্রীষ্টাব্দে গোরা উপাধিযুক্ত বাদল নামক এক রাজপুত্র সর্দার মান্ডুর সুলতান গিয়াসুদ্দীন খলজীকে পরাস্ত করে বহু মুসলমানকে যেখানে হত্যা করেন সেই স্থল বাদল শৃংগ নামে বিখ্যাত। জায়সীতে বাদলের বিজয় বৃত্তান্ত নেই, কিন্তু আলাওলে বাদলের যুদ্ধবিজয় এবং টঙ্গী নির্মাণের কাহিনী আছে। কুন্ডলগড়ের রাজা দেবপালের কাহিনী অনৈতিহাসিক। কুন্ডলমীর গড় নির্মিত হয়েছিল চিতোর জয়ের ১৬০ বছর পরে। দেবপালের সঙ্গে যুদ্ধে রত্নসেনের আহত হয়ে মৃত্যুবৃত্তান্তও কাঙ্ক্ষনিক, রত্নসেন সুলতানের হাতেই মৃত্যুবরণ করেন বলে ইতিহাসে বর্ণিত। মহনৌৎ নৈনসীর (১৬১১-১৬৭১ খ্রী) খ্যাত বা ইতিবৃত্তে পশ্চিমী সংক্রান্ত বিবরণে আলাউদ্দীনের সঙ্গে যুদ্ধে রতন সীর মৃত্যুর উল্লেখ আছে। চিতোর পতন সম্পর্কে জায়সীর কাব্যের এই বিবরণটুকু মাত্র ঐতিহাসিক—

জৌহর ভাই সব ইশ্টিরী পদরূষ ভএ সংগ্রাম।

বাদসাহ গঢ় চুরা চিতউর ভা ইসলাম ॥ ( পশ্চিমবর্তী, প্রথমখণ্ড পৃঃ ৩৪৫ )

নারীরা জ্বররত করল। পদরূষেরা সংগ্রামে অবতীর্ণ হল। বাদসাহ দুর্গ চূর্ণ করলেন, চিতোর ইসলাম ( রাজ্য ) হল।

কিন্তু চিতোর পতনের এই ঐতিহাসিক ইতিবৃত্তটুকুও আলাওলের কাব্যে অনুপস্থিত। পদ্যমাৎ কাব্যের ঐতিহাসিক যুদ্ধসমীক্ষকে অগ্রাহ্য করে আলাওলের কাব্যে সম্পূর্ণ কাঙ্ক্ষনিক এক আদর্শবাদী মিলন বৃত্তান্ত বর্ণিত।

আলাওল জায়সীর কাব্য অনুবাদ করতে বসে ইতিহাস অংশে যেসব ঘটনাগত পরিবর্তন ঘটিয়েছেন তার সঙ্গে পঞ্চাশ বছর আগের আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে বর্ণিত ঘটনার কয়েকটি আকস্মিক সাদৃশ্য চোখে পড়ে।

এক. রত্নসেনকে মৃত্যু করার জন্য সুলতানের কাছে পশ্চিমবর্তীর নামে কপটপত্র প্রেরণ এবং এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ রত্নসেনের সঙ্গে উল্লসিত সুলতানের সূ-ব্যবহার। এই ধরণের কোনো বিবরণ জায়সীতে নেই, অথচ আইন-ই-আকবরীতে আছে এবং আলাওলের পশ্চিমবর্তী কপট দৌত্য খণ্ডেও এর বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়।

দুই. সৈন্যসহ সুলতানের দ্বিতীয়বার চিতোর অভিযান এবং বিফল মনোরথ হয়ে প্রত্যাবর্তন। এ ঘটনার শেষাংশ জায়সীতে বিপরীত। কিন্তু আইন-ই-আকবরীতে বর্ণিত এই অভিনব ঘটনার আভাস পাওয়া যাবে আলাওলের গোরা নিধন খণ্ডের শেষে বাদলের জয় বৃত্তান্তে, যার সূচনাশ্লোক বৃত্তান্ত আছে পরিশিষ্টের অন্তর্গত সুলতান আলাউদ্দীনের পরাজয় ও পলায়ন বৃত্তান্তে।

তিন. জায়সীর কাব্য শেষ হয়েছে চিতোর পতনে, মৃত্যু ও ধ্বংসের মধ্যে। কিন্তু আলাওলের অনুবাদকাব্য সমাপ্ত হয়েছে মুম্বর্দ রত্নসেনের অভিপ্রায় অনুযায়ী সুলতানের সঙ্গে রত্নসেনের পুত্রবয়ের মৈত্রী ও প্রীতি সম্পর্কের মধ্যে। আইন-ই-আকবরীতে বর্ণিত উপাখ্যানের শেষ দিকে লক্ষ্য করা যায় বারবার যুদ্ধে ও উপযুপরি আক্রমণে ক্লান্ত রত্নসেন ভাবছেন সুলতানের সঙ্গে মৈত্রীসম্পর্ক স্থাপন করলে দেশকে বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করা যাবে। সেই উদ্দেশ্যে সুলতানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েই রত্নসেনের মৃত্যু। আলাওল রত্নসেনের মৃত্যুর উপলক্ষ হিসাবে জায়সীর অনুসরণে দেবপাল স্বস্তান্তর উল্লেখ করলেও মুম্বর্দ রত্নসেনের মৃত্যু সুলতানের সঙ্গে পুত্রদের মৈত্রীনির্দেশ দেবার ব্যাপারে কি সূক্ষ্মভাবে আইন-ই-আকবরীতে উল্লিখিত রত্নসেনের ভাবনাকে অনুসরণ করেছিলেন? পঞ্চাশ বছর আগে লেখা আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরীর সঙ্গে আলাওল পরিচিত ছিলেন কিনা জানা নেই, জায়সীর কাব্যের শেষাংশের এই পরিবর্তনও আলাওলের কি না জানা যায় না, তবে হিন্দু-মুসলমানমৈত্রীর পটভূমিকায় আলাওলের পশ্চিমবঙ্গীকায়ের শেষে রত্নসেনের মৈত্রী ভাবনার সঙ্গে আইন-ই-আকবরীতে বর্ণিত রত্নসেনের সন্ধিভাবনার সাদৃশ্য আছে।

### পশ্চিমবঙ্গী কাব্য সমাজ সংস্কৃতির পরিচয়

পশ্চিমবঙ্গী মূলত অনুবাদ কাব্য হলেও আলাওলের আত্মপরিচয়, রোসাংগ বর্ণনা এবং মাগন প্রশস্তি প্রভৃতি অধ্যায়গুলিতে তৎকালীন আরাকান রাজ্যের এবং সমসাময়িক বাঙ্গালী সমাজ ও সংস্কৃতির অনেক তথ্য পাওয়া যায়। সেই সময়ে আরাকান রাজ্যে বাণিজ্য ব্যাপদেশে বহুদেশ থেকে বহু জাতির সমাগম হত। রাজসভায় সমাগত যে জনমণ্ডলীর পরিচয় আলাওল দিয়েছেন তাতে আরব, মিশরী, তুর্কি, হাবশী, রুমী, খোরসানী, উজবেগী, লাহোরী, মুলতানী, সিন্ধি, কাশ্মীরী, দক্ষিণী, কামরূপী, বাঙ্গালী, মোগল, পাঠান, রাজপুত, বর্মী, শ্যামদেশী, ত্রিপুরী, কুকী ইত্যাদি বহু বিচিত্র দেশী, বিদেশী উল্লেখ আছে। ইউরোপীয়দের মধ্যে আর্মেনী, ওলন্দাজ, দিনেমার ইংরেজ, ফ্রান্সিস বা ফরাসী, পতঙ্গীজ ইত্যাদির উল্লেখ আলাওলের বাসভূমি রোসাংগ নগরী যে সেখুগে বহুজাতিক নগর বা 'কমোপোলিটন সিটিতে' পরিণত হয়েছিল সে সম্পর্কে সন্দেহ নেই। আরাকান সেই সময় নৌবাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠেছিল। পশ্চিমবঙ্গী কাব্যের রোসাংগ বর্ণন অধ্যায়ে বহুপ্রকার নৌকার বর্ণনা আছে। আত্মবিবরণ অধ্যায় থেকে জানা যায় যে হার্মাদ বা পতঙ্গীজ জলদস্যুদের অত্যাচার ছিল প্রবল। কবি শ্বয়ং এই অত্যাচারের কবলে পড়েছিলেন। আরাকান রাজসভায় বিশেষত অমাত্যসভায় বহু ভাষা ও কাব্যশাস্ত্রের চর্চা হত। বাংলা, আরবী, ফারসী, মগী, হিন্দী প্রভৃতি ভাষা শিক্ষিতদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। পৃষ্ঠ-পোষক মাগন ঠাকুর কাব্যশাস্ত্র, ছন্দশাস্ত্র, নাট্যশাস্ত্র, চিকিৎসাবিদ্যা ইত্যাদিতে পারগম ছিলেন। এ ছাড়া নৃত্য গীত বাদ্য রাজসভার সংস্কৃতির অঙ্গ রূপে পরিগণিত হত। অশ্বকীড়া, পোলোখেলা, শিকার ইত্যাদি রাজা ও অভিজাতদের আমোদ প্রমোদের বিষয় ছিল। এছাড়া ছিল হস্তীবিহার। রোসাংগ বর্ণনা থেকে জানা যায় আরাকান রাজারা শ্বেতহস্তীর অধিকারী ছিলেন।

মালিক মুহম্মদ জায়সীর পদ্মাবতী কাব্য রচনার ( ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে ) শতবর্ষ পরে কাব্যটি আলাওল কর্তৃক অনূদিত হয়। এই একশো বছরে মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয় নি। সমাজের শীর্ষে আছেন রাজা, তাঁকে কেন্দ্র করে বিরাজ করছে অভিজাত অমাত্যমণ্ডলী এবং তারপর রয়েছে স্তরে স্তরে সমাজের নানা অবস্থার মানুস। আলাওল নিজেও ছিলেন এই সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অন্তর্গত অমাত্যপ্রসাদপুত্র একজন সামাজিক মানুস। অমাত্যসভায় যে শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে তিনি এই অনুবাদকাব্য পরিবেষণ করেছিলেন তাঁরাও ছিলেন সামন্ত সমাজসংস্কৃতির সঙ্গে অঙ্গীভূত। এই ভূমিভিত্তিক সামন্তপ্রভুরা ছিলেন সমাজের স্বেচ্ছাভোগী শ্রেণী। এঁরা যুদ্ধ-বিদ্যায় যেমন পারদর্শী ছিলেন তেমন কাব্যচর্চায়ও সমান উৎসুক ছিলেন। প্রচুর ভোগ ও অবসরপুত্র এই অমাত্য ও সামন্ত-শ্রেণী প্রেম ও ধর্মের রোমান্সসমূহ কাব্যকাহিনী বিশেষ পছন্দ করতেন। এঁদের কাছে দার্শনিক তত্ত্বভাবনার চেয়ে প্রেম ও ধর্মকাহিনীর উজ্জ্বলনা বেশী আকর্ষিত ছিল। জায়সী ও জায়সীর করে যে সামন্ততান্ত্রিক সমাজজীবনকে পদ্মাবতী

কাব্যে উপস্থিত করেছেন আলাওল সেই তৎকথাকে যতদূরসম্ভব সংক্ষিপ্ত ও স্থানে স্থানে বর্জন করে প্রেম ও যুদ্ধের রোমাঞ্চ কথাকেই সভার শ্রোতাদের কাছে উপস্থিত করেছেন। জায়সীর অনুসরণে আলাওলের পশ্চিমবর্তী কাব্যের মধ্যেও দর্শনাত্মক সামন্ততান্ত্রিক সমাজের চিত্রই ফুটে উঠেছে। সিংহল, চিতোর ও দিল্লী নগরকে কেন্দ্র করে রাজপ্রাসাদ, দরবার, দর্গপ্রাকার, পরিখা, তোরণ, বদরুজ্জ, উদ্যান প্রাঙ্গণ, হাট বাজার, রাস্তাঘাট এবং মানুষজনের যে পরিচয় আছে তা অনেকটাই মুলান্দসারী ( দ্রষ্টব্য, প্রথমখণ্ড )। এই মুলান্দসারিতার ফলে পশ্চিমবর্তী কাব্যের সমাজও অভিজাত সমাজ, দরিদ্রের কথা এখানে নেই।

সমাজ সংস্কৃতি বর্ণনার ক্ষেত্রে মুলের সঙ্গে অনুবাদের যে পার্থক্য দেখা দিয়েছে তা মূলত কালগত নয় দেশগত। জায়সীর কাব্যে বর্ণিত সমাজ মূলত উত্তর প্রদেশ ও রাজস্থানের ভৌগোলিক সীমানাবেষ্টিত। অপরদিকে আলাওলের অনুবাদ হয়েছে প্রত্যন্ত-বঙ্গ আরাকানে বসে। আলাওলের সমাজ ও জীবন সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা মূলত বঙ্গীয়। এর ফলে অশনে বসনে, ভূষণে ব্যাসনে এবং আচার আচরণের বর্ণনায় যেখানেই মুলের সঙ্গে অনুবাদের পার্থক্য দেখা দিয়েছে সেখানেই কবির বাঙ্গালি প্রতিক্ষিপ্ত হয়েছে। এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী মনোযোগ আকর্ষণ করে পশ্চিমবর্তী বিবাহ বর্ণনার পরিচ্ছেদটি। মুলের বিবাহ বর্ণনা অনেক সংক্ষিপ্ত ও সাধারণ। সেখানে মালাবদল, সপ্তপদী গমন, বেদপাঠ ইত্যাদি হিন্দু আচার অনুষ্ঠানের কিছু কিছু চিত্র থাকলেও তা বিস্তারিত নয়। এ ব্যাপারে জায়সীর অভিজ্ঞতাও খুব ব্যাপক বলে মনে হয় না। কিন্তু পশ্চিমবর্তী বিবাহবর্ণনায় আলাওল বঙ্গীয় বিবাহরীতি ও স্ত্রী-আচার সম্পর্কে যে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন তা বাস্তবিক বিষয়কর। গাত্রহারিদ্দা, ষোড়শমাটিকা পূজা, বসুধারা, নান্দীমুখ, শ্রাম্ধ, বরবরণ, কন্যা আনয়ন, শূভদর্শি, সম্প্রদান ইত্যাদি আনুষ্ঠানিক বর্ণনায় এবং বিবাহোৎসবে বিধবাবর্জন ইত্যাদি ব্যাপারে আলাওল বঙ্গীয় সমাজঅভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। রত্নসেনের বিবাহবর্ণনায় একদিকে নৃত্য গীত বাদ্যের বিবরণ অপরদিকে বিচিত্র আতসর্বাঙ্গি পোড়ানোর বর্ণনা অনেকখানি মধ্যযুগীয় সামন্তনৃপতি বিবাহবর্ণনার অনুবৃত্ত—বিশেষত বিবাহ শোভাযাত্রায় বেশ্যা নটীদের নৃত্যবর্ণনা পূর্বোক্ত সংস্কৃতিচর্চিত। তবে জায়সী বিবাহ বর্ণনায় সঙ্গীতের পরিবর্তে ভোজনের উপর জোর দিয়েছেন আর আলাওল এক্ষেত্রে সঙ্গীতকেই মূখ্য করে তুলেছেন—এ পার্থক্য উভয় কবির রুচির পার্থক্য, সমাজের পার্থক্য নয়। সঙ্গীতের ও নৃত্যের বর্ণনা জায়সী যেখানে যেখানে করেছেন সেখানে তিনি মনোরা ঝুমক, চাচরী ইত্যাদি উত্তর ভারতের প্রচলিত লোক সঙ্গীত ও লোক নৃত্যের উপর বেশী জোর দিয়েছেন, অপরদিকে আলাওল সঙ্গীতশাস্ত্র অনুযায়ী ধ্রুপদী নৃত্যগীতের সঙ্গে সশ্রেণ বঙ্গীয় কীর্তনের উল্লেখ করেছেন। রাজাবাদশাহ যুদ্ধখণ্ডের সঙ্গীত বর্ণনায় ধ্রুপদের পরেই বিষ্ণুপদের উল্লেখ আছে।

পশ্চিমবর্তী কাব্য যদিও জায়সীর পদমাবৎ-এর অনুবাদ তবেও আলাওলের নিজস্ব সংযোজিত অংশে সমকালীন সমাজ-জীবনের ও বঙ্গীয় সংস্কৃতির কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে। সিংহলের হিন্দু রাজপ্রাসাদের বর্ণনায়, হাটের বিবরণে, নারীদের পোষাক পরিচ্ছদ ও অলংকার বর্ণনায়, জলাশয়-পশুপক্ষী এবং বৃক্ষ ও ফলফুল ইত্যাদির বিবরণে আলাওল স্বদেশ ও স্বকালের কিছু কিছু চিত্র রেখে গেছেন। 'চতুর্দিকে বেষ্টিত কদম্ব বন্ধুগণ' সহ গন্ধর্বসেনের সিংহল রাজসভা আলাওলের বর্ণনায় জায়সীর তুলনায় অনেক বঙ্গীয়। এ যেন মগন ঠাকুরের অমাত্য সভার বর্ণনা। মুলের রাজকীয় জাকজমক এখানে অনুপস্থিত। সিংহলের হাটবর্ণনায় আলাওল যে সকল দ্রব্যের তালিকা দিয়েছেন তাতে মূল্যতিরিক্ত কিছু কিছু বঙ্গীয় পণ্যসম্ভারও আছে; যথা 'জরতারি পাটাম্বর সূচার, চামর' ইত্যাদি। শাস্ত্রখণ্ড ও চৌগানখণ্ড দুটি আলাওলের অতিরিক্ত সংযোজন। এই খণ্ড দুটিতে রত্নসেনের পাণ্ডিত্য প্রকাশ উপলক্ষে সেকালের শাস্ত্রচর্চার বেশ কিছু নিদর্শন আছে। রত্নসেনের বহুমুখী পাণ্ডিত্য কিছুটা আদর্শায়িত হলেও সেকালের সমাজে প্রচলিত বিদ্যাচর্চারূপে শাস্ত্রতালিকাটি উল্লেখযোগ্য—সূত্রবৃত্তি, পঞ্জিকা, ব্যাকরণ, অভিধান, সাহিত্য, পুরাণ, বেদ, তর্কশাস্ত্র, অলংকার, ছন্দশাস্ত্র, সঙ্গীতশাস্ত্র, আগম ইত্যাদি সেযুগের অভিজাত সমাজে চর্চা করা হত। চৌগান বা পোলো খেলা সামন্ত যুগে বেশ উস্তেজনা কর ক্রীড়াকৌতুক হিসাবে জনপ্রিয় ছিল বলেই আলাওল রত্নসেন-পরীক্ষার বিবরণ দিতে গিয়ে এই বিষয় অবলম্বনে মূলবাহিত্ব একটা স্বতন্ত্র অধ্যায় রচনা করেছেন। পশ্চিমবর্তী

সাজসজ্জাবর্ণনায় আলাওল যে বসনের তালিকা দিয়েছেন তা মূল থেকে স্বতন্ত্র। পশ্চিমবঙ্গী-রত্নসেন-ভেট খণ্ডের শেষে জায়সী পশ্চিমবঙ্গীর জন্য চাঁদনোতা, বাঁশপুত্র, ঝিলমিল, খরদুক, পেমচা ডরিয়া, চৌধারী ইত্যাদি কয়েক প্রকার বসন আমদানি করেছেন। আলাওল পশ্চিমবঙ্গী কাব্যে উক্ত খণ্ডের শেষে বসনের তালিকা না দিলেও পশ্চিমবঙ্গী-রূপবর্ণন খণ্ডে শূকমুখে পশ্চিমবঙ্গীর রূপবর্ণনা প্রসঙ্গে সর্বশেষে যে অতিরিক্ত স্তবকটি যোগ করেছেন তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গীর কাপড়ের একটি তালিকা দিয়েছেন। সেই তালিকায় নানা নামের নানাপ্রকার বসন উল্লিখিত হয়েছে। যথা জরতারি, রমাপতি, গঙ্গাজল, কিরিমিজ, মলমল, ঝিলমিল ইত্যাদি—এগুলি তৎকালে প্রচলিত বসন হিসাবে অভিজাত সমাজে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল বলে মনে হয়। ভূষণের বর্ণনায় আলাওল অনেকক্ষেত্রেই মুলানসারী তবে নিশ্চলিখিত কনের সাজটি আদর্শায়িত বর্ণনা হলেও আলাওলের নিজস্ব রচনা—‘কিষ্কনী ঘুঁঘুর বাজয় ঝাঁঝর বনবন নেপূর মধুর গীতা’ (পৃঃ ১৮০)। এছাড়া নারীর অলংকাররূপে বেসর, রসনা, রত্নকুণ্ডল, সাতহারি হার, অঙ্গদ, কক্ষণ, রত্নবলয়, রত্নাঙ্গুরী, কটীভূষণ, নুপূর ইত্যাদি মূল ও অনুবাদ উভয়ক্ষেত্রেই বর্ণিত।

পশ্চিমবঙ্গী কাব্যের মূল এবং অনুবাদ দুইই মুসলমান কবির রচনা। কিন্তু মুসলমান সমাজের বিশেষ কোনো উল্লেখযোগ্য পরিচয় এখানে নেই। কাব্যে হিন্দু জীবনাচরণের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে কবির বিস্ময়কর অভিজ্ঞতার পরিচয় আছে, কিন্তু আরবী ফারসী শব্দের মতোই এ কাব্যে মুসলিম সমাজের তথ্য ও উপকরণের যথেষ্ট অভাব। রাজপুত্র কাহিনীতে তো বটেই এমনকি সুলতানী অভিযান বৃত্তান্তেও এর অভাব বিস্ময়কর। কোনো কোনো সমালোচক আলাউদ্দীনের উদ্ভবের মধ্যে আলাওলের হিন্দুবিরাধী সাংপ্রদায়িকতার চিহ্ন খুঁজে পেয়েছেন। সুলতানের আক্রমণ থেকে রত্নসেনকে রক্ষা করার জন্য হিন্দু রাজাগণ আলাউদ্দীনের দরবার থেকে বিদায় প্রার্থনা করলে সুলতানের উক্তি—

মোছলমান জাতির মনেত করি আশা ।

কদাচিত না করিব হিন্দুর ভরসা ॥

দীন মহম্মদ আছে মোর শিরে ছত্র ।

তাহার প্রসাদে হৈব বিজয় সর্বত্র ॥ (বাদশাহ আক্রমণ খণ্ড, পৃঃ ২৮৪)

একে হিন্দুবিরাধী মুসলমান সমাজের সাংপ্রদায়িক মনোভাব বলে না ধরে সুলতানের তৎসমসাময়িক উক্তি বলে মনে করাই সঙ্গত। বাস্তবিক আলাওল এ ব্যাপারে যে উদার দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী ছিলেন সেটা জায়সীর সুলতান-সেনাপতি সরজাকে বিপ্র ‘প্রীজা’য় পরিবর্তিত করার দৃষ্টান্ত থেকেই বোঝা যায়। পদ্যমাৎ কাব্যে আলাউদ্দীনের দূত রূপে রত্নসেনের সভায় থাকে পাঠানো হয়েছিল সে ‘সরজা’ নামক এক মুসলমান যোদ্ধা। কিন্তু আলাওল রত্নসেনের সভায় প্রেরিত সুলতানের দূতের পরিচয় দিয়ে লিখেছেন—

প্রীজা নামে এক বিপ্র পরম চতুর ।

অতি বড় কথক সংগ্রামে মহা শূর ॥ (পশ্চিমবঙ্গী রূপচর্চা খণ্ড পৃঃ ২৭৬)

পশ্চিমবঙ্গীর খিল খণ্ডের পরিকল্পনা হিন্দু মুসলমান মৈত্রীর উপর প্রতিষ্ঠিত। পদ্যমাৎ কাব্যে শেষপর্বে হিন্দু রাজপুত্র-বীরের পরাজয় এবং মুসলমান রাজশক্তির জয় দেখানো হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গীকে অধিকার করতে না পারলেও মূলে চিতোর সুলতান কতৃক অধিকৃত হল। কিন্তু আলাওলের অনুবাদে চিতোর জয়ের পরিবর্তে সুলতানের সঙ্গে রাজপুত্রবন্দের সন্ধি ও মৈত্রী সম্ভব হিন্দু ও মুসলমান সমাজের মধ্যে সম্ভাব ও সৌহার্দ্য ভাবনা থেকেই উদ্ভূত। বস্তৃত সূক্ষ্মধর্মের প্রভাবেই হোক অথবা দীর্ঘকাল পাশাপাশি এক সঙ্গে থাকার জন্যই হোক হিন্দু ও মুসলমান সমাজের মধ্যে যে ধীরে ধীরে পারস্পরিক ঔৎসুক্য ও আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছিল আলাওলের কাব্য পাঠ করলে তা বেশ উপলব্ধি করা যায়। যিনি ইসলামী স্মৃতিশাস্ত্র তোহফার নিষ্ঠাবান অনুবাদক তিনিই আবার পশ্চিমবঙ্গীর অনুবাদে হিন্দু সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে বিস্ময়কর অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। রত্নসেনের মৃত্যুর পর পুত্রদের শ্মশানকর্ম সম্পর্কে যে অংশটি পশ্চিমবঙ্গীতে আছে সেটি মূলবহির্ভূত, সূত্রাং হারিনাম উচ্চারণ সহ যেসব হিন্দু জিন্মাকর্মের

উল্লেখ আছে তা নতুন সংযোজন। সন্তানের জাতকর্ম থেকে আরম্ভ করে বিবাহ এবং শ্মশানকর্ম পর্যন্ত সবকিছুতে আলাওল হিন্দু ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে বিশ্বাসের অভিজ্ঞতা রেখে গেছেন। বাংলাদেশের মুসলমান সমাজ মূলতঃ ধর্মান্তরিত মুসলমান সম্প্রদায়, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশের পূর্বপুরুষই আগে কোনো না কোনো সময় হিন্দুই ছিলেন। সুতরাং পরবর্তীকালে ধর্মান্তরিত হলেও বংশানুক্রমিক হিন্দু পুরাণ ও লোকচার সংস্কার দূর হবার নয়। আলাওলের কাব্যেও হিন্দু পুরাণ ও লোকসংস্কারের অনেক নিদর্শন ছাড়িয়ে আছে। জায়সী সূফীধর্মের উদারতা বশত বেহেশত-এর বদলে কৈলাস লিখেছেন আর আলাওল অবিচ্ছিন্ন বংশীয় সংস্কৃতির মধ্যে থেকে কোরান ও পুরাণকে এক করে নিয়েছেন।

### জায়সীর পদ্মাবৎ ও আলাওলের পদ্মাবতীর তুলনামূলক পর্যালোচনা ( খন্ডানুসারে )

আলাওলের পদ্মাবতী কাব্য জায়সীর পদ্মাবৎ কাব্যের অনুবাদ। অনুবাদকর্ম প্রায় কখনই মূল সৃষ্টিকর্মের মহিমা লাভ করতে পারে না, পদ্মাবতী কাব্যে তা পারে নি। মূলে অনুবাদে বোধগম্য করতে গেলে একেবারে ঠিক তার মাপসই করে আঁট করা চলে না, নিজের ভাষায় তাকে মানানসই করে নিতে হয়। আলাওলও হিন্দী কাব্যটিকে বাংলায় রূপান্তর-কালে পরিবর্তন, পরিবর্তন, সংযোজন এবং সংক্ষেপ ও বিস্তারের মধ্য দিয়ে অনুবাদকে শেষপর্যন্ত অন্য এক পরিণতি দান করেছেন। খন্ডানুসারী মূল কাব্যের সঙ্গে অনবাদের তুলনা করলেই ধরা পড়বে জায়সীর কাব্যের প্রত্যেকটি অধ্যায়ের হুবহু অনুবাদ আলাওল করেন নি। কাহিনীর ক্রমধারা, বিস্তার ও আবর্তরক্ষার জন্য যে সমস্ত শব্দের প্রয়োজন আলাওলের মনে হয় নি, কেবল আবেগ ও সৌন্দর্যতন্ময়তার জন্য মূলে যেসব অংশের সৃষ্টি, আলাওল সেই সব অংশ হয় বর্জন করেছেন নতুবা সংক্ষেপ করেছেন। আবার জায়সীর কাব্যে নেই এমন অনেক কিছু আলাওল তাঁর অনুবাদে সংযোজন করেছেন। কবির স্বদেশ ও স্বকালের সংস্কৃতি, রাজসভার জীবন অভিজ্ঞতা, বিচিত্র বিষয়ে পাণ্ডিত্য, বিশেষ করে সঙ্গীত সম্পর্কে আলাওলের পারদর্শিতা নতুন সংযোজনের ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়তা করেছে। এ ছাড়া জায়সীকে অবলম্বন করেও অনেকক্ষেত্রে আলাওল কিছু কিছু প্রসঙ্গের পরিবর্তন করেছেন। হিন্দী কবির লেখা রাজপুত কাহিনীকে বাঙ্গালীর মর্ম-গ্রাহী করার জন্য আলাওল এ কাব্যের নানা বিষয়কে বংশীয় করে নিয়েছেন। এক্ষেত্রে খন্ড অনুসারী কাহিনীক্রম অনুসরণ করে জায়সীর পদ্মাবৎ কাব্যের সঙ্গে আলাওলের পদ্মাবতী কাব্যের ধারাবাহিক তুলনা করা যেতে পারে।

ফারসী মস্নভী রীতিতে রচিত জায়সীর পদ্মাবৎ কাব্যে বাস্তবিক কোনো রূপ খন্ডবিভাগ ছিল না। চৌপাই দোহা সম্বন্ধে শব্দকগুলি পরপর ধারাবাহিকভাবে আদ্যন্ত সঞ্চিত। আলাওলও বংশীয় পাঁচালীকাব্যের আদর্শানুসারী ধারাবাহিকভাবে কাব্যটি অনুবাদ করেছিলেন। মূল এবং অনুবাদ কোনো ক্ষেত্রেই খন্ডবিভাগ ছিল না। মূলের খন্ডবিভাগ গ্রীয়ার্সন এবং রামচন্দ্র শুল্কর সম্পাদিত গ্রন্থের অনুসারী। আলাওলের অনবাদের খন্ডবিন্যাসও সম্পাদিত পদ্মাবৎ গ্রন্থের খন্ডবিভাগকে অনুসরণ করে পরিকল্পিত। জায়সীর কাব্যের ৫৮ টি খন্ডের মধ্যে অন্তত ৫৫ টি খন্ড আলাওলের অনুবাদে বর্তমান। পদ্মাবৎ কাব্যের পাঁচটি খন্ড আলাওল বর্জন করেছেন, যথা—সাত সমুদ্র খন্ড, নাগমতি পদ্মাবতী বিবাদ খন্ড স্ত্রীভেদ খন্ড, বাদসাহ ভোজ খন্ড এবং উপসংহার খন্ড। জায়সীর কাব্যে নেই এরকম চারটি খন্ড আলাওল যোগ করেছেন, যথা—চৌগান খন্ড, শাস্ততত্ত্ব খন্ড, পদ্মাবতী-কপট দৌত্য খন্ড, এবং খিল বা পরিশিষ্ট খন্ড। আলাওল পদ্মাবৎ কাব্যের দু'টি খন্ডকে সংক্ষিপ্ত করেছেন, যথা নাগমতি বারমাসী খন্ড এবং পদ্মাবতী রূপচর্চা খন্ড। অপরদিকে অন্তত চারটি ক্ষেত্রে জায়সীর বর্ণনাকে আলাওল বিস্তারিত করেছেন—যথা ককনু বা ককনুছ পক্ষীর বিবরণ, পদ্মাবতী রত্নসেনের বিবাহ বর্ণনা, বাদলের পত্নী প্রসঙ্গে রাজপুত গউনা প্রথার বিবরণ এবং গোলা বাদল ষড়্ধবর্ণনা। জায়সীকে প্রতি শব্দকে শব্দকে অনুসরণ করলেও কাহিনী ও চরিত্রের ক্ষেত্রে আলাওল নানাবিধ পরিবর্তন করেছেন। মূলের ষ্ট্রাজিক কাহিনী অনুবাদে ষ্ট্রাজিক-কর্মোডিতে পরিণত। চরিত্রগুলির কোথাও কোথাও নাম পরিবর্তন হয়েছে। মূলে রত্নসেনের পুত্রশব্দের নাম নাগসেন ও কমলসেন, অনুবাদে হয়েছে চন্দ্রসেন ও ইন্দ্রসেন।

মূলে সমুদ্রকন্যার নাম লক্ষ্মী, অনুবাদে পদ্মাবতীর ছন্দবেশিনী লক্ষ্মীর নামও পদ্মা। মূলে আলাউদ্দীনের সেনাপতি মদসলমান ঘোষা সরঙ্গা, অনুবাদে ব্রাহ্মণ শ্রীজ্ঞা। পদমাৎ কাব্যে শূকপাখীর নাম হিরামন, অনুবাদে হীরামণি, মূলে গোরার ভ্রাতৃপুত্র বাদল, অনুবাদে গোরার ভ্রাতারূপে তার নাম বাদিলা। এছাড়া আরও যেসব ছোটখাটো পরিবর্তন আছে খন্ডানুযায়ী দুটি কাব্যকে পাশাপাশি তুলনা করলেই ধরা পড়বে।

স্তুতিখন্ডের অন্তর্গত ঈশ্বরস্তুতির ক্ষেত্রে আলাওল ঘটদূর সম্ভব মূলনিষ্ঠ। বস্তব্য ব্যাখ্যার জন্য কখনও কখনও দু'একটি অতিরিক্ত চরণ থাকলেও মূলের ভাবসংক্ষেপই এখানে বেশী। তবে পদমাৎ কাব্যে বস্তব্যবিস্তারের ক্ষেত্রে সুফীতন্ত্রের ব্যাখ্যা শিষ্টপগত সৌন্দর্যের সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে, আলাওলের কাব্যে তা সংক্ষিপ্ত হয়ে পাণ্ডিত্যের পরিপোষক হয়ে উঠেছে। হজরত মহম্মদের গুণকীর্তনের জন্য বিধাতার কাছে আলাওলের শক্তিপ্রার্থনার স্তবকটি অনুবাদকের নিজস্ব সংযোজন। অতঃপর জায়সীর অনুসরণে আলাওল হজরত মহম্মদ ও চার খলিফার স্তুতি করেছেন এবং পীর পরম্পরায় জায়সীর পরিচয়ও দিয়েছেন কিন্তু গ্রন্থের কলেবরবৃদ্ধির ভয়ে জায়সীর বন্ধুর্গের পরিচয় অনুবাদে অনুপস্থিত। স্তুতি খন্ডে জায়সী যেখানে তাঁর সমসাময়িক সুলতান শেরশাহের গুণকীর্তন করেছেন, আলাওল সেক্ষেত্রে তার পরিবর্তে তাঁর পৃষ্ঠপোষক রোসাংগ অধিপতি এবং অমাত্য মাগন ঠাকুরের বিস্তৃত প্রশংসা করেছেন। অতঃপর আলাওল আত্মপরিচয় অংশে নিজের জীবনের ঘটনা সংকুল বিবরণ দিয়ে কাহিনী-সংক্ষেপ পরিচ্ছেদে জায়সীর কাব্যকাহিনীর যথাসংক্ষিপ্ত সূচী পরিচয় দিয়েছেন।

পদ্মাবতী কাব্যের কাহিনী শূরু হয়েছে সিংহলশ্বীপ বর্ণনা খন্ড থেকে। সিংহলশ্বীপের বর্ণনায় জায়সীর কাব্যের ঐশ্বর্যময় সৌন্দর্যবিলাস আলাওলের অনুবাদে অনেকটা রূপান্তরিত হয়ে বাংলাদেশের ফল ফুল লতাপাতার পরিচিত দৃশ্য রূপে ফুটে উঠেছে। জায়সীতে বর্ণিত শ্বীপগুলির রূপকাভাস আলাওলের রচনায় অস্তিত্বিত হয়ে ভৌগোলিক নামে পর্যবসিত হয়েছে। শ্বীপের সংখ্যা অনুবাদে বেড়েছে কিন্তু ভাবগত তাৎপর্য কমেছে। সিংহলশ্বীপ ছাড়া অন্যান্য শ্বীপগুলি জায়সীর রচনায় নারীদেহের অঙ্গসূচক, দীর্ঘশিখার ন্যায় সিংহল শ্বীপের শ্রেষ্ঠত্বের বাজনা বা অন্যান্য শ্বীপের অঙ্গরূপক আলাওলের অনুবাদে অনুপস্থিত। এছাড়া দুর্ভেদ্য সিংহল দুর্গ এবং সিংহলের রাজসভা বর্ণনায় জায়সী যে ব্রহ্মপদী আভিজাত্যের পরিচয় দিয়েছেন আলাওলের কাব্যে 'কুটুম্ব বন্ধুগণ' সহ রাজার সভাবর্ণনা সেই তুলনায় বঙ্গ নৃপতির মজলিসের আসর হয়ে উঠেছে।

পদ্মাবতী জন্মবর্ণন খন্ড অধ্যায়ে আলাওল মূলনিষ্ঠের হলেও অনেকাংশে উজ্জ্বল ব্যতিক্রম দেখিয়েছেন। জায়সী পদ্মাবতীকে অলৌকিক সৌন্দর্যের প্রতীক করে যে আলংকারিক রূপকল্প নির্মাণ করেছেন তাতে তাঁর কাব্যের নায়িকা যতখানি তত্ত্বমূর্তি ও প্রতীকী চরিত্র ততখানি জীবন্ত চরিত্র নয়। কিন্তু আলাওলের পদ্মাবতী এতখানি তত্ত্বপ্রণোদিত না হওয়ায় অনুবাদকাব্যের পদ্মাবতী জীবনচামুলাময়ী রমণীরূপ হয়ে উঠেছে। বিশেষত পদ্মাবতীর যৌবন-উন্মেষের বর্ণনায় আলাওলের রচনা মূল অপেক্ষা আরও অনেক বেশী উজ্জ্বল এবং জীবন্ত। পদ্মাবতীর রূপবর্ণনাপ্রসঙ্গে আলাওলের মূলোতিক্রমী অতিরিক্ত শব্দশ চরণ পদাংলী প্রভাণ্ডিত হলেও সৌন্দর্য মণ্ডিত।

মান সরোবর খন্ড অধ্যায়ে পুংসলাবী সখীদের সঙ্গে পদ্মাবতীর যে লীলাকৌতুক বর্ণিত হয়েছে তার সৌন্দর্য-তন্ময়তা যদিও অনুবাদে রক্ষিত হয়েছে কিন্তু জায়সীর কাব্যে এক একজন সখীর সঙ্গে এক একটি ফুলের সাদৃশ্য যে সৌন্দর্য বিস্তার ঘটিয়েছে আলাওলের কাব্যে তা নেই। আবার মূলে পদ্মাবতীর পাদম্পর্শে সরোবরবক্ষে যে রোমাণ্টিক সৌন্দর্যহিল্লোল দেখা দিয়েছে মূলে সংক্ষিপ্ত করতে গিয়ে অনুবাদে সেই সৌন্দর্যময়ী অপসৃত হয়েছে। জায়সীর বর্ণনা রোমাণ্টিক, আলাওল আলংকারিক।

শূক খন্ডের বর্ণনায় আলাওল মূলকেই যথাযথভাবে অনুসরণ করার চেষ্টা করেছেন। তবে জায়সীর কাব্যে পিঞ্জর-মুদ্র শূকপাখী যে প্রতীকী তাৎপর্য লাভ করেছে আলাওলের অনুবাদে তা অনুপস্থিত। শূকখন্ডের শেষে ব্যাধহস্তে বন্দী শূকপাখীর পদগীর্তা পদকর্তা আলাওলের নিজস্ব সংযোজন।

রত্নসেন-জন্মখণ্ড, বর্ণিজার খণ্ড, নাগমতি-শুক সংবাদ খণ্ডগুলিতে আলাওল মোটামুটিভাবে জায়সীকেই অনুসরণ করেছেন। কিছ্ কিছু প্রসঙ্গগত পরিবর্তন ও অনুয়গগত রূপান্তর ব্যতীত উক্ত খণ্ডগুলিতে আলাওল মূলানুগ। নখশিখ খণ্ড বা পদ্মাবতী-রূপবর্ণন খণ্ডের অনুবাদে শুকমুখে পদ্মাবতীর রূপবর্ণনায় আলাওল যথেষ্ট স্বাধীনতা নিয়েছেন। মূলে পদ্মাবতীর প্রত্যেকটি অঙ্গকে অবলম্বন করে বর্ণনার ক্ষেত্রে যে অলঙ্কৃত অর্থাবিস্তার আছে আলাওলের অনুবাদে তা সংক্ষিপ্ত হয়েছে। উপমা রূপকস্বের ক্ষেত্রে আলাওল মূলানুগত হয়েও মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্যের ঐতিহ্যকেই অনুসরণ করেছেন। গৃধিনীর কানের সঙ্গে নায়িকার কানের, খগচন্দ্রের সঙ্গে নায়িকার নাকের তুলনা মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের প্রথাগত তুলনা। মূলে পদ্মাবতীর রূপবর্ণনা করতে গিয়ে জায়সী যেখানে মালোপমার অসাধারণ মাল্য রচনা করেছেন আলাওলের অনুবাদে তা প্রায়ই বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। পদ্মাবতীর নয়ন সাগরের বর্ণনায় জায়সীর রোমাণ্টিক ভাবসূক্ষ্মতা অনুবাদে অগভূতা হারিয়ে বিশৃঙ্খল হয়ে গেছে। আলাওলের অনুবাদ কখনও কখনও কল্পনার সংঘম ও রচনার সংহতি হারিয়ে শিল্পগত ভারসাম্য বর্জন করেছে। জায়সীর রূপবর্ণনায় পদ্মাবতীর প্রত্যেকটি অঙ্গরূপেরই সমান মর্যাদা, চোদ্দটি চৌপাই চরণ এবং দোহা পংক্তিস্বয়ের মধ্যে সমানুপাতিকভাবে সীমাবদ্ধ। আলাওলের পয়ার পাঁচালীতে সেই রচনা সূক্ষ্মা নেই। এর ফলে পদ্মাবতীর স্তনবর্ণনায় মূল কাব্যে যে সংঘম ও গুঁচত্যা রক্ষিত হয়েছে আলাওলের কাব্যে তা শিল্পগত সামঞ্জস্য হারিয়ে ফেলে ছাত্রিশ চরণে বিস্তারিত হয়ে অন্যান্য অঙ্গবর্ণনার তুলনায় বিশৃঙ্খল ও অনিয়মিত হয়ে পড়েছে। অবশ্য মূলকে অনুসরণ না করে আলাওল যেখানে স্বতন্ত্র সৃষ্টি করেছেন সেখানে তা চমৎকার কাব্যসৌন্দর্য লাভ করেছে। যেমন বর্তমান খণ্ডের ষোড়শ ও ঠায়েদশ স্তবকের অন্তর্বর্তী স্তবকটি আলাওলের নিজস্ব সংযোজন। আলাওলের উপমা কখনও কখনও মূলানতিক্রমী ভাবব্যঞ্জনা লাভ করেছে। অধর বর্ণনায় মূলে যেখানে আছে 'পানের রসে অধর মঞ্জুষ্ঠার মতো রক্তিম,' আলাওল সেখানে লিখেছেন 'তাম্বুল রাতুল হৈল অধর পরশে।' মূলে যা সাধারণ একটি উপমা, অনুবাদে তা অসাধারণ একটি উৎপ্রেক্ষা হয়ে উঠল। আলাওলের অনুবাদের শেষদিকে পদ্মাবতীর রূপবর্ণনা প্রসঙ্গে বিচিত্র বসন ভূষণের যে বর্ণনা আছে জায়সীর কাব্যে তা অনুপস্থিত। পটুবস্ত্র, জরতারি, কিরিমিজি, মলমল, মসলিন প্রভৃতি বসনগুলি সম্ভবত আলাওলের সময়কার অভিজাত বেশবাস।

প্রেমখণ্ড ও যোগীখণ্ডের বর্ণনায় রত্নসেনের পূর্বরাগ এবং যোগীবিশেষে রাজার সিংহল যাত্রার বিবরণে আলাওল ঘটনা-বিন্যাসের ক্ষেত্রে জায়সীকেই মোটামুটি অনুসরণ করেছেন, তবে আলাওলের বর্ণনা প্রধানত লৌকিক আর জায়সীর বর্ণনা প্রায়শই লোকসম্পর্ক বিরিহিত তত্ত্বকথার রূপক। জায়সী যেখানে যোগসাধনার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে প্রেমের ক্ষেত্রে সাধনার ব্যাপারটিকেই মূখ্য করে তুলেছেন আলাওল সেখানে নায়িকার সম্মানে নায়কের অভিযানকেই রোমাণ্টিক করে বর্ণনা করেছেন। কৃচ্ছ্রসাধনার মধ্য দিয়ে নায়কের নায়িকাসম্মান জায়সীর কাব্যে প্রেমসাধনার রূপক হয়ে দেখা দিয়েছে, আর আলাওলের কাব্যে তা মধ্যযুগীয় রোমাণ্টিক উপকরণ হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। আলাওলের কাব্যে যোগতত্ত্বের কথা মাঝে মাঝেই কবির্ পাণ্ডিত্য প্রদর্শনারূপে দেখা দিয়েছে,—কিন্তু তা অনেকক্ষেত্রেই বহিঃসংগ; তা অসংলগ্নভাবে কাহিনীকে অকারণে আচ্ছন্ন করেছে, চরিত্রের আভ্যন্তরীণ আবেগ থেকে আসেনি। আসলে যোগতত্ত্ব নয়, ভোগতত্ত্বই আলাওলের কাব্যের মূল বক্তব্য—সেই কারণে আলাওলের যোগতত্ত্ব-প্রসঙ্গ অনেকক্ষেত্রেই বহিঃসংগে এবং জায়সীর মতো শৃঙ্খলিতভাবে ব্যক্ত নয়। রত্নসেন যোগী হবার পর নাগমতি-বিলাপের অংশটুকু আলাওলের নিজস্ব ও পদাবলীর ভঙ্গীতে শিল্পসুন্দর।

আলাওল জায়সীর পদ্মাবতী কাব্যের গজপতিসংবাদ খণ্ড এবং বহিঃ খণ্ডের অনুবাদ করেছেন কিন্তু পরবর্তী সাত সমুদ্র খণ্ডটি বর্জন করেছেন। আগের খণ্ড দুটি অনুবাদ করতে গিয়েও আলাওল যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত করেছেন। জায়সী যেখানে বিস্তারিত বর্ণনার সাহায্যে নায়কের পথকে বিষণ্ণ ও বিপদসম্বল করে প্রার্থিত বস্তুরূপে দুলভ করে তুলেছেন, আলাওল সেখানে যতশীঘ্র সম্ভব পথবিস্তারিত শেষ করে নায়ককে পদ্মাবতীর সম্মানে সিংহল দেশে উপনীত করেছেন। এটাই হয়ত আলাওলের সাতসমুদ্র খণ্ড বর্জনের কারণ। জায়সীর অভিযান-কাহিনীর মধ্যে নিগূঢ় কৃচ্ছ্রসাধনার যে



আধ্যাত্মিক তাৎপর্য বর্তমান আলাওলের সৌন্দর্যকে লক্ষ্য না থাকায় প্রেমের পথও অনেক সহজ হয়ে গেছে। বিহীন খণ্ডে জায়সী পদ্যের অনুরাগী স্কার, ক্ষীর, দাঁধ, জ্বল, সুরা, মানসের প্রভূত সমুদ্রের বর্ণনা করে কিলকিলা নামে আর একটি সমুদ্রের উল্লেখ করেছেন, রাজা-গজপতি সংবাদ খণ্ডে আলাওল এগুটির একটি করে সংস্কৃত নাম যোগ করেছেন যথা—লবণ, ইক্ষু, সুরা, ঘৃত, দাঁধ, দন্ধ, জ্বলাতকা ইত্যাদি। পরবর্তী সাতসমুদ্র বর্ণন খণ্ডটিতে জায়সী যে কাব্যগীতিক সমুদ্রের বিবরণ দিয়েছেন আলাওল বর্ণনা সংক্ষেপ করতে গিয়ে সমুদ্রদর্শনের বাস্তব অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও এই খণ্ডটি সম্পূর্ণ বাদ দিয়েছেন।

সিংহলে উপনীত হবার পর সিংহল-স্বীপ খণ্ডে জায়সী সিংহল দুর্গের যে অলৌকিক দুর্ভেদ্য বিশালতা বর্ণনা করেছেন আলাওলের অনুরাদে সেই অংশটুকু ছাড়া বাকিটা মূলানুগ। মন্ডপ-গমন খণ্ডে মন্দিরাভ্যন্তরে যে অলৌকিক দৈববাণী মূলে শোনানো হয়েছে তার মধ্যে জায়সীর সূক্ষ্মভাবনা প্রকাশিত। আলাওলের অনুরাদে এই অলৌকিক প্রসঙ্গটি বিষ্ণুত হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে জায়সী যেখানে অতিক্রান্তিক, আলাওল সেক্ষেত্রে বাস্তববাদী। জায়সীর পশ্চিমবর্তী-বিয়োগ খণ্ডের সম্পূর্ণ অনুরাদে আলাওলের কাব্যে নেই। মূলে পশ্চিমবর্তী-বিয়োগ খণ্ডে নবযৌবনা পশ্চিমবর্তীর অন্তরে যে অপার্থিব বিরহ-ব্যাকুলতা জেগে উঠেছে সেই উত্তম যৌবনদাহ আলাওলের কাব্যে পরিব্যস্ত বিস্তার লাভ করে নি। আলাওল বিরহবিস্তারকে সংক্ষিপ্ত করে কাহিনীর গতিনির্মাণেই ব্যস্ত। তার ফলে মূলের তুলনায় এই খণ্ডটি অনেক সংক্ষিপ্ত।

পশ্চিমবর্তী-শুক মিলন খণ্ডটিতে হিরামনের কাছে রত্নসেনের পরিচয় লাভের পর পশ্চিমবর্তীর প্রেমোজ্জ্বল জায়সীর কাব্যে যে রহস্যমধুর ভাবব্যঞ্জনা লাভ করছে আলাওলের কাব্যে তা সামাজিক বিবাহ প্রস্তাবনার সাংসারিক বিচার বিবেচনায় পর্যাবসিত হয়েছে। জায়সীর কাব্যে সমাজ সংসার বিহীন নৈতিকালের প্রেম চিরকালের বিরহ ব্যাকুলতা নিয়ে চিন্তাসাধনার প্রেরণারূপে দেখা দিয়েছে, আলাওল এই প্রেমকে বাস্তব ও সামাজিক করে এনে সঙ্গ পরিণয়-পরিণামী করে তুলেছেন। মূলের যোগতত্ত্ব-এবং সাধনার ব্যাপারটি এখানে অপ্রধান হয়ে পড়েছে। আলাওলের কাব্যে প্রেমের চেয়ে জাতিকুলের সামাজিক পরিচয়টাই বড়। তার ফলে পশ্চিমবর্তীর কাছে যোগীবরের বংশমর্যাদার প্রশ্ন এবং বিবাহ ব্যাপারে জ্যোতিষগণনার প্রশ্নটি এখানে প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে।

বসন্তখণ্ডে মহাদেব-মন্দিরে যোগী রত্নসেন ও পশ্চিমবর্তীর সাক্ষাৎকার যথাসম্ভব মূলানুগ। কেবল প্রথমদিকে মহেশ-মন্দিরে পূজারিনী পশ্চিমবর্তীর সাজসজ্জার আড়ম্বরপূর্ণ বর্ণনাকে আলাওল সংক্ষিপ্ত করেছেন। মূলের বসন্তশোভার নিসর্গ বর্ণনা অনুরাদে অনেক সংক্ষিপ্ত। রাজা রত্নসেন-সতীখণ্ডে পশ্চিমবর্তীর অদর্শনে বিরহী রত্নসেনের চিত্তানলে আত্মাহুতি দেবার সংকল্পকালে মূলে ককনুপক্ষীর অগ্নিতে আত্মদানের আনুষ্ঠানিক উল্লেখমাত্র আছে, কিন্তু আলাওল এক্ষেত্রে প্রসঙ্গটি বিস্তৃত করে 'ককনু পক্ষীর বিবরণ' শিরোনামে অতিরিক্ত চৌত্রিশটি চরণ যোগ করেছেন। অনুরাদক এক্ষেত্রে মূলের ভাষ্যকার। বিবরণের উৎস নির্দেশ করে আলাওল বলেছেন,—'মোহনত কনুতুবে দেখ কিহছে আস্তারে।' বিবরণটি সূক্ষ্ম কবি ফরীদুদ্দিন আস্তারের পক্ষী বিষয়ক রূপককাব্য 'মমতে-কনুত-তায়ের' গ্রন্থ থেকে গৃহীত। এইখণ্ডে প্রতিমা-পূজার নিষ্ফলতার কথা বলতে গিয়ে বিভিন্ন গ্রন্থ সংস্করণে অনুরাদসহ একটি সংস্কৃত শ্লোক জুড়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পদ্যধিতে এর কোনো স্থান না পাওয়ায় এই সাংপ্রদায়িকতা চিহ্নিত শ্লোক ও তার অনুরাদটি পরবর্তীকালের ছাপার খুনের কীর্ত বলে সন্দেহ হয়।

পরবর্তী পাবর্তী-মহেশ খণ্ডটিতে আলাওল যতদূর সম্ভব মূলানুগ। কেবল মূলের হনুমান প্রসঙ্গটি এখানে নেই। অযোধ্যার কবি জায়সীর কাছে হনুমানের যে পৌরাণিক মহিমা বর্তমান, আরাকানের বাঙালী কবি আলাওলের কাছে সম্ভবত তা ছিল না। রাজা-গড় আক্রমণ বা সিংহল বেটন খণ্ডটিতে পশ্চিমবর্তী-রত্নসেনের পারম্পরিক প্রণয়লিপি নিবেদনের মধ্যে জায়সী প্রেমের গভীর রহস্য ধ্যানের যে পরিচয় দিয়েছেন আলাওল প্রেমতত্ত্বের সেই জটিল তাৎপর্য ব্যাখ্যাগুলি বর্জন করে রত্নসেন পশ্চিমবর্তীর মিলনকে স্বরাস্বিত করার জন্য কেবল ঘটনাক্রমকেই প্রধানত অনুরণন করেছেন। এর ফলে মূলের

প্রেমমাহাত্ম্য এক্ষেত্রে নেই। শব্দকের দৌত্য কেবল সংবাদ পরিষ্কার পর্য্যবসিত হয়েছে, এবং জায়সীর মরমী ভাবরহস্য এখানে অন্তর্হিত হয়ে ব্যাপারটি ঘটনামুখ্য হয়ে পড়েছে।

পরবর্তী গন্ধর্বসেন-মন্ত্রী খণ্ড অধ্যায়ের অনুবাদে আলাওল প্রথমদিকে মূলনিষ্ঠ, শেষদিকে অবশ্য ঘটনাক্রমের ব্যতিক্রম আছে। মূলে রত্নসেনের বিপদগ্রস্ততা অনুমান করে পদ্মাবতীর মানসিক অস্থিরতা বর্ণিত হয়েছে; আলাওল ব্যাপারটিকে বাস্তব করে এনেছেন গবাক্ষপথে পদ্মাবতীকে দিয়ে বন্দী রত্নসেনের বধ্যভূমিতে যাওয়ার দৃশ্য দেখিয়ে। জায়সীর কাব্যে পদ্মাবতীর বিরহভাবাবেগ মানসিক, আলাওলের অনুবাদে বেদনার কারণ লৌকিক এবং কার্যকারণসংগত; —এর ফলে পদ্মাবতীর পরবর্তী বিলাপ গীতি এবং হীরামণির প্রবোধ বচনগুলি আলাওলের অনুবাদে খুবই মানবিক এবং আবেদনপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

রত্নসেন-শূলী খণ্ডে আলাওল জায়সীর কাহিনীপরম্পরাকে অনুসরণ করেছেন। তবে মৃত্যুকে সামনে রেখে জায়সীর কাব্যে রত্নসেন চরিত্রের সাধকোচিত অতিমানবিকতা এবং দেবোপম চরিত্রমহিমা তাঁকে যতোটা আদর্শ যোগী চরিত্র করেছে ততোটা রক্তমাংসের বাস্তব চরিত্র করে নি; অপরদিকে আলাওলের অনুবাদে রত্নসেনকে পাওয়া যায় পারিবারিক আত্মীয়তা-বন্ধনের সীমায় সাধারণ মানুস্বরূপে। বর্তমান অধ্যায়ের শেষে সিংহলপতি গন্ধর্বসেনের জামাতবরণের মধ্যে রত্নসেনের জামাতাসুলভ আচরণ লক্ষ করা যায়। এছাড়া বর্তমান খণ্ডে রত্নসেনের পরিচয় উদ্ঘাটন উপলক্ষে জায়সী যেখানে অলৌকিকতাকে প্রশয় দিয়েছেন, আলাওল সেক্ষেত্রে বাস্তবতার আশ্রয় নিয়ে গলে মূলকাব্যে এক অলৌকিক যুদ্ধকাণ্ডের বিবরণ আছে। রত্নসেনের পরিচরদাতা ভাট সেখানে ছন্দবেশী মহাদেব। আলাওলের অনুবাদে এই ধরণের অলৌকিকতা অনুপস্থিত। রত্নসেনের পরিচয় দিয়েছে যে ভাট তাকে সাধারণ মানুস্বরূপেই দেখানো হয়েছে, ছন্দবেশী মহাদেবরূপে চিহ্নিত করা হয় নি। সুতরাং জায়সীর চেয়ে আলাওল এই খণ্ডে বাস্তববাদী কবি।

চৌগান খণ্ড এবং শাস্ততত্ত্বখণ্ড আলাওলের সম্পূর্ণ নিজস্ব সংযোজন। রত্নসেনের অশ্বক্রীড়া প্রদর্শন ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় জয়লাভ চৌগানখণ্ডের বিষয়। মূলে রত্নসেন-শূলী খণ্ডের শেষদিকে (২২ শতক) রত্নসেনের অশ্বক্রীড়ায় যে সর্গক্ষণ উল্লেখ্য ছিল তাকে উপজীব্য করে আলাওল একটি স্বতন্ত্র খণ্ড রচনা করেছেন। আরাকান রাজসভায় আসার আগে অশ্বারোহী সৈনিকরূপে আলাওলের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা থেকেই সম্ভবত এই অধ্যায়ের জন্ম। অশ্বচালনা সম্পর্কে যথেষ্ট পটুতা না থাকলে এই জাতীয় মৌলিক সংযোজন সম্ভবপর বলে মনে হয় না। শাস্ততত্ত্ব খণ্ডটিও আলাওলের অতিরিক্ত যোজন। জায়সীর পদ্মাবৎ কাব্যের অন্তর্গত রত্নসেন-পদ্মাবতী বিবাহ খণ্ডে নির্মিত রত্নসেনের ভোজসভায় সঙ্গীতের অনুপস্থিতি লক্ষ করে রত্নসেনের মুখে সঙ্গীতের মহিমা প্রসঙ্গে জায়সী নাদতত্ত্বের ব্যাখ্যা করেছেন। অনুরূপভাবে আলাওল এই অধ্যায়ে প্রথমে সঙ্গীতশাস্ত্র পরে অন্যান্য শাস্ত্র যথা ছন্দোশাস্ত্র, বাদ্যশাস্ত্র, অলংকার অনুযায়ী নায়িকার রূপভেদ ইত্যাদি সম্পর্কে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন। তবে জায়সীর কাব্যে রত্নসেনের যে আলোচনা ছিল প্রাসংগিক আলাওলের অনুবাদে অস্থানে শাস্ত্রতত্ত্বের এই আলোচনা অপ্রাসংগিক ও পাণ্ডিত্যপ্রদর্শন হয়ে পড়েছে। আলাওল অন্যত্র ঘটনাবেগকে স্তব্ধ করার জন্য জায়সীর কাব্যের অনেক তত্ত্ব ও আবেগকে বর্জন করেছেন, কিন্তু এখানে পদ্মাবতীর সঙ্গের রত্নসেনের বিবাহ ঘটনার গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে অপ্রাসংগিকভাবে শাস্ত্রবর্ণনার দায়িত্বভার গ্রহণ করে মূলনিষ্ঠ অনুবাদের ক্ষেত্রে যে দায়িত্ব জ্ঞানহীনতার পরিচয় দিয়েছেন তাতে তাঁর পাণ্ডিত্য সম্পর্কে নিঃসংশয় হওয়া গেলেও ঔচিত্যজ্ঞান সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় না। চৌগান খণ্ড ও শাস্ত্রখণ্ড কাহিনীধারার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অবাস্তর।

রত্নসেন-পদ্মাবতী বিবাহখণ্ড বর্ণনায় জায়সী পদ্মাবতী ও রত্নসেনের বিবাহকে চন্দ্র সূর্যের প্রতীকে আধ্যাত্মিক মনোমিলনের রূপক করে তুলেছেন, কিন্তু আলাওল মূলের এই রূপকার্থ গ্রহণ করেন নি। সমস্ত অধ্যায়টি আলাওলের কাব্যে যথাসম্ভব লৌকিক, বাস্তব এবং হিন্দু বিবাহের সামাজিক আলেক্য। বর্ণনায় বিবাহরীতির বিস্তৃত পদ্ধতিপুঙ্খ বিবরণসহ আলাওলের বিবাহখণ্ডটি একটি সম্পূর্ণ নতুন সংস্করণ।

পদ্মাবতী-রত্নসেন ভেট খণ্ডে জায়সী স্বার্থবোধক শব্দশ্লেষের সাহায্যে বরবধুর শারীরিক মিলনের রূপকে যে

আত্মিক সংযোগের কথা বলেছেন, আলাওলের অনুবাদে তা অদৃশ্য হয়ে কামশাস্ত্রের ঐতিহ্যানুসারে রীতি ও বিপরীত রীতির বিস্তৃত বর্ণনায় সম্পূর্ণ দেহসর্বস্ব ও স্নায়ুনির্ভর হয়ে উঠেছে।

রত্নসেন-সাথী-খণ্ডে রত্নসেনের অনুচরদের সঙ্গে পদ্মাবতীর সখীদের বিবাহ প্রসঙ্গে মূলে কৌলীন্য বিচার করা হয় নি, কিন্তু অনুবাদে কুলমর্যাদা অনুযায়ী বিবাহ দেওয়া হয়েছে। জায়সীর তুলনায় আলাওল সর্বদাই সামাজিক এবং সাংসারিক।

ষট্ শতবর্ষের খণ্ডে আলাওল জায়সীকে নিষ্ঠার সঙ্গেই অনুসরণ করেছেন। মূলের প্রতি বিশ্বস্ত থাকলেও ষট্-বর্ষনায় আলাওলের অনুবাদে ক্রমভঙ্গদোষ দেখা গেছে। জায়সীর ষট্ শতবর্ষনায় হেমন্ত ষট্‌র পর শিশির ষট্ বা শীত ষট্‌র বর্ণনা আছে। কিন্তু আলাওল আগের শিশির ষট্‌র বর্ণনা করে পরে হেমন্ত ষট্‌র বর্ণনা করেছেন। ষট্‌ বর্ণনায় আলাওল বঙ্গীয় দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন। এই খণ্ডে আলাওলের নিজস্বতা প্রকাশ পেয়েছে বসন্তবর্ণনার শেষে বসন্তরাগে নায়ক নায়িকার বসন্তবিলাস পদে। জয়দেব প্রভাবিত এই পদগীতিটি আলাওলের নতুন সংযোজন। এই খণ্ডের শেষে হীরামণি পাখীর মৃত্যুবর্ণনাও আলাওলের নিজস্ব যোজনা। জায়সীর পদমাঝে কাব্যে গন্ধর্বসেনের কাছে রত্নসেনের পরিচয় উদ্ঘাটনের পর হিরামন শূকের আর কোনো সংবাদ পাওয়া যায় না। কিন্তু আলাওল শূকপাখীর পরিণাম নির্দিষ্ট করার জন্যে পঞ্চাশ পংক্তি জুড়ে বিম্ব্যারণ্যে হীরামণির যোগমৃত্যু বর্ণনা করেছেন। মূলে হিরামন রূপক চরিত্র, অনুবাদে তা হয়েছে রূপকথার বিহঙ্গ।

নাগমতি-বিয়োগ খণ্ডে নাগমতির বারমাসী বর্ণনায় আলাওল মূলে থেকে স্বতন্ত্র, বর্ণনারীতিতে শিথিল এবং মূলের তুলনায় অনেক সংক্ষিপ্ত। মূলের ষোল পংক্তির এক একটি শব্দক অনুবাদে চতুর্চরণে সীমাবদ্ধ। প্রকৃতিতেও আলাওলের বারমাসী বর্ণনা মঙ্গলকাব্যের রীতি অনুযায়ী। জায়সীর কাব্যের এই খণ্ডটিতে নিসর্গব্যাঙ্গ বেদনার যে অসামান্য বিস্তার আছে আলাওলের অনুবাদে সেই ব্যাঙ্গ নেই। তা বাংলা মঙ্গলকাব্যের বারমাসী বর্ণনার মতো প্রথাগত ও গভানুগতিক। শোনা যায় জায়সীর রচিত নাগমতির বারমাসীর অংশবিশেষ শূনে আমেথীর রাজা এতদূর প্রীত হয়েছিলেন যে জায়সীকে সম্মানে নিজের রাজ্যে নিয়ে আসেন। নাগমতির বারমাসী পদমাঝে কাব্যের অতি উৎকৃষ্ট অংশ। আলাওলের অনুবাদ কিন্তু মূলের তুলনায় নিঃপ্রভ ও অনুস্কন্দ।

নাগমতি-সম্প্রদায় খণ্ডটিতে মূলের রোমান্টিক ভাবটি অনুবাদে অনুপস্থিত। জায়সী যেখানে বিরহিণীর ভাবটিতে প্রাধান্য দিয়েছেন আলাওল সেক্ষেত্রে ঘটনাবৃত্তিকেই অনুসরণ করেছেন। ঘটনাবৃত্তির মধ্যেও মূলে ও অনুবাদে পার্থক্য বর্তমান। জায়সীর কাব্যে নাগমতি নিজ বিরহ বেদনা রত্নসেনকে নিবেদন করার জন্যে স্বয়ং একটি পাখীকে নিযুক্ত করেছেন, সেক্ষেত্রে আলাওলের কাব্যে এক রাতজাগা পাখী স্বেচ্ছায় নাগমতির বিরহগাথা রত্নসেনের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছে। পক্ষী-বার্তার মধ্যেও মূলের সঙ্গে অনুবাদের পার্থক্য আছে। মূলে রত্নসেনের অনুপস্থিতিতে চিতোরের শ্মশান-অবস্থা, রত্নসেনের মাতার করুণ শোকাহত পরিচ্ছিত এবং নাগমতির বিরহ দশার বিস্তারিত বর্ণনা আছে, অনুবাদে এই বর্ণনাকে সংক্ষিপ্ত করে পক্ষীমুখে রত্নসেনকে অনুযোগ করে শব্দরথের ঘরজামাই হয়ে থাকার লজ্জার কথা বলা হয়েছে। এক্ষেত্রেও জায়সী রোমান্টিক এবং আলাওল সামাজিক। রত্নসেন বিদায় খণ্ডে আলাওল জায়সীর পদমাঝের অনুসরণে পদ্মাবতীর সিংহল বিদায় দৃশ্যের বর্ণনা করলেও আলাওলের কাব্যে পতিগৃহ যাত্রাকালে পদ্মাবতীর বিলাপ বঙ্গীয় অতিকারুণ্য লাভ করেছে। বিদায় মূহুর্তে মূলে আছে পদ্মাবতীর প্রতি সখীদের সংক্ষিপ্ত উপদেশ-বচন। কিন্তু অনুবাদে বিদায়কালে পদ্মাবতীর উদ্দেশ্যে রাজমাতার অতি বিস্তারিত উপদেশ বাণী যতখানি নৈতিক ততখানি কাব্যিক নয়। রত্নসেনের হস্তে কন্যাসমর্পণকালে রাজার সাংসারিক উত্তগুণিলও মূলে অনুপস্থিত।

দেশযাত্রা খণ্ডের ঘটনাবলী যদিও উভয়ক্ষেত্রে মোটামুটি এক, কিন্তু জায়সীর কাব্যে রত্নসেনের কাছে সমুদ্রের আগমন দানীর ছন্দবেশে, কিন্তু আলাওলের কাব্যে রাক্ষস ভিক্ষুকের বেশে সমুদ্রের আবির্ভাব। মূলে রাজার কৃপণতার প্রতিফলস্বরূপ নৌকানিমজ্জন উপলক্ষে ঐশ্বর্য সঞ্চারের নিষ্ফলতা সম্পর্কে যেসব তথ্যকথা আছে, অনুবাদে তার পরিবর্তে

ঘটনাধারাকেই অনুসরণ করা হয়েছে। জায়সীর কাব্যের দোহা অংশগুলি বর্জন করার ফলে আলাওলের অনুবাদ অনেক ক্ষেত্রেই তথ্যশব্দার্থে ঘটনাক্রমের অনুসরণ।

পদ্মা-সমুদ্র খণ্ডটি মূলে ছিল লক্ষ্মী-সমুদ্র খণ্ড। কারণ জায়সীর কাব্যে সমুদ্রকন্যার নাম লক্ষ্মী, কিন্তু আলাওলের কাব্যে তাঁরও নাম পদ্মাবতী। পদ্মাবতীর ছদ্মবেশ ধারণ করে সমুদ্রকন্যা পদ্মাবতীর নামটিও গ্রহণ করেছেন। সমুদ্র-পরীক্ষার শেষে দেশে প্রত্যাবর্তনের সময় প্রাণ উপহারগুলিও উভয়ক্ষেত্রে পৃথক। জায়সীর কাব্যে হীরামণিমুক্তার সঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে অমৃত, রাজহংস, স্বর্ণপক্ষ পাখী, ব্যাঘ্রশাবক, স্পর্শমণি ইত্যাদি পাঁচটি রহস্যময় পদার্থ, কিন্তু আলাওল সেক্ষেত্রে প্রদীপশিখাতুল্য পাঁচটি রত্নের কথাই বলেছেন।

চিতোর আগমন খণ্ডে উভয় কাব্যের ঘটনা একরকম হলেও কিছু কিছু তারতম্য ঘটেছে। পদ্মাবতীকে সঙ্গে নিয়ে রত্নসেনের মাতৃসম্ভাষণ অনুবাদে যতখানি বিস্তারিত কারণ্যসহ বর্ণিত হয়েছে মূলে তা নেই। মূলে রামচন্দ্র-কৌশল্যার পৌরাণিক অনুষ্ণগসহ অতিসংক্ষেপে রত্নসেনের মাতৃসম্ভাষণ বর্ণিত, কিন্তু অনুবাদে মাতাপুত্রের মিলন বিস্তৃত কারণ্য লাভ করেছে। অপরাদিকে রত্নসেনের আগমনবার্তা শুনে মূলে নাগমতির চিত্তোজ্জ্বলের বিস্তারিত বিবরণ অনুবাদে একটি মাত্র স্বরচিত পদে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত। এই অংশটিতে আলাওল জায়সীকে অনুসরণ না করে বিদ্যাপতিটিকেই অনুসরণ করেছেন।

পদ্মাবতী কাব্যে এর পরবর্তী খণ্ডটি হল নাগমতি-পদ্মাবতী বিবাদ খণ্ড। জায়সীর কাব্যে দুই সতীনের বিবাদের যে বিস্তারিত বিবরণ আছে আলাওল সেকালের পারিবারিক আদর্শের কথা ভেবে সম্ভবত খণ্ডটি বর্জন করেছেন। তবে চিতোর আগমন খণ্ডের শেষে পদাবলীর অনুসরণে নাগমতি ও পদ্মাবতীর সঙ্গে রত্নসেনের মিলন উপলক্ষে নায়িকাম্বয়ের মান ও নায়কের মানভঙ্গনের যে বর্ণনা আছে তা শেষপর্যন্ত দুই সতীনের মধ্যে সখী সম্পর্কের স্নিগ্ধতায় পারিবারিক আদর্শরূপ লাভ করেছে।

জায়সী এরপর একটি মাত্র শব্দকে সমাপ্ত রত্নসেন-সম্ভাতি খণ্ডে রত্নসেনের দুটি সন্তানজন্মের উল্লেখ করেছেন। আলাওল খণ্ডটিকে যথাস্থানে অনুবাদ না করে শেষদিকে নিয়ে গেছেন। মূলে রত্নসেনের ঔরসে নাগমতি ও পদ্মাবতীর একটি করে পুত্রজন্মের কথা আছে। নাগমতির পুত্রের নাম নাগসেন এবং পদ্মাবতীর সন্তানের নাম কমলসেন। ইতিহাসে যদিও রত্নসেনের পুত্রম্বয়ের উল্লেখ নেই, কিন্তু ভবদত্ত রচিত 'রত্নসেন কুলবংশাবলী' নামক একখানি সংস্কৃত পুঁথিতে রত্নসেনের চার পুত্রের মধ্যে দুটি পুত্রের নাম নাগসেন ও কমলসেন। আলাওলের পদ্মাবতী কাব্যের শেষে পদ্মাবতীর গর্ভে রত্নসেনের দুই পুত্র জন্মের কথা আছে। এদের নাম যথাক্রমে চন্দ্রসেন ও ইন্দ্রসেন। জায়সীর কাব্যে পুত্রদানের ব্যাপারে রত্নসেন নাগমতি ও পদ্মাবতীর প্রতি সমদর্শী। কিন্তু আলাওলের কাব্যে পদ্মাবতীকেই পুত্রবতী করা হয়েছে এবং নাগমতিতে এ ব্যাপারে কবি বর্ণিত করেছেন। নাগমতি অপেক্ষা পদ্মাবতীর প্রতি অনুবাদকের পক্ষপাত অনেক ব্যাপারেই স্পষ্ট।

রাঘবচেতন নিবাসন খণ্ডটি মোটামুটি মূলানুগ। কিন্তু মূলের রাজপ্রস্নটি অনুবাদে পরিবর্তিত হওয়ায় অর্থ-বিপর্যয় ঘটেছে। মূলে রাজা রত্নসেন প্রতিপদ তিথিতে রাঘবকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'কবে স্মিতীয়া?' কিন্তু অনুবাদের ক্ষেত্রে রত্নসেনের প্রশ্ন হল—'চন্দ্রের উদয় হইবে কবে?' উভয়ক্ষেত্রেই রাঘবচেতনের উত্তর—'আজ'। মূলের ক্ষেত্রে যা রাঘবচেতনের ভ্রান্তি, অনুবাদের ক্ষেত্রে তা নয়। এ ছাড়া নিবাসিত রাঘবকে কংকণ দানের সময় পদ্মাবতীর অলৌকিক রূপ দেখে রাঘবচেতনের বিশ্বাস মূলে যে রোমান্টিক সৌন্দর্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছে অনুবাদে তা পদ্মাবতীর সাংসারিক উপদেশবচনের মধ্যে হারিয়ে গেছে।

রাঘবচেতন-দিগ্ভাগমন খণ্ডে দিগ্ভী-দরবার বর্ণনায় মূলে ও অনুবাদের মধ্যে পার্থক্য ঘটেছে। জায়সীর দিগ্ভী-দরবার শের শাহের সময়কার পাঠান দরবার। কিন্তু আলাওলের বর্ণনায় মনসবদার-পরিবৃত দিগ্ভী দরবার যোগল আমলের। এছাড়া মূলে সুলতানের রাজকীয় আভিজাত্য ও স্পর্ধিত মনোভাব অনেক বেশী। জায়সীর আলাউদ্দীন কিছুটা দার্শনিকও। অনুবাদে সুলতানের সেই ঐশ্বর্যগর্ব ও আত্মশ্লাঘা প্রকাশ পায় নি। পদ্মাবতী রূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে মূলে স্ত্রী-ভেদ খণ্ড নামে যে অধ্যায়টি বর্তমান আলাওল তা এক্ষেত্রে বর্জন করেছেন। গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে জায়সীর এই আলাপকারিক

অধ্যায়টি আলাওল বাদ দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন ।

পদ্মাবতী-রূপচর্চা খণ্ডটিও মূলের তুলনার অনেক সংক্ষিপ্ত । মূলে যে বিস্তারিত রূপবর্ণনা রাখাচেষ্টার মূখে সুলতানকে শোনানো হয়েছে অনুবাদে তাকে অনেক সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে । পদ্মাবৎ কাব্যের নখশিখ খণ্ডের মতোই এই খণ্ডটিতে নারীরূপের যে আপাদমস্তক অনুপদুখ বিশ্লেষণ আছে আলাওল তাকে অনেকাংশে বর্জন করেছেন । প্রথমত এই খণ্ডটি নখশিখ খণ্ডের পুনরাবৃত্তি । আলাওল হয়ত পুনরাবৃত্তি দোষ এড়াবার জন্যে এই খণ্ডের অনেক অংশ বর্জন করেছেন । দ্বিতীয়তঃ ঘটনার নাট্যমূহুর্তে পদ্মাবতীর পদুখানুপদুখ রূপ বিশ্লেষণ শোনার ঐর্ষ্য অমাত্য শ্রোতাদের থাকবে না ভেবে আলাওল দ্রুত রূপ-কথা প্রসঙ্গ শেষ করে পরবর্তী যুদ্ধ ঘটনায় প্রবেশ করেছেন । পদ্মাবতী স্ত্রী-ভেদ খণ্ড বর্জনের ক্ষেত্রেও এই একই ভাবনা কাজ করেছে বলে অনুমান । পদ্মাবতী-রূপচর্চা খণ্ডটিকে সংক্ষিপ্ত করায় মূলের অনেক কাব্যসৌন্দর্য অনুবাদে বাদ পড়েছে সত্য, তেমনি মূলের একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি থেকেও অনুবাদটি মুক্ত হয়েছে । এই অধ্যায়টির শেষে পদ্মাবতীর দাবী জানিয়ে সুলতান আলাউদ্দীন চিত্তোরে যে দ্রুত প্রেরণ করলেন জায়সীর কাব্যে সে সরজা নামক এক স্পর্ধিত মুসলমান যোদ্ধা, ( আলাউদ্দীনের ইতিহাস-খ্যাত সেনাপতি মালিক কাফুরের আদলে কি রচিত ? ) কিন্তু আলাওলের কাব্যে তাকে 'শ্রীজা' নামক এক বিপ্র কথাকোবিদ বলে পরিচয় দেওয়া হয়েছে । মূলে সরজা যুদ্ধানুপদুখ বীর, সিংহপৃষ্ঠে চড়ে সাপের চাবুক নিয়ে সে সদশ্বে ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু অনুবাদে শ্রীজা রণবীর হলেও মূলেত অতি বড় কথক এবং পরম চতুর বিপ্র । মূলে পদ্মাবতীকে দাবী করে সুলতানের সংক্ষিপ্ত রাজাঞ্জা, আর অনুবাদে আছে শ্রীজার প্রতি সুলতানের বিস্তারিত রাজ-নির্দেশ ।

বাদশাহ আক্রমণ খণ্ডের বর্ণনায় মূলে সুলতানী অভিযানের যে অভ্রূপর্ণ বিস্তার লক্ষ করা যায় অনুবাদে তা সংকুচিত হয়েছে । মূলে শতকে শতকে অশ্ব ও হস্তীবর্ণনার অনুপদুখ রীতি, বিচিত্র সৈন্যবর্ণনার পদুখানুপদুখ তথ্য সমাবেশ এবং সুলতানী সৈন্যের অভিযান বর্ণনা প্রসঙ্গে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক স্থাননামের ব্যবহার যে মহাকাব্যিক বিস্তার এনেছে অনুবাদে ঘটনাবর্ণনার দিকে লক্ষ্য রাখার ফলে সেই বর্ণনা বিস্তার লক্ষ করা যায় না । মূলে আছে মহাকাব্য-সুলভ বর্ণনা প্রাধান্য, ইতিহাসের উপকরণপুঞ্জ এবং দোহাংশে তত্ত্বের মণিমুস্তা, অনুবাদে সেই তুলনায় দেখা যায় বিবরণধর্মী ঘটনাবিত্তি ।

রাজা-বাদশাহ যুদ্ধখণ্ড বর্ণনায় আলাওল অনেকক্ষেত্রে মূল-ব্যতিক্রমী স্বাধীনতা দেখিয়েছেন । প্রথমত মূলের যুদ্ধবর্ণনারীতি তিনি অনেকক্ষেত্রে গ্রহণ করেন নি । মূলে আছে যুদ্ধবর্ণনায় ধ্রুপদী আলংকারিকতা, আলাওলের অনুবাদে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বর্ণনায় কাব্যের ঐতিহ্য । এর ফলে মূলের মহাকাব্যসুলভ অশ্রবর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে বর্ণনায় কাব্যে চিত্রিত চুলোচর্চা, লাথালিখি, কিল চড় মারামারি ইত্যাদি দেশীয় যুদ্ধপদ্ধতিও অনুবাদে অনুসৃত হয়েছে । এ ছাড়া মূলের তুলনায় অনুবাদের যুদ্ধবর্ণনায় ঘটনাগত আতিশয্য আছে । মূলে তুর্কি সৈন্য ও রাজপুত্র সৈন্যের তুলনায় সংগ্রামের পব রত্নসেনের দুর্গে আশ্রয়গ্রহণের বৃত্তান্ত আছে । কিন্তু অনুবাদে তুর্কি ও রাজপুত্র সৈন্যের উপযুপরি আক্রমণ ও রণভঙ্গ এবং পুনরায় উৎসাহিত হয়ে পরস্পরকে পুনরাক্রমণ এবং পরিণামে রত্নসেন কতৃক নিরাপদ দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ ইত্যাদি ঘটনা বর্ণনা অনুবাদের যুদ্ধকাহিনীকে ঘনঘটাময় করে তুলেছে । আরাকান অমাত্যসভায় যুদ্ধকাহিনীর ঘটনাগত উত্তেজনার কথা নেন রেখেই আলাওল এই বর্ণনাতিশয্যকে প্রশয় দিয়েছেন । পরবর্তী যুদ্ধবর্ণনাগুলিতেও এই আতিশয্য লক্ষণীয় । সুলতানের দুর্গ-অবরোধ কালে কামানের গোলায় সামনে প্রাকারবোঁটত দুর্গের মধ্যে রত্নসেনের নির্দেশে নর্তকীর নৃত্য-বর্ণনা দুর্গক্ষেত্রেই আছে কিন্তু অনুবাদে মূলের ন্যায় যথাস্থানে নেই । তাছাড়া নৃত্যবর্ণনা প্রসঙ্গে জায়সীর কাব্যে রাগ-রাগিনীর উল্লেখ যতোটা প্রাসঙ্গিক, অনুবাদের ক্ষেত্রে সঙ্গীত ও নৃত্যবর্ণনা প্রসঙ্গে স্থায়ীভাব, সঞ্জারীভাব, সাত্ত্বিকভাব প্রভৃতি আলংকারিক রসচর্চা আলাওলের পক্ষে যতোটা পান্ডিত্যপ্রদর্শন ততোটা ঐতিহ্যের নিদর্শন নয় ।

রাজা-বাদশাহ সন্ধি খণ্ড অধ্যায়ে মূলে রত্নসেনের সঙ্গে সুলতানের দ্রুত সরঞ্জার যে বৈদম্ব্যপূর্ণ বাক্যবিবিনয় আছে অনুবাদে তা অনেক সরল ও সংক্ষিপ্ত । সন্ধির কারণও উভয়ক্ষেত্রে পৃথক । মূলে আছে সীমান্তে মোগল আক্রমণের

বার্তা শুনে সুলতানের সন্ধি সংকল্প আর অনুবাদে সাম্রাজ্য রাজাদের অভ্যুত্থানের জন্য সুলতানের সন্ধি প্রস্তাব। মূলে সুলতানের দূত রূপে সরজার দাশিকতা যেমন তীর, রত্নসেনের বীরত্বপূর্ণ আচরণও তেমনি রাজোচিত। অনুবাদে শ্রীজা ও রত্নসেনের উক্তি-প্রত্যুক্তি সেই তুলনায় অনেক নম্র, বিনীত, সূভদ্র এবং সেইজন্যই সংঘাতের অভাবে অনাটকীয়। সুলতানের সন্ধিপ্রস্তাব গৃহীত হলে পদ্মাবৎ কাব্যে এরপর পুরো একটি খণ্ড জুড়ে আছে বাদশাহী ভোজ উপলক্ষে রত্নসেনের বর্ণনা। আলাওল পুস্তকের কলেবরবৃদ্ধি ভয়ে সম্পূর্ণ খণ্ডটিকে বর্জন করেছেন।

চিতোর গড় বর্ণন খণ্ডে মূলে চিতোর গড়ের বর্ণনা আরও বিস্তৃত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ। আলাওল তাঁর অনুবাদে মূলের রাজকীয় বর্ণনাকে সংক্ষিপ্ত করে পরবর্তী ঘটনাবলিতে প্রবেশ করেছেন। সুলতান-অভ্যর্থনার ব্যাপারে আলাওল মূলের ভোজন ব্যাপারকে সংক্ষিপ্ত করে সংগীত ও নৃত্য সমারোহের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। জায়সীর পদ্মাবৎ কাব্যে পশ্চিমী দর্শনের জন্য সুলতানের সুতীর্থ উৎকণ্ঠা এবং দর্পণে পশ্চিমবর্তী দর্শনের পর তাঁর চিত্তবিহ্বলতা যে কবিত্বময় ভাবাবেগ ও অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্য ব্যাকুলতা সৃষ্টি করেছে অনুবাদে তা ঠিকভাবে সঞ্চারিত হয় নি। মূলের মূকুরে প্রতিফলিত পশ্চিমবর্তী রূপের মরমী আবেদন অনুবাদে অনেকটা দৈহিক ও বাস্তবরূপ লাভ করেছে। আলাওলের অনুবাদে ঘটনার বিবরণ এবং সংবাদের বিবৃতি আছে ঠিকই কিন্তু মনোমূকুরের সৌন্দর্য প্রতিভাস এবং অতীন্দ্রিয় রূপরহস্যের সাক্ষাতিক বাজনা অনুবাদে ফোটে নি। বর্তমান খণ্ডে রত্নসেনের সেনাপতিত্বয় গোরা বাদলকে অনুবাদে স্রাতা বলে পরিচয় দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মূলে তাদের মধ্যে পিতৃব্য-ভ্রাতৃপুত্র সম্পর্কই দেখানো হয়েছে।

রত্নসেন-বন্দন খণ্ডে রত্নসেনের বন্দী হবার ঘটনাগত নাটকীয়তা অনুবাদে বিবৃতিধর্মী হয়ে পড়েছে। রত্নসেন-লাঞ্চার কারাদেশ্য কারারক্ষীদের ঔষধতাপূর্ণ গঞ্জাবাক্যগুলি মূলে অনেক বেশী তীর ও প্রত্যক্ষ, অনুবাদে নিপীড়নচিত্র আছে কিন্তু নিষ্ঠুরতার প্রত্যক্ষতা অল্প। মূলে রত্নসেনের নিঃশব্দ শাস্তিভোগ অনেক বীরোচিত, অনুবাদে নিপীড়িত রাজার ব্যাকুলভাবে ঈশ্বর স্মরণ যতোটা ভক্তিবাদের উদ্বেগ, ততোটা ব্যস্তিত্বসূচক নয়। বন্দী রত্নসেনকে সম্মুখে এনে সুলতানের প্রলোভন প্রদর্শন এবং তদন্তরে রত্নসেনের বীরত্বপূর্ণ আক্ষালন মূলে নেই, অনুবাদকের অতিনাটকীয় সংযোজন।

রত্নসেনের বন্দন দশার প্রতিক্রিয়ায় পশ্চিমবর্তী-নাগমতি বিলাপ খণ্ডটিতে পশ্চিমবর্তীর বিলাপ মূলের তুলনায় অধিকতর গুরুত্ব পেয়েছে, নাগমতির বিলাপ আলাওলের অনুবাদে অনেকখানি সংক্ষিপ্ত ও সীমাবদ্ধ। পশ্চিমবর্তীর দীর্ঘবিবর্তানিত শ্রিপদী ছন্দে বিলাপবাণী অনেক পরিমাণে মূলবাহিত্ব এবং গীতিকরণ।

এরপর মূলে আছে দেবপাল-দুতী খণ্ড এবং অতঃপর বাদশাহ-দুতী খণ্ড। কিন্তু আলাওলের অনুবাদে আগে বাদশাহ-দুতী খণ্ড এবং তারপর দেবপাল দুতী খণ্ড। আলাওল এই খণ্ডবিপর্যয়ের কোনো কারণ দেখান নি। এক্ষেত্রে একটা কারণ অনুমান করা চলে। সম্ভবত গোরা ও বাদলের কাছে পশ্চিমবর্তীর পরবর্তী আশ্রয়ভিক্ষার মনস্তাত্ত্বিক কারণরূপে বাদশাহদুতীর অপকাশিত প্রতারণার চেয়ে দেবপাল দুতী কুমুদিনীর প্রকাশিত শঠতা ও কুটনীর্ষিত্য আরও মর্মবিদারক বলে আলাওলের মনে হয়েছিল। সেইজন্য হয়ত আগে বাদশাহ-দুতী খণ্ডের ব্যাপারটি সেরে নিয়ে পরে দেবপালদুতী কল্পক পশ্চিমবর্তী প্রতারণার বস্তান্ত বর্ণনা করে আলাওল পরবর্তী গোরা-বাদল কাহিনী প্রসঙ্গে প্রবেশ করেছেন।

পশ্চিমবর্তী-গোরা-বাদল খণ্ডের অনুবাদ ঘটনাংশে মূলানুগ, ভাবাংশে নয়। পশ্চিমবর্তীর প্রতি সখীদের সাস্থনা মূলে ছিল তাত্ত্বিক, অনুবাদে সামাজিক। আবার গোরাবাদলের কাছে পশ্চিমবর্তীর বিলাপে যে ব্রতচারণের কথা আছে অনুবাদে তা অনুপস্থিত।

পশ্চিমবর্তী-কপটদোত্য খণ্ডটি মূলে নেই। পশ্চিমবর্তীর নামে সুলতানের কাছে কপট পত্রপ্রেরণের ঘটনাটি আলাওলের নব সংযোজন; আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে উল্লিখিত পশ্চিমী উপাখ্যানের মধ্যে এই জাতীয় পত্রপ্রেরণের কথা আছে। পশ্চিমবর্তীর আত্মসম্পর্কমূলক কপটপত্র পেয়ে সুলতানের উল্লাস এবং বন্দী রত্নসেনের প্রতি সুলতানের মনোভাবের পরিবর্তন মূলে নেই, আইন-ই-আকবরীতে আছে এবং এখান থেকেই প্রকৃতপক্ষে আলাওলের অনুবাদে মূলচর্চার সূত্রপাত।

গোরাবাদল বৃদ্ধযাত্রা খণ্ডে গোরাবাদল কল্পক রত্নসেন উদ্ধারের জন্য বৃদ্ধযাত্রার প্রাকালে বাদলের 'গউনা' প্রসঙ্গটি

মূলেও আছে, কিন্তু রাজপুতদের 'গউনা' প্রথার বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে আলাওলের অনুবাদে। আলাওল এখানে মূলের ব্যাখ্যাতা। মূলে 'গউনা' প্রসঙ্গের উল্লেখমাত্র আছে, কিন্তু মাগনের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য আলাওলের কাব্যে আছে গউনা প্রথার সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা।

গোরাবাদল যুদ্ধ খণ্ড, রত্নসেন প্রত্যাভর্তন খণ্ড, গোরানিধন খণ্ড মূলে একটি খণ্ডেরই অন্তর্গত। মূলের খণ্ডটি হল গোরা-বাদল যুদ্ধ খণ্ড। সুলতানকে প্রবঞ্চনা করে রমণীদের ছদ্মবেশে রাজপুত সেনাদের রত্নসেন উদ্ধার এবং বাদল সহ রত্নসেনের স্বদেশে প্রত্যাভর্তন এবং গোরার মৃত্যুবরণ বৃত্তান্ত উভয়ক্ষেত্রে ঘটনাগত দিক থেকে মোটামুটি এক, কিন্তু বর্তমান খণ্ডের শেষভাগে গোরার সঙ্গে সুলতান সৈন্যের যুদ্ধব্যাপারে মূলের সঙ্গে অনুবাদের পার্থক্য দেখা দিয়েছে। রত্নসেনের পলায়ন সংবাদ শুনে ক্রোধ সুলতান ও তাঁর সেনাদের সঙ্গে গোরার সেনাদের প্রবল সংগ্রাম এবং সেনাপতি সরজার হাতে গোরার মৃত্যু জায়সীর কাব্যে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু আলাওল এক্ষেত্রে অভিনবত্বের পরিচয় দিয়েছেন। পদ্মাবতী কাব্যে আছে গোরা ও রাজপুত সেনাদের যুদ্ধ পরাস্ত করতে না পেরে তুর্কি সৈন্যরা যখন ভেনোদাম তখন সুলতানকে ওমরাহগণ পরামর্শ দিয়েছে সেনাপতি গোরাকে কৌশলে বশীভূত করে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে। আলাওল এখানে পারস্য সম্রাট দারায়ুসের মন্ত্রীদেবের সঙ্গে আলেকজান্ডারের কপটসন্ধির প্রসঙ্গ এনেছেন যা পরবর্তীকালে তাঁর সেকেন্দারনামা অনুবাদ গ্রন্থে বর্ণিত। কিন্তু কপটপত্রে শেষপর্যন্ত সুলতান গোরাকে বশীভূত করতে অক্ষম হলে স্বয়ং সুলতান গোরার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলেন। ইতিমধ্যে রত্নসেন নিরাপদে চিতোরে প্রত্যাভর্তন করে গোরার সাহায্যের জন্য সৈন্য প্রেরণ করলেন। রাজপুত সেনা এবং সুলতানী সৈন্যের তুমুল সংগ্রামের মধ্যে অবশেষে গোরা নিহত হল। মূলের তুলনায় এখানে যুদ্ধবর্ণনার আড়ম্বর, আতিশয্য ও বিস্তার অনেক বেশী। রণোত্তেজনার রোমান্সরস সৃষ্টির জন্য আলাওল মূলের যুদ্ধবর্ণনাকে সর্বদাই বিস্তারে বর্ণনা করেছেন।

গোরা-নিধনখণ্ডের পর মূলে অনুযায়ী আলাওল রত্নসেন-দেবপাল যুদ্ধখণ্ড, রত্নসেন বৈকুণ্ঠবাস খণ্ড এবং পদ্মাবতী-নাগমতি সতী খণ্ডের অনুবাদ করেছেন বটে কিন্তু সংক্ষেপে কাহিনী ধারাকে অনুসরণ করেছেন মাত্র। রত্নসেন-সম্রাট খণ্ডটিকে রত্নসেন-দেবপাল যুদ্ধখণ্ডের পরে স্থান দিয়ে ঘটনাগত অনৌচিত্যকেই প্রশ্রয় দিয়েছেন।

জায়সীর পদ্মাবতীর অনুবাদ করতে গিয়ে আলাওল সর্বাপেক্ষা অভিনবত্বের পরিচয় দিয়েছেন খিলখণ্ড সংযোজন করে কাবাকাহিনীর উপসংহারের ক্ষেত্রে। জায়সীর কাব্যে আছে যে রত্নসেন বাদলকে নিয়ে রাজধানীতে ফিরে এসে পদ্মাবতীর মূখে দেবপালের দুর্ভাগ্যের কথা শুনে সৈন্যে দেবপালের রাজধানীতে গিয়ে সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন। সম্মুখ সংগ্রামে দেবপাল নিহত হলেন এবং রত্নসেন আহত অবস্থায় স্বদেশে ফিরে এসে কিছুদিনের মধ্যে মারা গেলেন। পদ্মাবতী ও নাগমতি একই চিতায় সহমৃতা হলেন। ইতিমধ্যে সুলতানও সৈন্যে চিতোর আক্রমণ করে রাজপুতদের পরাস্ত করলেন। যুদ্ধে বাদল নিহত হল। আলাউদ্দীন চিতোর অধিকার করেও শেষপর্যন্ত পদ্মাবতীকে না পেয়ে ব্যর্থমনোরথ হয়ে দিল্লী ফিরে গেলেন।

মূলে কাহিনীর এই ষ্ট্রাজিক উপসংহার যে কোনো কারণেই হোক আলাওল রক্ষা করতে সমর্থ হন নি। আলাওল এক্ষেত্রে মূলে থেকে পৃথক। গোরার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে সেনাপতি বাদল সৈন্যে সুলতানের সম্মুখীন হলেন এবং রাজপুত সেনাদের বীরত্বের কাছে সুলতান পরাজিত হয়ে সৈন্যসহ পলায়ন করলেন। আইন-ই-আকবরীতেও পদ্মিনী উপাখ্যান প্রসঙ্গে সুলতানের পলায়ন বৃত্তান্ত আছে। রত্নসেন বাদলের হাতে সীমান্ত দুর্গরক্ষার ভার দিয়ে চিতোরে ফিরে এসে অস্তঃপুণ্ডে নাগমতি ও পদ্মাবতীর সঙ্গে কাটাতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে পদ্মাবতীর মূখে দেবপালের দুর্ভাগ্যের কথা শুনে রত্নসেন সৈন্যে দেবপালের রাজ্যে এসে যুদ্ধ করলেন। দেবপাল নিহত এবং রত্নসেন আহত হলেন। কিন্তু আহত রত্নসেন রাজধানীতে ফিরে এসে আরও দীর্ঘকাল বেঁচে রইলেন। যথাসময়ে পদ্মাবতীর গর্ভে চন্দ্রসেন ও ইন্দ্রসেন নামে তাঁর দুই পুত্র হল। তারা যখন যথাক্রমে সাত ও পাঁচ বছরের তখন পূর্ব-আঘাতের বিষক্রিয়ায় রত্নসেনের মৃত্যু হল। নাগমতি ও পদ্মাবতী রত্নসেনের সঙ্গে একই চিতায়

সতী হলেন। মুম্বই রত্নসেনের পূর্বনির্দেশ অনুযায়ী রাজপুত বীর বাদল রত্নসেনের পুত্রস্বয়কে দিল্লীতে সুলতানের কাছে নিয়ে গিয়ে রাজার মৃত্যুসংবাদ জানাল। রত্নসেনের মৃত্যুসংবাদে দুর্গেখত সুলতান অন্যথা পুত্রস্বয়কে নানাবিধ সাস্থনা দিয়ে চাম্পেরী ও মাড়োয়া রাজ্য দান করলেন। বাদলকও অনেক রাজ্য উপহার দেওয়া হল। সুলতান ওদের সঙ্গে চিত্তোরে এসে কিছুকাল কাটিয়ে অবশেষে দিল্লী ফিরে গেলেন।

অবশেষে জায়সীর উপসংহার খণ্ডের প্রথম স্তবক অনুযায়ী জগতের নশ্বরতা এবং কীর্তির অবিদ্যমানতার উল্লেখ করে আলাওল পশ্চিমাবর্তী কাব্য সমাপ্ত করেছেন।

### জায়সী ও আলাওলের তুলনা ( অনুবাদ বিচারে )

'A translator is a traitor'—অনুবাদকর্ম সম্পর্কে এটা যেমন একপক্ষের ধারণা তেমনি রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন— 'মূলের ভাবটাকে বাংলায় যথাসাধ্য বোধগম্য করতে গেলে একেবারে ঠিক তার মানানসই করে আঁট করা চলে না'—তখন এই পরস্পর বিরোধী ভাবনা দেখে স্পষ্টতই মনে হয় যে অনুবাদের কোনো সুনির্দিষ্ট আদর্শ নেই। অনুবাদ সাহিত্যের আদর্শ অত্যন্ত স্থিতিস্থাপক—মূলের কাছাকাছি হলে তা আক্ষরিক অনুবাদ, দূরবর্তী হলে ভাবানুবাদ।

মধ্যযুগের বাংলা অনুবাদ কাব্যের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রাজা ও অমাত্যবর্গ। রাজসভায় রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি ধ্রুপদী সাহিত্যের চর্চা হত। মূল রামায়ণ মহাভারত পাঠের সঙ্গে সঙ্গে তার অনুবাদ কর্মেও রাজারা উৎসাহ দিতেন। কবিবংশস্তর জনো কৃত্তিবাসকে গোড়েশ্বর উপহার দিতে চেয়েছিলেন, মালাধর বসু গুণরাজ খাঁ উপাধি পেয়েছিলেন, পরাগল খাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় মহাভারত অনুবাদ করেছিলেন কবীন্দ্র পরমেশ্বর, ছুটি খাঁর উৎসাহে মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বের অনুবাদ করেন শ্রীকর নন্দী। পরবর্তীকালে কুচবিহার রাজসভায় রামায়ণ মহাভারতের পুত্র অনুবাদ হয়েছিল, বিষ্ণুপুর রাজসভায় রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদ করেছিলেন শঙ্কর কবিচন্দ্র। বর্ধমান রাজসভায় রামায়ণ মহাভারত অনুবাদ করে রাজাদের অর্থানুকূল্যে ছাপিয়ে বিতরণ করা হয়েছিল। অবশ্য রাজানুকূল্যে ছাড়াও কবিদের ব্যক্তিগত আগ্রহেও রামায়ণ মহাভারত ভাগবত অনুবাদ কম হয় নি। তবে অধিকাংশ রাজসভায় ক্লাসিক চর্চা অনুবাদ কর্মেই সীমাবদ্ধ ছিল।

মধ্যযুগের রাজন্যপোষিত অনুবাদকর্মের ইতিহাসে আরাকান রাজসভায় মুসলমান কবিদেরও একটা উল্লেখযোগ্য স্থান আছে। এ ব্যাপারে আরাকান রাজসভার অনুবাদ কর্মের কয়েকটি বিশেষ লক্ষণীয়—

১. কবি এবং কবির পৃষ্ঠপোষক যেহেতু ধর্মমতে মুসলমান সেইজন্যে রামায়ণ মহাভারত ভাগবত প্রভৃতি হিন্দু পুরাণ অনুবাদের পরিবর্তে সূফীধর্ম সংশ্লিষ্ট প্রেমকাহিনীর প্রতি মনোযোগ।

২. আরাকান বঙ্গের প্রত্যন্ত অঞ্চল হওয়ায় গোড়ীয় সংস্কৃতি থেকে অনেকটা দূরবর্তী—এর ফলে প্রচলিত সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রভাবমুক্ত আরাকান রাজসভায় লৌকিক প্রণয় কাহিনীচর্চার একটা স্বতন্ত্র পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। বিশেষত আরবী ফারসী কাব্য ও কেছাকাহিনীর সঙ্গে ত্রিভাষ্যগত যোগাযোগ এখানকার অনুবাদ কর্মের বিষয়বস্তুতে নূতনত্ব এনেছিল।

৩. বাণিজ্যগুণে বহুজাতির সমাবেশে আরাকান বা রোসাংগ নগর সেই সময় একটা কসমোপলিটন নগরীতে পরিণত হয়েছিল। বহুভাষার চর্চা ও বহুমুখী সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগের অভীপ্সা থেকেই জাগে অন্য ভাষার সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়ের ইচ্ছা। উত্তর প্রদেশের সঙ্গে আরাকানের আগের থেকেই রাজনৈতিক কারণেই যোগাযোগ ছিল। আরবী, ফারসী, মগ এবং বাংলাভাষার পাশাপাশি হিন্দী ভাষারও চর্চা আরাকানে হত। হিন্দী ভাষা চর্চার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দী প্রণয় কাহিনীর প্রতি দেখা দিয়েছিল অমাত্যদের আগ্রহ। তার ফলে আরাকানরাজ শ্রীমধর্মর অমাত্য আসরফ খাঁর নির্দেশে হিন্দী কবি সাধনের মৈনাসৎ অবলম্বনে দৌলতকাজি আরম্ভ করলেন সতী ময়নার অনুবাদ আর থেদা মিন্তারের রাজত্বকালে অমাত্য মগন ঠাকুরের নির্দেশে আলাওল অনুবাদ করলেন একশো বছর আগে লেখা মালিক মুহম্মদ জায়সীর পদ্যমাবৎ-এর।

পশ্চিমাবর্তী—৩



পদ্যমাৰ্গ কাব্য অনুবাদের উপলক্ষ সম্পর্কে আলাওল এ কাব্যের আত্মপরিচয় অংশে কিছু তথ্য জানিয়েছেন। একদিন গঙ্গাজন পরিবৃত্ত মাগন ঠাকুরের অমাত্যসভায় নানাবিধ কলাচর্চার আসরে পদ্যমাৰ্গ কাব্যের কাহিনী শুনলে পরম কৌতুকে মাগন আলাওলকে এই কাব্য অনুবাদের নির্দেশ দিলেন। হিন্দী কাব্য যেহেতু রোসাগের সকলে বোঝে না, তাই সকলের রসতৃষ্ণার জন্য বাংলা পয়ারে অনুবাদের জন্য মাগন ঠাকুর আলাওলকে অনুরোধ করলেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মাগন দৌলত-কাছির লোরচন্দ্রাণীর উল্লেখ করেছিলেন। লক্ষর উজীর আসরফ খাঁর নির্দেশে দৌলত কাজী যেমন সতী ময়না বা লোরচন্দ্রাণী অনুবাদ করেছিলেন আলাওলও তেমনি মাগনের নির্দেশে জায়সীর পদ্যমাৰ্গ কাব্যের অনুবাদ করুন এটাই ছিল পৃষ্ঠপোষকের অভিপ্রায়। আলাওলও মাগনের আদেশ শিরোধার্য করে অনুবাদ কর্মে ব্রতী হলেন।

অনুবাদকর্ম সম্পর্কে আলাওলের কোন জাতীয় আদর্শ ভাবনা ক্রিয়াশীল ছিল সে সম্পর্কে কবি সূর্নিশ্চিত কোনো অভিমত না দিলেও একটি চরণে তার চর্কিত আভাস দিয়েছেন। কাব্যকাহিনী আরম্ভ করার ঠিক আগেই আলাওল জায়সীকে স্মরণ করে লিখেছেন—

এই সূত্রে কবি মহম্মদে করি ভক্তি ।

স্থানে স্থানে প্রকাশিমু নিজ মন উষ্ণি ॥

এই মন্তব্য থেকেই বোঝা যায় আলাওল কোন জাতীয় অনুবাদের আদর্শে বিশ্বাসী। মূলের ‘অনূরূপ’ নয় ‘প্রতিরূপ’ রচনাই আলাওলের উদ্দেশ্য। ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে শেরশাহের রাজত্বকালে উত্তর ভারতের হিন্দী কবি জায়সী সূফী ভাবনাকে অবলম্বন করে কিছুটা রূপকথার যাদু এবং কিছুটা ইতিহাসের মায়া দিয়ে যে অসামান্য প্রেমের কাব্য রচনা করেছিলেন একশো বছর পরে সুন্দর আরাকানে অমাত্য সভায় বসে তাকে ঠিক হুবহু আক্ষরিক অনুবাদ করলে মূলের প্রতি বিশ্বস্ততা হয়তো থাকে কিন্তু স্বকালের ও স্বদেশের শ্রোতার প্রতি অবিচার করা হয়। এ ছাড়া যে পরিবেশে আলাওল অনুবাদ করেছিলেন সেই পরিবেশও স্বতন্ত্র। সূফী সাধক জায়সী কাব্য রচনা করেছিলেন যে সব সহমর্মী শ্রোতাদের জন্য তাঁরা এবং আলাওলের অমাত্য সভায় শ্রোতারা ঠিক একশ্রেণীর নয়। জায়সী তাঁর কাব্যের প্রথমে যে বন্ধুবর্গের পরিচয় দিয়েছেন তার মধ্যে যুসুফ মালিক ছিলেন জ্ঞানী ও পণ্ডিত যিনি শব্দের গঢ় অর্থের প্রথম মর্মজ্ঞ বলে কবি জানিয়েছেন। আলাওল ও তাঁর পৃষ্ঠপোষক মাগন ঠাকুরও পণ্ডিত সম্প্রদায়ের নেই, কিন্তু যাদের জন্য আলাওলকে মাগন এই অনুবাদকর্মের নির্দেশ দিয়েছেন তারা গল্প কাহিনীর রোমাঞ্চ-রসে যতখানি আগ্রহী, শব্দের গঢ় অর্থ এবং তব্বের মার্মিকতায় ততখানি কৌতুহলী বলে মনে হয় না। তা ছাড়া আলাওলও জায়সী নন। জায়সী ছিলেন মূলত সাধক ও গরমী, আলাওল সামাজিক ও সাংসারিক, কবি হিসাবে জায়সী ছিলেন ভাববাদী, আলাওল ছিলেন বস্তুবাদী, জায়সী ছিলেন আগে কবি পরে পণ্ডিত, আলাওল ছিলেন আগে পণ্ডিত পরে কবি।

জায়সীর কাব্যের বিষয় ‘প্রেম’,—যে প্রেম রূপপ্রবণ মাত্র রাজাকে যোগী করে। সমস্ত সংসারবন্ধন থেকে মুক্ত করে দৃঃসাহসিক অভিযানে প্রবৃত্ত করে, অবশেষে অনেক কষ্টসাধনা ও সত্যপরীক্ষার পর সাধনায় জয়ী হয়ে বার্কিতা লাভ হয়।

এই কাব্যকাহিনীকে পণ্ডিতেরা সূফীতত্ত্বের রূপক কাহিনী বলে ব্যাখ্যা করেছেন। পদ্যমাৰ্গ কাব্যের পরিশিষ্টে একটি সম্প্রদায়ের স্তবকে এই কাহিনীর কণ্টকিত রূপকার্থ বিশ্লেষণ করে চরিত্রগুলোর রূপক পরিচয় দেওয়া হয়েছে এইভাবে—

আমি এর অর্থ পণ্ডিতদের শূন্যিয়েছি। তাঁরা বলেছেন, এর বেশী আমরা আর কিছু বুঝি নি। উর্ধ্ব এবং নিম্নে যে চৌম্বদ্বন্দ্ব বর্তমান সে সবই আছে মানুষের দেহের ভিতরে। দেহ হল চিত্তের, মনকে করোঁছি রাজা রত্নসেন, হৃদয় হল সিংহল আর বুন্ধকে জেনেছি পশ্মনী বলে। গুরু হলেন পথপ্রদর্শক শূন্য। গুরু বিনা এ জগতে কে পাবে নিগূণ ঈশ্বরকে; নাগমতি হল মর্ত্যসক্তি। এতে যার মন বাঁধা পড়ে তার মুক্তি নেই। দত্ত রাঘব (চেতন) হল শয়তান, আর সুলতান আলাউদ্দীন মায়া। এই ভাবে এই প্রেমকাহিনীর বিচার কোর। যে বুঝতে সমর্থ সে বুঝে নাও।

এই সম্প্রদায়ের স্তবকটি একমাত্র রামচন্দ্র শূন্যের ছাড়া আর কোনো সংস্করণে নেই। ‘মান-এর ফারসী লিপির পান্ডু-

লিপিতেও এই শব্দকাটি অনুপস্থিত বলে আলি আহসান জানিয়েছেন। এই রূপক ব্যাখ্যা যে পরবর্তী কালের পণ্ডিতদের বানানো ব্যাখ্যা তার প্রমাণ শব্দকের প্রথমেই আছে। পণ্ডিতদের জিজ্ঞাসা করেই এই রূপককাটি বের হয়েছে। রূপক ধরে এগোলে পদ্মাবৎ কাব্যকাহিনীর অর্থ হবে এই রকম—

শুকগুরুর উপদেশে পদ্মাবতীরূপ প্রজ্ঞার সঙ্গে রত্নসেনরূপ মন প্রেমপথায় মিলিত হয়ে প্রথমে নাগমতিরূপ মর্ত্যবন্ধন এবং পরে আলাউদ্দীনরূপ মায়ার কবল থেকে মুক্তি লাভ করল, এই দেখানোই বৃদ্ধি এ কাব্যের উদ্দেশ্য।

বস্তুত এই ধরনের রূপকরেখা ধরে চললে অনেক প্রশ্নেরই সদুত্তর দেওয়া যাবে না। প্রথমত পদ্মাবতীকে যতোটা প্রেম ও সৌন্দর্যের প্রতীক বলা চলে ততোটা কি প্রজ্ঞার প্রতীক ভাবা যায়? স্বতীয়ত একই চিতাশয্যায় নাগমতি ও পদ্মাবতীর পুড়ে য়ার অর্থ কি? তৃতীয়ত পদ্মাবতীর সঙ্গে বিবাহের পর আবার তবে চিত্তের প্রত্যাবর্তন কেন? চতুর্থত রত্নসেন যে দেবপালের হাতে আহত হয়ে পরিশেষে মৃত্যুবরণ করলেন সে কিসের প্রতীক? গোরা বাদলকেই বা কোন প্রতীকে ধরতে হবে? বাস্তবিক রূপক অনুযায়ী ব্যাখ্যা করতে গেলে এই প্রেমকাহিনী নীরস হয়ে পড়বে। আলাওল প্রেমকাব্য রূপেই একে দেখেছেন, রূপকার্থ ধরে অনুবাদ করেন নি।

জায়সীর পদ্মাবৎ কাব্যের খীম রূপকধর্মী নয়, নীতিধর্মী; অ্যালিগোরিক্যাল নয় এথিক্যাল, এবং তা সূক্ষ্ম প্রেম-ভাবনার সঙ্গে যুক্ত। এ কাব্যে স্পষ্ট দুটি উপাখ্যান আছে—দুটোই গ্রিভুজ প্রেমের উপাখ্যান। একটি রত্নসেন-নাগমতি-পদ্মাবতীর প্রণয়কাহিনী, অপরটি আলাউদ্দীন-রত্নসেন-পদ্মাবতীর প্রেমকাহিনী। একটিতে আছে প্রেমের সার্থকতা, অপরটিতে ব্যর্থতা। দুটো কাহিনী সংশ্লিষ্ট কিন্তু বিপ্রতীপ, শব্দের মাধ্যমে পদ্মাবতীর রূপের কথা শুনে রত্নসেন প্রণয় বিহ্বল হয়েছিলেন,—এক অপার্থিব বিরহবোধ তাঁকে যোগী করেছে। রাজ্য ত্যাগ করে আত্মক্ষয়ী যোগসাধনার দ্বারা মৃত্যুঞ্জয়ী হয়ে অনেক কষ্টসাধনার পর তিনি প্রেমসিদ্ধি অর্জন করে পদ্মাবতীকে লাভ করলেন। স্বতীয় কাহিনীবৃত্তে সুলতান আলাউদ্দীনও রাঘবচেতনের মূখে পদ্মাবতীর রূপের কথা শুনে বিচলিত হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি পদ্মাবতীর জন্য কোনো রূপ সাধনা করেন নি, তিনি ক্ষমতা প্রয়োগ করেছিলেন। পদ্মাবতীকে জোর করে সৈন্যবলে ছিনিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। না পেরে প্রতারণার কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। রত্নসেনকে বন্দী করে দুতী পাঠিয়ে পদ্মাবতীকে আত্মসং করতে চেয়েছিলেন। দুটো কাহিনীকে পাশাপাশি রেখে জায়সী সম্ভবত এটাই বলতে চেয়েছেন, প্রেমকে পেতে গেলে সাধনা করতে হয়, বলের বা ছলের দ্বারা তা পাওয়া যায় না। শুকগুরুর পথনির্দেশে রত্নসেন যে সাধনার সিদ্ধিলাভ করেছেন, রাঘব চেতনের পরোচনায় আলাউদ্দীন প্রেমলব্ধ হয়েছিলেন বটে কিন্তু তাঁর সাধনার শক্তি ছিল না। ক্ষমতা পার্থিব,—তার দ্বারা রাজ্য জয় করা যায়, কিন্তু অপার্থিব প্রেমকে অর্জন করা যায় না। সুলতান শেষপর্যন্ত চিত্তের অধিকার করলেন বটে, কিন্তু পদ্মাবতী তাঁর অনায়ত্ত্বই রয়ে গেল। এই তাৎপর্য অনুযায়ী ব্যাখ্যা করলেই জায়সীর পদ্মাবৎ কাব্যের যথার্থ মর্মস্বলীটিকে স্পর্শ করা যাবে। আলাওলের অনুবাদে জায়সীর কাব্যকে এইভাবেই উপস্থিত করা হয়েছে, কিন্তু আলাওলের জীবনদৃষ্টি যেহেতু স্মারও বেশী নৈতিক সেইজন্য অনুবাদ কাব্যটি শেষপর্যন্ত ধর্মের জয় এবং অধর্মের পরাজয়—এই ধরনের একটি নৈতিক ভাবনার দ্বারা গুস্ত হয়েছে। জায়সী দেখিয়েছেন প্রেম সাধন শক্তির বলে অসাধ্য সাধন করতে পারে এবং সাধনা ব্যতীত প্রেম ও সৌন্দর্যকে অয়ত্ত্ব করতে পারে এমন ক্ষমতা দিল্লীশ্বরেরও নেই; আর আলাওল দেখিয়েছেন সুলতান আলাউদ্দীন পদ্মাবতীকে দখল করতে এসে দুবার চিত্তের আক্রমণ করলেন কিন্তু দুবারই ব্যর্থমন্োরথ হলেন; প্রথমবার কপটসিদ্ধি করে রত্নসেনকে বন্দী করে দিল্লী নিয়ে গেলেন, আর স্বতীয়বার চিত্তের আক্রমণ করতে এসে বাদল ও রাজপুত্র সেনাদের হাতে পরাজিত হয়ে দিল্লী ফিরে গেলেন। আলাওলের কাব্যে পদ্মাবতী ও চিত্তের রাজ্য দুই-ই সুলতানের অনায়ত্ত্ব হয়ে গেল,— এইভাবে ধর্মের জয় ও অধর্মের পরাজয় হল। সুতরাং মূলে আছে সাধনশক্তির জয়, অনুবাদে ধর্মনির্দেশের জয়।

আলাওলের এই নৈতিক ও আদর্শবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য কাহিনী পরিণামের ক্ষেত্রেও একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য চোখে পড়ে। মূলে আছে একটি সফল প্রণয়ভাবানের কাহিনীবৃত্ত,—এর নায়ক রত্নসেন। নায়িকা পদ্মাবতী এবং প্রতিনায়িকা নাগমতি। স্বতীয়রাংশে আছে একটি বিফল প্রেমভাবানের স্লেট, যার নায়ক রত্নসেন, নায়িকা পদ্মাবতী এবং প্রতিনায়ক

আলাউদ্দীন। কাব্যটি শেষ হয়েছে নায়কের মৃত্যুতে। নায়িকা ও প্রতিনায়িকার সহমরণে এবং প্রতিনায়কের ক্রোধ ও চিতোর ধ্বংস উপলক্ষে রাজপুত্রবীরদের যুদ্ধে আত্মোৎসর্গ এবং রাজপুত্র রণীদের জ্বররত অনুষ্ঠানে। মূলের এই ঐতিহাসিক পরিণাম কিস্তি অনুবাদে রক্ষিত হয় নি। অনুবাদে এর পরিবর্তে আছে রাজপুত্র সেনাদের কাছে সুলতানের পরাজয় ও আলাউদ্দীনের দিল্লী প্রত্যাবর্তন। রত্নসেনের মৃত্যুর পর পদ্মাবতী ও নাগমতি সহমৃত্যু হলে অন্য রাজপুত্রস্বয়ংক্রিয় সেনাপতি বাদল সুলতানের কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। সুলতান আলাউদ্দীন রত্নসেনের মৃত্যুসংবাদ শুনে প্রভূত অনুশোচনা ও বিলাপ করে পুত্রস্বয়ংক্রিয়কে আশ্রয় দিয়েছেন। নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুভূত আলাউদ্দীন ইন্দ্রসেন ও চন্দ্রসেনকে চাম্পেরী ও মাড়োয়া রাজ্য দান করে অনেক উপহার দিলেন। বাদলকেও রাজ্যখণ্ড দিয়ে পুত্রস্বয়ংক্রিয় করা হল। অতঃপর সুলতান চিতোরে গিয়ে রত্নসেনের পুত্রস্বয়ংক্রিয়কে পুত্রস্বয়ংক্রিয় পালন করতে লাগলেন। কিছুকাল পর আলাউদ্দীন দিল্লী ফিরে গেলেন।

মূলে পদ্মাবতী কাব্যের প্রথম পর্বের শেষে নাগমতি ও পদ্মাবতীর গর্ভে নাগসেন ও কগলসেন নামে রত্নসেনের পুত্র-জন্মের উল্লেখ থাকলেও তাদের পরিণাম সম্পর্কে জায়সী কিছুই বলেন নি, কারণ মূলের বস্তব্য প্রতিপাদনের ক্ষেত্রে রত্নসেনের পুত্রস্বয়ংক্রিয়ের প্রসঙ্গ অবাস্তব। কিস্তি আলাওল কাহিনী কথনের ক্ষেত্রে রত্নসেনের পুত্রস্বয়ংক্রিয়ের পরিণামকে সুস্পষ্ট করার জন্য একটি অতিরিক্ত অধ্যায় যোগ করেছেন। আলাওল ধর্মের জয় এবং অধর্মের পরাজয় দেখিয়েই ক্ষান্ত হন নি, এই সুযোগে সুলতানের কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা এবং রত্নসেনের পুত্রস্বয়ংক্রিয়কে রাজ্যদান উপলক্ষে অপরাধ ক্ষালনেরও একটা অবকাশ দিয়েছেন। সুলতানের সঙ্গে রত্নসেনের পুত্রস্বয়ংক্রিয়ের মৈত্রী এবং সন্ধি ইতিহাসেও ঘটে নি, মূল কাব্যেও নেই। এই অবাস্তব ও অনৈতিহাসিক ঘটনা সংযোজনের মধ্য দিয়ে আলাওলের একটি আদর্শবাদী দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ পেয়েছে বলে মনে হয়। জায়সী কাব্যপরিণামে দেখিয়েছেন যুদ্ধ এবং ধ্বংস, আলাওল দেখিয়েছেন মৈত্রী এবং শান্তি। জায়সী কাব্যের শেষে দেখালেন পার্থক্য ক্ষমতা যত প্রবলই হোক তা প্রেম ও সৌন্দর্যকে অধিকার করতে পারে না, শত্রু বিরোধ এবং ধ্বংসকেই প্রবল করে তোলে। আর আলাওল দেখালেন প্রেম এবং মৈত্রীর মধ্যেই সমস্ত বিরোধের অবসান। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সংঘর্ষ ও বিরোধ জায়সীর কাব্যে শেষপর্যন্ত রয়ে গেল, কিস্তি আলাওলের আদর্শবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে সুলতানের সঙ্গে রাজপুত্রের সন্ধি ও মৈত্রীতে এই বিরোধের অবসান ঘটল। মূল ও অনুবাদের মধ্যে শতবর্ষের এই ব্যবধানের ফলেই কি এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হল? জায়সী যখন কাব্যটি রচনা করছেন তখন দিল্লীর সিংহাসন নিয়ে মোগল পাঠানের মধ্যে ক্ষমতার স্বন্দর; সেযুগ সংঘাতের যুগ। সুফী কবি জায়সী সে যুগে বসে দেখিয়েছেন প্রেমের ক্ষেত্রে ক্ষমতার নিষ্ফলতা। ঐতিহাসিক ঘটনা দিয়ে গড়া একটি অনৈতিহাসিক উপাখ্যান অবলম্বন করে জায়সী দেখালেন ক্ষমতার দ্বারা রাজ্য পদানত করা যায় কিস্তি প্রেম লাভ করা যায় না, তার জন্য সাধনা করতে হয়। আর আলাওল যখন কাব্যটি অনুবাদ করছেন তখন আকবরের দীন-ইলাহি ধর্মের শ্রেষ্ঠ উত্তর সাধক শাহজাদা দারা-শিকোহ দুই সাগরের মিলনের স্বপ্ন দেখছেন,—সুভাৱে সেই যুগে সুদূর আরাকানে বসে সুফী কবিরূপে আলাওল যদি হিন্দু মুসলমানের মৈত্রীকে আদর্শ করে তাঁর অনুবাদ শেষ করে থাকেন তাতে বিশ্বাসের কি আছে?

আলাওলের এই আদর্শবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য অনুবাদকাব্যের রসপরিণাম মূলের থেকে আলাদা হয়ে গেছে। জায়সীর কাব্যের ঐতিহাসিক রস অনুবাদে অনুপস্থিত। পরিশিষ্ট খণ্ডটি যোজনায় ফলে আলাওলের অনুবাদ মেলোড্রামাটিক হয়ে পড়েছে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন মূলের ভাবটিকে বাংলায় যথাযথ বোধগম্য করতে গেলে একেবারে তার মাপসই করে আটকরা চলে না, মানানসই করে নিতে হয়। আলাওলের অনুবাদেও হিন্দী কাব্যকে বাংলায় রূপান্তরকালে পরিবর্তন, পরিবর্তন, সংযোজন, সংক্ষেপীকরণ এবং বিস্তৃতিসাধন করা হয়েছে। ব্যাপারগুলি সূত্রানুদেশে লক্ষ করা যাক—

১. পরিবর্তন ॥ আলাওল জায়সীর কাব্যের নির্নালিখিত খণ্ডগুলিকে বর্জন করেছেন—

ক) সাত সমুদ্র খণ্ড

- খ) নাগমতি-পম্মাবতী বিবাদ খণ্ড
- গ) স্ত্রী ভেদ খণ্ড
- ঘ) বাদশাহ ভোজ খণ্ড
- ঙ) উপসংহার খণ্ড

এছাড়া আলাওল প্রায়ই জায়সীর তত্ত্বমূলক দোহাগদুলি বাদ দিয়ে কাহিনী বর্ণনা করেছেন।

২. সংযোজন ॥ আলাওল জায়সীর-বহির্ভূত নিশ্নালিখিত খণ্ডগুলি যোজনা করেছেন—

- ক) স্ত্রীতথ্যের অন্তর্গত রোসংগবর্ণনা, মাগন প্রশস্তি, আত্মপরিচয়, কাহিনীসংক্ষেপ ইত্যাদি
- খ) চৌগান খণ্ড
- গ) শাস্ত্র তত্ত্ব খণ্ড
- ঘ) পম্মাবতী কপট দৌত্য খণ্ড
- ঙ) খিল খণ্ড

তাহাড়া আলাওল কাহিনী বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে স্বরচিত গীত সংযোজন করেছেন।

৩. সংক্ষেপীকরণ ॥ জায়সীর কাব্যের বর্ণনা-বিস্তার অন্তত দুইটি ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত হয়েছে—

- ক) নাগমতির বারমাসী বর্ণনা
- খ) পম্মাবতী রূপচর্চা খণ্ডে বিস্তারিত রূপবর্ণনা।

৪. বিস্তৃতিসাধন ॥ আলাওলের অনুবাদ কোনো কোনো ক্ষেত্রে মূলের ব্যাখ্যা ও বিস্তার—

- ক) কাকনুহ পক্ষীর বিবরণ—সুফীসাধক আস্তারের পক্ষীবিবরণ গ্রন্থ অনুযায়ী প্রসঙ্গ বিস্তার
- খ) পম্মাবতী-রত্নসেন বিবাহ খণ্ডে হিন্দু বিবাহ ও বঙ্গীয় লোকাচারের বিস্তারিত বর্ণনা
- গ) গমনা প্রথার বিবরণ—মাগনের অনুরোধে রাজপুত্র সামাজিক প্রথার বিশ্লেষণ
- ঘ) গোরা বাদল যুদ্ধবর্ণনা—মূলের তুলনায় যুদ্ধ বর্ণনায় আতিশয্য ও অতিবিস্তার

৫. পরিবর্তন ॥

- ক) ঘটনা-পরিণামগত পরিবর্তন। ট্রাজেডি থেকে মেলোড্রামায় রূপান্তর।
- খ) চরিত্রগত পরিবর্তন। নামে রূপে এবং সম্পর্কের ক্ষেত্রে।  
সমুদ্র কন্যা—লক্ষ্মী > পম্মাবতী ; আলাউদ্দীনের সেনাপতি—সরজা > শ্রীজা ; রত্নসেনের পুত্রবয়—  
নাগসেন ও কমলসেন > চন্দ্রসেন ও ইন্দ্রসেন। শূকপাখী হিরামন > হীরামণি ; গোরা বাদল > গোরা  
বাদলা ; গোরা ও বাদলের মধ্যে মূলে খুড়ো ভাইপো সম্পর্ক, অনুবাদে ভ্রাতৃস্ববন্ধ। মূলে  
অধিকাংশ চরিত্র রোমান্সধর্মী হয়েও জীবন্ত, অনুবাদে চরিত্রগুলি লৌকিক কিন্তু আদর্শীয়ত।
- গ) দেশগত ও কালগত পরিবর্তন। মূল কাব্যের ভৌগোলিক ভূখণ্ড উত্তরপ্রদেশ এবং সময় শেরশাহের  
রাজত্বকাল। অনুবাদকাব্যটি শাজাহানের রাজত্বের শেষভাগে প্রত্যন্তবঙ্গে বসে লেখা। উভয়  
কাব্যের সমাজ পরিবেশ পৃথক। কাল-ব্যবধানেরও চিহ্ন ধরা পড়েছে অনুবাদে।
- ঘ) রচনারীতিগত পরিবর্তন। মূল কাব্যে আছে দোহা চৌপাই সমীপ্বত পদরীতি আর অনুবাদে  
আছে বর্ণনামধর্মী পাঁচালীরীতি। একটি রীতি আর একটি রীতির থেকে স্বতন্ত্র।

পূর্বোক্ত পরিবর্তন-সংযোজন-পরিবর্তন-সংক্ষেপীকরণ ও বিস্তৃতিসাধনের সূত্রে উভয় কবি কাব্যের তুলনা করলে  
তাদের মানস প্রকৃতি এবং রচনাভঙ্গীর পার্থক্যটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ফারসী কাব্য ও হিন্দী প্রণয়কাব্যের ঐতিহ্যানুসারী  
জায়সীর কবিকল্পনা মূলত রোমান্টিক এবং অনেকাংশে মিষ্টিক। সাধক কবিরূপে প্রেমের অতীন্দ্রিয় অনুভব এবং রোমান্টিক  
নিসর্গদৃষ্টি তাঁর কাব্যে লৌকিক-অলৌকিকের এক অসাধারণ সৌন্দর্য মাল্লা রচনা করেছে। অপরিদকে মঙ্গলকাব্যজাতীয়

বাংলা আখ্যানকাব্যের ধারানুসারী আলাওলের বর্ণনা অনেকক্ষেত্রে বাস্তবধর্মী। এরফলে পদে পদে জায়সীর পদাঙ্ক অনুসরণ করলেও আলাওলের মানসবিহার জায়সীর মতো এতখানি সমৃদ্ধ নয়। জায়সীর বর্ণনারীতিতে সংস্কৃতকাব্যের মতো ঙ্গপদী-ভঙ্গী থাকলেও মাঝেমাঝেই ফারসী কবিদের মতো অতীন্দ্রিয় রহস্য ঘেরা এমন এক ভাবের আকাশ খুলে যায় যা প্রায়ই আলাওলের অনুবাদের মধ্যে থাকে না; সেক্ষেত্রে অনুবাদ হয়ে ওঠে নিরেট তথ্য বিবরণপূর্ণ। আলাওলের প্রকৃতি বর্ণনায় নিসর্গের বস্তৃপুঞ্জসমাবেশ যতখানি তথ্যের আমদানী করে ততটা তৎসংক্ষেপে ভাববাহী হয়ে ওঠে না। পশ্চিমবঙ্গের পূর্বরাগ বর্ণনায় আলাওলের রচনা যতোটা বিবেচক ও সাংসারিক ততোটা চিত্তবৈকল্যিক নয়। শব্দকমুখে রত্নসেনের কথা শব্দে জায়সীর পশ্চিমবঙ্গীয় যেন জননাস্তর সৌহাদ্য স্মরণে চিত্তজাগরণ হল; অন্যদিকে আলাওলের পশ্চিমবঙ্গীয় রত্নসেনের কুলপরিচয় ও বংশ-মর্যাদা সম্পর্কে কোতাহলী। জায়সী যেখানে মরমী ও রোমান্টিক আলাওল সেক্ষেত্রে সামাজিক ও সাংসারিক; তাঁদের কবিকল্পনা ও রচনাভঙ্গীও তদনুযায়ী।

রচনারীতিতে জায়সী ঙ্গপদী কাব্যের ভঙ্গী অনুসারী। বর্ণনার সমারোহ, উপমার প্রাচুর্য, রূপক ও প্রতীকের প্রাধান্য, স্বার্থবোধক শব্দশ্লেষ, চৌপাই ও দোহার সুদৃশ্য সমাবেশে সমানুপাতিক শব্দক বিন্যাস এবং ফারসী মসনবী রীতিতে হিন্দী শব্দকসংজ্ঞার ধারাবাহিক অনুবর্তন তাঁর কাব্যকে ঐপিক ও রোমান্সের মধ্যবর্তী স্তরে নিয়ে এসেছে। আলাওল মঙ্গল কাব্যের মতো পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে পাঁচালী বর্ণনার যে বিবরণ পশ্চিমবঙ্গে গ্রহণ করেছেন তা আখ্যান বর্ণনার উপযোগী হলেও জায়সীর পদরীতি থেকে স্বতন্ত্র। আলাওল কাহিনী-কথনের ঝোঁকে জায়সীর বর্ণনার ঐশ্বর্যকে অনেকক্ষেত্রে বর্জন করেছেন, তার ফলে জায়সীতে শব্দকগুলি ছিল 'কথার তাজমহল,' আলাওলের অনুবাদে তা অনেকক্ষেত্রে জৌলুশহীন হয়ে পড়েছে। আলাওল জায়সীর নাগমতির বারমাসীকে সংক্ষিপ্ত করতে গিয়ে মঙ্গলকাব্যের বারমাস্যা করে ফেলেছেন। নাগমতির বারমাসী বর্ণনায় জায়সী নিসর্গ রঞ্জিত সঙ্গের বিরহগীর রক্তশব্দকে মিশিয়ে যে অসামান্য রূপলোক নির্মাণ করেছেন আলাওলের অনুবাদে তা নিছক বারমাসের সংক্ষিপ্ত বিরহ বর্ণনার তালিকা পর্ষবসিত। আলাউদ্দীনের কাছে পশ্চিমবঙ্গীয় রূপবর্ণনায় জায়সীর রাঘব চেতনও যেন কবি হয়ে উঠেছে। কাহিনী কথনের ঝোঁকে আলাওল সেই ঙ্গপদী বর্ণনা-মালাকে একটি গীতিকবিতার মধ্যে সংক্ষিপ্ত করে নিয়েছেন। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গীয়-রূপবর্ণনার ক্ষেত্রে পুনরুজ্জীবিত দোষ হয়তো এড়ানো গেছে কিন্তু কথ্যশৈলীর কারুকার্যগুলি বাদ পড়েছে। জায়সীর বর্ণনা-বিস্তারকে সংক্ষিপ্ত করার সময় আলাওল প্রায়ই গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির ঠিকফয় দিয়েছেন, কিন্তু পাণ্ডিত্য প্রকাশের সময় সেই বিবেচনা বজায় রাখেন নন। জায়সীর তৎসংক্ষেপে তিনি প্রায়শই বর্জন করেছেন, তার বদলে তথ্যসমাবেশে কাব্যকে ভারী করেছেন। পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের লোভ আলাওল ত্যাগ করতে পারেন নন।

জায়সী পাণ্ডিত্য কবি হলেও ভাষারীতিতে অনাবশ্যিক পাণ্ডিত্য দেখান নন। তিনি তৎকালীন লোকপ্রচলিত আওধী হিন্দীতে যেভাবে কাব্যটি রচনা করেছেন তাতে ভাষার সচলতা ও সরসতা বজায় আছে। সংস্কৃত ও আরবী ফারসীতে প্রচুর দখল সত্ত্বেও তিনি অবধী লোকভাষাতেই কাব্য রচনা করেছিলেন। দেশীয় হিন্দী ভাষার প্রতিই ছিল তাঁর অনুরাগ। তিনি ফারসী বেহস্ত বা আরবী কোরান্ না লিখে হিন্দীতে কবিতাস ও পদ্য লিখেছেন। পূর্ববর্তী হিন্দী কবি মোল্লা শাউর ও কবুতুবনের মতোই তিনি লৌকিক ভাষারীতিরই পক্ষপাতী। এ ব্যাপারে তুলসীদাসের সঙ্গের জায়সীর প্রধান পার্থক্য এই যে, রামচরিতমানস যেখানে সর্ধসমাসবহুল তৎসম শব্দপ্রধান, জায়সী সেক্ষেত্রে লোকভাষা ও তৎসম শব্দর অনুরাগী। আলাওলও জায়সীর মতো তাঁর অনুবাদে যতদূরসম্ভব আরবী ও ফারসী শব্দের ব্যবহার বর্জন করেছেন। তিনিও জায়সীর মতো কবিতাস ও পদ্য লিখেছেন, কিন্তু ভাষাব্যবহারে দৃষ্টিভঙ্গী ছিল ভিন্ন। লোকভাষার প্রতি অনুরাগ বশত জায়সী আরবী ও ফারসী শব্দ বর্জন করেছেন, আর সংস্কৃত ভাষার প্রতি আসক্তির জন্য আলাওল বিদেশী শব্দব্যবহারে অনিচ্ছুক ছিলেন। জায়সীর কাছ থেকে মাঝে মাঝে হিন্দী শব্দকে ধার করলেও ভাষারীতিতে আলাওল ছিলেন সংস্কৃতপন্থী। একই শব্দের অনুবাদে জায়সী যেখানে 'ফুল,' 'কাটা' ইত্যাদি তৎসম শব্দের ব্যবহার করেছেন আলাওল সেক্ষেত্রে লিখেছেন—'পুষ্পেত কণ্টিকা'। জায়সীর পাণ্ডিত্য যেখানে কাব্যের অলঙ্কার হয়েছে, আলাওলের ক্ষেত্রে তা বোঝা

হয়ে পড়েছে ।

জায়সীর উপমালোকের বিশিষ্টতা শব্দশ্লেষের অর্থঘন গঢ়তায়—সেখানে শব্দগুণি প্রায়শ স্বার্থক এবং রূপার্থময় হয়ে লৌকিক ও অলৌকিকের সেতু রচনা করে । আর অর্থালংকারের ক্ষেত্রে মালোপমা এবং সাংগরূপকের ব্যবহারগুণি ভাবের আকাশে নীহারিকার মতো একত্রিত হয়ে কখনও অলৌকিক ছায়াপথ রচনা করে কখনও বা উপমার নক্ষত্রগুণি একত্র সন্নিবিষ্ট হয়ে সপ্তর্ষি মণ্ডল বা কালপদ্রুঘের মতো সূর্নান্দ্রিষ্ট রূপ নিয়ে আবির্ভূত হয় । আলাওল কাহিনী কথনের ক্ষেত্রে অনেক সময়ই জায়সীর অর্থগঢ় শব্দশ্লেষকে যেমন বর্জন করেছেন তেমন সাংগরূপকের অতি আলংকারিকতাকে বাহুল্য বিবেচনায় ত্যাগ করেছেন । আলাওলের ব্যবহৃত অলংকারগুণি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাংলা-কাব্যের প্রথাগত উপমা । তা বহুব্যবহৃত এবং গতানুগতিক । আলাওলের উদ্দেশ্য ছিল জায়সীর পদমাবৎ কাব্যকে বাংলা পাঁচালীর আকার দেওয়া । তাই প্রচলিত পয়ার ত্রিপদীর প্রথাগত ছন্দোপেকের মধ্যেই জায়সীর শতবকগুণিকে ধরবার চেষ্টা করেছেন । কিন্তু পয়ার ছন্দে পাঁচালী রচনার বঙ্গীয় রীতির সঙ্গে জায়সীর দোহা চৌপাই সম্মিলিত পদরীতির মূলগত প্রভেদ । জায়সীর শতবকবিন্যাসে যে নিটোল শিষ্ট পদমা বর্তমান আলাওলের বিবৃতিধর্মী পাঁচালী রীতিতে তাকে আনা কিছতেই সম্ভব নয় । জায়সীর তথ্যপ্রিত দোহা অংশগুণি প্রায়শ বর্জন করে আলাওল বাংলা রূপান্তরে কাহিনীকথন রীতিকে অবলম্বন করেছেন । এরফলে ষোড়শ পর্য্যন্তবিশিষ্ট মূলের সঙ্করনের সাতনরী হারের মালাগুণি যদিও বা বাংলা অনুবাদে কোনোক্রমে কমবেশী টিকে আছে, কিন্তু দোহা অংশের মূহুরগুণি অনেকক্ষেত্রে বাদ গেছে । আসলে জায়সীর পদশতবক-গুণিকে পদাবলীর রূপ দিলেই হয়ত সঠিক রূপান্তর হত । শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মতো পদমালার আকারে খণ্ডগুলোকে পরিবেষণ করলে সম্ভবত এর সঠিক চরিত্র রূপটি ধরা যেত । আলাওল পাঁচালীর একঘেয়ে রীতির মধ্যে মাঝে মাঝে গীত রচনা করে আঙ্গিকে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করেছেন,—এবং রাগচিহ্নিত সেই পদগুণি পড়লেই বোঝা যায়, এই মৌলিক পদগানগুণিই এ কাব্যের সবচেয়ে উজ্জ্বল অংশ । সঙ্গীত-প্রিয় আলাওলের প্রতিভা মূলে গীত-প্রতিভা, পার্শ্বতী প্রদর্শনের লোভে এবং সারাজীবন ফরমাসেসী অনুবাদ করে তিনি নিজের সঙ্গেই সবচেয়ে বেশী বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন ।

সবশেষে জায়সী ও আলাওলের তুলনাটিকে কয়েকটি সাদৃশ্য ও পার্থক্যসূত্রে নিবন্ধ করা যেতে পারে—

১। জায়সী ও আলাওল দুজনেই ছিলেন ধর্মমতে সূফী মুসলমান । প্রথমজন ছিলেন চিশ্তি সম্প্রদায়ভূক্ত, দ্বিতীয়জন কাদেবির সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ।

২। আলাওল জায়সীর মতোই কাব্যকাহিনীর আরম্ভে শতুতিখণ্ডের মধ্যে রসূল বন্দনা, হজরত মহম্মদ ও চারজন পীরের বন্দনা করেছেন ।

৩। প্রেমই উভয়ক্ষেত্রে মুখ্য উপজীব্য । যে প্রেম রাজাকে যোগী করে, দুঃসাহসিক অভিযানে রতী করে এবং পরিণেষে সার্থক হয় ।

৪। মূল ও অনুবাদে দুটি কাহিনীবৃত্ত বর্তমান—একটিতে আছে যোগসিদ্ধ রাজার সফল প্রণয়াভিযান, অপরাটিতে আছে সাধনাহীন সুলতানের বিফল প্রেমাভিযান । প্রথম প্লটে আছে একজন পুরুষকে নিয়ে দুই নারীর স্বপ্ন, দ্বিতীয়টিতে আছে একজন নারীকে নিয়ে দুই ঐতিহাসিক পুরুষের সংঘাত । শেষপর্যন্ত তৃতীয় এক প্রতিস্বপ্নী পুরুষের সঙ্গে স্বপ্নরথ স্বপ্নে নামকের মৃত্যু এবং নাসিকাস্বয়ের সহমরণ ।

৫। অপ্রধান চরিত্রগুণিতে নাম ও সম্পর্কগত কিছু কিছু পরিবর্তন ছাড়া প্রধান প্রধান চরিত্রগুণি মূল ও অনুবাদে এক । রত্নসেন এ কাব্যের নায়ক, আলাউদ্দীন ও দেবপাল প্রতিনায়ক, পদ্মাবতী ও নাগমতি নায়িকা ও প্রতিনায়িকা, গোরাবাদল প্রধান দুই সেনাপতি, শুকপাখী দূত, রাঘবচৈতন শট, গন্ধর্বসেন ও চিত্রসেন যথাক্রমে পদ্মাবতী ও রত্নসেনের পিতা, কিন্তু রত্নসেনের পুত্রস্বয়ের নাম মূলে নাগসেন ও কমলসেন কিন্তু অনুবাদে চন্দ্রসেন ও ইন্দ্রসেন ।

৬। আলাওল জায়সীর পদমাবৎ কাব্যের অধিকাংশ খণ্ডেরই অনুবাদ করেছেন । পদমাবৎ কাব্যের ৫৮টি খণ্ডের মধ্যে ৩৩টি খণ্ড আলাওলের অনুবাদে আছে । ৫টি খণ্ড বিজিত । ফারসী মসনবী রীতিতে লেখা জায়সীর কাব্যের একটানা

ধারাবাহিকতা বজায় রেখেই আলাওল অনুবাদটি সম্পন্ন করেছিলেন। অবশ্য খণ্ড পরিকল্পনা জায়সী বা আলাওল কারোরই নয়, পরবর্তীকালের সম্পাদকদের।

৭। বাংলায় অনুবাদ করতে গিয়ে আলাওলের কাব্যে অনেকগুলি হিন্দী শব্দের স্থান মেলে যেগুলি এসেছে সরাসরি জায়সীর কাব্য থেকে। যথা আনট, আরগুজা, কুঞ্জী, খুন্ডী, গরগজা, ঘোঘট, দোহাগ, ধৌরাহর, বসিঠ ইত্যাদি। জায়সীর মতোই আলাওল আরবী ফারসী শব্দের ব্যবহার যতদূর সম্ভব কম করেছেন। কোরানের বদলে লিখেছেন পুরাণ এবং বেহেশত এর পরিবর্তে লিখেছেন কবিলাস। অবশ্য দুজনের ভাষানীতি ছিল ভিন্ন। একজন ছিলেন হিন্দী লোকভাষার পক্ষপাতী আর অন্যজন ছিলেন সংস্কৃতের অনুরাগী।

এবার জায়সী ও আলাওলের পার্থক্যগুলি সূত্রাকারে নির্দেশ করা যাক—

১। জায়সী ছিলেন কবিদৃষ্টিতে মরমী, প্রেমভাবনায় রোমান্টিক এবং বর্ণনারীতিতে ধ্রুপদী। আলাওল ছিলেন দৃষ্টিভঙ্গীতে সামাজিক, প্রেমভাবনায় সাংসারিক এবং বর্ণনারীতিতে রিয়ালিস্টিক।

২। জায়সী ও আলাওল দুজনেরই কাব্যে ethical, কিন্তু জায়সীর পদমাঝে কাব্যে আছে সাধনার ethics, আর আলাওলের অনুবাদে আছে ধর্মধর্মের সাংসারিক ও সামাজিক নীতিবোধ।

৩। জায়সীর কাব্যের প্লট দুটি ত্রিভুজ প্রেমের প্লট—একটি ত্রিভুজ প্রেমের সমস্যায় তার আরম্ভ, আর এক ত্রিভুজ প্রেমের সমস্যায় তার সমাপ্তি। আলাওল স্থিতীয় ত্রিভুজ প্রেমের প্লটের সঙ্গে যোগ করেছেন পুত্রদের পরিণাম-কাহিনী।

৪। জায়সীর চরিত্রগুলি রোমান্সধর্মী হয়েও জীবন্ত, আর আলাওলের চরিত্রগুলি লৌকিক হয়েও আদর্শায়িত।

৫। জায়সীর কাব্যপরিণাম ট্রাজিক, আলাওলের কাব্যের রসপরিণতি মেলোড্রামাটিক।

৬। জায়সীর ভাষাভঙ্গী একদিকে যেমন অর্থগত উপরদিকে তেমনি আড়ম্বরপূর্ণ; আলাওলের কাব্যভাষা বিবৃতিধর্মী, গীতাংশ বাঞ্ছনাময়।

৭। বিষয়বস্তুতে এক হলেও মূল ও অনুবাদের আঙ্গিকরীতি স্বতন্ত্র। মূলে আছে চৌপাই-দোহার পদরীতি, আর অনুবাদে আছে পয়ার-ত্রিপদীর পাঁচালী-রীতি। এক রীতি দিয়ে অপররীতিকে ধরা যায় না।

এই পার্থক্য সত্ত্বেও দুজনের মধ্যে প্রধান ঐক্য হল দুজনেই প্রেমপন্থী সূক্ষী এবং ধর্মভাবনায় অসাম্প্রদায়িক। জায়সী একটি অমর প্রেম ও সৌন্দর্যের কাহিনী রচনা করতে চেয়েছিলেন এবং আলাওলও সেই প্রেমের কথাতে আকৃষ্ট হয়েই এই কাব্য অনুবাদে অগ্রসর হয়েছিলেন। তবে দুজনের মধ্যে দেশগত, কালগত ও ব্যক্তিগত ব্যবধান থাকায় মূলে ও অনুবাদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই পার্থক্য দেখা দিয়েছে। কিন্তু এ সত্ত্বেও একথা মানতে হয় জায়সীর পদমাঝে কাব্যের অধিকাংশ খণ্ডের প্রত্যেকটি শব্দক ধরে ধরে আলাওল যেভাবে অনুবাদে অগ্রসর হয়েছেন এমনটি মধ্যযুগের আর কোনো বাঙালী কবি করেন নি।

### আলাওলের পাণ্ডিত্য

পশ্চাত্তমী কাব্যে আলাওল 'কবি' সম্পর্কে একটি বিদগ্ধ মন্তব্য করেছেন—

কাব্য সিন্ধু শব্দ মূস্তা কবি সে ডুবাব্দু ।

বহু যত্নে ডুবি তোলে রতন সূচার্দু ॥ ( শাস্ত তত্ত্ব খণ্ড, পৃঃ ১৬৪ )

অর্থাৎ আলাওলের মতে কবি হলেন সেই ডুবুরী যিনি কাব্যসমুদ্রের জলতল থেকে শব্দমূস্তা আহরণ করে মনোহর রত্ন রচনা করেন। এর জন্য অনেক যত্নের প্রয়োজন হয়। সেই যত্নের নাম হল পাণ্ডিত্য। আলাওল স্বভাবকবিষয়ে বিশ্বাসী নন। রাজসভার কবি হিসাবে তিনি আয়াসসিদ্ধ কবিষয়ে আস্থাশীল। মদুসলমান কবিদের মধ্যে তিনি ছিলেন সবচেয়ে বড় scholar poet. এ সম্পর্কে ডঃ শহীদুল্লাহ তাঁর পশ্চাত্তমী কাব্যের ভূমিকায় লিখেছেন, 'বাস্তবিক তাঁহার সমান পাণ্ডিত্য কবি সে যুগে আর কেহই ছিলেন না'।

পদ্মাবতী কাব্যে আলাওলের পাণ্ডিত্য নানাদিক থেকে প্রকাশিত হয়েছে। যে অমাত্যসভায় শোনানোর জন্য কাব্যটি রচিত হয়েছিল সেটি বিদগ্ধ পাণ্ডিত্যবর্গের সভা। এ সভার মধ্যমণি মগন ঠাকুর ছিলেন নানাবিদ্যায় পারদর্শী। তিনি বাংলা, হিন্দী, আরবী, ফারসী, বর্মী ও সংস্কৃত ভাষা জানতেন। এ ছাড়া ভেষজ ও যাদুবিদ্যাতোও তিনি পারদর্শী ছিলেন। তাঁর সভাতে নৃত্য গীতের চর্চা হত বলে আলাওল উল্লেখ করেছেন। অলংকার শাস্ত্র, কাব্যশাস্ত্র, নাট্যশাস্ত্রও তাঁর অধিগত ছিল। সুতরাং এই সূধীজনসভায় পদ্মাবতী কাব্য পরিবেশন করতে গিয়ে আলাওল বেগ কিছুটা পাণ্ডিত্য সচেতন হয়ে পড়েছিলেন। ভণিতায় একাধিক ক্ষেত্রে আলাওলের এই পাণ্ডিত্য-সচেতনতার পরিচয় আছে। গ্রন্থ-কলেবর বৃদ্ধির আশংকা সত্ত্বেও স্থানে স্থানে আলাওল এ সম্পর্কে কৈফিয়ৎ দিয়েছেন। তাঁর বিশেষ আশংকা ছিল যে যথেষ্ট পাণ্ডিত্য প্রকাশ না করলে যদি এ কাব্য গুণীজনসভায় উপেক্ষিত হয়! এ জন্য সিংহল রাজসভায় রত্নসেনের পরীক্ষা উপলক্ষে সংগীত শাস্ত্র আলোচনা প্রসঙ্গে সংগীত দর্পণ এবং সংগীত দামোদরের মতামত উল্লেখ করে কবি বলেছেন—

ভাব রস পুস্তকের কথা প্রচারিতে ।

পুস্তক বিশাল হয় না পারি কহিতে !।

না কহিলে দোষ হয় কহিতে বাসি ডর ।

তে কারণে কহি কথা সূধীর গোচর ॥ ( শাস্ত্রতত্ত্ব খণ্ড, পৃঃ ১৬৪ )

আবার রত্নসেনের সভায় নটীদের নৃত্যবর্ণনা প্রসঙ্গে গ্রন্থ-কলেবর বৃদ্ধির আশংকা সত্ত্বেও কবি সভাপাণ্ডিত্যের ভয়ে নৃত্য-শাস্ত্র সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দিতে যে বাধ্য হয়েছেন সে সম্পর্কে লিখেছেন—

কহিতে নৃত্যের কথা বহুল বাড়য় পোথা

না কহিলে শাস্ত নহে মনে ।

অল্প না কহৌ যবে বলিব পাণ্ডিত সবে

এই কবি সংগীত না জানে ॥ ( রাজা-বাদশাহ যুদ্ধখণ্ড পৃঃ ৩০০ )

এর ফলে সিংহল রাজসভায় রত্নসেনের পাণ্ডিত্য পরীক্ষা যেমন আরাকান রাজসভায় আলাওলের পাণ্ডিত্য প্রদর্শনে পর্যবসিত হয়েছে তেমনি চিতোর আক্রমণের নাট্যমুহুর্তে রত্নসেনের সভায় নটীদের নৃত্যবর্ণনা মূলে মরণের মুখে জীবন রসভোগের যে উদ্বেজনা বহন করে আলাওলের সংগীতশাস্ত্রচর্চার পাণ্ডিত্য-শুদ্ধতায় তা অনেকখানি অন্তর্হিত হয়েছে। সমকালীন শ্রোতাদের বিশেষতঃ মগনের কৌতূহল-নিবৃত্তি করতে গিয়ে অন্তত দু'বার আলাওলকে মূলে কাহিনী থেকে সরে এসে অন্য বৃত্তান্ত ব্যাখ্যা করতে হয়েছে। রত্নসেনের আত্মাহুতি দানের বিবরণ প্রসঙ্গে সূফী কবি আস্তারের কাকনুছ পক্ষীর বিবরণে এবং বাদলের গউনা আগমন প্রসঙ্গে রাজপুত্র সমাজতন্ত্রের ব্যাখ্যায়।

আলাওলের অনুবাদকর্মের উপর অমাত্যসভার জ্ঞানানুশীলন কিছুটা প্রভাব ফেলেছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু এ ব্যাপারে কবির পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের লোভও কম ছিল না। আলাওল যে কবির কাব্য অনুবাদ করেছিলেন সেই মালিক মুহম্মদ জায়সীরও পাণ্ডিত্য কিছু কম ছিল না; হিন্দুপুরাণ, শাস্ত্র, যোগাচার, জ্যোতিষ, দেশাচার, উৎসব, লোকসংস্কার সমস্ত কিছুই তাঁর আয়ত্ত্বে ছিল। অনেকসময় যা আলাওলের পাণ্ডিত্য বলে মনে হয় মূলের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে তা অনুবাদকের নয় মূলে কবিরই উদ্ভাবন। যথা, রত্নসেনের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন কালে যোগিনী বিদ্যার বিস্তারিত তালিকা অথবা যুদ্ধক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার অশ্বের নানা প্রদর্শনী। এগুলি মূলত আলাওলের নয়, জায়সীরই পাণ্ডিত্য নিদর্শন। কিন্তু জায়সীর পাণ্ডিত্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁর বৈদগ্ধ্যের সঙ্গে এবং উচিতবোধের সঙ্গে এমনভাবে মিশে আছে যে তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় না। কিন্তু আলাওলের পাণ্ডিত্য অনেকসময় এমন অবাস্তরভাবে এসে পড়ে এবং অসংগতরকম স্থান জুড়ে বসে যে তা কাব্যের ক্ষেত্রে বোঝা হয়ে ওঠে। এর ফলে পাণ্ডিত্য প্রকাশ পায় ঠিকই কিন্তু কবির মাঠে মারা যায়। আলাওলের বহুমুখী পাণ্ডিত্যের মধ্যে ছন্দোশাস্ত্র সম্পর্কে পাণ্ডিত্য প্রকাশ পেয়েছে মগন নামের ব্যাখ্যায়। পিঙ্গলের ছন্দোশাস্ত্র থেকে গণাদিক্রমে অষ্টগুণের উল্লেখ করে মগন নামের ব্যাখ্যা যতখানি পাণ্ডিত্য প্রদর্শন



ততখানি ঔচিত্য-প্রকাশক নয় । পদ্মাবতীর কাছে রত্নসেনের রূপবর্ণনা প্রসঙ্গে শব্দের মূখে আলাওল হিন্দু পুরাণজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন—

রূপে জিনি পঞ্চবাণ বিদুর সদৃশ ভাণ

ধার্মিক জিনিয়া যুধিষ্ঠির ।

দানে মানে কর্ণগুরু বৃষ্টি জিনি সদরতরু

জন্মবীপে সেই এক বীর ॥ ( পদ্মাবতী শব্দ মিলন খণ্ড, পৃঃ ১০৬ )

জায়সী তাঁর কাব্যে ইত্যুত অনেক পৌরাণিক নাম ব্যবহার করেছেন, কিন্তু রত্নসেন-রূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে বর্তমান নামাবলিটি আলাওলের নিজস্ব ।

যোগীখণ্ডটি যদিও জায়সীর অনুসরণ, কিন্তু একটি বিস্তৃত শব্দক জুড়ে আলাওল যেভাবে যোগশাস্ত্র আলোচনা করেছেন সেটি মূল বহির্ভূত এবং অনুবাদকের যোগতত্ত্ব সম্পর্কে গভীর অনুধ্যানের পরিচয় । শব্দক শেষে আলাওল মন্তব্য করেছেন—

বিরচি কহিল সব যোগের লক্ষণ ।

পুস্তক বিশাল হয় শুন মহাজন ॥ ( যোগী খণ্ড, পৃঃ ৮৭ )

সিংহল রাজসভায় রত্নসেনের পরীক্ষা দান প্রসঙ্গেটি আলাওলের পদ্মাবতী কাব্যের সবচেয়ে বড় মৌলিক অংশ । এটি দুটি খণ্ডে বিভক্ত । প্রথমটি চৌগান খণ্ড, দ্বিতীয় শাস্ত্রতত্ত্ব খণ্ড । উক্ত খণ্ড দুটিতে আলাওল তাঁর শাস্ত্রীয় পার্শ্ভিত্য এবং অশ্বচালনার অভিজ্ঞতা যেন উজাড় করে দিয়েছেন । ‘শাস্ত্র ছন্দ পঞ্জিকা ব্যাকরণ অভিধান’ এবং ‘সংগীত পুরাণ বেদ তর্ক অলংকার’ ইত্যাদি বিবিধ বিষয় অবলম্বনে শাস্ত্রতত্ত্ব খণ্ডটিতে আলাওল পার্শ্ভিত্য প্রদর্শনের অবকাশ তৈরী করেছেন । এর মধ্যে আবার বিশেষ জোর দিয়েছেন ছন্দশাস্ত্র ও সংগীত শাস্ত্রের ক্ষেত্রে । এখানেও পিঙ্গলের ছন্দশাস্ত্র থেকে চৌষটি প্রকার ছন্দ ও অষ্ট মহাগণের উল্লেখ করেছেন । এ ছাড়া সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্র অনুযায়ী অষ্টনায়িকা ভেদ এবং শব্দভঙ্গুরের সংগীত দামোদর ও শার্গদেবের সংগীত দর্পণের উল্লেখসহ বাদ্যশাস্ত্রের বিশ্লেষণ করেছেন । ইতিপূর্বে চৌগান খণ্ডটিতে অশ্বক্রীড়া বিশেষত চৌগান বা পোলো খেলার যে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন তা কতখানি শাস্ত্রলক্ষ্য এবং কতখানি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতালক্ষ্য তা গবেষণার বিষয় ।

পদ্মাবতী কাব্যে ছন্দশাস্ত্র, অলংকার শাস্ত্র, কামশাস্ত্র, সংগীতশাস্ত্র, যোগশাস্ত্র এবং অশ্বচালন ইত্যাদি বহুমুখী বিদ্যার যেমন পরিচয় আছে, তেমনই উপমা ও বর্ণনায় রামায়ণ, মহাভারত ও হিন্দু পুরাণ সম্পর্কে কবির বিচিত্র জ্ঞানের প্রমাণ পাওয়া যায় । এখানে কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে—

১ । রামায়ণ থেকে—ক) ভাই হোস্তে শত্রু আর নাহি ত্রিভুবন ।

ঘর ভেদে লঙ্কা নষ্ট মৈল রাবণ ॥ ( রত্নসেন বিদায় খণ্ড, পৃঃ ২২৪ )

খ) পুরুষ অর্ধাঙ্গ নারী বিধি নিযুক্তিত ।

যথা রাম তথা সীতা গমন উচিত ॥ ( যোগী খণ্ড, পৃঃ ৮৯ )

২ । মহাভারত থেকে—ক) সকল লোকের মনে জিগ্মস বিদ্যায় ।

পুনি যোগীরূপে কিবা আইল ধনঞ্জয় ॥

যেন পার্থ যন্ত্র কাটি দ্রৌপদী পাইল ।

সেই কর্ম আসি হেন উপস্থিত হইল ॥ ( চৌগান খণ্ড, পৃঃ ১৫৫ )

খ) পূর্বে যেন স্বেদামীরে শুন প্রাণপতি ।

যুদ্ধে যাইতে পশ্বেতে রাখিল প্রভাবতী ॥

তৈলকটা অগ্নিভয় মনেত না গুণি ।

যুদ্ধবেশ উত্তরিয়া তুঘিল কামিনী ॥ ( পৃ: ৩৬১ )

সিংহল রাজার কাছে রত্নসেনের পরীক্ষা দান কালে চৌগান ক্রীড়ারত রত্নসেনকে অশ্বপৃষ্ঠে দেখে জনতার বিচিত্র উপলক্ষকে আলাওল পৌরাণিক অনুষঙ্গে বেঁধেছেন—

কেহ বোলে ইন্দ্র উচ্চৈশ্রবে আরোহণ ।

কেহ বোলে মহাদেব বৃষভ বাহন ॥ ( পৃ: ১৫৩ )

সংস্কৃত শাস্ত্র ও পুরাণ প্রসঙ্গ ছাড়াও আলাওলের কাব্যে লৌকিক উপাখ্যানের প্রসঙ্গ আছে । যেমন পদ্মাবতী কাব্যে বিদ্যা সুন্দর উপাখ্যানের উল্লেখ—‘সুন্দরের পক্ষে কিবা আইলা সুন্দর ( শাস্ত্রতত্ত্ব খণ্ড, পৃ: ১৬০ ) ।

আলাওল মুসলমান শাস্ত্র গ্রন্থ কোরান ও হাদিস থেকে কোনো কোনো উপাখ্যান স্তূতিতথ্যের মধ্যে ব্যবহার করেছেন । স্তূতিতথ্যের অন্তর্গত হজরত মুহম্মদ ও তাঁর চার বন্ধুর প্রশস্ত করতে গিয়ে আলাওল কোরান থেকে বন মৃগী প্রসঙ্গ, সপের বাকশক্তিলাভ এবং মুহম্মদ কস্তুর চন্দ্রকে শ্বিখশ্ভীকরণ ইত্যাদি ঘটনাগুলিকে অনুষঙ্গরূপে ব্যবহার করেছেন । জায়সীর পদমাঝে কাব্যে এই দৃষ্টান্তগুলি অনূপস্থিত । তবে মূল কাহিনী অংশে কোরানের কাহিনী ব্যবহার লক্ষ করা যায় না । সুফী কবি আস্তারের পক্ষীবখয়ক গ্রন্থ ‘মমতে-কুত-তায়ের’ অবলম্বনে কাকনুছ পক্ষীর বিস্তারিত বিবরণের কথা আগেই বলা হয়েছে । জায়সীতে যা অনুষঙ্গ রূপে উল্লিখিত আলাওল তাকে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন । নিজামীর ইস্কন্দরনামা গ্রন্থটি আলাওলের বিশেষ প্রিয় ছিল । গরবতী কালে গ্রন্থটি তিনি স্বেচ্ছায় অনুবাদের ভার নিয়েছিলেন । পদ্মাবতী কাব্যের শেষদিকে গোরা-বাদল-যুদ্ধ খণ্ডে গোরার সঙ্গে সুন্দরতানের সন্ধি পরামর্শের উপলক্ষে মন্ত্রীদের মুখে আলাওল নিজামীর ইস্কন্দরনামা থেকে অনূরূপ ঘটনার উল্লেখ করেছেন । ১৬০০ খ্রী: রচিত আব্দুল ফজলের আইন-ই-আকবরী গ্রন্থ সম্ভবত আলাওল পড়েছিলেন, আলাউদ্দীনের কাছে পদ্মাবতীর কপট পত্র প্রেরণ এবং পত্র পেয়ে বন্দী রত্নসেনের প্রতি সুন্দরতানের সুভদ্র ব্যবহার ইত্যাদি ঘটনা মূলে নেই, আইন-ই-আকবরীতে আছে । এ ছাড়া শ্বিতীয়বার চিতোর আক্রমণ করে সুন্দরতানের পরাভব কাহিনীও মূলে নেই, আইন-ই-আকবরীতেই পাওয়া যায় । আব্দুল ফজলের সব সময় চেঁটা ছিল সম্রাট আকবরের সঙ্গে সুন্দরতান আলাউদ্দীনের তুলনা করে আকবরের তুলনায় আলাউদ্দীনকে হীন প্রতিপন্ন করা । সম্ভবত এই উদ্দেশ্য প্রবণতা থেকেই তিনি আলাউদ্দীনের চিতোর অভিযানের উপযুপরি ব্যথা দেখাতে গিয়ে ঐতিহাসিক বিবরণ দিয়েছেন । আলাওল সেই বিবরণ অনুযায়ী রাজপুত্র সৈন্যদের কাছে সুন্দরতান সৈন্যদের পরাভব এবং আলাউদ্দীনের দিল্লী পলায়নের চিত্র এঁকেছেন যা গ্রন্থের পরিশিষ্ট অংশে সন্নিবিষ্ট হয়েছে ।

আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর ‘প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের অবদান’ গ্রন্থে আলাউদ্দীন রাজসভার দুই যুগের দুই রাজসভার কবি দৌলতকাজী ও সৈয়দ আলাওলের কবিত্ব বিচার প্রসঙ্গে পদ্মাবতী সম্পর্কে উচ্ছ্বাসিতভাবে মন্তব্য করে লিখেছেন—

“দৌলত কাজি ও আলোয়ালের পাণ্ডিত্য আমাদিগকে বিস্মিত করে । কোনো হিন্দু কবির কাব্যে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ব্য়ংপাতির এতটা পরিচয় নাই যাহা আমরা আলোয়ালের পদ্মাবতীতে পাইয়াছি ।... ”

এই কাব্যখানিকে বিদ্যার বারিধি বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না । হিন্দুদের ঘরের প্রত্যেকটি উৎসব ও নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপারের বিশ্লেষণ করিয়া তিনি যে সকল বর্ণনা দিয়াছেন তাহা হিন্দু সমাজের বাহিরের কোনো লোক লিখিতে পারেন একথা বিশ্বাসযোগ্য; হইত না—যদি না আমরা এই ভাবের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইতাম ।... ”

সমস্ত অজ্ঞকার শাস্ত্র মশ্বন করিয়া তিনি নারিকাদের রূপভেদ বর্ণনা করিয়াছেন এবং দুর্গাপ্জার (?) এত সুবিস্তৃত উপকরণ ও অনুষ্ঠানরীতির বিবরণ দিয়াছেন যে আমরা তাই দুঃস্বপ্নের কথা—কোনো ব্রাহ্মণ পাণ্ডিত শাস্ত্র না ঘাঁটয়া তাহা বলিতে পারিতেন না । প্রশস্ত বন্দনার ও অপরাধের উৎসবের অঙ্গীকার অনুষ্ঠানের ও জ্যোতির্বিদ্যার বিবৃত্ত বিস্ময়জনক । ইহা ছাড়া তিনি ব্যাঙ্গ্যম, পলো খেলা, অশ্বারোহণের নানা কায়দার কৌতুহলপ্রদ বিবৃত্ত দিয়া কাব্যখানিকে পাণ্ডিত্যের বিজয়স্তম্ভরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন ।”

দীনেশচন্দ্র আলাওলের পাণ্ডিত্য সম্পর্কে অতিরিক্ত উৎসাহ প্রকাশ করেছেন। একথা ঠিক যে আলাওল স্থানে স্থানে বিরহের দশদশা, অষ্টনায়িকাভেদ প্রভৃতি সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্র, পিঙ্গলের ছন্দশাস্ত্র, কবিরাজী বিদ্যা, হিন্দু বিবাহের সামাজিক প্রথা, সংগীতশাস্ত্র, অশ্বচালনা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছেন কিন্তু তা অনেকক্ষেত্রেই বিহারোপিত, কাব্যের সঙ্গে অঙ্গীভূত হয়ে পড়ে নি। চৌগান খণ্ড ও শাস্ত্রতত্ত্ব খণ্ড দুটো তো নিছক পাণ্ডিত্য প্রদর্শন, খণ্ড দুটো বাদ দিলে মূল কাব্যকাহিনীর পক্ষে কিছুমাত্র ক্ষতি হয় না। পদ্মাবতী বিবাহ বর্ণনায় বঙ্গীয় দেশাচার ও লোকাচারের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা আছে সত্য, কিন্তু এই বর্ণনা বিস্তার আলাওলের সামাজিক অভিজ্ঞতার প্রমাণরূপে যতোটা প্রশংসার দাবী করে কবিত্ব ও উচিত্তের দিক থেকে ততোটা প্রশংসনীয় নয়। মূল কাব্যের তুলনায় আলাওলের বিবাহবর্ণনা তথ্যভারাক্রান্ত এবং বিবরণ-ধর্মী। বর্ণনাটি মধ্যযুগের বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে উপযোগী, কাব্যাম্বাদনের পক্ষে নীরস। দুর্গাপুজা বা সেই ধরনের উৎসব অনুষ্ঠানের বিবরণ আলাওলের পদ্মাবতীতে নেই। দীনেশচন্দ্র আলাওলের যে পাণ্ডিত্য দেখে মুগ্ধ হয়েছেন তার অনেকটা প্রশংসাই জায়সীর প্রাপ্য। জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যোতিষবিদ্যা, যোগিনীবিদ্যা ইত্যাদি নানা বিদ্যা যা আলাওলের পদ্মাবতীতে পাওয়া যায় তা মূল পদ্মাবৎ কাব্যেই আছে। জায়সীতে বরং স্ত্রীভেদ খণ্ড এবং বাদশাহভোজ খণ্ডে কামশাস্ত্র ও রত্নবিদ্যার যে নিদর্শন আছে আলাওল তা বর্জন করেছেন। আলাওলের বিশেষ অধিকার ছিল ছন্দ ও সংগীত শাস্ত্রে। এই জন্য পাণ্ডিত্যপ্রকাশ উপলক্ষে তিনি ছন্দ ও গীতবাদের একাধিক ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছেন। ছন্দ ও সংগীতশাস্ত্র সম্পর্কে কবির পাণ্ডিত্য কখনও 'ভার' হয়েছে আবার কখনও 'হার' হয়ে দেখা দিয়েছে। পাণ্ডিত্য যখন কবিত্বের সঙ্গে সংযোগ হারিয়ে অকারণে মাথা তুলে দাঁড়ায় তখন তা বোকা হয়ে ওঠে। নাগন ঠাকুরের প্রশস্তিতে পিঙ্গলের ছন্দশাস্ত্র থেকে অষ্ট মহাগণের উল্লেখ, রাজসভায় রত্নসেনের পাণ্ডিত্য প্রকাশ উপলক্ষে সংগীত ও নৃত্যশাস্ত্রের অনাবশ্যক তালিকা, কিংবা রত্নসেনের নৃত্যশালায় নর্তকীর নৃত্যবর্ণনা উপলক্ষে অকস্মাৎ সংগীত দর্পণ বা সংগীত দামোদর থেকে বাদ্যশাস্ত্রের বিশ্লেষণ—এগুলি আলাওলের কাব্যে পাণ্ডিত্যের দায়ভাগ। কিন্তু ছন্দ ও সংগীতশাস্ত্রে আলাওলের অধিকার যথার্থ অলংকার হয়ে দেখা দিয়েছে অনুবাদের ফাঁকে ফাঁকে স্বাধীন গীত রচনার মধ্যে।

### পদ্মাবতী কাব্যের ভাষা ও ছন্দ

আলাওলের পদ্মাবতী কাব্য জায়সীর হিন্দীকাব্য পদ্মাবৎ-এর বাংলা অনুবাদ। মূল কাব্যের ভাষা অবধী হিন্দী।\* এর ফলে অনুবাদের ভাষাতেও স্থানে স্থানে হিন্দী শব্দের নিদর্শন লক্ষ করা যায়। আলাওল আরবী ফারসী জানা মনুসনমান কবি হলেও পদ্মাবতী কাব্যে আরবী ফারসী শব্দের ব্যবহার অল্প। স্তূতিখণ্ডের অন্তর্গত রসূল বন্দনা ইত্যাদি অধ্যায়ে যেখানে কোরান ও হাদিসের প্রভাব আছে কেবল সেখানেই আরবী শব্দের কিছু কিছু নিদর্শন আছে। জায়সীর হিন্দীকাব্যেও আরবী ফারসীর প্রয়োগ অল্প, এর কারণ লোকভাষা হিন্দীর প্রতি কবির একান্ত অনুরাগ, আর আলাওলের কাব্যে বিদেশী ভাষার প্রয়োগ স্বল্পতার কারণ কবির সংস্কৃতপ্রিয়তা। বস্তুত আলাওলের পদ্মাবতীতে সংস্কৃত তৎসম শব্দের ব্যবহার খুব বেশী, এমনকি মূলে যেখানে 'ফুল', 'কাটা' ইত্যাদি তদ্ভব শব্দের ব্যবহার আছে অনুবাদে সেখানে পুংপে, কণ্টিকা ইত্যাদি সংস্কৃতশব্দে রূপান্তরিত করা হয়েছে। তবে তৎসম শব্দের উচ্চারণভঙ্গীতে বঙ্গালী উপভাষার লক্ষণ সুস্পষ্ট। পদ্মাবতী কাব্যের যাবতীয় পুঁথি ঢাকা, রাজসাহী এবং চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত বলে পুঁথিলেখকদের পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণ পদ্ধতি এ কাব্যের ভাষাকেও প্রভাবিত করেছে। আলাওল নিজেও ছিলেন ফারদপুরের অন্তর্গত ফতেয়াবাদ অঞ্চলের লোক। চট্টগ্রামের পানবতী আরাকানে বসে কাব্যটি রচিত। পদ্মাবতী কাব্যের ভাষায় নিম্নলিখিত আঞ্চলিক উপভাষার লক্ষণগুলি লক্ষণীয়—

১। উচ্চারণে ও ধ্বনিরূপে অর্পিনিহিতির লক্ষণ—

সত্য > সৈত্য, ঘক্ষ > যৈক্ষ, ততক্ষণ > ততৈক্ষণ, রক্ষক > রৈক্ষক ইত্যাদি।

\* মূল কাব্যের ভাষাতাত্ত্বিক পরিচয় পাওয়া যাবে বর্তমান গ্রন্থের পৃথক খণ্ডে।

২। ও কারের উকার এবং উকারের ও অকারের ওকার প্রবণতা—

মনোহর > মনুহর ; ঘোগী > জুগী ; কোকিল > কুঁকিল

আবার—ভুবন > ভোবন ; সুন্দর > সোন্দর ; পুস্তক > পোস্তক ; পবন > পোবন ; মহারাজ > মোহারাজ

৩। মহাপ্রাণ ধ্বনির অল্পপ্রাণ ধ্বনিতে এবং অল্পপ্রাণ ব্যঞ্জনের মহাপ্রাণ ব্যঞ্জে রূপান্তর—

যথা—ভিখারী > ভিকারি ; বৃঝিল > বৃজিল ; পংখ > পস্ত ; পুঁছিতে > পুঁচিতে

আবার—যত > জত ; যতেক > জতেক ; সত্য > সথা ; বাক্য > বাফ ; বেশ > ভেস

৪। 'ড়'—য়ের সর্বদাই 'র'-এ পরিবর্তন

যথা—বড় > বর ; বাড়িল > বারিল ; ঘোড়া > ঘোরা ইত্যাদি

৫। 'ছ' ধ্বনিরূপের ক্ষেত্রে 'শ' এর আগম, আবার 'স' বা 'স' ধ্বনির পরিবর্তে 'ছ' ও 'ছ'-এর ব্যবহার

যথা—ইচ্ছব > ইচ্চিব ; চিকিৎসামু > চিকিচ্ছমু, মহোৎসব > মোহুৎচব, সুলতান > ছোলতান, ইসলাম > ইছলাম ইত্যাদি।

৬। কখনও আনুনাঙ্গিকহীনতা কখনও বা আনুনাঙ্গিকতা—পান্মনী > পান্মনি ; পান্মাবতী > পদ্যাবতী, পান্মাবতী ; আবার—পান্মথবী > পান্মথিমি, পান্মথিব ; উচ্চ > উগু ।

পান্মথিতে স্বতোনাসিক্যভবনের প্রবণতাও কোথাও কোথাও লক্ষ করা যায়। যথা—ধান্ম, হান্মিতে ইত্যাদি।

এছাড়া পান্মথিতে য প্রায়শই জ এবং শ, ষ ও স এর ক্ষেত্রে যথেষ্টচারিতা লক্ষণীয়। রূপগত বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে আলাওলের পান্মাবতী কাব্যে অশ্রুতমধ্য বাংলার সাধারণ লক্ষণগুলি বর্তমান। বঙ্গালী উপভাষার বিশেষ লক্ষণগুলি দৌলত-কাজীর সতীময়না বা লোরচন্দ্রাণী কাব্যের মতো পান্মাবতী কাব্যের ভাষাতেও লক্ষণীয়।

১। কন্তুবাচক সর্বনামের একবচনের ক্ষেত্রে—আমি, আন্মি, তুমি, তুন্মি, আপনি, আপন, মূহি, মো ইত্যাদি। কর্মকারকে আত্মবাচক সর্বনামের একবচনে—আমাকে, আমা, আমারে, মোকে, মোরে, মোহক, মোহকে,।

কর্মকারকে উভয়বাচক সর্বনামের ক্ষেত্রে দোহে, দোহানকে, দোহানেরে। কর্মকারকে 'কে' বিভক্তির পরিবর্তে কখনও কখনও 'রে' বিভক্তির ব্যবহার—যথা নূপিতরে, স্বামীরে ; কখনও বা তে বিভক্তিরও ব্যবহার—'রাজাতে'। সম্বন্ধপদে আত্ম-বাচক সর্বনামের ক্ষেত্রে—আমা, মোহর ইত্যাদি ব্যবহৃত। অনুসর্গের ক্ষেত্রে 'হন্তে' বা 'হোন্তে' হতে বা থেকে অর্থে প্রায়ই ব্যবহৃত। অধিকারণ কারকে সপ্তমী বিভক্তির চক্ররূপে কোথাও প্রাচীন রূপ 'ত', (জ-পান্মথিতে) কোথাও বা আধুনিক রূপ 'তে' ('বা' পান্মথিতে) ব্যবহৃত হয়েছে। সর্বনাম পদে ষষ্ঠী বিভক্তির ক্ষেত্রে 'ন' চিহ্ন ; তাহার > তাহান।

২। ক্রিয়াপদের ক্ষেত্রে প্রথম পুরুষের একবচন ও বহুবচনে 'ন্ত' এবং 'শিত' বিভক্তি ব্যবহার বিশেষ চিহ্ন রূপে উল্লেখযোগ্য। এই বৈশিষ্ট্যটি সম্ভবত সংস্কৃত ধাতুরূপের বর্তমান কালের প্রথম পুরুষের বহুবচনের বিভক্তি চিহ্ন 'অন্ত'র অনুরূপ। সাধারণ বর্তমান কালের ক্ষেত্রে প্রথম পুরুষে 'অয়' বিভক্তির ব্যবহার হয়, যথা আছয়, পুছয় ইত্যাদি।

উত্তম পুরুষে বর্তমান কালের ক্রিয়াপদের প্রাচীন রূপটি লক্ষণীয়, যথা-মাগম, বন্দম। মধ্যম পুরুষে বর্তমান কালের ক্রিয়াপদে সংস্কৃতের অনুরূপ 'সি' বিভক্তির ব্যবহার মধ্যবাংলার সাধারণ বৈশিষ্ট্য। আলাওলের কাব্যেও আছে, যথা—বুঝসি, করাওসি, শুনোওসি ইত্যাদি।

বর্তমান কালের অনুজ্ঞায় প্রথম পুরুষের ক্ষেত্রে উক বিভক্তির প্রয়োগ, যথা-আছুক, খুঁডাউক, ক্ষেপউক, খাউক। এটাও মধ্যবাংলার প্রচলিত। ভবিষ্যৎ কালের অনুজ্ঞায় মধ্যম পুরুষের ক্ষেত্রে—করহ, মরহ, ধরহ, বুঝহ। ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়াপদে উত্তম পুরুষের ক্ষেত্রে বঙ্গালী উপভাষার বৈশিষ্ট্যটি সর্বত্র লক্ষিত। যথা—দিমু, মিলাইমু, জামু, কহিমু ইত্যাদি।

ভবিষ্যৎ কালের মধ্যম পুরুষ ও প্রথম পুরুষের ক্রিয়াপদে দক্ষুক্ষেই 'ইব' বিভক্তির ব্যবহার মধ্যবাংলার সাধারণ বৈশিষ্ট্য। আলাওলের কাব্যেও তা আছে। যথা তুমি পাইব, কে দিব ইত্যাদি।

পুরুষাটিত বর্তমান কালের ক্ষেত্রে অসমাপিকা ক্রিয়াপদের সংক্ষিপ্ত রূপ দৌলত কাজী ও আলাওলের কাব্যে আছে।

যথা, মানাইয়া > মানাই ; সাজাইয়া > সাজাই, হারাইয়া > হারাই ইত্যাদি ।

৩। পশ্চিমবঙ্গী কাব্যে ক্রিয়াবিশেষ্যের ব্যবহার লক্ষণীয়, যথা, মগন, পিন্ধন । অন্ত্য মধ্যবাংলার ঠাঁশিষ্ট্যরূপে আলাওলের কাব্যে নামধাতুর প্রচুর ব্যবহার আছে যথা, ইচ্ছিলেক, নির্মলা, সৃজিল, প্রকাশিব, বিগ্রামিল, বিবরিয়া, নমস্কারি আরশিভলা, বিরোধিলা, জিজ্ঞাসী, সান্ধাও, সান্ধনিল চিকৎসিমু, নিবেদিলা । তৎসম শব্দসমৃদ্ধ আলাওলের পশ্চিমবঙ্গী কাব্যে সেকালের কিছুর কিছুর প্রচলিত বাক্যধারা এবং শব্দ ও শব্দগুচ্ছ চোখে পড়ে । তার মধ্যে নিম্নলিখিত শব্দগুচ্ছ কবির বিশিষ্ট ভাষা চিহ্নিত ; যথা, অগুণী, অনুশোচে, অস্তপট, আটোপ, উগয়, উশ, কুসুভ, যুয়ায়, যাম, টুগী, তৈতক্ষণ, তেকারণে, তেনমতে মোহিন্ত, ভেশ, সমসর, হাংকারিলা, পদুশক্রমে ( পদুশানক্রমে ) বণিজার ।

কিছুর কিছুর শব্দগুচ্ছ, যথা—আস্তে ব্যাস্তে, উদিত লুকিত, বিমর্ষি অবিমর্ষি ইত্যাদি । আলাওলের পশ্চিমবঙ্গীতে আরবী ফারসী শব্দের ব্যবহার সীমাবদ্ধ হলেও কিছুর কিছুর আছে, যথা, আর্জি, আদসি, কাফির, কেছা, ইনাম, ছালাম, উমরা, ছোলতান । তবে ইসলামী বিদেশী শব্দের পরিবর্তে সংস্কৃত শব্দের প্রতি আলাওলের ঝোক বেশী । এই কারণে বেহেশ্ত এর পরিবর্তে স্বর্গ এবং দোজখ এর বদলে নরক বা নরক লিখেছেন আর কোরানের জায়গায় জায়সীর মতোই লিখেছেন পুরাণ ।

আলাওলের শব্দভান্ডারে জায়সীর হিন্দী শব্দের প্রচুর অনুপ্রবেশ ঘটেছে । এক্ষেত্রে বর্ণনাত্মক একটা তালিকা দিয়ে পাশে শব্দার্থের উল্লেখ করা হল—আনট ( পদাংগুরীয়া ), আরগুজা ( গম্বুদ্রব্য ), উতারিয়া ( খোলা ), কাকনুছ ( পক্ষী-বিশেষ ), কিলকিলা ( সমুদ্রের নাম ), কুঞ্জি ( চাবি ), খিরিন ( ফলবিশেষ ), খুশী ( কণভরণ ), খোটিলা ( কণালংকার ), গমনা ( ঘর করতে আসা স্ত্রী ), গরগজা ( কামান রাখার শস্ত ), গারুড়ী ( ওঝা ), ঘোঘটা ( গুড়না, ঘোমটা ), টোনা ( যাদুমন্ত্র ) ঠগলাডু ( বিষ মিশ্রিত ), দোহাগ ( দুর্ভাগ্য ) ধরাহর ( ধবল গৃহ ), ধোঁরাহর ( রাজপ্রাসাদ ), নগ ( রত্ন ), পরেওয়া ( পায়রা ), পাওরি ( পার্বার বা খড়ম ), পাকোয়ালা ( রান্না করা খাদ্য ), ফুকার ( ডাক ), বড়হারা ( ফলবিশেষ ), বিহর ( বিধর ), বিসঠ ( দূত ), মনোরা ঝুমকা ( হোলীগীত ) ইত্যাদি ।

আলাওলের পশ্চিমবঙ্গী কাব্যে যে গানগুচ্ছ আছে তার ভাষাভাষ্যগীতে বিশুদ্ধ বাংলা, মিশ্র সংস্কৃত এবং ব্রজব্দুলি তিন ধরনের আদর্শই লক্ষ্য করা যায় । জয়দেবানুসারী গানে বাংলা মিশ্র সংস্কৃত ভাষার দৃষ্টান্ত যেমন আছে, চণ্ডীদাসের অনুসরণে বিশুদ্ধ বাংলা পদও তেমন প্রচুর । বিদ্যাপতি অনুসারী দু-একটি পদে ব্রজব্দুলিভাষারও নিদর্শন আছে ।

জায়সীর পদমাঝে কাব্যের ভাষা শ্লেষ ও রূপক খচিত । স্বার্থবোধক শব্দশ্লেষের অর্থগঢ়তায় জায়সীর ভাষা প্রতি পদে পদে যে প্রতীক-দ্যোতনা বহন করছে আলাওলের ভাষা ততখানি গঢ়তাবাহী নয় । অনুবাদে ভাষা তৎসমবহুল বিবৃতির ভাষা । গানের ভাষাতে পদাবলীর মতো ধ্বনিবন্ধকার থাকলেও পয়ারের ভাষা মঙ্গলকাব্যের মতোই আখ্যান বর্ণনার ভাষা । লাচাড়ি অংশের ভাষায় গীতিময়তা প্রকাশ পেলেও কাহিনী কথনের ভাষায় পাঁচালীর পদ্যাত্মকতা লক্ষ করা যায় । জায়সীর উপমা অলংকারকে অনেকক্ষেত্রে অনুসরণ করলেও আলাওলের ভাষায় নিজস্ব বাকভাষ্য এবং বঙ্গীয় বাক্যধারা স্থানে স্থানে স্বতন্ত্র রূপকল্প রচনা করেছে । ‘পিরীতি কাণন মধ্যে পিড়ি গেল সীসা,’ ‘গভপাপ পয়োধরে না হয় গোপন’ ইত্যাদি প্রবাদপ্রতিম বাণীভাষ্যের মধ্যে আলাওলের নিজস্ব বাগবৈদ্য প্রকাশ পেয়েছে । ‘বন্দ্যাজনে নাহি জানে প্রসব বেদন’—জায়সীর শত্ৰুত্বশেডর নবমস্তবকের একটি চরণের ভুল অনুবাদ হয়েছে আলাওলের কবিতা পংক্তিটি প্রবাদতুল্য ।

৬—

আলাওলের পশ্চিমবঙ্গী পাঁচালী জাতীয় রচনা । মধ্যযুগের পাঁচালী সাধারণত তিনধরনের আঁগকে পরিবেশিত হত । বর্ণনামূলক পয়ার, গীতাত্মক লাচাড়ী এবং সঙ্গীতময় পদ । আলাওলের পূর্ববর্তী কবি দৌলতকাজীর অনুবাদেও এই ত্রিভাষ্য পাঁচালী রীতি লক্ষ করা যায় । মঙ্গলকাব্যেও পয়ার লাচাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণুপদ গান করার রীতি আছে ।

আলাওলের কাব্যে বর্ণনামূলক পয়ারই বেশী । পয়ারের রীতি অনুসারী প্রতি পংক্তিতে আট+ছয় মাত্রাবিশিষ্ট চৌদ্দ মাত্রার অক্ষরমাত্রিক বা তানপ্রধান ছন্দ সম্মিল চরণগুলি পরপর বিন্যস্ত । এটাই মধ্যযুগের কাব্য পরিবেষণের সাধারণ রীতি—যথা,

প্রথমে প্রণাম করি এক করতায় । ৮+৬=১৪

যেই প্রভু জীবদানে সৃষ্টিলা সংসার ॥ ৮+৬=১৪

লাচাড়ী অংশে আলাওল প্রায়ই ব্যবহার করেছেন তানপ্রধান ছন্দে রিপদী রীতি । রিপদী রীতিতে (৬+৬+৮) ২০ মাত্রার চরণ থাকলে লঘু রিপদী এবং (৮+৮+১০) ২৬ মাত্রার চরণ থাকলে গুরু রিপদী । পদ্মাবতী কাব্যের লাচাড়ী অংশে ২০ মাত্রার লঘু রিপদীর পাশাপাশি ২৬ মাত্রার গুরু রিপদীও আছে ।

ক) লঘু রিপদী— আসি রায়বার করি নমস্কার  
বলে শুন গুরুদেব ।  
নৃপতি আদেশ কথা সর্বেশ  
কহু পদ করি সেব ॥ ( পৃঃ ১২৭ )

খ) গুরু রিপদী— মহিমা লিখিয়া পূর্বে অনেক প্রণাম তবে  
কুশল জানাই কিছু লেশ ।  
লিখি প্রেম অনুরাগ বিরহ বৈরাগ্য ভাগ  
কাষ'ভাগ জানাইলা শেষ ॥ ( পৃঃ ১৩৩ )

পদ্মাবতী কাব্যের তৃতীয় আঙ্গক হল পদগীত । পদরীতির মধ্যে আলাওলের ছন্দোবৈচিত্র্যের পরিচয় আছে । ছন্দশাস্ত্র সম্পর্কে আলাওলের বিশেষ বৃত্তান্ত ছিল । প্রাকৃতপৈঙ্গলের সঙ্গে কবির পরিচয় যে নির্বিড় ছিল তা মাগন নামের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে নানা 'গণের' উল্লেখ এবং শাস্ত্রতত্ত্ব খণ্ডে ছন্দশাস্ত্রের পরিচয় প্রসঙ্গে লক্ষ করা যায় । সংস্কৃত ছন্দে মধ্যে ভুক্তগপ্রয়াতের নিদর্শন আছে আলাওলের একটি পদগীতের মধ্যে—

সতী সত্য ছাড়ে অতি পাপ বাড়ে  
পতি প্রতি ঠারে গতি লুকাগারে ।  
পিতা-শীল নাশে হিতাহিত হাসে  
শুভকৃতি পাশে কৃকৃতি প্রকাশে । ( পৃঃ ৩৪৩ )

মালিনী ছন্দে নিদর্শন আছে নাগরীতির ভাটয়ালী রাগের বিলাপে—

সুখভোগে গোঙাইলু কাল ।  
কোন হেতু পড়িল জঞ্জাল ॥  
শুক পক্ষী হৈল মোর কাল ।  
জানিলু করয় নহে ভাল ॥ ( পৃঃ ১১ )

তিন জাতীয় বাংলা ছন্দে মধ্যে আলাওলের পদগীতে তানপ্রধান ও ধনিপ্রধান ছন্দে ব্যবহারই চোখে পড়ে । ধনিপ্রধান ছন্দে মধ্যে ছয়মাত্রার চালটিই বেশী গুরুত্ব পেয়েছে । বাংলা এবং রজবুলি দুজাতীয় পদেই ছয়মাত্রার ধনিপ্রধান ছন্দে বিন্যাসটি লক্ষণীয় । যথা, বিদ্যাপতির অনুসরণে আলাওলের—'আজি সুখের নাহি ওর' পদের অংশ বিশেষে—

সুখা রসময় নিধি  
আনি মিলাইল বিধি ।  
বহুল যতনে দেব আরাধনে  
ভেল মনোরথ সিধি । ( পৃঃ ২৬০ )

একই চালের ছন্দ আছে আর একটি রিপদী চণ্ডের পদে—

কহিও নৃপতি আগে মোর মন অনুরাগে ।  
যে সকল দুখ তাহান শরীরে  
আমার পরাণে লাগে ॥ ( পৃঃ ১৪৫ )

ছয়মাত্রার ধ্বনিপ্রধান বা মাত্রাবৃত্ত ছন্দের অন্যচালের বাংলাপদ—

ওহ বড় ঠেটা                      কুঁটিল কুলটা  
পাপ কুবচন শূনাও সে রে ।  
গরল গারি                      কুল মহাকালি  
ধিক ধিক সরাও অচিরে ॥ ( পৃ : ৩৪৬ )

সাত মাত্রার ধ্বনিপ্রধান ছন্দের নিদর্শন, যথা—

কাল বিষধর                      অধিক ঘোরতর  
তমো নিতি তমো অধিকারী রে ।  
চপলা চকচক                      জীবন ধকধক  
বিরহ বেদনা ভারি রে ॥ ( পৃ : ৩৪৯ )

চার+চার = আট মাত্রার ধ্বনিপ্রধান ছন্দের নিদর্শন, যথা—

তুয়া পদ হেরইতে                      রাতুল নয়নধূগ  
কামিনীমোহন কটাখহীন ভেল ।  
প্রেমামোদে বিহরল                      সন্তত বহয় লোর  
অবয়ব পরিহারি শূঁশ্বি বৃঁশ্বি গেল ॥ ( পৃ : ১৯২ )

অথবা জয়দেবানুসারী পদটি—

বসন্তে নাগরবর নাগরী বিলাসে ।  
বরবালা মূখ ইন্দু                      প্রবে সূখা বিন্দু বিন্দু  
মৃদুমন্দ ললিত অধর মধুহাসে । ( পৃ : ২০৭ )

তানপ্রধান ছন্দের মধ্যে লঘুচালের লঘু ত্রিপদী ছন্দটি আলাওলের একাধিক পদগানের মধ্যে লক্ষ করা যায় । রত্নসেন পদ্মাবতী বিবাহ খণ্ডের অন্তর্গত বসন্তরাগের পদটি—

কেশ কুরাইয়া                      কুসুমেরে রচিয়া  
গুঁথল ত্রিগুণ বেণী ।  
পাটের খোপন                      কনক বন্ধন  
বিরাজিত রত্নমণি ॥ ( পৃ : ১৭৬ )

আবার লঘু ত্রিপদীতে শূরু হয়ে গুরু ত্রিপদী ছন্দ পরিবর্তিত হওয়ার একটি গীতি নিদর্শন—

শ্রবণ নয়ন                      মন বৃঁশ্বি স্তান  
এক না আসয় কাজে ।  
যে কিছুর করম পাঠ                      বিফল যেহেন নাট  
সেই পূর্নি অন্তরে বিরাজে ॥ ( পৃ : ৫৩ )

তানপ্রধান একাবলী ছন্দের ( ৬ + ৫ মাত্রা ) একটি চমৎকার নিদর্শন—

কুঁটিল কবরী কুসুম সাজ ।  
তারকমন্ডলী জলদমাঝ ॥ ( পৃ : ২৭৪ ) ।

জায়সীর পদ্মাবৎ কাব্য আওধী হিন্দী কাব্যের ধারা অনুযায়ী চৌপাই ও দোহা সমন্বিত ষোড়শ পংক্তির শতবকমালা নিয়ে গঠিত ফারসী মসনবী-রীতির কাব্য । আলাওল একে বাংলায় অনুবাদ করতে গিয়ে মধ্যযুগীয় বাংলা পাঁচালী রীতির আশ্রয় নিয়েছেন । আলাওলের পদ্মাবতী কাব্যে বর্ণনাগ্নক পয়ার, গীতাগ্নক লাচার্চি এবং সংগীতময় পদরীতির ত্রিবিধ প্রয়োগে

ছন্দের নানা বৈচিত্র্য এসেছে যা মূলে ছিল না। তবে মূলের কাব্যরীতি স্বতন্ত্র, পন্নায়-সার্চাভির পাচালী রীতি দিয়ে সেই রীতিকে ঠিক ধরা যায় না।

### পদ্মাবতী কাব্যে গান

জায়সীর পদমাঝে কাব্য চোঁপাই ও দোহা মিলিত পদগীত। কথিত আছে কবির কোনো এক শিষ্যের মুখে নাগমতির বারোমাসী গান শুনে অমেথীর রাজা কবিকে রাজসভায় নিয়ে আসেন। ফারসী মস্নবী রীতিতে লেখা জায়সীর কাব্যগাথা গেলকাব্য। আলাওল পাচালী রীতিতে কাব্যটি অনুবাদ করতে গিয়ে মাঝে মাঝে মঙ্গলকাব্যের বিষ্ণুপদের মতো স্বরচিত পদ সংযোজিত করেছেন। এই পদগুলির বিষয় অনেকক্ষেত্রেই মৌলিক, এগুলি জায়সীর অনুবাদ অংশ নয়। প্রত্যেক পদের শীর্ষে রাগের নাম আছে, কখনও কখনও ছন্দের ও তালেরও উল্লেখ আছে। পরবর্তীকালে ভারতচন্দ্রও তাঁর কাব্যের অধার-শীর্ষে গীত যোজনা করে আখ্যানকাব্যের মধ্যে বৈচিত্র্য এনেছেন।

আলাওল ব্যক্তিজীবনে সংগীতজ্ঞ ছিলেন। তিনি সম্ভবত মাগনের সংগীতগুরু ছিলেন। 'রাগতালনামা' অর্থাৎ রাগ ও তালের নির্দেশগ্রন্থ আলাওলের নামে পাওয়া যায়। মাগন নিজে সংগীতরসিক ছিলেন, তাঁর সভায় যারা আসতেন তাঁদের মধ্যে থাকতেন 'নানাগুণে পারগ সংগীত স্ত্রীতাগুণী।' এই সভাসদদের কথা ভেবেই আলাওল গ্রন্থের কলেবর বৃন্দ্র আশংকা সত্ত্বেও স্থানে স্থানে সংগীতের আলোচনা করেছেন।

পদ্মাবতী কাব্যের দুটি স্থানে সংগীতশাস্ত্রের আলোচনা আছে। একটি, শাস্ত্রতত্ত্ব খণ্ডে রত্নসেনের পাণ্ডিত্য-পরীক্ষা স্থলে, অপরটি রাজা-বাদশাহ যুদ্ধ খণ্ডে রত্নসেনের সভায় নর্তকীর নৃত্য বর্ণনা উপলক্ষে। প্রথমটিতে আছে সংগীত রত্নাকর এবং সংগীতদর্পণ অনুযায়ী নাদতত্ত্ব প্রসঙ্গে বাদ্যশাস্ত্রের আলোচনা; দ্বিতীয়টিতে আছে নারদের সংগীতশাস্ত্র অনুযায়ী সংগীত ও নৃত্যকলার বর্ণনা প্রসঙ্গে স্থায়ীভাব, সঞ্জারীভাব ও সাত্বিক ভাবের পর্যালোচনা। শূভঙ্করের সংগীত দামোদর গ্রন্থে বাদ্যকে পাঁচভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা, তত বা তার বাদ্য, বিতত বা বিনাতারের বাজনা, সূক্ষির অর্থাৎ ফুৎকার বাদ্য, ঘন বা চর্মবাদ্য এবং অনাহত বা মূখবাদ্য। আলাওল এই পাঁচপ্রকার ধনিকে দৃষ্টান্তসহ ব্যাখ্যা করেছেন। 'তার' বাদ্যের দৃষ্টান্ত হল কপিনাস, বেতার বাদ্যের নিদর্শন মন্দিরা, ফুৎকারবাদ্যের দৃষ্টান্ত উপাঙ্গ মূরচঙ্গ ইত্যাদি, চর্মবাদ্যের দৃষ্টান্তরূপে আলাওল মূরজ ও দুন্দুভির উল্লেখ করেছেন, এবং অনাহত ধনি বলতে আলাওল মূখবাদ্যের কথা বলেছেন। অতঃপর শার্গদেবের সংগীতদর্পণ অনুযায়ী আলাওল পঞ্চমশব্দ অনাহত সম্পর্কে ভিন্নমতের উল্লেখ করেছেন। শার্গদেবের মতে অনাহত বা পঞ্চম স্বর হল পূর্বোক্ত চারপ্রকার শব্দের ঐকতান।

রাজা-বাদশাহ যুদ্ধ খণ্ডে নর্তকীর নৃত্যবর্ণনা প্রসঙ্গে আলাওল সেকালের নৃত্য গীতের একটি প্রত্যক্ষ চিত্র দিয়েছেন। সিদ্ধিদাতা গণেশ এবং রত্নার নামোল্লেখের পর রাগ উচ্চারণ করে সংগীতের আরম্ভ হল। প্রত্যেক শব্দকে শব্দভাবে উচ্চারণ করে তাতে তানের বিস্তার হল। বিপক্ষ সুর বর্জন করা হল। তেওট বা তেওড়া তালে ঋবপদ ও বিষ্ণুপদ গাওয়া হল। রাগের সঙ্গে শ্লেষ বা পদ মিশিয়ে গান হতে লাগল। তার সঙ্গে বাজতে লাগল মন্দিরা ও ডম্বরু। নৃত্যের গতিতে নর্তকীর কোমরের গোট বা বিছে কুমোরের চাকার মতো ঘুরতে লাগল। তালে তালে কিংকনীধনি হতে লাগল। অতঃপর নারদোক্ত সংগীতশাস্ত্র অনুযায়ী আলাওল স্থায়ীভাব সঞ্জারীভাব এবং আটপ্রকার সাত্বিকভাব বর্ণনা করলেন। সবশেষে অভিনয় রীতির প্রসঙ্গ উত্থাপন করেও গ্রন্থের কলেবর বৃন্দ্র আশংকায় আলাওল দ্রুত পরবর্তী ঘটনা প্রসঙ্গে প্রস্থান করেছেন।

এইবার আলাওলের পদ্মাবতী কাব্যের অন্তর্গত পদগীতগুলির গরিচয় নেওয়া যাক। ডঃ সুকুমার সেন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রথম খণ্ডে অপরার্থে পদ্মাবতী কাব্যে সবশুদ্ধ এগারোটি গীতের সংখ্যা নির্দেশ করেছেন। কিন্তু বর্তমান সম্পাদনায় আলাওলের পদ্মাবতী কাব্যে রাগাচিহ্নিত তেরোটি পদগানের সংখ্যা মিলছে।

খন্ডানুযায়ী পদগীতগুলিকে প্রথম পংক্তি নির্দেশ করে পৃষ্ঠাসংখ্যাসহ সূচীবদ্ধ করা হল।

১। শ্রবণ নয়ন ঘন বৃন্দ্র জ্ঞান...শুদ্ধ খণ্ড...রাগ কেদার...পৃঃ ৫৩

২। সূদ্ধ ভোগে গোড়াইলু কাল...যোগী খণ্ড...ভাটিয়াল...পৃঃ ৯১

পদ্মাবতী—ছ



- ৩। তুমি পক্ষী প্রিয়তম...গন্ধর্বসেন মন্ত্রী খণ্ড...শ্রীগাধার...পৃঃ ১৪৫  
 ৪। চলিল কামিনী গজেন্দ্র গামিনী...বিবাহ খণ্ড...কর্ণাট রাগ...পৃঃ ১৮০  
 ৫। তুম্বা পদ হেরইতে রাতুল নয়ন যুগ...ভেট খণ্ড...শ্রীরাগ...পৃঃ ১৯২  
 ৬। বসন্তে নাগর বর নাগরী বিলাসে...ঘটঋতু বর্ণন খণ্ড...বসন্তরাগ...পৃঃ ২০৭  
 ৭। তোমার কৃপার বলে আপনার পাপ ফলে...পদ্মা সমুদ্র খণ্ড...ভাটিয়ালা... পৃঃ ২৪৮  
 ৮। আঞ্জি সূতের নাহি ওর...চিতোর আগমন খণ্ড...সুহি রাগ ...পৃঃ ২৬০  
 ৯। কুটিল কবরী কুসুম মাখ...পদ্মাবতী রূপচর্চা খণ্ড...শ্রীগাধার রাগ...পৃঃ ২৭৪  
 ১০। বরিতে লোচন অশ্বজ্ঞ সঘন...দেবপাল দৃতী খণ্ড...সুহি রাগ...পৃঃ ৩০৬  
 ১১। গগনে গরজ যেন সঘন ঘন ঘন...দেবপাল দৃতী খণ্ড...মঞ্জার রাগ...পৃঃ ৩৪১  
 ১২। সতী সত্য ছাড়ি অতি পাপ বাড়ে... ঐ ...ভৈরবী রাগ...পৃঃ ৩৪৩  
 ১৩। ওহে বড়ি ঠেটা কুটিল কুলটা... ঐ ...আশাবরী রাগ...পৃঃ ৩৪৬

উপরোক্ত তালিকা থেকে দেখা গেল শূক খণ্ড থেকে পদ্মাবতী রূপচর্চা খণ্ড পর্যন্ত কয়েকটি খণ্ডে একটি করে পদ এবং দেবপাল দৃতীখণ্ডে আছে সর্বাধিক মোট চারটি পদ। দেবপাল দৃতী খণ্ডের পর থেকে আর কোন পদ নেই। যুদ্ধ ঘটনা বর্ণনায় ব্যস্ত থাকাই কি পরবর্তী পদ নিঃশেষের কারণ? ইতিপূর্বের যুদ্ধবর্ণনার খণ্ডগুলিতেও (বাদশাহ আক্রমণ খণ্ড, রাজা বাদশাহ যুদ্ধ খণ্ড) পদ নিদর্শন বিশেষ লক্ষ করা যায় না। পদগানের জন্যে ভাবের যে অবকাশ থাকা দরকার যুদ্ধ ঘটনার মধ্যে তার ফাঁক পাওয়া কঠিন। কাব্যের শেষভাগ যুদ্ধ ও মৈত্রীর অতিনাটকীয় ঘটনাজালে এমনই সমাচ্ছন্ন যে পদগান যোজনার অবসর ও অবকাশ কোনোটাই কবির মেলে নি।

আলাওলের পদ্মাবতী অন্ত্যমধ্যযুগের পাঁচালী রীতির আদর্শে রচিত। সেকালের পাঁচালী রীতিতে তিন ধরনের রচনাংশ থাকত—

- এক) বর্ণনামূলক পয়ার—এগুঁলি মূলত আবৃত্তি বা গীতোপযোগী অংশ  
 দুই) গীতাত্মক লাচার্চি—এগুঁলি প্রধানত রাগযুক্ত নৃত্যানুকূল শ্বপদী বা শ্রিপদী গীত  
 তিন) পদগীত—তালে এবং রাগে গেল পদ।

আলাওলের পাঁচালীতে এই তিন ধরনের পরিবেষণ রীতিই লক্ষ করা যায়। ভর্ণিতায় আলাওল প্রায়ই বলেছেন 'পয়ার রচিয়া কহে হীন আলাওলে'; এমন কি যখন শ্রিপদীতে দীর্ঘ ছন্দে লাচার্চি লিখছেন তখনও ভর্ণিতায় বলেছেন—

সদগুণ দয়াল ধীর পুণ্যবন্ত দাতা বীর  
 শ্রীযুত মাগন রসোদধি ।  
 আরতি শূনিয়া তান হীন আলাওল ভাপ  
 সুপয়ার রসের অবধি ॥ ( পৃঃ ১৭৪ )  
 অথবা অন্যত্র— সদগুণ মাগন নাম রোসাংগেত অনুপাম  
 আলাওলে শূনিয়া আরতি ।  
 ভাষ্ণিয়া চৌপাই ছন্দ রচিল পয়ার বন্ধ  
 পদে পদে অমৃত ভারতী ॥ ( পৃঃ ১০৭ )

এক্ষেত্রে পয়ার বলতে আলাওল ছন্দাবিশেষকে নির্দেশ করেন নি, সদরসংযোগে আবৃত্তি ও গীতোপযোগী পদবন্ধকে বুঝিয়েছেন। ৮+৬ মাত্রাবিশিষ্ট আলাওলের পয়ারবন্ধগুলি কোথাও আবৃত্তিযোগ্য কোথাও বা গীতোপযোগী। আবৃত্তিযোগ্য পয়ারের শীর্ষদেশে রাগের উল্লেখ নেই, সেগুলি নিছক বর্ণনাত্মক। কিন্তু কোনো কোনো ষমক ছন্দে শীর্ষে রাগের উল্লেখ আছে সেগুলি ভাবাত্মক এবং গীতাত্মক; যেমন রত্নসেন-পদ্মাবতী বিবাহ খণ্ডের অন্তর্গত ১৬৭ পৃষ্ঠার

পয়ারটি কামোদ রাগে এবং ১৭৫ পৃষ্ঠার পয়ারটি মালসী রাগে গাইতে হবে বলে নির্দেশ দেওয়া আছে। দীর্ঘ ছন্দের লাচার্ণি গুলি প্রধানত দীর্ঘ ত্রিপদী, এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দীর্ঘ ছন্দ বলেই নির্দেশিত। রত্নসেন-পদ্মাবতী ভেট খন্ডের অন্তর্গত ২০১ পৃষ্ঠার দীর্ঘ ছন্দের ত্রিপদীটি লাচার্ণি বলেই নির্দেশিত। অন্যত্র 'দীর্ঘ ছন্দ' বলে উল্লেখ করে কখনও কখনও রাগের নাম দেওয়া আছে; যেমন রত্নসেন-পদ্মাবতী বিবাহ খন্ডের অন্তর্গত ১৭০ পৃষ্ঠার ও ১৮১ পৃষ্ঠার ত্রিপদী দুটির শীর্ষদেশে ধানসী রাগের উল্লেখ আছে। পূর্বোক্ত পয়ার ও লাচার্ণি ব্যতীত পদ্মাবতীতে তৃতীয় প্রকার রচনাংশ হল পদগীত—এই গানগুলি কখনও বাংলায় কখনও বা রজব্দুলিতে রচিত, কোনো কোনো গান জয়দেব ও বিদ্যাপতির পদের স্বারা প্রভাবিত; এগুলি ধ্রুবপদযুক্ত রাগ ও তালচিহ্নিত মধ্যযুগের প্রবন্ধ সংগীত।

আলাওল যদিও সারাজীবন ধরে আখ্যানকাব্যের অনুবাদ করে এসেছেন, তাঁর কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে গীত রচনার ক্ষেত্রে। এই সংগীতজ্ঞ কবির স্বক্লেষ হল পদরচনা। কেবল পদ্মাবতী কাব্যেই নয়, অন্যান্য অনুবাদ কাব্যেও তিনি স্বরচিত গীত সংযোজিত করেছেন। সয়ফুল মলক-বদীউজ্জামাল গ্রন্থের অন্তর্গত একটি পদে বৈষ্ণব কবির আশ্চর্যকথা ফুটে উঠেছে। পদটি সূকুমার সেনের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে উদ্ধৃত—

আহা মোর বিদরে পরাণ ।

জাগিতে স্বপন দেখি ভ্রমে নারিহ আন ॥ ইত্যাদি

পতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের সম্পাদিত বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি গ্রন্থটিতেও আলাওলের রচিত বৈষ্ণব পদের নিদর্শন আছে। আলাওলের পূর্ববর্তী কবি দৌলত কাজীও তাঁর সতী ময়না বা লোরচন্দ্রাণী গ্রন্থে ময়নার বারমাসী বর্ণনায় বৈষ্ণব পদের অনুসরণে জয়দেবীয় পদ রচনা করেছিলেন। মালিনীও ময়নার উক্ত প্রত্যুক্তিগুলিতে ধ্রুবপদ বিশিষ্ট গীতের যে বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় তাতে বোঝা যায় যে পাঁচালী জাতীয় রচনায় পদগীতের ব্যবহার আরাকান রাজসভাতেও অজানা ছিল না। দৌলত কাজীর কাব্যে ময়নার একটি ধ্রুবপদে ( মালিনী কি কহব বেদন ওর । লোর বিনে বামহি বিধি ভেল মোর ॥) যেমন বিদ্যাপতির পদের প্রভাব লক্ষ করা যায়, তেমন মালিনীর প্রত্যুক্তি-পদের বাণীভঙ্গীতে জয়দেবের ভাষা ও ছন্দের প্রভাবও লক্ষণীয়। যথা—

ভাদ্র মাসে চন্দ্রমুখী সূচরিতা কামিনী

বসতি তিমিরে অতি ঘোরং ।

অধর মধুরৌ তাব্দুল বিনা ধসুরৌ

নিচল চকোর আঁখি ঝোরং ॥ ইত্যাদি ।

আলাওলও পদ্মাবতী কাব্যের গীতগুলি বৈষ্ণব পদাবলীর ছাঁচেই গড়েছেন। কোনো পদ রজব্দুলিতে, কোনো পদ বাংলায় আবার কোনো পদ জয়দেবীয় সংস্কৃতির অনুসরণে রচিত। ষট্শতাব্দবর্ণন খন্ডের অন্তর্গত বসন্ত রাগে গেল বসন্ত বিলাসের পদটি জয়দেবের ভাষা ভঙ্গীর ছাঁকা অনুকরণ। যথা—

পল্লবিত বনস্পতি কটুজ তমাল দ্রুম

মুকুলিত চতুর্লতা কোরক জালে ।

যুবজন হৃদয় আনন্দ পরিপূর্ণিত

লবঙ্গ মালিকা মালতী মালে ॥ ইত্যাদি ( ২০৭ পৃষ্ঠা )

জয়দেবের বসন্ত রাসবর্ণনার পদাংশ-বিশেষ এর সঙ্গে তুলনীয়—

মৃগমদসৌরভ রভসবশংবদ নবদল মালতমালে ।

যুবজনহৃদয় বিদারণ মনসিজ নখরুচি কিংশুক জালে ॥ ( ইত্যাদি )

আবার চিতোর আগমন খন্ডে রত্নসেনের সঙ্গে নাগমতির মিলনের দৃশ্যে যে সুহি রাগের গীতটি সংযোজিত হয়েছে তার সঙ্গে বিদ্যাপতির ভাবোচ্চাস পদটি তুলনীয়—

আজি সুখের নাহি ৫র  
 আনন্দে মন বিভোর ।  
 চির পতি আশে চিস্তের মানসে  
 নাগর সদনে মোর ॥ ( পৃঃ ২৫০ )  
 কিক কহব রে সখী আনন্দ ওর ।  
 চিরদিন মাধব-মন্দিরে মোর ॥

তুলনীয়—

আলাওলের পদগুলি সংস্কৃত, বাংলা এবং ব্রজবুলি এই তিন রকম ভাষা ভাষাভাষীতেই রচিত । পদ্মাবতী কাব্যের কিছুর কিছুর গান তৎসম শব্দসমাকীর্ণ শ্ৰেতাগীতি । যেমন পদ্মাবতী রূপচর্চা খণ্ডে আলাউদ্দীনের কাছে রাঘবচৈতনের রূপবর্ণনা উপলক্ষে একাবলী ছন্দের গান—

কুটিল কবরী কুসুম সাজ । তারক মন্ডলি জলদ সাজ ॥  
 সুর শশী দৌহ সিন্দুর ভাল । বৌড় বিধুতদ অলকা জাল ॥  
 সুন্দরী কামিনী কাম বিমোহে । খঞ্জন গঞ্জন নয়ানে শোহে ॥ ( পৃঃ ২৭৪ )

জায়সীর বিস্তারিত রূপবর্ণনাকে আলাওল সংস্কৃত ভাষাভাষীতে সংযত ও সংহত করে শ্ৰেতাগীতি করে তুলেছেন । অনুরূপ আর একটি শ্ৰেতাগীতি গান আছে বিবাহখণ্ডের অন্তর্গত পদ্মাবতীর বিবাহযাত্রার বর্ণনায় । আলাকারিক রূপ বর্ণনার সঙ্গে সালকারা ভাষাভাষী মিশে পদটি ধ্রুপদী উচ্চারণ—

চলিল কামিনী গজেন্দ্র গামিনী খঞ্জন গঞ্জন শোভিতা ।  
 কিকিনী ঘনঘর বাজয় কাঁকর কনাকন নৈপদর মধুর গীতা ॥  
 ভুরু বিশ্বঙ্গ মমথ মন মোহিতা ।

কুটিল কেশ কুসুম সুবেশ সিন্দুর চন্দন তিলক তথা ॥ ( পৃঃ ১৮০ )

এই ধরনের পদে গোবিন্দদাসের পদাবলীর সংস্কৃত ভাষাভাষী এবং ছন্দোগাভীর্ষ লক্ষ করা যায় । আলাওলের কিছুর কিছুর গান বাংলা ভাষায় রচিত । অধিকাংশ বিলাপোক্তি চণ্ডীদাসের পদের মতো সরল বাংলা ভাষায় লেখা যা কানের ভিতর দিয়ে মর্মকে স্পর্শ করে । যোগীখন্ডের অন্তর্গত নাগমতির বিলাপ—

সুখ ভোগে গোঙাইলু কাল ।  
 কোন হেতু পড়িল জঞ্জাল ॥  
 শূক পক্ষী হৈল মোর কাল ।  
 জ্বালিলু করম নহে ভাল ॥ ( পৃঃ ৯১ )

মালিনী ছন্দে ভাটিয়ালি রাগের এই পদটি বাংলা ভাষার প্রত্যক্ষতা গুণে মর্মস্পর্শী । অনুরূপ একটি হৃদয়ভেদী গান আছে পদ্মা-সুন্দর খণ্ডের অন্তর্গত পদ্মাবতীকে হারিয়ে রত্নসেনের আক্ষেপোক্তির মধ্যে । এটি ভাটিয়ালি রাগের একটি দীর্ঘ দ্রুপদী, বাংলা ভাষায় রচিত—

তোমার কুপার বলে আপনার পাপ ফলে  
 মস্ত গর্বে পাছে না চিন্তিলু ॥  
 এখনে সঙ্কট হইল শমন নিকটে আইল  
 উদ্ধারহ কাতর হইলু ॥ ( পৃঃ ২৪৮ )

এই গানের সঙ্গে বাংলা ভাষায় রচিত দৈক্ষব প্রার্থনা পদের আশ্রয় সাদৃশ্য লক্ষণীয় । দেবপাল দত্তী খণ্ডে পদ্মাবতীর মূখে কল্পকাটি বিলাপগীত বসানো হয়েছে । সেগুলি ব্রজবুলি ও বাংলা ভাষাতে রচিত, কিন্তু এদের ছন্দোভাষীতে এমন চটুল চাপল্য আছে যে তা ঠিক বেদনা বিলাপের উপযোগী হয়ে ওঠেনি । যথা ভূজঙ্গপ্রয়াতে পদ্মাবতীর বিলাপ—

সতী সত্য ছাড়ে অতি পাপ বাড়ে  
 পতি প্রতি ঠারে গতি লক্ষাগারে ।  
 পিতা শীল নাশে হিতাহিত হাসে  
 শূভ কৃতি পাশে কুকৃতি প্রকাশে । ( পৃঃ ৩৩৪ )

ছন্দের নাচুনি এ পদে যতোটা আছে বিলাপের কাঁদুনি ততোটা বিশ্বাস্য হয়ে ওঠে নি। রঞ্জব্দুলিতে লেখা একাধিক পদ পদ্মাবতীতে আছে। এর মধ্যে ভেঁট খন্ডের অন্তর্গত পদ্মাবতীর প্রতি রঙ্গসেনের প্রেমার্তিমূলক সখীবচনটি উৎকৃষ্ট—  
( পদটি গোবিন্দদাসের পূর্বরাগ পদের অনুরূপ )

তুয়া পদ হেরইতে রাতুল নয়ন যুগ  
কামিনী মোহন কটাখ হীন ভেল।  
প্রেমামোদে বিহবল সতত বহয় লোর  
অবয়ব পরিহারি শূন্য বদ্যি গেল। ( পৃঃ ১৯২ )

পদের ধ্রুবপদটি অবশ্য জয়দেবীয় ভাষাভঙ্গীর স্মারক—

চল চল প্রেমহ প্রভুর সে তপ্পে।  
আরতি মতি পতি গতি অতি অপ্পে ॥

পদ্মাবতী কাব্যে আলাওলের রঞ্জব্দুলী পদচর্চার আরও দুটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে দেবপাল-দুতী খন্ডের মধ্যে। একটি পদ্মাবতীর বিলাপ অপরাট দেবপাল দুতী কুমুদিনীর প্ররোচনা। দৌলত কাজীর সতী ময়না কাব্যের ময়না ও মালিনীর পদগীতের মতো এখানেও পদ্মাবতী ও কুমুদিনীর মধ্যে পদাবলী বসিয়ে বিলাপের গীতিমালা রচিত হয়েছে।

পদ্মাবতী কাব্যের অনেকগুলি গীতই সঙ্কবা প্রবন্ধ সংগীত। ধ্রুবপদটি নিয়ে গানগুলিতে চারটি অথবা পাঁচটি করে শতক আছে। প্রথমে একটি উদগ্রাহ শতক, অতঃপর মেলাপক, তারপরে ধ্রুবপদ, অবশেষে আভোগ অথবা অন্তরার পদে আভোগ। আভোগের শেষাংশে ভাঙতা। কখনও কখনও ধ্রুবপদ দিয়েই গানের আরম্ভ, তারপরে অন্যান্য অংশগুলি বর্তমান। এক্ষেত্রে একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে দোঁখিয়ে দেওয়া যাক— ( পদটি মেলাপক বর্জিত ধ্রুবপদা গীত )

বিরখে লোচন অম্বুজ সঘন  
আর কি বহন সব কেশা।  
জীবন বচন পহু বিনে নাহি ভায়  
এবে ভেল মরণ সন্দেহা ॥.....( উদগ্রাহ )  
সজনি বাম এসব বিহীনে ভেলা।  
নিঘটন নাথ অনাথিনী ভৈলী  
জনম বিফলে মোর গেলা ॥.....( ধ্রুবপদ )  
মৃগমদ চান্দ নব ফুল পবন  
অবয়ব অধিক জ্বালা।  
অলি পিক চাতক যোরগ কপোত বক  
শ্রুতি কপীট বিশালা ॥.....( অন্তরা )  
হীন আলাওল কহে বিরহিণী বেদন  
শূনি শূনি দ্রবয় পাষণ।  
শ্রীযুত মগন রাসিক সুনায়র  
মহী পুরি কীর্তির বাখান ॥.....( আভোগ ) ( পৃঃ ৩৩৬ )

আবার ধ্রুবপদটি প্রথমে রেখে উদগ্রাহ, মেলাপক, অন্তরা ও আভোগ সহ গীতের দৃষ্টান্ত চিতোর আগমন খন্ডে নাগমতির মিলন সুখোল্লাসের পদ 'আজি সূতের নাহি ওর।' অবশ্য পদ্মাবতী কাব্যের সব গীতই যে প্রবন্ধ সংগীতের এই নির্দিষ্ট অঙ্গ বিভাগ অনুসরণ করে চলেছে তা নয়। প্রথমদিকের অনেকগুলি গানই আকারে অনেক বড়। সেগুলিতে পরবর্তীকালের প্রক্ষেপ-থাকাও অসম্ভব নয়। পূর্নাথিতে পদ্মাবতী কাব্যের গানগুলি এতই বিকৃত যে তার থেকে শূন্যরূপটি বের করে আনা দুঃসাধ্য ব্যাপার।

জয়সীর চৌপাই ছন্দকে ভেঙে আলাওল পদ্মাবতী কাব্যকে মধ্যযুগের পাঁচালীর রূপ দিয়েছিলেন। সেকালের পাঁচালী কাব্যের রীতি অনুযায়ী পদ্মাবতীতেও কাব্যপরিবেষণের তিনপ্রকার রীতি অবলম্বিত হয়েছে। এক বিবৃতিধর্মী পন্নর যা মূলত পাঠ বা সুরে আবৃত্তি করা হত। দুই, গীতিধর্মী লাচারি যা নাচে ও গানে পরিবেষিত হত। তিন, পদ গীত, যা রাগ ও তাল সহযোগে গান করা হত। এই ত্রিবিধ আঙ্গিকের সাক্ষ্য পদ্মাবতীতে আছে। রাগচিহ্নহীন যমকছন্দে আছে পন্নরের পাঠনির্দেশ, রাগযন্ত্র দীর্ঘছন্দের মধ্যে লাচারির চিহ্ন এবং রাগ তালযন্ত্র পদগুলি হল প্রবন্ধ সংগীতের নিদর্শন।

## সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
স্মৃতিখণ্ড	১—২৭	ষট্ ঋতু বর্ণন খণ্ড	২০৬—২১১
সিংহল স্বীপ বর্ণন খণ্ড	২৮—৩৮	নাগমতি বিয়োগ খণ্ড	২১২—২১৫
পদ্মাবতী জন্ম বর্ণন খণ্ড	৩৯—৪৪	নাগমতি সন্দেশ খণ্ড	২১৬—২২১
মান সরোবর খণ্ড	৪৫—৪৮	রত্নসেন বিদায় খণ্ড	২২২—২৩২
শুক খণ্ড	৪৯—৫৩	দেশযাত্রা খণ্ড	২৩৩—২৫৮
রত্নসেন জন্মখণ্ড	৫৪	পদ্মা সমুদ্র খণ্ড	২৩৯—২৫৫
বাণিজ্যর খণ্ড	৫৫—৬০	চিতোর আগমন খণ্ড	২৫৬—২৬২
নাগমতি শুক সংবাদ খণ্ড	৬১—৬৪	রাঘব চৈতন নির্বাসন খণ্ড	২৬৩—২৭২
রাজা শুক সংবাদ খণ্ড	৬৫—৬৭	পদ্মাবতী রূপচর্চা খণ্ড	২৭৩—২৭৬
নর্থশিখ খণ্ড বা পদ্মাবতী রূপবর্ণন খণ্ড	৬৮—৭৯	বাদশাহ আক্রমণ খণ্ড	২৭৭—২৮৭
প্রেম খণ্ড	৮০—৮৫	রাজা বাদশাহ যুদ্ধ খণ্ড	২৮৮—৩০৪
যোগী খণ্ড	৮৬—৯৩	রাজা বাদশাহ সন্ধি খণ্ড	৩০৫—৩০৮
রাজা গজপতি সংবাদ খণ্ড	৯৪—৯৬	চিতোর গড় বর্ণন খণ্ড	৩০৯—৩১৭
বাহির খণ্ড	৯৭—৯৮	রত্নসেন বন্ধন খণ্ড	৩১৮—৩২২
সিংহল স্বীপ খণ্ড	৯৯—১০১	পদ্মাবতী-নাগমতি বিলাপ খণ্ড	৩২৩—৩২৫
মণ্ডপ গমন খণ্ড	১০২	বাদশাহ-দুতী খণ্ড	৩২৬—৩৩১
পদ্মাবতী বিয়োগ খণ্ড	১০৩—১০৪	দেবপাল দুতী খণ্ড	৩৩২—৩৪৮
পদ্মাবতী শুক মিলন খণ্ড	১০৫—১১০	পদ্মাবতী-গোরাবাদল সংবাদ খণ্ড	৩৪৯—৩৫২
বসন্ত খণ্ড	১১১—১১৭	পদ্মাবতী কপট দৌত্য খণ্ড	৩৫৩—৩৫৬
রাজা রত্নসেন-সতী খণ্ড	১১৮—১২২	গোরা বাদল যুদ্ধযাত্রা খণ্ড	৩৫৭—৩৬৩
পার্বতী মহেশ খণ্ড	১২৩—১২৬	গোরা বাদল যুদ্ধ খণ্ড	৩৬৪—৩৮৪
রাজা গড় অবরোধ ( আক্রমণ ) খণ্ড	১২৭—১৩৬	রত্নসেন প্রত্যাবর্তন খণ্ড	৩৮৫—৩৯১
গম্বর্বসেন মন্ত্রী খণ্ড	১৩৭—১৪৬	গোরা নিধন খণ্ড	৩৯২—৩৯৪
রত্নসেন শুলী খণ্ড	১৪৭—১৫২	রত্নসেন-দেবপাল যুদ্ধ খণ্ড	৩৯৫
চৌগান খণ্ড	১৫৩—১৫৯	রত্নসেন সন্ততি খণ্ড	৩৯৬
শাস্ত্রতত্ত্ব খণ্ড	১৬০—১৬৪	রত্নসেন বৈকুণ্ঠবাস খণ্ড	৩৯৭—৩৯৮
রত্নসেন-পদ্মাবতী বিবাহ খণ্ড	১৬৫—১৮৫	পদ্মাবতী নাগমতি সতী খণ্ড	৩৯৯—৪০২
পদ্মাবতী রত্নসেন ভেট খণ্ড	১৮৬—২০৪	খিল খণ্ড	৪০৩—৪০৯
রত্নসেন সাধী খণ্ড	২০৫	পার্লিশিষ্ট	৪১০—৪১৪

পদ্মাবতী



## স্মৃতি খণ্ড

### ছান্দ খোলায়

বিহ্মিলিয়া হিরবাহামা নিরাহিম ।

প্রথমে প্রনাম করি এক করতাল ।

জেই প্রভু<sup>১</sup> জিব দানে স্থাপিল<sup>২</sup> সংসার ॥

করিল পশ্ব<sup>৩</sup>ত আদি জ্যোতির প্রকাশ<sup>৪</sup> ।

তারপরে প্রকট করিল কর্বলাষ<sup>৫</sup> ॥

শৃঙ্গিলেক আগুন<sup>৬</sup> পবন জল ক্ষীতি ।

নানা রংগ শৃঙ্গিলেক কোরে<sup>৭</sup> নানাভাতি ।

শ্রীজিলেক পাতাল মহি স্বর্গ<sup>৮</sup> নর্ক<sup>৯</sup> আর ।

স্থানে স্থানে নানা বশ্ত<sup>১০</sup> করিল প্রচার ॥

শৃঙ্গিলেক সপ্ত<sup>১১</sup> মহি এ সপ্ত ব্রহ্মাণ্ড ।

চতুর্দশ ভবন<sup>১২</sup> শৃঙ্গিল খন্ড খন্ড ।

শৃঙ্গিলেক দিবাকর শশি দিবা রাতি ।

শৃঙ্গিলেক নৈক্ষত্র নির্মল পাতি পাতি ॥

শৃঙ্গিলেক শূন্যতল গ্রন্থ রৈদ্র আর<sup>১৩</sup> ॥

করিল মেঘের মাঝে বিদ্যত সঞ্চার ॥

শৃঙ্গিলেক<sup>১৪</sup> সমুদ্র মেরু জলচর কুল ।

শিঞ্জিলেক ছিঁপি মস্তা রত্ন বহু মূল<sup>১৫</sup> ॥

শৃঙ্গিলেক বনতরু পক্ষী নানা ব্যাধ<sup>১৬</sup> ।

শৃঙ্গিলেক নানা রোগ নানান ঔষধ<sup>১৭</sup> ॥

১ সে জে ২ শ্রীজিলা ৩ করিলেক সশ্ব<sup>৪</sup> আদি যুতির  
প্রকাশ ৪ আকাশ ৫ শ্রীজিলেক্ত আনল ৬ করি ৭ নরকা  
৮ নর্ক ৯ শ্রীজিলেক প্রভু ১০ ভবন ১১ শ্রীজিলেক  
সীত গ্রন্থ রৈদ্র ছায়্যা আর ১২ শ্রীজিল ১৩ শ্রীজিলেক ছিপে  
মুতি রতন বহুল ১৪ শ্রীজিলেক বনচর পশু চতুর পদ ১৫  
সমুদ্র

\* মন্তব্য—জায়সীর অস্তর্দ্বিত্বশেডের প্রথম স্তবকের অনুবাদে আলাওল যথাসম্ভব মূলানুগ । জায়সীর অন্য দুটি  
কাব্যের মতো এই কাব্যের স্তর্দ্বিত্বশেডও কোরণ ও হাদিসের অনুসরণে জ্যোতিষস্বরূপ ঈশ্বরের যে স্তর্দ্বিত্ব  
আছে আলাওল তাকেই অনুসরণ করেছেন । তবে জায়সী প্রথমচরণে ঈশ্বরকে যেখানে স্মরণ করেছেন,  
আলাওল সেখানে প্রণাম করেছেন ।

দ্বিতীয় স্তবকের অনুবাদে আলাওল জায়সীর কিছু কিছু অংশ বর্জন করেছেন । বিশেষ করে অস্তর্দ্বিত্ব  
শেডের দ্বিতীয় স্তবকের তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের এবং সপ্তম থেকে দশ চরণের অনুবাদ আলাওলের  
রচনায় বর্জিত ।

বিহ্মিলিয়া প্রভুর নাম আরম্ভ প্রথমে ।

আদ্য মূল শির সেই শোভিত উত্তমে ॥\*

প্রথমে প্রণাম করি এক করতাল ।

যেই প্রভু জীবদানে শৃঙ্গিলা সংসার ॥

করিল প্রথম আদি জ্যোতির প্রকাশ ।

তারপরে প্রকট করিল কর্বলাস ॥

শৃঙ্গিলেক আগুন পবন জল ক্ষীতি ।

নানারংগে শৃঙ্গিলেক করি নানা ভাতি ॥

শৃঙ্গিলেক পাতাল মহী স্বর্গ নর্ক আর ।

স্থানে স্থানে নানাবর্ণ করিল প্রচার ॥

শৃঙ্গিলেক সপ্ত মহী সপ্ত ব্রহ্মাণ্ড ।

চতুর্দশ ভবন শৃঙ্গিলা খন্ড খন্ড ॥ (জা. ১)

শৃঙ্গিলেক দিবাকর শশি দিবারাতি ।

শৃঙ্গিলেক নক্ষত্র নির্মল পাতি পাতি ॥

শৃঙ্গিলেক শীত গ্রীষ্ম রৌদ্র ছায়া আর ।

করিল মেঘের মাঝে বিদ্যুৎ সঞ্চার ॥

শৃঙ্গিলেক সমুদ্র মেরু জলচর কুল ।

শৃঙ্গিলেক ছিঁপি মস্তা রত্ন বহু মূল ॥

শৃঙ্গিলেক বনতরু পক্ষী নানা ব্যাধ ।

শৃঙ্গিলেক নানা রোগ নানান ঔষধ ॥ (জা. ২)

\*. পুঁথিতে নেই, বটতলার ছাপা গ্রন্থে আছে

শব্দার্থ টীকা : করতাল—কর্তা (ঈশ্বর) তুঁ করতাল (জা)

কর্বলাস—কৈলাস তুঁ কর্বলাস (জা)

নর্ক—নরক

ছিঁপি—শূন্য তুঁ সীপ (জা)

মূল—মূল্যবান



শৃঙ্গিয়া<sup>১</sup> মানব রূপ করিল মহত<sup>২</sup> ।  
 অন্ন<sup>৩</sup> আদি নানা বিধি দিয়াছে<sup>৪</sup> ভোগত ॥  
 শৃঙ্গিলেক নৃপতি ভুঞ্জয় যুধরাজ<sup>৫</sup> ।  
 হস্তি অশ<sup>৬</sup> নর আদি দিছে তার সাজ ॥  
 শৃঙ্গিলেক নানা দ্রব্য<sup>৭</sup> এ ভোগ ভিলাস<sup>৮</sup> ।  
 কাকে কল্যা ইশ্বর কাহাকে কল্যা দাস ॥  
 কাকে কল্যা শূক ভোগ<sup>৯</sup> সতত আনন্দ ।  
 কেহ দঃখ<sup>১০</sup> উপবাসি চিন্তাযুক্ত ধন্দ ॥  
 আপনা প্রচারে হেতু শৃঙ্গিল জিবন ।  
 নিজ ভয় দুসাইতে শৃঙ্গিল মরণ ॥  
 কাকে কল্যা ভিক্ষুক কাহাকে কল্যা ধনি ।  
 কাকে কল্যা নিগুনি কাহাকে কল্যা গুনি ॥  
 কাকে কল্যা নিখিলি কাহাকে বলি আর ।  
 ছার হস্তে নিৰ্ম্মায়া করয় পুনি ছার ॥  
 শৃঙ্গিতে অনন্ত রূপ নাহি বন্দ ছন্দ ।  
 তাহাকে বাসিয়া পুনি করে কেস বন্দ ॥  
 শৃঙ্গিন্দ শৃঙ্গিল<sup>১১</sup> প্রভু স্বর্গ আকলিতে ।  
 শৃঙ্গিলেক দঃখ<sup>১২</sup> নরক জানাইতে<sup>১৩</sup> ॥  
 মিষ্ট<sup>১৪</sup> রস শৃঙ্গিলেক<sup>১৫</sup> কৃপা অনুরোধ ।  
 তিস্ত কটু কসা শৃঙ্গি জানাইল ক্রোধ ॥  
 পুষ্পে<sup>১৬</sup> জন্মাইল মধু গোপত আকার ।  
 শৃঙ্গিয়া মোক্ষকা<sup>১৭</sup> কল্যা তাহার প্রচার ॥  
 যুরাসুর রাক্ষস গম্বব্য অপচর<sup>১৮</sup> ।  
 কিট পিপীলিকা আদি জতো চরাচর<sup>১৯</sup> ॥\*  
 অষ্টদশ সহস্র বরন অনুপাম ।  
 ভূপতি বলিতে হৈল সিম্ব মনস্কাম ॥  
 এথেক<sup>২০</sup> শ্রীজিতে তিন না হৈল বিলম্ব ।  
 অন্তরীক্ষ ঘটিয়া<sup>২১</sup> রাখিছে বিনি শ্বশুভ ॥

১ শৃঙ্গিয়া ২ মোহত ৩ অন্য ৪ আছে জে ৫ শৃঙ্গিলেক  
 নরপতি যুধে ভুঞ্জ রাজ ৬ ঘোরা ৭ শৃঙ্গিলেক দৈবধন  
 ৮ বিলাস ৯ দিল যুধ ভোগ ১০ দৃষ্টি ১১ যুগলি শৃঙ্গিয়া  
 ১২ জান পাইতে ১৩ মীষ্ট ১৪ শৃঙ্গিলেক ১৫ পুষ্পে  
 ১৬ শৃঙ্গিয়া কিটীকা ১৭ গম্বব্য চরাচর ১৮ জখ অপচর  
 \* বাংলা একাডেমীর পুথিতে এরপর অতিরিক্ত দু পংক্তি  
 বসতি অক্ষর তিন ব্লক উপসম ।  
 \*বাসধারি লখ আর স্থাবর জগম ॥  
 ১৯ এসব ২০ অন্তরীক্ষে গগন

শৃঙ্গিয়া মানবরূপ করিল মহৎ ।  
 অন্ন আদি নানাবিধ দিয়াছে ভোগত ॥  
 শৃঙ্গিলেক নৃপতি ভুঞ্জয় সুধরাজ ।  
 হস্তী অশ্ব নর আদি দিছে তার সাজ ॥  
 শৃঙ্গিলেক নানা দ্রব্য এ ভোগ বিলাস ।  
 কাকে কৈল ইশ্বর কাহাকে কৈল দাস ॥  
 কাকে কৈল সুখ ভোগ সতত আনন্দ ।  
 কেহ দঃখ উপবাসী চিন্তাযুক্ত ধন্দ ॥  
 আপনা প্রচার হেতু শৃঙ্গিল জীবন ।  
 নিজ ভয় দশাইতে শৃঙ্গিল মরণ ॥  
 কাকে কৈল ভিক্ষুক কাহাকে কৈল ধনী ।  
 কাকে কৈল নিগুণী কাহাকে কৈল গুণী ॥  
 কাকে কৈল নিবলী কাহাকে বলী আর ।  
 ছার হোস্তে নিৰ্ম্মায়া করএ পুনি ছার ।  
 শৃঙ্গিতে অনন্তরূপ নাহি বন্দ ছন্দ ।  
 তাহারে বাসিয়া করু কথা অনুবন্দ ॥ (জা. ৩)  
 শৃঙ্গিন্দ শৃঙ্গিয়া প্রভু স্বর্গ আকলিতে ।  
 শৃঙ্গিলেক দঃখ নরক জানাইতে ॥  
 মিষ্ট রস শৃঙ্গিলেক কৃপা অনুরোধ ।  
 তিস্ত কটু কসা শৃঙ্গি জানাইল ক্রোধ ॥  
 পুষ্পে জন্মাইল মধু গোপত আকার ।  
 শৃঙ্গিয়া মক্ষিকা কৈল তাহার প্রচার ॥  
 সুরাসুর রাক্ষস গম্বব্য অপসর ।  
 কীট পিপীলিকা আদি যত চরাচর ॥  
 অষ্টদশ সহস্র বরণ অনুপাম ।  
 ভূগুতি বশিতে হৈল সিম্ব মনস্কাম ॥  
 এথেক শৃঙ্গিতে তিল না হৈল বিলম্ব ।  
 অন্তরীক্ষে গগন রাখিছে বিনিস্তম্ভ ॥ (জা. ৪)

১. আ

শব্দার্থ টীকা : ভোগত—ভোগের জন্য  
 ছার—ভক্ষ, খেলা তু ছার (জায়সী)  
 অনুবন্দ—আরম্ভ আকলিতে—আকলিতে  
 ভূগুতি—ভোগ্য প্রব্যাদি

মন্তব্য—ভূগুতি শব্দের অনুবাদে মূলের সপ্তম ও অষ্টম  
 চরণ দুটি অনুপস্থিত । চতুর্থ শব্দের অনুবাদেও  
 আলাওল মূলের আংশিক অনুসরণ করে আধিকাংশ  
 ক্ষেত্রেই ভাবানুবাদ করেছেন ।

সেই ধনপতি সব জাহার<sup>১</sup> সংসার ।  
 সকলোরে দেয় দান<sup>২</sup> না টুটে ভান্ডার ॥  
 গরু<sup>৩</sup> করি পিপীলিকা বর ক্ষুদ্রাকার<sup>৪</sup> ।  
 কাকে নাহি বিশ্বরয়<sup>৫</sup> দিয়াছে আহার ॥  
 সকলের উপরে<sup>৬</sup> তাহার<sup>৭</sup> দৃষ্টি আছে ।\*  
 কিবা মিত্র কিবা শত্রু কাকে নাই বাছে ।  
 হেন দাতা আছে কথা য়ন জগজন ।  
 সবাকে খাওয়া পুণি না খায় আপন ॥  
 জীবন আহার দানে করিছে আশ্বাস ।  
 সকলের আসা সেই আপনে নৈরাস ॥  
 জোগে জোগে করে দান না টুটে ভান্ডার ।  
 জগজনে জেই দেশত সেই দান তার ॥

আদি আস্ত সংসারে সেই সে এক রাজা ।  
 ত্রিলোকের জীবজন্তু করে জারে পূজা ॥  
 সবানের সীর পরে সেই সে ইশ্বর ।  
 জারে চাহে তারে তুলি করে রাজর্ধর ॥  
 নিরূপক কে তিলে রথের প্রমাণ ॥  
 আর এক নাই তার দোসর সমান ॥  
 পর্বত করএ রেণু দেখে সর্বলোক ।  
 হস্তিরে করএ পিপীলিকা সমজোক ॥  
 জেই ইচ্ছা সেই করে কেহু নই জানে ।  
 মনে সীম্ব অম্ব ধন্দ জে করে আপনে ॥  
 সে ক্ষমো ঘটে পুণি সকল ভাঙ্গএ ।  
 ভাঙ্গিয়া ঘটাএ পুণি জেই মনে লএ ॥

সেই ধনপতি সব বাহার সংসার ।  
 সকলোরে দেশত নিতি না টুটে ভান্ডার ॥  
 জখ জীব পশু পক্ষী পিপীলিকা আর ।  
 কাকে নাহি বিশ্বরয় দিয়াছে আহার ॥  
 সভানের উপরে তাহান দৃষ্টি আছে ।  
 কিবা মিত্র কিবা শত্রু কাকে নাই বাছে ॥  
 হেন দাতা আছে কোথা শুন জগজন ।  
 সভাকে খাওয়ায় পুণি না খায় আপন ॥  
 জীবন আহার দানে করিছে আশ্বাস ।  
 সকলের আশা পুরে আপনে নৈরাস ॥  
 যুগে যুগে করে দান না টুটে ভান্ডার ।  
 জগ জনে যেই দেশত সেই দান তার ॥ (জা. ৫)

আদি অস্ত সংসারে সেই এক রাজা ।  
 ত্রিলোকের জীবজন্তু করে যারে পূজা ॥  
 সভানের শির পরে সেই সে ঈশ্বর ।  
 যারে চাহে তারে তুলি করে রাজর্ধর ॥  
 নৃপকে করএ তিলে রথের প্রমাণ ।  
 আর কেহ নাহি তান দোসর সমান ॥ \*  
 পর্বত করএ রেণু দেখে সর্বলোক ।  
 হস্তীরে করএ পিপীলিকা সমযোগ ॥  
 যেই ইচ্ছা সেই করে কেহ নাহি জানে ।  
 মনে বৃদ্ধি অম্ব ধন্দ তাহার কারণে<sup>২</sup> ॥  
 সেই সে সকল গড়ে সকল ভাঙ্গয়<sup>৩</sup> ।  
 ভাঙ্গিয়া গঠএ পুণি যেই মনে লয় ॥ (জা. ৬)

১ আর সকল ২ দেশত নিতি ৩ জখ জিব পশু পক্ষি পিপীলিকা  
 আর ৪ বিশ্বরয় ৫ সভানের ৬ তাহান  
 \* এর পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিটি খণ্ডিত । পাঁচটি পাতা  
 নেই । খণ্ডিত অংশটুকুতে বাংলা একাডেমীর পুঁথির পাঠ  
 নেওয়া হল ।

১. আ  
 ২. শ  
 শব্দার্থ টীকা : রথ—দরিদ্র, ভিক্ষুক

মন্তব্য—পঞ্চম শতকের অনুবাদে আলাওল মুলানুসারী । তবে জায়সীর অন্তিম ও নবম চরণ দুটি আলাওল  
 বর্জন করেছেন ।  
 ষষ্ঠ শতকের অনুবাদে আলাওল জায়সীর নয় থেকে বারো চরণ পর্যন্ত চারটি পংক্তি বর্জন করেছেন ।  
 তৃতীয় চরণ থেকে ষষ্ঠ চরণের ভাববস্তু আলাওলের রচনায় ষষ্ঠ পরিবর্তিত ।

অলঙ্ক আত্রত সে অনন্ত রূপকতা ।  
 তাহা হস্তে সকল সেই সে জগহর্জা ॥  
 প্রকটে গোপতে আছে সবাক জে ব্যাপী ।  
 ধার্মিকে জে চিনে তাকে না চিনএ পাপী ॥  
 তাতে মাতা দাড়া ষুতা সকল বর্জিত ।  
 সোদড়া কদুদুশ্ব আর সম্বন্দ রহিত ॥  
 আপনে শ্রিজক সেই না হএ শ্রিজন ।  
 জেন ছিল তেন আছে থাকিব তেমন ॥  
 জেই জনে আন ভাবে সেই মর্খ রন্দ ।  
 দিন চারি বিলম্বে মরিব হইব ধন্দ ॥  
 জেই ইচ্ছা করিল করিব সেই ভাব ।  
 বর্জিতে না পারে কেহ অপচএ লাভ ॥

এই বিশ্বা ছিল প্রভু করি আশ্ব জ্ঞান ।  
 জেমতে পদ্রানে আইগে করিচে বাখান ॥  
 বিনি জিবে জিএ জিব করে কার কর্ম ।  
 জিহ্না বিনে বাক্য কহে কেবা জানে মর্ম ॥  
 অনাদোহি মন প্রভু কর্ণ বিনে ষুনে ।  
 হিআ বিনে ভূত ভবিষ্যত সর্ব গুনে ॥  
 চোক্ষ বিনে হেরে সব পদ বিনু গতি ।  
 কন রূপ সম নহে অনন্ত মুরতি ॥  
 শ্তান বিবর্জিত সেই আছে সর্বটাম ।  
 রূপ গুণ বহিভূত নিরমল নাম ॥  
 কাহাকে না মিসে সর্বটাম ভরিপদুর ।  
 দৃষ্টিমন্ত নিকটে মর্খ অন্দ ঘোর ॥

অলঙ্ক অরূপ অবরণ সেই কর্তা<sup>১</sup> ।  
 তাহা হস্তে সকল সেই জগত হর্তা<sup>২</sup> ॥  
 প্রকট গোপত আছে সভাকারে<sup>৩</sup> ব্যাপি ।  
 ধার্মিক চিহ্ন তাতে না চিহ্ন পাপী<sup>৪</sup> ॥  
 তাতে মাতা দারা সূতা সকল বর্জিত ।  
 সোদর কদুদুশ্ব নাহি<sup>৫</sup> সম্বন্দ রহিত ॥  
 আপনে সৃজক সেই না হয় সৃজন ।  
 যেন ছিল তেন আছে থাকিব তেমন ॥  
 যেই জনে আন ভাবে সেই মর্খ অন্দ ।  
 দিন চারি বিলম্বে মরিব হইব ধন্দ ॥  
 যাহা ইচ্ছা তাহা করে করে যাহা ভাবে<sup>৬</sup> ।  
 বর্জিতে না পারে কেহ অপচয় লভে ॥ (জা. ৭)

এই বিধি চিহ্ন প্রভু করিয়া যে জ্ঞান<sup>১</sup> ।  
 যেমতে পদ্রাণে আগে করিছে বাখান ॥  
 বিনি জীব জিবে জীব করে কার কর্ম ।  
 জিহ্না বিনে বাক্য কহে কে জানিব<sup>২</sup> মর্ম ॥  
 অনাদোহি মন প্রভু কর্ণ বিনু শুন ।  
 হিআ বিনু ভূত ভবিষ্যৎ সর্ব গুণি ॥  
 চক্ষু বিনু হেরি পথ পথ বিনু গতি<sup>৩</sup> ।  
 কোন রূপ সম নহে অনন্ত মুরতি ॥  
 স্থান বিবর্জিত মাত্র<sup>৪</sup> আছে সর্বটাম ।  
 রূপ গুণ বহিভূত নিরমল নাম ॥  
 কাহাতে<sup>৫</sup> না মিশে সর্ব টামে ভরিপদুর ।  
 দৃষ্টিমন্ত নিকটেতে মর্খ অন্দে দুর<sup>৬</sup> ॥ (জা. ৮)

১. আ ২. আ ৩. শ ৪. আ ৫. আ ৬. শ  
 ৭. আ ৮. হ ৯. আ ১০. শ ১১. আ ১২. আ

শব্দার্থ টীকা : অনাদোহী—অগ্গহীন তু<sup>১</sup> জন নাহী (জা)

দৃষ্টিমন্ত...দুর—জ্ঞানীর কাছে তিনি নিকটে, মর্খ  
 অপেক্ষে কাছে অনেক দুরে ।

মন্তব্য—সপ্তম শতকের অনুবাদে আলাওল জায়সীর ভাষা পর্যন্ত অনূসরণ করেছেন । কেবল এই শতকের  
 আট থেকে দশ পর্যন্ত অনুবাদ আলাওলের রচনার অনূসৃত । আর জায়সীর দোহা অংশটি  
 আলাওলে পরিবর্তিত ।  
 অষ্টম শতকের অনুবাদে আলাওল মূলনিষ্ঠ ; জায়সীর ষষ্ঠ ও সপ্তম চরণদ্বাটী একত্রিত হয়ে আলাওলের  
 পঞ্চম চরণটি গঠিত হয়েছে ।

আর জথ দিআছে<sup>১</sup> রত্ন অমূল্যত ।  
 না জানএ মর্খ<sup>২</sup> তার মর্ম<sup>৩</sup> কদাচিত ॥  
 দরসন দিআয়াছে চৌক প্রতি যুতি ।  
 যুনিবার হেতু<sup>৪</sup> জান দিআয়াছে প্রুতি ॥  
 বাক প্রকাসের হেতু<sup>৫</sup> রোসনা প্রসাদ ।  
 হাস্য লাগী দসন লইতে নানা শ্বাদ ॥  
 শ্বেষর সন্দ নিবিস্তে করিছে কণ্ট দান ।  
 হস্ত পশ্ব অস্তি সব দিছে স্তানে স্তান ॥  
 ভিন ভিন কার্জ<sup>৬</sup> নিষুজিছে সবাকারে ।  
 একের কর্তব্য<sup>৭</sup> আনে করিতে না পারে ॥  
 এ সকল রত্ন পাইআছে জনে জনে ।  
 তথাপী দাতার মর্জাদা কেবা জানে ॥  
 জাহাকে করিছে প্রভু এক রত্নহীন ।  
 সেই সে জানএ মর্ম<sup>৮</sup> পাই পরাচিন ॥  
 জীবনের মর্ম<sup>৯</sup> জানে জার জিন্য কায়ে ।  
 সৌস্থ মর্ম<sup>১০</sup> জানএ অসৌস্থ জার গাএ ॥  
 যুখী মর্ম<sup>১১</sup> দুষ্কজনে না জানে রাজন ।  
 বৈশ্বাএ না জানে কভু<sup>১২</sup> প্রাণের বেদন ॥  
 অনন্ত অপার ক্রিতি সেই নিরাজন ।  
 কহিতে অসৈক্য কথা না জাএ কহন ॥  
 সন্ত শ্বর্গ<sup>১৩</sup> সন্ত মর্হি<sup>১৪</sup> ব্রিক্স পত্র জথ ।  
 সন্ত শূন্য ভরি জদি সজাএ কাগত ॥  
 এ সন্ত সাগর আদি জথ নদা নদি ।  
 ডিগী পুষ্করিণী<sup>১৫</sup> আদি মসী হএ জদি ॥  
 জৈন্দাবদি বানাএ সকল ব্রিক্স সাখা ।  
 জথ হএ লোম আর পক্ষি অংগ পাখা ॥

আর যত দিয়াছে<sup>১</sup> রত্ন অমূল্যত  
 না জানএ মর্খ<sup>২</sup> তার মর্ম<sup>৩</sup> কদাচিত ॥  
 দরশন হেতু<sup>৪</sup> দিয়া আছে চক্ষু জ্যোতি<sup>৫</sup> ।  
 প্রুতি হেতু<sup>৬</sup> দিয়াছে শ্রবণ মধ্যে প্রুতি<sup>৭</sup> ॥  
 বাক্য শটরস<sup>৮</sup> হেতু<sup>৯</sup> রসনা প্রসাদ ।  
 হাস্য লাগি দশন লইতে নানাম্বাদ ॥  
 সুশ্বর কহিতে করিছে কণ্ঠদান<sup>১০</sup> ।  
 অস্থি সব আদি যত দিছে স্থানে স্থান<sup>১১</sup> ॥  
 ভিন্ন ভিন্ন কার্যে<sup>১২</sup> নিষুজিছে সভাকারে ।  
 একের কর্তব্য<sup>১৩</sup> আনে করিতে না পারে ॥  
 এ সব রতন<sup>১৪</sup> পাইয়াছে জনে জনে ।  
 তথাপিহ দাতার মর্জাদা কে বা জানে ॥  
 বাহারে করিছে প্রভু এক রত্নহীন ।  
 সেই সে জানএ মর্ম<sup>১৫</sup> হই অতিক্রীণ<sup>১৬</sup> ॥  
 যৌবনের মর্ম<sup>১৭</sup> জানে জরাজীর্ণ<sup>১৮</sup> কায় ।  
 সুস্থ মর্ম<sup>১৯</sup> জানএ অসুস্থ যার গায় ॥  
 সুখ মর্ম<sup>২০</sup> দুঃখী জনে না জানে রাজন ।  
 বশ্য্য জনে নাহি জানে প্রসব বেদন<sup>২১</sup> ॥ (জা. ৯)  
 অনেক অপার অতি প্রভুর করণ<sup>২২</sup> ।  
 কহিতে অশক্য কথা না যায় কহন ।  
 সন্ত সর্গ<sup>২৩</sup> সন্ত মর্হী<sup>২৪</sup> বৃক্ষপত্র যত ।  
 সন্ত শূন্য ভরি যদি সৃজএ কাগত ॥  
 এ সন্ত সাগর আদি যত নদনদী ।  
 দীঘি পুষ্করিণী<sup>২৫</sup> কুপ<sup>২৬</sup> মসি হয় যদি ॥  
 যাবত বনাগ্নে যত সকল বৃক্ষ শাখ<sup>২৭</sup> ।  
 যত লোমাবলী আর যত পক্ষীপাখ<sup>২৮</sup> ॥

১. আ ২. আ ৩. আ ৪. শ ৫. শ ৬. হ  
 ৭. আ ৮. আ ৯. শ ১০. আ ১১. শ ১২. আ  
 ১৩. আ

শব্দার্থ টীকা : কাগত—কাগজ তু<sup>১</sup> কাগদ (জা)

মন্তব্য—নবম স্তবকের অনূর্বাণি কিছুটা ব্যাখ্যামূলক, মূল থেকে অনেকটা অভিনব । স্তবকের শেষে আছে  
 বিন্যাসগত ক্রমভঙ্গ । এ ছাড়া অনূর্বাদেও আশ্রিত আছে । ‘বাজা’ শব্দটির অর্থ বাজে, আলাওল বাজা  
 অর্থে ধরে বশ্য্য্য নারীর প্রসঙ্গ এনেছেন ।

প্রিথিমিতে রেন্দু স্বর্গে জ্বল তারা ।  
 জ্বল জ্বলত জ্বল শ্বাস বরিসের ধারা ॥  
 জোগে জোগে বসী জর্দি অস্তদ করএ ॥  
 সহস্র ভাগের পুর্নি এক ভাগ লএ ॥  
 সংসারের গুর্নি জ্বল গুর্নি প্রকটীল ।  
 সেই সমুদ্রের এক বিন্দু না টুটীল ॥  
 এথেকে জানিঅ সবে গর্ব অনর্চিৎ ।  
 গর্বধারী জগত এ উনমস্ত চরিত ॥  
 বর গুণবন্ত স্বামী জানিঅ নিশ্চএ ।  
 বহুগুণস্বাতা গুর্নি নিমিসে শ্রিজএ ॥

রচন না জাএ জার শ্রিজন ঝপার ।  
 কেমতে বর্ণিব সেই শ্রিজন তাহার ॥  
 বৃন্দ্র প্রকাশ মোর তত দূর নাই ।  
 অস্তদ কেমতে মূই করিমু গোসাই ॥  
 ভাবিতে চিন্তিতে বৃন্দ্র পাই পড়াভাব ।  
 সেই পশ্চে অশ্বনেরে মারএ সম্পব ॥  
 কৃপামএ স্বামী বাল আছে এক ছাএ ।  
 তে কারণে কবিকুলে রণগুণ গাএ ॥  
 কৃপার সমুদ্রে জর্দি উটীল তরণ ।  
 কৃমতি দরীদ্র দৃষ্টি সেবা হএ ভণ ॥  
 এই কৃপা কর প্রভু দয়াল চরিত ।  
 তোমার সোখার গুণ গাহিমু কৃষ্ণত ॥

পৃথিবীর যত<sup>১</sup> রেণু স্বর্গে যত তারা ।  
 জীব যেক শ্বাস আর বরিসার ধারা<sup>২</sup> ॥  
 যুগে যুগে বসি যদি অস্তত লেখয়<sup>৩</sup> ।  
 সহস্র ভাগের এক ভাগ নাহি হয়<sup>৪</sup> ॥  
 সংসারের গুণী যত গুণ প্রকটিল ।  
 এহি সমুদ্রের একবিন্দু না টুটিল ॥  
 এতেক জানিয়া সব গর্ব অনর্চিত ।  
 গোরব করএ যেই উমস্ত চরিত<sup>৫</sup> ॥  
 বড় গুণবন্ত স্বামী যেই মনে হয়<sup>৬</sup> ।  
 বহুগুণস্বাতা গুণী নিমিসে সৃজয় ॥ (জা.১০)

বর্ণন<sup>৭</sup> না যায় যার সৃজন অপার ।  
 কেমতে বর্ণিব<sup>৮</sup> সেই সৃজন তাহার ॥  
 বৃন্দ্র প্রকাশ মোর তত দূর নাই ।  
 অস্তদ কেমনে তোর<sup>৯</sup> করিমু গোসাই ॥  
 ভাবিতে চিন্তিতে বৃন্দ্র পায় পরাভব ।  
 সেই পশ্চে অশ্ব ঘোর মনের সৈম্ব<sup>১০</sup> ॥  
 কৃপাময় স্বামী বাল আছে এককায়<sup>১১</sup> ।  
 তে কারণে কবিকুল নিতি<sup>১২</sup> গুণ গায় ॥  
 কৃপার সমুদ্রে যদি উঠিল তরণ ।  
 কৃমতি-দারিদ্র্য দৃষ্টি সেনা<sup>১৩</sup> হয় ভণ ॥  
 এই কৃপা কর প্রভু দয়াল-চরিত ।  
 তোমার সখার গুণ গাহিমু কৃষ্ণত ॥

১. হ ২. শ ৩. অ ৪. স ৫. অ ৬. অ ৭. অ  
 ৮. অ ৯. অ ১০. অ ১১. অ ১২. অ ১৩. অ

মন্তব্য—দশম শতকের অনুবাদে আলাওল জাঙ্গসীকে সঠিকভাবেই অনুসরণ করেছেন ।

পরবর্তী শতকটি আলাওলের নিজস্ব সংযোজন । হজরত মহম্মদের গুণকীর্তনের জন্য এই শতকে  
 আলাওল স্বাধীনভাবে বিধাতার কাছে সামর্থ্য প্রার্থনা করেছেন ।

## হজরত ছেফত ও চারি আছহাবের বয়ান

পূর্বেতে আছিল প্রভু নৈরূপ আকার ।  
 ইচ্ছিলেস্ত নিজরূপ করিতে প্রচার ॥  
 নিজ সোখা মোহাম্মদ প্রথমে শ্রীজিলা ।  
 সে যদুতির মূলে ত্রিভুবন নিম্মাইলা ॥  
 সে সকল জ্ঞানকথা কহিতে অপার ।  
 সমুখেতে পোস্তকের আছে মোহাভার ॥  
 তাহান পীরিতে প্রভু শ্রীজিলা সংসার ।  
 আপনে কহিছে প্রভু কোরান মাজার ॥  
 সেই দিন যদুতিএ উম্মজল ত্রিভোবন ।  
 হইল নিম্মল জগ পাতক নাসন ॥  
 অন্ধকার ছিল আর নর পাপসীন ।  
 পদ্য প্রকাশের হেতু তান দিন দিন ॥  
 অঙ্গুল ইণ্ডিতে চন্দ্র দহই করে খণ্ড ।  
 ঘনমালা জার সীরে পরে নব ডণ্ড ॥  
 বনমীগ জাহাকে গেলেস্ত লাগাদিআ ।  
 বনান্তরে জাই পদনি আসীল ফিরিয়া ॥  
 ছায়্যা হিন কায়্যা সাক্ষ না পরএ গাএ ।  
 বাক্ষধারি হই সপে জার গদন গাএ ॥  
 মহিমা কতেক কৈব মদই মতি হিনে ।  
 জার গদন কোরাণেতে কহিছে আপনে ॥  
 পাপ পদ্য যখনে পদচিব করতার ।  
 আগু হই করিবেক নারিক উম্মার ॥

পূর্বেতে আছিল প্রভু নৈরূপ আকার ।  
 ইচ্ছিলেস্ত নিজ রূপ করিতে প্রচার ॥  
 নিজ সখা মহাম্মদ প্রথমে সৃজিলা ।  
 সেই সে জ্যোতির মূলে ভুবন নির্মালা<sup>১</sup> ॥  
 সে সকল জ্ঞান কথা কহিতে অপার ।  
 সমুখে পদ্যক কথা আছে অতি ভার<sup>২</sup> ॥  
 তাহান পীরিতে প্রভু সৃজিল সংসার ।  
 আপনে কহিছে প্রভু কোরাণ মাঝার ॥  
 সেই দীপ জ্যোতিএ<sup>৩</sup> উম্মজল ত্রিভুবন ।  
 হইল নিম্মল জ্যোতি<sup>৪</sup> পাতক নাশন ॥  
 অন্ধকার ছিল পম্ব নর পাপলীন<sup>৫</sup> ।  
 পদ্য প্রকাশের হেতু হৈল তান দিন<sup>৬</sup> ॥  
 অঙ্গুলি ইণ্ডিতে যার চন্দ্র দহই খণ্ড<sup>৭</sup> ।  
 ঘনমালা যার শিরে ধরে<sup>৮</sup> নবদণ্ড ॥  
 বন-মৃগ যাহার লনকা অরপিয়া<sup>৯</sup> ।  
 বনান্তরে যাই পদনি আইল ফিরিয়া ॥  
 ছায়্যাহীন কায়্যা না পরশে মাক্ষিকায়<sup>১০</sup> ।  
 বাক্যধারী হৈয়া সপ<sup>১১</sup> যার গদন গায় ॥  
 মহিমা কতেক কৈব মদই মতিহীনে ।  
 যার গদন কোরাণে কহিছে নিরঞ্জনে<sup>১২</sup> ॥  
 পাপ পদ্য যখনে পদচিব করতার ।  
 আগু হইয়া করিবেক নারকী উম্মার ॥ (জা.১১)

১. আ ২. আ ৩. শ ৪. শ ৫. আ ৬. আ ৭. আ  
 ৮. আ ৯. আ ১০. হ ১১. আ

মন্তব্য—হজরত ছেফত ও চারি আছহাবের বিবরণ অংশের শ্তবক দুটি জায়সীর অস্তদুতিখণ্ডের একাদশ ও দ্বাদশ  
 শ্তবকের ভাবানুসারে রচিত । শ্তবকদুটি হুবহু অনুবাদ নয় । এই অংশে আলাওলের কোরাণ ও  
 হাদিস সম্পর্কে নিবিড় অধ্যয়ন ও গভীর জ্ঞানের পরিচয় আছে । বিশেষতঃ ইসলাম ধর্মগ্রন্থ থেকে যে  
 সব পৌরাণিক অনুসঙ্গের উল্লেখ আছে, যথা মহাম্মদের চন্দ্রকে শ্বখিণ্ডিত করা, বনমৃগী প্রসঙ্গ, সপের  
 বাক্ষশক্তি লাভ ইত্যাদি জায়সীতে নেই, আলাওলের নিজস্ব সংযোজন ।

চারি মীঠ রহুলের মৈক্ষ মোহাদাতা ।  
 দোহ জগে নির্ম্মল শ্রিজিলা বিদস্তা ॥  
 প্রথমে ছিঁদিক পীর মহন্তম স্তান ।  
 এক করতার হেন আনিল ইমান ॥  
 দোঅজে উমর পদ্বিন খস্তারের স্দত ।  
 শ্রিভুবন জিনিল্যাবন্ত অদভূত ॥\*  
 শ্রিতিএ গুমান ধির জগ জিনি দাতা ।  
 গ্রহান্ত করিলা জেই কোরাণের কথা ॥<sup>১</sup>  
 চতুর্থে আমির আলি<sup>২</sup> সিগ বালি আর ।  
 শ্রিজগতে<sup>৩</sup> নাই তান সমান যুজার ॥  
 চারি এক একে চারি<sup>৪</sup> এক গতি মতি ।  
 এক বাক্য এক ভাব এক পস্তে পশিত ॥<sup>৫</sup>  
 চারি মোহন্তের জেই করে ভাব হিন<sup>৬</sup> ।  
 পরিতে নরক ঘোর এই তার চিন ॥  
 জানাইলা জথ বিধি কোরান গ্রহান্ত ।  
 জে জন বিপস্ত রত্ন<sup>৭</sup> দেখাইলা পান্ত ॥  
 দিনের গৃহের চারি স্তম্ভ চারি জন ।  
 অপার মহিমা জার ন জাএ কহন ॥  
 এ থেকে সে<sup>৮</sup> তেজিল কথার পরিপাটি ।  
 তা সবান মহিমা কাহিতে নাই আটী<sup>৯</sup> ॥  
 এবে পদ্বস্তকের কথা কর অবগতি ।  
 সেক মাহামদ<sup>১০</sup> কৃত পদ্বিত পম্বাবতি ॥

চারি মিত রহুলের স্দখ-মোক্ষ দাতা<sup>১</sup> ।  
 দই জগে নিরমল সৃজিল বিধাতা ॥  
 প্রথমে ছিঁদিক পীর মহাগুণবাণ<sup>২</sup> ।  
 এক করতারে মানি আনিল ইমান ॥  
 শ্বিতীয় উমর গুণী<sup>৩</sup> খাস্তারের স্দত ।  
 শ্রিভুবন জিনিয়া অনন্ত অদভূত<sup>৪</sup> ॥  
 তৃতীয় ওহমান ধীর জগ-জিনি দাতা ।  
 গ্রন্থ<sup>৫</sup> করিল যেই কোরাণের কথা ॥  
 চতুর্থে হজরত আলি সিগ্হে যে আল্লার<sup>৬</sup> ।  
 শ্রিজগতে নাই তান সমান জুঝার ॥  
 চারি এক একে চারি এক গতি মতি ।  
 এক ভাব এক বাক্য এক পস্তে গতি<sup>৭</sup> ॥  
 চারি মোহন্তের যেই করে ভাব ভিন<sup>৮</sup> ।  
 পাড়বে নরক ঘোরে এই তার চিহ্ন<sup>৯</sup> ॥  
 জানাইল যত ইতি পুরাণ গ্রন্থ<sup>১০</sup> ।  
 যেই জনে বিপস্তের দেখাইল পম্ব<sup>১১</sup> ॥  
 দীনের গৃহের চারি স্তম্ভ চারি জন ।  
 অপার মহিমা যার না যায় কথন ॥  
 এত কাহি<sup>১২</sup> তেজিল কথার পরিপাটি ।  
 তা সবান মহিমা কাহিতে নাই আটি ॥  
 এবে পদ্বস্তকের কথা কর অবগতি ।  
 শেখ মহাম্মদ কৃত পদ্বি পদ্মাবতী ॥ (জা. ১২)

\* এর পর থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদ্বি পাঠ গৃহীত হল ।

১ একান্তর কৈল জেই কোরাণের পাতা

২ কেশরি আশ্বার

৩ শ্রিভুবনে

৪ এ চতুর্থা একান্তর

৫ এক বাক্য এক পস্তে একই ভারিত

৬ ভাব ভিন

৭ জাএ

৮ জে ৯ আইটী

১০ মোহাম্মদ

১. আ ২. আ ৩. শ ৪. শ ৫. হ ৬ আ

৭. আ ৮. হ ৯. হ ১০. আ ১১. আ

১২. আ

শব্দার্থ টীকা : ছিঁদিক—আব্দবকর সিদ্দিক

উমর—উমর খস্তাব

ওহমান—উসমান

হজরত আলি—মহাম্মদের বন্ধু

## কবি পরিচয়

জাইস নগরে বাস কবি কল গদরু ।<sup>১</sup>  
 ছাঁম্বকের বংশভব<sup>২</sup> কালিন যুচারু ॥  
 তান পীর হৈদ আযরফ মোহাজন ।  
 হাজি সেক নাম তান পীরের নন্দন ॥  
 তান আর<sup>৩</sup> দুই পদ্র প্রভুর ভাবক ।  
 সেক কামাল আর সেক মোবারক ॥<sup>৪</sup>  
 তাহান পিরের পির সেক বোরহান ।  
 তান পির সেথ আনাদাদো<sup>৫</sup> গুনবান ॥  
 তান পির হৈদ মাহামদ<sup>৬</sup> গুনবন্ত ।  
 দানিআল গদরু তান দেখাইলা পন্ত ॥  
 তথাহো খোয়াজ সগে হৈল দরশন ।  
 মিলিলেক সেই গ্রামে<sup>৭</sup> বিধি পরশন ॥  
 এই উপদেশ করি সেই মোহামতি ।  
 একাকরে হৈল তান সহস্রেক যুতি<sup>৮</sup> ॥  
 এক চোক্ষে জগত দেখন্ত স্থানে বসী ।  
 কলঙ্ক উঝল জেন দুই পাস সসী ॥  
 এ সব স্থানের গুণ কহিছে অপার ।  
 তান চারি মিত্র নাম পদ্রুতক মাজার ॥  
 প্রওজন নাহি মোর সে সব কহিতে ।  
 কিঞ্চিত লইলু নাম তাহান পিরিতে ॥  
 যখনে রিছিল সেথে পদ্রুতি পম্বাবতি ।  
 দিল্লীশ্বর ছিল সে শাহা নরপতি ॥  
 পদ্রুতকের মাঝে তান অতুল<sup>৯</sup> মহিমা ।  
 জথেক কহিছে সেক দিতে নাহি সীমা ॥  
 জগতে প্রচার রাছে সে সব কথন ।  
 তাহারি রিছিল মোর নাহি<sup>১০</sup> প্রওজন ॥  
 তেকাবণে ছারিয়া সেসব বাক্য<sup>১১</sup> জাল ।  
 আপনা ইশ্বর গুণ গাই<sup>১২</sup> সেই ভাল ॥  
 এবে অবদান কর সকল পশ্চিডত ।  
 রোসাগি নূপতি গুণ গাহিমু কিঞ্চিত ॥

জাইস নগরে বাস কবিকুলগদরু ।  
 সিন্দকের বংশভব কালীন সূচারু ॥  
 তান পীর সৈয়দ আশরফ মহাজন ।  
 হাজি শেখ নাম তার পীরের নন্দন ॥  
 তান ঘরে দুই পদ্র প্রভুর ভাবক ।  
 শেখ কামাল আর শেখ মবারক ॥  
 তাহান পীরের পীর শেখ বোরহান ।  
 তান পীর শেখ এলাদাদ<sup>২</sup> গুনবান ॥  
 তান পীর সৈয়দ মহাম্মদ গুনবন্ত ।  
 দানিয়াল গদরু তান দেখাইল পন্ত ॥  
 তথাতে খোয়াজ সগে হৈল দরশন ।  
 মিলিল সৈয়দ রাজা বিধির কারণ ॥  
 এই উপদেশ করি শেখ<sup>২</sup> মহামতি ।  
 একাকরে হৈল তান সহস্রেক জ্যোতি ॥  
 এক চক্ষে জগৎ দেখন্ত স্থানে বসি ।  
 কলঙ্ক উজ্জ্বল যেন দুই পাশ<sup>৩</sup> শশী ।  
 এ সব গুণের<sup>৪</sup> গুণ কহিতে অপার ।  
 তান চারি মিত্র গণ<sup>৫</sup> পদ্রুতক মাঝার ॥  
 প্রয়োজন নাহি মোর সে সব কহিতে ।  
 কিঞ্চিত কহিব নাম তাহান পীরিতে ॥  
 যখনে রিচল শেখে পদ্রুতি পদ্রাবতী ।  
 দিল্লীশ্বর ছিল শের শাহা নরপতি ॥  
 পদ্রুতকের মাঝে তার অপার<sup>৬</sup> মহিমা ।  
 যতেক কহিছে শেখে দিতে নারি সীমা ॥  
 জগতে প্রচার আছে সে সব কথন ।  
 তাহারে রিচলে মোর কোন<sup>৭</sup> প্রয়োজন ॥  
 তে কারণে ছাড়িয়া সে সব বাক্যজাল ।  
 আপনা ঈশ্বরগুণ গাহিলে সে ভাল<sup>৮</sup> ॥  
 এবে অবদান কর সকল পশ্চিডত ।  
 রোসাগি নূপতি গুণ গাহিমু কিঞ্চিত ॥ (জা. ১৮-২৩)

১ সেই সনে গরে বাস কবিকুরোগদরু । ২ বংশে জম্ব ৩ ঘরে  
 ৪ এক সেখ কামাল দোওজে মোবারক ৫ আলম ৬ মোহাম্মদ  
 ৭ মীলিল ছইপ রাজা ৮ সহস্র স মুরতি ৯ অতুল ১০ কোন ১১ বাক  
 ১২ কহি

১. আ ২. শ ৩. আ ৪. হ ৫. আ ৬. আ ৭. হ ৮. শ  
 শব্দার্থ টীকা : চারি মিত্র গণ—পদ্রাবতী কাব্যের আরম্ভে জাহাঙ্গীর  
 তাঁর চার কথুর উল্লেখ করেছেন মুসলিম মালিক, সলাহ  
 কাদিম, সলোনে মিয়া, এবং বড় শেখ ।



## রোসাল বংশ

দীর্ঘ ছন্দ । রাগ ধানসী

<p>ছলিম শাহার বংশ নৃপতি<sup>১</sup> হইল রাযাপাল ।</p> <p>রাজসুখ সুখ মূল কি দিব তাহার তুল রশভোগ<sup>৩</sup> গোয়াইল<sup>৪</sup> কাল ॥</p> <p>এক পুত্র এক কন্যা<sup>৫</sup> জনমীল নৃপতি সম্ভব ।</p> <p>চলিতে ত্রিদিব স্থান<sup>১</sup> জারে<sup>২</sup> দেখী লজিত বাসভ ॥</p> <p>চাদ উমদার<sup>৩</sup> নাম মোহাবুদ্দিহ ভাগ্য অবিরত<sup>৪</sup> ।</p> <p>দেখীয়া বৃচারু মৃক জেন পুত্র চন্দ্র পরতেক ॥</p> <p>ললাট দয়াজ সসী কটাক্ষে মোহিত জুবাকুল<sup>৫</sup> ।</p> <p>যলোচন প্রাতভানু পম্বা জিনি চরন রাতুল ॥</p> <p>সতত মধুর ভাস পাত্র মীঠ তোসএ অসিম ।</p> <p>ধর্মে<sup>১</sup> জিনি বৃধিষ্ঠির<sup>২</sup> প্রতাপে সমান<sup>৩</sup> নহে ভিন্ন ॥</p>	<p>জদ্যাপী হইল ধবংশ<sup>১</sup></p> <p>কি দিব তাহার তুল</p> <p>সংশারেত ধন্যা ধন্যা<sup>২</sup></p> <p>পুত্র কৈলা রাযা দান<sup>৩</sup></p> <p>রূপে গুণে অনুপাম</p> <p>লোকের নয়ান বৃক</p> <p>পিউস বরিস হাসী<sup>৪</sup></p> <p>হেমকান্তি জিনি তনু</p> <p>ক্রোধানলে<sup>৫</sup> সত্রু নাস</p> <p>দাতা জিনি কম<sup>৬</sup> বীর ॥</p>	<p>সলিম রাজার<sup>১</sup> বংশ নৃপগিরি<sup>২</sup> হৈল রাজ্যপাল ।</p> <p>রাজ সুখ ভোগ<sup>৩</sup> মূল রসভোগে গোয়াইল কাল ॥</p> <p>এক পুত্র এক কন্যা সংসারেতে ধন্যা ধন্যা</p> <p>জনমিল নৃপতি সম্ভব ।</p> <p>চলিতে ত্রিদিব স্থান পুত্রে কৈলা রাজ্যদান</p> <p>সাদ উমদার<sup>৪</sup> নাম রূপে গুণে অনুপাম</p> <p>দেখিতে সূচারু মৃক লোকের নয়ান সুখ</p> <p>ললাট দূঅজ শশী পিযুষ বরিশে হাসি</p> <p>সুলোচনা-প্রভা<sup>৫</sup> ভানু হেম কান্তি জিনি তনু</p> <p>সতত মধুর ভাস পাত্র মিত্র তোষয় অসীম ॥</p> <p>ধর্মে জিনি বৃধিষ্ঠির দাতা জিনি কণ বীর</p> <p>প্রতাপে সমান নহে ভীম ॥</p>
---	---	--

১ ডংশ ২ নিপর্গারি ৩ রসে ভোগে ৪ গোয়াইল ৫ কৈন্যা  
৬ ধৈনধৈন্যা ৭ চলিতেই দিপস্তান ৮ রাজধা ৯ জাক ১০ ছাদ  
ইমাতার ১১ অতিরেক ১২ পীউ সব রিসী হাসী ১৩ বধুকুল  
১৪ ক্রোধানলে ১৫ ধৈর্জ ১৬ বৃদিষ্ঠির ১৭ কন্যা ১৮ সোমান

১. আ ২. বা ৩. শ ৪. আ ৫. আ

লক্ষার্থ টীকা : ছলিম রাজার বংশ—সলিম শাহ বা মেও রাদজাগির  
বংশ, যা নরপদিগ্যর খারা নির্মূল হয় ।

নৃপগিরি—নরপদিগ্য, প্রথমে রাজমন্ত্রী পরে আরকান রাজ  
শ্রীসুধর্মকে হত্যা করে স্বয়ং রাজা হন ।

সাদ উমদার—খদৌমস্তার, নরপদিগ্যর প্রাত্ৰপুত্র ও জামাতা,  
এই রাজকালে (১৬৪৫—১৬৫২), আলাওল  
পম্বাবতী রচনা করেন ।

দূঅজ—শিবতীয়া পরতেক—প্রত্যক ত্রিদিব স্থান—স্বর্গ

মন্তব্য : আলাওল রাজবংশের পরিচয় দিতে গিয়ে সাদ উমদার বা খদৌ মিস্তারকে বলেছেন নরপদিগ্যর পুত্র ।  
কিন্তু খদৌ মিস্তার ছিলেন নরপদিগ্যর প্রাত্ৰপুত্র এবং জামাতা । আলাওলের সয়ফুল-মুলুক-  
বদিউজমালে এ সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় ।

হেম গৃহ রত্ন<sup>১</sup> খাট স্বন্দ স্ববজ্রের<sup>২</sup> পাট  
 শ্বেত ছত্র<sup>৩</sup> মাতঙ্গ ইশ্বর ।  
 হএ গজ পদমল খিতি করে টলমল  
 সমুদ্র মহিমা সে বর ॥<sup>৪</sup>  
 জ্বলে সে রাজপাতি<sup>৫</sup> অহিরে<sup>৬</sup> করএ গতি  
 রত্ন চতুর্দলে আরহন ।  
 ক্ষেপে চাঁড় কারি কান্দে চালায়ন্ত নানা ছন্দে<sup>৭</sup>  
 জেন ঐরাবত শঙ্কর নন্দন<sup>৮</sup> ॥  
 শ্বেত বর্ণ ছত্রগন<sup>৯</sup> আবারে গগনে ঘন  
 রত্ন মূর্ত্তা জরিত বিস্তর ।  
 নৃপ সস্বাসীতে আসী একত্রে মাস্তম্ভ শশী  
 সংহে করি তারক নিকর ॥<sup>১০</sup>  
 নানা বস বানাচএ<sup>১১</sup> অর্ক চন্দ্র পরসএ  
 উপরে চামর সোভাকর ।  
 বিধু স্বর হতভেস<sup>১২</sup> করি মূর্কলিত কেশ  
 নৃপস্থানে মাগে পরিহার ॥  
 চলিতে দন্দুদামী<sup>১৩</sup> বাজে মোহা করিকুল সাজে  
 ভাবিয়া লম্বিত মেঘগন<sup>১৪</sup> ।  
 দেখীয়া নৃপতি দল<sup>১৫</sup> হিন বাসী নিজবল  
 ধারা রূপে প্রবএ নয়ন ॥  
 চলে অশ্বগজটাট রুদ্ভিয়া মারুত বাট  
 গগনে আবারে পদরেন্দু ।  
 ভূমী না পরশে ধারা অদর্শন<sup>১৬</sup> চন্দ্র তারা  
 দিবসে আলুপ<sup>১৭</sup> হয় ভান্দু ॥

হেমগৃহে রত্নখাট শৃঙ্গ স্ববর্ণের পাট  
 শ্বেত রত্ন মাতঙ্গ ঈশ্বর ।  
 হয় গজ পদমল ক্ষিতি করে টলমল  
 আসমুদ্র মহিমা শিখর ॥  
 যেই ক্ষণে নরপতি অহরে করএ গতি  
 রত্ন চতুর্দলে আরোহণ ।  
 ক্ষেপে চাঁড় কারি ক্ষম্ভে চালায়ন্ত নানা ছন্দে  
 যেন ঐরাবত শঙ্কাসন ॥  
 শ্বেত রত্ন ছত্রগণ আবারে গগন ঘন  
 রত্ন মূর্ত্তা জড়িত বিস্তর ।  
 নৃপ সস্বাসীতে আসি একত্র মাতর্ভ শশী  
 সংগে করি তারকা নিকর ॥  
 নানা বর্ণ বানাচয় অর্ক চন্দ্র পরশয়  
 উপরে চামর শোভাকর ।  
 বিধু সদর ছত্র বেশ করি মূর্কলিত কেশ  
 নৃপস্থানে মাগে পরিহার ॥  
 চলিতে দন্দুদামি বাজে মহা করিকুল সাজে  
 ভাবিয়া লম্বিত মেঘগণ ।  
 দেখি নৃপতির দল হীন বাসি নিজ বল  
 ধারারূপে প্রবএ নয়ন ॥  
 চলে অশ্ব গজ ঠাট রুদ্ভিয়া মারুত বাট  
 গগন আবারে পদরেন্দু ।  
 ভূমিত পরশে ধারা অদর্শন চন্দ্র তারা  
 দিবসে আলোপ হএ ভান্দু ॥

১ হেম রত্ন গৃহ ২ সোবৈনের ৩ শ্রেত বর্ন ৪ আসমুদ্র মহিমা শিখর  
 ৫ জেই ক্ষণে নরপতি ৬ আহীরে ৭ চালাএ নানান চন্দ্রে ৮ স্বরু জান  
 ৯ শ্রেত রত্ন ছাত্রা ঘন ১০ সংগে করি তারক নিসর ১১ নানাচএ  
 ১২ বিধু ছত্র স্বর ভেস ১৩ দন্দুদামি ১৪ মেঘগন ১৫ দেখী নিপতির  
 দল ১৬ অদর্শন ১৭ আলুক

শব্দার্থ টীকা : শ্বেত রত্ন মাতঙ্গ—শ্বেত ও রক্তমাভ হস্তী বা  
 আরাকান রাজ সালিম শাহ ব্রহ্মদেশ থেকে লুণ্ঠন  
 করে আনেন ।

নরপতি—খসোমিস্তার । অহরে—শিকারে । শঙ্কাসন—ইন্দ্রের আসন  
 মাতর্ভ—সুর্ষ, বানাচয়—চন্দ্রাতপ । অর্কচন্দ্র—সুর্ষ চন্দ্র ।  
 মারুত বাট—পবন পথ

মন্তব্য : আলাওল আরাকান রাজের প্রাশস্তি করতে গিয়ে বর্তমান পৃষ্ঠার শেখাংশে জায়সীর শের সাহ  
 প্রাশস্তির কিছুর কিছুর অংশকে অনূসরণ করেছেন । জায়সীর পদ্মাবৎ কাব্যের অস্তর্দ্বিত খণ্ডের  
 চতুর্দর্শ শতকের প্রভাব এক্ষেত্রে লক্ষণীয় । অবশ্য রোসাঙ্গ বর্ণনার অধিকাংশই কবির নিজস্ব ।

পর্বত ধূলির মত<sup>১</sup> তনুবৃক্ষ হিন পথ<sup>২</sup>  
 জল হিন হএ নদি সর ।  
 অগ্রগামি সান্তরএ মধ্যত কন্দম হএ<sup>৩</sup>  
 পাছগামি ধলাএ ধুসর<sup>৪</sup>  
 নানা বন্ন নৌকা সাজে নাহি সম খীতিমাজে  
 গালিয়া ও গাল ডিগা রংগ<sup>৫</sup> ।  
 ছম্ম পদু<sup>৬</sup> নানাভাতি গায় গোরা পাতি পাতি<sup>১</sup>  
 জালিয়া ভাউরি নানা রংগ ॥  
 কোশা ধাও অতি ভাল<sup>৭</sup> পীয়া রুপে বজ বিসাল<sup>৮</sup>  
 সাতাই পাটলা সিংগসার ।<sup>১০</sup>  
 বৃন্দর খেলন রংগ পিস্তো সব চোরি রংগ  
 মগধের নানা বন্ন যার ॥  
 নৃপতি চরন জথ বৃন্দ মন্ডিভ তথ  
 সম্মুখে ছাটকে<sup>১১</sup> চক্ষু তারা<sup>১২</sup>  
 দিব্য বস্ত্র আর্ছদিন<sup>১৩</sup> চামরে লাঙ্ঘিত ঘন  
 স্থানে স্থানে মৃকুতা রায়া ॥<sup>১৪</sup>  
 জথ আশ্বজার শীথা<sup>১৫</sup> পক্ষি জেন ধরে পাথা  
 ঘৃণাএ না ছোএ<sup>১৬</sup> সীন্দুজল ।  
 সম্মুখে ক্ষেপীলে শ্বর পাছে পড়ে সকান্তর<sup>১৭</sup>  
 জেন চলে চণ্ডলাচণ্ডল<sup>১৮</sup> ।\*  
 জথ নৌকা দম্ভ ধাড়ু<sup>১৯</sup> বরি বধু রন্ডকারি  
 কর তুলে করে নিসাদন ।  
 নৃপতির শত্রুচয় একশ্বর কর ক্ষএ  
 তুর্নি এথা<sup>২০</sup> আইলা কি কারণ ॥

১ পর্বত ধূলির মত ২ হিন্য ব্রিক্ক হিন পত ৩ মৈম্বমে ক্রোদম হএ  
 ৪ সোসর ৫ গনিআ উপাস ডিগা সাজ ৬ ছম্ম প্রকা ৭ মাচে আরে  
 গাপপাতি ৮ কেহ ধারা অতি ভাল ৯ নানা মৃতি ধরি ছলে  
 ১০ সহস্রে সহস্রে নৌকা জারা ১১ চটক ১২ চৌক্ষ তারা  
 ১৩ দিব্যবস্ত্র আর্ছদিন ১৪ স্তানে স্তানে মৃকুতা প্রবাল ১৫ জথ  
 আঙ্কের সীথা ১৬ ঘে.নাএ নাচাএ ১৭ পাচে পরে নিরাস্তর  
 ১৮ দেখিতে আবেশ হএ তিলে ১৯ ডন্ডবারি ২০ সব

\* বাংলা একাডেমীর পুঁথিতে অর্ডারল পংক্তি—

হাঙ্কারিয়া নৌকা জাএ জেহেন বিদ্যুত প্রাএ  
 জথা ইচ্ছা তাতে জাই মিলে ।

মন্তব্য—আলাওল বর্তমান ক্ষেত্রে বিচিত্র নৌকার যে বিস্তৃত তালিকা দিয়েছেন, তাতে আরাকানের নৌ-সমৃদ্ধির  
 পরিচয় পাওয়া যায় । বিদেশী পর্যটকগণও এই সমস্ত নৌকা দেখে এগুলাকে আরাকানের ভাসমান  
 নগরী বলে বর্ণনা করেছেন ।

পর্বত ধূলির মত তুণ-বৃক্ষ-চিহ্ন<sup>১</sup> পথ  
 জলহীন হয় নদী সর ।  
 অগ্রগামী সত্তরয় মধ্যত কন্দম হয়  
 পশ্চাদগামী ধলায় ধুসর ॥  
 নানা বর্ণ নৌকা সাজে নাহি সম ক্রীতি মাঝে  
 গালিয়া ও ঘাসি ডিগা রংগ ।  
 সন্দুপা নানান ভাতি<sup>২</sup> মাছুয়া গোরাপ পাতি<sup>৩</sup>  
 জালিয়া ভাউরি নানা রংগ ॥  
 কোসা ভাউরা অতি ভাল নানা মতে ধরে হাল  
 সহস্রে সহস্রে নৌকা ঝারা ।  
 নৃপতি চরণ যত সূবর্ণ মন্ডিভ তত  
 সম্মুখে ছটকে চক্ষু তারা ॥  
 দিব্য বস্ত্র আচ্ছাদন চামর লাঙ্ঘিত ঘন  
 স্থানে স্থানে মৃকুতা প্রবাল ।  
 যথা আশ্বজের শিখা পক্ষী যেন ধরে পাথা  
 ঘৃণিতে নাচয়ে সিন্দুজল ॥  
 সম্মুখে ক্ষেপীলে শর শর যায় দুরাস্তর<sup>৪</sup>  
 দেখিতে অদেখা হয় তিলে ।  
 হাঙ্কারিয়া নৌকা যায় য়েহেন বিদ্যুৎ প্রায়  
 যথা ইচ্ছা তথা যায় চলে<sup>৫</sup> ॥  
 যত লোক দম্ভ ধারী<sup>৬</sup> বৈরীবধু রন্ডকারী  
 কর তুলি করে নিসাদন ।  
 নৃপতির শত্রুচয় একেশ্বর করে ক্ষয়  
 তুর্নি সব আইস কি কারণ ॥

১. ধ ২. আ ৩. আ ৪. হ ৫. আ ৬. শ

শব্দার্থ টীকা : সর—সরোবর । নানাবর্ণ নৌকা...নৌকা ঝারা—  
 বিভিন্ন প্রকার নৌকার বর্ণনা । হাঙ্কারিয়া—চৌচিয়ে  
 ডাকা ; বৈরীবধু রন্ডকারী—শত্রুপক্ষীদের বৈধব্য  
 বিধায়ক । নিসাদন—নিঃশত্রু

হেন কৈন্যা<sup>১</sup> অধিপতি                      দক্ষিণত জনের গতি  
 নৃপ শ্রেষ্ঠ নৃপ মোহাশয় ।  
 প্রথম জীবন কাল                      তাহাতে মেদিন পাল  
 অতী পুত্র ভাগ্য বলে হয় ॥  
 নানা দেশী নানা লোক                      য়ূনি রোসাঙ্গের ভোগ<sup>২</sup>  
 আইসন্ত নৃপ ছায়াতল<sup>৩</sup> ।  
 আরবী মিচির সামি                      তুরকি হাবসী রুমি  
 খোরাসানী উজবেগী<sup>৪</sup> সকল ॥  
 লাহুরী মলতানী হিন্দী<sup>৫</sup>                      কসমির দক্ষিণী হিন্দী<sup>৬</sup>  
 কামরূপ আর বঙ্গদেশ ।  
 অস্ত্রাপিহ খুতওয়ারী<sup>৭</sup>                      কনাই ময়না বারি<sup>৮</sup>  
 আছান্দার কনটক বাসি ॥<sup>৯</sup>  
 বহু সেখ ছৈয়দ জাদা                      মগল পাটান য়ুম্বা  
 রাজপুত্র হিন্দু নানা জাতি ।  
 অভাসি বরমা স্যাম<sup>১০</sup>                      ত্রিপুত্রা কুর্কির<sup>১১</sup> নাম  
 কথেক কহিব ভাতি<sup>১২</sup> ভাতি ॥  
 আরমানি অলন্দাজ<sup>১৩</sup>                      দিনেমার ইংগরাজ  
 কান্টি মনে<sup>১৪</sup> আর ফরাসি<sup>১৫</sup> ।  
 ফর্মিরত ফাসনানি<sup>১৬</sup>                      চোলদার নছরানি  
 নানা জাতি আর প্রতকেচ<sup>১৭</sup> ॥

হেন নৌকা অধিপতি                      দক্ষিণত জনের গতি  
 নৃপ শ্রেষ্ঠ নৃপ মহাশয় ।  
 প্রথম যৌবন কাল                      তাহাতে মেদিনীপাল  
 অতি পুণ্যে ভাগ্যবলে হয় ॥  
 নানা দেশী নানা লোক                      শূনিয়া রোসাঙ্গ ভোগ<sup>২</sup>  
 আইসন্ত নৃপ ছায়াতল ।  
 আরবী মিসরী শামী                      তুরকী হাবসী রুমী  
 খোরাসানী উজবেগী সকল ॥  
 লাহুরী মলতানী হিন্দী                      কাম্মীরী দক্ষিণী সিন্দী  
 কামরূপী আর বঙ্গদেশী ।  
 ভূপালী কুদৎসরী<sup>২</sup>                      কনাই মলআবারী  
 আচি কোচি<sup>৩</sup> কণটকবাসী ॥  
 বহু সেখ সৈয়দ জাদা                      মোগল পাঠান য়ুম্বা  
 রাজপুত্র হিন্দু নানা জাতি ।  
 অভাসি বরমা শাম                      ত্রিপুত্রা কুর্কির নাম  
 কথেক কহিমু জাতি ভাতি ॥  
 আরমানী ওলন্দাজ                      দিনেমার ইংগরাজ  
 কান্টিলান আর ফরাসিস ।<sup>৪</sup>  
 হিসপানী আলমানী<sup>৫</sup>                      চোলদার নসরাণী  
 নানা জাতি আর পতুর্গীস ॥<sup>৬</sup>

১ নৌকা ২ য়ূনিয়া রোসাঙ্গ ভোগ ৩ নৃপতি ছায়াতল ৪ ওজবি  
 ৫ হিন্দী ৬ সীন্দ ৭ আন্তিকাএ গতানার ৮ কনাই মনআ বারি  
 ৯ আচিকুচি কন্যাট জে দেশী ১০ অবাসী ভরসা সাম ১১ কপীর  
 ১২ কথেক লইব জাতি ১৩ ওলন্দাজ ১৪ নানা ১৫ ফরাসি  
 ১৬ কমীরত পাস আনি ১৭ প্রতি রিজ

১. শ ২. আ ৩. হ ৪. আ ৫. আ ৬. শ

শব্দার্থ টীকা : আরবী কণটকবাসী—আরব, মিশর, সিয়াম, তুরক,  
 আফ্রিকা, রোম, খোরাসান, উজবেগীস্থান, লাহোর,  
 মুলতান, হিন্দুস্তান, কাম্মীর, দাক্ষিণাত্য, সিন্দু,  
 কামরূপ, বঙ্গদেশ, ভূপাল, কুদৎ (আরাকানের  
 নিকটবর্তী খাঁড়ি) কুর্চাবহার, কণটক অঞ্চলের  
 লোক ।

আভাসি—আভা নগরের অধিবাসী ।

কুর্কি—ত্রিপুত্রার পার্বত্য অধিবাসী

আরমানী...পতুর্গীস—বিদেশীদের বর্ণনায় মধ্যপ্রাচ্যের আরমানিয়া,  
 ইউরোপের হল্যান্ড, ডেনমার্ক, ইংল্যান্ড,  
 কনস্টান্টিনোপল, ফ্রান্স, হিস্পান বা গ্রীস,  
 এবং পতুর্গাল অধিবাসীদের উল্লেখ আছে ।

মন্তব্য—আলাওলের বর্ণনায় রোসাঙ্গ রাজধানীর যে পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে তাতে বাণিজ্য ব্যাপদেশে সারা ভারত-  
 বর্ষ থেকে এবং ইউরোপের প্রধান প্রধান নগর থেকে বিচিত্র জাতির মানুুষের উপস্থিতি দেখে মনে হয়  
 রোসাঙ্গ নগর সেই সময় কসুমোপলিটন নগরে পরিণত হয়েছিল ।

মগদের জখ সন্য<sup>১</sup>                      সর্বা রনে অগ্রগন্য<sup>২</sup>  
 সংখ্যা<sup>৩</sup> নাহি কপট<sup>৪</sup> অপার ।  
 মহন্ত আমন্তগন<sup>৫</sup>                      ছত্রধারি জনে জন  
 যুদ্ধভাবে নৃপ পরিচার ॥<sup>৬</sup>  
 হেন মোহা মহি রাজা                      নৃপ সবে করে পূজা  
 মিত্র পালে সন্তর ঘতক<sup>৭</sup> ।  
 মযাদা কৃপার সিন্ধু                      অনাথ জনের বন্ধু  
 ন্যায়বন্ত সংসার রক্ষক ॥  
 অপার মহিমা গদন                      কহিতে না পারি পদন  
 আমি অল্পবৃদ্ধি অশেষসয় ।<sup>৮</sup>  
 এই সে মনের সাদ                      সদা করি<sup>৯</sup> আসীর্ষ্যদি  
 জন বৃন্দিত উন্নতি বাড়য় ॥<sup>১০</sup>  
 জতকাল চন্দ্রশূর<sup>১১</sup>                      সংসারেত ভরিপদর  
 আয়ুর্কৃতি বাড়ুক সতত ।<sup>১২</sup>  
 গর্দন<sup>১৩</sup> নৃপতির জস                      দেবতা হউক বস  
 চন্দ্রহিন<sup>১৪</sup> হউক জগত ॥

মগদের যত সৈন্য                      সর্বরণে অগ্রগণ্য  
 সংখ্যাহীন কটক অপার ।  
 মহন্ত অমাত্যগণ                      ছত্রধারী জনে জন  
 শূদ্ধভাবে নৃপ পরিচার ॥  
 হেন মহা মহীরাজা                      নৃপ সবে করে পূজা  
 মিত্রপাল দর্জন<sup>১</sup> ঘাতক ।  
 মযাদি কৃপার সিন্ধু                      অনাথ জনের বন্ধু  
 ন্যায়বন্ত সংসার রক্ষক ॥  
 অপার মহিমা গদণ                      কহিতে না পারি পদন  
 আমি অল্পবৃদ্ধি দীনাশয় ।<sup>২</sup>  
 এই সে মনের সাধ                      সদা করো আশীর্ষ্যদি  
 যেন কীর্তি উন্নতি বাড়য় ॥  
 যত কাল চন্দ্র শূর                      সংসারেত ভরিপদর  
 আয়ুর্ কীর্তি বাড়ুক সতত ।  
 শূর্দন নৃপতির যশ                      দেবতা হউক বশ  
 শূর্দহীন হউক জগৎ ॥

১ নিজ সৈন্য ২ অগ্র গৈন্য ৩ সংখ্যা ৪ কটক ৫ মোহন্ত আমন্তগণ  
 ৬ পরিবার ৭ মিত্র পাল দোসন ঘাতক ৮ আম্রী অতি বৃদ্ধি অল্পসএ  
 ৯ সদাএ করো ১০ জেন ক্রিতি উন্নতি বারাএ ১১ জতকাল চান শূর  
 ১২ আইউ ক্রিতি বারুক সতত ১৩ শূর্দন ১৪ সন্দ্রহিন

১. আ ২. আ

শব্দার্থ টীকা : কটক—সৈন্য  
 পরিচার—সেবা  
 মিত্রপাল—বন্ধুপালক

মন্তব্য—রোসাগ বর্ণনার শেষাংশে কবি আলাওল যে ভাবে রোসাগরাজের আয়ু বৃদ্ধি এবং কীর্তি বর্ধনের কামনা করেছেন তার থেকেই বোঝা যায় পদ্মাবতী কাব্যরচনা থদো মিস্তারের জীবৎকালেই সম্পন্ন হয়েছিল ।

## মাগন প্রশস্তি

রাগ জমক ছন্দ

জখনে আছিল বৃন্দ নৃপ অধিপতি<sup>১</sup> ।  
জসসীন কন্যা রাজ গৃহে উপনিতি<sup>২</sup> ॥  
রূপে গদনে সুলক্ষন অতি জ্ঞানবন্ত ।  
ধর্ম্মে কর্ম্মে শূভ মর্ম্মে অতি বৃন্দমহন্ত ॥\*  
পরম সৌন্দর্য কন্যা অতি শূচরিতা<sup>৩</sup> ।  
বহু স্নেহ নৃপতি পোসীল রাজযুতা<sup>৪</sup> ॥  
বহুধন রত্ন দিল বহুল ভাণ্ডার ।  
বহুল কিঙ্কর দিল বহু পরিবার<sup>৫</sup> ॥  
কন্যার সৈষ্ঠ্য<sup>৬</sup> দেখী ভাবে নরপতি<sup>৭</sup> ।  
এথেক সম্পদ সমপীল কার প্রতি<sup>৮</sup> ॥  
এক মহাপরুস আছিল সেই<sup>৯</sup> দেশে ।  
মোহাসত্য মছলমান<sup>১০</sup> ছিম্বিকের বংশে ॥  
নানাগুণ পরাগ্য<sup>১১</sup> মহত্যা<sup>১২</sup> কুল সিল ।  
তাহাকে আনিয়া নৃপ কন্যা সমার্পল<sup>১৩</sup> ॥  
বৃন্দ নরপতি জদি হৈল<sup>১৪</sup> স্বর্গপুত্রি ।  
সেই কন্যা হৈল জান<sup>১৫</sup> মৈক পাটেশ্বরী ॥  
সৈসবের<sup>১৬</sup> পাত্র দেখি দহু<sup>১৭</sup> স্নেহ ভাবি ।  
মৈকপাত্র করিয়া রাখিল মোহাদেবী ॥  
এবে তার<sup>১৮</sup> নাম গদন কর অবধান<sup>১৯</sup> ॥  
কিঞ্চত কহিব কথা শুন বৃন্দমহান<sup>২০</sup> ॥

যখনে আছিল বৃন্দ নৃপ অধিকারী ।  
বর্শাবনী নারী ছিল মূখ্য পাটেশ্বরী ॥  
পরম সূন্দরী কন্যা অতি সূচরিতা ।  
বহু স্নেহে নৃপতি পদাঘলা নিজ সূতা ॥  
বহু ধন রত্ন দিল বহুল ভাণ্ডার ।  
বহুল কিঙ্কর দিল বহু অলংকার ॥  
কন্যার বৈভব দেখি ভাবে নরনাথ ।  
এতেক সম্পদ সমার্পমুদ কার হাত ॥  
এক মহাপুরুষ আছিল সেই দেশে ।  
মহাসত্য মোসলমান সিদ্ধিকের বংশে ॥  
নানা গুণ পরাগ মোহস্ত কুলশীল ।  
তাহাকে আনিয়া নৃপ কন্যা সমার্পল ॥  
বৃন্দ নরপতি যদি গেল স্বর্গপুত্রী ।  
সেই কন্যাবর হৈল মূখ্য পাটেশ্বরী ॥  
শৈশবের পাত্র দেখি বড় স্নেহ ভাবি ।  
মূখ্য পাত্র করিয়া রাখিল মহাদেবী ॥  
এবে তান নাম গদন কর অবধান ।  
কিঞ্চৎ কহিব কথা শুন বৃন্দমহান ॥

১ নিপ ব্রহ্ম অধিকারী ২ জসসীন নারী ছিল মৈক পাটেশ্বরী  
৩ বা পদ্বিত্তে দুটি পংক্তি নেই । ৩ শূচরিতা ৪ পোসীল নিজমুতা  
৫ অলংকার ৬ কৈন্যার বৈববৎ নরনাথ ৮ এথেকে বৈবক সমরপীল  
কার হাত ৯ নিজ ১০ মোহাসৈত্য ছোলোমান ১১ ফারগ ১২ মহন্ত  
১৩ তাহানে আনিয়া রাজা সব সমরপীল ১৪ গেল ১৫ সেই কৈন্যা  
বর হৈল ১৬ বোঁবাকের ১৭ বর ১৮ তান ১৯ অবধান ২০ বোধমান

শব্দার্থ টীকা : বৃন্দ নৃপ অধিকারী—রাজা নরপতিদিগ্য

এক মহাপুরুষ...সমার্পল—শেখ বংশজাত সিদ্ধিক  
গোত্রভুক্ত মাগনকে নরপতিদিগ্য তাঁর কন্যার অভিভাবক  
রূপে নিযুক্ত করেন ।

মন্তব্য—আলাওলের বর্তমান প্রশস্তি বর্ণনা থেকে রাজপরিবারের যে ইতিহাস পাওয়া যাচ্ছে, তা হল এই যে  
আরাকানরাজ নরপতিদিগ্য তাঁর একমাত্র কন্যার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব মাগন ঠাকুরের হস্তে ন্যস্ত  
করেন । এই কন্যার সঙ্গেই বিবাহ হয় রাজার ভ্রাতৃপুত্র থদো মিস্তারের । বৃন্দ রাজার মৃত্যু হলে  
থদো মিস্তার রাজা হলেন, এবং মূখ্য পাটেশ্বরী হলেন নরপতিদিগ্যর কন্যা ।

রাজ বৃক্ষ মতি<sup>১</sup> ছিল বড়ই<sup>২</sup> ঠাকুর ।  
 প্রভূতে মাগিয়া পাইল কলদেব শূর<sup>৩</sup> ॥  
 প্রভু স্থানে মাগি<sup>৪</sup> পাইল প্রার্থনা<sup>৫</sup> করি ॥  
 তে কারণে মাগন ঠাকুর<sup>৬</sup> নাম ধরি ॥  
 স্বজিবে থাকিয়া কন্যা মতি মহাসয় ।<sup>৭</sup>  
 নিজগুনে পাইছিল বাপের বিসএ ।  
 অখনে হইলা মোহাদেবীর মৃক্ষমোত<sup>৮</sup> ।  
 কথেক কাঁহব রূপগুনের মোহত ॥  
 দুর্বাদল শত তনু মৃথ পুষ্ক চন্দ্র ।<sup>৯</sup>  
 দেখিয়া সুহৃদ জেন হৃদয় আনন্দ<sup>১০</sup> ॥  
 সুন্দর মগধ পাগ<sup>১১</sup> মস্তকে বিষ্ঠীত ।  
 নবঘন জিনি জেন চন্দ্রমা উদিত ॥  
 শ্বীতিয়ার<sup>১২</sup> চন্দ্র জিনি ললাট প্রখন্দ<sup>১৩</sup> ।  
 ভাঙ্গমা রিঙ্গমা গুরু কন্দর্প কোদন্দ<sup>১৪</sup> ॥  
 চালানি দোলনি নেত্র নিলোতফল সোহে ।  
 ইসেদ<sup>১৫</sup> কটাক্ষ কুলবধ মন মোহে ॥  
 গুর্ধিনী<sup>১৬</sup> নিন্দিত চারু শ্রবন যুগল ॥  
 যুকচুগু কটোর নাসীকা যুকমল<sup>১৭</sup> ॥  
 মৃদুমন্দ মধুর সুন্দর মধুহাস<sup>১৮</sup> ।  
 যুধারস মিশ্রিত<sup>১৯</sup> চপলা যুপ্রকাস ॥  
 দশন মৃকুতা পাঁতি অধর বাশুর্দালি ।  
 মধুর সুশ্বর ভাস কুর্কিল কাকলি ॥<sup>২০</sup>

রাজসৈন্য মন্ত্রী ছিল বড়ই ঠাকুর ।  
 প্রভূতে মাগিয়া পাইল কলদীপ সুর ॥  
 প্রভু স্থানে মাগি পাইল পরার্থনা করি ।  
 তে কারণে মাগন ঠাকুর নাম ধরি ॥  
 সজীব থাকিতে সৈন্য মন্ত্রী মহাশয় ।  
 নিজ গুণে পাইছিলা বাপের বিষয় ॥  
 অখনে হইল মহাদেবীর মৃথ্যামাত্য ।  
 কতেক কাঁহব রূপ গুণের মহত্ব ॥  
 দুর্বাদল শ্যামতনু মৃথ পুর্গচন্দ্র ।  
 দেখিয়া সুহৃদগণ হৃদয় আনন্দ ॥  
 সুন্দর মগধ পাগ মস্তকে বিষ্ঠীত ।  
 নবঘন জিনি যেন চন্দ্রমা উদিত ॥  
 শ্বীতিয়ার চন্দ্র জিনি ললাট শ্রীখন্দ ।  
 ভাঙ্গমা রিঙ্গমা ভুরু কন্দর্প কোদন্দ ॥  
 চালানি দোলনি নেত্র নীলোৎপল সোহে ।  
 ঈষৎ কটাক্ষে কুলবধ মন মোহে ॥  
 গুর্ধিনী নিন্দিত চারু শ্রবণযুগল ।  
 শুকচন্দ্র জিনি ভাল নাসিকা কমল ॥  
 মৃদুমন্দ মধুর সুন্দর মুখে হাস ।  
 সুধারস মিশ্রিত চপলা সুপ্রকাশ ॥  
 দশন মৃকুতা পাঁতি অধর বাশুর্দালি ।  
 মধুর সুশ্বর ভাষ কৌকিল কাকলি ॥

১ রাজ সন মত ২ ছিরি লোট ৩ কুল ওদর ৪ প্রভূতে মাগিয়া  
 ৫ পরার্থনা ৬ ঠাকুর মাগন ৭ সজিবে থাকিতে সনমতি মোহাসএ  
 ৮ মোহাদেবী মৈক্ষমত ৯ স্বেৰ্গ সম তনু মৃথ জেন পুর্গচন্দ্র  
 ১০ দেখিয়া যুর্দ সব অধিক আনন্দ ১১ সোন্দর মগধ পাক  
 ১২ দনুঁতমার ১৩ শ্রীখন্দ ১৪ কুডন্দ ১৫ ইঙ্গিত ১৬ গ্রিধিনি  
 ১৭ যুক চুগু জিনি ভাল নাসীকা কমল ১৮ মৃকে হাস  
 ১৯ যুধারসে মিশ্রিত ২০ কাকলি

শব্দার্থ টীকা : রাজসৈন্য... ঠাকুর—মাগনের অমাত্য পিতা

প্রভু স্থানে... নাম ধরি—আল্লাহ কাছে প্রার্থনা করে  
 তাঁর জন্ম বলে তাঁর নাম মাগন ।  
 মগধ পাগ—মগধ দেশের পাগড়ী  
 কোদন্দ—ধনুক ;  
 সোহে—শোভে ;  
 গুর্ধিনী—শকুনী

মন্তব্য—মাগন ঠাকুরের উল্লেখ যদিও ইতিহাসে নেই, তবু আলাওলের বর্ণনা থেকে জানা যাচ্ছে যে, সিংহকী  
 বংশোদ্ভূত এই মুসলমান অভিজাত পুরুষটি আরাকান রাজবংশের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন ।  
 তিনি রাজ-অমাত্য পিতার বিষয়সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন । রাজকন্যার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রথমে  
 অর্জন করেছিলেন সমাদর, পরে রাজকন্যা পাটরাণী হলে তিনি রাজ্যের প্রধান অমাত্য পদ লাভ করেন ।

কম্বু বরনিয়া<sup>১</sup> কন্ঠের পরিপাটি ।  
 নির্মল যুচারু বক্ষ<sup>২</sup> সিংহ<sup>৩</sup> জিহ্বা কটী ॥  
 চন্দনের কন্দ<sup>৪</sup> জেন কন্দিল কন্দপে<sup>৫</sup> ।  
 শত্রু গর্ব<sup>৬</sup> নাস হএ ভোজ জোগ দর্পে<sup>৭</sup> ॥  
 যুকোমল করতল পখাদল তুল<sup>৮</sup> ।  
 চম্পক কলিকা জিনি যুন্দর অংগলে ॥  
 শ্রেত নখপাতি কিবা বালক ময়ঙ্ক<sup>৯</sup> ।  
 শ্রুত ধারি দান নদি করতল অংগ  
 শ্রেত ধারি দান নদি করতল চারু ।  
 গজরাজ যুন্দ সম যুদ্বলিত উরু ॥  
 চক্ষু মধু সম নহে ভাবিলে<sup>১০</sup> কমলে ।  
 লব্য্যা পাই রহিলেক চরনের তলে<sup>১১</sup> ॥

কস্তার শ্রীজন রূপ কাহিতে অনন্ত ।  
 তাহাতে করিল বিধি নানা গুণমন্ত ॥  
 আরবি ফারসি আর মঘা হিন্দু আনি ।  
 নানা গুনে পারগ<sup>১২</sup> সঙ্কেত জ্ঞাতা গুনি ॥  
 বাক্য অলংকার গাথা<sup>১৩</sup> হস্তক নাটিকা ।  
 সিত্তিপগুনমহৌষধি মাত্র বিস্তিভাসিকা<sup>১৪</sup> ॥  
 দেবগুরু ভক্ত মীত্র<sup>১৫</sup> বাসব পালক ।  
 ইংগতে বাসিত পুরি তোসএ<sup>১৬</sup> জাচক ॥  
 দান কালে সত্রু মিত্র এক নাই চিন ।  
 সকলেরে দেয়ন্ত আপনা কিবা ভিন<sup>১৭</sup> ॥

কম্বুবর নিন্দিয়া<sup>১</sup> কন্ঠের পরিপাটি ।  
 নির্মল সুচারু বক্ষ সিংহ জিনি কটি ॥  
 চন্দনের তরু যেন কন্দিল কন্দপে ।  
 শত্রুগর্ব নাশ হয় ভুজয়ুগ দর্পে ॥  
 সুকোমল করতল পদমাভ<sup>২</sup> রাতুল ।  
 চম্পক কলিকা জিনি সুন্দর আংগলে ॥  
 শ্বেতনখ পাতি কিবা শশী নিষ্কলংক ।  
 স্রোতধারা দান নিন্দ করতল অংগ ॥  
 গজরাজ শুন্দ জিনি<sup>৩</sup> সুদ্বলিত উরু ।  
 লঙ্জায় গমনহীন কদলিকা তরু ॥<sup>৪</sup>  
 চক্ষু মধু সম নহে ভাবিয়া কমলে ।  
 লঙ্জা পাই রহিলেক চরণ যুগলে ॥

কর্তার সৃজন রূপ কাহিতে অনন্ত ।  
 তাহাতে করিল বিধি নানা গুণবন্ত ॥  
 আরবী ফারসী আর মগী হিন্দু আনী ।  
 নানাগুণে পারগ সঙ্কেত জ্ঞাতা গুণী ॥  
 কাব্য অলংকার জ্ঞাতা হস্তক নাটিকা ।  
 সিত্তিপগুণ মহৌষধি মন্ত্রবিধি শিক্ষা ॥  
 দেব-গুরু-ভক্ত-মিত্র বাসব পালক ।  
 ইংগতে বাসিত পুরে তোষন্ত যাচক ॥  
 দানকালে শত্রু মিত্র এক নাই চিন ।  
 সকলেরে দেশে নিত্য আশু কিবা ভিন ॥

- ১ কম্বুবর নিন্দিত ২ বৈষ্ণব সীপ ৩ বক্ষ  
 ৪ কন্দিলেক সর্ব  
 ৫ শত্রু বর্গ না সহএ দেখাি ডএ দুখ  
 ৬ পান্ডুরাতুল  
 ৭ শ্রেত নোকপাতি কিবা সমী নিষ্কলংক  
 ৮ ভাবিয়া ৯ লৈল্যা পাই রহিল চরনযুগ তলে  
 ১০ ফারগ ১১ তর্ক অলংকার জ্ঞাতা  
 ১২ সিত্তিপ গুন মধু সাধি মন্ত্র বিস্তি সীকা ১৩ ভক্তি মাত্র  
 ১৪ তোষন্ত ১৫ সকলেরে দেশে নিত্য আশু কিবা ভিন

১. ক ২. আ ৩. আ ৪. আ

শব্দার্থ টীকা : কম্বু — শংখ  
 দেবগুরু — বৃহস্পতি  
 আশু কিবা ভিন — আপন বা পর

মন্তব্য : মাগনের রূপবর্ণনার মধ্যে আলংকারিকতা থাকলেও গুণবর্ণনার মধ্যে যথার্থতা আছে । আলাওলের ন্যায় মাগনও বহু ভাষাবিদ ছিলেন । বাংলা ভাষার পাশাপাশি আরবী ফারসী, মগী এবং অর্থাৎ হিন্দী সেসময়ে আরাকানে প্রচলিত ছিল । কেবল বহুভাষাবিদ নয়, কাব্যশাস্ত্র, নাট্যশাস্ত্র, অলংকারশাস্ত্র, ভেষজশাস্ত্র ইত্যাদি নানাশাস্ত্রে অভিজ্ঞ মাগন ঠাকুর বহুশাস্ত্রবিশারদ ছিলেন ।



ষদ্ব্যভাব সদাচার<sup>১</sup> মধুর আলাপ ।  
 ন জানন্ত কৃপনতা অকর্ম কলাপ<sup>২</sup> ॥  
 পর উপকারি অতি<sup>৩</sup> দয়াল হৃদয়<sup>৪</sup> ।  
 হিতকারি বিভূ নাই লোক অপচ<sup>৫</sup> ॥  
 মোহধনি<sup>৬</sup> মোহামানি মোহা শাহাসীক ।  
 অহিংসক অপবৃন্য<sup>৭</sup> মর্ষাদা অধিক ॥  
 জেই কিছুর নিরঞ্জন<sup>৮</sup> করিছে কোরানে ।  
 সেই কর্ম নিত্য কৃত<sup>৯</sup> অন্য নাই মনে ॥  
 নিন্দাচর্চা বর্জিত সরস কটুকথা<sup>১০</sup> ।  
 সরনাগতের খণ্ড অন্ত নাগ বেথা<sup>১১</sup> ॥

ওলমা ছইদ সেক জন্ম পরদেশী ।  
 পুছন্ত<sup>১২</sup> স্নাদর করি বহু স্নেহবাসী<sup>১৩</sup> ॥  
 কাহাকে খাতির কাক করন্ত ইমাম<sup>১৪</sup> ।  
 নানা বিধি দানে পুরাণত মনস্কাম ॥  
 নৃপক্রোধে জথ লোক হএ ছত্রাকার ।  
 তাহান শরনে<sup>১৫</sup> আইলে হঅন্ত উম্মার ॥  
 গুনের সমুদ্র সাগরিতে নাহি কুল ।  
 মই হিনবৃদ্ধি তান মহিমা বহুল ॥  
 গুনকৃতি করিতে না পুরে মন সাদ ।  
 ভাবিয়া চিন্তিয়া মনে করৌ আশীর্বাদি ॥  
 দীর্ঘ পরমাউ<sup>১৬</sup> হৌক সতবিংশ অচ<sup>১৭</sup> ॥  
 দিগান্তরে পূন্য হৌক গুনকৃতি সচ<sup>১৮</sup> ॥  
 যুদ্ধপক্ষ চন্দ্রতুল্য বৃদ্ধি<sup>১৯</sup> হৌক জস ।  
 তাহান গুনেত হৌক দেস সব বস<sup>২০</sup> ॥

শদ্ব্যভাব সদাচার মধুর আলাপ ।  
 না জানন্ত কৃপনতা অকর্মকলাপ ॥  
 পর উপকারী অতি দয়াল হৃদয় ।  
 হিংসা করি না করেন্ত লোক অপচয় ॥<sup>১</sup>  
 মহাদানী মহামানী মহাসাহসিক ।  
 অহিংসক আশুগুণ্য<sup>২</sup> মর্ষাদা অধিক ॥  
 যেই কিছুর নিরঞ্জন করিছে পুরাণে<sup>৩</sup> ।  
 সেই কর্ম নিত্য করে আন নাহি মনে ॥  
 নিন্দাচর্চাবর্জিত সরস মধুর<sup>৪</sup> কথা ।  
 চিন্তায়ুক্ত জনের খণ্ডায়ন্ত মনোব্যথা ॥

ওলমা সৈয়দ শেখ যত পরদেশী ।  
 পোষন্ত আদর করি বহু স্নেহবাসি ॥  
 কাহাকে খাতির কাকে করন্ত ইনাম ।  
 নানাবিধ দানে পুরাণন্ত মনস্কাম ॥  
 নৃপক্রোধে যত লোক হয় ছত্রাকার ।  
 তাহান শরণে আসি হস্ত উম্মার ॥  
 গুণের সমুদ্র সান্তরিতে নাহি কুল ।  
 মর্দাঞ হীনবৃদ্ধি তান মহিমা অতুল<sup>৫</sup> ॥  
 গুনকৃতি করিতে না পুরে মনে সাধ ।  
 ভাবিয়া চিন্তিয়া মনে করৌ আশীর্বাদি ॥  
 দীর্ঘ পরমায়ে<sup>৬</sup> হৌক শতবিংশ অন্দ ।  
 দিগান্তরে পূর্ণ হৌক গুনকৃতি<sup>৭</sup> শব্দ ॥  
 শুদ্ধপক্ষ চন্দ্রতুল্য বৃদ্ধি হৌক যশ ।  
 তাহান গুণেতে হৌক দেবকুল বশ ॥

- ১ ধর্ম সদাচার নিত্য ২ অধর্মতা পাপ ৩ নিতি ৪ চরিত  
 ৫ ন করিয়া অপচএ সদাএ করে হিত  
 ৬ মোহাদানি ৭ অহিংসীক সাদকে ৮ প্রভু অজ্ঞা  
 ৯ নিত্য করে ১০ নাই কট কথা  
 ১১ চিন্তাজ্ঞোক্ত জনের খণ্ডাএ মনবেথা  
 ১২ পোষন্ত ১৩ স্নেহভাসী  
 ১৪ কাহাকে খাতির করে কাহাকে ইমাম  
 ১৫ চরনে ১৬ পরমাই ১৭ অন্দ  
 ১৮ পূন্যধিক হৌক কৃতি দিগান্তরে সন্দ  
 ১৯ বিধি ২০ তোমার গুনেতে দেবকুল হৌক বস ।

১. আ ২. আ ৩. শ ৪. হ ৫. ক ৬. ক

শব্দার্থ টীকা : ইনাম—পুরস্কার

ওলমা সৈয়দ শেখ—বিভিন্ন মুসলমান সম্প্রদায়

মন্তব্য বর্তমান স্তবকের শেষে কবি যেভাবে তাঁর পৃষ্ঠপোষক মাগনের সুদীর্ঘ পরমায়ু কামনা করেছেন  
 তাঁর থেকে বোঝা যায় মাগনের জীবৎকালেই এই কাব্য রচিত ।

চন্দ্র স্বৰ্ঘ আকাশ ধরনি গীরি জল ।  
জথা দিন আছে পদ্য মেদিনী মন্ডল ॥  
নিচল রহন<sup>২</sup> নাম কীর্তির সাদ<sup>৩</sup> ।  
মন বাণ্ডা সিংধ হৌক খন্ডউক আপদ ॥

নামের বাখান এবে ব্দন মোহাজন ।  
অক্ষরে অক্ষরে<sup>৪</sup> কহ ভাবি গুনাগুনে<sup>৫</sup> ॥  
মান্যের<sup>৬</sup> মা কার আর গুরুর<sup>৭</sup> গ কার ।  
ব্দত জে.গ নক্ষত্রের<sup>৮</sup> আনিল ন কার ॥  
এ তিন অক্ষরে নাম মাগন সম্ভবে ।  
রাখীলেক<sup>৯</sup> মহাজনে অতি মোহাশবে<sup>১০</sup> ॥  
আর এক কথা ব্দন পণ্ডিত সকল ।  
কাব্য শাস্ত্র<sup>১১</sup> ছন্দমলে পদ্যক<sup>১২</sup> পীগল ॥  
পীগলের মধ্যে অষ্ট মোহাগনা মূল<sup>১৩</sup> ।  
তাহাতে মগন আদ্য<sup>১৪</sup> ব্দবউ<sup>১৫</sup> কবিকুল ॥  
নিধি স্তীর কৈল<sup>১৬</sup> প্রাপ্তি মগন ভিতর ।  
মগন মাগন এক আকার অন্তর ॥  
আকার সংযোগে নাম লইল<sup>১৭</sup> মাগন ।  
অনেক<sup>১৮</sup> মগল ফল পাই তেকারন ॥  
অক্ষরে<sup>১৯</sup> রাপনা কথা কহিম<sup>২০</sup> কিঞ্চিৎ ।  
পদ্যতকের<sup>২১</sup> ব্দত্র কহো<sup>২২</sup> ব্দনহ পণ্ডিত ॥

চন্দ্র স্বৰ্ঘ আকাশ ধরণী গীরি জল ।  
যতদিন আছে পূর্ণ মেদিনী মন্ডল ॥  
নিচল রহন নাম কীর্তি সম্পদ<sup>২</sup> ।  
মনোবাণ্ডা সিংধ হৌক খন্ডউক আপদ ॥

নামের বাখান এবে শুন মহাজন ।  
অক্ষরে অক্ষরে কহো ভাবি গুনাগুণ ॥  
মান্যের ম-কার আর গুরুর গ-কার ।  
শুভযোগে নক্ষত্রের আনিল ন-কার ॥  
এ তিন অক্ষরে নাম মাগন সম্ভব ।  
রাখিলেস্ত মহাজন করিআ উৎসব ॥<sup>২</sup>  
আর এক কথা শুন পণ্ডিত সকল ।  
কাব্য শাস্ত্র ছন্দমলে পদ্যক পীগল ॥  
পীগলের মধ্যে অষ্ট মহাগণ মূল ।  
তাহাতে ম-গন আদ্যে ব্দব কবিকুল ॥  
নিধিচ্ছর কল্পপ্রাপ্তি<sup>৩</sup> মগন ভিতর ।  
মগন মাগন এক আকার অন্তর ॥  
আকার সংযোগে নাম হইল মাগন ।  
অধিক মগল ফল পাই তে-কারণ ॥  
অখনে<sup>৪</sup> আপনা কথা কহিম<sup>৫</sup> কিঞ্চিৎ ।  
পদ্যতকের সূত্র এবে শুনহ পণ্ডিত ॥

১ ব্দজ ২ রহৌক ৩ সবদ ৪ অক্ষরে ২  
৫ ব্দন গনাগন ৬ ম এর ৭ গ এর ৮ নৈক্ষত্রের  
৯ রাখীলেক ১০ মউশবে ১১ বাঙ্ক শাস্ত্র  
১২ পোস্তক  
১৩ অগ্নলের মাজে মোহা অষ্ট গন মূল  
১৪ আইশে ১৫ ব্দজ ১৬ ব্দ ১৭ হইল  
১৮ অধিক ১৯ রখনে ২০ কহি যে  
২১ পোস্তকের ২২ এবে

১. আ ২. আ ৩. ক ৪. হ

শব্দার্থ টীকা : কাব্যশাস্ত্র ছন্দমলে পদ্যক পীগল—পীগলাচার্যের  
লেখা ছন্দোশাস্ত্র প্রাকৃত পীগল ।  
অষ্ট মহাগণ—পীগলের ছন্দশাস্ত্র অনুযায়ী, বর্গের  
লঘু গুরু, ক্রমানুসারে আট প্রকার গণ—ষথা,  
ম-গণ, ষ-গণ, ত-গণ, র-গণ, জ-গণ, ড-গণ,  
ন-গণ, স-গণ ।

মন্তব্য : মাগন নামের ব্দ্যপিস্তি সন্ধান করতে গিয়ে আলাওল এখানে ছন্দশাস্ত্র সম্পর্কে গভীর অধ্যয়নের  
পরিচয় দিয়েছেন । ম-গণকে সম্পদের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র বলা হয় । মাগন সম্পদের সেই অধিষ্ঠান  
ক্ষেত্রে অবস্থান করে সকলের মগল বিধান করছেন ।

## আত্ম পরিচয়

মুন্সুফ ফাতেহাবাদ<sup>১</sup> গোরেত প্রধান ।  
 তথাতে জালালপুর পুন্যবন্ত স্থান<sup>২</sup> ॥  
 বহুগুনবন্ত বৈসে খলিফা ওলমা ।  
 কথেক কহিব সেই দেশের মহিমা ॥  
 মজলিস কুতুব জান তাত অধিপতি ।<sup>৩</sup>  
 মুই হিন দিন<sup>৪</sup> তান<sup>৫</sup> আমধ্য সন্ততি ॥  
 কার্গতি<sup>৬</sup> জাইতে পশ্চে বিধির ঘটন ।  
 হাম্মাদের নৌকা সগে হৈল দরশন ॥  
 বহু যুদ্ধ আছিল শহীদ হৈল তাত<sup>৭</sup> ।  
 রণক্ষেতে ভোগ জোগে আইল এখাত<sup>৮</sup> ॥  
 কহিতে বহুল কথা দক্ষ আপনার ।  
 রোসাগে আসিয়া হৈল রাজ আছয়ার<sup>৯</sup> ॥  
 বহু বহু<sup>১০</sup> মুছলমান রোসাগে বৈসন্ত ।  
 সদাচার কুলিন পশ্চত গুনমন্ত<sup>১১</sup> ॥  
 সবে কৃপা করন্ত সম্বাসা<sup>১২</sup> বহুতর ।  
 তালিব এলেম বলি<sup>১৩</sup> করন্ত আদর ॥  
 মুখ্য<sup>১৪</sup> পাটেশ্বরীর আমধ্য<sup>১৫</sup> মোহাজন ।  
 সত্যবাদী জিতেশ্বর<sup>১৬</sup> ঠাকুর মাগন ॥  
 ভাগ্যেদেছে<sup>১৭</sup> হৈল মোর বিধি পরসন ।  
 দক্ষ নাশ হেতু তান সগে দরসন<sup>১৮</sup> ॥  
 বহুল<sup>১৯</sup> আদর করি বহুল সনমানে ।  
 সতত<sup>২০</sup> পোষন্ত আমা অন্য বস্ত্র দানে ॥  
 মধুর আলাপে বস হৈল মোর মন ।  
 তান গুনবন্ত হৈল গুভাএ<sup>২১</sup> বন্দন ॥

মুন্সুফ ফতেহাবাদ গোড়েত প্রধান ।  
 তথাত জালালপুর পুণ্যবন্ত স্থান ॥  
 বহু গুণবন্ত বৈসে খলিফা ওলমা ।  
 কথেক কহিমু সেই দেশের মহিমা ॥  
 মজলিস কুতুব জান তাত অধিপতি ।  
 মুই দিন হীন তান অমাত্য সন্ততি ॥  
 কার্গতি যাইতে পশ্চে বিধির ঘটন ।  
 হাম্মাদের নৌকা সগে হৈল দরশন ॥  
 বহু যুদ্ধ আছিল শহীদ হৈল তাত ।  
 রণক্ষেতে ভোগযোগে আইলুম এখাত ॥  
 কহিতে বহুল কথা দঃখ আপনার ।  
 রোসাগে আসিয়া হৈলৌ রাজ আসোয়ার ॥  
 বহু বহু মুসলমান রোসাগে বৈসন্ত ।  
 সদাচার কুলীন পশ্চত গুণবন্ত ॥  
 সবে কৃপা করন্ত সম্ভাস বহুতর ।  
 তালিব এলেম বলি করন্ত আদর ॥  
 মুখ্য পাটেশ্বরীর অমাত্য মহাজন ।  
 সত্যবাদী জিতেশ্বর ঠাকুর মাগন ॥  
 ভাগ্যেদয় হৈল মোর বিধি পরসন ।  
 দঃখনাশ হেতু তান সগেত মিলন ॥  
 অনেক আদর করি বহুল সম্মান ।  
 সতত পোষন্ত আমা অন্নবস্ত্র দান ॥  
 মধুর আলাপে বস হৈল মোর মন ।  
 তান গুণসন্ত হৈল গ্রীবাত বন্দন ॥

১ ফতেহাবাদ ২ রাত দিষ্কতান

৩ মজলিস কুতুব তাহাতে অধিপতি

৪ খিন ৫ অতি ৬ কার্গতি

৭ পীতা ৮ মুই-আইলুম এতা

৯ আর্বাআর ১০ মহসীন ১১ পশ্চত কুলিন গুনবন্ত

১২ সম্ভাসা ১৩ বলি ১৪ মুখ্য ১৫ আমেতা

১৬ সৈন্তবাদী জিতেশ্বর ১৭ ভাগ্যেদে

১৮ সগেত মিলন ১৯ অনেক ২০ সতত ২১ গীর্ঘতে

মন্তব্য : ১৬০৬ খ্রীঃ থেকে ১৬১০ খ্রীঃ পর্যন্ত মজলিস কুতুব ফতেহাবাদের অধিপতি ছিলেন । তাঁর অমাত্যপুত্র আলাওল তরুণ ( পনের বছর ) বয়সে ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ যদি আরাকানে উপস্থিত হলে থাকেন তবে তাঁর জন্মসাল আনুমানিক ১৫৯৭ খ্রীষ্টাব্দ ।

শব্দার্থ টীকা : ফতেহাবাদ—ফরিদপুর জেলার একটি পরগণা ।

কবির জন্মস্থান এর অন্তর্গত জালালপুর অঞ্চল ।

হাম্মাদ—পশ্চিমীজ জলদস্যু

রাজ আসোয়ার—রাজ অম্বারোহী সৈন্য

তালিব এলেম—তরুণ ছাত্র

গর্দানগণ থাকন্ত তাহান সভা ভরি ।  
 গীত নাট জম্ব বাদ্যে<sup>১</sup> রঙ্গ চণ্ড করি ॥  
 নানা প্রসঙ্গ<sup>২</sup> কথা কহিয়া রসদ<sup>৩</sup> ।  
 তান সভা মধ্যে থাকে হৈয়া সভাসদ<sup>৪</sup> ।  
 একদিন মোহাসএ বসীছে<sup>৫</sup> আসনে ।  
 নানা রসে প্রসঙ্গ কহন্ত গর্দানগণে ।  
 কেহ বাহে কেহ গাহে কেহ খেলে খেলা<sup>৬</sup> ।  
 সুধাকর বেরি জেন তারাগণ মেলা ॥  
 হেনকালে গর্দান পশ্চাবতীর কথন ।  
 পরম হরিশ হৈলা আনন্দিত<sup>৭</sup> মন ॥  
 কন্তুকে<sup>৮</sup> আদেশ কৈল পরম হরিসে ।  
 পদ্মে শ্বীজরাজে<sup>৯</sup> জেন অমীয়া বরিসে ॥  
 এই পশ্চাবতি রশ রশ কথা<sup>১০</sup> ।  
 হিন্দুস্থানি ভাসে সেখ রছিয়াছে পোথা<sup>১১</sup> ॥  
 রোসাগেত অনেক না বদুখে এই ভাষা ।  
 পন্নার রছিল পুরে সকলের আসা ॥  
 জেহেন দৌলত কাজি চন্দ্রানি রচিল<sup>১২</sup> ।  
 লক্ষর উজির আসরফে আঞ্জা দিল ॥  
 তেন পশ্চাবতি রচ মোর আঞ্জা ধরি ।  
 তাহাক গর্দানিতে শ্রধা মনে বহু করি<sup>১৩</sup> ॥  
 তাহান আদেশ মালা পূরিয়া মস্তক ।  
 অঙ্গীকার কৈলু মদুই রচিতে পুস্তক<sup>১৪</sup> ॥  
 বিমর্ষি<sup>১৫</sup> চাহিলু পাছে<sup>১৬</sup> মদুই অল্পবদুশি<sup>১৭</sup> ।  
 কেমনে<sup>১৮</sup> জানিল মদুই রচনার গর্দুশি ॥  
 অনেক ভাবিরা মনে চিন্তিল<sup>১৯</sup> উপাএ ।  
 তান ভাগ্য জসকূতি আছয় সহাএ<sup>২০</sup> ॥

গর্দানগণ থাকন্ত তাহান সভা ভরি ।  
 গীত নাট যন্ত্র বাদ্যে রঙ্গ চণ্ড করি ॥  
 নানান প্রসঙ্গ কথা কহি নানা মত<sup>১</sup> ।  
 তান সভা মধ্যে থাকে হইয়া সভাসদ ॥  
 একদিন মহাশয় বসিয়া আসনে ।  
 নানা রসে প্রসঙ্গ কহন্ত গর্দানগণে ॥  
 কেহ গাহে কেহ বাহে কেহ খেলে খেলা ।  
 সুধাকর বোড়ি যেন তারাগণ মেলা ॥  
 হেনকালে গর্দান পশ্চাবতীর কথন ।  
 পরম হরিষ হৈল আনন্দিত মন ॥  
 কৌতুকে আদেশ কৈলা পরম হরিশে ।  
 পূর্ণ শ্বিজরাজে যেন অমিয়া বরিশে ॥  
 এহি পশ্চাবতী রসে রচ রসকথা ।<sup>২</sup>  
 হিন্দুস্থানী ভাষে শেখে রচিয়াছে পোথা ॥  
 রোসাগেত অনেকে না বদুখে এই ভাষা ।  
 পন্নার রচিলে পুরে সভানের<sup>৩</sup> আশা ॥  
 যেহেন দৌলত কাজি চন্দ্রানি রচিল ।  
 লক্ষর উজির আশরফে আঞ্জা দিল ॥  
 তেন পশ্চাবতী রচ মোর আঞ্জা ধরি ।  
 একথা গর্দানিতে মনে বহু শ্রধা করি ॥  
 তাহান আদেশ মালা পূরিয়া মস্তক ।  
 অঙ্গীকার কৈলু মদুই রচিতে পুস্তক ॥  
 বিমর্ষি চাহিলু পাছে মদুই অল্পবদুশি ॥  
 কেমনে জানিলু মদুই বচনের<sup>৪</sup> গর্দুশি ॥  
 অনেক ভাবিয়া মনে চিন্তিলু উপায় ।  
 তান ভাগ্য যশ কীতি<sup>৫</sup> আছয় সহায় ॥

১ গীতে নাটে জম্ব জম্ব ২ নানান প্রসঙ্গ  
 ৩ স্ববদ ৪ সব সাদ ৫ বসীয়া  
 ৬ কেহ গাএ কেহ বাএ কেহ নানা খেলা  
 ৭ সন্তসীত ৮ কন্তুকে ৯ পদ্মে শ্বিজরাজ  
 ১০ এই পশ্চাবতি রজে সব রস কথা ১১ পোতা ১২ রছিল  
 ১৩ একথা গর্দানিতে মনে বহু শ্রধা করি  
 ১৪ পুস্তক ১৫ মনে ১৬ কেমনে  
 ১৭ চিন্তিলু ১৮ আছে জে মোহাএ

১. ক ২. আ ৩. আ ৪. হ

শব্দার্থ টীকা : বাহে—বাহায় ( বাদতি > বাই > বাএ > বাহে )  
 শ্বিজরাজ—চন্দ্র  
 হিন্দুস্থানী—আওধি বা অবধী হিন্দী  
 শেখে—শেখ মালিক মুহম্মদ জামসী  
 দৌলত কাজি—খিরি খুশমা বা শ্রীসুখমার রাজস্ব-  
 কালে আরাকানের সভাকবি, যিনি মন্ত্রী আসরফ খিরি  
 নিম্নে সতীময়না বা লোর চন্দ্রানি কাব্য লেখেন ।  
 চন্দ্রানি—লোর চন্দ্রানি কাব্য ; কবি সাধনের হিন্দী  
 কাব্য অকাল্পনে রচিত লোর চন্দ্রানি ।

সেই বলে রচিল<sup>১</sup> পদস্তক পদ্মাবতি ।  
 নিজ বদ্বিধবলে নাই এতেক শক্তি ।।  
 অখনে পশ্চিমতগনে<sup>২</sup> মোর<sup>৩</sup> পরিহার ।  
 দোশ ক্ষম টোট<sup>৪</sup> বদ্বি<sup>৫</sup> গুনে আপনার ।।  
 গুনে বদ্বি<sup>৬</sup> দোস ক্ষেমে জেই জন গুনি ।  
 পশ্চিমত নিন্দক<sup>৭</sup> হেন কভু<sup>৮</sup> নাহি বদ্বি<sup>৯</sup> ।।  
 নিন্দক পাপীষ্ট<sup>১০</sup> খল সত্ৰ<sup>১১</sup> সম হয় ।  
 কিঞ্চি<sup>১২</sup> না বদ্বি<sup>১৩</sup> পদ্বি<sup>১৪</sup> বহুল দোসএ ।।  
 না বদ্বি<sup>১৫</sup> কবি<sup>১৬</sup> বোলএ মন্দ ছন্দ ।  
 পদক<sup>১৭</sup> রচিত্তে পদ্বি<sup>১৮</sup> হএ অশ্ব<sup>১৯</sup> ধন্দ ।।  
 কাব্যরত্ন কটীন<sup>২০</sup> জথেক অগ্রগামি ।  
 পদ্বি<sup>২১</sup> গামি<sup>২২</sup> হৈয়া তথা কি পাইব আমি ।।  
 তবে কি<sup>২৩</sup> প্রভুর সে ভাণ্ডার নহে উন ।  
 জথ হরে তথ বারে এই মোহাগুনে<sup>২৪</sup> ।।  
 এই ভাবি কবি পাছে করিল<sup>২৫</sup> পয়ান ।  
 ভাল মন্দ বলে কেহ<sup>২৬</sup> না করিল<sup>২৭</sup> কান ।।  
 হাশ্ব ভাণ্ডার মাঝে জথ ছিল পদ্বি<sup>২৮</sup> ।  
 গোপ্ত<sup>২৯</sup> বেষ্ট কৈল<sup>৩০</sup> তাহা জিভা<sup>৩১</sup> করি কদ্বি<sup>৩২</sup> ।।  
 বচন পদার্থ অতি রতন অমূল ।  
 ত্রিভুবনে দিতে নারি বচনের তুল ।।  
 বচন সংযোগে হএ নর পশু<sup>৩৩</sup> ভিন<sup>৩৪</sup> ।  
 বচন অস্তরে<sup>৩৫</sup> মূর্থ<sup>৩৬</sup> পশ্চিমত<sup>৩৭</sup> চিন<sup>৩৮</sup> ।।  
 বিষতুল্য বচন রচনে বদ্বি<sup>৩৯</sup> রস ।  
 বচন রচনে পদ্বি<sup>৪০</sup> দেব হয় বস ।।  
 এ বেদ পুরানে আদি জথ মোহামন্ত ।  
 বচনেত বদ্বি<sup>৪১</sup> রস<sup>৪২</sup> জথ তন্ত<sup>৪৩</sup> মন্ত<sup>৪৪</sup> ।।  
 বচন অধিক রত্ন জদি সে থাকিত ।  
 স্বর্গ হোন্তে বচন ন ভূমিত<sup>৪৫</sup> নামিত<sup>৪৬</sup> ।।

সেই বলে রচিল<sup>১</sup> পদস্তক পদ্মাবতী ।  
 নিজ বদ্বিধবলে নাই এতেক শক্তি ।।  
 অখনে পশ্চিমতগনে মোর পরিহার ।  
 দোষ ক্ষেম টোট<sup>৪</sup> শোধ গুণে আপনার ।।  
 গুণ বদ্বি<sup>৬</sup> দোষ ক্ষেমে সেই জন গুণি ।  
 পশ্চিমত নিন্দক<sup>৭</sup> হেন কভু<sup>৮</sup> নাহি শূনি ।।  
 নিন্দক পাপিষ্ট<sup>১০</sup> খল শত্ৰু<sup>১১</sup> সম হয় ।  
 কিঞ্চি<sup>১২</sup> না বদ্বি<sup>১৩</sup> পদ্বি<sup>১৪</sup> বহুল দোষয় ।  
 না বদ্বি<sup>১৫</sup> কবি<sup>১৬</sup> বোলএ মন্দ ছন্দ ।  
 পদক<sup>১৭</sup> রচিত্তে পদ্বি<sup>১৮</sup> হয় অশ্ব<sup>১৯</sup> ধন্দ ।।  
 কাব্যরত্ন লুটিল যথেক অগ্রগামী ।  
 পদ্বি<sup>২১</sup> গামী<sup>২২</sup> হৈয়া তথা কি পাইব আমি ।।  
 তবে সে প্রভুর ভাণ্ডার নহে উন ।  
 যত হরে তত বাড়ে এই মহাগুণ ।।  
 এই ভাব শিরে করি করিল<sup>২৫</sup> পয়ান ।  
 ভাল মন্দ বোলে কেহ<sup>২৬</sup> না করিল<sup>২৭</sup> কান ।।  
 হৃদয় ভাণ্ডার মাঝে যত আছে পদ্বি<sup>২৮</sup> ।  
 গুপ্ত<sup>২৯</sup> ব্যস্ত কৈল<sup>৩০</sup> তাহা জিহ্না<sup>৩১</sup> করি কদ্বি<sup>৩২</sup> ।।  
 বচন পদার্থ অতি রতন অমূল ।  
 ত্রিভুবনে দিতে নারি বচনের তুল ।।  
 বচন সংযোগে হয় নর পশু<sup>৩৩</sup> ভিন ।  
 বচন অস্তরে মূর্থ<sup>৩৬</sup> পশ্চিমত<sup>৩৭</sup> চিন ।।  
 বিষতুল্য বচন বচনে সূদ্বি<sup>৩৯</sup> রস ।  
 বচন রচনে পদ্বি<sup>৪০</sup> দেব হয় বশ ।।  
 ত্রিবেদ পুরাণ আদি যত মহামন্ত ।  
 বচনে সকল পদ্বি<sup>৪১</sup> যত মন্ত<sup>৪৩</sup> তন্ত<sup>৪৪</sup> ।।  
 বচন অধিক রত্ন যদি সে থাকত ।  
 স্বর্গ হোন্তে বচন না ভূমিত<sup>৪৫</sup> নামিত<sup>৪৬</sup> ।।

১ রচিত ২ পদস্তক ৩ পশ্চিমত স্থানে ৪ মাগী  
 ৫ দোস ৬ শ্বম টোট সোদ ৭ পাপিষ্ট ৮ সত্ৰ সম হএ  
 ৯ কবি<sup>১০</sup> ১০ পদকে ১১ কাব্যরত্ন লুটিল ১২ পাপিষ্টগামী  
 ১৩ সে ১৪ মাত্র গুণ ১৫ হেন ১৬ মোলা ১৭ জিহ্না  
 ১৮ কদ্বি ১৯ চিন ২০ রচনে ২১ ভিন ২২ বচনে সকল পদ্বি  
 ২৩ অশ্ব তন্ত ২৪ স্বর্গ হোন্তে বচন নামীতে না নামীত

১. আ ২. ক ৩. শ

লক্ষার্থ টীকা : উন—কম  
 পদ্বি—পদ্বি  
 কদ্বি—চাবী  
 চিন্—চিহ্ন

তার মাঝে প্রেমকথা মাধব্য অপার<sup>১</sup> ।  
 প্রেমভাবে সংসার স্ত্রীজিলা করতায় ॥  
 প্রেম বিন্দু ভাব নাহি ভাব বিন্দু রস<sup>২</sup> ।  
 ত্রিভুবনে জথ দেখ প্রেম হোতে বশ<sup>৩</sup> ॥  
 জার হৃদে জনমীজ<sup>৪</sup> প্রেমের অক্ষর ।  
 মনুজি<sup>৫</sup> পদ পাইল সেই সভায় টাকর<sup>৬</sup> ॥  
 প্রেম হোস্তে জনমে বিরহ তিনাকর ।  
 পণ্ড অক্ষ ভিহনে নিলক্ষ পণ্ডবর<sup>৭</sup> ॥  
 জার হৃদে<sup>৮</sup> বিরহের জুতি প্রকাশীল ।  
 যুদ্ধ মনু<sup>৯</sup> প্রাণি তার আপদ তরিল ॥  
 বিরহের আনলে দহিল জার প্রান<sup>১০</sup> ।  
 পীতল আংড়ি<sup>১১</sup> করে হেম দস বান ॥  
 জাহার বচনে হয় বিরহের মায়া ।  
 কিবা রূপ রেক তার কিবা তার কায়া ॥  
 আন বেশ বাহিরে বিরহ<sup>১২</sup> অখাস্তর ।  
 গোপত মানিক্য<sup>১৩</sup> জেন ধূলির ভিতর ॥  
 প্রেম বিরহের মধ্যে<sup>১৪</sup> বস্তা<sup>১৫</sup> কবিবকুল ।  
 তার ভাব<sup>১৬</sup> বন্ধে জেই জানে তার মূল ॥  
 বিভাবে রস দেসা যুদ্ধ মনু<sup>১৭</sup> কাম<sup>১৮</sup> ।  
 প্রেম হোস্তে সকল জথেক লৈল<sup>১৯</sup> নাম ॥  
 প্রেম হোস্তে পদ<sup>২০</sup> দারা প্রেমে গৃহবাস ।  
 প্রেমেতে ধম্মতা<sup>২১</sup> রূপ প্রেমেতে উদাস ॥  
 প্রেম মূল ত্রিভুবন জথ চরাচর ।  
 প্রেম তুল্য বস্ত<sup>২২</sup> নাই প্রিথী<sup>২৩</sup> ভিতর ॥  
 প্রেম কবি আলাওল<sup>২৪</sup> প্রভর ভাবক ।  
 অন্তরে প্রবল পদ<sup>২৫</sup> প্রেমের পারক<sup>২৬</sup> ॥

তার মাঝে প্রেমকথা মাধব্য<sup>১</sup> অপার ।  
 প্রেমভাবে সংসার সৃজিলা করতায় ॥  
 প্রেম বিন্দু ভাব নাহি ভাব বিন্দু রস ।  
 ত্রিভুবনে যত দেখ প্রেম হস্তে বশ ॥  
 যার হৃদে জনমিল প্রেমের অক্ষর ।  
 মনুজি<sup>২</sup> পদ পায় সেই সভান ঠাকর<sup>৩</sup> ॥  
 প্রেম হস্তে জনমে বিরহ তিনাকর ।  
 পণ্ডাকরে বিরহিনী লক্ষ্য পণ্ডশর ॥  
 যার হৃদে বিরহের জ্যোতি প্রকাশিল ।  
 সূখ মোক্ষ প্রাণি তার আপদ তরিল ।  
 বিরহ আনলে যার দহিল পরাণ ।  
 পিতল আংড়ি<sup>৪</sup> কৈল<sup>৫</sup> হেম দশবান ॥  
 যাহার বচনে হয় বিরহের মায়া ।  
 কিবা রূপ রেখা তার কিবা তার কায়া ॥  
 আন বেশ বাহিরে বিরহ অভাস্তর<sup>৬</sup> ।  
 গোপত মাণিক্য যেন ধূলির অস্তর<sup>৭</sup> ॥  
 প্রেম বিরহের লক্ষ্য বস্তা কবিবকুল ।  
 কাব্যভাবে<sup>৮</sup> বন্ধে যেই জানে তার মূল ॥  
 বিরহের ভাব রস সূখ মোক্ষ কাম<sup>৯</sup> ।  
 প্রেম হস্তে সকল যতেক কৈল<sup>১০</sup> নাম ॥  
 প্রেম হস্তে পদ<sup>১১</sup> দারা প্রেমে গৃহবাস ।  
 প্রেমেতে ধৈর্যতা রূপ প্রেমত উদাস ॥  
 প্রেম মূলে ত্রিভুবন যত চরাচর ।  
 প্রেম তুল্য বস্ত<sup>১২</sup> নাহি সংসার ভিতর ॥  
 প্রেমকবি আলাওল প্রভর ভাবক ।  
 অন্তরে প্রবল পদ<sup>১৩</sup> প্রেমের পালক<sup>১৪</sup> ॥

১ মধাজ্ঞ আপার ২ বর ৩ কর ৪ প্রজলিত ৫ মোক্ষ  
 ৬ পণ্ডাকরে বিরহিনী লৈক্ষ পণ্ডবর ৭ ঘটে ৮ যুদ্ধ মনু  
 ৯ বিরহ আনলে জার দহিল পরান ১০ দেখএ ১১ মানিক্য  
 ১২ লৈক্ষ ১৩ উক্ত ১৪ বাক্য ভাবে  
 ১৫ হাব ভাব রস দেসা যুদ্ধ মনু কাম ১৬ ধৈর্যতা  
 ১৭ সংসার ১৮ আলাওল  
 ১৯ পদ্য ২০ কামক

১. আ ২. শ ৩. হ ৪. আ ৫. আ ৬. শ  
 ৭. হ ৮. আ

শব্দার্থ টীকা : পণ্ডাকরে—ফারসী লিপিতে বিরহিনী পাঁচঅক্ষর,  
 সম্ভবতঃ আলাওলের লিপি ছিল ফারসী ।  
 আংড়ি—আংটি  
 ভেশ—বেশ  
 ভাবক—ভক্ত

মন্তব্য—বর্তমান দুটি শব্দকে প্রেম ও বিরহ সম্পর্কে আলাওলের সূক্ষ্মমত প্রকাশিত ।

বাঞ্ছিত পদরন হেতু গদরু<sup>১</sup> পরশন ।  
 অশ্ব চক্ষু<sup>২</sup> যদতি হেন<sup>৩</sup> জ্ঞান<sup>৪</sup> অজ্ঞান ॥  
 কাটীলা<sup>৫</sup> মনের ঘোর শক্তির কৃপানে ।  
 রসনা সরস হৈল প্রেমের বচনে ॥  
 প্রেম পদ<sup>৬</sup> পদ্মাবতি রচিত্তে আসাএ ।  
 অসাধ্য সাধনে মোর<sup>৭</sup> গদরু কৃপামএ<sup>৮</sup> ॥  
 ভক্তি<sup>৯</sup> প্রণিতি<sup>১০</sup> করি মাগ<sup>১১</sup> এই বর ।  
 শূনি গদনিগন মনে হউক<sup>১২</sup> আদর ॥\*

১ বিধি ২ চোক ৩ হিন ৪ জ্ঞানের ৫ কাটীল ৬ মাত্র  
 ৭ কৃপাএ ৮ ভক্তি<sup>৯</sup> প্রণিতি ১০ মাগী ১১ অনেক  
 \* 'বা' পদ্বিতে এরপর লিপিকরের দৃপ্তির সংযোজন  
 প্রেমের গ্রহণ পোষা প্রেম ভাবে মতি ।  
 আবুল হোসেন লেখে প্রেমবৃত্ত অতি ॥

বাঞ্ছিত পদরন হেতু গদরু পরশন ।  
 অশ্ব চক্ষে জ্যোতি হৈল<sup>১</sup> জ্ঞানের আজ্ঞন ॥  
 কাটিল মনের ঘোর শক্তির কৃপাণে ।  
 রসনা সরস হৈল প্রেমের বচনে ॥  
 প্রেম পদ<sup>২</sup> পদ্মাবতী রচিত্তে আশা এ ।  
 অসাধ্য সাধন মোর গদরু কৃপাএ<sup>৩</sup> ॥  
 ভক্তি<sup>৪</sup> প্রণিতি করি মাগি এই বর ।  
 শূনি গদনিগণ মনে হউক আদর ॥

১. শ ২. ক

শব্দার্থ টীকা : অসাধ্য...কৃপাএ—গদরু কৃপার অসাধ্য সাধন হয় ।

মন্তব্য—সুফীধর্মের গদরুবাদ আলাওলের এই অংশে স্পষ্ট ।

## কাহিনী সূত্র

### রাগ লাচারী দীর্ঘ ছন্দ

শেখ মোহাম্মদ জাদি<sup>১</sup>                      জখনে রচিলা পদ্বি<sup>২</sup>  
 সথ শপ্ত বিংশ<sup>৩</sup> নবসত ।  
 চিতাওর গরেশ্বর<sup>৪</sup>                      রত্নসেন নৃপবর  
 শূক মূখে শূনিয়া মহত<sup>৫</sup> ॥  
 যোগী<sup>৬</sup> হইয়া নরাধিপ                      চলিলা সিংহল<sup>৭</sup> দিপ  
 যোল শত কুমার সংগতি<sup>৮</sup> ।  
 লিগ<sup>৯</sup> বনখণ্ড বাট                      উত্তরিলা<sup>১০</sup> সিন্ধুঘাট  
 নৌকা দিলা নৃপ গজপতি ॥  
 সিংহল দিপেতে গীয়া                      নানাবিধ দক্ষ পাইয়া  
 বহু জন্তু পাইলা পঞ্চাবতি ।  
 পক্ষীমূখে শূনি কথা                      নাগমতি দক্ষ বার্তা<sup>১১</sup>  
 পূনি দেশে চলিলা নৃপতি ॥  
 সাগরে পাইয়া ক্লেষ                      আইলা<sup>১২</sup> চিতাওর দেশ  
 কৈলা বহু উচ্ছব<sup>১৩</sup> আনন্দ ।  
 রাখব চৈতন<sup>১৪</sup> গুনি                      অবিমা<sup>১৫</sup> কহি বানি  
 প্রতি পদে<sup>১৬</sup> দেখাইলা চান্দ ॥  
 তথ<sup>১৭</sup> জানি নৃপবর                      পূনি কৈলা দেশান্তর  
 জাইতে হইল<sup>১৮</sup> কন্যা<sup>১৯</sup> দরসন ।  
 বহুল আদর মনে                      করের কঞ্চন দানে  
 পরিভূসী পাঠাইলা ব্রাহ্মণ ॥<sup>২০</sup>

১ জাদি    ২ পদ্বি  
 ৩ সপ্ত শত বিংশ  
 ৪ গরেশ্বর    ৫ মোহত  
 ৬ যোগী    ৭ সিংহল  
 ৮ সংগতি    ৯ লিগ    ১০ উত্তরিলা  
 ১১ দক্ষ জন্তু    ১২ আসী    ১৩ উচ্ছব  
 ১৪ রাখব চৈতন    ১৫ ন বিদ্রুপী  
 ১৬ প্রতিপদে    ১৭ তধ  
 ১৮ কৈল    ১৯ কৈন্যা  
 ২০ পরিভূসী পাঠাইল ব্রাহ্মণ

শেখ মহাম্মদ যতি                      যখনে রচিল পদ্বি<sup>২</sup>  
 সংখ্যা<sup>৩</sup> সপ্ত বিংশ নব শত ।  
 চিতাওর গড়েশ্বর                      রত্নসেন নৃপবর  
 শূক মূখে শূনিয়া মহত ।  
 যোগী হইয়া নরাধিপ                      চলিল সিংহল স্বীপ  
 যোলশত কুমার সংগতি ।  
 লিগ বনখণ্ড বাট                      উত্তরিলা সিন্ধুঘাট  
 নৌকা দিলা নৃপ গজপতি ॥  
 সিংহল স্বীপেতে গিয়া                      নানাবিধ দক্ষ পাইয়া  
 বহু যন্তু পাইল পঞ্চাবতী ।  
 পক্ষীমূখে শূনি কথা                      নাগমতি দক্ষবৃত্তা  
 পূনি দেশে চলিল নৃপতি ॥  
 সাগরে পাইয়া ক্লেষ                      আসি চিতাওর দেশ  
 কৈল বহু উৎসব আনন্দ ।  
 রাখব চৈতন গুনি                      অবিমা<sup>১৫</sup> কহি বাণী  
 প্রতিপদে দেখাইল চান্দ ॥  
 তথ জানি নৃপবর                      তাকে<sup>২</sup> কৈলা দেশান্তর  
 যাইতে হৈল কন্যা দরশন ।  
 বহুল আদর মনে                      করের কঞ্চন দানে  
 পরিভূসি পাঠাইল ব্রাহ্মণ ॥

১. ক    ২. আ

শব্দার্থ টীকা : শেখ মহাম্মদ যতি—মালিক মুহাম্মদ জায়সী । ইনি ছিলেন সূফি সাধক ।  
 সংখ্যা সপ্তবিংশ নবশত—১২৭ হিজরী ।  
 কিস্তু জায়সীর গ্রন্থ ১২৭ হিজরীতে নয়, ১৪৭ হিজরীতে রচিত হয়েছিল বলে পদমাৰ্গ কাব্যের নিম্নলিখিত পংক্তি থেকে জানা যায়—  
 সন নব সৈ সৈ তালিস অহা ।  
 কথা অরম্ভ বৈন কবি কথা ॥

রত্নসেন—চিতোরের রাজা ; টাডের হাঁতহাসে ইনি ভীমসিংহ নামে পরিচিত । নাগমতী—চিতোররাজ রত্নসেনের প্রথমা পত্নী । রাখব চৈতন—রত্নসেনের সভাপন্ডিত ।  
 প্রতিপদে...চান্দ—প্রতিপদ তিথিতে শ্বভীয়ার চাঁদ দেখায়েছিল ।



সোলতান<sup>১</sup> আলাউদ্দিন                      দিল্লীশ্বর জগাজন  
 প্রচণ্ড প্রতাপ হস্তধর ।  
 পশ্চিম ব্রাহ্মণ<sup>২</sup> তথা                      কহিলা কন্যার<sup>৩</sup> কথা  
 যদনি হরসীত নৃপবর ।  
 প্রজ্ঞা<sup>৪</sup> নামে বিপ্রবর                      পাটাইলা রাজেশ্বর<sup>৫</sup>  
 কন্যা মাগী রত্নসেন স্থানে<sup>৬</sup> ।  
 পদ্মাবতী ন পাইয়া                      প্রজ্ঞা<sup>৭</sup> আইল পলটীয়া  
 যদনি সাহা ক্রোধ<sup>৮</sup> হৈল মনে ॥  
 বহুল মাতঙ্গ বাজি                      চতুরঙ্গ দিল<sup>৯</sup> শাজি  
 গেলা চিতাওর মারিবারে ।  
 শ্বাদশ বৎসর রন                      তথা ছিল অখণ্ডন  
 রত্নসেন ধরিলা প্রকারে ॥  
 দিল্লীশ্বর<sup>১০</sup> পাটে আইল                      নৃপ কারাগারে থুইল<sup>১১</sup>  
 তারন<sup>১২</sup> করিলা নানা ভাতি<sup>১৩</sup> ।  
 গৌরা<sup>১৪</sup> বাদিলা নাম                      ছিল রত্নসেন ঠাম  
 মূক্ত কৈল কপট যদুর্গতি ॥<sup>১৫</sup>  
 চিতাওর দেশে আসী                      বর্ণিলেক যদুখে<sup>১৬</sup> নিসী  
 পদ্মাবতী সগে করি রঙ্গ ।  
 দেওপাল নৃপ<sup>১৭</sup> কথা                      পদ্মাবতী মদুখে<sup>১৮</sup> তথা  
 যদনি নৃপ মন হইল ভগ্ন ॥  
 সখারশেভ তথা গিয়া                      দেওপাল সংহারিয়া<sup>১৯</sup>  
 জদুখ ক্রান্তে আইলা নৃপতি ।  
 সপ্ত দিন দেসান্তর                      মৈল রত্নসেন বর<sup>২০</sup>  
 দই রানি সগে হইলা সতি ॥

১ হোলতান    ২ ব্রাহ্মণ    ৩ কন্যার  
 ৪ শ্রীজ্ঞা    ৫ নিপেশ্বর    ৬ স্থানে  
 ৭ শ্রীজ্ঞা    ৮ ক্রোধ    ৯ দল  
 ১০ দিল্লীশ্বর    ১১ নিপ    কাটোঘরে থুইল  
 ১২ তারনা    ১৩ ভাতি    ১৪ গৌরা  
 ১৫ মোক্ত কৈল কপট যদুর্গতি  
 ১৬ যদুখ    ১৭ নিপ    ১৮ দক  
 ১৯ সখারিষা    ২০ মৈল নৃপ রত্নবর

সোলতান আলাউদ্দিন                      দিল্লীশ্বর জগাজন  
 প্রচণ্ড প্রতাপ হস্তধর ।  
 পশ্চিম ব্রাহ্মণ তথা                      কহিল কন্যার কথা  
 শূনি হরষিত নৃপবর ॥  
 শ্রীজ্ঞা নামে বিপ্রবর                      পাটাইল রাজেশ্বর  
 কন্যা মাগি রত্নসেন স্থানে ।  
 পদ্মাবতী না পাইয়া                      শ্রীজ্ঞা আইল পলটীয়া  
 শূনি সাহা ক্রোধ হৈল মনে ॥  
 বহুল মাতঙ্গ বাজী                      চতুরঙ্গ দল শাজি  
 গেলা চিতাওর মারিবারে ।  
 শ্বাদশ বৎসর রণ                      তথা ছিল অখণ্ডন  
 রত্নসেনে ধরিল প্রকারে ॥  
 দিল্লীশ্বর পাটে আইল                      নৃপ কারাগারে থুইল  
 তাড়না করিল নানা ভাতি ।  
 গৌরা বাদিলা নাম                      ছিল রত্নসেন ঠাম  
 মূক্ত কৈল কপট যদুর্গতি ॥  
 চিতাওর দেশে আসি                      বর্ণিলেক সদুখে নিশি  
 পদ্মাবতী সগে করি রঙ্গ ।  
 দেওপাল নৃপ কথা                      পদ্মাবতী মদুখে তথা  
 শূনি নৃপমন হৈল ভগ্ন ॥  
 সখারশেভ তথা গিয়া                      দেওপাল সংহারিয়া  
 যদুখক্রান্তে আইলা নৃপতি ।  
 সপ্তম দিবসান্তর<sup>১</sup>                      মৈল রত্নসেন বর  
 দই রাণী সগে হৈলা সতী ॥

১. ক

শব্দার্থ টীকা : আলাউদ্দিন—দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দিন  
 খলজী । ১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চিতোর আক্রমণ  
 করেন ।                      জগাজন—জগজ্ঞয়ী

শ্রীজ্ঞা—সুলতানের দত্ত । জায়সীতে এর নাম সরজা ।

গৌরা বাদিলা—রত্নসেনের সেনাপতি ।

দেওপাল—চিতোরের পার্শ্ববর্তী রাজ্য কন্দসনের হিন্দুরাজা  
 দেবপাল ।

সপ্তম দিবসান্তর—সাতদিন পর । শহীদুল্লাহের পাঠে সপ্ত  
 মাস দিনান্তর ।

পুনি সাজি দিল্লিশ্বর <sup>১</sup>	আইলা চিতাও নগর <sup>২</sup>	পুনি সাজি দিল্লীশ্বর	আসি চিতাওর গড়
চিতা ধন্ন দেখীলা বিদিত ।		চিতাধন্ন <sup>৩</sup> দেখীলা বিদিত ।	
সতি গতি <sup>৪</sup> পশ্চাবতি	যুনি সাহা মোহামতী	সতী গতি পশ্চাবতী	শুনি সাহা মহামতি
মনে হৈল পরম দুখীত <sup>৫</sup> ॥		মনে হৈল পরম দুঃখিত ॥	
চিতাওর চিলা করি <sup>৬</sup>	দিগ্লি য়র <sup>৭</sup> গেলা ফিরি	চিতাওর ইসলাম করি	দিগ্লীশ্বর গেলা ফিরি
পদস্তকের <sup>১</sup> এই বিবরণ		পদস্তকের এই বিবরণ ।	
মোহাদেবি পাশ্রবর	নানা গুনে বিদ্যাধর <sup>৮</sup>	মহাদেবী পাশ্রবর	নানা গুণে বিদ্যাধর
ছিরি য়ত <sup>৯</sup> টাকর মাগন ।		শ্রীযত <sup>১০</sup> ঠাকর মাগন ॥	
তাহান আরতি ভাবি	হিন স্নালায়ল <sup>১০</sup> কবি	তাহান আরতি ভাবি	হীন আলাওল কবি
রছিলেক সরস <sup>১১</sup> পয়ার ।		রচিলেক সরস পয়ার ।	
যুর সসী বাউ জল	জথ দিন খীতি তল <sup>১২</sup>	সুর শশী বায়ু জল	যত দিন ক্ষিততল
নাম কৃতি <sup>১৩</sup> রছিলে <sup>১৪</sup> সংসার ॥ <sup>১৫</sup>		নাম কীর্তি <sup>১৬</sup> রহুক <sup>১৭</sup> সংসার ॥	

১ দিল্লিশ্বর ২ আসি চিতাওর গর ৩ মতি ৪ দুঃখিত ৫ চিতাউর ইচিলাম করি ৬ দিল্লিশ্বরে ৭ পোস্তাকের ৮ বিশ্কাধর ৯ শ্রীজ্ঞোত ১০ আলাওলে ১১ য়রস ১২ খেতি স্তল ১৩ নামকৃতি ১৪ রছিল ১৫ বাংলা একাডেমীর পুথিতে এরপর লিপিকরের কয়েকটি অতিরিক্ত পংক্তি—

মহন্ত জনের সাতে হিন্যাতি মহন্ত পাইতে  
পোতা লেখে আবুল হোচন ।  
কামদর জে আনি নাম ধিক মান অনুপাম  
সোলতস তোসন্ত মোর মন ॥

১. শ ২. আ

শব্দার্থ টীকা : চিতাওর ইসলাম করি—আলাউদ্দীন চিতোর জয় করে আপন পুত্র খিজির খান নামানুযায়ী এর নতুন নামকরণ করেন খিজিরাবাদ । পদমাবৎ কাব্যের শেষে জায়সীও চিতোরের ইসলাম রাজ্যে পরিণত হবার কথা লিখেছেন ।

মন্তব্য—সুলতান আলাউদ্দীনের পশ্চিমী-অভিযানের কাহিনী খুমান-রাসো, পদমাবৎ, আইন-ই-আকবরী এবং টেডের রাজস্থান গ্রন্থে থাকলেও আলাউদ্দীনের সমসাময়িক ঐতিহাসিক যথা আমীর খসরু, নিজাম-উদ্দীন, জিয়া-উদ্দীন বরগী, প্রমুখ কেউই উল্লেখ করেন নি । সুতরাং সুলতানের চিতোর-বিজয় কাহিনী ঐতিহাসিক ঘটনা হলেও পশ্চিমী-উপাখ্যান সম্ভবতঃ কবিকল্পিত ।

কাহিনী-সূত্র অধ্যয়ে আলাওল যেভাবে সংক্ষেপে জায়সীর পদমাবৎ কাব্যের কাহিনীসার দিয়েছেন তার সঙ্গে মূল কাব্যের কাহিনী ধারার মিল থাকলেও আলাওলের পশ্চাবতী কাব্যের উপসংহার ভাগের সঙ্গে এই সংক্ষিপ্তসারের শেষাংশের অমিল লক্ষণীয় । জায়সীর অস্মৃতি খন্ডের শেষ স্তবকেও কাহিনীসূত্র সংক্ষেপে বর্তমান ।

## সিংহল দ্বীপ বর্ণন খণ্ড

কাব্যকথা<sup>১</sup> কমল যদুগান্ধি ভরিপদুর ।  
 দুরেত নিকট ভাব নিকটেত দুর ॥  
 নিকটেত দুর কেনে পুরেপেত কলিকা ।  
 দুরেত নিকটে মধু মাঝে<sup>২</sup> পিপিলািকা ॥  
 বন খণ্ডে<sup>৩</sup> থাকে ওলি<sup>৪</sup> কমলেত বস ।  
 নিকটে থাকিয়া বেগে<sup>৫</sup> ন জানএ রষ ॥  
 এই যদুত্রে কবি<sup>৬</sup> মোহাম্মদ করি<sup>১</sup> ভক্তি ।  
 স্থানে ২ প্রকাসীমু নিজ মন উক্তি ॥

সিংহল<sup>৭</sup> দিপের কথা যদু অনূপাম<sup>৮</sup> ।  
 সেই পশ্চিমবর্তি<sup>১০</sup> রূপ<sup>১১</sup> বসিয়া যদু নাম ॥  
 সরস<sup>১২</sup> বসনা<sup>১৩</sup> জেন উকল দর্পন ।  
 জার জেন মন রূপ<sup>১৪</sup> দেখাব তেমন ॥  
 ধন্য<sup>১৫</sup> সেই দীপ<sup>১৬</sup> জথা হেন রূপ নারি ।<sup>১৭</sup>  
 রূপে গদনে বহু পদমে<sup>১৮</sup> বিধি অবতারি ॥  
 সপ্তদীপ পৃথিবীর<sup>১৯</sup> কহে<sup>২০</sup> সব নর ।  
 কোন দিপ নহে সিংহলের<sup>২১</sup> সম্ভবর ॥  
 দিয়া ম্বিপ<sup>২২</sup> ছরাম্বিপ জম্বো<sup>২৩</sup> দিপ লক্ষা ।  
 কদম্বুল সমস্তল মনে করে সঙ্কা ॥  
 হিম্বদুস্তান ভাসে ম্বিপ নাম এই বলি<sup>২৪</sup> ॥  
 জম্বো ম্বীপ পলপ আসকো সম্মালি ॥

১ কাভরস ২ মাঝে ৩ বনমাঝে ৪ অলি ৫ ভেগে ৬ করি ৭ নামে  
 ৮ সীঙ্গল ৯ এবে গাম ১০ পশ্চিমীর ১১ নাম ১২ পরস ১৩ বর্ণনা  
 ১৪ জাহার জেমন রূপ ১৫ ধেন্য ১৬ দিপ ১৭ জথা বৈসে হেন নারি  
 ১৮ জলে ১৯ প্রাথমি ২০ কহএ ২১ নহে যে সীঙ্গলে ২২ দিয়া  
 দিপ ২৩ জম্বু ২৪ বদাল ২৫ জম্বু দিপ লক্ষা আর সাক বাসাজাল ।

কাব্যকথা কমল সুগান্ধি ভরিপদুর ।  
 দুরেত নিকট ভাব নিকটেত দুর ॥  
 নিকটেত দুর যেন পুরেপেত কাম্টিকা<sup>১</sup> ।  
 দুরেত নিকট মধু মাঝে পিপিলািকা ॥  
 বনখণ্ডে থাকে অলি কমলেত বশ ।  
 নিকটে থাকিয়া ভেকে না জানয় রস ॥  
 এহি সুরে কবি মহম্মদ করি ভক্তি ।  
 স্থানে স্থানে প্রকাশিমু নিজ মন উক্তি ॥

সিংহল ম্বীপের কথা শুন এবে গাম ।  
 সেই পশ্চিমীর রূপ বর্ণ অনূপাম<sup>২</sup> ॥  
 সরস বর্ণনা যেন উজ্জ্বল দর্পণ ।  
 যাহান যেমন রূপ দেখিব তেমন ॥  
 ধন্য সেই ম্বীপ যথা হেন রূপ নারী ।  
 রূপে গদনে বহুযত্নে বিধি অবতারী ॥  
 সপ্তম্বীপ পৃথিবীর কহে সব নর ।  
 কোন ম্বীপ নহে সিংহলের সম্ভবর ॥  
 দিয়া ম্বীপ সরসদ্বীপ জম্বু ম্বীপ লক্ষা ।  
 কদম্বুল<sup>৩</sup> মধু ম্বুল<sup>৪</sup> মনে করি শঙ্কা ॥  
 হিম্বদুস্থানী ভাষে ম্বীপ নাম এহি বলি ।  
 জম্বু ম্বীপ স্লক্ষ আর শাক শাম্মলী<sup>৫</sup> ॥  
 কদম্বু ম্বীপ স্ক্রোম্বীপ যষ্টম করিহল ।  
 পদুম্বর দরিয়া ম্বীপ সপ্তমে পদুরিল ॥<sup>৬</sup> (জা. ১)

১. ক ২. আ ৩. ক ৪. আ ৫. ক ৬. আ  
 শব্দার্থ টীকা : দুরেত নিকট ভাব নিকটেত দুর—রসগ্রাহী দুরে  
 থাকলেও কবির প্রাতবেশী, আর অরাসিক কবির পাশে  
 থেকেও দুরবর্তী ।

কাম্টিকা—কাটা ; কাটা যেমন ফুলের কাছে থেকেও দুরে ।

মন্তব্য : বর্তমান খণ্ডের প্রথম স্তবকের উৎস জায়সীর অস্তর্দ্বিত খণ্ডের শেষ স্তবকে বর্তমান । জায়সী ম্বীপগদ্যলিকে  
 নারী অণোর রূপক করে তুলেছেন, যথা দিয়া ম্বীপ—যুবতী নেত্র, সরসদ্বীপ—শ্রবণ দেশ, জম্বু ম্বীপ—  
 কেশপাশ, লক্ষা ম্বীপ—কাঁট দেশ, কদম্বুল—পল্লোবর, মধু ম্বুল—জঘন ইত্যাদি ; এদের কোনোটাই সিংহলের  
 তুল্য নয় অর্থাৎ কেউই পশ্চিমীতুল্য নয় । আলাওল এ ছাড়া আরও সাতটি ম্বীপের নাম করেছেন ।

নৃপতি<sup>১</sup> গন্দর্বা<sup>২</sup>সেন সিংহলনরেশ ।  
 সত সেখ<sup>৩</sup> ছত্রধারী রাছে সেই দেশ ॥  
 কটক স্থাপন কোটী<sup>৪</sup> বহু সেনাপতি ।  
 শশু দস<sup>৫</sup> সহস্র তুরঙ্গ বাউ গতি ॥  
 সিংহলের<sup>৬</sup> মশ<sup>৭</sup> সশু সহস্র মাতঙ্গ ।  
 অশ<sup>৮</sup> গজ রথ পদাতিক চতুরঙ্গ<sup>৯</sup> ॥  
 নিজ ভূজ বলে খিতি পালে মোহাবির ।  
 নৃপ সবে সম্মুখে করএ নম্ন সির<sup>১০</sup> ॥  
 জেই জন জাএ সেই দেশের নিকট ।  
 জেহেন অমরাবতি<sup>১১</sup> দেখএ প্রকট ॥  
 চারিপাসে তাহার সঘন উপবন ।  
 উটীয়া ধরনি হোস্তে নামীছে গগন ॥  
 ছন্দন স্দগন্ধ তরু<sup>১২</sup> মলয়া সমীর ।  
 নিদাগ সমএ সিত ছায়া স্দগন্ধীর ॥  
 অস্ততলে গেলে স্দর হএ অশ্কার ।  
 সেই ছায়া প্রসরএ<sup>১৩</sup> এ সব<sup>১৪</sup> সংসার ॥  
 পশ্চা রূপ সম যতি<sup>১৫</sup> তরু মনুহর ।  
 সেই ছায়া লাগীয়া<sup>১৬</sup> আকাশ ছারি ঘর<sup>১৭</sup> ॥  
 সে ছায়ার তলে<sup>১৮</sup> পশিত করিছে বিশ্রাম ।  
 এই রৌদ্রে আঁসতে না লএ পর্নি নাম ॥  
 মনুহর উদ্যান করিতে নাই অস্ত ।  
 ফল ফুলে সত ঋতু সদাএ<sup>১৯</sup> বসন্ত ॥  
 ফল ভরে নম্ন যতি অন্ত<sup>২০</sup> কাটোয়াল ।  
 বরহ<sup>২১</sup> খীরিনি খায়র যার তাল ॥  
 গুয়া নারিকেল ফল দারি<sup>২২</sup> চুলগ<sup>২৩</sup> ।  
 নারগু কমলা সমতারা কামরগ ॥  
 জামির তুরঙ্গ দ্রাক্ষা<sup>২৪</sup> মহুয়া<sup>২৫</sup> বাদাম ।  
 বেল<sup>২৬</sup> শ্রীফল সদাফল কলা জাম ॥  
 ভুর চির উরাত যার কেরঞ্জা তেতই<sup>২৭</sup> ।  
 আথরোট ছোহুবন উয়াইন জলপাই ॥<sup>২৮</sup>

১ নিপতি ২ সংকা ৩কটি ৪ সরদল ৫ সিংহলের ৬ মন্ত ৭ অশ্ব  
 ৮ চতুরঙ্গ ৯ খেতি পালে ১০ সীর ১১ অমরা পর্নি  
 ১০ চন্দন স্দগন্ধ তরু ১৩ প্রসভএ ১৪ সকল ১৫ হএ ১৬ ছারিআ  
 ১৭ চারি ঘোর ১৮ সেই ছায়া তলে ১৯ সতেত ২০ আম ২১ বন হর  
 ২২ জালি ২৩ ছোলগ ২৪ দক্ষ ২৫ মেহুয়া ২৬ বেলট  
 ২৭ ভুর চির উরি জাম কেরঞ্জা তেতই ২৮ আথট ছোবাল ওয়া ইল  
 জলপাই

নৃপতি গন্দর্বা<sup>২</sup>সেন সিংহল নরেশ ।  
 শতসংখ্যা ছত্রধারী আছে সেই দেশ ॥  
 কটক ছাপামকোট বহু সেনাপতি ।  
 শশুদশ সহস্র তুরঙ্গ বায়ুগতি ॥  
 সিংহলের মন্ত শশু সহস্র মাতঙ্গ ।  
 অশ্ব গজ রথ পদাতিক চতুরঙ্গ ॥  
 নিজ ভূজবলে ক্ষিতি পালে মহাবীর ।  
 নৃপ সবে সম্মুখে করএ নম্নশিয় । ( জা. ২ )  
 যেই জন যায় সেই সিংহল নিকট ।  
 যেহেন অমরাবতী দেখএ প্রকট ॥  
 চারিপাশে তাহার সঘন উপবন ।  
 উঠিয়া ধরণী হোস্তে লাগিছে গগন ॥  
 চন্দন স্দগন্ধ তরু মলয়া সমীর ।  
 নিদাঘ সময়ে শীত ছায়া স্দগন্ধীর ॥  
 অস্ত তলে গেলে স্দর হয় অশ্কার ।  
 সেই ছায়া প্রসরয় সকল সংসার ॥  
 সূর্যের সমান যত তরু মনোহর ।<sup>১</sup>  
 সেই ছায়া লাগিয়াছে আকাশ উপর<sup>২</sup> ॥  
 সেই ছায়া তলে পশিত করিস্তে বিশ্রাম ।  
 এই রৌদ্রে আঁসিতে না লএ পর্নি নাম ॥  
 মনোহর উদ্যান করিতে নাই অস্ত ।  
 ফলফুলে ষড়ঋতু<sup>৩</sup> সদাএ বসন্ত ॥ ( জা. ৩ )  
 ফলভরে নম্ন অতি আয় কাঠোয়াল ।  
 বড়হ খিরিনী খাজুর আর তাল ॥  
 গুয়া নারিকেল ফল ডালি<sup>৪</sup> ছোলগ ।  
 নারগু কমলা শ্যামতারা কামরগ ॥  
 জামির তুরঙ্গ দ্রাক্ষা মহুয়া বাদাম ।  
 বেল শ্রীফল সদাফল কলা জাম ॥  
 হালফা রেউড়ী আর কেরঞ্জা তুতই<sup>৫</sup> ।  
 আথরোট ছোহারা গুয়া জলপাই ॥<sup>৬</sup>

১. আ ২. ক ৩. শ ৪. আ ৫. আ

শব্দার্থ টীকা : কটক—সেনা ; কাঠোয়াল—কাঁঠাল ;  
 গুয়া—সুপারী ; ছোলগ—সুরঙ্গ (লেবু) ; নারগু—  
 কমলালেবু ; জামির—টক লেবুজাতীয় ফল ।

ছেব বিহি খোরমা যুফল নানা ছন্দ ।  
মধু জ্বিনি পদ্মপ সব পদ্মপ জ্বিনি গন্দ ॥

ডিঘি<sup>১</sup> পদ্মকর্নি<sup>২</sup> অতি দেখীতে অপার ।  
মখন তরাসে লোক হৈছে পরাবার ॥<sup>৩</sup>  
দুগ্ধ হোসেত শ্রেত জেন কফ্দুল যুগন্দ ।  
দরসনে তৃক্ষা হরে<sup>৪</sup> খাইতে আনন্দ ॥  
যুগ্ম ফটীকের ঘাটে দর্পন উঝল<sup>৫</sup> ।  
বান্ধিয়াছে চতুর্দিকে অতি যুনিম্বল ॥  
শ্রেত রত<sup>৬</sup> মউতপল<sup>৭</sup> দেখীতে সোন্দর ।  
মধু পানে মধু<sup>৮</sup> হইয়া<sup>৯</sup> ঝঞ্ঝরে ভোমর ॥  
স্থানে ২ সম্বাভিত<sup>১০</sup> দেখী পম্পপত্র ।  
রাজহংস সিরপরে বিরাজিত ছয়<sup>১১</sup> ॥

প্রফুল্লিত কুমুদিনী ওতি<sup>১২</sup> মনুহরা ।  
জন দেখী গগনে যুভিত ঘন তারা ॥  
সরবরে নামি জল তোলাএ জেমত<sup>১৩</sup> ॥  
উথলএ মৎস্য<sup>১৪</sup> জেন চমকে বিদ্যুত ॥  
হংস চক্রবাক আদি চরে জলচর ।  
সিতাসিত রূপী পীত নানা বন ধর ॥<sup>১৫</sup>  
নিসারি বিছোদ<sup>১৬</sup> ছক্রবাক মন দক্ষি ।  
দমপতি দিবসে কোলি করে মোহা যুক্ষে<sup>১৭</sup> ॥  
কুবলএ সরস করএ নানা রঙ্গ ॥<sup>১৮</sup>  
জিবনে মরনে দমপতি এক সগে<sup>১৯</sup> ॥  
সংকটে কেকালিম ডাউক জলকাক ॥<sup>২০</sup>  
কারাডক বক শ্রেত যু<sup>২১</sup> ঝাকে ঝাক ॥  
অমূল্য রতন মূক্তা বসে<sup>২২</sup> জেই<sup>২৩</sup> জনে ।  
মঞ্জিয়া ডুবিলে মাথ পায় ভাগ্যবলে ॥

১ ডিগী ২ পদ্মকর্নি ৩ মখন তরাসে লুকাইল পরবার ৪ খসেড  
৫ পুপন উঝল ৬ রত ৭ উৎফল ৮ মন ৯ হএ ১০ সতানে ১১ যুসুভিত  
১২ ছয় ১৩ অতি ১৪ জিমত ১৫ মৈশ ১৬ পীত ১৭ রূপীত নানান  
বিশ্বাধর ১৮ বিচ্ছেদে ১৯ মন যুখে ২০ কুডলএ সব রস করে নানা  
রঙ্গে ২১ এক সগে ২২ ক্রকটকে কালিম ডাউক জল কাক  
২৩ সৈন্যে ২৪ বটে ২৫ সেই

ছেব বিহি খোরমা সুরস নানাহন্দ ।  
মধু জ্বিনি মিষ্ট সব পদ্মপ জ্বিনি গম্ব ॥ ( জা. ৪ )

দীঘি পদ্মকর্নি<sup>১</sup> অতি দেখীতে অপার ।  
মখন তরাসে লুকাইছে পারাবার<sup>২</sup> ॥  
দুগ্ধ হোসেত শ্বেত জল কপূর<sup>৩</sup> সুগম্ব ।  
দরশনে তৃক্ষা হরে খাইতে আনন্দ ।  
শুগ্ম ফটীকের ঘাট দর্পণ উজ্জ্বল ।  
বান্ধিয়াছে চতুর্দিকে অতি সুনিম্বল ॥  
শ্বেত রক্ত মহোৎপল দেখীতে সুন্দর ।  
মধুপানে মধু হইয়া ঝঞ্ঝরে ভ্রমর ॥  
স্থানে স্থানে সুশোভিত দেখি পম্পপত্র ।  
রাজহংস শির পরে বিরাজিত ছত্র ॥ ( জা. ৫ )

প্রফুল্লিত কুমুদিনী অতি মনোহরা ।  
যেন দেখি গগনে শোভিত ঘন তারা ॥  
সরোবরে নামি জল তোলাএ জীমূত ।  
উথলয় মৎস্য যেন চমকে বিদ্যুৎ ॥  
হংস চক্রবাক আদি চরে জলচর ।  
সিতাসিত রক্তপীত নানা বর্ণধর ॥  
নিশির বিচ্ছেদে চক্রবাক মনোদুখে ।  
দমপতি দিবসে কোলি করে মহাসুখে ॥  
কুররয় সারস করএ নানারঙ্গে ।  
জীবনে মরণে দমপতি এক সগে ॥  
সংকট শালিক আর ডাহুক জলকাক ।  
করাডক বক শ্বেত শুক ঝাকে ঝাক ॥  
অমূল্য রতন মূক্তা বৈসে সেই জলে ।  
মঞ্জিয়া ডুবিলে মাথ পায় ভাগ্যবলে ॥ ( জা. ৬ )

১. ক

শব্দার্থ টীকা : কাফুর—কপূর ;  
কুররয়—শব্দ করে ; ত, কুরর্গাহ (জা)  
করাডক—উপরে চামড়ার খলি বিংশট প্রাণী ;  
মঞ্জিয়া—ডুবুরী

মন্তব্য : পক্ষী বর্ণনার ক্ষেত্রে আলাওল জায়সীকে হুবহু অনুসরণ করেন নি। আলাওলের বর্ণিত পক্ষীগুণ ( শালিক ডাহুক ইত্যাদি ) মূলত বর্ণায়। ফুলফলের বর্ণনাতেও আলাওল জায়সীকে অনুসরণ না করে বাংলাদেশের পরিচিত ফুল-ফলেরই বর্ণনা করেছেন !

মনুহর উদ্যান পুষ্পে তার পাস ।<sup>১</sup>  
 বৃক্ষ সব ভেদি হইল<sup>২</sup> চন্দন সুবাস ॥  
 অমদে না মরুবক<sup>৩</sup> সুগন্ধি মালাতি ।  
 লবঙ্গ গোলাপ চম্পা সতবর্গ জুড়ি<sup>৪</sup> ॥  
 কেতকি কেসর বৈজ্ঞাতি বেল ফুল ।<sup>৫</sup>  
 রঙ্গন<sup>৬</sup> কাশন জাতি মাধবি বকুল ॥  
 সুদর্শন মঞ্জারূপ কুজারি বাসক ।<sup>৭</sup>  
 কালাফুল অবাধক<sup>৮</sup> নগা কুরুবক ॥  
 সে পুষ্প লাগিয়া যথা জাএ সদাগতি ।  
 হরিয়া দুর্গন্দ<sup>৯</sup> অমুদিত ককে<sup>১০</sup> যতি ॥  
 সম্বলোকে দেখি করে<sup>১১</sup> যারতি বহুল ।  
 ভাগ্যবন্ত জনে মাত্র পাএ সেই ফুল ॥  
 উপবনে নানা ভাসে বোলে নানা পক্ষি ।  
 যুনিতে শ্রবন সুখ দরসনে আখী<sup>১২</sup> ॥  
 সারি বৃক সবদ কুঁকিলে গাএ গিত ।  
 এক শতুতি<sup>১৩</sup> কপুতে<sup>১৪</sup> বোলএ যুলিলিত ॥  
 পিউ রব পাঁপিয়া<sup>১৫</sup> সীকৈনি<sup>১৬</sup> করে রোল ।  
 বহু ভাসে ভুংগুরাজে বোলে নানা বোল ॥  
 নানা জাতি পক্ষি সব সুমধুর রাএ ।  
 আপনা ২ ভাসে প্রভু গুণ গাএ ॥  
 স্থানে ২ জল পদ্মে মনুহর কুল<sup>১৭</sup> ।  
 ফটীক পাসানে প্রভী<sup>১৮</sup> বান্দিছে শ্বরূপ<sup>১৯</sup> ॥  
 বহু নব রত্ন মূট দেহৈল<sup>২০</sup> মান্ডব ।  
 যুগী জাতি সন্ন্যাসী করএ জপতপ<sup>২১</sup> ॥  
 কেহ ব্রহ্মচারি জয়রামি অবধুত<sup>২২</sup> ।  
 রামজানি যুর খীর পৈরন বিভূত<sup>২৩</sup> ॥  
 কেহ পুঁরি<sup>২৪</sup> কেহ নাথ<sup>২৫</sup> কেহ দিগাম্বর ।  
 কেহ গোরখের ভেস কেহ মহেশ্বর ॥  
 কেহ বৃধ<sup>২৬</sup> কেহ সিদ্ধ<sup>২৭</sup> সরির<sup>২৮</sup> যুজন ।  
 কেহ ধ্যানবন্ত কেহ যুধির আসন ॥

১ মনুহর উদ্যান জে পুষ্প চারি পাস ২ বৃক্ষ সব ভেদিআ জে  
 ৩ আওদম মেরুবক ৪ যুতি ৫ কেতকি কেসর বৈসে আতি ভেলফুল  
 ৬ কক্ষন ৭ সুগন্ধি স্বর্ণী কুজারূপ মাজারি বাসক ৮ নারাজেক  
 ৯ যুগলি ১০ করে ১১ বোলে ১২ আক্ষি ১৩ তুসী ১৪ কাপতে  
 ১৫ পাঁপিয়া ১৬ সীখীনী ১৭ কুপ ১৮ আতি ১৯ সরূপ ২০ ডাহিনে  
 ২১ সৈন্যাসীএ করে তপজপ ২২ অধভূত ২৩ ভিবুত ২৪ পরি  
 ২৫ নাত ২৬ বিম্বা ২৭ সিদ্ধা ২৮ সাদক

মনোহর উদ্যান যে পুষ্প চারিপাশ ।  
 বৃক্ষ সব ভেদি হৈল চন্দন সুবাস ॥  
 আমোদিত<sup>১</sup> মরুবক সুগন্ধি মালাতী ।  
 লবঙ্গ গোলাপ চম্পা শতবর্গ যুধি ।  
 কেতকি কেশর বৈজ্ঞশতী বেলফুল ।  
 রঙ্গন কাশন জাতি মাধবী বকুল ॥  
 সুদর্শন কুজা রূপমঞ্জরী বাসক ।  
 কালাফুল অবাধক নাগ কুরুবক ॥  
 সে পুষ্প লাগিয়া যথা যায় সদাগতি ।  
 হরিয়া দুর্গন্ধ আমোদিত করে আতি ॥  
 সর্বলোকে দেখি করে আরতি বহুল ।  
 ভাগ্যবন্ত জনে মাত্র পায় সেই ফুল ॥ ( জা. ১১ )  
 উপবনে নানা ভাষে বোলে নানা পক্ষি ।  
 শুনিতে শ্রবণে সুখ দরশনে আক্ষি ॥  
 সারিশুক শব্দে কোকিল গাএ গীত ।  
 এক তুঁষি কপোতে বোলএ সুলিলিত ॥  
 পিউ রব পাঁপিয়া শিখিনী করে রোল ।  
 বহু ভাষে ভুংগুরাজ বোলে নানা বোল ॥  
 নানা জাতি পক্ষী সবে সুমধুর রাএ ।  
 আপনে আপনা ভাষে প্রভু গুণ গাএ ॥  
 স্থানে স্থানে জলপূর্ণ মনোহর কুপ ।  
 ফটিক পাশাণে আতি বান্দিছে সরূপ ॥  
 বহু নবরত্ন মঠ দেউল মণ্ডপ ।  
 যোগী জাতি সন্ন্যাসী করএ জপতপ ॥  
 কেহ ব্রহ্মচারী জয়রামী অবধুত ।  
 রামজাতি<sup>১</sup> শ্বষীশ্বর<sup>২</sup> পৈরণ বিভূত ॥  
 কেহ পুঁরি কেহ নাথ কেহ দিগাম্বর ।  
 কেহ গোরখের বেশ কেহ মহেশ্বর ॥  
 কেহ বৃধ কেহ সিদ্ধ সাধক সূজন ।  
 কেহ ধ্যানবন্ত কেহ সূধীর আসন ॥ ( জা. ৬ )

১. ক ২. আ

শব্দার্থ টীকা : মরুবক—পুষ্পবৃক্ষ বিশেষ ;

পৈরণ বিভূত—পরিধানে বিভূতি মাত্র অর্থাৎ উন্মাদিত  
 দেহ ; পুঁরি—শঙ্করাচার্যের দশনামী শিষ্য সন্ন্যাসী  
 সম্প্রদায়ের অন্যতম ; গোরখ—গোর্খ বা গোরক্ষনাথ ;

নগরের বসতি<sup>১</sup> দেখিতে অপরূপ ।  
 তেরছ বর্জিত গৃহ<sup>২</sup> সমান স্বরূপ<sup>৩</sup> ॥  
 উচ্চতর মনোহর সুন্দর আওআস<sup>৪</sup> ।  
 অমরা নগরে জেন ইন্দ্রের নিবাস<sup>৫</sup> ॥  
 কিবা রাণু কিবা রণক<sup>৬</sup> ঘরে ২ যুখী ।  
 বাল বৃন্দ জুবক<sup>৭</sup> সকল হাস্যমুখী ॥  
 চন্দনের স্তম্ভ প্রতী গৃহের অন্তর<sup>৮</sup> ।  
 পশার<sup>৯</sup> রচিত চারু অংগন সুন্দর<sup>১০</sup> ॥  
 সেত রক্ত পীত বস্ত্র পৈদ্রয়<sup>১১</sup> সকলে ।  
 কস্তুরী চন্দন মদ নানা পরিমলে ॥  
 ঘরে ২ পশ্চিমত সুজন গুনবান ।  
 এক বাক্য সতবার করএ বাখান ॥<sup>১২</sup>  
 প্রতি গৃহে পশ্চিম<sup>১৩</sup> সরূপ ষ্চরিতা<sup>১৪</sup> ।  
 দেখিলে<sup>১৫</sup> লজ্জিত হএ দেবের বনিতা ॥  
 দুই ভিতে রক্ত পদ্ম রক্তের হাট ।  
 মধ্যভাগে কথায় বর্জিত বৃন্দবাট ॥<sup>১৬</sup>  
 উচ্চ পিড়ি<sup>১৭</sup> কাঞ্চন রক্তন কাচ ঢাল<sup>১৮</sup> ।  
 নানাবিধি চিত্র তাহে করিয়াছে ভাল ॥  
 হাটসালে মৃগমদ কুমকুমে লেপনে ।  
 লক্ষ কোটী পসার মৌলিছে জনে ২ ॥<sup>১৯</sup>  
 হিরামনি মানিক্য মুকুতা গজমুতি ।  
 পুষ্প রাগ<sup>২০</sup> গোমেধ বিদ্রুম নানা জাতি ॥  
 কুমকুম আগরমেদ মৃগমদ বেনা ।  
 জ্বাত কফুল ভিম সৌবিন্দা রচিতা ॥<sup>২১</sup>  
 ফুলের গোলাব চুয়া<sup>২২</sup> চন্দন অঘর<sup>২৩</sup> ।  
 রক্ততারি<sup>২৪</sup> পাটাম্বর ষ্চচারু চামর ॥  
 এই হাটে বেকার্কিনা করে জেই জন ।  
 আর হাটে তার ফল নাই কদাচন ॥  
 কেহ রণ চাহে কেহ করে বেকার্কিন ।  
 কার হএ লখ<sup>২৫</sup> প্রাপ্তি কার হএ হানি ॥

১ বসতি ২ তেরছ বর্জিত গৃহ ৩ স্বরূপ ৪ ইন্দ্রের নিবাস ৫ সোন্দর  
 আওআস ৬ কিবা রাণু কিবা রণক ৭ বালব ব্রহ্ম যুবক ৮ প্রতি গৃহের  
 মাজার ৯ পাসানে ১০ আঙ্গিনা সোন্দর ১১ পৈবএ ১২ এক বাউ  
 সত সাক্ষ করন্ত বাখান ১৩ পশ্চিমবর্তি ১৪ রূপে ষ্চরিতা ১৫ দেখিতে  
 ১৬ মৈম্বভাগে কদম্ব ব্রহ্মজাত যুধটাট ১৭ উচ্চগারি ১৮ রক্ত  
 কাচা ঢাল ১৯ লক্ষ কটী পোসার মৌলিছে স্থানে স্থান ২০ পুষ্পের  
 ২১ জ্বাত কফুর বিমা সনি সার ছিনা ২২ ছায়া ২৩ রাগর  
 ২৪ জরতারি ২৫ লাভ

নগরের বসতি দেখিতে অপরূপ ।  
 তেরছ বর্জিত গৃহ সমান সুন্দরূপ ॥  
 উচ্চতর মনোহর সুন্দর আবাস ।  
 অমরা নগরে যেন ইন্দ্রের নিবাস ॥  
 কিবা রাণু কিবা রণক ঘরে ঘরে সুখী ।  
 বালবৃন্দ যুবক সকল হাস্যমুখী ॥  
 চন্দনের স্তম্ভ প্রতী গৃহের অন্তর ।  
 পাষণে রচিত চারু অংগন সুন্দর ॥  
 শ্বেত রক্ত পীত বস্ত্র পৈরয় সকলে ।  
 কস্তুরী চন্দন মেদ নানা পরিমলে ॥  
 ঘরে ঘরে পশ্চিমত সুজন গুনবান ।  
 এক বাক্য শত বার<sup>১৬</sup> করন্ত বাখান ॥  
 প্রতি গৃহে পশ্চিম<sup>১৭</sup> স্বরূপ ষ্চরিতা ।  
 দেখিতে লজ্জিত হয় দেবের বনিতা ॥ ( জা. ১২ )  
 দুইভিতে রক্তপূর্ণ রক্তের হাট ।  
 মধ্যভাগে কদম্ব বর্জিত শৃন্দ বাট ॥  
 উচ্চ পিড়ি কাঞ্চন রক্তন করি ঢাল ।  
 নানাবিধ চিত্র তাহে করিয়াছে ভাল ॥  
 হাটশালে মৃগমদ কুমকুম লেপনে ।  
 লক্ষ কোটি পসার মৌলিছে জনে জনে ॥  
 হিরামনি মানিক্য মুকুতা গজমুতি ।  
 পুষ্পরাগ গোমেদ বিদ্রুম নানাজাতি ॥  
 কুমকুম আগর মেদ মৃগমদ বেনা ।  
 যাবক কপূর ভীমসেনী আর চীনা ॥  
 ফুলেল গুলাল চুয়া চন্দন আগর ।  
 জরতারি পাটাম্বর সুচারু চামর ॥  
 এই হাটে বিকার্কিন করে যেই জন ।  
 আর হাটে তার ফল নাই কদাচন ॥  
 কেহ রণ চাহে কেহ করে বিকার্কিন ।  
 কার হয় লাভপ্রাপ্তি কার হয় হানি ॥ ( জা. ১৩ )

শব্দার্থ টীকা : রাণু—রাজা ; রণক—দরিদ্র ; গোমেদ—রক্ত বিশেষ ;  
 বিদ্রুম—রক্ত প্রথাল ; আগর—অগুরু ; বেনা—খসখস বা  
 সুগন্ধী তণ্ডুলবিশেষ ; যাবক—আলতা ; ভীমসেনী—  
 বৃন্দজাত কপূর ; চীনা—সিন্দুর ; ফুলেল—গন্ধ তৈল  
 গুলাল—আবীর ; জরতারি—শেষম বস্ত্র ।

মন্তব্য—হাট বর্ণনায় জায়সীর সৌন্দর্য ভাবনা  
 আলাওলের অনুবাদে দ্রব্য তালিকায় পর্যবসিত ।

যুন্দরী<sup>১</sup> পান্থিনি সরে দেয়ন্ত পসার<sup>২</sup> ।  
 প্রতি অঙ্গে শয্ভাভিত<sup>৩</sup> নানা<sup>৪</sup> অলংকার ॥  
 সিরেত কদম্ব চির<sup>৫</sup> মূখেত তাম্বল ।  
 রন্তনে জরিত কন্ন সোভে<sup>৬</sup> কন্নফুল ॥  
 ভুরুজোগ ধনুক কটাঙ্ক্য বিখিবান<sup>৭</sup> ।  
 নয়ান শয়ানে<sup>৮</sup> মারে তাকিয়া পরান ॥  
 অলখ কফুলে<sup>৯</sup> জেন কমলেত অলি ।  
 শ্বগ<sup>১০</sup> কটীন কুচে যুভিত কাণ্ডুলি<sup>১১</sup> ॥  
 কুহক<sup>১২</sup> লাগাই মন হরিলে এ বলে ।  
 বাঝাএ প্রেমের ফান্দে জুথ সত গুণে<sup>১৩</sup> ॥  
 সত্যর<sup>১৪</sup> আগুল বস্ত্রে করতে গোপন ।  
 খলের মানস<sup>১৫</sup> অন্ধ তাহার কারণ ॥  
 জেহেন সরূপ সব তেহেন চাতুরী ।  
 নিজ পুয়ন্তমা<sup>১৬</sup> ভাবে মাত্র কামাতুরী ॥  
 যুগান্দি তামুল কপালের খীর উরি ।<sup>১৭</sup>  
 সরূপ যুগন্দ পদুপ রাখীয়াছে ভরি ॥  
 স্থানে<sup>১৮</sup> পান্ডিতে পরএ সান্ত্রে ভেদ<sup>১৯</sup> ।  
 স্থানে<sup>২০</sup> জোগকথা আগমের ভেদ ॥  
 কোন স্থানে যুপ্ৰসংগ কহএ কথকে<sup>২১</sup> ।  
 কোন স্থানে নিত্য কথা দেখাএ নিথকে<sup>২২</sup> ॥  
 কোন স্থানে ইন্দ্রজালে<sup>২৩</sup> করএ কুহক<sup>২৪</sup> ॥  
 মীথ্যা কথা সট্ করে দর্শাএ চিটক ॥<sup>২৫</sup>  
 সেই নিথ্য<sup>২৬</sup> চিটকে<sup>২৭</sup> ভোলএ জেই নরে ।  
 গাটীর সপ্তত ধন হরিলে এ চোরে ॥  
 জেই নর চতুর কৌতুক<sup>২৮</sup> দেখী রণে ।  
 হরিতে ন পারে চোরে নহে মনভণে ॥

সুন্দরী পান্থিনী সবে দেয়ন্ত পসার ।  
 প্রতি অঙ্গে সুশোভিত নানা অলংকার ॥  
 শিরেত কদম্ব-চীর মূখেত তাম্বল ।  
 রন্তনে জড়িত কর্ণ শোভে কর্ণফুল ॥  
 ভুরুযুগ ধনুক কটাঙ্ক্য বিষবাণ ।  
 নয়ান সম্পানে মারে তাকিয়া পরাণ ॥<sup>২</sup>  
 অলক কপোলে যেন কমলেতে অলি ।  
 সগর্ব কঠিন কুচে শোভিত কাণ্ডুলি ॥  
 কুহক লাগাই মন হরি লয় বলে ।  
 বাজায় প্রেমের ফান্দে যত সব গলে ॥  
 সতীত্ব<sup>৩</sup> অগুল বস্ত্রে করিছে<sup>৪</sup> গোপন ।  
 খলের মানস অন্ধ তাহার কারণ ॥  
 যেহেন সরূপ সব তেহেন চাতুরী ।  
 নিজ প্রিয়তমা ভাবে মাত্র কামাতুরী ॥ ( জা. ১৪ )  
 সুগান্ধি তাম্বল কপালের খিরউরি ।  
 সরূপ সুগন্ধ পদুপ রাখিয়াছে ভরি ॥  
 স্থানে স্থানে পান্ডিতে পড়এ শাস্ত্রবেদ ।  
 স্থানে স্থানে যোগকথা আগমের ভেদ ॥  
 কোন স্থানে সুপ্ৰসংগ কহএ কথকে ।  
 কোন স্থানে নৃত্যকলা দেখায় নর্তকে ॥  
 কোন স্থানে ইন্দ্রজাল করএ কুহক ।  
 মিথ্যা বাক্য সত্য করি দর্শায় চোটক ॥  
 সেই নৃত্য চটকে ভোলএ যেই নরে ।  
 গাঠির সপ্তত ধন হরি লয় চোরে ॥  
 যেই নর চতুর কৌতুকে দেখে রণে ।  
 হরিতে না পারে চোরে নহে মনোভণে ॥ (জা. ১৫)

১ সোল্পর ২ পোসার ৩ যুভিত ৪ নানান ৫ বিনি ৬ কর্ণে যুভিত  
 ৭ বিক বান ৮ বয়ানে ৯ অলম্বক কালে ১০ কাণ্ডুলি ১১ কেহুকে  
 ১২ সব গলে ১৩ সৈতের ১৪ মনেত ১৫ প্রিআতমা ১৬ যুগান্দি  
 তাম্বলে কুফুল রাজখেওরি ১৭ সান্ত্রবেদ ১৮ কথকে ১৯ নিথকে  
 ২০ ইন্দ্রজাএ ২১ কুহক ২২ মীত্ৰা বাক সৈন্ত করি প্রসাই টেটক  
 ২৩ নিস্ত ২৪ ছটক ২৫ কস্তকে

১. শ ২. আ ৩. ক

শব্দার্থ: টীকা : পসার—পণ্য । কদম্ব-চীর—কদম্ব রঙে ছোপান  
 বস্ত্র ; কুহক লাগায়—মোহগ্রস্ত করে ; সতীত্ব অগুল বস্ত্রে—বক্ষোদেশ  
 আঁচলে ঢেকে রাখে । পণ্যাগনা সম্পর্কে<sup>২</sup> অলাওনের এই বর্ণনা  
 অযৌক্তিক এবং জায়সীর বিপরীত । জায়সীর পদমাবতে আছে—  
 'অগুল দৌহ সুভাবাই চারি' অর্থাৎ স্বভাববশে তারা বারবার আঁচল  
 ফেলে দিচ্ছে । আর আলাওল আঁচলে তাদের লজ্জাগোপনের কথা  
 লিখেছেন ।

খলের মানস অন্ধ—বারাণসাদের গোপন কামকেন্দ্রের জন্য  
 দৃশ্যলীলগণ মোহান্বিত হয় ।

নিজ প্রিয়তমা... কামাতুরী—কামাত<sup>৩</sup> ব্যক্তিরাই এই ধরনের সেহ-  
 পসারিনদের প্রিয়তমা বলে মনে করে ।



অতী<sup>১</sup> উচ্চতর গড় ন পরসে দৃষ্টী<sup>২</sup> ।  
 অধভাগে বিশ্রান্ত স্থাপন কৃষ্ণ বৃষ্টি<sup>৩</sup> ॥  
 হেটে গড়খাই অতী বংকট বিকট<sup>৪</sup> ।  
 কদাচিত নৃপতিত<sup>৫</sup> পাতাল নিকট ॥  
 অশ্ব<sup>৬</sup> উশ্ব<sup>৭</sup> সে গর বংকম<sup>৮</sup> নবখণ্ড ।  
 উপরে উটীয়া মাত্র নিকটে ব্রহ্মাণ্ড ॥  
 হেম গরের জত কাণ্ডুরা অশ্বভূত<sup>৯</sup> ।  
 তারাগণ মধ্যে জেন যুধির<sup>১০</sup> বিদ্যুত ॥  
 জিনিয়া লংকার গড়<sup>১১</sup> অতি উচ্চতর ।  
 জেন দেখী প্রযুশ্ব<sup>১২</sup> যুমেদু ধরাধর ॥  
 নিত্য গর বংগিয়া<sup>১৩</sup> চলএ সিস ঘর ।  
 নতুবা বাজিলে মাত্র হএ রথ চোর<sup>১৪</sup> ॥  
 নবম্বার সেই গর বজ্রের কপাট<sup>১৫</sup> ॥  
 রক্ষিগণ জাগএ রুদ্রিয়া বৈরিবাট<sup>১৬</sup> ॥  
 পণ্ড কোটোয়াল<sup>১৭</sup> সংহে ফিরে অনূচর ।  
 প্রবেস<sup>১৮</sup> করিতে নারে দুর্জ্ঞান দুষ্কর ॥  
 সিংগ গজ মূর্ত্ত করি আছে ম্বারে ২ ।  
 দেখীলে অচিন গজ<sup>১৯</sup> পলায়ন্ত ডরে ॥  
 কনক শিলার পৈঠা উঠিতে সগারে ।  
 বিনি সত্যা<sup>২০</sup> বলে কেহ নারে উঠীবার ॥  
 উপরে দশম ম্বার<sup>২১</sup> হেটে নবখণ্ড ।  
 তাহার উপরে রাজ ঘরিআল দণ্ড<sup>২২</sup> ॥  
 ঘরি<sup>২৩</sup> ঘরিয়াল খেনে ফোকারএ<sup>২৪</sup> ॥  
 কোথ নিদ্রা জাও কাসে প্রভাত সমএ ॥  
 জগত দণ্ড ন দণ্ড পরে দণ্ডে ২ ।<sup>২৫</sup>  
 কি যুকে নিচিন্তে আছ মস্তিকার<sup>২৬</sup> ভাণ্ডে ॥  
 পলে দণ্ডে প্রহরে চলিয়া দিন জাএ ।  
 পশ্চিক নিচিন্তে<sup>২৭</sup> কেনে চলিতে যুয়াএ ॥  
 রহুটের ঘটী প্রাঃ<sup>২৮</sup> সংসার নিশ্চএ ।  
 উদ্দমুখে ভরে পদ্বি অধে নিম্বরএ<sup>২৯</sup> ॥

১ অতি ২ দৃষ্টি ৩ অধভাগে বিশ্রান্তের সুন্দর পীঠী ৪ বংকম  
 নিকট ৫ নিপাতিত ৬ বংকম ৭ হেমঘর রক্ত্রত কাণ্ডন যশ্বভূত ৮ যুধির  
 ৯ ঘর ১০ প্রসীম ১১ বাজিয়া ১২ চর ১৩ কপট ১৪ বৈরিপট  
 ১৫ কোতোয়াল ১৬ প্রভেদ ১৭ লোক ১৮ সৈত্য ১৯ দশমী ম্বার  
 ২০ বাজ ম্বার আল ডণ্ড ২১ ঘন ফুকারএ ২২ জগত ডণ্ডন কাল  
 পরে ডণ্ডে ২ ২৩ মীতিকার ২৪ চিনিতে ২৫ রহুটের ঘর তুলা  
 ২৬ উদ্দমুখে ভাব যশ্ব মুখে নিম্বরএ

অতি উচ্চতর গড় না পরশে দৃষ্টি ।  
 আদ্যভাগে নিতান্ত স্থাপন কৃষ্ণপূষ্টি ॥  
 হেটে গড়খাই অতি বংকট বিকট ।  
 কদাচিত নিপাতিত পাতাল নিকট ॥  
 অধে উশ্ব<sup>৬</sup> সেই গড় বংক নবখণ্ড ।  
 উপরে উঠিলে মাত্র নিকট ব্রহ্মাণ্ড ॥  
 সুবর্ণ গড়ের যত কাণ্ডুরা অশ্বভূত ।  
 তারাগণ মধ্যে যেন সুধীর বিদ্যুৎ ॥  
 জিনিয়া লংকার গড় অতি উচ্চতর ।  
 যেন দেখি প্রসিদ্ধ সুমেদু ধরাধর ॥ ( জা. ১৬ )  
 নিত্য গড় বর্জিয়া চলএ শশী সুর ।  
 নতুবা বাজিলে মাত্র হয় রথ চর ॥  
 নব ম্বার সেই গড়ে বজ্রের কপাট ।  
 রক্ষিগণ জাগয় রুদ্রিয়া বৈরিবাট ॥  
 পণ্ড কোতোয়াল সঙ্গে ফিরে অনূচর ।  
 প্রবেশ করিতে নারে দুর্জ্ঞান তস্কর ॥  
 সিংহ গজ মস্ত করী আছে ম্বারে ম্বারে ।  
 দেখিলে অচিন গজ পলায়ন্ত ডরে ॥  
 কনক শিলার পৈঠা উঠিতে সগারে ।  
 বিনি সত্য বলে কেহ নারে উঠিবারে ॥ ( জা. ১৭ )  
 উপরে দশম ম্বার হেটে নবখণ্ড ।  
 তাহান উপরে রাজ ঘড়িয়াল দণ্ড ॥  
 ঘড়ি ঘড়ি ঘড়িয়ালে ঘন ফুকারয় ।  
 কত নিদ্রা যাও বাট প্রভাত সময় ॥  
 জগতে দণ্ড না দণ্ডে পড়ে দণ্ডে দণ্ডে ।  
 কি সুখে নিশ্চিন্তে আছ মূর্ত্তিকার ভাণ্ডে ॥  
 পল দণ্ডে প্রহরেক দিন চালি যায় ।  
 পশ্চিক নিশ্চিন্তে কেনে চলিতে জুয়ায় ॥  
 রহুট ঘড়ির তুলা সংসার নিশ্চয় ।  
 উদ্দমুখে ভরে পদ্বি অধে নিঃসরয় ॥ ( জা. ১৮ )

শব্দার্থ টীকা—আদ্যভাগে...কৃষ্ণপূষ্টি—প্রত্যন্তভাগ বা নিম্ন-  
 ভাগ যেন কৃষ্ণপূষ্টির ন্যায় নেমে এসেছে । হেটে গড়খাই—নিম্নে  
 পরিখা । বংকট বিকট—ভয়ংকর ও বিংকম । বংক নবখণ্ড—বাঁকা  
 নয় মহল বা নয় তোলা ; কাণ্ডুরা—কাঁচ । বাজিলে—ধাক্কালাগলে ।  
 জুয়ায়—উঁচত । ঘড়ি ঘড়ি—প্রহরে প্রহরে । রহুট ঘড়ি—  
 জস ঘড়ি ; উদ্দমুখে...নিঃসরয়—জসঘড়ি একদিকে জলে পূর্ণ  
 হয়, অপর দিকে যেমন খালি হয়, সংসারও তেমনি ।

গড়ের উপরে দুই নির ক্ষির<sup>১</sup> নদী ।  
 জল ভরে রামাগনে জেহেন দ্রৌপদী<sup>২</sup> ॥  
 আর এক কপ্ন আছে নামে মস্তা চর ।  
 অমৃত সমান জল কর্দম কাফর<sup>৩</sup> ॥  
 সেই কপ্নজল মাত্র নরপতি পিএ<sup>৪</sup> ।  
 বৃক্ষ হএ তরুন বহুল অবদ জিএ ॥  
 কাণ্ডন বরন এক বৃক্ষ তার পাশে ।  
 জেএ কপ্পদ্রুম ষড়ভে<sup>৫</sup> ইন্দ্রের নিবাস ॥  
 ষর্গলন সাখামূল পাতাল অতল<sup>৬</sup> ।  
 জগজনে প্রধা করে খাইতে সেই ফল ॥  
 জেইজনে সেই ফল করএ ভক্ষণ ।  
 শতাব্দক জরা জিন<sup>৭</sup> ষরস লক্ষন<sup>৮</sup> ॥  
 গজ পরে<sup>৯</sup> চারি গজপতের নিবাস ।  
 ষড়<sup>১০</sup> নিশ্চিত চারু ষন্দর আওয়াস<sup>১১</sup> ॥  
 পরস পাসানে লাগায়ন্ত গৃহস্বার ।  
 রূপবন্ত ভাগ্যবন্ত<sup>১২</sup> ধনবন্ত<sup>১৩</sup> আর ।  
 ষুখ ভোগ বিলাস<sup>১৪</sup> মানন্ত জনে জনে ।  
 দুক্ষ চিন্তায় জন্ম<sup>১৫</sup> ন জানে কোন জনে ॥  
 মন্দিরে<sup>১৬</sup> সকলের ষবন চৌয়ারি<sup>১৭</sup> ।  
 বসীয়া কুমারী সনে<sup>১৮</sup> খেলায়ন্ত সারি<sup>১৯</sup> ॥  
 দাএ বৃজে খেলে জার ষড় পরে পাসা<sup>২০</sup> ।  
 নামে চার খেলিয়া ন ছারে গাও আসা ॥  
 স্থানে ২ ভাটে পরে কিস্তি জে<sup>২১</sup> বহুল ।  
 কোন কৃতি নহে দান ষর্গ<sup>২২</sup> সমতুল ॥

গড়ের উপরে নীর ক্ষীর দুই নদী ।  
 জল ভরে রামাগনে যেহেন দ্রৌপদী ॥  
 আর এক কপ্ন আছে নাম মস্তাচর ।  
 অমৃত সমান জল কর্দম কাফর<sup>৩</sup> ॥  
 সেই কপ্ন জল মাত্র নরপতি পিএ ।  
 বৃক্ষ হএ তরুন বহুল অন্দ জিএ ॥  
 কাণ্ডন বরণ এক বৃক্ষ তার পাশ ।  
 যেন কপ্পদ্রুম শোভে ইন্দ্রের নিবাস ॥  
 ষর্গলন শাখা মূল পাতাল অতল ।  
 জগজনে শ্রধা করে খাইতে সেই ফল ॥  
 যেইজনে সেই ফল করএ ভক্ষণ ।  
 শত অন্দ জরাজীর্ণ সরস লক্ষণ ॥<sup>২</sup> ( জা. ১৯ )  
 গড় পরে চারি গজপতির নিবাস ।  
 সূবর্ণ নিশ্চিত চারু সূন্দর আবাস ॥  
 পরশ পাষাণে লাগায়ন্ত গৃহস্বার ।  
 রূপবন্ত ভাগ্যবন্ত ধনবন্ত আর ॥  
 সুখ ভোগ বিলাস মানন্ত জনে জনে ॥  
 দুঃখ চিন্তা জন্মে না জানে কোন জনে ॥  
 মন্দিরে মন্দিরে সব সূবর্ণ চৌবারী ।  
 বসিয়া কুমার সব খেলায়ন্ত সারী ॥  
 দায় বৃষ্টি খেলে যার শূভে পড়ে পাশা ।  
 নানা খেলা খেলিয়া না ছাড়য় আশা ॥<sup>১০</sup>  
 স্থানে স্থানে ভাটে পড়ে কীর্তি যে বহুল ।  
 কোন কীর্তি নহে দান ষর্গ সমতুল ॥ (জা. ২০)

১ খীর ২ দ্রৌপদী ৩ অমৃত সোমান জল কুমকুম কাফর ৪ সেইরূপ  
 জল নরপতি মাত্র পিএ ৫ সোভে ৬ ষুখলন সাখামূল পত্রের আতুল  
 ৭ বন ৮ ষরে পরে ৯ সোন্দর ১০ সোন্দর ওয়াস ১১ ধনবন্ত  
 ১২ ভাগ্যবন্ত ১৩ বিলাসন্ত ১৪ ব্রহ্ম চিন্তা অজন্ম ১৫ চৌউবারি  
 ১৬ কুমার সবে ১৭ খেলাএ চৌপারি ১৮ জার হএ ষড় পাস  
 ১৯ ক্রিতি এ ২০ ষর্গ

১. আ ২. ক ৩. আ

শব্দার্থ টীকা : জল ভরে রামাগনে যেহেন দ্রৌপদী—দ্রৌপদীর  
 মতো সিংহল রমণীরা জল ভরে। মূলে আছে নদীস্বয়ের সঙ্গে  
 দ্রৌপদীর তুলনা ।  
 চৌয়ারী—বৈঠকখানা । সারী—পাশা  
 কোনো কীর্তি...সমতুল—ভাটের কীর্তিপ্রশস্তিগাথার মধ্যে  
 দানের মতো পুণ্যকীর্তি আর কোনো কীর্তি নয় ।

মন্তব্য—আলাওলের দ্রৌপদী প্রসঙ্গটি মূলানুগত হলেও মূলের তাৎপর্য হারিয়েছে । জায়সীতে আছে—‘গড় পর নীর  
 খীর দুই নদী/পানি ভরহি’ জইসে দুর্গপদী’ অর্থাৎ দুর্গের নীর ও খীর নদী দুটি দ্রৌপদীর মতো সদা পূর্ণ,  
 কখনও নিঃশব্দ হয় না । আলাওলের অনুবাদে দ্রৌপদীর সঙ্গে সিংহল রমণীদের তুলনায় মূলের তাৎপর্য  
 হারিয়েছে । যদিও চিত্রটিতে বংশবধূদের নদী থেকে জল আনতে যাওয়ার বাস্তব ছবি ফটে উঠেছে ।

রাজস্বারে হৃষ্টিগণ বান্ধছে অপার ।  
 পৰ্বত<sup>১</sup> হইছে জেন জিবন সগার ॥  
 সামন্তক স্বন্দ সব<sup>২</sup> দেখিতে স্বন্দর ।  
 গিরিবর<sup>৩</sup> হোন্তে জেন নামে ওজাগর<sup>৪</sup> ॥  
 তাতে<sup>৫</sup> স্যাম রক্ত ধুম ধরে মেঘবর্ণ ।  
 মদ মখ<sup>৬</sup> গৰ্বধারি বিলোলিত<sup>৭</sup> কর্ণ ॥  
 গর্জন মেঘের তুল<sup>৮</sup> বস<sup>৯</sup> মেঘাকার ।  
 স্বল্প পাটা স্বভে<sup>১০</sup> তাহে বিদ্যুত সগার ॥  
 নিষ্ঠুর প্রবল দড়<sup>১১</sup> কুলিগ লক্ষন<sup>১২</sup> ।  
 সতত গলিত মত ঘন বরিসন ॥  
 মোহাগর<sup>১৩</sup> পৰ্বত ইংগতে জাএ পেলি<sup>১৪</sup> ।  
 বৃক্ষ উফারিয়া ঝারি দেশত মূখে তুলি ॥

নানা জাতি নানা বস বহু তুরগম ।  
 দৃষ্টি পাচ<sup>১৫</sup> করি চলে অতুল বিক্রম ॥  
 উশ্বাস লইতে স্বর্গে লাগে ছত্র সির ।  
 সমুদ্রে ধাইতে ন পরসে পদে নির ॥  
 আরোহন মাত্রে স্থির নহে কদাচন ।  
 অতি রিসে ধরি লেহ করহ চৰ্ণ<sup>১৬</sup> ॥  
 বায়<sup>১৭</sup> আরোহন করে ধরণী তেজিয়া ।  
 জথ প্রভ<sup>১৮</sup> ইচ্ছা জাএ নিমেষে চলিয়া ॥

১ প্রবত ২ সামর্থ্যে ভৃষ্ণ সব ৩ গীরি নব ৪ যজগর ৫ শ্রেত ৬ মদমত  
 ৭ বিলোলিত ৮ বর্ণ্য ৯ তনু ১০ স্বল্প পাটে সোতে ১১ দস্ত  
 ১২ সমান ১৩ মোহাগর ১৪ ফোনি ১৫ দৃষ্টি পাছে ১৬ অতি রিস  
 বারি লহ করএ শ্রম্বন ১৭ বাউ ১৮ জথা তথা

রাজস্বারে হস্তীগণ বান্ধছে অপার ।  
 পৰ্বতে হইছে যেন জীবন সগার ॥  
 সমর্থক শৃষ্ণ সব দেখিতে স্বন্দর ।  
 গিরিবর হন্তে যেন নামে অজাগর ॥  
 শ্বেত শ্যাম রক্ত ধুম ধরে মেঘবর্ণ ।  
 মদমস্ত গৰ্বধারী বিলোলিত কর্ণ ॥  
 গর্জন মেঘের তুল বর্ণ মেঘাকার ।  
 স্বর্ণপাটে শোভে তাহে বিদ্যুৎ সগার ॥  
 নিষ্ঠুর প্রবল দস্ত কুলিগ লক্ষণ ।  
 সতত গলিত মদ ঘন বরিসণ ॥  
 মহাগড় পৰ্বত ইংগতে দেয় ফেলি ।  
 বৃক্ষ উপাড়িয়া ঝাড় দেশত মূখে তুলি ॥ ( জা.২১ )

নানা জাতি নানা বর্ণ বহু তুরগম ।  
 দৃষ্টি পাছ করি চলে অতুল বিক্রম ॥  
 উশ্বাস লইতে স্বর্গে লাগে ছত্র শির ।  
 সমুদ্রে ধাইতে পদে না পরশে নীর ॥  
 আরোহণ মাত্র স্থির নহে কদাচন ।  
 অতি রিষে ধরি লোহ করয় চৰ্ণ ॥  
 বায় আরোহণ করে ধরণী তেজিয়া ।  
 যথা প্রভ ইচ্ছা যায় নিমেষে চলিয়া ॥ ( জা.২২ )

শব্দার্থ টীকা : উশ্বাস—নিঃশ্বাস, তুঃ উশাস ( জা )  
 অতি রিষে—অত্যন্ত ক্রোধে  
 লোহ—লাগাম

মন্তব্য : অশ্ববর্ণনায় জায়সী যে বিচিত্রবর্ণের ও বিভিন্নধরণের ঘোড়ার উল্লেখ করেছেন আলাওল তা বর্জন করে সাধারণভাবে অশ্ববর্ণনা করেছেন। হস্তীবর্ণনায় অবশ্য আলাওল জায়সীর বর্ণবৈচিত্র্যকে অনুসরণ করেছেন। যদিও জায়সীর দোহা অংশের আলংকারিকতাকে তিনি বাদ দিয়েছেন। বর্জন করেছেন সিংহল রাজস্বারের ভীড়ের প্রসঙ্গটি। আলাওলের হস্তীবর্ণনায় জায়সীর অনুসরণ সত্ত্বেও আলাওলের শ্বেতহস্তীর প্রসঙ্গটি এখানে লক্ষণীয়। জায়সীতে শ্বেতহস্তীর কথা নেই। কিন্তু আলাওলের অনুবাদে প্রথমেই আছে শ্বেতহস্তীর কথা।

নৃপতিস সভা<sup>১</sup> অতি সূচারু লক্ষণ<sup>২</sup> ।  
 জেন ইন্দ্র সভা<sup>৩</sup> যুভে<sup>৪</sup> অমরা ভোবন<sup>৫</sup> ॥  
 চতুর্দিকে বৃষ্টিত<sup>৬</sup> মকুটী বন্দুগণ ।  
 তার মধ্যে<sup>৭</sup> আছে স্থাপী রত্ন সিংহাসন<sup>৮</sup> ॥  
 সেই সিংহাসনে<sup>৯</sup> বৈসে গন্ধর্বা নরেশ ।  
 প্রকাশ কমল সভা দেখিয়া দিনেশ ॥  
 কেহ ২ হস্তকো সঁহিত পড়ে<sup>১০</sup> বেদ ।  
 সেই যুপ্রসঙ্গ পুরানের কহে ভেদ<sup>১১</sup> ॥  
 নানা রাগে নানা ছন্দে কেহ গায় গীত ।  
 কেহ কেহ নানা জন্ত বাহে যুলালিত ॥  
 চন্দন কুমকুম চুয়া কস্তুরী কাফুর ।<sup>১২</sup>  
 অমুদ সৈরব সব দৈস<sup>১৩</sup> ভারিপদুর ॥  
 যুরূপে যুশ্বর আর যুগান্দি পুরিত ।  
 দেখিতে যুনিতে যুর মূর্নি<sup>১৪</sup> অমূর্নিত ॥

উচ্চতর সপ্তখণ্ড নৃপতি আওয়াস ।  
 সোনার প্রভুমে<sup>১৫</sup> তথা সোনার আকাশ ॥  
 কাফুরে জাঘন গট<sup>১৬</sup> যুবন ইটাল ।  
 হিরামনি রত্ন জাঁর অতী আছে ভাল<sup>১৭</sup> ॥  
 নানা বিধি চিত্র করিয়াছে চিত্রকরে<sup>১৮</sup> ।  
 এক মূর্ত্তা দেখিতে নানান ভাতি ধরে<sup>১৯</sup> ।  
 স্থানে ২ যম সম<sup>২০</sup> দেখিতে যুভিত ।  
 দীপ যুতি সম মনি মানিক্য জাঁরিত ॥  
 দেখিতে নিম্নল যুতি নৃপ গৃহ<sup>২১</sup> সোভা ।  
 চন্দ্র যুযা নক্ষত্র<sup>২২</sup> সহজে হিন প্রভা ॥  
 সপ্তখণ্ড গৃহ সপ্ত বৈকুণ্ঠ যুশ্বর ।  
 ভ্রমিতে ২ বাট খণ্ড<sup>২৩</sup> খণ্ডোপর ॥

১ নৃপতির সভা ২ লৈক্ষণ ৩ ইন্দ্রসভা ৪ সভা ৫ ভুবন  
 ৬ বিষ্টিত ৭ কুটুম্ব ৮ মাজে ৯ সীংগাসন ১০ সীংগাসনে ১১ পরে  
 ১২ কেহ যুপ্রসঙ্গ কহে পুরানের বেদ ১৩ কুমকুম কস্তুরী চুয়া চন্দন  
 আগর ১৪ সভাসদ ১৫ মন ১৬ সোবৈন্য মোর্নি ১৭ কাপুর অয়ন  
 পৈটা ১৮ হিরা রত্ন মতি জাঁর আছে অতি ভাল ১৯ চিত্রকর ২০ ধর  
 ২১ সৈন্যস্তোপ ২২ নিপা গিহে ২৩ নৈক্ষত্র ২৪ সপ্ত

নৃপতিস সভা অতি সূচারু লক্ষণ ।  
 যেন ইন্দ্রসভা শোভে অমরা ভুবন ॥  
 চতুর্দিকে বেষ্টিত কুটুম্ব বন্দুগণ ।  
 তার মধ্যে আছে স্থাপি রত্নসিংহাসন ॥  
 সেই সিংহাসনে বৈসে গন্ধর্বা নরেশ ।  
 প্রকাশে কমলশোভা দেখিয়া দিনেশ ॥  
 কেহ কেহ হস্তক সঁহিতে পড়ে বেদ ।  
 কেহ সূপ্রসঙ্গে কহে পুরানের ভেদ ॥  
 নানা রাগে নানা ছন্দে কেহ গায় গীত ।  
 কেহ কেহ নানা যন্ত্র বাএ সুলালিত ॥  
 চন্দন কুমকুম চুয়া কস্তুরী কাফুর ।  
 আমোদ সৌরভে সব দেশ ভারিপদুর ॥  
 সুরূপে সূশ্বর আর সূর্গাশি পূর্নিত ।  
 দেখিতে শূর্নিতে সূরমন আমোদিত ( জা. ২৩ )

উচ্চতর সপ্তখণ্ড নৃপতি আবাস ।  
 সূবর্ণ মেদিনী তথা সূবর্ণ আকাশ ॥  
 কাফুরে গঠিত ঘর সূবর্ণ ইটাল ।  
 হিরামনি রত্ন জাঁড় আছে অতি ভাল ॥  
 নানাবিধ চিত্র করিয়াছে চিত্রকরে ।  
 এক মূর্ত্তা দেখিতে নানা ভাতি ধরে ॥  
 স্থানে স্থানে স্বর্ণস্তম্ভ দেখিতে শোভিত ।  
 দীপ জ্যোতি সম মণিমাণিক্য জাঁড়িত ॥  
 দেখিতে নিম্নল জ্যোতি নৃপ গৃহশোভা ।  
 চন্দ্র সূর্য নক্ষত্র সহজে হীনপ্রভা ॥  
 সপ্তখণ্ড গৃহ সপ্ত বৈকুণ্ঠ দোসর ।  
 ভ্রমিতে আছয় বাট সপ্তখণ্ডোপর ॥ ( জা. ২৪ )

শব্দার্থ টীকা : চতুর্দিকে বেষ্টিত কুটুম্ব বন্দুগণ—রাজা সিংহলের  
 রাজসভায় চারদিকে আশ্রয় বন্দুদের নিয়ে বসে আছেন ।  
 মূর্ত্তা এই চিত্র নেই । এ যেন কৃষ্ণবাস বর্ণিত বা  
 ভারতচন্দ্র চিঠিত সামন্তরাজ্যের বৈকালিক আসর ।  
 কাফুরে গঠিত ঘর সূবর্ণ ইটাল—কপূরযুক্ত সোনার ইটের  
 ঘর । মূর্ত্তা আছে কপূর লাগানো হীরার ইট ।

মন্তব্য : জায়সীর রাজপ্রাসাদ ও রাজসভা বর্ণনার মহিমা-গান্ধীর্ষ আলাওলের অনুবাদে অনুপাঙ্কিত ।

সেই গৃহে<sup>১</sup> ষড় সহ সহস্র পশ্চিনী ।  
 ষড়ম্বর ষড়ঠান<sup>২</sup> চারু অপচরা জিনি ॥  
 ষড়কমল মৃদু<sup>৩</sup> তনু পোতাল আকার ।  
 ষড়গান্ধ তাম্বুল রাগ এই সে আছার<sup>৪</sup> ॥  
 সকলের মৃদু<sup>৫</sup> দেবি<sup>৬</sup> জগ মনুরমা ।  
 চম্পাবতি রানি জিনি রম্ভা তিলদুখমা<sup>৭</sup> ॥  
 নৃপতির প্রিঅথম<sup>৮</sup> সোহাগ<sup>৯</sup> যোগলি ।  
 নিখ্য নব প্রেম স্বামী সেবাএ কদলি ॥  
 সকল স্বপের<sup>১০</sup> মাজে শ্রেষ্ঠ সেই রানি ।  
 তাহাতে জন্মিল কন্যা<sup>১১</sup> বাদশ বানি<sup>১২</sup> ॥  
 বিন্তস লক্ষন জুতা<sup>১৩</sup> কুমারি আলাপ ।  
 তার ছায়া হোন্তে<sup>১৪</sup> হইল<sup>১৫</sup> সিংগল সরূপ ॥

১ গৃহে ২ সোল্লর ষড়ঠান ৩ ত্রিদ ৪ আহার ৫ মৃদু ৬ দেখী  
 ৭ চম্পাবতি রামা অতি রম্ভা তিলদুখমা ৮ প্রিঅথমা ৯ সোহাগে  
 ১০ দেবির ১১ কন্যা ১২ বরানি ১৩ লৈক্ষণ যুতা ১৪ হন্তে ১৫ হৈল

সেই গৃহে ষোড়শ সহস্র পদমিনী<sup>১</sup> ।  
 সৃষ্টির সূত্রাম চারু অপসরা জিনি ॥  
 সূত্রকোমল মৃদুতনু পদতলী আকার ।  
 সূত্রগান্ধ তাম্বুল রাগ এই সে আহার ॥  
 সকলের মৃদুখ্যদেবী জগমনোরমা ।  
 চম্পাবতী রাণী জিনি রম্ভা তিলোত্তমা ॥  
 নৃপতির প্রিয়তমা সোহাগ আগলী ।  
 নিত্যনব প্রেমে স্বামীসেবায় কদলী ॥  
 সকল স্বপের মাঝে শ্রেষ্ঠ সেই রাণী ।  
 তাহাতে জন্মিল কন্যা বাদশ বরণী ॥  
 বিন্তস লক্ষণযুতা কুমারী অপরূপ ।  
 তার ছায়া হোন্তে হৈল সিংহল সূত্রপ<sup>২</sup> ॥ (জা.২৫)

১. আ ২. ক

শব্দার্থ টীকা : সোহাগ আগলী—আদরে অগ্রগণ্য

মন্তব্য : আলাওল জায়সীর দোহা অংশের ভুল ব্যাখ্যা করেছেন । মূলে চম্পাবতী প্রসঙ্গে যে কথা আছে আলাওল  
 তা পদ্মাবতী প্রসঙ্গে আরোপ করেছেন ।

## পদ্মাবতী জন্ম বর্ণন খণ্ড

কন্যাক জন্মাব<sup>১</sup> হেন বিভু<sup>২</sup> অনন্মানি ।  
 অতীরূপে শ্রীজ্জলেক চম্পাবাত<sup>৩</sup> রানি ॥  
 হেন কন্যা বিধি জন্মাইব সেই ঠাম ।  
 তে কারণে সিংগল নগর ধরে নাম<sup>৪</sup> ॥  
 প্রথমে কন্যার যদ্বিতি ধরিল আকাশে ।  
 পেন্ড মৌলি<sup>৫</sup> মনি হৈল তার অবসেসে<sup>৬</sup> ॥  
 পদ্বনি সেই যদ্বিতি হইল<sup>৭</sup> মাগি গর্ভান্তরে<sup>৮</sup> ।  
 তাহোন্তে পাইল বহু উদর আদরে<sup>৯</sup> ॥  
 শ্বিতীয়ার<sup>১০</sup> চন্দ্র জেন<sup>১১</sup> নিতি বারে কলা ।  
 দিনে দিনে দেবির সরির নিরমলা ॥  
 আগুল অন্তরে জেন শ্বিপের উঝলা<sup>১২</sup> ।  
 তেহেন দেবির হিয়া হৈল নিরমলা<sup>১৩</sup> ॥

সমপন্ন হইল জদি ষড় দশমাস ।  
 জন্মিলেক পম্বাবাত জগত প্রকাশ ॥  
 রজনী হইল প্রভা দিবস আকার ।  
 সদ্য নত মিলি জেন<sup>১৪</sup> বিদ্যাত সগার ॥  
 লাজে পদ্বনি চন্দ্র প্রভা<sup>১৫</sup> দিনে হএ খীন ।  
 সংসার ছারিয়া লুকায়ন্ত<sup>১৬</sup> দুই দিন ॥  
 অন্বে ২ বারি পদ্বনি হএ পদ্বর্<sup>১৭</sup> রিত ।  
 নিষ্কলঙ্ক তারা তুল্যা নহে কদাচিত ॥  
 পম্বাগন্দ প্রসারিয়া জগত ভেদিল<sup>১৮</sup> ।  
 সেই দীপে অলিকুলে পতংগ হৈল<sup>১৯</sup> ॥

১ কৈন্যাকে জন্মাইব ২ বিধি ৩ ছাম্পাবাত ৪ তে কারণে ধরিল  
 সীংগল দিপ নাম ৫ পীন্ড মৌলি ৬ জোর মেস ৭ আইল  
 ৮ গম্বান্তর ৯ তাহা হস্তে আসীল পদ্বনি উদর যন্তর ১০ দ্বিতিয়ার  
 ১১ জিনি ১২ উজ্জল ১৩ নির্মল ১৪ সোণ্য রত্ন ত্ন জিনি  
 ১৫ দিনে ১৬ লুকাইল ১৭ ভেদিল ১৮ হইল

কন্যাক জন্মাইব হেন বিধি অনন্মানি ।  
 অতিরূপে সৃজ্জলেক চম্পাবতী রাণী ॥  
 হেন কন্যা বিধি জন্মাইবে সেই ঠাম ।  
 তে কারণে ধরিল সিংহল শ্বীপ নাম ॥  
 প্রথমে কন্যার জ্যোতি ধরিল আকাশে ।  
 পিত্ মৌলি মণি হৈল তার অবশেষে ॥  
 পদ্বনি সেই জ্যোতি আইল মাতৃগর্ভান্তর ।  
 তাহা হস্তে পাইল বহু উদরে আদর ॥  
 শ্বিতীয়ার চন্দ্র জন্ম নিত্য বাড়ে কলা ।  
 দিনে দিনে দেবীর শরীর নিরমলা ॥  
 আগুল অন্তরে যেন দীপের উজ্জল ।  
 তেহেন দেবীর হিয়া হৈল নির্মল ॥ ( জা. ১ )

সম্পূর্ণ হৈল যদি শড় দশমাস ।  
 জন্মিলেক পম্বাবতী জগতে প্রকাশ ॥  
 রজনী হৈল প্রভা দিবস আকার ।  
 শ্বর্ণরত্ন তনু জিনি বিদ্যাত সগার ॥  
 লাজে পদ্বনি চন্দ্র দিনে দিনে হয় ক্ষীণ ।  
 সংসার ছাড়িয়া লুকায়ন্ত দুই দিন ॥  
 অন্বে অন্বে বাঢ়ি পদ্বনি হএ পদ্বর্<sup>২০</sup> রিত ।  
 নিষ্কলঙ্ক তারাতুল্যা নহে কদাচিত ॥  
 পম্বাগন্দ প্রসারিয়া জগৎ ভেদিল ।  
 সেই দীপে অলিকুল পতংগ হৈল ॥ ( জা. ২ )

শব্দার্থ টীকা : ঠাম—স্থান ; আগুল অন্তরে—আঁচলের আড়ালে ;  
 দীপে—দীপ্তিতে । পদ্বর্<sup>২০</sup> পদ্বর্<sup>২০</sup> সন্তে এর সম্বন্ধিত  
 নেই । মূলে আছে 'বাসা' অর্থাৎ গণ্ডের কথা ।

মন্তব্য : জায়সীর শতবক দ্বিটি দোহা-অংশের অনুবাদ আলাওল করেন নি ।

উচ্ছব<sup>১</sup> আনন্দে সপ্ত দিবা<sup>২</sup> নিরবাহিল<sup>৩</sup> ।  
 প্রভাতে পশ্চিমত বিপ্রগণ আনাইল<sup>৪</sup> ॥  
 শূভক্ষণে শূভলগ্নে হইছে উতপতি ।  
 কন্যা রাসি<sup>৫</sup> কন্যা নামে<sup>৬</sup> থুইলা পদ্মাবতি ॥  
 ভাগ্যের মানিক্য যুতে<sup>৭</sup> উঝল<sup>৮</sup> ললাট ।  
 কৃতি শূনি নৃপগনে তেজিলেক পাট ॥  
 যবতিস হইল কন্যা সিংগল নগর<sup>৯</sup> ।  
 জন্ম দিপ হোন্তে যাসীবৈন্ত বর ২ ॥<sup>১০</sup>\*

জন্মপত্র লেখিয়া করিয়া আসীত্বাদ ।  
 ঘরে গেলা বিপ্রবর<sup>১১</sup> পাইয়া প্রসাদ ॥  
 পঞ্চম বরিস<sup>১২</sup> জদি হৈল রাজবালা ।  
 পাড়িতে<sup>১৩</sup> গুরুর স্থানে দিলা ছত্রশালা ।  
 মহন পশ্চিমত হইলা কন্যা গুণবান<sup>১৪</sup> ॥  
 চতুর্দিকে নৃপগনে শূনিলা বাখান ॥  
 সিংগল নগর রাজকন্যা পদ্মাবতি ।  
 মহন স্বরূপে শূপশ্চিমত গুণবতি ॥  
 জেন রূপে তেহেন পশ্চিমতা গুণনিধি<sup>১৫</sup> ॥\*  
 কাহার সংযোগে জানি শ্রীজিলেক<sup>১৬</sup> বিধি ॥†  
 জাহার হইব অতি ভাগ্যের উদয় ।  
 জবে হেন রূপে কন্যা দিব দয়াময়<sup>১৭</sup> ॥  
 সপ্তদিপ হোন্তে কর<sup>১৮</sup> আইসন্ত বর ।  
 ফিরি ২ জান<sup>১৯</sup> সব না পাই উত্তর ॥  
 মনে গর্বে করে রাজা আমি ইন্দ্রতুল ।  
 কারে সমর্পিব কন্যা না জানি অমূল<sup>২০</sup> ॥

উৎসব আনন্দ সপ্তদিন নিবাহিল ।  
 প্রভাতে পশ্চিমত বিপ্রগণ যে আইল ॥  
 শূভক্ষণে শূভলগ্নে হইছে উৎপত্তি ।  
 কন্যারাসি কন্যানাম থুইল পদ্মাবতী ॥  
 ভাগ্যের মানিক্য জ্যোতি উজ্জ্বল ললাট ।  
 কীর্তি শূনি নৃপগণ তেজিলেক পাট ॥  
 অবতীর্ণ হৈল কন্যা সিংহল নগর ।  
 জন্মদ্বীপ হোন্তে আসিবৈন্ত যোগ্য বর ॥ (জা. ৩)

জন্মপত্র লিখিয়া করিয়া আশীর্বাদ ।  
 ঘরে গেল বিপ্রগণ পাইয়া প্রসাদ ॥  
 পঞ্চম বরিস যদি হৈল রাজবালা ।  
 পাড়িতে গুরুর স্থানে দিল ছত্রশালা ॥  
 মহান পশ্চিমত হৈল কন্যা গুণবান ।  
 চতুর্দিকে নৃপগনে শূনিলা বাখান ॥  
 সিংহলনগর রাজকন্যা পদ্মাবতী ।  
 মোহন স্বরূপে শূপশ্চিমতা গুণবতী ॥  
 যেন রূপে তেহেন পশ্চিমতা গুণনিধি ।  
 কাহার সংযোগে জানি সৃজিলেক বিধি ॥  
 যাহার হইব অতি ভাগ্যের উদয় ।  
 যবে হেন রূপে কন্যা দিব দয়াময় ॥  
 সপ্ত দ্বীপ হোন্তে নর আইসেস্ত বর ।  
 ফিরি ফিরি যায় সব না পাই উত্তর ॥  
 মনে গর্বে করে রাজা আমি ইন্দ্রতুল ।  
 কাকে সমর্পিব কন্যা না জানি এ মূল ॥ (জা. ৪)

১ উচ্ছব ২ দিন ৩ নিবাহিল ৪ জে আইল ৫ কন্যা রাসী  
 ৬ কন্যা নাম ৭ মানিক্য জ্যোতি ৮ উজ্জ্বল ৯ অবতীর্ণ্য টেল  
 কন্যা সীংগল নগরে ১০ জন্ম দিপ হোন্তে আসীবৈক জৈগ্য বর  
 ১১ বিপ্রগণ ১২ বসন্ত ১৩ পরিতে ১৪ সাম্রাজ্যের পর কন্যা হৈল  
 গুণবান ১৫ গুণে সতি

\* অতিরিক্ত পংক্তি—রূপে গুণে শ্রীজিআছে চিত্রগতপতি

১৬ শ্রীজি আছে

† অতিরিক্ত পংক্তি—তাহার কি অতিভাগ্য পাবে গুণনিধি

১৭ হেন বর কৈন্যারূপে বিধি এ মীলা ১৮ নর ১৯ জাএ ২০ কাহারে  
 সর্পিব কন্যা না জানি এ মূল ।

শব্দার্থ টীকা : নিবাহিল—শেষ হল

পাট—সিংহাসন

জন্মদ্বীপ—ভারতবর্ষ

জন্মপত্র—ভাগ্যলিপি

বাখান—স্বাতি

মূল—মূল্য

মন্তব্য : মূলের সঙ্গে অনুবাদে কিছু কিছু পার্থক্য আছে । মূলে আছে ছয় দিনের উৎসব । অনুবাদে সাতদিন ।  
 মূলে আছে জন্মদ্বীপে পদ্মাবতীর মৃত্যুবরণের ভবিষ্যৎবাণী । আলাওল লিখেছেন জন্মদ্বীপ থেকে  
 পদ্মাবতীর বর আসার কথা ।

সমপূর্ণ হইল জদি শ্বাস বৎসর ।  
 হইলা সজ্জগ যুগ্য<sup>১</sup> ভাবে নৃপবর ॥  
 সত খন্ড সাজ্জাই যুবর্ন<sup>২</sup> আওলাস<sup>২</sup> ।  
 সখী গণ সগে দিলা তথাত নিবাস ॥  
 নবীন বয়সী সব রসের সহিনি ।  
 কমল নিকটে জেন সোভে কদম্বদিনি ॥  
 কন্যা পাস শূক এক অতী মনুপাম<sup>৩</sup> ।  
 মোহন পশ্চিডতা হিরামনি তার নাম ॥  
 বিধির দাতব্য পক্ষি হুদে জ্ঞান যুদিত ।  
 নয়ন রতন মূখে<sup>৪</sup> বরিখএ মূর্তি ॥  
 সতত শূকের প্রতি বর অনুরাগ ।  
 কাণ্ডন রতন তনু মিলিল সোহাগ ॥  
 নানারগে শূক সগে করে<sup>৫</sup> সাম্প বেদ ।  
 ব্রহ্মার দোলএ সিসে<sup>৬</sup> যুদিনি অথ ভেদ<sup>৭</sup> ॥  
 উপনিত হইল আসী জৌবনের কাল ।  
 কিঞ্চিৎ ভূরুর ভগে বলেক<sup>৮</sup> রসাল ॥  
 আর আখী<sup>৯</sup> বক্ষ দৃষ্টি ক্রমে ২ হএ ।  
 ক্ষনে ২ লাজে<sup>১০</sup> আসি তনু সগরএ ॥  
 সম্বরএ গীম হার কটীর বসন ।  
 চঞ্চল হইল আখি ধৈরজ গমন ॥  
 চোর রূপে অনঙ্গ অগেতে আইসে জায় ।  
 প্রেম রসকথা ক্ষেপে মনে ভাএ ॥  
 অনঙ্গ সগরে<sup>১১</sup> অগে রগাগে<sup>১২</sup> সগে ।  
 আমোদিত<sup>১৩</sup> পশ্চ গন্দ পশ্চিনীর অগে ॥

সমপূর্ণ হৈল যদি শ্বাস বৎসর ।  
 হৈল সংযোগ যোগ্য ভাবে নৃপবর ॥  
 সপ্ত খন্ড সাজ্জাইয়া সূবর্গ<sup>১</sup> আবাস ।  
 সখীগণ সগে দিলা তথাত নিবাস ॥  
 নবীন বয়সী সব রসের সহিনি ।  
 কমল নিকটে যেন শোভে কদম্বদিনি ॥  
 কন্যা পাশে শূক এক অতি অনুপাম ।  
 মহান পশ্চিডত হীরামণি তার নাম ॥  
 বিধির দাতব্য পক্ষী হুদে জ্ঞানশ্ৰেয়াতি ।  
 নয়ান রতন মূখে বরিখয় মৌতি ॥  
 সতত শূকের প্রতি বড় অনুরাগ ।  
 কাণ্ডন রতন তনু মিলিল সোহাগ ॥  
 নানারগে শূক সগে পড়ে শাস্ত বেদ ।  
 ব্রহ্মার দোলএ শীষ শূনি অর্থভেদ ॥ ( জা. ৫ )  
 উপনীত হৈল আসি যৌবনের কাল ।  
 কিঞ্চিৎ ভূরুর ভগে বচনে রসাল ॥  
 আড় আখি বক্ষ দৃষ্টি ক্রমে ক্রমে হয় ।  
 ক্ষণে ক্ষণে লাজে আসি তনু সগরয় ॥  
 সম্বরয় গীমহার কটীর বসন ।  
 চঞ্চল হৈল আখি ধৈরজ গমন ॥  
 চোর রূপে অনঙ্গ অগেতে আইসে জায় ।  
 প্রেম রসকথা ক্ষেপে ক্ষেপে মনে ভায় ॥  
 অনঙ্গ সগরে অগে রগা ভগা সগে ।  
 আমোদিত পশ্চগন্ধ পশ্চিনীর অগে ॥

- ১ সজ্জোগ জৈগ্য    ২ সতখন্ড সাজ্জাইআ সোবৈন্য ওআস  
 ৩ বর অনুপাম    ৪ নয়ান রতন মূকে    ৫ পরে  
 ৬ সীষ    ৭ শাস্তভেদ  
 ৮ বচনে    ৯ আখিক  
 ১০ খেনে  
 ১১ বাজি  
 ১২ সাগর  
 ১৩ রগে ভগা  
 ১৪ আমোদিত

শব্দার্থ টীকা : সপ্ত খন্ড—সাতমহলা

নয়ান রতন মূখে বরিখএ মতি—রতনময় চক্ৰ এবং মূর্ত্তাবশী<sup>৭</sup> মূখ ; মূলে অবশ্য আছে মনিমূর্ত্তাবশীচিৎ মূখ ।  
 কাণ্ডন রতন তনু মিলিল সোহাগ—কাণ্ডন বর্ণের আদরের শূক খেন সোনায় সোহাগা ।  
 ব্রহ্মার দোলএ শীষ—ব্রহ্মার মাথা দোলে ।  
 গীম হার—গলার হার  
 চঞ্চল হৈল আখি ধৈরজ গমন—বয়ঃসন্ধি কালে পদ্মাবতীর নয়ন চঞ্চল এবং গমন ধীর হল । তুঃ বিদ্যাপতি—চরণক চপলতা লোচন লেল ।

মন্তব্য : পদ্মাবতীর যৌবনবর্ণনার প্রথমংশে আলাওলের উপর জায়সীর চেয়ে পদাবতীর প্রভাব বেশী ।



নানা পরিমলে রঙ্গ করে বিলেপন? ।  
 সহজে ভেঁজিল রঙ্গি<sup>২</sup> পুষ্কের কারণ ॥  
 চন্দনের বৃক্ষ তনু পুষ্পে<sup>৩</sup> নাগ বেনি ।  
 সেস<sup>৪</sup> আইল রক্ষক ললাটে চন্দ্র গুণি<sup>৫</sup> ॥  
 কাম ধনু জ্বিনিল ইসীত<sup>৬</sup> ভুরুভণ্ডা ।  
 কটাক্ষে হেরএ মাত্র প্রানে রঙ্গা রঙ্গি<sup>৭</sup> ॥  
 শূক চন্দ্র নাসীকা কমল মৃথ শহে<sup>৮</sup> ।  
 পশ্চিমির মৃথ দেখী জগ মোন<sup>৯</sup> মোহে ॥  
 অধর মানিক্য<sup>১০</sup> তুল দন্ত জেন<sup>১১</sup> হির ।  
 হিয়া হর্ষাসিত<sup>১২</sup> কচ কনক জামীর ॥  
 কেশরী জ্বিনিয়া কটী মন্ত গজগামী ।  
 শূর দর দেখীয়া মন্তক ধরে ভূমী ॥  
 সংসারে নাহিক দৃষ্টি<sup>১৩</sup> নয়ান ঝাকাসে<sup>১৪</sup> ॥  
 যোগী জ্বাতি তপ সাধে দরশন আসে<sup>১৫</sup> ॥  
 নিত্য শূক সঙ্গে কথা রস<sup>১৬</sup> মৃমধর ।  
 হৃদয়ে জ্বাম্বল কিছু প্রেমের অধুর ॥  
 শূনি শূক প্রতি ক্রোধ হইল রাজন ।  
 রসভাব বচনে টলএ সতি মন ॥  
 এই শূক বৃদ্ধি হোন্তে কন্যা হইব নাস ।  
 রাখিতে উচিত শূক<sup>১৭</sup> নহে<sup>১৮</sup> তার পাস ॥  
 নৃপতির আজ্ঞা হইল শূক মারিবার ।  
 শূনিয়া ধাইল সব জেহেন মার্জারি ॥  
 পশ্চাবতী শূনিয়া এসব বিবরণ ।  
 পরম যতনে শূক করিল গোপন ॥  
 মধুর বচনে বোলে<sup>১৯</sup> শূক<sup>২০</sup> পরিহার ।  
 কাঁহও পীতার<sup>২১</sup> আগে মিনতি আমার ॥

নানা পরিমলে অঙ্গে করি বিলেপন ।  
 সহজে ভেঁজিল অঙ্গ পুষ্পের কারণ ॥  
 চন্দনের বৃক্ষ তনু পুষ্পে<sup>৩</sup> নাগ বেণী ।  
 শেবে আইল রক্ষক ললাটে চন্দ্র গুণি ॥  
 কামধনু জ্বিনিল ঈষৎ ভুরুভণ্ডা ।  
 কটাক্ষে হরএ প্রাণ নয়ান করুণে ॥  
 শূক চন্দ্র নাসীকা কমল মৃথ সোহে ।  
 পশ্চিমীর মৃথ দেখি জগমন মোহে ॥  
 অধর মাণিক্য তুল্য দন্ত জনু হীর ।  
 হিয়া পুলাকিত কচ কনক জামির ॥  
 কেশরী জ্বিনিয়া কটি মন্ত গজগামী ।  
 শূর নয় দেখিয়া মন্তকে ধরে ভূমি ॥  
 সংসারে নাহিক দৃষ্টি নয়ান আকাশে ।  
 যোগী জ্বাতি তপ সাধে দরশন আশে ॥ ( জা. ৬ )  
 নিত্য শূক সঙ্গে রসকথা স্মমধুর ।  
 হৃদয়ে জ্বাম্বল কিছু প্রেমের অধুর ॥ ( জা. ৭ )  
 শূনি শূক প্রতি ক্রোধ হৈল রাজন ।  
 রসভাব বচনে টলয় সতী মন ॥  
 এই শূক বৃদ্ধি হোন্তে কন্যা হইব নাশ ।  
 রাখিতে উচিত নহে শূক তার পাস ॥  
 নৃপতির আজ্ঞা হৈল শূক মারিবার ।  
 শূনিয়া ধাইল সব যেহেন মার্জারি ॥  
 পশ্চাবতী শূনিয়া এসব বিবরণ ।  
 পরম যতনে শূক করিল গোপন ॥  
 মধুর বচনে কন্যা বোলে পরিহার ।  
 কাঁহও পিতৃর আগে মিনতি আমার ॥

১ নানা পরিমলে অঙ্গে করি বিলেপন ২ অলি ৩ পুষ্পে ৪ সে জে  
 ৫ মনি ৬ ইস্তিত ৭ কটাক্ষে হরএ প্রাণ নয়ান করুণে । ৮ কমল  
 পাটসোহে ৯ মন ১০ মানিক্য ১১ জ্বিনি ১২ ছিল সত ১৩ দৃষ্টি  
 ১৪ নয়ান আকাশ ১৫ আস ১৬ রস কথা ১৭ নহে ১৮ শূক  
 ১৯ কৈন্য ২০ বোলে ২১ পীতার

শব্দার্থ টীকা : পরিমল—গন্ধ  
 নয়ান করুণে—মৃগাঙ্কি  
 জামির—ভালিম  
 মার্জারি—বিড়াল । মূলে শূকের শব্দ মার্জারি  
 বাসীকেই মার্জারির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে ।

মন্তব্য : জায়সীর সম্বেহজনক সপ্তম শতাব্দীতে আলাওলের অনুবাদে মাত্র দুইটি লাইনে সংক্ষিপ্ত । মূলে আছে অন্তর্ভুক্ত  
 পশ্চাবতীর যৌবন-বেদনা এবং তাকে সাস্থনা দিয়ে শূকপাখীকর্তৃক বর খোঁজার প্রসঙ্গ, আর একথা জানতে  
 পেরে দর্জন ব্যক্তির রাজাকে স্মরণ,—অনুবাদে এসব অনুপস্থিত ।

পাকি জ্ঞাতি হিনমতি কিবা বৃন্দি তার ।  
সবে মান জানে দুই উরন আহার ॥  
ফল নরন জার নাইছে প্রকাশ ।  
বৃন্দি জনে তার বাক্য<sup>১</sup> না করে নিশ্বাস ॥  
রত্নমনি না করে দারিম বিজ তুল ।  
হেম হোশে বনফল জানে ষিক মূল ॥

সব ফিরি গেল বৃন্দি কন্যার উত্তর<sup>২</sup> ।  
হাসবৃদ্ধ<sup>৩</sup> বৃন্দবর কমপীত অন্তর<sup>৪</sup> ॥  
কন্যা সর্বাদিয়া কহে ছারিয়া নিশ্বাস ।  
আজ্ঞা দেয় এবে আমি জাইব বনবাস<sup>৫</sup> ॥  
জেই সেবকের শ্বামী চাহে মারিবার ।  
কোন মতে নাহিক তাহার প্রতিকার ॥  
তোমার প্রশাদে দুই ছিল মোহাবৃন্দে<sup>৬</sup> ।  
জেই ইচ্ছা সেই খাইল<sup>৭</sup> মনের করতরুকে<sup>৮</sup> ॥  
এই দৃষ্ক সতত রহিল<sup>৯</sup> মোর মনে ।  
নারিল<sup>১০</sup> করিতে সেবা তোমার<sup>১১</sup> চরনে ॥  
পরসী হইলে শত্রু গৃহে<sup>১২</sup> বৃন্দ নাই ।  
শত্রু হইলে ইশ্বর দেশেত নাই টাই<sup>১৩</sup> ॥  
জেই ঘরে নাচএ<sup>১৪</sup> মার্জার কাল রূপ ।  
পাকির নিকটে মৃত্যু জানিল স্বরূপ ॥

পদবৃন্দ দিলা কন্যা<sup>১৫</sup> করি বহু মায়া<sup>১৬</sup> ।  
বিনি জিবে কেমতে রহিব বৃন্দা<sup>১৭</sup> কায়্যা ॥  
হীরামনি বৃন্দ তুমি পাকি<sup>১৮</sup> প্রান সম ।  
তোমাকে সেবিতে মনে না লাগে ভরম ॥  
তোমার বিচ্ছেদ মোর ন সহে পরানে<sup>১৯</sup> ॥  
পাজর করিয়া হিয়া<sup>২০</sup> রাখিম জন্তনে<sup>২১</sup> ॥  
আমি<sup>২২</sup> নরজাতি তুমি<sup>২৩</sup> পাকি বৃন্দমতি ।  
কোনে কি করিব জথা ধরম পিরীতি ॥  
পিরীতি পশ্বত<sup>২৪</sup> ভার জাইল কাম্বে ।  
এড়াইতে না পারে বাজিলে মায়া<sup>২৫</sup> ফাম্বে ॥

পাকি জ্ঞাতি হীনমতি কিবা বৃন্দি তার ।  
সবেমান জানে দুই উড়ন আহার ॥  
ফল নরান যার না হৈছে প্রকাশ ।  
বৃন্দিজনে তার বাক্য না করে বিশ্বাস ॥  
রত্ন মনি না করে দাড়িম্ব বীজ তুল ।  
হেম হোশে বন ফল জানে ষিক মূল ॥ ( জা. ৮ )

সবে ফিরি গেল বৃন্দি কন্যার উত্তর ।  
হাসবৃদ্ধ শৃকবর কমপিত অন্তর ॥  
কন্যা সর্বাদিয়া কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস ।  
আজ্ঞা দাও এবে আমি যাই বনবাস ॥  
যেই সেবকেরে শ্বামী চাহে মারিবার ।  
কোন মতে নাহিক তাহার প্রতিকার ॥  
তোমার প্রাসাদে আমি ছিন্দু মহাসুখে ।  
যেই ইচ্ছা সেই খাইল মনের কোতরুকে ॥  
এই দৃষ্ক সতত রহিল মোর মনে ।  
নারিল করিতে সেবা তোমার চরণে ॥  
পড়শী হৈলে শত্রু গৃহে সুখ নাই ।  
শত্রু হৈলে ঈশ্বর দেশেত নাই ঠাই ॥  
যেই ঘরে আছে মার্জার কালরূপ ।  
পাকির নিকটে মৃত্যু জানিও স্বরূপ ॥ ( জা. ৯ )

পদবৃন্দ দিল কন্যা করি বহু মায়া ।  
বিনি জিবে কেমতে রহিব শূন্যকায়্যা ॥  
হীরামণি শৃক তুমি পাকি প্রাণসম ।  
তোমাকে সেবিতে মনে না লাগএ ভ্রম ॥  
তোমার বিচ্ছেদ মোর না সহে পরাণে ।  
পিজর করিয়া হিয়া রাখিম যতনে ॥  
আমি নরজাতি তুমি পাকি শৃন্দমতি ।  
কেবা কি করিব যথা ধরম পিরীতি ॥  
পিরীতি পর্বতভার যদি লইল কাম্বে ।  
এড়াইতে নারিবা বাজিলে প্রেমফাম্বে ॥

১ বাক ২ কৈন্যার উত্তর ৩ জোক্ত ৪ কমপিত অন্তর ৫ এবে আমি  
আজ্ঞা দেও জাই বনবাস ৬ ছিল মোহাবৃন্দ ৭ খাইল ৮ করতরু  
৯ এই সে মনের দৃষ্ক মনে ১০ নারিল ১১ তোমার ১২ বৈরি মনে  
১৩ টাই নাই ১৪ আছে ১৫ কৈন্যা ১৬ মায়া ১৭ সৈন্য ১৮ পাশী  
১৯ পরান ২০ তোমা ২১ জন্তন ২২ আমি ২৩ তুমি ২৪ প্রবত  
২৫ ফাম্বে

মন্তব্য : জায়সীর্ণ নবম শতকের শ্বার্থবাচক রূপকগুণি  
অনুবাদে অনুপস্থিত ।

জথ দিন মোর ঘটে আছর জিবন ।  
 কদাচিত চিন্তা তুমি না করিল মন<sup>১</sup> ॥  
 বহুল প্রকারে কন্যা করিল আশ্বাস ।  
 তথাপিহ শব্দ মনে রহিল তরাস ॥

১ কৈন্যা বোলে চিন্তা না করিঅ কদাচন

মন্তব্য : দশম স্তবকের দোহা অংশের অনুবাদ আলাওল করেন নি ।

যতদিনে মোর ঘটে আছর জীবন ।  
 কদাচিত চিন্তা না করিবা কদাচন ॥  
 বহুল প্রকারে কন্যা করিল আশ্বাস ।  
 তথাপিহ শব্দ মনে রহিল তরাস ॥ ( জা. ১০ )

## মান-সরোবর খণ্ড

একদিন নিখ্য স্থানে<sup>১</sup> হইল উপসন ।  
 মন সরবরে কন্যা<sup>২</sup> করিলা গমন ॥  
 সখীগন সগে করি যুভেস রিচিয়া ।  
 নানা বস যুভসন<sup>৩</sup> ভোসন<sup>৪</sup> করিয়া ॥  
 জনে জনে পৈরিয়া<sup>৫</sup> রঞ্জন<sup>৬</sup> অবরন ।  
 নানা পরিমল অগে করি বিলেপন ॥  
 নানা অলংকার বাস<sup>৭</sup> নানা পরিমলে ।  
 বৃন্দ সিদ্ধ মর্নি<sup>৮</sup> তপসিরে মন টলে ॥  
 নানাবস পুষ্ক জেন ফুটীল<sup>৯</sup> উদ্যানে<sup>১০</sup> ।  
 তারকা মন্ডল জেন যুধাকর সনে ॥  
 হাসীতে খেলিতে খেলিতে মন হইল উল্লাসীত ।  
 সরবর পারে গিয়া<sup>১১</sup> হইলা উপাশ্চিত<sup>১২</sup> ॥

উৎসব<sup>১৩</sup> হইল মনে<sup>১৪</sup> সরবর দেখী ।  
 পদ্মাবতি সম্বাদিয়া<sup>১৫</sup> কহে সব সখী ॥  
 আপনার মনে কন্যা দেখহ বিচারি ।  
 পিতৃগৃহে কন্যার<sup>১৬</sup> রহন দিন ছারি ॥  
 জে কিছু খেলিতে যুগ্য<sup>১৭</sup> আজি লও<sup>১৮</sup> খেলি ।  
 কালি সম্বরালি<sup>১৯</sup> গেলে কথা রসকৈলি ॥  
 নিজ ইচ্ছাগত নহে নয়ন গমন ।<sup>২০</sup> ॥  
 সখীগন সগে পুর্নি কথাতে মিলন ॥  
 সম্বরী<sup>২১</sup> নর্নাদি বাক্য<sup>২২</sup> বিস বরিসন ।  
 শ্বামি সেবা ভক্তি মাত্র উবা<sup>২৩</sup> কারণ ॥

একদিন তীর্থস্থান হইল উপসন ।  
 মান-সরোবরে কন্যা করিলা গমন ॥  
 সখীগন সগে করি সুরবেশ রিচিয়া ।  
 নানা বর্ণ সুরবসন ভূষণ করিয়া ॥  
 জনে জনে পরিয়া রত্ন আভরণ ।  
 নানা পরিমল অগে করি বিলেপন ॥  
 নানা অলংকার বাস নানা পরিমলে ।  
 বৃন্দ সিদ্ধ মর্নি তপস্বীর মন টলে ॥  
 নানা বর্ণ পুষ্ক যেন ফুটিল উদ্যানে ।  
 তারকামন্ডল যেন সুরধাকর সনে ॥  
 হাসিতে খেলিতে মন হইল উল্লাসিত ॥  
 সরোবর পারে গিয়া হইল উপাশ্চিত ॥ ( জা. ১ )

উচ্চকিত হইল মন সরোবর দেখি ।  
 পদ্মাবতী সম্বোধিয়া কহে সব সখি ॥  
 আপনার মনে কন্যা দেখহ বিচারি ।  
 পিতৃগৃহে কন্যার রহন দিন চারি ॥  
 যে কিছু খেলিতে যোগ্য আজি লও খেলি ।  
 কালি শ্বব্দরালে গেলে কোথা রস কৈলি ॥  
 নিজ ইচ্ছাগত নহে আপনা গমন ।  
 সখীগন সগে পুর্নি কোথাতে মিলন ॥  
 শাস্ত্রদী ননদী বাক্য বিষ বরিসণ ।  
 শ্বামী সেবা ভক্তি মাত্র উপায় কারণ ॥ ( জা. ২ )

১ ভিক্ত শ্রান ২ কৈন্যা ৩ যুবসন ৪ ভুসন ৫ পরিয়া ৬ রজন ৭ বস্ত  
 ৮ ক্রিম্ব সীম্বী বর্ণ ৯ পুর্নি ১০ উস্থানে ১১ থিরে গীয়া  
 ১২ উপাশ্চিত ১৩ উগাগত ১৪ মন ১৫ সম্বাদিয়া ১৬ কৈন্যাবর  
 ১৭ জৈগ্য ১৮ আর ১৯ কাল সাব্দরালে ২০ জেই ইচ্ছাগত নহে  
 আপনা নয়ন ২১ সাব্দরি ২২ বাক ২৩ উপাএ

শ্বব্দার্থ টীকা : উপসন—উপাশ্চিত ;  
 শ্বব্দরালে—শ্বব্দরালেয়ে ;

মন্তব্য : জ্ঞানসীতে প্রত্যেক সখীকে এক একটি পুষ্কের সগে তুলনা করে যে বিস্তারিত বর্ণনা আছে, এখানে তা অনূপাশ্চিত ।  
 জ্ঞানসীর পদমাৎ কাব্যে মান-সরোবর খণ্ডের তৃতীয় শ্তবকটির অনূবাদ আলাওলের রচনায় পৃথকভাবে নেই ।  
 হিন্দোল প্রসঙ্গটি বিজ্ঞত হলে কেবল শাস্ত্রদী-ননদী-গজনার বিষয়টি আলাওলের দ্বিতীয় শ্তবকের অন্তর্ভুক্ত  
 হয়েছে । মূলে শ্বামী-শ্বব্দরের শাসনভীতির কথাগুলি অনূবাদে অনূপাশ্চিত ।

সরবরে আসি সে পশ্চিমনির সংগত ।<sup>১</sup>  
 খোপা<sup>২</sup> খশাইয়া কেস কৈল মৃকলিত ॥  
 যুগপ্তি শ্যামল ভরে<sup>৩</sup> ধরনি ছোইল ।  
 চন্দনের তরু<sup>৪</sup> জেন নাগীনি বোড়িল<sup>৫</sup> ॥  
 কেবা<sup>৬</sup> মেঘারশেভ জগ হইল অশ্ধকার ।  
 বিদ্যুৎমদ<sup>৭</sup> আইল কিবা চন্দ্র গ্রাসীবার ॥  
 দিবস সহিতে য়র হইল গোপন ।  
 চন্দ্র তারা লৈয়া নিসী হৈল উপসন<sup>৮</sup> ॥  
 ভাবিয়া চকোর<sup>৯</sup> আখী পড়িলেক<sup>১০</sup> ধন্দ ।  
 জিমুত সমোহে<sup>১১</sup> কিবা প্রকাশীত চন্দ্র<sup>১২</sup> ॥  
 হাস্য সৌদামিনী<sup>১৩</sup> তুল্য কৃকিল বচন ।  
 ভুরু যুগ ইন্দ্রধনু সোভিত<sup>১৪</sup> গগন ॥  
 নয়ন<sup>১৫</sup> খঞ্জন দই সদা কৈলে<sup>১৬</sup> করে ।\*  
 পদপন্নসন হেতু করএ লহরে<sup>১৭</sup> ॥  
 উপরে থুইয়া<sup>১৮</sup> সব বস্ত্র অভরন ।  
 সরবর মধ্যে<sup>১৯</sup> প্রবেসিলা রামাগণ ॥  
 বয়ান কমল মাঞ্জে নয়নে অঞ্জন<sup>২০</sup> ।  
 কুড়ুলএ কেস জেন বিসধর গন ॥  
 এই মত গুণ য়েবা দেখএ কস্তুর<sup>২১</sup> ।  
 কিবা মৃতবৎ কিবা প্রাণি রাজসুখ ॥  
 কেহ কেহ সাজরএ<sup>২২</sup> জলান্তরে পশী ।  
 লাজে তির<sup>২৩</sup> ছাড়াই গেল জলে রাজহংসী ॥  
 কন্যাকুল<sup>২৪</sup> পরশে আনন্দ সরবর ।  
 তির<sup>২৫</sup> জিনি উঠে জল করিয়া লহর ॥

১ সরবর আসী এ জে পশ্চিমনি সংহিত ২ চরা ৩ বারি ৪ বৃক  
 ৫ বোরিল ৬ কিবা ৭ বিধন্য ৮ উকাসন ৯ চোকর ১০ পরি গেল  
 ১১ জিমুত সামোহে ১২ প্রকাশীল চন্দ্র ১৩ যুদামীনী ১৪ যুড়িত  
 ১৫ নয়ান ১৬ কৈল • 'বা' পৃথিতে অতিরিক্ত দুপংক্তি —

নারিঙ্গ জিনিয়া কৃচ সগর্বে অধরে ॥

সরবর যুইল কৈন্যার রূপ হেরি ।

১৭ লহরি ১৮ রাখিয়া ১৯ মাঞ্জে ২০ নয়ান খঞ্জন ২১ কৃতক  
 সাক্ষরএ ২২ খির ২৩ কৈন্যাকুল ২৪ খির

সরোবরে আসিরা পশ্চিমনী সমুদিত ।<sup>১</sup>  
 খোপা খশাইয়া কেশ কৈল মৃকলিত ॥  
 মগশ্খী শ্যামল ভারে ধরণী ছুইল ।  
 চন্দনের তরু যেন নাগিনী বোড়িল ॥  
 কিবা মেঘারশেভ জগ হইল অশ্ধকার ।  
 বিদ্যুৎমদ আইল কিবা চন্দ্র গ্রাসিবার ॥  
 দিবস সহিতে সুর হইল গোপন ।  
 চন্দ্র তারা লৈয়া নিশি হইল উপসন ॥  
 ভাবিয়া চকোর আখি পড়িলেক ধন্দ ।  
 জীমুত সমুহে কিবা প্রকাশিত চন্দ্র ॥  
 হাস্য সৌদামিনী তুল্য কোকিল বচন ।  
 ভুরুযুগ ইন্দ্রধনু শোভিত গগন ॥  
 নয়ন খঞ্জন দই সদা কৈল করে ।  
 নারিঙ্গ জিনিয়া কৃচ সগর্বে আদরে ॥<sup>২</sup>  
 সরোবর মোহিল কন্যার রূপ হেরি ।  
 পদপন্নসন হেতু করএ লহরী ॥ ( জা. ৪ )  
 উপরে রাখিয়া সব বস্ত্র আভরণ ।  
 সরোবর মাঞ্জে প্রবেশিল রামাগণ ॥  
 বয়ান কমল মাঞ্জে নয়ান খঞ্জন ।  
 কুড়ুলএ কেশ যেন বিসধর গণ ॥  
 এই মত গুণ য়েবা দেখএ কোতুক ।  
 কিবা মৃতবৎ কিবা প্রাণি রাজসুখ ॥  
 কেহ কেহ সঞ্জরএ জলান্তরে পশি ।  
 লাজে তীর ছাড়ি গেল জলে রাজহংসী ॥  
 কন্যাকুল পরশে আনন্দ সরোবর ।  
 তীর জিনি উঠে জল করিয়া লহর ॥

১. ক ২. ক

শঙ্খাখ টীকা : বিদ্যুৎমদ—সাহ ;

জীমুত—মেঘ ;

নারিঙ্গ—কমলালেবু ;

মন্তব্য : জায়সীর চতুর্শতাবকের অনুবাদে আলাওল মল্লানুগ । কেবল পদ্মাবতীর কৃচবর্ণনা প্রসঙ্গে জায়সী  
 মধুকন্দ মধুকরের যে চিত্রটি এনেছেন, আলাওল তা বর্জন করেছেন ।

সেইর জলে স্যান<sup>১</sup> করে চন্দ্র ভাঙ্গা গলে ।  
কমল কন্দমুদ কথ আছে মোর সনে ॥  
চকই চকোয়া হোসেত হইয়া বিহেদ ।<sup>২</sup>  
প্রাননাথে<sup>৩</sup> কহে কথা মনে করি খেল ॥  
এক চান্দ<sup>৪</sup> গগনেত<sup>৫</sup> দেখী<sup>৬</sup> নিসাকালে ।  
দিবসে দোসর চান্দ<sup>৭</sup> প্রকাশীছে<sup>৮</sup> জলে ॥

হেনকালে পদ্মাবতী সশব্দর মদুখী<sup>৯</sup> ।  
মধুর বচনে কহে শব্দ সব<sup>১০</sup> সখী ॥  
স্যামিলি সঙ্গে জেন গোঁরি সঙ্গে গোঁরি ।<sup>১১</sup>  
জটে ২ হার লই<sup>১২</sup> খেল বাদ করি ॥  
জলেত পেলিয়া হার তোলা এক বারে ।  
হার হারে জেই জলে তুলিতে ন<sup>১৩</sup> পারে ॥  
বুঝিয়া খেলাও<sup>১৪</sup> খেলা রাখিয়া<sup>১৫</sup> মহত ।  
নিজ হারে নহে জেন পরহস্তগত ॥  
ছন্দ বন্দ থাকিতে খেলাও সাবধানে<sup>১৬</sup> ।  
খেলি গেলে খেলা নাই ভাবি দেখ<sup>১৭</sup> মনে ॥  
জেন ইচ্ছা তেন মতে প্রেমে খেলা খেল ।  
ভিলে<sup>১৮</sup> ফুল সঙ্গে হএ ফুল হইল তেল ॥

তার মাজে এক সখী খেলি ন<sup>১৯</sup> জানিল ।  
চিন্তেত অচেত হইয়া<sup>২০</sup> হার হারাইল ॥  
চিন্ত পদ্ম সব<sup>২১</sup> মদুখ হইল শব্দবর্ধনি ।  
কাহাকে দসীমু জদি হারিল<sup>২২</sup> আপনি ॥  
কি লাগীয়া এথাত আইল<sup>২৩</sup> খেলিবার ।  
হাতের সঞ্জিত ধন হারাইল<sup>২৪</sup> হার ॥

১ প্রান ২ চোকই চোকআ হসেত হইতে বিশেষ ৩ প্রাননাতে ৪ চন্দ্র  
৫ গগনে ৬ দেখীএ ৭ চন্দ্র ৮ প্রকাশি সে ৯ সোসবর মদুখি  
১০ প্রান ১১ সামিলি২ সঙ্গে গরি সঙ্গে গরি ১২ জোরে২ হার  
লৈআ ১৩ না ১৪ খেলিআ ১৫ রাখিআ ১৬ সাবধানে ১৭ চাহ  
১৮ তেল ১৯ না ২০ হই ২১ চিন্তা পদ্মা সম ২২ হারাইল<sup>২৩</sup>  
২৩ আইল<sup>২৪</sup>ম

মোর জলে স্নান করে চন্দ্র ভাঙ্গা গলে ।  
কমল কন্দমুদ কত আছে মোর সনে ॥  
চকোই চকোয়া হোসেত হইয়া বিহেদ ।  
প্রাননাথ কহে কথা মনে করি খেল ॥  
এক চান্দ গগনেত দেখি নিসাকালে ।  
দিবসে দোসর চান্দ প্রকাশিছে জলে ॥ (জা. ৫)

হেনকালে পদ্মাবতী শশধরমদুখী ।  
মধুর বচনে কহে শব্দ সব সখী ॥  
শ্যামলী শ্যামলী সঙ্গে গোঁরি সঙ্গে গোঁরি ।  
জোড়ে জোড়ে হার লই খেল বাদ করি ॥  
জলেতে পেলিয়া হার তোলা একবারে ।  
হার হারে যেই জনে তুলিতে না পারে ॥  
বুঝিয়া খেলাও খেলা রাখিয়া মহত ।  
নিজ হার নহে জেন পরহস্তগত ॥  
ছন্দবন্দ থাকিতে খেলাও সাবধানে ।  
খেলি গেলে খেলা নাই ভাবি দেখ মনে ॥  
যেই ইচ্ছা তেন মতে প্রেমে খেলা খেল ।  
তেলে ফুল সঙ্গে হয় ফুল হইল তেল ॥ (জা. ৬)

তার মাঝে এক সখি খেলা না জানিল ।  
চিন্তেত অচেত হইয়া হার হারাইল ॥  
চিন্তাপূর্ণ সব মদুখ হৈল শব্দবর্ধনী ।  
কাহাকে দসীমু যদি হারিল আপনি ॥  
কি লাগিয়া এথাত আইল খেলিবার ।  
হাতের সঞ্জিত ধন হারাইল হার ॥

শব্দার্থ টীকা : চকোয়া—চক্রবাকী ও চক্রবাক

পেলিয়া—ফেলিয়া

তেলে ফুল...তেল—ফুলের সঙ্গে তেল মিশ্রিত হলে  
অপরূপ গন্ধতেল তৈরী হতে পারে ।

মন্তব্য : পঞ্চম শতবকের অননুবাদে আলাওল জামসীর ষষ্ঠশতবক থেকে রাজহংসের প্রসঙ্গটি তুলে এনেছেন । সরোবরের  
মুখে যে কথাগুলো বসিয়েছেন জামসীতে ছিল সেগুলি কবির বর্ণনা ।

ষষ্ঠশতবকের অননুবাদে মূলে যে ক্রীড়াপ্রস্তাব এসেছিল সখীদের কাছ থেকে আলাওল তা পদ্মাবতীর মুখে  
বাসিয়েছেন দোহা অংশে জামসীর উপমাখচিত কবিতা অননুবাদে পদ্মাবতীর কবনে মিশে গেছে ।

ঘরে গেলে পদ্বিবেক<sup>১</sup> জনক জননি ।  
 কি বলি উত্তর দিমু মখে নাই বানি ॥<sup>২</sup>  
 নিকর ঝরএ মৃত্তা প্রায় আখীলোর ।  
 সখীগনে কহে<sup>৩</sup> বালা কিবা মতি ভোর ॥  
 কন<sup>৪</sup> হেন রূপে কাণে হার হারাইয়া ।  
 হারাইলে রত্ন পদ্বিন লৈল হেরিয়া<sup>৫</sup> ॥  
 সখীগনে বিচারিয়া ডুব দিয়া চাহে ।<sup>৬</sup>  
 কার হাতে শামুক<sup>৭</sup> মৃকৃত্তা কেহ পায়<sup>৮</sup> ॥

সরোবরে জ্বদি পাইল কন্যা<sup>১</sup> বর ছায়া ।  
 পরস পরসে জেন লোহ স্বন্য<sup>২</sup> কায়্যা ॥  
 হইল নিম্নল সেই পদ পরসনে ।  
 পাইল<sup>৩</sup> অতুল<sup>৪</sup> রূপ ২ দরসনে ॥  
 সেই স্বপ্ন পরসনে<sup>৫</sup> মলয়া সমীর ।  
 সূসোরব সিতল<sup>৬</sup> হইল গতি ধীর ॥  
 তত ক্ষনে<sup>৭</sup> ডুবি হার পাইল এক সখী ।  
 অতুল<sup>৮</sup> হরিস হৈল সশধর<sup>৯</sup> মৃখী ॥  
 চন্দ্রর কিরণে কুমুদিনী প্রকাশিত ।  
 জে জেমত দেখিল হইল তেন রিত ॥  
 সসি মৃখ কন্যার মৃকৃত্তা নিরমলে ।  
 জাহার জেমত রূপ দেখিল সকলে ॥  
 আখী পদ্মা<sup>১০</sup> দেখিল নিম্নল অঙ্গ<sup>১১</sup> নির ।  
 রাজহংস গমন দসন নগ হির ॥

১ পদ্বিবেক ২ কি উত্তর দিমু মখে না ফুরএ বাণি ৩ বোলে  
 ৪ কেনে ৫ লও বিচারিয়া ৬ সখীগণ ডুব দিয়া বিচারিয়া চাহে  
 ৭ কনক ৮ কেবা পাএ ৯ কৈল্য: ১০ সৈন্য ১১ আতুল ১২ হইল  
 ১৩ সে অঙ্গ পরস হেতু ১৪ সসোরব শীতল ১৫ ততক্ষনে  
 ১৬ আতুল ১৭ সসোধর ১৮ পদ ১৯ আখী

ঘরে গেলে পদ্বিবেক জনক জননী ।  
 কি বলি উত্তর দিমু মখে নাই বাণী ॥  
 নিকর ঝরএ মৃত্তাপ্রায় আখি লোর ।  
 সখীগনে কহে বালা কিবা মতি তোর ॥  
 কেন হেন রূপে কাণে হার হারাইয়া ।  
 হারাইলে রত্ন পদ্বিন লও বিচারিয়া ॥  
 সখীগণে বিচারিয়া ডুব দিয়া চাহে ।  
 কার হাতে শামুক মৃকৃত্তা কেহ পাএ ॥ (জা. ৭)

সরোবর যদি পাইল কন্যাবর ছায়া ।  
 পরশ পরশে যেন লোহ স্বর্ণকায়্যা ॥  
 হইল নিম্নল সেই পদপরশনে ।  
 পাইল অতুল রূপ রূপদরশনে ॥  
 সেই অঙ্গ পরশনে মলয়া সমীর ।  
 সূসোরভ শীতল হৈল গতি ধীর ॥  
 ততক্ষণে ডুবি হার পাইল এক সখী ।  
 অতুল হরিস হৈল শশধরমৃখী ॥  
 চন্দ্রের কিরণে কুমুদিনী প্রকাশিত ।  
 যে যেমত দেখিল হইল তেন রীত ॥  
 শশীমৃখী কন্যার মৃকৃত্তা নিরমলে ।  
 যাহার যেমত রূপ দেখিল সকলে ॥  
 আখি পদ্ম দেখিল নিম্নল অঙ্গ নীর ।  
 রাজহংস গমন দশন নগ হির ॥ (জা. ৮)

শব্দার্থ টীকা : বিচারিয়া—খুঁজিয়া  
 নগ—রত্ন  
 হির—হীরা

মন্তব্য : সপ্তম শতকের অনুবাদে মুলানুগত্য সঙ্ঘেও হার-হারানো-সখীর বিলাপের মধ্যে জনকজননীকে কৈফিয়ৎ দেবার প্রসঙ্গটি মূলে অনুপস্থিত । অষ্টম শতকটিতে মূলে সরোবরের জ্ববানীতে যে রোম্যান্টিক সৌন্দর্যকল্পনা আছে, অনুবাদে তা নিছক কাব্যবর্ণনা হয়ে পড়েছে । মূলের দোহা অংশটির সৌন্দর্যকল্পনাও শেষ পংক্তি দুটিতে পরিষ্ফুট হয় নি ।

## শুক খণ্ড

ওথা<sup>১</sup> সরবরে কন্যা করে জলকৈলি ।  
 মন্দিরে থাকিয়া শূক বৃদ্ধি পরাকলি ॥<sup>২</sup>  
 মনে ভাবে জাবত<sup>৩</sup> সরিরে য়াছে পাখা ।  
 প্রাণ লৈয়া জাম জথা বনবৃক্ষ সাখা ॥  
 এই মত<sup>৪</sup> ভাবি শূক চলিল সস্তর ।  
 মোহাবন খণ্ড থাকি গেলে দিগান্তর ॥<sup>৫</sup>  
 প্রান্ত হই বসীলেন্ত গাছের<sup>৬</sup> উপর ।  
 পক্ষি গনে দেখী কৈল্য বহুল আদর ॥  
 নানাফল য়ানিয়া দিলেক খাইবার ।  
 জাবত জীবন আছে না<sup>৭</sup> টুটে আহার ॥  
 পাইয়া ভোগত মনে জনমীল<sup>৮</sup> শূক ।  
 বিশ্বরিল জথেক পাইল<sup>৯</sup> পশ্চে<sup>১০</sup>দুক ॥  
 আয় প্রভু নিরঞ্জন বিধির বিধাতা ॥<sup>১১</sup>  
 জথ জিব জন্তু সকলের ভক্ষ্য করতা ॥<sup>১২</sup>  
 পাসানের মধ্যে<sup>১৩</sup>কিট নাহি বিশ্বরন ।  
 জথা তথা ভক্ষ দানে<sup>১৪</sup>করহ<sup>১৫</sup>পালন ॥  
 তাবতে বিচ্ছেদ<sup>১৬</sup>দুক সরিরে<sup>১৭</sup>সমস্ত ।  
 জাবত আহার নাহি<sup>১৮</sup>হএ উদরস্ত ॥  
 আহার গ্রহনে শূক<sup>১৯</sup>দুক্য বিশ্বরএ ।  
 জেহেন আছিল সপনের<sup>২০</sup>পরিচএ ॥\*

এথা সরোবরে কন্যা করে জলকৈলি ।  
 মন্দিরে থাকিয়া শূক বৃদ্ধি পরাকলি ॥  
 মনে ভাবে যাবত শরীরে আছে পাখা ।  
 প্রাণ লৈয়া জাম যথা বনবৃক্ষ সাখা ॥  
 এই মতে ভাবি শূক চলিল সস্তর ।  
 গৃহান্তরে থাকি শূক গেলা বনান্তর ॥<sup>২</sup>  
 প্রান্ত হই বসিলেন্ত বৃক্ষের উপর ।  
 পক্ষী সব<sup>৩</sup> দেখি কৈল বহুল আদর ॥  
 নানা ফল আনিয়া দিলেক খাইবার ।  
 যাবত জীবন আছে না টুটে আহার ॥  
 পাইয়া ভোগত<sup>৪</sup> মনে জন্মিলেক<sup>৫</sup> শূক ।  
 বিশ্বরিল পশ্চে<sup>৬</sup>ত পাইল যত দুখ ॥<sup>৫</sup>  
 আয় প্রভু নিরঞ্জন বিধির বিধাতা ।  
 যত জীবজন্তু সকলের ভক্ষ্য-দাতা ॥  
 পায়ানের মধ্যে কীট নাহি বিশ্বরণ ।  
 যথা তথা ভক্ষ্যদানে করহ পালন ॥  
 তাবত বিচ্ছেদ দুঃখ শরীরে সমস্ত ।  
 যাবত আহার নাহি হএ উদরস্ত ॥  
 আহার গ্রহণে শূক দুঃখ বিশ্বরয় ।  
 যেন মত আছিল স্বপ্নের পরিচয় ॥ ( জা. ১ )

১ অথা ২ মন্দির থাকিয়া শূক বৃদ্ধি পরাকলি ৩ জাবতে ৪ মনে  
 ৫ মোহাবনে চলিয়া গেলেস্ত দিগান্তর ৬ বৃক্ষের ৭ না ৮ জনমীল  
 ৯ পাইয়া ১০ ছিল ১১ আএ প্রভু নিরঞ্জন বিধির বিদগতা ১২ ভৈক্ষ  
 দাতা ১৩ মাজে ১৪ ভৈক্ষ্যদানে ১৫ করএ ১৬ শরির ১৭ বিশ্বেদ  
 ১৮ নাই ১৯ শূক ২০ সপানের

\* এরপর 'বা' পদ্বিতে অতিরিক্ত দুই পংক্তি—  
 পশ্চাবতী এথা নিজ মন্দিরে আইল ।  
 • নিজ সখী অনুচরী সীবিবরেতে গেল ॥

১. আ  
 ২. ক  
 ৩. আ  
 ৪. ক  
 ৫. আ

শব্দার্থ টীকা : পরাকলি—বিহ্বল  
 ভূগত—ভোগ্য দ্রব্য বা খাদ্য বস্তু  
 আয় প্রভু—আহা প্রভু

মন্তব্য : শূকখণ্ডের অনুবাদে প্রথম স্তবকটি যতদূর সম্ভব মূলানুগ; কেবল মূলে যেখানে গৃহমধ্যে বিড়াল দেখে শূক  
 প্রাণভয়ে বনে উড়ে গেছে, অনুবাদে মার্জারপ্রসঙ্গ ব্যতীতই বিহ্বল শূকপাখী পশ্চাবতীর আবাস ত্যাগ  
 করে বনে প্রস্থান করেছে ।



পদ্মাবতী স্থানে আসী<sup>১</sup> কহিল ভান্ডারী ।  
 উরি গেল ষড়কবর মারা পরিহারি ॥  
 ষড়নি পদ্মাবতী মদুখ হইল মলিন ।  
 রাহুএ গ্রাসীল জেন চন্দ্র প্রভাহিন ॥  
 নয়নের জলে তার<sup>২</sup> পদ<sup>৩</sup> সরবর ।  
 কমল ডুবিয়া<sup>৪</sup> উরি গেল মধুকর ॥  
 কাশ্মিয়া উটীল কন্যা ন সর্বারি চল<sup>৫</sup> ।  
 আগে পাছে শ্রবে পদ<sup>৬</sup> মৃকতুতা বহুল ॥  
 প্রবোধ<sup>৭</sup> বচনে দেশ<sup>৮</sup> দেশ<sup>৯</sup> সব সখী ।  
 রোদনে কি ফল জাঁদি উরি গেল পাখী ॥  
 জ্বথ দিন আছিল পাজর মধ্যে<sup>১০</sup> ষড়ক ।  
 নানারসে নানা তাগে করিল কতক<sup>১১</sup> ॥  
 পাজর থাকিয়া পাক্ষ হইল মৃকত ।  
 নানা জন্মে করিলেহ নহে<sup>১২</sup> করগত<sup>১৩</sup> ॥\*  
 পশীল<sup>১৪</sup> তাহার স্থানে<sup>১৫</sup> পাজর জাহার ।  
 জে জন জাহার সেই<sup>১৬</sup> হইল তাহার ॥  
 দশ বাট আছে সেই<sup>১৭</sup> পাজর মাজার ।  
 কেমতে মজার<sup>১৮</sup> হোস্তে পাক্ষর উম্ধার ॥  
 সখীর বচনে কন্যা<sup>১৯</sup> মন স্থির<sup>২০</sup> করি ।  
 মন্দিরেত গেল<sup>২১</sup> নিজ গৃহ<sup>২২</sup> অন্দুশরি ॥

১ হেন কালে কৈন্যা স্থানে ২ টট ও পদ<sup>৩</sup> ৪ চুরিআ ও কাশ্মিয়া  
 উটীল না সর্বারি তাতে চল ৬ তাহে ৭ প্রবোধ ৮ পখ<sup>৯</sup> ৯ মাজে  
 ১০ কতক ১১ না হএ ১২ হস্তগত ১৩ সমরপাল ১৪ তার হস্তে  
 ১৫ জেই ১৬ মাজর ১৭ কৈন্যা ১৮ মনস্তির ১৯ মন্দিরে গমন ২০ গ্রিহ  
 \* এর পর বা পদ<sup>৩</sup>তে অতিরিক্ত দুই পংক্তি  
 সে পাক্ষ পশিঙৎ অতি না হএ মগদ ।  
 প্রাগ ভএ ছারি গেল ষড়ক সম্পদ ॥

পদ্মাবতী স্থানে আসি কহিল ভান্ডারী ।  
 উড়ি গেল ষড়ক পক্ষী<sup>১</sup> মারা পরিহারি ॥  
 ষড়নি পদ্মাবতী মদুখ হইল মলিন ।  
 রাহুএ গ্রাসিল যেন চন্দ্র প্রভাহীন ॥  
 নয়নের জলে তটপূর্ণ<sup>২</sup> সরোবর ।  
 কমল ডুবিয়া উড়ি গেল মধুকর ॥  
 কাশ্মিয়া উঠিল কন্যা না সর্বারি চল ।  
 আগে পাছে শ্রবে পূর্ণ<sup>৩</sup> মৃকতুতা বহুল ॥ ( জা. ২ )  
 প্রবোধ বচনে প্রবোধস্ত সব সখী<sup>৪</sup> ।  
 রোদনে কি ফল যদি উড়ি গেল পাখী<sup>৫</sup> ॥  
 যতদিন আছিল পিজর মাঝে ষড়ক ।  
 নানা রসে নানা ভোগে করিল কৌতুক ॥  
 পিজরা হৈতে পাক্ষ হইল মৃকত ॥  
 নানা যত্ন করিলে না হএ করগত ॥  
 সপিল<sup>৬</sup> তাহার স্থানে পিজর যাহার ॥  
 যে জন যাহার ছিল<sup>৭</sup> হইল তাহার ॥  
 দশ বাট আছে সেই পিজর মাজার ।  
 কেমতে মাজার হোস্তে পাখির উম্ধার ॥  
 সখির বচনে কন্যা মন স্থির করি ।  
 সস্তর গমনে গেল গৃহ অন্দুসরি<sup>৮</sup> ॥ ( জা. ৩ )

১. আ ২. ক ৩. আ ৪. ক ৫. আ

শব্দার্থ টীকা : ভান্ডারী—গৃহরক্ষক

দশ বাট—দেহপিজরের দশটি শ্বার, যথা দুটি  
 কপালধ্বজ, দুটি নাসাছিদ্র, দুটি চক্ষু, গলনালী, শ্বাসনালী  
 গৃহশ্বার ও মূত্রশ্বার  
 মাজার—বিড়াল, রূপকার্থে মহাকাল ।

মন্তব্য : তৃতীয় স্তবকের দোহা অংশের অন্তর্ভুক্ত আলাওল করেন নি । ভান্ডারীর উক্তি প্রসঙ্গটিও অন্তর্ভুক্ত করেন নি ।  
 তৃতীয় স্তবকের দোহা অংশটি আলাওল বর্জন করেছেন । তার পরিবর্তে আছ পদ্মাবতীর গৃহ-  
 গমনের সাধারণ সংবাদ । জায়সীর তৎকথা অন্তর্ভুক্ত করেন নি ।

দিন দশ য়ুখে<sup>১</sup> তথা কাটিলেক কাল ।  
 ব্যাধ<sup>২</sup> আইল সগে আটা নল টাটি জাল ।<sup>৩</sup>  
 পদে ২ ভূমি চাপি আইসে<sup>৪</sup> নিকট ।  
 পক্ষিগনে ভাবে মনে<sup>৫</sup> কি হইল সখট ॥  
 এখ কাল এই বনে বসি তরু ডালে<sup>৬</sup> ।  
 স্থাবর চলিতে নাই<sup>৭</sup> দেখী কোন কালে ॥  
 আজি বৃক্ষ চলি আইসে নহে পদনি ভাল ।  
 এই বন ছারিতে<sup>৮</sup> য়ুগ্মাএ তত কাল ॥  
 পক্ষিগনে ভাবিয়া উরিল সিগ্নগতি ।<sup>৯</sup>  
 রহিলা পশ্চিত য়ুক হৈয়া ভোরমতি ॥  
 বৃক্ষসাখা সিন্দুছায়া য়ুক বসিয়াছে<sup>১০</sup> ।  
 ন জানিল স্মে ব্যাধ আইল তার কাছে ॥  
 আটা লগ্নে<sup>১১</sup> হৃদয় হানিল পণ্ডবান ।  
 পাখা বশ্ব<sup>১২</sup> হইল য়ুক হারাইল স্তান ॥

নিবশ্ব<sup>১৩</sup> বন্দনে য়ুকবর বশ্বি হইল ।  
 হইল বন্দনে<sup>১৪</sup> ব্যাধে পাখা য়ুন্য কৈল ॥  
 পাখা য়ুন্য করিয়া<sup>১৫</sup> পেটারি মাজে থইল ।  
 আর বশ্বিয়ান পক্ষি তাহাতে<sup>১৬</sup> দেখিল ॥  
 আর জথ পক্ষি য়াছে পেটারি ভিতর ।  
 অনূষচ কান্দন্ত দেখিয়া য়ুকবর ॥  
 বিসতুল্য আহার মরনক্ষন হইল ।  
 সেই সে কারণে ব্যাধ<sup>১৭</sup> পাখ য়ুন্য<sup>১৮</sup> কৈল্য ॥  
 জদি না হইত পাপ আহারের ষাষ<sup>১৯</sup> ।  
 কেবল আসীত ব্যাধ আশ্রয় সমপাষ<sup>২০</sup> ॥  
 এই বিস আহারে টকএ<sup>২১</sup> সব বৃশ্বি ।  
 জিবন রাখিল আর করে মৃত্যু<sup>২২</sup> য়ুশ্বি ॥  
 আমি সব মূর্থ<sup>২৩</sup> ন জানিল<sup>২৪</sup> কার্য সিন্দি ।  
 কেমতে পশ্চিত য়ুক তদুমি হইলা বশ্বি ॥

১ য়ুকে ২ ব্যাধ ৩ এর পর 'বা' পদ্বিতে অতিরিক্ত দুঃপাতি  
 আটা হাতে টাটি মাখে ব্যাধ দরজর্ন ।  
 য়ুকের য়ুকবর নাম য়ুনিয়া তখন ॥

৪ আইসএ ৫ মনে ভাবে ৬ ডালে ৭ নাই ৮ ছারি জাইতে  
 ৯ এ য়ুলিয়া পক্ষিগণ গেল সীগ্ন গতি ১০ য়ুকে ছায়া য়ুন্য সাখা  
 য়ুখে বসী আছে ১১ লগ্নে ১২ বন্দ ১৩ নিবন্দ ১৪ পাইয়া দরজর্ন  
 ১৫ পাখা উখারিয়া ১৬ তথ্যতে ১৭ ব্যাধে ১৮ পাখা সৈন্য ১৯ আস  
 ২০ কত না আসীত ব্যাধ আমার সম্পাস ২১ টেকএ ২২ স্ত্রীত,  
 ২৩ না জানিএ

দিন দশ সূখে তথা কাটিলেক কাল ।  
 ব্যাধ আইল সগে আটা নল টাটি জাল ॥  
 পদে পদে ভূমি চাপি আইসে নিকট ।  
 পক্ষি সবে দেখি বলে কি হৈল সখট ॥  
 এতকাল এই বনে বসতি তরু ডালে ।  
 স্থাবর চলিতে নাই দেখি কোন কালে ॥  
 আজি বৃক্ষ চলি আইসে নহে পদনি ভাল ।  
 এই বন ছাড়িতে জয়্যায় ততকাল ॥  
 পক্ষিগণে ভাবিয়া উড়িল শীঘ্রগতি ।  
 রহিল পশ্চিত শূক হইয়া ভোরমতি ॥  
 বৃক্ষ শাখা পণ্ডহায়ে<sup>১</sup> শূক বসিয়াছে ।  
 না জানিল স্মে ব্যাধ আইল তার কাছে ॥  
 আটা লগ্নে হৃদয়ে হানিল পণ্ডবান ।  
 পাখা বশ্ব হৈল শূক হারাইল স্তান ॥ ( জা. ৪ )

নিবশ্ব বশ্বনে শূকবর বশ্বী হৈল ।  
 হইল বশ্বনে ব্যাধ পাখাশূন্য কৈল ॥  
 পাখ শূন্য করিয়া পেটারী মাখে থইল ।  
 আর বশ্বিয়ান পক্ষী তাহাতে দেখিল ॥  
 আর যত পক্ষী আছে পেটারী ভিতর ।  
 অনূশোচে কান্দন্ত দেখিয়া শূকবর ॥  
 বিসতুল্য আহার মরণ সশ্বি<sup>৪</sup> হৈল ।  
 সেই সে কারণে ব্যাধ পাখাশূন্য কৈল ॥  
 যদি না হইত পাপ আহারের আশ ।  
 সেই সে কারণে ব্যাধ আমার সম্পাস ॥  
 এই বিষ আহারে ঠকএ সব বৃশ্বি ।  
 জীবন রাখিলে আর করে মৃত্যু শূশ্বি ॥  
 আমি সব মূর্থ না জানিল কার্য সশ্বি ।  
 কেমতে পশ্চিত শূক তদুমি হৈলা বশ্বী ॥ ( জা. ৫ )

১. ক ২. শ ৩. ক ৪. ক

শূকার্থ টীকা : টাটি জাল—পাখি ধরার জাল

জয়্যায়—উঁচত

আটা লগ্নে—পাখি ধরার আঠার সাহায্যে

সম্পাস—কাছে

মৃত্যুসশ্বি—মরণের কাছাকাছি ।

শূদ্রকে বোলে শূদ্রনে বাশ্বব পক্ষিগণ ।  
 ললাটের<sup>১</sup> লিখন দৃশ্য ন জাম খণ্ডন ॥  
 জদ্যাপি<sup>২</sup> পশ্চিম গুনি হএ সাম্য বিত<sup>৩</sup> ।  
 বদ্বিজিতে ন পারে কেহ বিধির চরিত ॥  
 অপশ্চিত কথ হেন<sup>৪</sup> কলা কথ গর্ষ ।  
 সেই গর্ষে গর্ষ চূর্ণ<sup>৫</sup> করিলেক<sup>৬</sup> সর্ষ ॥  
 একে ত পশ্চিত আমি আর আছে পাক ।  
 আমারে<sup>৭</sup> ধরিতে পারে কেমন বরাক ॥  
 এই আমি ভাবি মনে নিশ্চীত রহিল<sup>৮</sup> ।  
 হৃদয়ে লাগিল খোচ<sup>৯</sup> তবে সে জানিল<sup>১০</sup> ॥  
 পশ্চিত হইয়া কেহ গর্ষ না করিও<sup>১১</sup> ।  
 আপনাক সব হোতে হিন আকালিও<sup>১২</sup> ॥  
 পশ্চিত হইয়া গর্ষ করে জেই জন ।  
 তার ফল দেখ এই শূদ্রের বন্দন ॥  
 প্রথমে নিশ্চিত হইলে কায অকুশল ।  
 গুণা বন্দ<sup>১৩</sup> হইলে রোদনের<sup>১৪</sup> কিবা ফল ॥  
 মদ্বিহ্না আখীর<sup>১৫</sup> জল কহে শূদ্রবর ।  
 বিপশ্চিত<sup>১৬</sup> মোহাজন না হএ কাতর ॥  
 জ্বনে জে করে প্রভু সেই মাত্র হএ ।  
 কর্ম অনুরূপ ভোগ সকলে ভোজয়<sup>১৭</sup> ॥  
 দুরান্তরে থাকে ব্যাধ<sup>১৮</sup> ফান্দ আরুপীয়া<sup>১৯</sup> ॥  
 চক্ষুরত্ন য়াছে পক্ষি ধরে ব্যাধ গনে<sup>২০</sup> ।  
 অচল চলএ কেহ ন ভাবএ মনে ॥  
 বনান্তরে থাকি অতি<sup>২১</sup> দুরে<sup>২২</sup> করে রব ।  
 সেই শব্দ আকালিয়া জাএ<sup>২৩</sup> ব্যাধ সব ॥  
 পশ্চিততে না করে কভু শব্দ প্রাতি রোস ।  
 মনেত ভাবিয়া চাহ আপনার দোস ॥  
 নিশ্চিত আহার বাক্য<sup>২৪</sup> পরএ জঞ্জাল ।  
 স্ককল তেজিয়া জান মৌনরূপ ভাল ॥

১ ললাট ২ জৈম্বাপী ৩ ভিত ৪ আপনে পশ্চিত হেন ৫ শূদ্র  
 ৬ হইলেক ৭ আমাকে ৮ এই মনে ভাবি আমি নিশ্চিত রহিলুম  
 ৯ খোচা ১০ জানিলুম ১১ করিঅ ১২ আকালিয় ১৩ গীর্ষবিল্প  
 ১৪ রোধনে ১৫ চৌকর ১৬ বিপদেতে ১৭ ভোগএ ১৮ থাকি ব্যাধ  
 ১৯ আরুপিল ২০ চৌকরর আছে পক্ষি কী লাগী বাজল  
 এর পর অভিরত পংক্তি—আটার সংযোগে পক্ষি ধরে ব্যাধ গণ  
 ২১ পক্ষি ২২ বনে ২৩ আইসে ২৪ জৈক্ষে

শূদ্রকে বোলে শূদ্র নে বাশ্বব পক্ষিগণ ।  
 ললাট লিখন দৃশ্য না যায় খণ্ডন ॥  
 যদ্যাপি পশ্চিত গুণী হয় শাস্ত্রাবদ্ ।  
 বদ্বিজিতে না পারে কেহ বিধির চরিত ॥  
 আপনে পশ্চিত হেন কৈল কত গর্ব ।  
 সেই গর্বে গর্ব চূর্ণ করিলেক সর্ব ॥  
 একে ত পশ্চিত আমি আর আছে পাথা ।  
 আমারে ধরিতে পারে কেমন বরাকা ॥  
 এই মনে ভাবি আমি নিশ্চিত্তে রহিল ।  
 হৃদয়ে লাগিল খোচা তবে সে জানিল ॥  
 পশ্চিত হইয়া কেহ গর্ব না করিও ।  
 আপনাকে সব হৈতে হীন আকালিও ॥  
 পশ্চিত হইয়া গর্ব করে যেই জন ।  
 তার ফল দেখ এই শূদ্রের বন্দন ॥  
 প্রথমে নিশ্চিত্ত হৈলে কার্য অকুশল ।  
 গ্রীবাবন্দ হৈলে রোদনে কিবা ফল ॥ (জা.৬)  
 মদ্বিহ্না আখির জল কহে শূদ্রবর ।  
 বিপশ্চিত্তে মহাজন না হয় কাতর ॥  
 যখনে যে করে প্রভু সেই মাত্র হয় ।  
 কর্ম অনুরূপ ভোগ সকলে ভুজয় ॥  
 দুরান্তরে থাকি ব্যাধ ফান্দ আরোপিয়া ।  
 চক্ষুরত্ন আছে পক্ষি বাজে কি লাগিয়া ॥  
 আঠার সংযোগে পক্ষি ধরে ব্যাধগনে ।  
 অচল চলয়ে কেহ না ভাবয় মনে ॥  
 বনান্তরে থাকি পক্ষি দুরে করে রব ।  
 সেই শব্দ আকালিয়া আইসে ব্যাধ সব ॥  
 পশ্চিততে না করে কভু শব্দ প্রাতি রোষ ।  
 মনেতে ভাবিয়া চাহ আপনার দোষ ॥  
 নিশ্চিত্তে আহার ভিক্ষি করয় জঞ্জাল ।  
 সকল তেজিয়া জান মৌনরূপ ভাল ॥ (জা.৭)

শব্দার্থ টীকা : বরাকা—ব্যাধ  
 আকালিও—মনে কোর  
 গ্রীবা বন্দ—গলায় ফাঁস  
 বিপশ্চিত্ত—বিপদ কালে  
 ভুজএ—ভোগ করে

গীত—রাগ কেদার

শ্রবন নয়ন	মন বদ্বীষি পাচে <sup>১</sup> গদন	শ্রবণ নয়ান	মন বদ্বীষি জ্ঞান
	এক ন অভিত <sup>২</sup> কাজে ।		এক না আসয় কাজে ।
জে কিষদ <sup>৩</sup> করম পাট	বিহি নিয়াছে <sup>৪</sup>	যে কিছদ করম পাট	বিফল যে হেন নাট
	পদনি <sup>৫</sup> অস্ত বিরাগে ॥		সেই পদনি অস্তরে বিরাগে ॥
মৃত্তয়া বিহি <sup>৬</sup>	রিত বৃজে ন জাহে <sup>৭</sup>	মৃত্তয়া বা অমিয় বিহি	রিত বৃজি নাহি জাহি
	মনে ২ আনল <sup>৮</sup> ।		মনুষা আনে আনে ।
পহু কারক কোরে	মোর মতি সপাই ॥ ধুয়া	উপকার কর ভাই	পরম বিষম ঠাই
দক্ষ যদক ভোগ	চরনে ন <sup>৯</sup> সব জোগ		গদরু মৃত্থে শদনি জনে জনে ॥
	বিপদ সম্পদ অস্তে <sup>১০</sup> ।	দক্ষ সদ্ব ভোগ	চঞ্জল সংযোগ
চান্দনি সংগশত	তত মনি বসত		সম্পদ অস্তে বিপদে ।
	পবন গ্রাসে বিধস্তে <sup>১১</sup> ॥	চান্দনি ষোড়শ	তাতে অমা নিবস
তাত মাশ্র যদুত	দারা বহু যত <sup>১২</sup>	পূর্ণ গ্রাসে বিধস্তদে ॥	
	সংকট কোন বারা <sup>১৩</sup> ।	তাত মাতা সদুত	দারা বন্ধু যত
একাল রঞ্জন <sup>১৪</sup>	জগ জন <sup>১৫</sup> সেবন		সংকট কালে না উম্বারা ।
	আপদ তারন হেরা <sup>১৬</sup> ॥	এক নিরঞ্জন	জগজন সেবন
হিন আলাওলে কহ <sup>১৭</sup>	ধৈরজ ধরএ বহু <sup>১৮</sup>		আপদ তারণ হারা ॥
	সহহু জোগ করএ বিধাস্তা <sup>১৯</sup> ।	হীন আলাওল কহ	ধৈরজ ধরহ বহু
রসীক যদনায়ক	গদন ওল দাএ ওক		সংযোগ করএ বিধাতা ।
	শ্রীযদুত মাগন দাতা ॥ <sup>২০</sup>	রসীক নায়ক	গদনির তোষক
			শ্রীযদুত মাগন দাতা ॥

১ পাচ ২ অভিত ৩ কিছদ ৪ বিহিনি হনি আট ৫ সেই পদনি  
 ৬ মৃত্তয়া আবিহি ৭ রিত বৃজাহি ৮ ভই না জাহে মন যানল  
 ৯ চলাচল ১০ অস্তর ১১ পরান গ্রাস বিধান্ত ১২ দাড়া বন্ধু যুত  
 ১৩ কেনে উপবারা ১৪ এক নিরঞ্জন ১৫ জগতে ১৬ হারা ১৭ কহে  
 ১৮ ধৈরজ ধরহে ১৯ সহজে যরে বিদস্তা  
 ২০ রসীক নাউক গোন তুয়া দহুক ছিরিজোত মাগন দাতা

শব্দার্থ টীকা : চান্দনি ষোড়শ—ষোলকলা চাঁদ  
 বিধস্তদ—রাহু ; অর্থাৎ ষোলকলাপূর্ণ চাঁদ যেমন  
 রাহুগ্রস্ত হয় তেমনি মানুষের সম্পদ-সমৃদ্ধিও  
 শেষপর্যন্ত কালগ্রস্ত হয় ।  
 নিরঞ্জন—নিরাকার ঈশ্বর ।

মন্তব্য : পদটি মূলবিহিত<sup>২</sup> ; আলাওলের নিজস্ব রচনা । পদের পদার্থপাঠ দুর্বোধ্য । সম্পাদিত পাঠটি আবদুল  
 করিম ও শহীদুল্লাহ সংস্করণ মিলিয়ে সংকলিত ।

## রত্নসেন জন্মখণ্ড

এবে চিতাউর কথা কর অবগতি ।  
 চিত্রসেন নামে তথা মোহা নরপতি ॥  
 তার ঘরে রত্নসেন অমূল্য মানিক ।  
 অস্ত্রে সাস্ত্রে রূপে গুনে শাহসে<sup>১</sup> অধিক ॥  
 মোহাভাগ্যবন্ত বির চক্রুর<sup>২</sup> প্রবিন<sup>৩</sup> ।  
 রাজপুত্রকুল মধ্যে<sup>৪</sup> বরই কর্ণালিন ॥  
 যুদ্ধমার রত্নসেন জন্মিলা জখন<sup>৫</sup> ।  
 রাসীবর্ষ<sup>৬</sup> বিচারি<sup>৭</sup> কর্ণাল<sup>৮</sup> বিপ্রগন ॥  
 রত্নতুল্য প্রাপ্ত হইব অমূল্য মাণিক ।  
 চন্দ্র যুদ্ধ<sup>৯</sup> মিলনে আনন্দ হইব ধিক ॥  
 মলতি ভ্রমর<sup>১০</sup> প্রাণ হইয়া বিউগী ।  
 রাজ্যপাট তেজিয়া হইয়া জাইব যুগী ॥  
 সিংহল শ্বিপেতে<sup>১১</sup> জাই<sup>১২</sup> সিংখ<sup>১৩</sup> করি কাজ ।  
 পুনি চিতাউরে আসী ভূঞ্জিবেক<sup>১৪</sup> রাজ ।  
 দিল্লীশ্বর শগে<sup>১৫</sup> যুদ্ধ হইব বহুতর ।  
 এখ করি বিপ্রবর চলি গেলা ঘর ॥

এবে চিতাওর কথা কর অবগতি ।  
 চিত্রসেন নামে তথা মহানরপতি ॥  
 তার ঘরে রত্নসেন অমূল্য মাণিক ।  
 অস্ত্রে শাস্ত্রে রূপে গুণে সাহসে অধিক ॥  
 মহাভাগ্যবন্ত বীর চতুর প্রবীণ ।  
 রাজপুত্র কুলমধ্যে বড়ই কর্ণালিন ॥  
 যুদ্ধমার রত্নসেন জন্মিল যখন ।  
 রাশিবর্ষ<sup>৬</sup> বিচারি কর্ণাল বিপ্রগন ॥  
 রত্নতুল্য প্রাপ্ত হৈব অমূল্য মাণিক ।  
 চন্দ্রযুদ্ধ<sup>৯</sup> মিলনে আনন্দ হৈবধিক ॥  
 মালতী ভ্রমরা প্রাণ হইয়া বিয়োগী ।  
 রাজ্যপাট ত্যেজিয়া হইয়া যাইব যোগী ॥  
 সিংহল শ্বিপেতে যাই<sup>১১</sup> সিংখ করি কাজ ।  
 পুনি চিতাউরে আসি ভূঞ্জিবেক রাজ ॥  
 দিল্লীশ্বর সঙ্গে যুদ্ধ হইব বহুতর ।  
 এত করি বিপ্রগণ<sup>১৪</sup> চলি গেল ঘর ॥ ( জা. ১ )

১ সাহসে ২ চতুর ৩ প্রবিন ৪ রাজে ৫ জখন ৬ রাসীবর্ষ  
 ৭ বিচারি ৮ কহে ৯ তুল্য ১০ মলতি ১১ ভোমর ১২ দিপেতে  
 ১৩ গীয়া ১৪ সিংখ ১৫ করিবেক ১৬ দিল্লীশ্বর সঙ্গে

শব্দার্থ টীকা : আনন্দ হৈবধিক—অধিক আনন্দ হবে ।

মন্তব্য : মূলে আছে চিত্রসেন কর্তৃক ছবির মতো করে চিতোর দুর্গ সজ্জিত করার কথা, আলাওল তা অনুবাদে বর্জন করেছেন । জায়সী রত্নসেনের সৌভাগ্যবতী জননী প্রসঙ্গে এনেছেন, আলাওল সে কথাও বর্জন করেছেন । অপরদিকে আলাওল অস্থানে নবজাতকের শৌর্ষ বীর্য সাহস এবং কুলগোরবের প্রশংসা যোগ করেছেন । মূলের দোহা অংশে রত্নসেনকে ভোজরাজ ও বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে তুলনা আছে ।  
 \*  
 অনুবাদে তুলনাটি অনুপস্থিত । আবার দিল্লীশ্বরের সঙ্গে যুদ্ধপ্রসঙ্গের উল্লেখ অনুবাদে আছে, কিন্তু মূলে তা নেই ।

## বণিজ্যার খণ্ড

চিতাউর দেশ হোতে<sup>১</sup> এক বণিজ্যার ।  
 চলিলা সিংগল শ্বীপে<sup>২</sup> করিতে বেপার ॥  
 তথাতে আছিল এক ব্রাহ্মণ ভিকারি ।  
 সে পদ্মি চলিল সগে করিতে বেপারি ॥  
 ডিন কারি সগেত<sup>৩</sup> লইল কিছু ধন ।  
 বণিজ্যের আশা<sup>৪</sup> করি চলিল ব্রাহ্মণ ॥  
 দুর্গম কটীন পশ্চেত বহু দক্ষ পাইয়া<sup>৫</sup> ।  
 সেই দিগে<sup>৬</sup> গেলেস্ত সাগর পার হইয়া<sup>৭</sup> ॥  
 ধন রত্ন বিকিকিনি সতত তথাএ<sup>৮</sup> ।  
 নিধনি হইলে তথা বণিজ্য ন পায় ॥  
 লক্ষ<sup>৯</sup> কটী মূল মাত্র<sup>১০</sup> বিকিকিনি<sup>১১</sup> হএ ।  
 সহশ্রেক নাম কেহ ঘূনাএ বা লএ<sup>১২</sup> ॥  
 বিকি কিনি<sup>১৩</sup> করি সবে গৃহে কল্যা<sup>১৪</sup> মন ।  
 বেসাইতে ন পাইল<sup>১৫</sup> নিধনি ব্রাহ্মণ ॥  
 অনুশোচ কর কেনে আইল<sup>১৬</sup> এই হাটে<sup>১৭</sup> ।  
 লক্ষ হেন<sup>১৮</sup> মূল হানি হইল এই বাটে<sup>১৯</sup> ॥  
 না কৈল্যা<sup>২০</sup> বণিজ্য না পুঁরাইল<sup>২১</sup> মন আস ।  
 কি লইয়া ঘরে জাইম<sup>২২</sup> পুঁজি<sup>২৩</sup> হইল নাস ॥  
 ঋণিয়া ধরিলে তারে<sup>২৪</sup> কি দিম<sup>২৫</sup> উত্তর ।  
 ভাবিতে চিন্তিতে বিপ্র<sup>২৬</sup> হইল ফাপর ॥  
 সগী সব চলিল<sup>২৭</sup> রহিল একে<sup>২৮</sup> বর<sup>২৯</sup> ।  
 সখ্য<sup>৩০</sup> বিচলিত হইব এই মাত্র ডর ॥  
 আএ প্রভ<sup>৩১</sup> নিরঞ্জন<sup>৩২</sup> নৈরাসের আসা ।  
 দিনবন্দ<sup>৩৩</sup> কৃপাময় তুঁক্ষি<sup>৩৪</sup> সে ভরসা ॥  
 অনাথের<sup>৩৫</sup> নাথ প্রভ<sup>৩৬</sup> পরম কারন<sup>৩৭</sup> ॥  
 মনবাছা সিঁধি<sup>৩৮</sup> কর লইল<sup>৩৯</sup> শরন ॥

১ হস্তে ২ দিপে ৩ দিন করি সঙ্গিত ৪ আসা ৫ বর দক্ষ পাই  
 ৬ সে দিপেতে ৭ হই ৮ ধনবস্তে বিকিকিনি সতত তথাএ ৯ লৈক্ষ  
 ১০ তথা ১১ বিকিকিনি ১২ গুলিমাএ না লএ ১৩ বিকিকিনি ১৪ গ্রিহে  
 কৈল্য ১৫ বেসাইতে না পারিল ১৬ অনুশোচ করে সবে আইলুম  
 এই হাটে ১৭ লাভাহন ১৮ বাটে ১৯ করি ২০ পুঁরিল ২১ মূলে  
 ২২ পদ্মি ২৩ মন ২৪ চলি গেল ২৫ রৈলুম একে<sup>২৮</sup> বর<sup>২৯</sup> সৈত্য  
 ২৭ নিরঞ্জন ২৮ তুঁক্ষি ২৯ অনাথের ৩০ পালন ৩১ মনবাছে সীঁধি  
 ৩২ লইলুম

চিতাওর দেশ হোতে<sup>১</sup> এক বণিজ্যার ।  
 চলিল সিংহল শ্বীপে করিতে বেপার ॥  
 তথাতে আছিল এক ব্রাহ্মণ ভিকারি ।  
 সে পদ্মি চলিল সগে করিতে বেপারি ॥  
 ঋণ করি সগেত<sup>৩</sup> লইল কিছু ধন ।  
 বণিজ্যের আশা করি চলিল ব্রাহ্মণ ॥  
 দুর্গম কঠিন পশ্চে বহু দক্ষ পাইয়া ।  
 সেই শ্বীপে গেলেস্ত সাগর পার হইয়া ॥  
 ধনরত্ন বিকিকিনি সতত সেথায় ।  
 নিধনী হৈলে তথা বণিজ্য না পায় ॥  
 লক্ষকোটি মূল্য তথা বিকিকিনি হয় ।  
 সহশ্রেক নাম কেহ ঘূণায় না লয় ॥  
 বিকিকিনি করি সবে গৃহে কৈল মন ।  
 বেসাইত না পাইল নিধনী ব্রাহ্মণ ॥ ( জা. ১ )  
 অনুশোচ করে কেনে আইল<sup>১৬</sup> এই হাটে ।  
 লভ্যহীন<sup>১৮</sup> মূল হানি হৈল এই বাটে ॥  
 না কৈল বণিজ্য না পুঁরিল মন আশ ।  
 কি লইয়া ঘরে যাইম<sup>২২</sup> পুঁজি হইল নাশ ॥  
 ঋণিয়া ধরিলে পদ্মি কি দিব উত্তর ।  
 ভাবিতে চিন্তিতে বিপ্র হইল ফাপর ॥  
 সগী সব চলিল রহিল একে<sup>২৮</sup> বর ।  
 সত্য বিচলিত হৈব এই মাত্র ডর ॥  
 আয় প্রভ<sup>৩১</sup> নিরঞ্জন নৈরাসের আশা ।  
 দীনবন্দ<sup>৩৩</sup> কৃপাময় তুঁক্ষি সে ভরসা ॥  
 অনাথের নাথ প্রভ<sup>৩৬</sup> পরম কারণ ।  
 মনোবাছা সিঁধি কর লইলুম শরণ ॥ ( জা. ২ )

১. ক

শব্দার্থ টীকা : ঋণিয়া—উত্তমণ

মন্তব্য : জায়সীর কাব্যে ব্রাহ্মণের বিলাপের মধ্যে যে  
 কর্মফলতত্ত্বের কথা আছে জালাওলের  
 অনুবাদে তা বর্জিত ।

হেনকালে ব্যাধ<sup>১</sup> আইল লইয়া<sup>২</sup> তথা শব্দক ।  
 শব্দের চরুজ দেখী<sup>৩</sup> নিশ্চিত বন্দুক ॥  
 উজ্জ্বল মানিক্য<sup>৪</sup> আখী রাতুল চরন ।  
 গুভাত অসীত<sup>৫</sup> রেখা সূচারু লক্ষণ<sup>৬</sup> ॥  
 ব্রাহ্মণে পদাছিল আসি<sup>৭</sup> শব্দের নিকট ।  
 কিবা গুণী কিবা মুরুক্ষ<sup>৮</sup> বোলহ প্রকট ॥  
 আমি নরকুলে তুমী<sup>৯</sup> পশ্চিত ব্রাহ্মণ ।  
 সম সৌজ্যে<sup>১০</sup> কৃতি গুণ অমুগ্য<sup>১১</sup> গোপন ॥

বটু বাক্য<sup>১২</sup> শব্দনি শব্দে কহিল সাদরে ।  
 দক্ষবসে জ্ঞান ধরুস<sup>১৩</sup> বচন না শারে<sup>১৪</sup> ॥  
 জথেক আছিল গুণ সব পারিল ।  
 জখনে পিঞ্জর করি বোচিতে আনিল ॥  
 পশ্চিত হইয়া কেহ নাহি চড়ে হাট<sup>১৫</sup> ।  
 বিকাইতে লাগিল<sup>১৬</sup> ভুলিল সব পাট<sup>১৭</sup> ॥  
 রক্ত রোদনের রক্তবর্ণ হইল মূক<sup>১৮</sup> ।  
 অব ২ পীণাল বর্জিত ভোগ শব্দ<sup>১৯</sup> ॥  
 কষ্টাদেস<sup>২০</sup> স্যাম রেখা দেখ ফান্দে চিন ।  
 অদ্যাপীহ এসে<sup>২১</sup> প্রান কাম্পে রাত্রদিন ॥  
 ব্যাধ<sup>২২</sup> নাম শব্দনিত কাম্পিত<sup>২৩</sup> পক্ষি হিয়া ।  
 হস্তগত কোন রীত<sup>২৪</sup> বৃজহ ভাবিয়া ॥  
 পশ্চিত হইয়া তুমী মত<sup>২৫</sup> পদুছ গুণ ।  
 সেই কর্মদশা ফল<sup>২৬</sup> কহিল নিপুণ ॥  
 পরিয়া শব্দনিয়া<sup>২৭</sup> কিছুর না পাইল<sup>২৮</sup> শব্দনি ॥  
 জগত জানিল<sup>২৯</sup> ধন্দ পরিক<sup>৩০</sup> শব্দনি ॥

১ ব্যাধ ২ লই ৩ সৌভাগ্য জিনিয়া চরু ৪ উজ্জ্বল মানিক্য  
 ৫ গ্রিষ্মিতে রস্মীত ৬ লৈক্ষণ ৭ পদাচল আসী ৮ কিবা মূক কিবা  
 গুণী ৯ এক নরকুলে আমি ১০ স্যামী সৈর্জা ১১ অজৈগ্য  
 ১২ বটু বাক্য ১৩ ব্রিস্বে ১৪ পুরে ১৫ নাই চরে হাটে ১৬ আনিল  
 ১৭ ভুলিলম সব পাটে ১৮ রক্ত রোদনে হৈল মূক ১৯ বর্জিত  
 শব্দ ভোগ ২০ কষ্ট দেসে ২১ অদ্যাপীহ গ্রাস ২২ ব্যাধ ২৩ কাম্পএ  
 ২৪ আছি এবে ২৫ মোতে ২৬ এই কর্ম দোস গুণ ২৭ গুণিয়া  
 ২৮ পাইল ২৯ জানিল ৩০ পরাকাল

হেনকালে ব্যাধ আইল লৈয়া তথা শব্দক ।  
 শব্দের চরুজ দেখি নিশ্চিত বাশ্বদুক ॥  
 উজ্জ্বল মানিক্য আখী রাতুল চরণ ।  
 গ্রীবাত অসিত রেখা সূচারু লক্ষণ ॥  
 ব্রাহ্মণে পদাছিল আসি শব্দের নিকট ।  
 কিবা গুণী কিবা মূর্খ বোলহ প্রকট ॥  
 আমি নরকুলে হই পশ্চিত ব্রাহ্মণ ।  
 সংসারে কীর্তি<sup>১</sup> গুণ অযোগ্য গোপন ॥ ( জা. ৩ )

বটুবাক্য শব্দনি শব্দে কহিল সাদরে ।  
 দক্ষবশে জ্ঞান ধরুসে বচন না সরে ॥  
 যথেক আছিল গুণ সব পারিল ।  
 যখনে পিঞ্জর করি বোচিতে আনিল ॥  
 পশ্চিত হইয়া কেহ নাহি চরে হাটে ।  
 বিকাইতে লাগিলম ভুলিলম সব পাটে ॥  
 রক্ত রোদনে রক্তবর্ণ হৈল মূখ ।  
 অবয়ব পিণ্ডাল বর্জিত ভোগসুখ ॥  
 কষ্টদেশে শ্যামরেখা দেখ ফান্দে চিন ।  
 অদ্যাপিহ গ্রাসে প্রাণ কাম্পে রাত্রি দিন ।  
 ব্যাধ নাম শব্দনিত কাম্পএ পক্ষি হিয়া ।  
 হস্তগত কোন রীত বৃষহ ভাবিয়া ॥  
 পশ্চিত হইয়া তুমি মোতে পদুছ গুণ ।  
 সেই কর্মদশা ফল কহিল নিপুণ ॥  
 পাড়িয়া শব্দনিয়া কিছুর না পাইল শব্দনি ॥  
 জগৎ জানিলম ধন্দ পরাকাল শব্দনি ॥ ( জা. ৪ )

শব্দার্থ টীকা : রাতুল—লাল  
 অসিত—কালো  
 পারিল—ভুলে গেলাম  
 ফান্দে চিন—ফাসের চিহ্ন  
 পরাকাল শব্দনি—বিহবল চেতনা

মন্তব্য : জায়সীর কাব্যের তৃতীয় স্তবকে ব্রাহ্মণের মূখে ন্যায়শাস্ত্রের ভেদভেদ বিশিষ্টতার কথা আছে যা  
 আলাওলের অনুরূপে নেই। চতুর্থ স্তবকে জায়সীর শব্দকবচনে 'হাটের পথ' 'বন্দন পাশ' ইত্যাদি  
 রূপকগুলি অনুরূপে সাধারণ অর্থবাচক হয়ে পড়েছে।

## শুক সাত্ত্ৰ ব্ৰাহ্মণের কাথোপকথন

রাগ—চন্দ্রাবলী ছন্দ

<p>যুদ্ধের বচনে<sup>১</sup> কহিল ব্যাধ<sup>৪</sup> প্রতি । কেনে প্রাণি বধ পরকালে<sup>৩</sup> কোন গতি ॥ যুদ্ধ<sup>১</sup> পাপ শএ হিংসা<sup>৩</sup> কর অপকর্ম । জীবনে জঞ্জাল অপীণ্ট<sup>৩</sup> পাপীণ্ট ধর্ম ॥ ধিজ বাক্য<sup>১১</sup> জাল বালিল<sup>১২</sup> করিয়া রোস । তুমী মোহাসত্য<sup>১৩</sup> কেনে মোরে দেও দোস ।<sup>১৪</sup> দেখ নর জাতি পর মাংস পরে<sup>১৫</sup> খাএ । এই<sup>১৬</sup> সে কারণ প্রানে হিংসে<sup>১৭</sup> সর্বথাএ ॥ শকল ভক্ষক<sup>১৮</sup> ধন দিয়া করে বধ<sup>১৯</sup> । আপনা চরিত আমারে বোল মদগদ ॥<sup>২০</sup> জিববস্ত ধারি<sup>২১</sup> বিচিব তোমার হাতে । কিবা মন্ত্র কর তুমীহ জানহ তাতে ॥ পরিহারি রোষ মনশ্য নিটর<sup>২২</sup> জাতি । আমি শে বধক<sup>২৩</sup> বদ্বিজয়া করহ শাস্তি ॥</p>	<p>শিবজ<sup>২</sup> কষ্ট মনে<sup>৩</sup> করহ মদগদ<sup>৪</sup> নিটর<sup>৫</sup> ড়িদএ<sup>৬</sup> অস্ত নহে ভাল ব্যাধ কমে সাল না বদ্বিজয়া তত্য<sup>৭</sup> হইয়া<sup>৮</sup> ভোর মতি জথ ব্যাধ গণ নাহিক রক্ষক<sup>৯</sup> না বদ্বিজয়া রিত বধ<sup>১০</sup> পরি হরি কিবা প্রানে মার কেনে দোষ<sup>১১</sup> মনিশ্য নিটর<sup>১২</sup> জাতি । তুমী সে খাতরক বদ্বিজয়া করহ শাস্তি ॥</p>	<p>শুদ্ধের বচনে কহিল ব্যাধের প্রতি । কেনে প্রাণী বধ পরকালে কোন গতি ॥ শুন পাপাশয় হিংসা বড় অপকর্ম জীবন জঞ্জাল অনিষ্ট পাপিষ্ট ধর্ম ॥ শিবজ বাক্য জাল বালিল করিয়া রোষ । তুমি মহা সত্য কেনে মোরে দাও দোষ ॥ দেখ নর জাতি পর মাংস সুখে খায় । এই সে কারণ প্রাণে হিংসে সর্বথায় ॥ সকল ভক্ষক ধন দিয়া করে বধ । বা বদ্বিজয়া রীতি আমারে বোল মদগদ ॥ জীবন্ত ধরি বোচিব তোমার হাতে । কিবা প্রাণে মার তুমি সে জানহ তাতে ॥ পরিহারি রোষ মনুষ্য নিটর জাতি । আমি সে বধক বদ্বিজয়া করহ শাস্তি ॥</p>	<p>শিবজ কষ্ট মনে করসি মদগদ নিটর হ্রদয় অস্ত নহে ভাল ব্যাধ কর্ণে শাল না বদ্বিজয়া তত্ব হই ভোরমতি যত ব্যাধগণ নাহিক রক্ষক আপনা চরিত<sup>২</sup> বধ পরিহারি কিবা মন্ত্র কর<sup>২</sup> মোরে কেনে দোষ তুমি সে খাদক</p>
--	---	--	---

১. আ ২. ক

১ বচন ২ ধিজ ৩ মন ৪ ব্যাধের ৫ করসী মগদ ৬ পরলোকে ৭ যুদ্ধ  
৮ নিটর হ্রদএ ৯ কিসে ১০ উসীণ্ট ১১ বাক ১২ বালিএ  
১৩ মোহাসত্য ১৪ তত ১৫ মোকে দেও কেনে দোস ১৬ এই  
১৭ যুখে ১৮ সেই ১৯ প্রাণি বধে ২০ ভৈক্ষক ২১ রৈক্ষক ২২ বধ  
২৩ আমাকে বোলহ মগদ ২৪ ধরি ২৫ বধি ২৬ মোকে দেও দোস  
২৭ মানব নিটর ২৮ আমী সে বধক

দ্ব্যর্থ টীকা : মদগদ—মদগ, মদর্  
ব্যাধ কর্ণে শাল—ব্যাধের কর্ণপীড়াকারী  
ভোর মতি—বিহবল চিত্ত



ব্যাখের বচন	যুনিঃ ব্রাহ্মন	ব্যাখের বচন	শূনিয়া ব্রাহ্মণ
না দিলেক পদস্কর ।		না দিলেক পদস্কর ।	
যুদ্ধকে লইয়া	বহিঃ চাড়িয়া	শুদ্ধকে লইয়া	বহিঃ চাড়িয়া
চলি আইলা নিজ ঘর ॥		চলি আইলা চিতাওর <sup>১</sup> ॥	
ঠাকুর মাগন	সদগুন ভাঙ্গন	ঠাকুর মাগন	সদগুন ভাঙ্গন
রসিক নাগর রাএ ।		রসিক নাগর রায় ।	
তাহান আরতি	দিন হিন মতি	তাহান আরতি	দীন হীন মতি
কবি আলাওলে গাএ ॥		কবি আলাওলে গায় ॥ ( জা. ৫ )	

চিত্রশেন নৃপতি গেলেক স্বর্গগতি<sup>১</sup> ।  
 রত্নশেন হৈল<sup>২</sup> চিতাওর নরপতি ॥  
 প্রশঙ্গ<sup>৩</sup> করিল সব নৃপতি গোচর ।  
 শে বহিঃ<sup>৪</sup> আইল সিংগল সদাগর ॥  
 নানান যুগা<sup>৫</sup> রত্ন যুগ<sup>৬</sup> পাট<sup>৭</sup> বর ।  
 আনিল সিংগল স্বীপে<sup>৮</sup> বস্ত্র বহুতর ॥  
 মোহাবিন্দ<sup>৯</sup> যুদ্ধ এক আনিছে ব্রাহ্মন ।  
 কাঞ্চন রতন<sup>১০</sup> তনু নয়ন<sup>১১</sup> রতন ॥  
 মানিক্য নির্মিত চক্র<sup>১২</sup> মন্ত্রা জিনি শব্দ ।  
 যুনিতে বচন<sup>১৩</sup> ভাঙ্গি ব্যাস হয় শ্বব্দ<sup>১৪</sup> ॥  
 তর্ক অলংকারজ্ঞাতা মোহন পান্ডিত ।  
 হেন যুদ্ধ নৃপ পাশে থাকিতে উচিত ॥  
 যুনি মানন্দিত রাজা<sup>১৫</sup> যুদ্ধের কথন ।  
 ততক্ষণে আনাইলা সে যুদ্ধ ব্রাহ্মন ॥  
 বিপ্রে<sup>১৬</sup> আশীর্বাদ কৈল্যা আগে হৈয়া স্থির<sup>১৭</sup> ।  
 মনভিষ্ট সিংধরস্ত্র<sup>১৮</sup> অরুণ্য শরীর<sup>১৯</sup> ॥  
 আসীর্বাদ পূর্বক<sup>২০</sup> করিলা নিবেদন ।  
 কোন বস্ত্র যুদ্ধ কর প্রান সমর্পন ॥

১ যুনিয়া ২ যুদ্ধ বিকাইয়া ৩ চিত্রশেন নরপতি গেল  
 স্বর্গগতি ৪ হই ৫ প্রসংসা ৬ সে বহিঃ ৭ স্বেন্যা ৮ হস্তে  
 ৯ সে স্বাবিন্দ ১০ জিনিয়া ১১ জেহেন ১২ মানিক্য জিনিয়া চক্র  
 ১৩ যুদ্ধের ১৪ তনু ১৫ আনন্দিত নির্প ১৬ বিপ্রে ১৭ আগে  
 হই স্থির ১৮ মনভিষ্টা সীংধ হৌক অরুণ্য শরীর ২০ পুন্যক

চিত্রসেন নৃপ যদি হৈল স্বর্গগতি<sup>২</sup> ।  
 রত্নসেন চিতাওরে হৈল নরপতি<sup>৩</sup> ॥  
 প্রশঙ্গ করিল সব নৃপতি গোচর ।  
 স্ববহিঃ আইল সিংহল-সদাগর ॥  
 নানান সুগা<sup>৫</sup> রত্ন স্বর্গ-পাট<sup>৬</sup> বর ।  
 আনিছে সিংহল হস্তে বস্ত্র বহুতর ॥  
 মহাবিন্দ যুদ্ধ এক আনিছে ব্রাহ্মণ ।  
 কাঞ্চন বরন<sup>১০</sup> তনু নয়ন<sup>১১</sup> রতন ॥  
 মাণিক্য নির্মিত চক্র<sup>১২</sup> মন্ত্রা জিনি শব্দ ।  
 শূনিতে বাক্যের ভাঙ্গী ব্যাস হয় শ্বত্ব<sup>১৪</sup> ॥  
 তর্ক অলংকার-জ্ঞাতা মহান পান্ডিত ।  
 হেন যুদ্ধ নৃপপাশে থাকিতে উচিত ॥ ( জা. ৬ )  
 শূনি আনন্দিত নৃপ যুদ্ধের কথন ।  
 ততক্ষণে আনাইল সে যুদ্ধ ব্রাহ্মণ ॥  
 বিপ্রে আশীর্বাদ কৈল আগে হৈয়া স্থির ।  
 মনোভিষ্ট সিংধরস্ত্র<sup>১৮</sup> আরোগ্য শরীর ॥  
 আশীর্বাদ পূর্বক কৈল নিবেদন ।  
 কোন ব্যক্তি যুদ্ধ করে প্রাণ সমর্পণ<sup>১৯</sup> ॥

১. আ ২. ক ৩. আ ৪. ক ৫ আ

শব্দার্থ টীকা : পদস্কর—প্রত্যয়  
 বহিঃ—নৌকার

মনোভিষ্ট সিংধরস্ত্র—মনোবাঞ্ছা সিংধ হউক

মন্তব্য : ষষ্ঠস্তবকের অনুবাদে আলাওল কিছ্রু কিছ্রু পরিবর্তন করেছেন। মূলে আছে পণ্যরূপে কিনুকর্তা  
 গজমন্ত্রার কথা, আলাওল সেক্ষেত্রে গম্ভীরব্য এবং রত্নখচিত ও স্বর্গজাতি পটুবসনের উল্লেখ করেছেন।  
 শূদ্ধের দেহবর্ণনার জায়গায় নানা বর্ণবৈচিত্র্যের কথা বলেছেন, আলাওল শূদ্ধ সদ্বর্ণ বর্ণের উল্লেখ  
 করেছেন। মূলে তাকে ব্যাসতুল্য কবি ও পান্ডিত্যে সহদেব বলা হয়েছে, আলাওল শেষের পরিচয়টি  
 বাদ দিয়েছেন।

কিন্তু এই পাপদরে<sup>১</sup> না যদনএ বোল ।  
 জাহার<sup>২</sup> কারণে সব জগ<sup>৩</sup> উতরোল ॥  
 তার বসে নিল জখ গৃহ যুধ বাসী<sup>৪</sup> ।  
 এরাইতে নারে যুগী<sup>৫</sup> তপসী সন্ন্যাসী<sup>৬</sup> ॥  
 অপ জন<sup>৭</sup> সান্ত হএ না দেখী নয়ানে ।  
 বোব<sup>৮</sup> পদনি রহে বাক<sup>৯</sup> ন মাইসে নয়ানে<sup>১০</sup> ॥  
 কান রহে শ্রবনে না যদনি কার কথা<sup>১১</sup> ॥  
 পদ বিন্দু রহে খুব<sup>১২</sup> পাড়ি জখা তথা ॥  
 শয্যা বিন্দু যুকে<sup>১৩</sup> নিদ্রা আইসে ভূমীগত ।  
 পাপীন্ট উদর না রহএ<sup>১৪</sup> কোন মত ॥  
 তাহার নিমতে<sup>১৫</sup> হএ বাপব বিচ্ছেদ ।  
 মিত্র সঙ্গে সেই করে যুহদের ভেদ<sup>১৬</sup> ॥  
 তাহার কারণে সেই<sup>১৭</sup> হএ দক্ষ ক্রেস ।  
 জ্ঞানবন্ত জনেরে করএ মূর্খ<sup>১৮</sup> রোষ<sup>১৯</sup> ॥  
 সংসারের বরি সেই মরণ নিঃশ্বাস ।  
 এ বরি বিহনে কোনে করে কার আস<sup>২০</sup> ॥  
 যুকে আসীশ্বাদ কল্য হই হরসীত<sup>২১</sup> ॥  
 প্রতাপ প্রচন্ড হৈক রাযা অর্থাশ্চিত<sup>২২</sup> ॥  
 ভাগ্যবন্ত বৃদ্ধিমন্ত রূপবন্ত<sup>২৩</sup> দাতা ।  
 সর্বগুণ দিয়া তোমা শ্রীজিলা বিধাতা<sup>২৪</sup> ॥  
 কোন জনে আসা করি গেলে কার স্থানে ।  
 ন পুরাইলে জেন মতে<sup>২৫</sup> জানহ আপনে ॥  
 বিপ্র স্নাসা পদরি স্নাসা রাখহ চরণে ।  
 আপনার কথা এবে কর অবদানে ॥

কিন্তু এই পাপোদরে না শুনএ বোল ।  
 যাহার কারণে সব জগ উতরোল ॥  
 তার বশে নির্লাজিত গৃহসুখবাসী ।  
 এড়াইতে নারে যোগী তপস্বী সন্ন্যাসী ॥  
 অশ্বজন শান্ত হএ না দেখি নয়ানে ।  
 বোবে পদনি রহে বাক্য না আইসে নয়ানে ॥  
 বধিরেও শ্রবণে না শুনেনে কার কথা ।  
 পদ বিন্দু রহে খোঁড়া পাড়ি যথা তথা ॥  
 শয্যা বিন্দু সূখে নিদ্রা আইসে ভূমিগত ।  
 পাপীন্ট উদরে শান্তি নহে কোন মত ॥  
 তাহার নিমন্তে হয় বাশ্বব বিচ্ছেদ ।  
 মিত্র সঙ্গে সেই করে সূহদের ভেদ ॥  
 তাহার কারণে সবে এই দৃশ্য ক্রেশ ।  
 জ্ঞানবন্ত জনেরে করএ মূর্খ<sup>১৮</sup> রোষ ॥  
 সংসারের বৈরী সেই মরণ নিঃশ্বাস ।  
 এ বৈরী বিহনে করে কোনে কার আশ ॥  
 তাহার লাগিয়া আমি ফিরি বাড়ি বাড়ি ।  
 এ বুলিয়া সেই বিপ্র রৈল মৌন ধরি ॥ ( জা.৭ )  
 যুকে আশীর্বাদ কৈল হই হরষিত ।  
 প্রতাপ প্রচন্ড হৌক রাজ্য অর্থাশ্চিত ॥  
 ভাগ্যবন্ত বৃদ্ধিমন্ত রূপবন্ত দাতা ॥  
 সর্বগুণ দিয়া তোমা সৃজিল বিধাতা ॥  
 কোন জন আশা করি গেলে কার স্থানে ।  
 না পুরিলে যেই মত জানহ আপনে ॥  
 বিপ্র-আশা পদরি মোরে রাখহ চরণ ।  
 আপনার কথা এবে করি নিবেদন ॥

১ পাপ উদরে ২ তাহার ৩ জগত ৪ গ্রিহযুধ ভাসী ৫ জখ  
 ৬ সৈন্ন্যাসী ৭ পদনি ৮ বোবে ৯ বাক ১০ বএন্ন্যানে ১১ কানের  
 শ্রোত্রিএ না যদনিএ কার কথা ১২ খোর ১৩ ভূমি ১৪ নাহি রহে  
 ১৫ নিবর্থে ১৬ মিত্র সঙ্গে সেই সে করয় সত্ৰুভেল ১৭ ভেস  
 ১৯ এর পর দাঁটি অর্ডারিত পরাশ্র—

তার ভাগী আমীহ ফিরিএ বরি বরি ।

এ বুলিয়া বিপ্র সেই রৈল মৌন ধরি ॥

২০ আগু হই স্তির ২১ ওরোগ সরির ২২ গুণবন্ত ২৩ শ্রীজিটে

বিন্দু ২৪ না পদরিলে কোন মতো

মন্তব্য : সপ্তম শতকের অননুবাদে আলাওল কিছু কিছু নতুন কথা বলেছেন। মূলে ব্রাহ্মণের আশীর্বাচনের প্রসঙ্গ থাকলেও  
 তা বাণীরূপ লাভ করে নি। আলাওল ব্রাহ্মণের আশীর্বাদবাণীকে সংস্কৃত ভাষাতে প্রকাশ করেছেন। উনুনের  
 জন্মালয় সর্বজনব্যাপ্তির কথা বলতে গিয়ে আলাওল কিছু নতুন প্রসঙ্গ এনেছেন যা মূলে নেই। যেমন খঞ্জ বা  
 খোঁড়ার প্রসঙ্গ। কিংবা ক্ষুধা যে মিত্রজনের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে অথবা ক্ষুধার প্রকোপে জ্ঞানী ব্যক্তিও মূর্খের  
 ন্যায় ক্রোধ করে এসব কথা অননুবাদে নতুন সংযোজন। আবার মূলের দোহা অংশের শেষপংক্তিটি বর্জিত হয়েছে।

শব্দার্থ টীকা : বোবে—বোবার

জেই গুণি বিনা<sup>১</sup> জিজ্ঞাসনে কহে কথা ।  
সে বাক্য<sup>২</sup> মাটির তুল্য হয়<sup>৩</sup> জথা তথা ॥  
পাণ্ডিতে আপনা ন বাখানে কদাচিত ।  
জে জনে বিকায়<sup>৪</sup> পুনি কহিতে উচিত ॥  
জাবতে না করে গুনি গুণ প্রকটন ।  
জাবত<sup>৫</sup> মরম না জানয় কোন জন ॥  
বেদগ্রন্থজ্ঞাতা হিরামনি মোর নাম ।  
ভূত ভবিষ্যৎ<sup>৬</sup> জানি পুত্রাও মনস্কাম ॥

রত্নসেন নৃপতি হিরামনিক চিনিলা ।  
এক লক্ষ যুগ মদ্র<sup>১</sup> ব্রাহ্মনক দিলা ॥  
নৃপ গৃহে থাইলা<sup>২</sup> শূক করিয়া সম্মান ।  
আশীর্বাদ দিয়া বিপ্র করিলা পয়ান ॥  
পরম সূদ্র<sup>৩</sup> শূক সম্মনক গুনি ।  
ধন্য<sup>৪</sup> নাম তাহার রাখিল হিরামনি ॥  
প্রকাশীত বচন জেহেন মন্ত্রা বৈশে<sup>৫</sup> ॥  
নহে মৌন হইয়া<sup>৬</sup> থাকে পরম<sup>৭</sup> হরিসে ॥  
নানান প্রসঙ্গ জ্ঞান<sup>৮</sup> কথা অনুস্বরে ।  
নৃপতিত<sup>৯</sup> ডোবায়ন্ত আনন্দ শাগরে ॥  
আগম পুরান বেদ রসের অমূল<sup>১০</sup> ।  
যুনি সিস্যরূপ রাজা ভাবে গুর, হুল ॥

১ বিনি ২ বাক্য ৩ রহে ৪ জিজ্ঞাসনে ৫ তাবত ৬ ভবিষ্যৎ ৭ এক  
লক্ষ স্বেবার্ণমদ্রা ৮ থাইল ৯ সোল্লর ১০ সম্মনক ১১ ধৈন্য ১২ বচন  
প্রকাশ মাত্র মদ্রকৃত্য বরিশে ১৩ মৈন ধরি ১৪ মনের ১৫ জ্ঞাতা  
১৬ নিপতিত ১৭ আমূল

যেই গুণী বিনি জিজ্ঞাসিলে কহে কথা ।  
সে বাক্য মাটির তুল্য হয় যথা তথা ॥  
পাণ্ডিতে আপনা না বাখানে কদাচিত ।  
যে জনে জিজ্ঞাসে পুনি কহিতে উচিত ॥  
যাবতে না করে গুণী গুণ প্রকটন ।  
যাবতে মরম না জানয় কোন জন ॥  
বেদগ্রন্থজ্ঞাতা হীরামনি মোর নাম ।  
ভূত ভবিষ্যৎ জানি পুত্রাও মনস্কাম ॥ ( জা. ৮ )

রত্নসেন নৃপ হীরামনিকে চিনিলা ।  
একলক্ষ স্বর্ণমদ্রা ব্রাহ্মণক দিলা ॥  
নৃপগৃহে থাইল শূক করিয়া সম্মান ।  
আশীর্বাদ দিয়া বিপ্র করিল পয়ান ॥  
পরম সূদ্র শূক সামুদ্রক<sup>১</sup> গুণী ।  
ধন্য নাম তাহার রাখিল হীরামনি ॥  
বচন প্রকাশ মাত্র মদ্রকৃত্য বরিশে ।  
নহে মৌন হইয়া থাকে পরম হরিশে ॥  
নানা সূদ্রপ্রসঙ্গ<sup>২</sup> জ্ঞান কথা অনুসারে ।  
নৃপতিস্ত ডোবায়ন্ত আনন্দ সাগরে ॥  
আগম পুরাণ বেদ রসের আমূল ।  
শুনি শিষ্যরূপে নৃপ ভাবে গুরতুল ॥ ( জা. ৯ )

১. ক ২. আ

শব্দার্থ টীকা : মাটির তুল্য—অকিঞ্চৎকর

সামুদ্রক গুণী—হস্ত পদের রেখা দেখে মঙ্গলামঙ্গল  
বলতে পারে এমন যে গুণী ।

মন্তব্য : অষ্টম শতকের অনুবাদে আলাওলের সংযোজন হল এই যে, মূলে শূকের আশীর্বাচনে যেখানে রাজার ভাগ্যবন্ত হওয়ার কথাটুকু আছে, সেখানে আলাওল বৃদ্ধিবন্ত, রূপবন্ত ও দাতা বলে রাজস্তুর্দাতাকে আরও জমকালো করে দিয়েছেন । আবার মূলের দোহা অংশে অপ্ৰাসংগিকভাবে শূকমুখে পদ্মাবতীর প্রসঙ্গ আসায় যে কালানৌচিত্য দোষ ঘটেছে আলাওল খুব সঙ্গত কারণেই তাকে বর্জন করে যথার্থের পরিচয় দিয়েছেন এছাড়া মূলে শূকপাখীর নাম হীরামন, অনুবাদে আছে হিরামনি । নবম শতকের অনুবাদের শেষাংশে কিছু পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে । অনুবাদে আছে শূকমুখে আগম পুরাণ বেদ এবং রসকথার প্রসঙ্গ । কিন্তু মূলে আছে চন্দ্র সূর্য অর্থাৎ রত্নসেন পদ্মাবতীর প্রেমকাহিনীর বৃত্তান্ত । দোহার শেষ পংক্তিতে রাজার উন্নততার ভাবী ইঙ্গিতটুকু অনুবাদে অনুপস্থিত ।

## নাগমতি শুক সংবাদ খণ্ড

হেন মতে য়াছে য়ুক<sup>১</sup> নৃপ অস্তপদরে ।  
 আর দিন মোহারাজা চলিলা আহারে<sup>২</sup> ॥  
 নৃপগৃহ<sup>৩</sup> মোহাদেবি নাগমতি রানী ।  
 পতিব্রতা য়ুন্দরী<sup>৪</sup> পাটের পরিধানি ॥  
 য়ুবেস<sup>৫</sup> রচিয়া করে লইয়া দর্পণ<sup>৬</sup> ।  
 য়ুকের সাক্ষাতে গীয়া পদুছন্ত<sup>৭</sup> বচন<sup>৮</sup> ॥  
 সখ্য<sup>৯</sup> কহ য়ুকবর আমার গোচর ।  
 পশ্চিন্দ সিংগল শ্বপে কেমন য়ুন্দর<sup>১০</sup> ॥  
 নৃপতি সবত<sup>১১</sup> য়ুক জদি বোল আন ।  
 সংসারে কি য়াছে রূপ মোহর সমান<sup>১২</sup> ॥  
 পশ্চাবতি রূপ য়ুক ভাবিয়া অস্তরে ।  
 রানির বদন হেরি কহে ধিরে<sup>১৩</sup> ॥  
 জেই সরবরে নাই হংসর গমন ।  
 তথা বাক হংসতুল্য<sup>১৪</sup> ভাবয় আপন ॥  
 করতায় শ্রীজিয়াছে<sup>১৫</sup> জগত অপরূপ ।  
 এক হোতে এক জনা<sup>১৬</sup> ষিক গুন রূপ ॥  
 ত্রিভুবনে কাহার গোরব নাই রহে ।  
 চন্দ্রত কলশক লাগে বিধুমদ গ্রহে<sup>১৭</sup> ॥  
 য়ুরূপে কুরূপে কেহ না গোমায়<sup>১৮</sup> কাল ।  
 জাকে শ্বামি দয়া করে সেই নাড়ি<sup>১৯</sup> ভাল ॥  
 কি পদনি পদুছিলা মোরে সিংগল কাহিনি ।  
 দিন সমতুল্য নহে উজল জামিনী<sup>২০</sup> ॥  
 পদুপের য়ুগাণ্ড তুল্য পশ্চিন্দ রতন<sup>২১</sup> ।  
 চন্দ্র য়ুতিহীন হয় প্রকাশীলে ভান্দ ।  
 এথেক য়ুনিয়া দেবি মোহাক্রোধ<sup>২২</sup> মন ।  
 অগ্নি দহে ঘাতে<sup>২৩</sup> জেন লাগিল লবন ॥

হেন মতে আছে য়ুক নৃপ অস্তপদরে ।  
 আর দিন মহারাজা চলিলা আহিরে ॥<sup>১</sup>  
 নৃপগৃহে মহাদেবী নাগমতী রানী ।  
 পতিব্রতা য়ুন্দরী পাটের প্রধানী ॥  
 য়ুবেশ রচিয়া<sup>২</sup> করে লইয়া দর্পণ ।  
 য়ুকের সাক্ষাতে গীয়া পদুছন্ত<sup>৩</sup> বচন ॥  
 সত্য কহ য়ুকবর আমার গোচর ।  
 পশ্চিন্দী সিংহলশ্বপে কেমন য়ুন্দর ॥  
 নৃপতি শপথ য়ুক যদি বোল আন ।  
 সংসারে কি আছে রূপ মোহর সমান ॥ (জা.১)  
 পশ্চাবতী-রূপ য়ুক ভাবিয়া অস্তরে ।  
 রাণীর বদন হেরি কহে ধীরে ধীরে ॥  
 যেই সরোবরে নাই হংসের গমন ।  
 তথা হংসতুল্য বক ভাবএ আপন ॥<sup>৪</sup>  
 করতার সৃজিয়াছে জগ অপরূপ ।  
 এক হোস্তে একজন্যধিক গুণ রূপ ॥  
 ত্রিভুবনে কাহার গোরব নাই রহে ।  
 চন্দ্রত কলশক লাগে বিধুমদ গ্রহে ॥<sup>৫</sup>  
 য়ুরূপে কুরূপে কেহ না গোঙায় কাল ।  
 য়ারে শ্বামী দয়া করে সেই নারী ভাল ॥  
 কি পদনি পদুছিলা তুমি সিংহল কামিনী ।  
 দিন সমতুল্য নহে উজ্বল য়ামিনী ॥  
 পদুপের সূর্য্যাম্বিতুল্য পশ্চিন্দীর তন্দ ।  
 চন্দ্র জ্যোতিহীন হয় প্রকাশীলে ভান্দ ॥  
 এথেক য়ুনিয়া দেবী মহাক্রোধ মন ।  
 অগ্নিদহ ঘায়ে য়েন লাগিল লবণ ॥ (জা.২)

১ আছে বৃধ ২ আহিরে ৩ নৃপগৃহে ৪ পতিব্রতা সোন্দরী ৫ য়ুবেশ  
 ৬ দর্পণ ৭ আসী জিজ্ঞাসে বচন ৮ সন্ত ৯ সোন্দর ১০ নিপতি  
 সপদ ১১ সংসারে কি য়াছে বল আমার সোমান—এরপর 'বা' পদুখতে  
 অতিরিক্ত পর্য্যন্ত—

হিরামন য়ুকে য়ুনি রানির উত্তর । কাহিলে সংসর হয় মনে ২ ভর ॥  
 নৃপ নাই সাক্ষাতে জদি সে কাহি বানি । কে রাক্ষতা হেব মোর মনে  
 জাইব প্রানি ॥ এরাইতে না পারি য়ুকে বিসম জরনা । পদসি ২  
 নাগমতি য়ুক প্রতি য়ুনা ॥

১২ তথা হংসতুল্য বক ১৩ করতার শ্রীজিয়াছে ১৪ জল ১৫ বিদ্যা-  
 গ্রহএ ১৬ গোঁজাএ ১৭ নারি ১৮ উজ্বল জামিনী ১৯ পশ্চিন্দীর-  
 তন্দ ২০ মোহাক্রোধ ২১ বাএ

শ্বাখ' টীকা : আহিরে—শিকারে  
 মোহর—আমার

মন্তব্য : প্রথম শবকের অনুবাদে মূলে কাঁটপাথরে কাশন  
 কষিত করার প্রসঙ্গটি আলাওল বর্জন করেছেন ।  
 শ্বিতীয় শবকের অনুবাদেও আলাওল কিছু  
 কিছু প্রসঙ্গ বাদ দিয়েছেন ।

মনে ভাবে এমত নৃপতি জদি য়নে ।  
 রায়্যপাট এরিয়া<sup>১</sup> জাইব ততক্ষনে<sup>২</sup> ॥  
 হল্লাহল বিসাক্কুর মোর হইল পাখি ।  
 পুশ্ব<sup>৩</sup> য়ক হইব ভ্রষ্ট<sup>৪</sup> জদি তাকে রাখি ॥  
 ধাঞ ধামিনিরে<sup>৫</sup> ডাকি কহিল শস্তর ।  
 তুরিতে মারহ নিয়া দৃষ্ট য়কবর ॥  
 না হইল তাহার<sup>৬</sup> পদনি জে জন<sup>৭</sup> পুসীলা ।  
 এই দোসে বারে বারে হাটে বিকাইলা ॥  
 মূখে<sup>৮</sup> কহে জথ<sup>৯</sup> কথা হুদে তার য়ান ।  
 মার সবে পক্ষি নিয়া থাক জেই স্থান<sup>১০</sup> ॥  
 জেই বাক্য<sup>১১</sup> লাগী প্রান কাশে নিরাস্তর ।  
 পাপীশ্চের মূখেত<sup>১২</sup> য়নিলাম সে উত্তর ॥  
 দেবীর আস্তায়<sup>১৩</sup> য়ক লৈল মারিবার ।  
 বৃশ্বিমস্ত<sup>১৪</sup> ধাঞ মনে<sup>১৫</sup> চিহ্নিতল অপার ॥  
 য়ক প্রীতি নৃপশ্চেনহ সতত<sup>১৬</sup> সন্তুষ ।  
 এই য়ক মারিলে পশ্চাতে<sup>১৭</sup> আছে দোষ ॥  
 পাছে না চিয়া<sup>১৮</sup> জেই জনে করে কর্ম ।  
 সেই সে নিশ্চয় জান হত মূরুক্ষ<sup>১৯</sup> ধর্ম ।  
 বিমর্ষি<sup>২০</sup> করিলে কায য়কের লক্ষন<sup>২১</sup> ।  
 আগে ভাবিলে ন হয় গতানুযুচন<sup>২২</sup> ॥  
 নৃপে না সর্হিব পদনি<sup>২৩</sup> য়কের বিউগ<sup>২৪</sup> ।  
 হারিসেসে পশ্চাতে<sup>২৫</sup> জাইব হয়<sup>২৬</sup> রোগ ॥  
 গম্ব<sup>২৭</sup>পাপ<sup>২৮</sup>পওধর না হএ গোপন ।  
 কাল পূম্ব হইলে হএ বেকত আপন<sup>২৯</sup> ॥  
 এথেক ভাবিয়া মনে বৃশ্বিমস্ত<sup>৩০</sup> ধাঞ ।  
 পরম জন্তনে য়ক রাখীল ছাপাই<sup>৩১</sup> ॥

১ রাজ্যপাট তেজিয়া ২ ততক্ষনে ৩ সর্ব্বস্ব ভ্রষ্ট হইব ৪ ধামীনিকে  
 ৫ তাহারে ৬ জনে ৭ মুকে ৮ এক ৯ মার নিয়া পক্ষি সাক্ষি নাই  
 জেই স্থান ১০ বাক্য ১১ মূকেতে ১২ আগ্রাএ ১৩ বৃশ্বিকস্ত  
 ১৪ পাছে ১৫ সতত ১৬ প্রচাতে ১৭ ন চিহ্নিতয়া ১৮ মূরুক্ষ  
 ১৯ বিমরসী ২০ লৈক্ষন ২১ গতান্ত শোচন ২২ বৃনি ২৩ বিওক  
 ২৪ হারিসেসে প্রচাতে ২৫ অই ২৬ গম্বপূর ২৭ নমান ২৮ বৃশ্বিমস্ত  
 ২৯ লুকাঞ

মন্তব্য : তৃতীয় শ্লোকের অনুবাদে মূলপ্রসঙ্গ ঠিক রেখেও রূপকন্দাল বিজ্ঞিত হয়েছে। মূলে শ্লোকপাখী প্রসঙ্গে আছে ভোলের বাতবিহ্ন মোরগের কথা। অনুবাদে তা নেই। মূলের দোহা অংশে আছে দিন-রাতি, কমল-সূর্য এবং নাগ-ময়ূরের রূপক চিত্রগুণি, অনুবাদে সেগুণি বাদ পড়েছে। চতুর্থ শ্লোকের অনুবাদেও কিছু অনিবার্য পরিবর্তন ঘটেছে। হিন্দী বাক্যধারাকে আলাওল বর্জন করে বাংলা বাক্যধারা এনেছেন। মূলে আছে ঘোড়ার রোগ বাদরের মাধ্যম চড়ার কথা—অর্থাৎ একের দোষ অন্যের ঘাড়ে পড়া। এটা বাদ দিয়ে আলাওল পাপের অনিবার্য প্রকাশকে গার্ভনীর রূমণীর স্তনশীর্ষের কৃষ্ণতার সঙ্গে তুলনা করে মৌলিকতা দেখিয়েছেন।

মনে ভাবে এমত নৃপতি যদি শূনে ।  
 রাজ্যপাট তেজিয়া যাইব ততক্ষণে ॥  
 হল্লাহল বিসাক্কুর মোর হৈল পাখী ।  
 সর্ব্বস্ব ভ্রষ্ট হৈব যদি তাকে রাখি ॥  
 ধাঞ ধামিনীরে ডাকি কহিল সস্তর ।  
 তুরিতে মারহ নিয়া দৃষ্ট শূকবর ॥  
 না হৈল তাহার পদনি যে জনে পূষিল ।  
 এই দোষে বারে বারে হাটে বিকাইল ॥  
 মূখে কহে এক কথা হুদে তার আন ।  
 মার নিয়া সাক্ষী নাহি থাকে যেই স্থান ॥  
 যেই বাক্য লাগি মন কাশে নিরাস্তর ।  
 পাপীশ্চের মূখেত শূনিলাম সে উত্তর ॥ (জা.৩)

দেবীর আস্তায় শূক নিল মারিবার ।  
 বৃশ্বিমস্ত ধাঞ মনে চিহ্নিতল অপার ॥  
 শূক প্রীতি নৃপশ্চেনহ সতত সন্তোষ ।  
 এই শূক মারিলে পশ্চাতে আছে দোষ ॥  
 পাছে না চিহ্নিতয়া যেই জনে করে কর্ম ॥  
 সেই সে নিশ্চয় জান হতমূর্খ ধর্ম ॥  
 বিমর্ষি করিলে কায শূকের লক্ষণ ।  
 আগে না ভাবিলে হয় গতান্তশোচন ॥  
 নৃপে না সর্হিব পদনি শূকের বিয়োগ ।  
 হারিষিতে খাইয়া পশ্চাতে হয় রোগ ॥<sup>২</sup>  
 গর্ভপাপ পয়োধর না হয় গোপন ।  
 কাল পূর্ণ হৈলে হয় বেকত আপন ॥  
 এথেক ভাবিয়া মনে বৃশ্বিমস্ত ধাঞ ।  
 পরম যতনে শূক রাখিল ছাপাঞ ॥ (জা.৪)

১. ক

শব্দার্থ টীকা : বিমর্ষি—বিবেচনা  
 ছাপাঞ—ছাপিয়ে  
 সবাসের—সকলের

আখেট নিৰ্বাহি জদি নৃপ আইল ঘরে ।  
 জিজ্ঞাসিল হীরামনি না দেখী গোচরে ॥  
 শ্বগশ্ব<sup>১</sup> সজ্জোগে রানি দিলেক উস্তর<sup>২</sup> ।  
 মজারে<sup>৩</sup> ধরিল বিতপন শূকবর ॥  
 সিংহল রমনি কথা জিজ্ঞাসিল আমি ।  
 বলিল<sup>৪</sup> সে হংসতুল্য বকতুল্য তুমী ॥  
 পশ্চিমনি দিবসতুল্য তুমি তমিনসী ।  
 মাস্ত-ড<sup>৫</sup> প্রকাশে জদি হিন হয় সসি<sup>৬</sup> ॥  
 তোম শ্বামি স্যামনিশী ভাবেত জাচক ।  
 দিবসের মর্ম জেন<sup>৭</sup> ন জানে পেচক ॥  
 জদ্যাপি<sup>৮</sup> পশ্চিমত পক্ষী<sup>৯</sup> পূয়ে<sup>১০</sup> শূপশ্চিমত ।  
 এমত বলিতে<sup>১১</sup> মোর না হয় উচিত ॥  
 প্রিয়তমা<sup>১২</sup> হইলে পক্ষি সিরেত<sup>১৩</sup> বসাইব ।  
 বন টুটে শূক জেই কি কাষে পৈরিব<sup>১৪</sup> ॥

শূনি ক্রোধ হইল নৃপ আনল সমান ।  
 ন জানসি হীরামনি মোর ধন<sup>১৫</sup> প্রাণ ॥  
 অসত্যা<sup>১৬</sup> বচন কভু না কহে পশ্চিমত ।  
 শূক বদ্বন্দ্ব হইল তোম বদ্বিকল চরিত<sup>১৭</sup> ॥  
 কিবা মোর প্রাণ শূক দেও নাগমতি ।  
 নতুবা শূকের সঙ্গে হইবা শমপ্রতি<sup>১৮</sup> ॥  
 চন্দ্রাকার<sup>১৯</sup> ছিল ধরনি<sup>২০</sup> উবল<sup>২১</sup> বদন ।  
 গ্রহন লাগিল শূনে শ্বামির বচন ॥  
 নিৰ্বাহি হইল জদি<sup>২২</sup> প্রেমের সোহাগ ।  
 সেবার ছারিল জবে হইল দোহাগ<sup>২৩</sup> ॥  
 তিল এক দোসে প্রিয়া<sup>২৪</sup> হইল বিমন ।  
 শ্বামিক<sup>২৫</sup> আপনা বোলে সেই মূরুক জন<sup>২৬</sup> ॥

১ নিৰ্বাহি ২ জিজ্ঞাসিল ৩ শ্বগশ্ব ৪ দিল পদুস্তর ৫ মজারে  
 ৬ বদ্বিকলো ৭ মাস্ত-ড হএ সসী ৮ কভু ৯ জৈশ্বাপি ১০ পাখী  
 ১১ প্রিয় ১২ বলিতে ১৩ প্রিয়তমা ১৪ সীরে না ১৫ কন্যা কাটে  
 হেন সোনা কি কাজে পৈরিব ১৬ পশু ১৭ অজৈগ্য  
 ১৮ বদ্বিকল নিশ্চিত । এরপর অতিরিক্ত পংক্তি—  
 এ রাজ্য সম্পদ ধন মোর নাই কাজ ।  
 শূনি না ভদ্বিকল তুমী পাটেশ্বর রাজ ॥  
 সৈত্যবতি প্রানবুক না জইলা পদর ।  
 নিজ কুল প্রান রাখ শূক দিতা মোর ॥  
 ২০ হও গীয়া গতি ২১ চন্দ্র তুল্য ২২ ধনি ২৩ উবল ২৪ নিৰ্বাহি  
 ন হৈল জদি ২৫ হারাইল দোহাগ ২৬ পীয়া ২৭ শ্বামীরে  
 ২৮ সেহ মূরুক

আখেট নিৰ্বাহি যদি নৃপ আইল ঘরে ।  
 জিজ্ঞাসিল হীরামনি না দেখি গোচরে ॥  
 শ্বগব<sup>১</sup> সংযোগে রাণী ছিল পদুস্তর ।  
 মজারে<sup>২</sup> ধরিল বিতপন শূকবর ॥  
 সিংহল রমণী কথা জিজ্ঞাসিল আমি ।  
 বলে সেই হংসতুল্য বকতুল্য তুমি ॥  
 পশ্চিমনী দিবস তুল্য তুমি তম নিশি ।  
 মাস্ত-ড<sup>৩</sup> প্রকাশে জ্যোতি ক্ষীণ হয় শশী ॥  
 তোম শ্বামী শ্যাম নিশি ভাবেতে যাচক ।  
 দিবসের মর্ম কভু না বুঝে পেচক ॥  
 শূদ্যাপি পশ্চিমত পক্ষী<sup>৪</sup> প্রিয় শূপশ্চিমত ।  
 এমত বলিতে মোরে না হএ উচিত ॥  
 প্রিয়তমা হৈলে পক্ষী শিরে না বসাইব ।  
 কণ টুটে হেন শ্বব<sup>৫</sup> কি কাজে পৈরিব ॥ (জা. ৫)

শূনি ক্রোধ হৈল নৃপ আনল সমান ।  
 না জানসি হীরামনি মোর পশু প্রাণ ॥  
 অসত্য বচন কভু না কহে পশ্চিমত ।  
 শূকবদ্বন্দ্ব হৈল তই বদ্বিকল<sup>৬</sup> চরিত<sup>৭</sup> ॥  
 কিবা মোর প্রাণ শূক দাও নাগমতি ।  
 নতুবা শূকের সঙ্গে হও গিয়া সতী ॥ (জা. ৬)  
 চন্দ্রতুল্য ছিল ধনি উজ্বল বদন ।  
 গ্রহণ লাগিল শূনি শ্বামীর বচন ॥  
 নিৰ্বাহি হৈল যদি প্রেমের সোহাগ ।  
 সেবার ছারিল যবে হৈল দোহাগ ॥  
 তিল এক দোষে প্রিয় হৈল বিমন ।  
 শ্বামীরে আপনা বলে সেই মূরুক জন ॥

১. আ

শ্বগব<sup>১</sup> টীকা : আখেট নিৰ্বাহি—শিকার শেষ করে ; বিতপন—  
 সন্দর ; দোহাগ—দুর্ভাগ্য ; যাচক—ভিক্ষুক ;  
 সেবার...দোহাগ—সেবা যখন ত্যাগ করল তখন  
 দুর্ভাগ্য দেখা দিল ।

মন্তব্য : পশু শবকের অননুবাদ মোটামুটি মূলানুগ ।  
 মূলের একাদশ থেকে চতুর্দশ পংক্তিগুলি  
 অননুবাদে বর্জিত হয়েছে ।  
 ষষ্ঠ শবকের অননুবাদ মূলের তুলনায় অনেক  
 সংক্ষিপ্ত । দোহা অংশের অননুবাদ অননুপস্থিত ।

প্রভু প্রেম দয়াল গোরব<sup>১</sup> অনর্চিত ।  
 সেবা ভক্তি<sup>২</sup> গ্রাসমান অখণ্ড পীরিত ॥  
 পীরিত কাণ্ডন মধ্যে<sup>৩</sup> পরি গেল সীসা ।  
 গ্রাসে কম্পমান কন্যা<sup>৪</sup> হারাইল দিসা ॥  
 কথাত পাইব ষড়<sup>৫</sup> বর্গকের লাগ ।  
 পদনি মিশাইতে পারে সজোগ সহাগ<sup>৬</sup> ॥  
 জিজ্ঞাসিলা ধাঞরে শূকের বিবরণ ।  
 উত্তর দিলেক ধাঞ হই ক্রোধ মন<sup>৭</sup> ॥  
 নিসেদ করিলুম রিস না করিল মনে ।  
 এই রিসে নাস না হইছে কোন জনে<sup>৮</sup> ॥  
 রিসযুক্ত হই না<sup>৯</sup> দেখাস পাষু রাগে<sup>১০</sup> ।  
 পাপ রিস হোস্তে পদনি টুটএ সোহাগে ॥  
 ষামিক্রোধে গ্রাসযুক্ত জেই<sup>১১</sup> রিস হিন ।  
 তবে<sup>১২</sup> মূখচন্দ্র কভু<sup>১৩</sup> না হয় মলিন<sup>১৪</sup> ॥  
 এথেক বলিয়া ধাঞ আনি দিল শূক ।  
 শূক লই<sup>১৫</sup> আইলা দেবি<sup>১৬</sup> ষামির সমুখ ॥  
 মানমতি<sup>১৭</sup> হৈয়া মনে গর্ব না করিলুম ।  
 প্রভুর পীরিত ভাব মরম লইলুম ॥  
 জদি প্রাণপণে সেবা করো বারোমাস ।  
 এক রুণ্ড<sup>১৮</sup> দোসে করে সমলে বিনাস ॥  
 জেই গিম নল্ল করি দেয় তোমা আগে ।  
 তাহারে পরানে মার অতি অনুরাগে ॥  
 মিলন সংযোগ মাত্র ভিন্ন ভাব জিউ ।  
 দুরে থাকি তোমারে আদেশ পান পিউ ॥  
 মোর প্রভু করিয়া ভাবিলুম নিজ মনে ।  
 কিমর্ষি চাহিলুম পাছে আছে সর্বস্থানে<sup>১৯</sup> ॥  
 কিবা রানি কিবা দাসী<sup>২০</sup> কিবা অন্য জানি<sup>২১</sup> ॥  
 ষামি জাকে কৃপা<sup>২২</sup> করে সেই সে ভাজনি ॥  
 তোমাকে জিনিব কোনে<sup>২৩</sup> হারে ব্যাস ভোজ ।  
 আপনা করিল নাস পায় তোমা খোজ ॥

১ পূর্ব প্রেম দয়াল গর্ব ২ ভক্ত ৩ মাঝে ৪ দেবি ৫ স্বেপর্ণা  
 ৬ সোহাগ ৭ ক্রোধ হই মন ৮ নাস হইআছে কথ জন ৯ রিসজোজ  
 হৈলে না ১০ পাছ আগে ১১ হৈলে ১২ তার ১৩ তুল্য  
 ১৪ এর পর অতিরিক্ত পংক্তি—

তখনে কহিল আমি এ সব বৃত্তান্ত ।  
 রিসেতে আপনা নাস ক্রোধ হৈব কান্ত ॥

১৫ হস্তে ১৬ রানি ১৭ মানমত্ত ১৮ রুণ্ড ১৯ সর্বস্থানে ২০ কিব  
 দাসী কিবা রানি ২১ জানি ২২ দয়া ২৩ ক্রম

প্রভু প্রেম দয়াল গরব অনর্চিত ।  
 সেবাভক্তি গ্রাসযুক্ত<sup>১</sup> অখণ্ড পিরীত ॥  
 পিরীত কাণ্ডন মধ্যে পড়ি গেল সীসা ।  
 গ্রাসে কম্পমান কন্যা হারাইল দিশা ॥  
 কোথাত পাইব স্বর্ণবর্গকের লাগ ।  
 পদনি মিশাইতে পারে সংযোগ সোহাগ ॥ (জা. ৭)  
 জিজ্ঞাসিলা ধাঞরে শূকের বিবরণ ।  
 উত্তর দিলেক ধাঞ হৈয়া ক্রোধ মন ॥  
 নিষেধ করিল রিষ না করিও মনে ।  
 এই রিষে নাশ হইয়াছে কত জনে ॥  
 রিষযুক্ত হৈলে না দেখে পাছু আগে ।  
 পাপরিষ হোস্তে পদনি টুটএ সোহাগে ॥  
 স্বামী ক্রোধ গ্রাসযুক্ত যেই রিষহীন ।  
 তার মূখচন্দ্র কভু না হয় মলিন ॥ (জা. ৮)  
 এথেক বলিয়া ধাঞ আনি দিলা শূক ।  
 শূক হস্তে আইলা দেবি স্বামীর সমুখ ॥  
 মানমতী হইয়া মনে গর্ব না করিলুম ।  
 প্রভুর পিরীতিভার মরমে লইলুম ॥  
 যদি প্রাণপণে সেবা করো বারমাস ।  
 এক রুণ্ড দোষ কৈলে সমলে বিনাশ ।  
 যেই গিম নল্ল করি দেয় তোমা আগে ।  
 তাহারে পরাণে মার অতি অনুরাগে ॥  
 মিলন সংযোগ মাত্র ভিন্ন ভাব জিউ ।  
 দুরে থাকি তোমার আদেশে প্রাণ পিউ ॥  
 মোর প্রভু করিয়া ভাবিলুম নিজ মনে ।  
 কিমর্ষি চাহিল পাছে আছে সর্ব স্থানে ॥  
 কিবা রাণী কিবা দাসী কিবা অন্যজনী ।  
 প্রভু যারে কৃপা করে সেই সে ভাজনি ॥  
 তোমারে জিনিবে কোন হারে ব্যাস ভোজ ।  
 আপনা করিলে নাশ পায় তোমা খোজ ॥ (জা. ৯)

১. আ

শব্দার্থ টীকা : সোহাগ—আদর, সোনা শূন্য করা হয় যে কবুত্ব দিয়ে ।

রিষ—ঈর্ষা গিম—গ্রীবা

ভাজনি—ভাগ্যবতী

ব্যাস ভোজ—ব্যাসদেব ও ভোজরাজ । মূলে আছে  
 বরমুতি ও ভোজ ।

## রাজা-শুক সংবাদ খণ্ড

যদুনিয়া নৃপতি আর না দিলা উত্তর ।  
 তার পাছে যদুকেত পদুছিল নৃপবর<sup>১</sup> ॥  
 সথ্য<sup>২</sup> কহ যদুকবর সথ্য কহ মূল ।  
 সথ্যর কারণে তোর বদন রাতুল ॥  
 সথ্যেত বাসিছে খ্রীষ্টী<sup>৩</sup> সথ্যবাদি জন ।  
 সথ্য হোস্তে লক্ষি বস জানিগ কারণ ॥  
 জথা সথ্য তথাত সাহস সিদ্দি<sup>৪</sup> পাঞ ।  
 সথ্য হোস্তে সতি নারি যামি<sup>৫</sup> সপ্পে জাঞ ॥  
 সথ্য হোস্তে মথ্যবাদি<sup>৬</sup> দুই জগ তরে ।  
 সথ্যবাদি জনেরে জগতে সেনেহ<sup>৭</sup> করে ॥  
 পশ্চিমত চতুর তুমি সথ্য কহ মোরে ।  
 কিসের কারণে দেখি<sup>৮</sup> লুকাইল তোরে ॥  
 নৃপতির মুখে<sup>৯</sup> হেন যদুনিয়া উত্তর ।  
 ভক্তিভাবে পদুস্তর দিল যদুকবর ॥  
 সথ্যের কারণে প্রাণ জাউক নরনাথ<sup>১০</sup> ।  
 পশ্চিমতে<sup>১১</sup> অসথ্য বচনে বজ্রঘাত<sup>১২</sup> ॥  
 সমুদ্রে বহিষ্টে মথ্যে<sup>১৩</sup> সথ্য জে কাণ্ডার ।  
 বিনি সথ্য বলে উত্তরিতে নারে পার ॥  
 সথ্য সাক্ষি করি নিকলিল<sup>১৪</sup> এই পশ্চে ।  
 সিংগল ম্বিপের<sup>১৫</sup> রাজবালা গৃহ হোস্তে<sup>১৬</sup> ॥  
 রূপেগদনে পশ্চাবতি রাজার কুমারি ।  
 পরম সোন্দর<sup>১৭</sup> তনু বিধি<sup>১৮</sup> অবতারি ॥  
 আর জথ পশ্চামিনি<sup>১৯</sup> আছে সেই দিপে ।  
 তার প্রতিবিন্দু<sup>২০</sup> সব জানিও সরূপে ॥  
 সিস নিসকলকে মুখ<sup>২১</sup> পঞ্চজ্ঞ যানি<sup>২২</sup> ।  
 কনক যদুগন্দি তনু স্বাদস বাহিনি<sup>২৩</sup> ॥  
 হিরামনি যদুক মুই<sup>২৪</sup> তান<sup>২৫</sup> প্রিয়া পাখী ।  
 পাইল মনিস্য সচ<sup>২৬</sup> হুদে হইল আখি ॥

যদুনিয়া নৃপতি আর না দিল উত্তর ।  
 তার পাছে যদুকেত পদুছিল নৃপবর ॥  
 সত্য কহ যদুকবর সত্য কহ মূল ।  
 সত্যের কারণে তোর বদন রাতুল ॥  
 সত্যেত বাসিছে সৃষ্টি সত্যবাদী জন ।  
 সত্য হোস্তে লক্ষ্মী বশ জানিও কারণ ॥  
 যথা সত্য তথাত সাহস সিদ্ধি পায় ।  
 সত্য হোস্তে সতী নারী স্বামী সপ্পে যায় ॥  
 সত্য হোস্তে সত্যবাদী দুই জগে তরে ।  
 সত্যবাদী জনেরে জগতে সেনহ করে ॥  
 পশ্চিমত চতুর তুমি সত্য কহ মোরে ।  
 কিসের কারণে দেবী লুকাইল তোরে ॥ (জা. ১)  
 নৃপতির মুখে হেন যদুনিয়া উত্তর ।  
 ভক্তিভাবে পদুস্তর দিল যদুকবর ॥  
 সত্যের কারণে প্রাণ যাউক নরনাথ ।  
 পশ্চিমতের অসত্য বচন বজ্রঘাত ॥  
 সমুদ্রে বহিষ্ট মাঝে সত্য সে কাণ্ডার ।  
 বিনি সত্য বলে উত্তরিতে নারে পার ॥  
 সত্য সাক্ষী করি নিঃসরিল<sup>১</sup> এই পশ্চে ।  
 সিংহল ম্বীপের রাজ-বালা গৃহ হোস্তে ॥  
 রূপে গুণে পশ্চাবতী রাজার কুমারী ।  
 পরম সুন্দর তনু বিধি অবতারি ॥  
 আর যত পদুমিনী আছে সেই ম্বীপে ।  
 তার প্রতিবিন্দু হেন জানিও স্বরূপে ॥  
 শশি নিস্কলকে মুখ পঞ্চজ্ঞ-নয়ানী ।  
 কনক স্দুগন্দি তনু দুআদশ বাণী ॥  
 হীরামণি যদুক মুই<sup>২</sup> তার প্রিয় পাখী ।  
 পাইল মনুষ্য শব্দ হুদে হৈল আখি ॥ (জা. ২)

১ পদুছিল নিপবর ২ সৈত্য ; সবহই সৈত্য । ৩ খ্রীষ্টী ৪ সীক্ষি  
 ৫ স্বামী ৬ সৈত্য জান ৭ দয়া ৮ সেবি ৯ নিপতির মুকে ১০ নর-  
 নাথ ১১ পশ্চিমতের ১২ বজ্রঘাত ১৩ বহিষ্ট মাঝে ১৪ নিকলিলম  
 ১৫ সীংগল ম্বিপের ১৬ গ্রিহ হোস্তে ১৭ সোন্দর ১৮ বিধি ১৯ পশ্চা-  
 বতি ২০ প্রতি বিন্দু ২১ কৈন্যা ২২ পঞ্চজ্ঞ নয়ান ২৩ সোআদস  
 বরনি ২৪ আমী ২৫ তার ২৬ সন্ধ্য

১. আ ২. ক

শব্দার্থ টীকা : পদুছিল—প্রশ্ন করল, রাতুল—লাল, কাণ্ডার—দাঁড়  
 মন্তব্য : প্রথম স্তবকের অনুবাদে মূল্যের অসত্য নিন্দনের  
 প্রসঙ্গগদল অনুবাদে নেই । ম্বিতীয় স্তবকের  
 অনুবাদে সত্যের দাঁড় বেয়ে সংসার-সমুদ্রে পার  
 হবার চিত্রকল্পটি আলাওলের সংযোজনা ।



যুকে বাখানিল জদি রানি পদ্মাবতী ।  
সেই পশ্বে ওলি হইয়া<sup>১</sup> ভুলিল নৃপতি ॥  
নিকটে আইল<sup>২</sup> মোর পক্ষি পয় তুস<sup>৩</sup> ।  
পদনরূপি কহ সেই কথা অন্যবস<sup>৪</sup> ॥  
কি নাম নৃপতি কোন মত সেই দেশ ।  
বিবেচিয়া<sup>৫</sup> কহ পদনি কথা শ্ববিসেস<sup>৬</sup> ॥  
কোন<sup>৭</sup> মত রূপ গদন পদ্মাবতী রামা ।  
জ্বর সজোগ কিবা করৈক<sup>৮</sup> উপামা ॥

এথেক শূনিয়া যুকে বলে সর্বিনয়<sup>৯</sup> ।  
সিগল চিত্রিষপ তুল্য<sup>১০</sup> যদন মোহাসয় ॥  
যদরূপ সন্টব<sup>১১</sup> যদক বিশ্বদ<sup>১২</sup> দেখীয়া ।  
সেই দেসে গেল কেহ ন রাইসে ফিরিয়া ॥  
ছাতিস বরনে ঘরে ঘরে পদ্মামিনি ।  
সতত<sup>১৩</sup> বসন্ত তথা দিবস রজনী ॥  
নানাবস<sup>১৪</sup> উদ্যান<sup>১৫</sup> পদনি ত ফলফুল ।  
কদরূপ দগুগুন্দ তথা সপন সমতুল ॥  
পতি গন্দম্ব্য সেন<sup>১৬</sup> তথা রাজস্বর<sup>১৭</sup> ॥  
অপচরা বেষ্টিত<sup>১৮</sup> জেহেন পদরাস্পর ॥  
যদকুমারি পদ্মাবতী সেই রাজসুতা ।  
জিনিয়া সকল শ্বীপ<sup>১৯</sup> জেন গদনযুতা ॥  
পদ্মাবতী সাক্ষাতে রমনি কুল সোভা<sup>২০</sup> ।  
মিহির প্রভাবে জেন নিসা করে<sup>২১</sup> প্রভা ॥

শূনিয়া কন্যার রূপ নৃপ<sup>২২</sup> উল্লাসিত ।  
প্রেমভাবে সরির<sup>২৩</sup> হইল পদলিকিত ॥  
পাশ্চিমতের বচন জানিয়<sup>২৪</sup> সব সার ।  
চিত্ররূপে রাইলেক হৃদয় মাজার ॥  
মহন মদুরতি<sup>২৫</sup> জদি মখে প্রবেসীল<sup>২৬</sup> ।  
ঘটে পদন হইয়া<sup>২৭</sup> যদা হৃদে প্রকাশিল<sup>২৮</sup> ॥

শুকে বাখানিল যদি রাণী পদ্মাবতী ।  
সেই পশ্বে অলি হৈয়া ভুলিল নৃপতি ॥  
নিকটে আইসহ মোর পক্ষী প্রিয়তম ।  
পদনরূপি কহ সেই বচন উত্তম ॥  
কি নাম নৃপতি কোন মত সেই দেশ ।  
বিবারণা<sup>১</sup> কহ পদনি কথা সর্বিশেষ ॥  
কোন মত রূপ গদন পদ্মাবতী রামা ।  
জ্বর-সংযোগ কিবা কলিকা উপমা ॥ ( জা. ৩ )

এথেক শূনিয়া শুকে বলে সর্বিনয় ।  
সিংহল চিত্রিবতুল্য শূন মহাশয় ॥  
সদরূপ সৌষ্ঠব সদুখ বিশদ দেখিয়া ।  
সেই দেশে গলে কেহ না আইসে ফিরিয়া ॥  
ছাতিগ বরণ ঘরে ঘরে পদমিনি ।  
সতত বসন্ত তথা দিবস রজনী ॥  
নানা বর্ণ উদ্যান পূর্ণিত ফল ফুল ।  
কদরূপ দগুগুন্দ তথা শ্বপন সমতুল ॥  
নৃপতি গন্দম্বসেন তথা রাজ্যেশ্বর ॥  
অসরা বেষ্টিত যেহেন পদরাস্পর ॥  
সদকুমারী পদ্মাবতী সেই রাজসুতা ।  
জিনিয়া সকল শ্বীপ মাঝে<sup>২</sup> গদনযুতা ॥  
পদ্মাবতী সাক্ষাৎ রমণীকুল শোভা ॥  
মিহির প্রভাবে যেন নিশাকর প্রভা ॥ ( জা. ৪ )

শূনিয়া কন্যার রূপ নৃপ উল্লাসিত ।  
প্রেমভাবে শরীর হইল পদলিকিত ॥  
পাশ্চিমতের বচন জানিল সব সার ।  
চিত্ররূপে রাইলেক হৃদয় মাঝার ॥  
মোহন মদুরতি যদি হৃদে প্রবেশিল ।  
ঘট পূর্ণ হই জ্যোতি মনে প্রকাশিল ॥

১. আ ২. ক

১ রলি হই ২ আইসহ ৩ প্রিয়তম ৪ পদনি ববি কহ মোরে বচন উত্তম  
৫ বিচারিয়া ৬ কথা সে বিসেস ৭ কন ৮ কোরক ৯ বোলে সর্বিনয়  
১০ সীপাল চিত্রিষপ কথা ১১ সরূপ সন্টব ১২ বিশ্বদ ১৩ সতেত  
১৪ উদ্ভান ১৫ নিপতি গন্দম্ব সেন ১৬ নরেশ্বর ১৭ বিষ্টিত  
১৮ দিপ ১৯ সভা ২০ নিসাকর ২১ নেপ ২২ বিরহ ২৩ শূনিলা  
২৪ মোহন মদুরতি ২৫ হৃদে প্রবেসীল ২৬ ঘট পদনি হই ২৭ মনে  
প্রকাশীল

মন্তব্য : তৃতীয় শতকের অনুবাদ মূলের তুলনায় অনেক  
সংক্ষিপ্ত । মূলের সৌন্দর্য-ব্যাকুলতা অনুবাদে নেই ।  
চতুর্থ শতকের অনুবাদে মূলের প্রয়োদশ ও চতুর্দশ পংক্তি  
দুটি বর্জিত । মূলে আছে নানা দেশ থেকে পদ্মাবতীর  
জন্য সম্বন্ধ আসার কথা এবং গর্ভিত রাজা গন্দম্বসেনের  
সে সম্পর্কে উপেক্ষা ।

চিত্তের ১ নয়ানে বিলোকিল<sup>২</sup> রূপ ছায়া ।  
 জল মিন দম্ব<sup>৩</sup> জেন রক্ত কায় ॥  
 অনাহত চক্র মধ্যে<sup>৪</sup> প্রেমের অক্ষর<sup>৫</sup> ।  
 রূপ রস বাক্য জ্বালে<sup>৬</sup> সিঞ্চিল<sup>৭</sup> প্রচুর ॥  
 সাখা পত্র বারিয়ারা পাতালে গেল মূল ।  
 অবশেষে ন জানি কি ধরে ফল ফুল ॥  
 তিন লোক<sup>৮</sup> বিচারিরা মনে কল্যা<sup>৯</sup> সার ।  
 প্রেমের তুলনা<sup>১০</sup> দিতে বস্তুর নাই যার<sup>১১</sup> ॥  
 যুদ্ধে বলে<sup>১২</sup> প্রেম বাক্য<sup>১৩</sup> না বল<sup>১৪</sup> গোশাই ।  
 প্রেম তুল কটীন সংসারে<sup>১৫</sup> কিছুর নাই ॥  
 আহার দেখিয়া পাকি মনে করে বস<sup>১৬</sup> ।  
 পশ্চাতে বাঝিলে<sup>১৭</sup> ফান্দে বরহি ককস<sup>১৮</sup> ॥  
 প্রেম ফান্দে বাঝিলে প্রেমের তরে আশ<sup>১৯</sup> ।  
 জবে করে ভাবকে সমূলে আত্মনাশ<sup>২০</sup> ॥  
 শূনিয়া<sup>২১</sup> কহিলা রাজা ছারিআ নিবাস ।  
 না বল পশ্চিভত হেন বচন নৈরাস ॥  
 প্রেমের কটিন দৃষ্ক জেই জনে শহে ।  
 দুই জগতরে হেন নিতি শাস্ত্র<sup>২২</sup> কহে ॥  
 দৃষ্কের অন্তরে রাখিয়াছে প্রেম নিধি ।  
 দৃষ্ক প্রেম<sup>২৩</sup> সহে জাক<sup>২৪</sup> পরসন বিধি ॥  
 দৃষ্ক দেখী প্রেমপশ্বে না করে গমন ।  
 সংসারেত নিব্বার্থে আইলু সেই জন ॥  
 এবে মূই প্রেমপশ্বে চলিমু নিশ্চয় ।  
 পায় না টেলিয়া দৃষ্ক সিস্য কর মোহাসর<sup>২৫</sup> ॥  
 প্রিওথমা দরসনে<sup>২৬</sup> বিনা মাত্র দৃষ্ক ।  
 নয়ন গোচরে হইলে অতুলিত শৃষ্ক<sup>২৭</sup> ॥  
 মস্তক আপাদ আদি অলংকার রূপ ।  
 একে একে কহ শৃষ্ক<sup>২৮</sup> বচন সরূপ<sup>২৯</sup> ॥  
 যুদ্ধে বোলে আএ প্রভুর কর অবদান ।  
 যূনিলে সে রূপ কথা হিন হৈব জ্ঞান<sup>৩০</sup> ॥

চিত্তের নয়ানে বিলোকিল রূপ ছায়া ।  
 জল বিন্দু মীন যেন রক্ত বিন্দু কায় ॥  
 অনাহত চক্র মধ্যে প্রেমের অক্ষর ।  
 রূপ রসে বাক্যজ্বালে সিঞ্চিল প্রচুর ॥  
 সাখাপত্র বারিয়ারা পাতালে গেল মূল ।  
 অবশেষে না জানি কি ধরে ফল ফুল ।  
 তিন লোক বিচারিরা মনে কৈল সার ।  
 প্রেমের তুলনা দিতে বস্তুর নাই আর ॥ (জা. ৫)  
 শুদ্ধে বলে প্রেমবাক্য না বল গোসাঞি ।  
 প্রেমতুল্য কটিন সংসারে কিছুর নাই ॥  
 আহার দেখিয়া যেন পক্ষী মনে রস ।  
 পশ্চাতে বাজিলে ফান্দে বড়ই ককশ ॥  
 প্রেমফান্দে বাজিলে মূর্ত্তির নাই আশ ।  
 যবে করে ভাবকে সমূলে আত্মনাশ ॥ (জা. ৬)  
 শূনিয়া কহিল রাজা ছাড়িয়া নিব্বাস ।  
 না বল পশ্চিভত হেন বচন নৈরাস ॥  
 প্রেমের কটিন দৃষ্ক যেই জনে সহে ।  
 দুই জগ তরে হেন নীতিশাস্ত্রে কহে ॥  
 দৃষ্কের অন্তরে রাখিয়াছে প্রেমনিধি ।  
 প্রেম দৃষ্ক সহে যেবা পরসন বিধি ॥  
 দৃষ্ক দেখি প্রেম পশ্বে না করে গমন ।  
 সংসারেত নিব্বার্থে আইল সেই জন ॥  
 এবে মূই প্রেমপশ্বে চলিমু নিশ্চয় ।  
 পায় না টেলিও শিষ্য গুরু মহাশয় ॥  
 প্রিয়তমা দরশন বিনি মাত্র দৃষ্ক ।  
 নয়ান গোচরে হৈলে অতুলিত শৃষ্ক ॥  
 মস্তক আপাদ আদি অলংকার রূপ ।  
 একে একে কহ শৃষ্ক বচন স্বরূপ ॥ (জা. ৭)

শব্দার্থ টীকা : ভাবক—প্রিয়ক ; আত্মনাশ—আত্মনাশ  
 পরসন—প্রসন্ন ; অনাহত চক্র—তন্ত্রসাধনার  
 ক্রিয়াক্রমস্থিত পদ্য ।

১ চিত্তের ২ বিলোকিল ৩ জল মীন দম্ব লীন ৪ চক্র মাজে ৫ অক্ষর  
 ৬ বাক্যজ্বালে ৭ সিঞ্চিল ৮ ত্রিভুবন ৯ কৈল্য ১০ তুলনা ১১ আর  
 ১২ বোলে ১৩ বাক্য ১৪ বোলে ১৫ সংসারে ১৬ আহার দেখীআ  
 জেন পাকি মনে রস ১৭ প্রচাতে বাজিলে ১৮ ককস ১৯ প্রেমফান্দে  
 বাজিলে মূর্ত্তির নাই আশ ২০ আত্মনাশ ২১ শূনিয়া ২২ সাশ্র  
 ২৩ প্রেম দৃষ্ক ২৪ জেই ২৫ পটক করহ মোরে গুরু মোহাসর  
 ২৬ প্রিয়তম অরসন ২৭ নয়ান গোচর হৈলে অতুলিত শৃষ্ক ।  
 ২৮ শৃষ্ক ২৯ সরূপ ৩০ শেষ পংক্তি দুটি বাংলা একাডেমির পুঁথিতে  
 অনূপস্থিত ।

মন্তব্য : পঞ্চম স্তবকের অনুবাদে মূলের 'প্রেমের অক্ষর'  
 অবলম্বনে আলাওল শাখা পত্রের চিত্রকল্পে তাকে পঙ্কজিত  
 করেছেন। কিন্তু মূলের চন্দ্র-রাহু, সূর্য-কমল, পদ্ম-  
 ক্রমের রূপকগুলি বাদ গেছে। ষষ্ঠ স্তবকে মূলের প্রেম-  
 তন্ত্র সম্পর্কে সূর্য-শৃষ্ক-ভাষণ অনুবাদে অনেক সংক্ষিপ্ত।

# নখশিখ খণ্ড বা পদ্মাবতী রূপ-বর্ণন খণ্ড

পদ্মাবতী রূপ কি কহিমু মোহারাজ ।  
তুলনা দিবারে নাহি তিন লোক<sup>১</sup> মাজ ॥  
অপাদলশ্বিত কেশ কস্তুরী সৌরভ ।  
মহা অন্দ করে<sup>২</sup> মন দৃষ্টী পরাভব<sup>৩</sup> ॥  
অলি পিক ভুঞ্জগ<sup>৪</sup> চামর জলধর ।  
স্যামতা সৈষ্ঠভ<sup>৫</sup> কেহ নহে সমস্বর ॥  
ত্রিগুন সগার<sup>৬</sup> বিনি ভোবন মোহন<sup>৭</sup> ।  
এক গদনে ডঙসীতে পারয় ত্রিভোবন<sup>৮</sup> ॥  
বিরজিত<sup>৯</sup> কৃষ্ণদ্ব গদামিত<sup>১০</sup> মৃত্তাহার ।  
স্বগন<sup>১১</sup> জলধি জেন তারক সগার ॥

তার মধ্যে সীমন্ত<sup>১২</sup> খণ্ডের ধারা জিনি ।  
বলাহক মধ্যে জেন<sup>১৩</sup> স্থির সৈদামিনী<sup>১৪</sup> ॥  
শর্গ হতে<sup>১৫</sup> আসীতে জাইতে মনরথ ।  
শ্রীজিলা অরণ্য মধ্যে<sup>১৬</sup> মোহাবুক পথ ॥  
সেই পশ্চে বাটআর বৈসে অনর্দদিন ।  
কুটীল অলখা পাসে রক্ত বেষ্ট<sup>১৭</sup> চিন ॥  
কিবা কসটির মধ্যে<sup>১৮</sup> ষর্ন রেখাকার<sup>১৯</sup> ।  
জম্বনার<sup>২০</sup> মাজে কিবা স্বরশ্বরী ধার ॥  
জন্মান্তরে বাণ্ডা সীম<sup>২১</sup> হইতে সহসাত ।  
ত্রিবেণী উপরে জেন ধরিছে করাত ॥  
কিবা মদুখ চন্দ্র আখি অরুন দেখীয়া ।  
হ্রাসে ফাটীয়াছে<sup>২২</sup> জেন তিমিরের হিয়া ॥  
কার শক্তি আছে সেই পশ্চে জাইবার ।  
রুধির মিশ্রিত জেন তিত্ব<sup>২৩</sup> খণ্ডধার ॥  
কদাচিত কেহ জাঁদ জাএ গম্ব্য<sup>২৪</sup> আসে ।  
মন বন্দী হয় তার অলখার ফাসে<sup>২৫</sup> ॥

১ ত্রিলোক ২ অন্দকার ৩ অলি পীক ভুঞ্জগ ৪ শ্রেষ্ঠব ৫ তিন গদন  
সজোগ ৬ ভুবন মোহন ৭ ত্রিভুবন ৮ বিরচিত ৯ গদীত ১০ সঘন  
১১ প্রিমন্ত ১২ কিবা ১৩ সদামিনী ১৪ স্বর্গ হতে ১৫ প্রিজিছে  
অর্ন্য মাজে ১৬ বেষ্ট রক্ত ১৭ কুটীর মাজে ১৮ ষ্ণর্ন রেখাকার  
১৯ জম্বনার ২০ রক্ষ্মান্তরে বাণ্ডা সীম ২১ ত্রিবেণী ২২ ফাটীয়াছে  
২৩ গম্ব্য ২৪ অলেখার ফাসে ।

পদ্মাবতী রূপ কি কহিমু মহারাজ ।  
তুলনা দিবারে নাহি তিন লোক মাক ॥  
আপাদলশ্বিত কেশ কস্তুরী সৌরভ ।  
মহা অন্দ করে মন দৃষ্ট পরাভব ॥  
অলি পিক ভুঞ্জগ চামর জলধর ।  
স্যামতা সৌষ্ঠব কেহ নহে সমসর ॥  
ত্রিগুন সগারে বেণী ভুবন মোহন ।  
এক গুণে ধর্নসিতে পারয় ত্রিভুবন ॥  
বিরচিত কৃষ্ণদ্ব গদামিত মৃত্তাহার ।  
সঘন জলধি যেন তারকা সগার ॥ ( জা. ১ )

তার মধ্যে সীমন্ত খণ্ডের ধার জিনি ।  
বলাহক মধ্যে কিবা স্থির সৌদামিনী ॥  
স্বর্গ হোশ্চে আসিতে যাইতে মনোরথ ।  
সুজিলা অরণ্য মাঝে মহাসুক্ষ্ম পথ ॥  
সেই পশ্চে বাটোয়ার বৈসে অনর্দদিন ।  
কুটিল অলকা পাশে ব্যক্ত রক্তচিন ॥  
কিবা কসটির মাঝে স্বর্গ রেখাকার ।  
যম্বনার মধ্যে কিবা স্বরশ্বরী ধার ॥  
জন্মান্তরে বাঙ্কাসীম হৈতে সহসাত ।  
ত্রিবেণী উপরে যেন ধরিছে করাত ॥  
কিবা মদুখ চন্দ্র-আখি অরুণ দেখীয়া ।  
হ্রাসে ফাটীয়াছে যেন তিমিরের হিয়া ॥  
কার শক্তি আছে সেই পশ্চে যাইবার ।  
রুধির মিশ্রিত যেন তীক্ষ্ম খণ্ডধার ॥  
কদাচিত কেহ যদি যায় গম্ব্য আশে ।  
মন বন্দী হয় তার অলকার ফাসে ॥ ( জা. ২ )

মন্তব্য : প্রথম স্তবকের অনুবাদের শেষ দুটি পংক্তি  
আলাওলের নিজস্ব, মূলে নেই। আবার মূলের স্বর্গমর্ত্য  
আধার হয়ে আসা আলোয়িত কৃষ্ণতলের সৌন্দর্যব্যাঞ্জি  
অনুবাদে নেই।

দ্বিতীয় স্তবকের অনুবাদে মূলানুসরণ সত্ত্বেও কিছু  
নতুন কথা আছে। মদুখচন্দ্র দেখে তিমিরের হৃদয়  
বিদ্যারণের চিত্রকণ্ঠটি মূলে নেই। অলকা বা চুলের ফাসে  
মন বন্দী হওয়ার কথাও নতুন।

ভাগ্যের উদয়স্থল<sup>১</sup> ললাট স্বন্দর<sup>২</sup> ।  
 শ্বিতীয়ার<sup>৩</sup> চন্দ্র জিনি অতি মনুহর ॥  
 বালক চন্দ্রমা অঙ্গ বারে দিনে দিন ।  
 মোহন ললাটে নিখ্য<sup>৪</sup> ভাগ্যবিধি<sup>৫</sup> চিন্ ॥  
 কেমতে বলিব<sup>৬</sup> ভাল তুলন ময়ংক ।  
 শ্বকলক্ষ<sup>৭</sup> চন্দ্রমা ললাটে নিশ্বকলক্ষ ॥  
 কুহু রাহু করে চন্দ্র অলপ গরাস<sup>৮</sup> ।  
 মোহন ললাটচন্দ্র সতত প্রকাশ<sup>৯</sup> ॥  
 খেনেকে আলপ চন্দ্র ক্ষেনেকে বিদিত ।  
 প্রসিদ্ধ ললাটচন্দ্র সদা প্রকাশীত ॥  
 মৃগমদ তিলক সিন্দুর চারিপাস ।  
 চন্দ্রমা উপরে রাহু মিহির গরাস ॥<sup>১০</sup>  
 শ্রেতবিন্দু কপালেত উগয় জ্বনে<sup>১১</sup> ।  
 মৃকুতা আইল কিবা ভাগি সম্বাসনে<sup>১২</sup> ॥  
 জাহার ললাটে পুন্ন ভাগ্যের উদয় ।  
 সেই ত<sup>১৩</sup> ললাটে হইল<sup>১৪</sup> সজোগ নিশ্চয় ॥  
 কামের কুদন্দ<sup>১৫</sup> ভুরু অলক্য সম্বান ।  
 জাহাকে হেরয় তার লও এ<sup>১৬</sup> পরান ॥  
 ভুরু ভাগি<sup>১৭</sup> দেখি কাম হইয়া অতনু ।  
 লজ্যা পাই তেজিল স্বমশ্বর<sup>১৮</sup> ধনু ॥  
 ভুরুচাপ গুনজন<sup>১৯</sup> বিসিক কটাক্ষ ।  
 গ্রিভোবন<sup>২০</sup> সাসিল করিয়া সেই লক্ষ ॥  
 কদাচিত গগনে উগীল ইন্দ্রধনু ।  
 ভুরুভঙ্গ দরসে লোকায়<sup>২১</sup> নিজ তনু ॥  
 ভুরুর ভাগিমা হেরি ভুজঙ্গ সকল ।  
 ভাবিয়া চিন্তিয়া মনে গেল রসাতল ॥

ভাগ্যের উদয়স্থলী ললাট স্বন্দর ।  
 শ্বিতীয়ার চন্দ্র জিনি অতি মনোহর ॥  
 বালক চন্দ্রমা অঙ্গ বাড়ে দিনে দিন ।  
 মোহন ললাটচন্দ্র ভাগ্যবিধি চিন্ ॥  
 কেমতে বলিমু ভাল তুলনা ময়ংক ।  
 সকলক্ষ চন্দ্রমা ললাটে নিশ্বকলক্ষ ॥  
 কুহু রাহু করে চন্দ্র আলোপ গরাস ।  
 মোহন ললাটচন্দ্র সতত প্রকাশ ॥  
 খেনেক আলোপ চন্দ্র খেনেক বিদিত ।  
 প্রসিদ্ধ ললাট চন্দ্র সদা প্রকাশিত ॥  
 মৃগমদ-তিলক সিন্দুর চারিপাশ ।  
 চন্দ্রমা উপরে রাহু মিহির গরাস ॥  
 শ্বেতবিন্দু ললাটেত উগএ যখনে ।  
 মৃকুতা আইল কিবা স্নাত্ সম্বাষণে ॥  
 যাহার ললাটে পুণ্য ভাগ্যের উদয় ।  
 সেই সে ললাটে হইব সংযোগ নিশ্চয় ॥ ( জা. ৩ )  
 কামের কোদন্দ ভুরু অলক্ষ্য সম্বান ।  
 যাহারে হেরএ তার হানএ পরাণ ॥  
 ভুরুভাগি দেখি কাম হইলা অতনু ।  
 লজ্যা পাই তেজিল কুসুম শরধনু ॥  
 ভুরুধনু গুণাজন বিশিখ কটাক্ষ ।  
 গ্রিভবন শাসিল করিয়া সেই লক্ষ ॥  
 কদাচিত গগনে উগিলে ইন্দ্রধনু ।  
 ভুরুভঙ্গ দরশনে লুকায় নিজতনু ॥  
 ভুরুর ভাগিমা হেরি ভুজঙ্গ সকল ।  
 ভাবিয়া চিন্তিয়া মনে গেল রসাতল ॥ ( জা. ৪ )

১ উদয় স্থল ২ সোন্দর ৩ দ্বিতীয়ার ৪ চন্দ্র ৫ নিখি ৬ বনিম  
 ৭ সকলক্ষ ৮ অলপে গরাসে ৯ সতত প্রকাশে ১০ চন্দ্রমা উপরে  
 মিহি রাহুর গরাস । ১১ জ্বন ১২ সম্বাসন ১৩ সেই সে ১৪ হৈব  
 ১৫ কুদন্দ ১৬ হানএ ১৭ ভুরুভঙ্গ ১৮ কুসুমধর ১৯ ভুরুধনু  
 গুণাজন ২০ গ্রিভবন ২১ লুকায়

শব্দার্থ টীকা : ময়ংক—মৃগাংক বা চন্দ্র

কুহু রাহু—অমা এবং রাহু

আলোপ গরাস—গ্রাসাবলুপ্ত

উগএ—উদিত হয় ; বিশিখ—তীর

কোদন্দ—ধনুক, গুণাজন—কাজল রাখার ছিলা ।

মন্তব্য : তৃতীয় শ্লোকের অনুবাদে 'ভাগ্যের উদয়স্থলী' কথাটি আলাওলের নব সংযোজন । আবার মূলে ললাটকে কখনও  
 সূর্য, কখনও চন্দ্রের চেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করা হয়েছে, কিন্তু আলাওল প্রথানুযায়ী ললাটকে চন্দ্রের সঙ্গেই উপমিত  
 করেছেন । মূলে ললাট-তিলককে শ্রুবতারার সঙ্গে তুলনা করে যে রাজকীয় মর্যাদা দেওয়া হয়েছে অনুবাদে তা সম্পূর্ণ  
 বর্জিত । তৃতীয় শ্লোকের দোহা অংশের অনুবাদ আলাওলে নেই । রাজার প্রেমাকুলতা অনুবাদে বর্জিত । চতুর্থ  
 শ্লোকের দু বর্ণনা প্রসঙ্গে মূলের হিন্দু পৌরহিতিক দৃষ্টান্তগুলি অনুবাদে সদৃশবলে অদৃশ্য ।

প্রভারন বস আখী ষ্ঢ়ারন নিম্নল ।  
 লাজে ভেল জনান্তরে পম্ব<sup>১</sup> নিলদুতফল ॥  
 কাননে কদরগ জলে সফরী<sup>২</sup> ল্দাকিত ।  
 খজন গজন নেত্র অজনে<sup>৩</sup> রঞ্জিত ॥  
 অসীতা<sup>৪</sup> পোতালি ষ্ঢ়ভে<sup>৫</sup> রত্ন সিতাস্তর<sup>৬</sup> ।  
 ভুলিত<sup>৭</sup> কমল রসে নিশ্চএ<sup>৮</sup> ভমর ॥  
 কিঞ্জিত লোকিত<sup>৯</sup> মাত্র উথলে<sup>১০</sup> তরংগ ।  
 অপাণ্ড ইঞ্জিতে হএ মদনিমনভগ ॥  
 ইসীত চালনি ষ্ঢ়ভাগমা আখী সানে ।  
 গ্রিজগত প্রান হরে কটাক্ষ সম্পানে ॥  
 সদা মস্ত চঞ্চল ঘূর্ণিত ষ্ঢ়লজিত ।  
 শ্রেতারন ষ্ঢ়খজন<sup>১১</sup> রেখা কন্বহিত<sup>১২</sup> ॥  
 নিবরন<sup>১৩</sup> ল্দাকিত জেন<sup>১৪</sup> আপনার ষ্ঢ়তে<sup>১৫</sup> ।  
 সমদৃষ্টে চাহিতে নারি বর্ষিব কেমতে ॥  
 নিম্নল দর্পন<sup>১৬</sup> জাঁদি সতত জলএ<sup>১৭</sup> ।  
 কহিতে ন পারে নিজ ছায়ার নির্ণয় ॥  
 আর এক অপূর্ব<sup>১৮</sup> কহিতে ভয় বাসি<sup>১৯</sup> ।  
 অম্বকার দিবসে উৎকল তর্নানি ॥

তাহাতে বরুনি কল ষ্ঢ়চি মূখ<sup>২০</sup> বান ।  
 কটাক্ষ্য সঞ্জোগে করে সতত<sup>২১</sup> সম্পান ॥  
 কামের অক্ষএ টোল<sup>২২</sup> কিঞ্জিত না টুটে ।  
 কষ্টেক নিম্নিতে কেহ না হএ নিকটে ॥  
 নক্ষত্র<sup>২৩</sup> করিয়া জখ জগতে বলএ<sup>২৪</sup> ।  
 পনস রশভা ষ্ঢ়র্গ<sup>২৫</sup> হৈছে রশ্মদ মএ ॥  
 সমদৃষ্টী ডাকে পল দিয়া কর সান ।  
 টোটেক বাক্ষম ভগে হানে বিখবান ॥  
 ঢাকিয়া ২ পলে প্রান হানে<sup>২৬</sup> জবে ।  
 শ্বইচ্ছাএ প্রান দিতে বাণ্ডা করে সবে ॥  
 বক্ষক কষ্টক<sup>২৭</sup> সয়ে অশ্বির<sup>২৮</sup> ঘাতক ।  
 তথাপিহ জগজন মরন জাচক ॥

১ ফম্ব ২ ছফুরি ৩ আজনে ৪ অসেত ৫ সোভে ৬ সেতাস্তর  
 ৭ ভুলিল ৮ নিচল ৯ ল্দাকিত ১০ উতলে ১১ ষ্ঢ়কাজন ১২ কন্বহিত  
 ১৩ অরন ১৪ মাত্র ১৫ জোতে ১৬ দ্রপন ১৭ নারএ ১৮ ভএ ভাসী  
 ১৯ মূক ২০ সতত ২১ টোন ২২ নৈক্ষয় ২৩ বোলএ ২৪ পল শ্বয়  
 ঘাতে শ্বর্গ ২৫ হরে ২৬ বক্ষম কটাক্ষে ২৭ অশ্বির

প্রভারন বর্গ-আঁখি সদুচারন নিম্নল ।  
 লাজে ভেল জনান্তরে পম্ব নীলোৎপল ॥  
 কাননে কদরগ জলে সফরী ল্দাকিত ।  
 খজন গজন নেত্র অজনে রঞ্জিত ॥  
 আঁখিত পদুতালি শোভে রত্ন শ্বেতাস্তর ।  
 ভূর্গিতে কমলরসে নিচল ভমর ॥  
 কিঞ্জিত ল্দাকিত মাত্র উথলে তরংগ ।  
 অপাণ্ড ইঞ্জিতে হয় মদনিমন ভগ ॥  
 দীষৎ চালনি সদুভাগমা আঁখি সানে ।  
 গ্রিজগৎ প্রাণ হরে কটাক্ষ সম্পানে ॥  
 সদামস্ত চঞ্চল ঘূর্ণিত সলিঞ্জিত ॥  
 শ্বেতারন সদুআজন<sup>১</sup> রেখা কণয়িত<sup>২</sup> ॥  
 অরুণ ল্দাকিত যেন আপনার জ্যোতে ।  
 সমদৃষ্ট চাহিতে নারি বর্ষিব কেমতে ॥  
 নিম্নল দর্পণ যদি সতত লাড়এ ।  
 কহিতে না পারে নিজ ছায়ার নির্ণয় ॥  
 আর এক অপূর্ব কহিতে ভয় বাসি ।  
 অম্বকার দিবস উৎকল তর্নানি ॥ ( জা. ৫ )

তাহাতে বরুণীকল সদুচিমূখ বাণ ।  
 কটাক্ষ সংযোগে করে সতত সম্পান ॥  
 কামের অক্ষয় তং কিঞ্জিত না টুটে ।  
 কটক নিম্নিতে কেহ না হয় নিকটে ॥  
 নক্ষত্র বলিয়া সবে জগতে বোলয় ।  
 পল শরাঘাতে শ্বর্গ হৈছে রশ্ময় ॥  
 সমদৃষ্টী ঢাকি পল দিয়া করে সান ।  
 টুটেক বাক্ষম ভগে হানে বিষ-বাণ ॥  
 ঢাকিয়া ঢাকিয়া পলে প্রাণ হরে যবে ।  
 শ্বইচ্ছায় প্রাণ দিতে বাহা করে সবে ॥  
 বাক্ষম কটাক্ষ শর অশ্বির ঘাতক ।  
 তথাপিহ জগজন মরণ ঘাতক ॥ ( জা. ৬ )

১. আ ২. ক

মন্তব্য : পঞ্চম শতকে নয়ন বর্গনায় মূলের সমদ্র-কৌশলিক  
 সাগর-পকগুলি অনুবাদে বিকশিত হয়ে পড়েছে। আলা-  
 ওলের বর্গনা হয়ে পড়েছে প্রাগত ও আলকাকারিক।  
 ষষ্ঠশতকের অনুবাদেও নেত্রপাল্লবের বর্গনা প্রসঙ্গে  
 মূলের সৌন্দর্যব্যাঞ্জিত রক্ষিত হয় নি।

নাসা হেরি শব্দকপক্ষী গতি বনান্তর ।  
 লাজে তিল কদম্বদ্বানি ধূলোএ দূসর<sup>১</sup> ॥  
 খগপক্ষি<sup>২</sup> চন্দ্র জ্বিন নাসা শূলিলিত ।  
 ত্রিভুবন মোহন<sup>৩</sup> সহজে অতুলিত ॥  
 সে নাসা পরস হেতু জখ পদ্পগন ।  
 সৌরব<sup>৪</sup> হইতে কৈল বিধি আরাধন ॥  
 দশন দারিদ্ৰ<sup>৫</sup> বিজ ধরে বিশ্ব ফল ।  
 অতি লোভে<sup>৬</sup> মজি শব্দ রহিল<sup>৭</sup> নিচল ॥  
 শূরগ অধর শূধা রসের বসতি ।  
 অমৃত<sup>৮</sup> হরনে কিবা আইল খগপতি ॥

শূচারু শূরস অতি রাতুল অধর ।  
 লাজে বিশ্ব বাস্তুদালি গমন বনান্তর ॥  
 মানিক্য<sup>৯</sup> প্রবাল অতি নিরস কক'স ।  
 অরুণ অমিয়া প্রবে<sup>১০</sup> এই মোহারস ॥  
 রক্ত উতফল লাজে জলাস্তরে বৈসে ।<sup>১১</sup>  
 তাম্বুল রাতুল হৈল অধর পরসে ॥  
 অচাকিত অছোইত<sup>১২</sup> পল্ল দেবাসনে<sup>১৩</sup> ॥  
 কার ভাগ্যবসে বিধি শ্রীজিলা জন্তনে<sup>১৪</sup> ॥  
 পল্লফলে লাগে জার অধরে অধর ।  
 সহজে অমৃত পানে হইব অমর ॥  
 অধর দরসে বন ইক্ষু সমতুল ।<sup>১৫</sup>  
 মানিক্য অধর রসে<sup>১৬</sup> সহজে অমূল ॥

দন্ত হিরা পাতি কিবা দাঁধি শূতাষুত ।  
 মধ্যেত অসীত রেখ<sup>১৭</sup> অতি অদভুত ॥  
 মৃদু মধ্য<sup>১৮</sup> হাসী কিবা অমীয়া মিশ্রীত ।  
 শূধা বরিসনে সৈখামিনী<sup>১৯</sup> প্রকাশীত ॥  
 জখনে শ্রীজিলা বিধি<sup>২০</sup> জগতের যুতি ।  
 কিপ্তত ঝলক<sup>২১</sup> পাইল হিরা রত্ন মূর্তি ॥  
 বিশ্বত তুলনা নহে তুলিমু কি দিয়া ।  
 অতি দূঃখে দারিদ্ৰ<sup>২২</sup> বিদারে নিজ হিয়া ॥

১ দোসর ২ খগপতি ৩ ত্রিভুবন মহন ৪ সরূপ ৫ ডালিম্ব ৬ সোরে  
 ৭ রহিছে ৮ অস্ত্রোত ৯ মানিক্য ১০ অধরে অমীয়া প্রবে ১১ মউতফল  
 লাজে জনান্তরে নিতি বৈসে ১২ অচাকিত রহয়ত ১৩ দেবাসন  
 ১৪ শ্রীজিছে রন্তন ১৫ অধর পরসে ইক্ষু হয় সমতুল ১৬ মানিক্য  
 মধ্য রসে ১৭ মৈশ্বেত মশ্বেত রেকা ১৮ মন্দ ১৯ শূখামিনী  
 ২০ প্রভু ২১ উল্ল ২২ ডালিম্ব

নাসা হেরি শব্দকপক্ষী গতি বনান্তর ।  
 লাজে তিল কদম্বদ্বানি ধূলোয় শূসর ॥  
 খগপতি চন্দ্র জ্বিন নাসা শূলিলিত ।  
 ত্রিভুবন মোহন সহজে অতুলিত ॥  
 সে নাসা পরশহেতু যত পদ্পগন ।  
 সৌরভ হইতে কৈল বিধি আরাধন ॥  
 দশন দাড়িম্ব বীজ অধর? বিশ্ব ফল ।  
 অতিলোভে মজি শব্দ রহিল নিচল ॥  
 শূরগ অধরশূধা রসের বসতি ।  
 অমৃত হরণে কিবা আইল খগপতি ॥ ( জা. ৭ )

শূচারু শূরস অতি রাতুল অধর ।  
 লাজে বিশ্ব বাস্তুদালি গমন বনান্তর ॥  
 মানিক্য প্রবাল অতি নীরস কক'শ ।  
 অধরে অমিয়া প্রবে এই মহারস ॥  
 রক্ত উৎপল লাজে জলাস্তরে বৈসে ।  
 তাম্বুল রাতুল হৈল অধর পরশে ॥  
 অচাকিত অছুইত পদ্য দেবাসনে ।  
 কার ভাগ্যবশে বিধি সৃজিলা যতনে ॥  
 পদ্যফলে লাগে যার অধরে অধর ।  
 সহজে অমৃতপানে হৈব অমর ॥  
 অধরের রস বন-ইক্ষু সমতুল<sup>১</sup> ।  
 মানিক্য অধররস সহজে অমূল ॥ ( জা. ৮ )

দন্ত হীরা পাতি কিবা দাঁধি শূতাষুত ।  
 মধ্যেত অসিতরেখা অতি অদভুত ॥  
 মৃদুমন্দ হাসি কিবা অমীয়া মিশ্রিত ।  
 শূধা বরিশণে সৌদামিনী প্রকাশিত ॥  
 যখনে সৃজিলা বিধি জগতের জ্যোতি ।  
 কিপ্তত ঝলক পাইল হীরা-রত্ন মোতি ॥  
 বিশ্বত তুলনা নহে তুলিমু কি দিয়া ।  
 অতি দূঃখে দাড়িম্ব বিদারে নিজ হিয়া ॥ ( জা. ৯ )

১. আ ২. ক

মন্তব্য : নাসাবর্ণনায় মধ্যবর্গের বাংলা কাবোর রীতি অনুযায়ী আলাওল গরুড়ের প্রসঙ্গ এনেছেন যা মূলে নেই। আবার নাকের বেশর হবার জন্য শব্দকতারার উদয় হবার কথা মূলে আছে, কিন্তু অনুবাদে নেই। অধর বর্ণনায় অধরের স্পর্শে পানের রক্তিম হবার বক্তোক্তিটি আলাওলের নিজস্ব। দন্তবর্ণনায় আলাওলের অনুবাদ মলান্দুসারী হরেন্ড সর্গিক্ত।

রসনা কমলপত্র কোমল<sup>১</sup> বচন ।  
 ইসীত ভাসীত করে যুধা বরিসন ॥  
 লজ্জিত চাতক পিক মধু বানি যুধি<sup>২</sup> ।<sup>২</sup>  
 সমতুল নহে বাসি<sup>৩</sup> জম্ব কুল ধনি ॥  
 শ্রবনে পরস<sup>৪</sup> মাত্র অঙ্গ পদলিকিত ।  
 প্রেম রস ভাবে ভূলি আনন্দে ঘূর্নিত ॥  
 পড়এ ব্যাকরণ গ্রন্থ<sup>৫</sup> এ বেদ পুরান ।  
 জ্ঞানি শতশ্দ এক শব্দ সত্যার্থ<sup>৬</sup> বাখান ॥  
 অমরা পিঙ্গলা<sup>৭</sup> গীতা নাটিকা আগম ।  
 যুরগুরু সম সাস্ত্রে যুচক<sup>৮</sup> যুসম ॥  
 বলিতে বচন মাত্র যুধি বাক্য<sup>৯</sup> প্রাএ ।  
 অর্থ যুধে<sup>১০</sup> গুর্নগন পরাভব পাএ ॥  
 যুরঙ্গ কপোল<sup>১১</sup> বম চারু যুধলিত ।  
 জিনিয়া কমলপত্র অতি সধুভিত<sup>১২</sup> ॥  
 তার বামপাসে তিল অতি মনুহর ।  
 পোতলির ছায়া কিবা দর্পন অস্তর<sup>১৩</sup> ॥  
 জেই তিল সেই তিল হএ দরসন ।  
 তিল তিল করি অঙ্গ করএ দাহন ॥  
 নয়ান অঙ্গন কম<sup>১৪</sup> হৈতে রেখা সোভে ।  
 চণ্ড মেলি মদির<sup>১৫</sup> রহিছে তিল লোভে ॥  
 শ্রবন জোগল<sup>১৬</sup> চারু জিনি সিন্দুযুতা ।  
 জগমন পাতিআনে<sup>১৭</sup> বলকে মনুতুতা ॥  
 লজ্জাএ গুর্ধিনি পাখী উরিল আগাসে ।<sup>১৮</sup>  
 মকর কন্দল যুগ অরুন প্রকাসে ॥  
 তাহাত রস্তনকুল জরিত<sup>১৯</sup> স্বরূপ ।  
 তারক অরুন সগে ধর<sup>২০</sup> অপরূপ ॥  
 ক্ষেনে<sup>২১</sup> খুটীলা পোরএ<sup>২২</sup> মনুহর ।  
 দুই দিগে জেন দুই ম্বিপক উবল<sup>২৩</sup> ॥

রসনা কমলপত্র কোমল বচন ।  
 ঈষৎ হাসিতে<sup>১</sup> করে সূধা বরিশণ ॥  
 লজ্জিত চাতক পিক শূনি মধুবানী ।  
 সমতুল নহে বাণী যন্ত্রকুল ধনি ॥  
 শ্রবণে পরশে মাত্র অঙ্গ পদলিকিত ।  
 প্রেমরস ভাবে ভূলি আনন্দ-ঘূর্ণিত ॥  
 পড়এ ব্যাকরণ গ্রন্থ ত্রিবেদ পুরাণ ।  
 জ্ঞানী শতশ্দ এক শব্দ শতার্থ বাখান ॥  
 অমর পিঙ্গল গীতা নাটিকা আগম ।  
 সুরগুরু সম শাস্ত্রে সূচারু সূসম ॥  
 বলিতে বচন মাত্র শূনি কাব্য প্রাণ ।  
 অর্থ যুধে গুর্নগণ পরাভব পায় ॥ (জা. ১০)  
 সুরঙ্গ কপোলবর্ণ চারু সূধলিত ।  
 জিনিয়া কমলপত্র অতি সূধোভিত ॥  
 তার বামপাসে তিল অতি মনোহর ।  
 পুতলির ছায়া কিবা দর্পণ অস্তর ॥  
 যেই তিলে সেই তিলে হয় দরশন ।  
 তিল তিল করি অঙ্গ করএ দাহন ॥  
 নয়ান আঙ্গন কর্ণ হৈতে রেখা শোভে ।  
 চণ্ড মেলি খঞ্জন রহিছে তিল লোভে ॥ (জা. ১১)  
 শ্রবণ যুগল চারু জিনি সিন্দুসূতা ।  
 জগ মন পাতিয়ায় বলকে মনুতুতা ॥  
 লজ্জাএ গুর্ধিনি পক্ষী উড়িল আকাশে ।  
 মকর কন্দল কর্ণে<sup>২</sup> অরুণ প্রকাশে ॥  
 তাহাত রতনকুল জড়িত সূরূপ ।  
 তারকা অরুণ সগে বড় অপরূপ ॥  
 খেনে খেনে খোটিলা পৈরএ মনোহর ।  
 দুই দিকে যেন দুই দীপক সূধর ॥

১. ক ২. আ

১ রসনা ২ লজ্জিত চাতক পীক যুধি যুধাবানি ৩ বসী ৪ পরসে  
 ৫ পরএ ব্যাকরণ সাস্ত্র ৬ সত্তে ৭ পীঙ্গল ৮ যুধক ৯ কাব্য  
 ১০ অর্ন্ত সোদে ১১ কপাল ১২ অনুলিত ১৩ রূপন ভিতর  
 ১৪ নয়ান আঙ্গন কর্ণ ১৫ খঞ্জন ১৬ যুগল ১৭ জগমএ পাতিআএ  
 ১৮ লৈজ্জাএ গুর্ধিনি পীক উরিল আকাশে ১৯ জরিছে ২০ বর  
 ২১ ফিরএ ২২ দীপক সোন্দর

মন্তব্য : দশম শতকের অনুবাদে পদ্মাবতীর পাণ্ডিত্যের  
 পরিচয় দিতে গিয়ে যে গ্রন্থ তালিকা পেশ করা হয়েছে তাতে  
 কিছু বর্জন সংযোজন আছে। মূলে ভাগবত এবং জ্যোতিষ-  
 শাস্ত্র রূপে ভাষ্যবতীর উল্লেখ আছে, অনুবাদে তা নেই।  
 আবার অনুবাদে নাটিকার কথা আছে যা মূলে অনুপস্থিত।  
 একাদশ শতকের দোহা অংশটি আলাওল অনুবাদ করেন নি।  
 চৌপাই অংশটিরও ভাবসংক্ষেপ করেছেন। উপমারও বদল  
 হয়েছে। গালের উপমায়ে মূলে আছে দুখণ্ড নারঙ্গ বা  
 কমলালেবু, আলাওল লিখেছেন কমলপত্র বা পদ্মপাপড়ী।

ক্ষেত্রে ২ ঢাকি কানা<sup>১</sup> ফুল শোভে খুন্ডী<sup>২</sup> ।  
 দরসনে মাত্র হএ জগমন লুন্ডি<sup>৩</sup> ॥  
 জখনে চিকন বস্ত্রে করএ ঘুৎঘট<sup>৪</sup> ।  
 ধূমান্তরে অর কতা<sup>৫</sup> কিঞ্চিৎ প্রকট ॥  
 কনক কপটী পত্র কশেপ থরে থরে ।  
 চমকে বিয়লি<sup>৬</sup> জেন শ্রেত ঘনান্তর<sup>৭</sup> ॥

দেখীয়া বদন চন্দ্র মনে ধন্দ বাসী ।  
 বিমুখে সে খীন হএ পূর্ণিমার সসী ॥<sup>৮</sup>  
 কনক মৃকুর জিনি মৃখ য়াতি সাজে ।  
 লয্যা পাইল কমালানি প্রভেসীল জল মাজে ॥<sup>৯</sup>  
 দেখহ অপদর্শ<sup>১০</sup> রূপ বদন উপরে ।  
 পশ্চা জোগ<sup>১১</sup> বন্দি দুই চান্দের মাজারে ॥  
 শত্রু মধ্যে মিত্র বন্দি<sup>১২</sup> দেখি দিবাকর ।  
 ধরিয়া সিন্দুর-রূপে আইল নিয়র ॥  
 ভূরুযুগ ধনুক ধরিয়া পণ্ডবান ॥<sup>১৩</sup>  
 তিলে হানে বান কটাক্ষ সম্পান ॥  
 কমল নয়ন মনে<sup>১৪</sup> এই মাত্র<sup>১৫</sup> দুখ ।  
 নিকটে থাকিয়া না দেখএ নিজ মৃখ<sup>১৬</sup> ॥  
 তেকারনে দরে থাকি থাএ বান ঘাএ ॥<sup>১৭</sup>  
 গরের নিকটে সখ্য<sup>১৮</sup> বিসিক এরাএ ॥  
 অরুণ গনুজ নাসা বৃষ্টিয়া চরিত ।  
 নত রূপে বিষ্ণু চক্র হইয়া<sup>১৯</sup> উপস্থিত ॥  
 আর এক অপরূপ শূন মহাজন ।  
 শংসার<sup>২০</sup> ব্যাপিত মৃগচান্দের বাহন ॥  
 জথা তথা নরগনে দেখে মৃগকুল ।  
 আখেট করএ করি<sup>২১</sup> য়ারাত বহুল ॥  
 সেই মৃগ গ্লাসি<sup>২২</sup> বসি চান্দের উপর ।  
 নরাহির করে নিতি লৈয়া ধনুশ্বর ॥<sup>২৩</sup>

ক্ষেণে ক্ষেণে ঢাকি কর্ণ ফুল শোভে খুন্ডী<sup>১</sup> ।  
 দরশন মাত্র হএ জগমন লুন্ডি ॥  
 যখনে চিকণ বস্ত্রে করএ ঘোষট ।  
 ধূমান্তরে অর্কতারী কিঞ্চিৎ প্রকট ॥  
 কনক কমল<sup>২</sup> পত্র কাশেপ থর থর ।  
 চমকে বিজুলি যেন শ্বেত ঘনান্তর । (জা. ১২ )

দেখিয়া বদনচন্দ্র মনে ধন্দ বাসি ।  
 দিনে দিনে ক্ষীণ হয় পূর্ণিমার শশী ॥  
 কনক মৃকুর জিনি মৃখজ্যোতি সাজে ।  
 লক্ষ্মা পাই নলিনী প্রবেশে জল মাঝে ॥  
 দেখহ অপদর্শ<sup>৩</sup> রীতি<sup>৪</sup> বদন উপরে ।  
 পশ্চাদ্ভাগ বন্দী হৈছে<sup>৫</sup> চন্দ্রের মাঝারে ॥  
 শত্রু মধ্যে মিত্র বন্দী দেখি দিবাকর ।  
 ধরিয়া সিন্দুর রূপে আইল নিয়র ॥  
 ভূরুযুগ ধনুক ধরিয়া পণ্ডবান ।  
 তিলে তিলে হানে বাণ কটাক্ষ সম্পান ॥  
 কমলনয়ন মাত্র মনে এই দুখ ।  
 নিকটে থাকিয়া মিত্র না দেখয় মৃখ ॥  
 তেকারণে বেবা দরে থাকে বাণ ঘায় ।  
 গড়ের নিকটে থাকি বিশিখ এড়ায় ॥  
 অরুণ অনুজ নাসা বৃষ্টিয়া চরিত ।  
 নথরূপে বিষ্ণু চক্র লৈয়া উপস্থিত ॥  
 আর এক অপরূপ শূন মহাজন ।  
 শংসারে ব্যাপিত মৃগ চান্দের বাহন ॥  
 যথা তথা নরগণে দেখি মৃগকুল ॥  
 আখেট করিতে করে আরাত বহুল ॥  
 সেই মৃগ আঁখি বসি চান্দের উপর ।  
 নর আহির করে নিতি লই ধনুশ্বর ॥

১. আ ২. ক ৩. আ ৪. ক

শব্দার্থ টীকা : খোটিলা—কর্ণালংকার বিশেষ ; খুন্ডী—কর্ণান্তর  
 ঘোষট—ঘোমটা ; আহির—মৃগয়া ; আখেট—শিকার  
 অরুণ অনুজ—গরুড়

১ ঢাকি কর্ণ ২ খুন্ডি ৩ লুন্ডি ৪ ঘোষট ৫ অর্ক তারী ৬ বিদ্যুত  
 ৭ মেগালন্তর ৮ দিনে দিনে খীন হএ পূর্ণিমার সসী ৯ লক্ষ্মী পাই  
 নলিনী প্রভেসীল জল মাজে ১০ পশ্চাদ্ভাগ ১১ শত্রু মাজে মিত্র বন্ধি  
 ১২ ধরিয়া পল বান ১৩ মাত্র ১৪ মনে ১৫ মিত্র মৃক ১৬ তেকারনে  
 জেবা দরে থাকে বান থাএ ১৭ ঘটের নিকটে পূর্ণি ১৮ লই  
 ১৯ শংসারে ২০ সবে ২১ আখী ২২ নর আহির করে নিতি লই  
 ধনুশ্বর

মন্তব্য : স্বাদশ স্তবকের অনুবাদে কানের সৌন্দর্যবর্ণনায় আলাওল প্রথাগতভাবে গৃহিনী প্রসঙ্গ এনেছেন বা মূলে নেই । সিংধু-  
 সূতা বা লক্ষীপ্রসঙ্গটিও নতুন । কর্ণান্তররূপে খুন্ডী নামটি মূলে থাকলেও 'খোটিলা' নামটি অতিরিক্ত সংযোজন ।



সুন্দর<sup>১</sup> চিবুক কিবা পশু কর সাজ<sup>২</sup> ।  
 জখেক বাখান করি ততোধিক ভাল ॥  
 হিঙ্গুল মিশ্রিত কুন্দিয়েছে খির সার ।  
 নিজ করে জন্মে কি গটীছে<sup>৩</sup> করতারণ ॥

সুচারু গিমের রূপ কহিতে অপার ।  
 লাজে কুঞ্জ পক্ষি গেল সিংখের<sup>৪</sup> মাজার ॥  
 নিজকণ্ঠ তান্নবুস্ত<sup>৫</sup> নহে সমস্বর ।  
 সর্কাত পারিয়া জিনি গিম মনুহর ॥  
 কাচের ডগডুগি কি গটীছে মনুমত<sup>৬</sup> ॥  
 ঘটীতে<sup>৭</sup> তাম্বুল রস দেখএ বেকত ॥  
 তিন টাই তিন রেখ দেখীতে কন্তুক ।  
 লাজহেতু কসুবর জলে দিল লুক ॥  
 পূর্বজন্মে কোনে তপ সাধিছে অসিম ।  
 কার ভুজ লম্বন<sup>৮</sup> হইব হেন গিম ॥

জিনিয়া কনকদণ্ড<sup>৯</sup> ভুজ মনুহর ।  
 নিজ করে জন্মে কি কুন্দিয়েছে পশুশ্বর ॥  
 কনক মুনাল পদনি সমতুল নহে<sup>১০</sup> ।  
 তেকারনে অতিক্রমে অংগ রক্ষমএ ॥  
 করিরাজশূণ্ডে লাজে দিতে নারি তুল ।  
 তাহার অগ্রেতে কর<sup>১১</sup> পশুধার রাতুল ॥  
 চতুরের মর্মান্তরে কর যুগ ক্ষেপী<sup>১২</sup> ॥  
 বাহির করিছে কিবা করে বিলেপি<sup>১৩</sup> ॥  
 কিবা শতল কমল কিবা রক্ত<sup>১৪</sup> উতফল ।  
 প্রাতরবি উষ্ণ করপলব সিতল<sup>১৫</sup> ॥  
 দোলাইতে<sup>১৬</sup> করগতি লখন ন জাএ ।  
 রশ্মা তিলোস্তমা কিবা হস্তক দেখাএ ॥  
 তাহাতে অশুদলি সব অতি মনুহর ।  
 চমপককোরক বর্ণ<sup>১৭</sup> নহে সমস্বর ॥

১ সুন্দর ২ রসাল ৩ প্রিজিছে ৪ সীখর ৫ তান্নকট ৬ কাচের টপ-  
 টাক জিনি গীম মনুমত ৭ ঘটীতে ৮ ভুজালিঙ্গন ৯ কমলডণ্ড ১০  
 নএ ১১ অর্ক ১২ খেপী ১৩ রক্ত বিলেপী ১৪ রাতা ১৫ দেখীতে  
 সীতল ১৬ দোলাইতে ১৭ সমতুল মর

সুন্দর চিবুক কিবা সুন্দর রসাল ।  
 যতেক বাখান করি ততোধিক ভাল ॥  
 হিঙ্গুল মিশ্রিত কুন্দিয়েছে কীর সার ।  
 নিজ করে যতনে কি গটীছে করতারণ ॥

সুচারু গিমের রূপ কহিতে অপার ।  
 লাজে ক্রৌঞ্চপক্ষী গেল শিখর মাঝার ॥  
 নীলকণ্ঠ তান্নচুড়া<sup>১</sup> নহে সমসর ।  
 সর্কাত পারিয়া জিনি গিম মনোহর ॥  
 কাচের ডগডুগি জিনি গিম মনোরথ ।  
 ঘটীতে তাম্বুল রস দেখএ বেকত ॥  
 তিন ঠাই তিন রেখা দেখিতে কৌতুক ।  
 লাজ হেতু কসুবর জলে দিল লুক ॥  
 পূর্বজন্মে কোনে তপ সাধিছে<sup>২</sup> অসীম ।  
 কার ভুজে আলিঙ্গন হৈব হেন গিম ॥ (জা. ১৩)

জিনিয়া কনকদণ্ড ভুজ মনোহর ।  
 নিজ করে যত্নে কি কুন্দিয়েছে পশুশর ॥  
 কমল মৃগাল পদনি সমতুল নয় ।  
 তেকারণে অতিক্রমে অংগ রক্ষময় ॥  
 করিরাজশূণ্ডে লাজে দিতে নারি তুল ।  
 তাহার অগ্রেতে করপল্লব<sup>৩</sup> রাতুল ॥  
 চতুরের মর্মান্তরে করযুগ ক্ষেপি ।  
 বাহির করিছে কিবা করে রক্ত লোপি ॥<sup>৪</sup>  
 কিবা শ্লোকমল কিবা রক্ত উৎপল ।  
 প্রাত রবি উষ্ণ করপল্লব শীতল ॥  
 দোলাইতে করগতি লখন না যাএ ।  
 রশ্মা তিলোস্তমা কিবা হস্তক দেখাএ ॥  
 তাহাতে অশুদলি সব অতি মনোহর ।  
 চমপক কোরক বর্ণ<sup>৫</sup> নহে সমসর ॥

১. অ ২. ক ৩. অ ৪. ক

সমার্থ টীকা : রসাল—আলু ; হিঙ্গুল—আলতা ; কসুব—শশু ;  
 সর্কাত পারিয়া—সমর্থ পারিয়া ; ডগডুগি—সুরাপাত ।

মন্তব্য : মূলের শ্বাদশ ও শ্লয়োদশ শব্দের অন্তর্বর্তী শব্দকটি আলাওলের নিজস্ব রচনা । শ্লয়োদশ শব্দের অন্তর্বর্তী শব্দকটি আলাওলের নিজস্ব রচনা । শ্লয়োদশ শব্দের অন্তর্বর্তী শব্দকটি আলাওলের নিজস্ব রচনা । শ্লয়োদশ শব্দের অন্তর্বর্তী শব্দকটি আলাওলের নিজস্ব রচনা ।

রক্তনে জঁরিত বাহু অঙ্গদ কঞ্চন ।  
রঞ্জিত বলয়াকুল ত্রিভুজগমহন ॥  
দন্তিত দন্তে<sup>২</sup> বিচিত্র করিয়া চিত্র অতি ।  
ক্ষেপনে<sup>২</sup> সঘর্ষিত<sup>২</sup> চর্চরী যুগরাতি<sup>৩</sup> ॥  
করসাথে নবরসে জঁরিত আঙ্গুঠী<sup>৪</sup> ।  
দেখীতে শরীর সূন্য<sup>৫</sup> প্রান সেই মূর্ছা<sup>৬</sup> ॥

ষম খাল<sup>১</sup> জঁনিয়া হৃদয় পরিপাটী ।  
কনক কোটরা দুই রাখীছে উলটী ॥  
ফলের উপামা কিবা<sup>৭</sup> কহে কবিকুল ।  
বিচারি বৃজিলু সেহ নহে সমতুল ॥<sup>৮</sup>  
দেখীয়া সূন্দর<sup>৯</sup> অতি কুচযুগভাঙ্গি ।  
সূরগে হইয়া নাম ধরিল নারোগি<sup>১০</sup> ॥  
বরাহি কটীন অতি উরজ অবলা ।  
কমল শরীর নাম ধরিল কমলা ॥  
সমতার<sup>১১</sup> নাম ধরি সম তারা নএ ।  
ভেকারনে ডালেত পিঙ্গলবর্ন হএ ॥  
দারিমে<sup>১২</sup> দেখীয়া স্তন<sup>১৩</sup> অতি যুর্চর ।  
লয্যাএ<sup>১৪</sup> বিদার পাএ আপনা শরীর ॥  
কটীনথা ভাবিয়া শরীর করি কণ্ঠ ।  
তথাপিহ তুলনা নহে শ্রীফল শ্রীভ্রষ্ট ॥<sup>১৫</sup>  
জামির-ছোলগ পদনি অন্ন রস হৈয়া ।  
ডালেত পিঙ্গল<sup>১৬</sup> হএ অতি লাজ পাইয়া ॥  
কুচ দরসনে অঙ্গ না দেখীয়া ভাল ।  
উলট সংযোগে<sup>১৭</sup> পদনি লতা নহে<sup>১৮</sup> তাল ॥  
কনক কলসে কিবা ভারিয়া রতন<sup>১৯</sup> ।  
স্যাম চাপ শিরে দিয়া রাখীছে মদন ॥  
করিবর কুশ জঁনি<sup>২০</sup> কুচ মনুহর ।  
নিচলে<sup>২১</sup> রাহিছে কিবা হেম ধরাধর ॥

রতনে জঁড়িত বাহু অঙ্গদ কঞ্চণ ।  
রঞ্জিত বলয়কুল ত্রিভুজ-মোহন ॥  
দন্তী দন্তে বিচিত্র করিয়া চিত্র অতি ।  
ক্ষেণে ক্ষেণে সূশোভিত চর্চড়ি গুজরাটি ॥  
কর সাথে নবরস জঁড়িত অঙ্গুরী ।  
দেখিতে শরীর সূন্য প্রাণ যায় উড়ি ॥ (জা. ১৪)

স্বর্ণস্থালী জঁনিয়া হৃদয় পরিপাটি ।  
কনক কটোরা দুই রাখিছে উলটি ॥  
ফলের উপমা কিবা কহে কবিকুল ।  
বিচারি বৃজিল সেহ নহে সমতুল ॥  
দেখিয়া সূন্দর অতি কুচযুগ ভাঙ্গি ।  
সূরগী হইয়া নাম ধরিল নারোগি ॥  
বড়ই কঠিন অতি উরজ অবলা ।  
কমল শরীর নাম ধরিল কমলা ॥  
শ্যামতার<sup>১</sup> নাম ধরে সম তার নয় ।  
ভেকারণে ডালেত পিঙ্গলবর্ন হয় ॥  
ডালিশ্ব দেখিয়া কুচ অতি সূর্চর ।  
লজায় বিদার হয় আপনা শরীর ॥  
কঠিনতা ভাবিয়া শরীর করি কণ্ঠ ।  
তথাপি তুলনা নহে শ্রীফল শ্রীভ্রষ্ট ॥  
জামির ছোলগ পদনি অন্নরস হৈয়া ।  
ডালেত পিঙ্গল হএ অতি লজা পাইয়া ॥  
কুচ দরসনে অঙ্গ না দেখিয়া ভাল ।  
উলটা সংযোগে পদনি লতা হয় তাল ॥  
কনক কলসি কিবা ভারিয়া রতন ।  
শ্যাম চাপ শিরে দিয়া রাখিছে মদন ॥  
করিবর কুশ জঁনি কুচ মনোহর ।  
নিচলে রাখিছে কিবা হেম ধরাধর ॥

১ দস্তাদন্ত ২ সূসবিত ৩ গুজরাতি ৪ অক্ষুরি ৫ সৈন্য ৬ প্রান  
জাএ উরি ৭ ঈশ্বর/তাল ৮ উকামা করি ৯ এরপর 'বা' পদার্থে অতিরিক্ত  
দৃপার্থ- বট গড়া মাত্র বর্দিমক মূল্য করে ।

বর্ষার সমান কুচে কটী মূল্য ধরে ॥

১০ সূরজ ১১ নারাজ ১২ শ্যামতার<sup>১</sup> ১৩ ডালিশ্ব ১৪ কুচ ১৫  
সৈল্যাএ ১৬ শ্রীফল ত্রিভুজ ১৭ পীতল ১৮ সংযোগে ১৯ হএ ২০  
রক্তন ২১ দেখীতে সোন্দর রাত ২২ নিচলে

মন্তব্য : চতুর্দশ শতকের অনুবাদে কিছু কিছু পরিবর্তন  
ও সংযোজন আছে । ভূজবর্ণনায় মূলে আছে কদলীকান্ডের  
উপমা, অনুবাদে হস্তীশুন্ডের তুলনা । মূলের দোহা অংশটি  
অনুবাদের তৃতীয় চতুর্থ চরণে স্থান পেয়েছে । মূলে যে  
নর্তকী-প্রসঙ্গ আছে অনুবাদে তা রম্ভা তিলোত্তমা নাম  
দৃষ্টিতে নির্দিষ্টরূপ লাভ করেছে । চাঁপার কুড়ির ন্যায়  
অঙ্গুলিগুণ্ডি অনুবাদে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে । গুজরাতি  
চর্চড়ির কথা মূলে নেই, অনুবাদে নতুন সংযোজন ।

চক্রবাক্ষদুগ নিশি বিচ্ছেদের<sup>১</sup> ডরে ।  
 অখণ্ড মিলনে কিবা রহিছে সবরে<sup>২</sup> ॥  
 শ্বগর্ভ<sup>৩</sup> আদরে কটীলতা আতিশয় ।  
 রাজচক্রবর্তী শির নম্ন না করয় ॥  
 শ্যামছত্র সিরেত বেকথ ছত্রপতি ।<sup>৪</sup>  
 শ্বইচ্ছায় কর দিতে সভান আরাতি ॥  
 উরু<sup>৫</sup> সিংহাসনে বৈসে অবলার বল ।  
 এক পাটে দুই রাজা বর কদতুহল ॥  
 কথেক<sup>৬</sup> কহিতে পারি কচ সুলক্ষণ<sup>৭</sup> ।  
 জৈবকের হৃদানন্দ<sup>৮</sup> বালক জীবন ॥  
 সখ্যাঞ্জল<sup>৯</sup> অস্তপটে থাকে সর্বক্ষণ ।  
 পরসিতে নারে কার মান<sup>১০</sup> নয়ন ॥  
 নৃপকদলে বহু জ্বয়ে দেব আরাধিত ।  
 কর দিতে নারি সবে কর কচালিত ।  
 মলয় কুমকুম সে কেসর খের সার ॥  
 একরে ছাকৈল জেন<sup>১১</sup> উদর সগার ।  
 কমল পাতলা পেট শ্রীজিল গোসাই ।  
 সৌম্যব রচন<sup>১২</sup> অস্তরে অস্ত নাই ॥  
 কিবা হার<sup>১৩</sup> করিতে লাগএ অতি ভার ।  
 যুর-সম্ব তাবুল যুগাঁদ পদ্মফহার ॥  
 নাভিকন্দ<sup>১৪</sup> উর্দধি ভয়রূনাকার ।<sup>১৫</sup>  
 তাহাতে পরিলে মাত্র নাহিক উম্মার ॥  
 লোমাবলি নাগিনী বৈসএ কন্দাস্তরে ।  
 পর্বাতে উঠিতে চাহে আহারের তরে ॥  
 গিম নিলকণ্ঠ গিরি শ্রিগেতে দেখিয়া ।  
 সেলসান্দ<sup>১৬</sup> সজোগে রহিল লুকাইয়া ॥  
 যুরঙ্গ অধর মধ্যে যুধারস অতি ।<sup>১৭</sup>  
 মধুলোভে উটে কিবা পিপীলিকা পাতি<sup>১৮</sup> ॥

চক্রবাক্ষদুগ নিশি বিচ্ছেদের ডরে ।  
 অখণ্ড মিলনে কি রহিছে উরুসরে ॥  
 সগর্ভ আদরে কটীলতা আতিশয় ।  
 রাজচক্রবর্তী শির নম্ন না করয় ॥  
 শ্যামছত্র শিরেত বেকত ছত্রপতি ।  
 শ্বইচ্ছায় কর দিতে সভান আরাতি ॥  
 উরু-সিংহাসনে বৈসে অবলার বল ।  
 এক পাটে দুই রাজা বড় কদতুহল ॥  
 কথেক কহিতে পারি কচ সুলক্ষণ ।  
 যুবকের হৃদানন্দ বালক জীবন ॥  
 সখ্যাঞ্জল অস্তপটে থাকে সর্বক্ষণ ।  
 পরশিতে নারে কার মানস নয়ন ॥  
 নৃপকদলে বহুবয়ে দেব আরাধিত ।  
 কর দিতে নারে সবে কর কচালিত ॥ (জা. ১৫)

মলয়া কুমকুম কেশর ক্ষীর সার ।  
 একরে ছানিয়া কৈল উদর সগার ॥  
 কোমল পাতল পেট সূজিল গোসাই ।  
 সৌম্যবত রচন অস্তরে অস্ত নাই ॥  
 ক্ষীর আহার করিতে লাগয় অতি ভার ।  
 সুরস তাবুল সূগাঁধ পদ্মফহার ॥  
 নাভিকন্দ উর্দধি ভাঁওর জলাকার ।  
 তাহাতে পড়িলে মাত্র নাহিক উম্মার ॥  
 রোমাবলি নাগিনী বৈসএ কন্দাস্তরে ।  
 পর্বাতে উঠিতে চাহে আহারের তরে ॥  
 গীম নীলকণ্ঠ গিরি শৃগেতে দেখিয়া ।  
 শৈলসান্দ সংযোগে রহিল লুকাইয়া ॥  
 সুরঙ্গ অধর মধ্যে সূধারস অতি ।  
 মধুলোভে উটে কিবা পিপীলিকা পাতি ॥

১ বিচ্ছেদের ২ উরুসরে ৩ সগর্ভ ৪ শ্যাম ছত্র সীরে ধরে কথ  
 ছত্রপতি ৫ উর ৬ কথেক ৭ সুলক্ষণ ৮ যুবক আনন্দ যিক  
 ৯ সখ্যাঞ্জল ১০ মানস ১১ কেসর সর খীর সার ১২ একরে ছানিয়া  
 কৈল ১৩ সৌম্যব রচন ১৪ খীর আহার ১৫ নাভি কন্দ অর্দধি ভাঁওর  
 জলাকার ১৬ সৈল সান্দ ১৭ যুরঙ্গ অধর যুধা রসের বসতি ১৮ পতি

মন্তব্য : পঞ্চদশ শতকের অনুবাদে মতন বর্ণনা করতে গিয়ে  
 আলাওল মূলকে অতিক্রম করে গিয়েছেন। মূলের তুলনায়  
 অনুবাদ অনেক বিস্তারিত। মূলোতিক্রমী এই বিস্তার  
 এসেছে মূলত মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্যের ঐতিহ্যগত  
 আলংকারিকতাকে অনুসরণ করে। কচলক্ষণ বর্ণনা করতে  
 গিয়ে যে সব আলংকার ব্যবহৃত হয়েছে তা অনেকক্ষেত্রেই  
 মূলকে অনুসরণ করে নি, বাংলা কাব্যের ধারাকেই অবলম্বন  
 করেছে। আলাওলের মৌলিকতা প্রকাশ পেয়েছে কচ-  
 দুগকে 'যুবকের হৃদানন্দ' এবং 'বালক জীবন' বলার মধ্যে ।

মদুস্তাহার গগ্গাধার পশ্বেত<sup>১</sup> দেখীয়া ।  
 চমকি<sup>২</sup> রহিল মনে<sup>৩</sup> ভরমিত<sup>৪</sup> হইয়া ॥  
 কিবা কচু হরে<sup>৫</sup> কাম করিতে<sup>৬</sup> বিনাস ।  
 হরে ধনুধর<sup>৭</sup> লোমাবলী নাগপাস ॥  
 ধনুধর<sup>৮</sup> মহেশ্বর নহে অস্তমূল ।  
 নিজ অস্ত ধরে তেহি<sup>৯</sup> ত্রিবলি ত্রিমূল ॥

মৃগরাজ জিনি কটি পরম সন্দর<sup>১০</sup> ।  
 হরি বরসরি<sup>১১</sup> পুনি নহে সমসর ॥  
 পিপীলিকা ভুগ কটী জিনি অতি খীন ।  
 ভাঙ্গিয়া পরএ জদি<sup>১২</sup> উখ<sup>১৩</sup> গীরি চিন ॥  
 এ লাগি কটীন<sup>১৪</sup> বিধি<sup>১৫</sup> ইন্দ্রে বজ্র দিয়া ।  
 লোমলতা লক্ষে পুনি<sup>১৬</sup> রাখীল বাপিদ্যা ॥  
 গিরিশৃগ<sup>১৭</sup> পরে সিংহ<sup>১৮</sup> বৈসে অনুরুগ ॥  
 জগতে প্রচার গিরিসুতার বাহন ॥  
 করিকন্দু<sup>১৯</sup> বিদারিয়া ভোজে মৃগপতি ।  
 হরে<sup>২০</sup> কান্দে করি পলাঅন্ত সীগ্নগতি ॥  
 হেন সিংহ<sup>২১</sup> গিরি উম্বে<sup>২২</sup> সতত বসতি ।  
 হরের বাহন হৈল তেজিয়া পার্বতি ॥  
 করিকন্দু<sup>২৩</sup> বসতি পারীন্দ্র সির পর<sup>২৪</sup> ॥  
 বর অপরূপ তিল দেখে মনুহর<sup>২৫</sup> ॥  
 জথেক বাখানি কটী তথথিক চারু ।  
 হরের নিকটে জেন<sup>২৬</sup> রাখীছে ডম্বরু ।  
 মনুখের রসনা রত্ন<sup>২৭</sup> তাহে বিরাজিত ।  
 কিঞ্চিত দোলনে সন্দ উটে স্দুললিত ॥

মদুস্তাহার গগ্গাধার পশ্বেত দেখীয়া ।  
 ধমকি রহিল মন ভোরমাত হৈয়া ॥  
 কিবা কচু হর কাম করিতে বিনাশ ।  
 হরধনু ধরে রোমাবলী নাগপাশ ॥  
 ধনুধর মহেশ্বর নহে অস্ত তুল<sup>১</sup> ।  
 নিজ অস্ত ধরে তেই<sup>২</sup> ত্রিবলি ত্রিমূল ॥ (জা. ১৬)

মৃগরাজ জিনি কটি পরম সন্দর ।  
 হরের ডম্বরু পুনি নহে সমসর ॥  
 পিপীলিকা ভুগ কটি জিনি অতি ক্ষীণ ।  
 ভাঙ্গিয়া পাড়এ কিবা<sup>১</sup> উখ<sup>২</sup> গিরি চিন ॥  
 এ লাগি সৃজিল বিধি ইন্দ্রবজ্র দিয়া ।  
 লোমলতা লক্ষ্যে পুনি রাখিল বাপিধিয়া ॥  
 গিরি শৃগ পরে সিংহ বৈসে অনুরুগ ।  
 জগতে প্রচার গিরিসুতার বাহন ॥  
 করিকন্দু বিদারি ভুঞ্জএ মৃগপতি ।  
 হরি কান্দে করি পলায়ন্ত শীঘ্রগতি ॥  
 হেন সিংহ গিরি অধে সতত বসতি ।  
 হরের বাহন হৈল তেজিয়া পার্বতী ॥  
 করিকন্দু বসতি পারীন্দ্র শির পর ।  
 বড় অপরূপ অতি দেখে মনোহর ॥  
 যথেক বাখানি কটি ততোধিক চারু ।  
 হরের নিকটে কিবা রাখিছে ডম্বরু ॥  
 মনুখের রসনারত্ন তাহে বিরাজিত ।  
 কিঞ্চিত দোলনে শব্দ উঠে স্দুললিত ॥ (জা. ১৮)

১ সম্মুখে ২ ধমকি ৩ কিবা ৪ ভোর মতি ৫ পরে ৬ করিছে ৭ ধনু  
 ধরে ৮ ধনুধর ৯ তেজিয়া ১০ সোল্লর ১১ হরের ডম্বরু ১২ কিবা  
 ১৩ পিপীলিকা ১৪ বিধি ১৫ লৈক করি ১৬ গীরি প্রিজ ১৭ সীজ  
 ১৮ হরি ১৯ সীজ ২০ অম্বে ২১ সীর পরে ২২ একি অপরূপ  
 দেখে তিল মনুহরে ২৩ কিবা ২৪ সনমুখে রসনাপত্র

১. আ

শব্দার্থ টীকা : গিরিসুতা—গৌরী  
 পারীন্দ্র—সিংহ  
 রসনা—মেথলা

মন্তব্য : ষোড়শ শতকের অনুবাদে কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। মূলে রোমাবলীকে বলা হয়েছে জমর পংক্তি, অনুবাদে তা  
 মধুসূদন পিপীলিকার সারি। মূলে আছে বিরহব্যাকুলতা বমনা, অনুবাদে আছে মদুস্তাহারের গগ্গাধারা।  
 মূলে আছে বারাগসী প্রসঙ্গ, অনুবাদে তা অনূপস্থিত। অনুবাদে রোমাবলীর সঙ্গে ত্রিবলী ত্রিশূলের প্রসঙ্গ  
 আছে, মূলে তা নেই। মূলের সপ্তদশ শতকটি বেণী-বর্ণনা—অনুবাদে শতকটি বিজ্ঞত। অষ্টাদশ শতকের  
 কটিবর্ণনার অনুবাদ করতে গিয়ে আলাওল হরের ডম্বরু, পিপীলিকার কটি ইত্যাদি কয়েকটি নতুন প্রসঙ্গ  
 এনেছেন। ষোড়শ ও অষ্টাদশ দুটো শতকেরই সোহা অংশের অনুবাদ আলাওলে নেই।

সুচারু নিস্তম্ভ<sup>১</sup> অতি ধরে নিস্তাম্বিনী<sup>২</sup> ।  
 করিবর কুম্ভ<sup>৩</sup> জিনি সুন্দর স্তানি<sup>৪</sup> ॥  
 নাভি অধঃস্থলে<sup>৫</sup> পদনি গ্রিজগমহন ।  
 উচিত কহিতে লাজ অকথ্য<sup>৬</sup> কখন ॥  
 অভেদ আছে এই কালের কালি ।  
 না জানি পরসে কোন ভাগ্যমন্ত অলি ॥  
 চন্দনের মাঝে কিবা মৃগপদচিন ।  
 আর কি বলিব তাক করি পর ভিন্<sup>৭</sup> ॥  
 সিবের পোজার স্থলি<sup>৮</sup> জানি স্ববিসেষ<sup>৯</sup> ॥  
 কাম নিবারনে হএ পুঞ্জিলে মহেস ॥

শ্রীরাম<sup>১০</sup> কদলি জিনি উরু মনোরম ।  
 করিবর কর পদনি<sup>১১</sup> নহে তার সম ॥  
 মৃদু মৃকমল পদ<sup>১২</sup> অতি চারুতর ।  
 স্তল জল বহু<sup>১৩</sup> পদনি নহে সমধর ॥  
 অতুলিত দেখী রাখী মৃখ<sup>১৪</sup> করতল ।  
 চরণে সরন<sup>১৫</sup> আসী ভিজল কমল ॥  
 জাবকে<sup>১৬</sup> রঞ্জিত নখ দেখী লাগে ধন্দ ।  
 অরুণ বরণ হৈল বরবালা ছন্দ<sup>১৭</sup> ॥  
 সুভিত নপদুর<sup>১৮</sup> রক্ত আনট বিচিয়া<sup>১৯</sup> ।  
 চতুরে পেলাএ নিজ জীবন নিছিয়া ॥  
 গজেন্দ্রগমন জিত<sup>২০</sup> গতি অতি ভাল ।  
 খঞ্জন গঞ্জল<sup>২১</sup> হোরি লজিত মরাল<sup>২২</sup> ॥

১ নিস্তম্ব ২ নিস্তাম্বিনী ৩ কুম্ভ ৪ স্তানি ৫ অধঃস্থলে ৬ অকথ্য  
 ৭ আর কি বলিতে পারি করিয়া প্রভিন ৮ সীবের পুজার স্তলি  
 ৯ সিবিসেস ১০ ছিরি রাম ১১ করিবর কুম্ভ জিনি ১২ পদ ১৩ স্থল  
 জল কমল ১৪ আকি মৃক ১৫ স্বরণে ১৬ জবেক ১৭ চন্দ ১৮  
 নৈপদুর ১৯ নিছিয়া ২০ জিনি ২১ গমন ২২ এরপর 'বা' পদস্থিতে  
 অতিরিক্ত পংক্তি— গমন ভাগিমা হোরি স্বর্গ নারীগণ ।  
 তেকারনে ভূমন্ডলে না দে দরশন ॥

মন্তব্য : মূলের উনিবংশ শব্দকাটি নাভিবর্ণনা । আলাওল এই শব্দের অনুবাদ করতে গিয়ে নিস্তম্ব এবং নাভিপ্ৰসঙ্গটুকু এনেই পরক্ষণে জঘন প্রসঙ্গে প্রস্থান করেছেন । মূলে যা নাভিবর্ণনা প্রসঙ্গে আছে, আলাওল তা বলেছেন জঘন প্রসঙ্গে । মূলে নাভিকে সমুদ্রের ঘূর্ণির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, অনুবাদে তা নেই । আবার অনুবাদে মহেশপূজা করে কামনিবারণের কথা আছে, মূলে তা নেই ।

সুচারু নিস্তম্ব অতি ধরে নিস্তাম্বিনী ।  
 করিবরকুম্ভ জিনি সুন্দর বলনি<sup>১</sup> ।  
 নাভি অধঃস্থলে পদনি গ্রিজগমোহন ।  
 উচিত কহিতে লাজ অকথ্যকখন ॥  
 অভেদ আছে এই কালের কালি ।  
 না জানি পরশে কোন ভাগ্যবন্ত অলি ॥  
 চন্দনের মাঝে কিবা মৃগপদ চিন ।  
 আর কি বলিব তারে করিয়া প্রবীণ ॥  
 শিবের পুজার স্থলী জানি সবিশেষ ।  
 কাম নিবারণ হয় পুঞ্জিলে মহেশ ॥ ( জা. ১৯ )

শ্রীরাম কদলি জিনি উরু মনোরম ।  
 করিবরশুণ্ড পদনি নহে তার সম ॥  
 মৃদু সুকোমল পদ অতি চারুতর ।  
 স্থল জল কমল পদনি নহে সমসর ॥  
 অতুলিত দেখি আঁখি মৃখ করতল ।  
 চরণ শরণে আসি ভিজল কমল ।  
 যাবকে রঞ্জিত নখ দেখি লাগে ধন্দ ।  
 অরুণ বরণ হৈল বরমালা চন্দ ॥  
 শোভিত নৈপদুর রক্ত আনট বিছিয়া ।  
 চতুরে ফেলায় নিজ জীবন নিছিয়া ॥  
 গজেন্দ্র গমন জিনি গতি অতি ভাল ।  
 খঞ্জন গমন হোরি লজিত মরাল ॥  
 গমন ভাগিমা হোরি স্বর্গ নারীগণ ।  
 তেকারণে ভূমন্ডলে না দে দরশন ॥

আ ১.

স্বার্থটীকা : বলনি—গড়ন ; করিবর কুম্ভ—হস্তীমস্তক  
 অভেদ...কালি—পশুকুড়ির মত অক্ষত বোনী  
 মৃগপদ চিন্—হরিণের পদাচহের মতো বোনীশেষ  
 যাবক—আগতা

ক্ষেনে<sup>২</sup> মন্দগতি গমন<sup>৩</sup> ঠমরু ।  
 চর্মকি<sup>২</sup> চলে ভাঙ্গমা ষ্ঢচারু ॥  
 নিজ গম্য<sup>৩</sup> সহজে চলিতে বর নারি ।  
 অঙ্গে ভঙ্গে নাচে জেন স্বর্গ বিদ্যাধরি ॥  
 চলিতে ষ্ঢস্বর বাজে কিঞ্চিন নপদুর<sup>৪</sup>  
 ছমে ভঙ্গ নহে তান<sup>৫</sup> সন্দ ষ্ঢমধুর ॥  
 পদ পরসনে রেগু<sup>৬</sup> রক্তবন হএ ।  
 সিন্দুর করিয়া কুল রমানি পরএ<sup>৭</sup> ॥  
 অতুল<sup>৮</sup> মানসে পরসীতে নারে হাতে ।  
 কমল ভরমে সবে থুইতে চাহে মাথে ॥  
 বসন ভোসন<sup>১০</sup> ছবি বসিতে না পারি ।  
 ক্ষেনে নেত পাট ক্ষেনে<sup>১১</sup> পৌরে জরতারি ॥  
 ক্ষেনে সাখা রামাপাতি<sup>১২</sup> ক্ষেনে গঙ্গাজল ।  
 ক্ষেনে কোরিমিজি<sup>১৩</sup> ক্ষেনে পৌরে মল<sup>১৪</sup> ॥  
 ক্ষেনে নিল ক্ষেনে পিত শ্বেত রক্ত বাস ।  
 ক্ষেনে মোসজার ক্ষেনে মিলিল দামাস ॥<sup>১৫</sup>  
 নানা দেশী নানা ভাসী<sup>১৬</sup> নানা রঙ্গে পৌরে ।  
 তিলে ২ নানাভাতি নানাবন ধরে ॥  
 জথেক বসনা<sup>১৭</sup> করি অধিক মহিমা ।  
 ষ্ঢর নারি নরনারি জিনি রূপ সীমা ॥  
 অতুল নিম্বলরূপ ত্রিজগমোহন ।  
 দর্পন<sup>১৮</sup> অন্তরে মাত<sup>১৯</sup> সে রূপ তুলন ॥  
 এক মুখে রূপ ছবি কহন না জাএ ।  
 ভাগ্যবল<sup>২০</sup> হেতু দেখি সেই পাতিয়াএ ॥

থেনে থেনে মন্দগতি চলন ঠমরু ।  
 ঠমকি ঠমকি চলে ভাঙ্গমা স্ঢচারু ॥  
 নিজ গম্যে সহজে চলিতে বরনারী ।  
 অঙ্গে ভঙ্গে নাচে যেন স্বর্গ বিদ্যাধরি ॥  
 চলিতে স্ঢস্বর বাজে কিঞ্চিন নপদুর ।  
 ছমে ভঙ্গ নহে তাল শব্দ স্ঢমধুর ॥  
 পদপরশনে রেগু রক্ত বর্ণ হয় ।  
 সিন্দুর করিয়া কুলরমণী পৈরয় ॥  
 অতুল মানস পরশিতে নারে হাতে ।  
 কমল ভরমে সবে থুইতে চাহে মাথে ॥ (জা. ২০)  
 বসন ভূসন রূপ বর্ণিতে না পারি ।  
 থেনে নেত পাট পৈরে থেনে জরতারি ॥  
 থেনে খাসা রমাপাতি থেনে গঙ্গাজল ।  
 থেনে কিরিমিজি থেনে পৈরে মলমল ॥  
 থেনে নীল থেনে পীত শ্বেতরক্তবাস ।  
 থেনে মসলিন থেনে ঝিলমিল তাস<sup>১</sup> ।  
 নানা দেশী নানা বস্ত্র নানা রঙ্গে পরে ।  
 তিলে তিলে নানা ভাতি নানাবর্ণ ধরে ॥  
 যথেক বাখান করি অধিক মহিমা ।  
 স্ঢরনারী নরনারী জিনি রূপসীমা ॥  
 অতুল নিম্বল রূপ ত্রিজগমোহন ।  
 দর্পণ অন্তরে মাত্র সে রূপ তুলন ॥  
 এক মুখে রূপ ছবি কহন না জায় ।  
 ভাগ্যবল হেতু দেখি সেই পাতিয়ায় ॥

১ চলন ২ থর্মকি ৩ গ্রামে ৪ অঙ্গ ভঙ্গ ৫ নেপদুর ৬ মন ভঙ্গ হএ জেন  
 ৭ মাটী ৮ পৈরএ ; এরপর 'বা' পুঁথিতে অতিরিক্ত পংক্তি—

পৈরিয়া রমানি সবে মনেতে ভাবএ ।  
 জেমত সোন্দর কাউ পাইল নিশ্চএ ॥

৯ অতুল ১০ ভূসন ১১ ক্ষেনে পাট ১২ থেনে খাচা রোমাপাতি  
 ১৩ খীরমাজী ১৪ পৈরএ মথমল ১৫ থেনে খীরমাজি থেনে নিল  
 শাদা মাস ১৬ নানা বস্ত্র ১৭ বাখান ১৮ দ্রপন ১৯ কিবা  
 ২০ ভাগ্যফল

মন্তব্য : বিংশ শতকটি মূলে নিতম্বশোভা দিয়ে শ্ঢরু হলেও আসলে চরণবর্ণনা । অনুবাদে চরণবর্ণনা প্রসঙ্গে চরণ গতির  
 অলঙ্কৃত বর্ণনা করা হয়েছে । মূলে আছে দেবতা কস্তুক পদধারণের প্রসঙ্গ, অনুবাদে তা বির্জিত হলে রক্তিম  
 চরণরেণু দিয়ে রূপসীদের সিঁদুর পরার বর্ণনার বঙ্গীয় মানসিকতা দেখা দিয়েছে । মূলের দোহা অংশে রূপ-  
 বর্ণনার অক্ষমতার জন্যে যে আক্ষেপ আছে অনুবাদে তা নেই ।

শেষ শতকটিতে আলাওল যে বিচিত্র কসন শ্ঢপীকৃত করেছেন মূলে তার কোনো চিহ্ন নেই । বিচিত্রনামা বসনগুণি  
 সম্ভবত আলাওলের সমকালীন । মূলে বিংশ শতকেই শেষ । অতিরিক্ত শতকটি আলাওলের সংযোজন ।

১. আ

শব্দার্থ টীকা : ঠমরু—ঠমকে  
 পৈরএ—পরে  
 পাটনেত—পাটবস্ত্র  
 জরতারি—বস্ত্রবিশেষ  
 রমাপাতি—  
 গঙ্গাজল—

## প্রেম খণ্ড

প্রতিগত মা...রূপ স্বধারস বোল<sup>১</sup> ।  
 প্রেমের সায়রে সত উটীল হিলোল<sup>২</sup> ॥  
 প্রেমরূপ রূপ<sup>৩</sup> প্রেম বিরহের মূল ।  
 অমৃত জাম্বীনা<sup>৪</sup> বিস<sup>৫</sup> করিল আকুল ॥  
 পরিল প্রেমের সিন্দু অথাহ অপারে ।  
 ক্ষেনেকে ভয়রে<sup>৬</sup> পেলে<sup>৭</sup> ক্ষেনেকে লহরে ॥  
 বিষধরে ডংসীলে জেহেন লহরএ<sup>৮</sup> ।  
 অপদে মস্তকে আদি<sup>৯</sup> হৈল বিসমএ ॥  
 প্রেমের কটীন দক্ষ পাতি আইল কোনে ।  
 জাহার মরমে রেধা<sup>১০</sup> সেই মাত্ৰ জানে ॥  
 অন্তরে প্রেমের ঘাএ<sup>১১</sup> হৈয়া মহুশিত<sup>১২</sup> ।  
 ভূমীত পরিল রাজা চেতন রহিত<sup>১৩</sup> ॥  
 ক্ষেনে শ্রেত মৃথচন্দ্র ক্ষেনে হএ সিত<sup>১৪</sup> ।  
 তিলেকে সে দস দসা<sup>১৫</sup> হৈল উপশিত ॥  
 দসামি দসার এবে শুনহ বেবস্থা<sup>১৬</sup> ।  
 কাম হন্তে<sup>১৭</sup> ভাবকের দসম অবস্থা<sup>১৮</sup> ॥  
 অবিলাস প্রথমে দৃষ্জে চিন্তা হএ<sup>১৯</sup> ।  
 ত্রিতিএ শ্বরন গদনকিত্তি<sup>২০</sup> চতুর্থএ ॥  
 পঞ্চমে উদগ হএ সষ্টমে বিলাপ ।  
 সপ্তমে উন্মাদ<sup>২১</sup> অষ্টমেত ব্যাধি তাপ<sup>২২</sup> ॥  
 নবমে জরতা দসমেত মৃত্যুবত ।  
 বিরহের দসাবস্থা<sup>২৩</sup> বৃদ্ধহ বেকত ॥  
 ক্ষেনে শ্বাস ডুবি হএ জিবনে নৈরাস ।  
 ক্ষেনে রূপ আরি<sup>২৪</sup> ছারে ডিগল<sup>২৫</sup> নিশ্বাস ॥

প্রতিগত মাত্ৰ রূপ স্বধা রস বোল ।  
 প্রেমের সায়রে শত উটীল হিলোল ॥  
 প্রেম রূপ রূপ প্রেম বিরহের মূল ।  
 অমৃত অমিয়ারস করিল আকুল ॥  
 পরম প্রেমের সিন্দু অগাধ গম্ভীর ।<sup>১</sup>  
 ক্ষেণেক ভাঁওরে ফেলে সমুদ্রের নীর ॥<sup>২</sup>  
 বিষধরে দংশিলে বেহেন লহরয় ।  
 আপাদমস্তক আদি হৈল বিষয় ॥  
 প্রেমের কঠিন দৃষ্ণ পাতিয়ায় কোনে ।  
 বাহার মরমে দৃষ্ণ সেই মাত্ৰ জানে ॥  
 অন্তরে প্রেমের ঘায় হৈয়া মূর্ছিত ।  
 ভূমিত পাড়িল নৃপ চেতন রহিত ॥  
 ক্ষেণে শ্বেত মৃথচন্দ্র ক্ষেণে হয় পীত ।  
 তিলেক দশমীদশা হৈল উপশিত ॥  
 দশমী দশার এবে শুনহ ব্যবস্থা ।  
 কাম হোন্তে ভাবকের যে দশ অবস্থা ॥  
 অভিলাষ প্রথমে দৃষ্জে চিন্তা হয় ।  
 তৃতীয়ে শ্বরণ গুণকীর্তি<sup>১</sup> চতুর্থয় ॥  
 পঞ্চমে উশ্বেগ হয় ষষ্ঠমে বিলাপ ।  
 সপ্তমে উন্মাদ অষ্টমেত ব্যাধিতাপ ॥  
 নবমে জড়তা দশমেত মৃত্যুবত ।  
 বিরহের দশ অবস্থা বৃদ্ধহ বেকত ॥  
 ক্ষেণে শ্বাস ডুবি হয় জীবনে নৈরাশ ।  
 ক্ষেণে রূপ আরি ছাড়ে দীঘল নিশ্বাস ॥ (জা. ১)

১ প্রতিগত মাত্ৰ স্বধারস সেই বোল ২ প্রেমের সৈতে তেজে উটীল  
 হিলোল ৩ মূল ৪ অমৃত অমীয়া ৫ রস ৬ ভায়রে ৭ ফেলে ৮ নারএ  
 ৯ অপদমস্তক বধি ১০ দক্ষ ১১ ঘাও ১২ মোহশিত ১৩ রহিত  
 ১৪ পীত ১৫ তিলেকে দসমী দসা ১৬ আকুল ১৭ ভাব ১৮ অথেক  
 বেবস্থা ১৯ অতি হএ ২০ কীর্তি ২১ উন্মাদ ২২ আশ্বেত ব্যাধির  
 সন্তাপ ২৩ আকুল হএ ২৪ স্বরি ২৫ দিঘল

১. আ ২. আ

শব্দার্থ টীকা : ভাঁওর—আবর্ত ; লহরয়—আন্দোলিত হয় ;  
 পাতিয়ায়—প্রত্যয় হয়; দশমী দশা—মৃত্যু অবস্থা

মন্তব্য : প্রেমখণ্ডের প্রধান মন্তব্যের অনুবাদটি কিছুটা ব্যাখ্যামূলক । মূলে প্রেমাহত রাজার দশমীদশার উল্লেখটুকু আছে ।  
 আলাওল সেই উল্লেখসূত্র ধরে অলংকারশাস্ত্র অনুসারী নায়কের দশদশার বর্ণনা করেছেন । মূলে বিরহ সাগরের  
 সাগররূপকগুলির মধ্যে যে অবিচ্ছিন্নতা আছে অনুবাদে বিরহসপের প্রসঙ্গ এসে পড়ায় তা খণ্ডিত হয়েছে ।

অচেতন দেখীরা অমাত্য বন্দগনে ।  
 নিকটে তদ্বিরতে আইলা নৃপয়োজনে<sup>১</sup> ॥  
 ইন্ট মীত্র নৃপ<sup>২</sup> কুল সবে ঝাইলা শূনি ।  
 বৈদ্য ওঝা গারুড়ী বহু ঝাইলা বহু গুণী<sup>৩</sup> ॥  
 কেহ নারি চাহে কেহ নাসীকা পোবন ।  
 কেহ ঘরিসএ<sup>৪</sup> হস্ত যদুগল চরণ ॥  
 পরিষ্কিয়া নাসীকা<sup>৫</sup> চাহিলা গুণিগনে<sup>৬</sup> ।  
 নিরমল চন্দ্র স্বর্ষ্য আপনা ভুবনে<sup>৭</sup> ॥  
 শণ্ডার নাহিক তিন<sup>৮</sup> কপ বাত পীত ।  
 কি হেতু চমকে ঘন<sup>৯</sup> অঙ্গ পদলিকিত ॥  
 ভাবিয়া চিন্তিয়া সবে মনে কৈল্য সার ।  
 কোন রোগ নহে এই বিরহ বিকার ॥  
 চিকিৎসিতে<sup>১০</sup> বৈদ্যকুল<sup>১১</sup> হইল আকুল ।  
 নিকটে নাহিক তান<sup>১২</sup> ঔষদের<sup>১৩</sup> মূল ॥  
 কহিলা সকলে<sup>১৪</sup> মিলি নৃপতি<sup>১৫</sup> চেতাও ।  
 মনের আরাতি কিবা জিজ্ঞাসীয়া চাও ॥  
 ততক্ষণে<sup>১৬</sup> বন্দগনে নৃপ চেতাইলা ।  
 কোন মত করে চিত্য<sup>১৭</sup> পদুছিতে লাগীলা ॥  
 কি দৃষ্টি অন্তরে আঞ্জা কর মহারাজ ।  
 ত্রিভুবনে সাসাধিত য়াছে<sup>১৮</sup> কোন কাজ ॥  
 সমুদ্র স্রোমের আইসে তোমার হাংকারে ।  
 কোন কাযে<sup>১৯</sup> রায়শ্বর দৃষ্টিতে অন্তরে ॥

অচেতন দেখিয়া অমাত্য বন্দগনে ।  
 নিকটে তদ্বিরতে আইলা নৃপ প্রিয়জনে ॥  
 ইন্ট মিত্র নৃপকুল সবে আইল শূনি ।  
 বৈদ্য ওঝা গারুড়ী আইল বহু গুণী ॥  
 কেহ নাড়ী চাহে কেহ নাসিকা পবন ।  
 কেহ ঘরিশয় হস্তে যদুগল চরণ ॥  
 পরীক্ষিয়া নাসিকা চাহিল গুণিগণে ।  
 নিরমল চন্দ্র স্বর্ষ্য আপনা ভুবনে ॥  
 শণ্ডার নাহিক তিন কফ বাত পিত ।  
 কি হেতু চমকে ঘন অঙ্গ পদলিকিত ॥  
 ভাবিয়া চিন্তিয়া সবে মনে কৈল সার ।  
 কোন রোগ নহে এই বিরহ বিকার ॥  
 চিকিৎসিতে বৈদ্যকুল হইল আকুল ।  
 নিকটে নাহিক তার ঔষধের মূল ॥  
 কহিল সকলে মিলি নৃপতি চেতাও ।  
 মনের আরাতি কিবা জিজ্ঞাসিয়া চাও ॥  
 ততক্ষণে বন্দগনে নৃপে চেতাইলা ।  
 কোনমত করে চিন্ত পদুছিতে লাগিলা ॥  
 কি দৃষ্টি অন্তরে আঞ্জা কর মহারাজ ।  
 ত্রিভুবনে অসাধিত আছে কোন কাজ ॥  
 সমুদ্র স্রোমের আইসে তোমার হাংকারে ।  
 কোন কাযে রাজেশ্বর দৃষ্টিতে অন্তরে ॥ (জা.২)

১ আটমথা ২ নিপ<sup>৩</sup> প্রঅজন ৩ নিপ<sup>৪</sup> ৪ ওঝা বৈদ্য গারুড়ি আসীল  
 বহু গুণী ৫ গরিসএ ৬ নাটীকা ৭ গুণিজন ৮ তান ৯ অঙ্গে  
 ১০ মন ১১ চিকিৎসিতে ১২ বৈদ্যগণ ১৩ তার ১৪ অষদের  
 ১৫ সকলে ১৬ নিপতি ১৭ ততক্ষণে ১৮ কন মতো করে চিত  
 ১৯ ত্রিভুবনে অসাধিত আছে ২০ দৃষ্টি

শব্দার্থ টীকা : গারুড়ী—সপরিবিনীকারণকারী । গারুড়ী>গারুড়ী  
 চন্দ্র স্বর্ষ্য—বাম নাড়ী ও দক্ষিণ নাড়ীকে চন্দ্র স্বর্ষ্যের  
 সঙ্গে তুলনার রীতি তন্ত্রশাস্ত্রে আছে ।  
 চেতাও--জাগাও ;  
 হাংকারে—হাঁকে

মন্তব্য : শ্বিতীয় শব্দের অন্বাদে আলাওল একদিকে যোগশাস্ত্র অনুযায়ী চন্দ্র স্বর্ষ্যের রূপকে বাম নাড়ী ও দক্ষিণ  
 নাড়ীর প্রসঙ্গ এনেছেন যা মূলে নেই । আবার কবিরাজশাস্ত্র অনুসারে কফ বাত ও পিত্তের কথাও এনেছেন,  
 তাও মূলে অনুপস্থিত । অপরদিকে মূলে রামায়ণের অনুসরণে শক্তিশৈলাঘাতে লক্ষ্মণের সংগ্রাহীনতা  
 এবং হনুমানকর্তৃক সঞ্জীবনী লতা আনার প্রসঙ্গটি এখানে খুবই প্রাসঙ্গিক, কিন্তু আলাওল তা বর্জন  
 করেছেন । দোহা অংশেরও অনুবাদ নেই ।



চেতন হইয়া নৃপ হইল বিকল ।  
 ঘোর নিদ্রা হোন্তে জেন উঠিল পাগল ॥  
 পদ্বিহতে বচন যদ্যৎ না দেখে সমত ১ ।  
 নিজ মনোরথ জেন কহে উনমত ২ ॥  
 স্ফরিসে আছিল অমরা যথা তথা ।  
 বনবাস মৃত্যুপরে কে আনিল এথা ॥  
 নিদ্রাগতে মন পক্ষি যদ্যৎ বৃক্ষে ছিল ।  
 কি কারণে বিধি আমা তথা না রাখিল ॥  
 এথা যদ্যৎ দেহ প্রান রৈল সেই স্থানে ৩ ২ ।  
 কেমতে রহিব কায়া পরান বিহনে ॥

নিদ্রা সে পরম যদ্যৎ জগতমোহন ।  
 যদ্যৎনিদ্রা হোন্তে সিদ্ধি পায় যোগীগন ॥  
 ভয় চিন্তা হোন্তে জার চিন্ত নহে স্থির ৩ ৩ ।  
 নিদ্রা ব্যাপিলে হইল অচিন্তা শরীর ॥  
 ভাগ্য বিপরিত হৈলে খন্ডে সব যদ্যৎ ।  
 অখণ্ডিত যদ্যৎনিদ্রা না হয় বিমদ্যৎ ॥  
 আর যত যদ্যৎ কার আছে কার নাই ।  
 নিদ্রাসুখ সর্বভূতে দিয়াছে গোসাই ॥  
 নৃপতি কমলসয্যা যদ্যৎ যদ্যৎ জেন মত ।  
 দর্শনজন তেমত কঠোর ভূমিগত ॥  
 কোন বস্তু দিয়া কবি উপমিব তারে ।  
 জাহার বসতি হৈছে চক্ষুর মাজারে ॥  
 জ্ঞানহীন জন জেই নিদ্রা নাহি চিনে ।  
 সর্বস্ব হারাএ হেন নিদ্রার কারণে ॥

চেতন হইয়া নৃপ হইল বিকল ।  
 ঘোর নিদ্রা হোন্তে যেন উঠিল পাগল ॥  
 পদ্বিহলে বচনযোগ্য না দেয় সমত ।  
 নিজ মনোরথ যেন কহয় উনমত ॥  
 স্ফরিসে আছিল অমরা যথা তথা ।  
 বনবাস মৃত্যুপরে কে আনিল এথা ॥  
 নিদ্রাগতে মনপক্ষী সুখে বৃক্ষে ছিল ।  
 কি কারণে বিধি আমা তথা না রাখিল ॥  
 এথা শূন্য-দেহ প্রাণ রৈল সেই স্থানে ।  
 কেমতে রহিব কায়া পরাণ বিহনে ॥ ( জা. ৩ )

নিদ্রা সে পরম সুখ জগতমোহন ।  
 যোগনিদ্রা হোন্তে সিদ্ধি পায় যোগীগন ॥  
 ভয় চিন্তা হোন্তে যার চিন্ত নহে স্থির ।  
 নিদ্রায় ব্যাপিলে হয় অচিন্তা শরীর ॥  
 ভাগ্য বিপরীত হইলে খন্ডে সব সুখ ।  
 অখণ্ডিত সুখনিদ্রা না হয় বিমদ্যৎ ॥  
 আর যত সুখ কার আছে কার নাই ।  
 নিদ্রাসুখ সর্বভূতে ব্যাপিল গোসাই ॥  
 নৃপতি কোমলসয্যা সুখ যেন মত ।  
 দর্শনজন তেমত কঠোর ভূমিগত ॥  
 কোন বস্তু দিয়া কবি উপমিব তারে ।  
 যাহার বসতি হৈছে চক্ষুর মাঝারে ॥  
 জ্ঞানহীন জন যেই নিদ্রা নাহি চিনে ।  
 সর্বস্ব হারায় হেন নিদ্রার কারণে ॥

১ জোর ২ পদ্বিহতে ৩ বচন যদ্যৎ ৪ না দেখে সমত ৫ কহে উনমত  
 ৬ স্ফরিসে পদ্বিহলে ৭ মৃত্যুপরে ৮ অপালিএ ৯ যদ্যৎ ১০ মোহে  
 ১১ সৈন্য ১২ স্থানে ১৩ নিদ্রাগতে ১৪ জোগ নিদ্রা ১৫ ভাঅ চিন্তা  
 হস্তে জাড় ১৬ স্থির ১৭ চিন্তা ব্যাপিলে ১৮ অখণ্ডিত যদ্যৎ নিদ্রা  
 ১৯ নন ২০ ব্যাপীত ২১ সৈন্য ২২ উপমিব ২৩ হৈল ২৪ চৌকের  
 ২৫ জেন ২৬ সর্বস্বক ২৭ সেই

শব্দার্থ টীকা : অমরা—স্বর্গপদুরী

মন্তব্য : তৃতীয় শতকের অনুবাদ মূলের তুলনায় সংক্ষিপ্ত । দোহা অংশের অনুবাদ তো নেই-ই, চৌপাই অংশেরও  
 কিছু কিছু বর্জিত হয়েছে । সদ্যোচেতনালক্ষ্য রাজার বিলাপকে মূলে তুলনা করা হয়েছে সদ্যোজাত  
 শিশুর কান্নার সঙ্গে । উপমাটি আলাওল বাদ দিয়েছেন । তার পরিবর্তে তিনি সংযোগ করেছেন তৃতীয়  
 ও চতুর্থ চরণ দুটি । তৃতীয় শতকের অনুবাদের পরবর্তী পয়ার অংশটি আলাওলের নিজস্ব নিদ্রাস্তুতি ।  
 এই জাতীয় নিদ্রাস্তব মূলে নেই ।

নৃপতিক <sup>১</sup> নিদ্রা হোনে <sup>২</sup>	জাগাইয়া বন্দ <sup>৩</sup> গনে	নৃপতিকে নিদ্রা হনে	জাগাইয়া বন্দ <sup>৩</sup> গনে
বদ্বিজল বিসম <sup>৪</sup> হৈল কাজ ।		বদ্বিজল বিষম হইল কাজ ।	
করজোর <sup>৫</sup> করি সবে	কহিতে লাগীলা তবে	করজোড় করি সবে	কহিতে লাগীলা তবে
নিবেদন যদন মোহারাজ ॥		নিবেদন শুন মহারাজ ॥	
তুমি বদ্বিম্বশত জ্ঞানি <sup>৬</sup> ,	কি বলিতে <sup>৭</sup> জানি আমি	তুমি বদ্বিম্বশত স্বামী	কি কহিতে পারি আমি
ভাবি দেখ আপনার <sup>৮</sup> চিন্তে ।		আপনে ভাবিয়া দেখ চিতে ।	
অতি কষ্ট প্রেমজাল	আগে মিশ্ট পাছে কাল	অতিকষ্ট প্রেম-জাল	আগে মিশ্ট পাছে কাল
বাঞ্জলে সহন <sup>৯</sup> নাহি চিন্তে ॥		বাঞ্জলে মোচন নাহি তাতে ॥	
অখন লখএ দৃশ্টে <sup>১০</sup>	পোবন ধরএ মৃশ্টে <sup>১০</sup>	অলখ লখনে দৃশ্টে	পবন ধরয় মৃশ্টে
মন হএ বান্ধি ক্ষেমা জোরে ।		মন হরে বান্ধি ক্ষেমা ডোর ।	
মিত্র বহিভতে <sup>১১</sup> জথ	ভাবের আনল তথ	মিত্র বহিভূত যথ	ভাবের আনল তথ
জালাইলে পাএ প্রেম ওর ॥		জালাইলে পায় প্রেম ওর ॥	
নিজ সির পদ করি	সম্ব <sup>১২</sup> সুখ পরিহারি	নিজ শির পদ করি	সর্ব <sup>১২</sup> সুখ পরিহারি
সম্পদ আপদ সমতুল ।		সম্পদ আপদ সমতুল ।	
যদুম তেজিয়া কষ্ট	আচারিতে নহে দ্রষ্ট <sup>১২</sup>	সুযম তেজিয়া কষ্ট	আচারিতে নহে দ্রষ্ট
সে সে জানে প্রেমের আশুল ॥		সেই জানে প্রেমের আশুল ॥	
আপনা করএ নাস	সম ভক্ষ <sup>১৩</sup> উপবাস	আপনা করয়ে নাশ	সম ভক্ষ্য উপবাস
তেজে লোভ <sup>১৪</sup> মায়া ক্লোষ কাম ।		তেজি লোভ মায়া ক্লোষ কাম ।	
তুমী যদ্বভুগী রাজা	লক্ষে ২ <sup>১৫</sup> করে পোজা <sup>১৬</sup>	তুমি সুখভোগী রাজা	লক্ষে লক্ষে করে পূজা
কোন হেতু লও প্রেম নাম ॥		কোন হেতু লও প্রেম-নাম ॥	
মনেত ভাবিয়া এহ <sup>১৭</sup>	সাধ সিম্ব <sup>১৮</sup> নহি পাই	মনেত ভাবিয়া এই	সাধ সিম্বি নাহি পাই
বিনি যুগে পশত করি লক্ষ <sup>১৯</sup> ।		বিন্দু যোগ পশত করি লক্ষ্য ।	
তস্ত মস্ত <sup>২০</sup> ব্যাস জপ	কম যুগাসন <sup>২১</sup> তপ	তস্ত মস্ত ব্যাস জপ	কর্ম যোগাসন তপ
তবে হএ দেবতা সপক্ষ <sup>২২</sup> ॥		তবে হয় দেবতা সপক্ষ ॥	
এমত করএ জবে	প্রেম যদুরা পিএ তবে	এমত করয় যবে	প্রেম সূরা পিরে তবে
সদা মস্ত <sup>২৩</sup> আনন্দ অপার ।		সদা মস্ত আনন্দ অপার ।	
ভাবের নিয়মবধি <sup>২৪</sup>	ভক্তি মূক্তি হ্রদি সিম্বি <sup>২৫</sup>	ভাবের নিয়ম বিধি	ভক্তি মূক্তি হ্রদি সিম্বি
যদ্ব মক্ষ প্রাপ্তি হএ তার ॥		সুখ মোক্ষ প্রাপ্তি হয় তার ॥ ( জা. ৪ )	

১ নৃপতিকে ২ হনে ৩ বিসম ৪ করজোরো ৫ স্বামী ৬ বদ্বিলিতে  
৭ আপনি ভাবিয়া দেখ ৮ মোচন ৯ অলখন হএ দিতে ১০ ধরিলে  
পিশ্টে ১১ বহে ভূত ১২ ভষ্ট ১৩ ভৈক্ষ ১৪ তেজিলুম ১৫ লৈক্ষে ১৬  
১৭ পূজা ১৮ চাই ১৯ সার সীম্বি ২০ লৈক্ষ ২১ মস্ত ২২ কম্ব  
জোরে সেন ২৩ সপৈক্ষ ২৪ মস্ত ২৫ নিঅম বদ্বিম্ব ২৬ বিম্বি

শব্দার্থ টীকা : হনে—থেকে  
ওর—সীমা  
নিজ শির পদ করি—নিজের মাথার উপর যদি  
কেউ পা রাখে, অর্থাৎ কঠোর যোগসাধনা করে :  
তু' সির দেই পাব দেই সো হুআ (জা)

মন্তব্য : চতুর্থ শতকের গ্রন্থপত্রী ছন্দের অনুবাদটি মূলের ভাবসম্প্রসারণ। মূলের কৃষ্ণ-গোপী প্রসঙ্গটি অনুবাদে বর্জিত  
হয়েছে, মূলের তুলনায় অনুবাদটি অনেক বিস্তারিত। মূলের ভাবটুকু অক্ষুণ্ণ রেখে অনুবাদটি ভাবের  
আকাশে বিস্তার লাভ করেছে।

মেদিনী কল্পপতরু দানে মানে কন্য <sup>১</sup> করুদ্বিজিত ।	রসিক নায়ক গদরু ভব দধি সন্তকেতু <sup>২</sup> দক্ষ মন দক্ষ তর্মাচিত <sup>৩</sup> ।	মেদিনীর কল্পপতরু দানে মানে কণ <sup>৪</sup> করুদ্বিজিত ।	রসিক নায়ক গদরু ভবোধি সত্যকেতু দক্ষম আদিত ॥ <sup>৫</sup>
ধর্মালতা বৃষ্টি <sup>৬</sup> হেতু এহেন মাগন গদনি পদ্বিছলা সে সব বিবরণ <sup>৭</sup>	রূপ ভাব কথা ষদনি পৈরে <sup>৮</sup> মন সহরিসে	ধর্মালতাবৃষ্টি হেতু এহেন মাগন গদনী পদ্বিছলা সে সব বিবরণ ।	ভবোধি সত্যকেতু রূপ ভাব কথা ষদনি পরি মন সহরিসে
আদেশ করুদ্রম <sup>৯</sup> সিসে হিন মালাললে <sup>১০</sup> ষদবচন <sup>১১</sup> ॥		আদেশ করুদ্রম শীষে হীন আলাওলে সদরচন ॥	

১ কন্যা ২ সীমি ৩ সৈন্তকেতু ৪ আমদিত ৫ জিজ্ঞাসীল সেই  
বিবরণ ৬ করুদ্রম ৭ পদ্বি ৮ আলাওলে ৯ সদরচন

- এরপর 'বা' পদ্বিতে অতিরিক্ত দুটি পংক্তির পদ্বিপিকা—  
দানে মানে কন্যগদরু                      কামদর আলি মেরু  
মোকে আলা কৈল সহরিসে ।  
ষদ বৃষ্টি অল্প জ্ঞান                      আবুল হোচন জাম  
পোষক লোখলুম প্রেমরসে ॥

১ আ

শব্দার্থ টীকা : করুদ্বিজিত—মহাভারতে বর্ণিত হস্তিনাপুরের চন্দ্র-  
বংশীয় রাজা । ভবোধি সত্যকেতু—সংসারসমুদ্রে  
সত্যের নিশান তুল্য ; দক্ষম আদিত—  
বিষ্ণুদেবের মতো যিনি সূর্যে দক্ষম সমান আচরণ  
করেন । এক্ষেত্রে পদ্বিপিকা অর্থহীন ।

মন্তব্য : ত্রিপদীর শেষে ভগ্নিতাসহ মাগন-প্রশস্তিটুকু যে আলাওলের নিজস্ব সংযোজন তা বলা বাহুল্য । পৃষ্ঠপোষক  
মাগনঠাকুর সম্পর্কে কবির স্তব্ধবচনগদ্বি লক্ষণীয় ।

বৃন্দিন নৃপতিঃ দিগ্‌বাস কহে কথা<sup>১</sup> ।  
 জথেক কহএ সখ<sup>২</sup> না হএ অন্যথা<sup>৩</sup> ॥  
 নয়ানে শ্রবএ<sup>৪</sup> মূর্ত্তা প্রাএ<sup>৫</sup> জলধার ।  
 ভাবানল জ্যোতে নাসে মন অন্দকার<sup>৬</sup> ॥  
 গুরু য়কে আশ্বাত<sup>৭</sup> কহিছে জোগ্য মন্ম<sup>৮</sup> ।  
 এক য়গ ভাব ভক্তি আর য়গ কন্ম<sup>৯</sup> ॥  
 কন্মযোগ<sup>১০</sup> হৈলে পূর্ন কাম্যাসি<sup>১১</sup> হএ ।  
 ভাবভক্তি য়গমুক্তি<sup>১২</sup> বাঞ্ছিত পুরএ<sup>১৩</sup> ॥  
 কন্ময়গ<sup>১৪</sup> অনাহারে বৈসে<sup>১৫</sup> চিরকাল ।  
 সাধিলে সে সি<sup>১৬</sup> হএ এরাএ জঞ্জাল ॥  
 ভাবের আনল সে মনে<sup>১৭</sup> হৈলে প্রকাশ ।  
 তিলে মাগ্‌ ভাবকের হএ আশ্বনা<sup>১৮</sup> ॥  
 গুরুর দাতব্য<sup>১৯</sup> সিস<sup>২০</sup> হ্রদে অগ্নিকনা ।  
 প্রজ্বলিত করে জেই সিসা মোহাজনা ॥  
 দূশ মাঞ্জে নানি যাছে জগতে প্রচার ।  
 আউটিলে মথিলে সে পাএ খীর সার ॥  
 পশ্বে উদ্দেশীয়া গুরু ধরএ কান্ডার ।  
 নিজ বলে বাহিয়া<sup>২১</sup> সমদ্র হএ পার ॥  
 এথ জ্ঞানি তেজিল সংসার সুখমায়া ।  
 কিবা কায্য<sup>২২</sup> সি<sup>২৩</sup> কিবা নিপাতিত কাম্য ॥

শূন্যি নৃপতি দীর্ঘবাসে কহে কথা ।  
 যথেক কহিলা সত্য না হয় অন্যথা ॥  
 নয়ানে শ্রবয় মূর্ত্তাপ্রায় জলধার ।  
 ভাবানল জ্যোতে নাশে মন আশ্বনার ॥  
 গুরু শূক আমাতে কহিছে যোগমর্ম ।  
 এক যোগে ভাব ভক্তি আর যোগে কর্ম ॥  
 কর্মযোগ হইলে পূর্ন কাম্যাসি হয় ।  
 ভাবভক্তি যোগমুক্তি বাঞ্ছিত পুরয় ॥  
 কর্মযোগে অনাহারে বসি চিরকাল ।  
 সাধিলে সে সি হয় এড়ায় জঞ্জাল ॥  
 ভাবের আনল মনে হইলে প্রকাশ ।  
 তিলমাগ্‌ ভাবকের হয় আশ্বনাশ ॥  
 গুরুর দাতব্য শিষ্য হ্রদে অগ্নিকনা ।  
 প্রজ্বলিত করে যেই শিষ্য মহাজনা ॥  
 দূশ মাঞ্জে ননী আছে জগতে প্রচার ।  
 আউটিলে মথিলে সে পায় ক্ষীরসার ॥  
 পশ্বে উদ্দেশীয়া গুরু ধরয় কান্ডার ।  
 নিজ বলে বাহিলে সমদ্র হয় পার ॥  
 এত জ্ঞানি তেজিল সংসার সুখমায়া ।  
 কিবা কার্যসি কিবা নিপাতিত কাম্য ॥ (জা.৭)

১ বৃন্দিন দিগ্‌বাসে নৃপতি কহে কথা ২ কহিলা কথা ৩ অন্যথা  
 ৪ বয়ানে ৫ বহে ৬ আশ্বিনার ৭ আমাতে ৮ জোগ মন্ম ৯ য়গ  
 কন্ম ১০ কন্ম য়গ ১১ কায্য সীখ ১২ য়গে মুক্তি ১৩ পুরএ  
 ১৪ কন্ম য়গে ১৫ বসী ১৬ সীখ ১৭ সনে ১৮ আশ্বনাশ  
 ১৯ দাতব্য ২০ সীখ ২১ বাহিলে ২২ কায্য

শব্দার্থ টীকা : ভাবকের হয় আশ্বনাশ— প্রেমিকের আশ্বিনাশ হয় ।  
 আউটিলে...ক্ষীরসার—উত্তপ্ত বা মশ্ন করলে তদেই দুধের  
 সার অংশ পাওয়া যায় ।  
 মূলে আছে—নিকসি ঘিট ন বিনা দধি ঘথে (৬) ।

মন্তব্য : জায়সীর চতুর্থ শতকের অনুবাদের পর আলাওল সপ্তম শতকের অনুবাদ করেছেন । জায়সীর পঞ্চম  
 ষষ্ঠ শতকের প্রেমতত্ত্বমূলক শূকবচনগুলি আলাওল বাদ দিয়েছেন । সপ্তম শতকের অনুবাদটি মূলের  
 তুলনায় কিছুটা সম্প্রসারিত । কর্মযোগ-তত্ত্বপ্রসঙ্গটি আলাওলের সংযোজন । উস্তাপে দুধ মশ্ননের  
 চিত্রটিও আলাওলের নিজস্ব । সপ্তম শতকের দোহাঅংশের অনুবাদ আলাওল করেন নি । জায়সীর অষ্টম  
 শতকের অনুবাদও আলাওলের লেখায় অনুপস্থিত । জায়সী কাব্যে যেখানেই তত্ত্ব প্রসঙ্গ এসে ভীড় করেছে  
 আলাওল তা হয় অভ্যন্ত সংক্ষেপে সরেছেন, নতুবা তাকে এড়িয়ে গিয়ে কাহিনীকথনের মধ্যে প্রবেশ  
 করেছেন । মূলে কাব্যে যেখানে তত্ত্বাভিত কাব্য কথা, অনুবাদ সেক্ষেত্রে মূলত কাহিনী-আপ্রিত ঘটনা বিবরণ ।  
 যে অমাত্য সভায় বসে আলাওল পশ্চাত্তর অনুবাদ করছিলেন তত্ত্ব কথার চেয়েও কাহিনীর আবেদন ছিল  
 বেশী । এক্ষেত্রে অবশ্য জায়সীর অনুসরণে আলাওলের স্ফী প্রেমতত্ত্ব ও গুরুবাদ প্রকাশিত ।

## যোগী খণ্ড

রাজ্যপাট<sup>১</sup> তেজিয়া নৃপতি হৈল যুগী ।  
 করিতে কিনর<sup>২</sup> লৈয়া বাজ্ঞা বিউগী ॥  
 সিরে জটা কনে<sup>৩</sup> মদ্রা<sup>৪</sup> ভব কলেবরে ।  
 কক্ষে<sup>৫</sup> সিংগা ডম্বর<sup>৬</sup> শিশুল লৈয়া<sup>৭</sup> করে ॥  
 মেখলি<sup>৮</sup> ধাম্ধারি রুদ্রাক্ষের জপমালা ।  
 কাশ্মা<sup>৯</sup> চক্র খাপর বসিতে মৃগছালা ॥  
 চমক পাথর আর পদেত পাউরি ।  
 হস্তে দোয়াদস লৈল বটয়া আধারি<sup>১০</sup> ॥  
 উরিয়ান বন্দ কটী পৈরন কপিণ ।  
 অনাহত<sup>১১</sup> শব্দ মধ্যে মন কৈলা লিন ॥

শূন্যপশ্চে ধ্যান ধরিয়া সমন চক্ষে ।<sup>১০</sup>  
 শূন্য পদমহার লক্ষ<sup>১১</sup> করিল অলক্ষ ॥<sup>১২</sup>  
 মন পরিচয় আনলেত<sup>১৩</sup> মন দিয়া ।  
 পঞ্চভূত সিদ্ধি দস বাহু<sup>১৪</sup> সম্বদিয়া<sup>১৫</sup> ॥  
 চতুর্দলা ধারে করি ভক্তি সম্বাসন ।<sup>১৬</sup>  
 সভ দল<sup>১৭</sup> সিদ্ধিটানে চালাইলা মন ॥  
 আধারে বসন্ত বন সিদ্ধিটা বানশত<sup>১৮</sup> ।  
 দস দল মনিপূরে জয়দেবকান্ত<sup>১৯</sup> ॥  
 সেই মনিপূরেত সেবিয়া<sup>২০</sup> প্রজ্ঞাপতি ।  
 অনাহতচক্র কৈলা বিসৃত<sup>২১</sup> ভক্তি ॥  
 কণ্ঠান্ত<sup>২২</sup> শ্বাদশবর্ণ ধরে অনাহতে ।  
 দেখিল শূর সম্বর<sup>২৩</sup> বিষুধা<sup>২৪</sup> চক্রেতে ॥  
 তথাতে কুণ্ডলি দেবি মাছে নিদ্রাগত ।  
 সপর্শুপ<sup>২৫</sup> ধরি রাখে যুস্মার পত ॥

রাজ্যপাট তেজিয়া নৃপতি হৈল যোগী ।  
 করিত কিংগরী লই বাজ্ঞয় বিয়োগী ॥  
 শিরে জটা কণে<sup>৩</sup> মদ্রা ভস্ম কলেবরে ।  
 কক্ষে শিগা ডম্বর<sup>৬</sup> শিশুল লৈল করে ॥  
 মেখলি ধাম্ধারি রুদ্রাক্ষের জপমালা ।  
 কাশ্মা চক্র খাপর বসিতে মৃগছালা ॥  
 চমক পাথর আর পদেত পাউরি ।  
 হস্তেত শ্বাদশবর্ণ বটয়া আধারি ॥  
 উড়িয়ান বন্দ কটি পৈরন কোঁপিন ।  
 অনাহত শব্দ মধ্যে মন কৈল লীন ॥ ( জা. ১ )

শূন্যপশ্চে ধ্যান ধরিয়া সম চক্ষে ।  
 শূন্য পদমহার লক্ষ করিল অলক্ষ্যে ॥  
 মন পরিচয় অমনেত মন দিয়া ।  
 পঞ্চভূতসিদ্ধি দশ বায়ু সম্বরিয়া ॥  
 চতুর্দলাধারে করি ভক্তিসম্ভাষণ ।  
 ষড়দল শ্বাধিষ্টানে চালাইলা মন ॥  
 আধারে বসন্ত বর্ণ শ্বাধিষ্টা বলাশত ।  
 দশদল মনিপূরে জয়াধেক কান্ত ।  
 সেই মনিপূরেত বসিয়া প্রজ্ঞাপতি ।  
 অনাহতচক্রে কৈল বিশুদ্ধ ভক্তি ॥  
 কণ্ঠান্ত শ্বাদশবর্ণ ধরে অনাহত ।  
 দেখিলেস্ত শূর শাণী বিশুদ্ধ চক্রেতে ॥  
 তথাতে কুণ্ডলী দেবী আছে নিদ্রাগত ।  
 সপর্শুপ ধরি রাখে সূক্ষ্মার পথ ॥

১ রাজ্যপাট ২ কিনর ৩ মদ্রা ৪ কক্ষ ৫ লৈলো ৬ মেখরি ৭ কাশ্মা  
 ৮ বটয়া ধাম্ধারি ৯ অনাহত ১০ সেনাপশ্চে ধ্যান ধরি রহিল  
 সচৌকে ১১ লৈক ১২ অলৈকে ১৩ আমনত ১৪ বাউ ১৫ সম্বরিয়া  
 ১৬ চতুর্দল ধারি করি বসন্ত আসন ১৭ সরদল ১৮ সিদ্ধিটা বোলস্ত  
 ১৯ ডাই ডাক কান্ত ২০ শ্বাধারিআ ২১ বিত্তর ২২ কটাক  
 ২৩ বুরস বুর ২৪ বিত্তর ২৫ উষ্মমুখী

শ্বাধি<sup>২৬</sup> টীকা : কিনরী—সারোজী জাতীয় বাদ্য ; মূলে আছে কিংগরী ।  
 মেখলি—কটি বস্মন ; ধাম্ধারি—গোরখ ধাধা বা এক-  
 ধরণের লৌহচক্র যা দিয়ে নাথযোগীরা কাঁড় গণনা করে ।  
 খাপর—করোটিপার ; মৃগছালা—মৃগচর্ম ।  
 পাউরি—পাদুকা । আধারী—দুঃস্বপ্ন কাণ্ডখণ্ড হাতে  
 হেলান দিয়ে যোগীরা বিশ্রাম করে ।

মন্তব্য : যোগীখণ্ডের প্রথম শ্লোকের অনুবাদ মূলানুগ হলেও দোহা অংশটি অনুবাদে অনূপস্থিত । যোগীচক্ররূপে  
 শিশুল ও ডম্বর প্রসঙ্গ মূলে নেই, আবার মূলের কম-ডল ও ছাতাপ্রসঙ্গ অনুবাদে নেই । পরবর্তী শ্লোকটি  
 মূলে নেই । শ্লোকটি আলাওলের তান্ত্রিক যোগাচার সম্পর্কিত পাণ্ডিত্যের নিদর্শন ।

অখোমদুখে চন্দ্র জ্বল<sup>১</sup> অমীয়া বরিসে ।  
 উদ্‌মদুখ<sup>২</sup> হইয়া কুণ্ডলি থাকে যুসে<sup>৩</sup> ॥  
 দরসন নহে পদ্বিন সক্তি য়ার শিব ।  
 এই পে কারণে মরে সংসারের জীব ॥  
 আকৃষ্ণ কৃষ্ণিয়া<sup>৪</sup> অগ্নি সমরসে বাউ ।  
 জাগাইলে কুণ্ডলিনী<sup>৫</sup> চির পরমাউ<sup>৬</sup> ॥  
 আঞ্জাচক্রে<sup>৭</sup> দই দল করি নিরক্ষণ ।  
 তথাতে উজ্জল দই নির্মল দর্পণ<sup>৮</sup> ॥  
 শতদল হেরিয়া সহস্র দলাস্তরে ।  
 সেবিলা<sup>৯</sup> পরম সিন্দু<sup>১০</sup> অতি মনুহরে ॥  
 পুরক কুণ্ডলক'র চক্রেত করি সম ।<sup>১১</sup>  
 তিন<sup>১২</sup> সমরসে সাদিলেক প্রনায়ম<sup>১৩</sup> ॥  
 সত রজ তম গুণ ত্রিবেদের<sup>১৪</sup> সক্তি ।  
 আকার-উকার সে মকারে<sup>১৫</sup> কৈল ভক্তি ॥  
 প্রনবের<sup>১৬</sup> ধনি বদ্বখ যদ্বনি বন্ধ'মূলে ।  
 কিঞ্চিৎ সাদিল জগ<sup>১৭</sup> মন কতুহলে ॥  
 বিবেচে<sup>১৮</sup> কাহিলে সব যুগের<sup>১৯</sup> লক্ষন<sup>২০</sup> ।  
 পদ্বস্তক<sup>২১</sup> বিসাল হএ যদ্বন মোহাজন ॥  
 গদ্বরু শব্দক সঙ্গত<sup>২২</sup> করিয়া মোহরাজ ।  
 চলিলা সিংহল দিপে সীম্বি হৈতে কাজ ॥  
 পদ্বনরপি<sup>২৩</sup> নিবেদিলা আমথ্য সকল ।  
 যদ্বভক্ষনে চলি হৈবা কাথ্যত কুসল ॥<sup>২৪</sup>  
 নর্পতি উত্তর দিলা যদ্বন বন্দুগন<sup>২৫</sup> ।  
 কিবা যদ্বভাষদ্ব<sup>২৬</sup> প্রেমপশ্চের গমন ॥  
 জমে প্রান হরিতে কিসের নিশি দিস ।  
 পতি সঙ্গো জাইতে সতি<sup>২৭</sup> কি পদ্বছে জ্যোতিস<sup>২৮</sup> ॥  
 গুহ বন<sup>২৯</sup> সম মোর সকায্যগমনে ।  
 তদ্বমী সব নিজ ঘরে জাও যদ্বখ মনে<sup>৩০</sup> ॥

অখোমদুখে চন্দ্র যত অমীয়া বরিশে ।  
 উদ্‌মদুখ হইয়া কুণ্ডলিনী মূখে শোষে ॥  
 দরশন নহে পদ্বিন শক্তি আর শিব ।  
 এই সে কারণে মরে সংসারের জীব ॥  
 আকৃষ্ণ কৃষ্ণিয়া অগ্নি সমরসে বায়ু ।  
 জাগাইলে কুণ্ডলিনী চিরপরমায়ু ॥  
 আঞ্জাচক্রে দই দল করি নিরীক্ষণ ।  
 তথাতে উজ্জ্বল দই নির্মল দর্পণ ॥  
 শতদল হেরিয়া সহস্র দলাস্তর ।  
 সেবিলা পরম শিব অতি মনোহর ॥  
 পুরক কুণ্ডলক রেচকত করি মন ।  
 তিন সমরসে সাদিলেক প্রাণপণ ॥  
 সত্ব রজঃ তম গুণ ত্রিবেদের শক্তি ।  
 আকারে উকারে মকারে কৈল ভক্তি ॥  
 প্রণবের ধনি সূত্র ধনি কণ'মূলে ।  
 কিঞ্চিৎ সাদিল যোগ মন কতুহলে ॥  
 বিরাচি কাহিল সব যোগের লক্ষণ ।  
 পদ্বস্তক বিশাল হয় যদ্বন মহাজন ॥  
 গদ্বরু শব্দক সঙ্গীত করিয়া মহরাজ ।  
 চলিল সিংহল ধ্বীপে সিম্বি হৈতে কাজ ॥  
 পদ্বনরপি নিবেদিলা অমাত্য সকল ।  
 শব্দভক্ষণে যাঠা হৈলে কাষেত কুশল ॥  
 নর্পতি উত্তর দিল শদ্বন বন্দুগণ ।  
 কিবা শব্দভাষদ্ব প্রেম-পশ্চের গমন ॥  
 যমে প্রাণ হরিতে কিসের নিশি দিশি ।  
 পতি সঙ্গো খাইতে সতী পদ্বছে কি জ্যোতিষী ॥  
 গুহ বন সম মোর স্বকাষ' গমনে ।  
 তদ্বমি সব নিজ ঘরে যাও সূখ মনে ॥ ( জা. ২ )

১ জ্যোত ২ উদ্‌মদুখী ৩ মূখে শ্বেবাসে ৪ আকৃষ্ণ কৃষ্ণিয়া ৫ কুণ্ডলি  
 ৬ অক্ষয় পরম আইউ ৭ অক্ষ' চক্রে ৮ প্রপন ৯ সীবিলা ১০ সীব  
 ১১ পদ্বব' কক' মূখ করে চাক কোর স্যাম ১২ তিলে ১৩ মনস্কাম  
 ১৪ যুগের ১৫ মকারে ১৬ প্রলাপের ১৭ জ্যোত ১৮ বিরাচি  
 ১৯ জ্যোগের-২০ লৈক্ষন ২১ পোস্তক ২২ সক্তি ২৩ পদ্বনরপি  
 ২৪ যদ্বভক্ষনে করি জাও পাতের কুশলে ২৫ মহাজন ২৬ যদ্বাষদ্ব  
 ২৭ পতি সঙ্গো-সতি জাইতে ২৮ কি পদ্বনি জ্যোতিস ২৯ বন গুহ  
 ৩০ যদ্বভক্ষনে ।

মন্তব্য : অনদ্ববাদের দ্বিতীয় শব্দকটি আলাওলের সম্পর্গ  
 নিজস্ব । মূলে এই সূত্রদীর্ঘ যোগাচার বিবরণটি নেই । মূলের  
 দ্বিতীয় শব্দকটি অনদ্ববাদের কিছুটা সংক্ষিপ্ত । মূলে আছে  
 গণ্যযাঠার একটি চিত্রকল্প, অনদ্ববাদের তা নেই । আবার মূলে  
 বিধবার সতী হবার বিষয়টি অনদ্ববাদের পতিগমনের প্রসঙ্গে  
 রূপান্তরিত ।

সজল নয়নে আসী নৃপতি জননি ।  
 কহিতে লাগিলা কথা যদু পুত্রমনি ॥  
 রাজচক্রবর্তী তুমি প্রীথিবী মাজার ।  
 ভোগাধিক যদু কেবা আছ সংসার ॥  
 বিলাসহ নবনিধি সহস্র যদুন্দরি ।  
 কোন যদু লাগী পুত্র হও দেশান্তরি ॥  
 জেই অগে সতত লাগিছে চতুঃসম ।  
 কোন মতে সেই অগে সহিব ভঙ্গম ॥  
 নিসী দিসী আছিল করিয়া যদুভোগ ।  
 কেমতে সাধিবা পুত্র মহাকণ্ট জোগ ॥  
 জেই দেহে পৈরিয়াছ যদু পাটম্বর ।  
 কেমতে পৈরিবা কান্তা হেন কলেবর ॥  
 গজেন্দ্র হএন্দ্র চতুর্দলে আরহনে ১১ ।  
 মোহাছায়া যুখেত হরিচ রাত্রি দিনে ১২ ॥  
 হেন যুকমল তনু পদব্রজ গমে ।  
 কেমতে হাটীবা পুত্র মোহাকণ্ট শ্রমে ১৩ ॥  
 তোমা বিনে রাযাপাট সব অপকার ।  
 বৃন্দকালে আমারে না দেও নৃক্ষভার ॥

মাতৃর বচনে যদুনি ছাড়িয়া নিঃশ্বাস ।  
 করজোড়ে দৈলা রাজা বচন প্রকাশ ১৪ ॥  
 কার যদু কার ভোগ কাহার সংসার ।  
 মনবিন্দু ১৫ সিদ্ধি বিন্দু সব অপকার ১৬ ॥  
 জদি ভাল হইল সংসার যদু ভোগ ।  
 রায্য তেজ গোপীচন্দ্র ন সাধিত জোগ ॥  
 জোগে তপ কণ্ট বিন্দু সাধিল সংসারে ।  
 প্রার্থাবর ভার কেহ এরাইতে পারে ॥

১ তুমি ২ প্রার্থিব ৩ যদু কিবা ৪ বিলাসএ ৫ নয়নারি  
 ৬ সোন্দরি ৭ কন মতে ৮ সাধিবা ৯ পরি আচ ১০ শ্বেবানী ১১ গজ  
 আহর চতুর্দল হএ আরহন ১২ মহা ছায়া যুখেতে আছিল অন্দুকন  
 ১৩ মহা এ কণ্টম ১৪ তুমি ১৫ রাজপাট ১৬ মোহরে ১৭ দেও  
 ১৮ করজোর করি রাজা বোলন্ত আশ্বাস ১৯ মনচেষ্টা ২০ আলি  
 আর ২১ হৈত ২২ গদপীচন্দ্র ২৩ না সাধিত ২৪ জোগেতে প্রকট  
 নিল ২৫ প্রার্থিবর

মন্তব্য : মূলের তৃতীয় শ্লোকটি অনুবাদে সম্পূর্ণ বিজ্ঞিত । উক্ত শ্লোকে রাজসেনাদের যোগী হতে বলা হচ্ছে ।  
 চতুর্থ শ্লোকে অনুবাদটি মূলানুগ হলেও কিছু কিছু বর্জন ও পরিবর্তন লক্ষণীয় । মাতৃবিলাপের মধ্যে  
 যোগীপুত্রের ক্ষুধাকণ্টের প্রসংগটি সংগতভাবেই মূলে আছে, অনুবাদে এই জরুরী কথাটাই বাদ গেছে । মূলে  
 আছে যোগীর শুকনো বাসী খাবার খাওয়ার কণ্টের কথা, অনুবাদে তা বিজ্ঞিত । যোগীর ভূমিগব্যার প্রসংগটিও  
 মূলে আছে কিন্তু অনুবাদে নেই । দোহা অংশটি দ্বন্দ্ব পরিবর্তিত আকারে অনুবাদে স্থান পেয়েছে ।

সজল নয়নে আসি নৃপতি জননী ।  
 কহিতে লাগিল কথা শুন পুত্রমণি ॥  
 রাজচক্রবর্তী তুমি পৃথিবী মাঝার ।  
 তোমাধিক সুখ কেবা আছ সংসার ॥  
 বিলাসহ নারী নব সহস্র সুন্দরী ।  
 কোন সুখ লাগি পুত্র হও দেশান্তরী ॥  
 যেই অগে সতত লাগিছে চতুঃসম ।  
 কোন মতে সেই অগে সহিব ভঙ্গম ॥  
 নিশি দিশি আছিল করিয়া সুখভোগ ।  
 কেমতে সাধিবা পুত্র মহাকণ্ট যোগ ।  
 যেই অগে পরিয়াছ স্বর্ণ পাটম্বর ।  
 কেমতে পরিব কাশ্মা হেন কলেবর ॥  
 গজেন্দ্র হয়েন্দ্র চতুর্দলে আরোহণে ।  
 মহাছায়া সুখেত রিছ রাত্রি দিনে ॥  
 হেন সুকোমল তনু পদব্রজগমে ।  
 কেমতে হাটীবা পুত্র মহাকণ্টশ্রমে ॥  
 তোমা বিনু রাজ্যপাট সব অক্ষকার ।  
 বৃন্দকালে আমারে না দিও দুঃখ ভার ॥ ( আ.৪ )

মাতৃর বচন শুনি ছাড়িয়া নিঃশ্বাস ।  
 করজোড়ে দৈলা রাজা বচন প্রকাশ ॥  
 কার সুখ কার ভোগ কাহার সংসার ।  
 মনাবিন্দু সিদ্ধি বিনু সব অক্ষকার ॥  
 যদি ভাল হৈত সংসার সুখ ভোগ ।  
 রাজ্য তেজ গোপীচন্দ্র না সাধিত যোগ ॥  
 যোগ তপ কণ্ট বিনু সাধিলে সংসারে ।  
 পৃথিবীর ভার কেহ এড়াইতে পারে ॥

শব্দার্থ টীকা : গোপীচন্দ্র—নাথ সাহিত্যের অন্যতম কাব্য ময়নামতী  
 বা গোপীচন্দ্র উপাখ্যানের নামক, বিনি বসিধর্ম গ্রন্থ  
 করেছিলেন ।

ভাল মন্দ বিচার প্রভুই লৈব<sup>১</sup> জবে ।  
কর পদে<sup>২</sup> লোমে ২ সাক্ষি দিব সবে<sup>৩</sup> ॥  
আপনার অঙ্গ জবে<sup>৪</sup> না হএ আপন<sup>৫</sup> ।  
এ ছার সংসার য়ার কোন প্রয়োজন<sup>৬</sup> ॥  
জদি আরু সেষ<sup>৭</sup> প্রাণ থাকএ আমার ।  
অবস্য সৈবমু আসী চরন তোমার ॥

দেশান্তরে জাইব পতি<sup>৮</sup> য়নি নাগমতি ।  
সজল নয়ানে আসি করিলা মিনতি<sup>৯</sup> ॥  
মুক্ষ<sup>১০</sup> সখীগন সঙ্গে অশ্রুদুখী হৈয়া ।  
করজোরে<sup>১১</sup> বহে কথা পতি সন্দিয়া ॥  
তুমী প্রানপতি আমি<sup>১২</sup> সকলের আস ।  
বিনি অপরাধে কেনে দেয়<sup>১৩</sup> নিরবাস ॥  
কোন সুখ হেতু প্রভু হও দেশান্তরি ।  
আমা হোসেত পশ্চাৎনি<sup>১৪</sup> কেমন সোন্দরি ॥  
জবে রূপহিন মুঞি জান<sup>১৫</sup> সেবা<sup>১৬</sup> ভক্তি ।  
আমারে ছারিয়া জাও কোন বর সক্তি<sup>১৭</sup> ॥  
তোমার বিচ্ছেদে<sup>১৮</sup> মোর না রহিব<sup>১৯</sup> প্রান<sup>২০</sup> ।  
নিজ হস্তে মারি আমা দেয়<sup>২১</sup> জিব দান<sup>২২</sup> ॥  
কিবা আমা সঙ্গে লও হৈয়া জাম দাসী ।  
পতি যুগী নারি অনর্দচিত গৃহবাসী ।<sup>২৩</sup>  
তোমা সঙ্গে যুখ দুক<sup>২৪</sup> দুই প্রাণি মোর ।  
পারিসখ্যা<sup>২৫</sup> করিমু দেখিমু<sup>২৬</sup> পদ তোর ॥  
পুরুষ অধাংগ নারি বিধি নিযুক্তিত ।  
জথা রাম সঙ্গে<sup>২৭</sup> সীতা<sup>২৮</sup> গমন উচিত ॥  
রমনি সারি জান পুরুষ জিবন ।  
জিবন রহিত<sup>২৯</sup> অঙ্গ কোন<sup>৩০</sup> প্রয়োজন ॥

১ লৈব প্রভু ২ পদে ৩ তবে ৪ জদি ৫ আপনা ৬ প্রয়োজন ৭ সেষ  
আউ ৮ স্বামী ৯ মীনতি ১০ মৈক্ষ ১১ জোগে ১২ আমি ১৩ দেও  
১৪ পশ্চাৎনি ১৫ জানো ১৬ সেবা ১৭ কেমন সর্কাত ১৮ বিচ্ছেদে  
১৯ সহিব ২০ প্রানে ২১ জাও ২২ দানে ২৩ গৃহবাসী ২৪ দুক  
২৫ পারিসেজা ২৬ দেখিমু ২৭ সীতা ২৮ সোণ ২৯ জিব না রহিলে  
৩০ কন

মন্তব্য : পঞ্চম শতকের অনুবাদে শেষে যোগসমাপ্তি অন্তে আরু অবশিষ্ট থাকলে মায়ের কাছে পুরুষের ফিরে আসার  
প্রতিশ্রুতিটুকু আলাওলের নব সংযোজন । মূলে আছে শ্রুত্বই বিদায় প্রার্থনা । গোপীচন্দ্রের প্রসঙ্গটি  
অনুবাদে নিছক অনুষ্ণগ, কিন্তু মূলে তার প্রসঙ্গে আরও কিছু বিবরণ আছে ।  
ষষ্ঠ শতকের অনুবাদে মূলের দোহা অংশটি বিজ্ঞিত হয়েছে । তার পরিবর্তে আলাওল যোগ করেছেন দেহ  
ও প্রাণের প্রথাগত রূপকে নারী পুরুষের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কটি । তবে মূলে নাগমতির রূপের অহংকার আছে ।  
অনুবাদে তা একটু বেশী নত-নিমিত্ত হয়ে পড়েছে ।

ভাল মন্দ বিচার লৈব প্রভু যবে ।  
কর পদে লোমে লোমে সাক্ষী দিব তবে ॥  
আপনার অঙ্গ যদি না হয় আপন ।  
এ ছার সংসারে আর কোন প্রয়োজন ॥  
যদি আরু শেষ প্রাণ থাকয় আমার ।  
অবস্য সৈবমু আসি চরণ তোমার ॥ ( জা. ৫ )

দেশান্তরে যাইব পতি শূনি নাগমতি ।  
সজল নয়ানে আসি করিলা মিনতি ॥  
মুখ্য সখীগণ সঙ্গে অশ্রুদুখী হৈয়া ।  
করজোড়ে কহে কথা পতি সেশোধিয়া ॥  
তুমি প্রাণপতি আমা সকলের আশ ।  
বিনি অপরাধে কেন করহ নৈরাশ<sup>১</sup> ॥  
কোন সুখ হেতু প্রভু হও দেশান্তরি ।  
আমা হোসেত পশ্চাবতী কেমন সুন্দরী ॥  
যবে রূপহীন মুঞি জানে সেবা ভক্তি ।  
আমাক ছাড়িয়া যাও কোন বড় শক্তি ॥  
তোমার বিচ্ছেদে মোর না রহিব প্রাণ ।  
নিজ হস্তে মারি মোরে দেও জীব দান ॥  
কিবা আমা সঙ্গে লও হৈয়া যাম দাসী ।  
পতি যোগী নারী অনর্দচিত গৃহবাসী ॥  
তোমা সঙ্গে সুখ দুখ দুই প্রাণি মোর ।  
পরিচর্যা করিমু সৈবমু পদ তোর ॥  
পুরুষ অধাংগ নারী বিধি নিযুক্তিত ।  
যথা রাম তথা সীতা গমন উচিত ॥  
রমণী শরীর জান পুরুষ জীবন ।  
জীবন রহিত অঙ্গ কোন প্রয়োজন ॥ ( জা. ৬ )

১. অ।



শ্রিয়া জাতি হিন বৃদ্ধি কি গতি তোমার ।<sup>১</sup>  
 প্রাণ নিরূপেক্ষ কর্ম কি ফল সংসার ॥  
 সিদ্ধ বৃদ্ধি যদে জার করগত প্রান ।  
 উন্নতের<sup>২</sup> উপদেশ কহএ অজ্ঞান<sup>৩</sup> ॥  
 জবে রাম সগে সিতা ভেল<sup>৪</sup> বনবাসী ।  
 রাবনে হরিল তান<sup>৫</sup> লোকে উপহাসি ॥  
 সংসার সপন তুল কি তার বাসনা ।  
 অস্তকালে নিজ অংগ না হএ আপনা ॥  
 নৃপতি ভরথ নহে যদে সে রাজনি<sup>৬</sup> ।  
 জার ঘরে সোল সত যদুন্দর<sup>৭</sup> রমনি ।  
 জার হস্ত পদ<sup>৮</sup> কচুে কৈলা ঘরিসন<sup>৯</sup> ।  
 তিলে মাত্র হেন যদু ছারি গেল বন<sup>১০</sup> ॥  
 কার কথা না যদুনিলা<sup>১১</sup> নৃপ<sup>১২</sup> হইলা যদুগী ।  
 চলিলা প্রেমের পন্থে বিরহ বিউগী ॥<sup>১৩</sup>  
 সিংহা ধনি<sup>১৪</sup> করি নৃপ<sup>১৫</sup> হইলা বাহির ।  
 প্রজা লোকে দেখিয়া হৃদয় জাএ চির ॥  
 পদে ২ ঘরে ২ পরিলা কলদাল ॥<sup>১৬</sup>  
 চতুর্দিকে মোহাসন্দ কাম্বনার রোল ॥<sup>১৭</sup>  
 নৃপতির মাত্রির ক্রন্দন সকরুনে ।  
 বৃক্ষসাথে মোহিত<sup>১৮</sup> হইল পক্ষীগনে ॥  
 অনাথ<sup>১৯</sup> হইল হেন<sup>২০</sup> ভাবে সর্বজনে ।  
 নৃপ না থাকিলে আমি<sup>২১</sup> রহিব কেমনে ॥  
 অস্তস্পদে রামাগনে কার্দিল জথেক ।  
 গ্রন্থন গরুয়া হএ কহিব কথেক ॥<sup>২২</sup>  
 নাগমতি কার্দিলেক<sup>২৩</sup> প্রভু বিনাইয়া ।  
 পাসান বিদরে<sup>২৪</sup> পুনি<sup>২৫</sup> তাহাক যদুনিয়া ॥

শ্রিয়া জাতি হীনমতি কি বৃদ্ধি তোমার ।  
 প্রাণের বিপক্ষ কর্ম কি ফল সংসার ॥  
 শ্রিয়া বৃদ্ধি শূনে যার করগত প্রাণ ।  
 উচ্চতর উপদেশ কহয় অজ্ঞান ॥  
 যবে রাম সগে সীতা ভেল বনবাসী ।  
 রাবণে হরিল তাকে লোকে উপহাসি ॥  
 সংসার স্বপন তুল্য কি তার বাসনা ।  
 অস্তকালে নিজ অংগ না হয় আপনা ॥  
 নরপতি ভক্তৃহারি শূন্যসি রাজনী ।  
 যার ঘরে সোলশত সন্দুর রমণী ॥  
 যার হস্ত পদ কচুে কৈল ঘরিসন ।  
 তিলে মাত্র হেন সখ ছাড়ি গেল বন ॥ (জা. ৭)  
 কার কথা না শূনিয়া নৃপ হৈল যোগী ।  
 চলিল প্রেমের পন্থে বিরহ বিয়োগী ॥  
 শিগাধনি করি নৃপ হৈলা বাহির ।  
 প্রজালোকে দেখিয়া হৃদয় যায় চির ॥  
 পদে পদে ঘরে ঘরে পুরিল কল্লোল ।  
 চতুর্দিকে মহাসন্দ কাম্বনের রোল ॥  
 নৃপতির মাতৃর ক্রন্দন সকরুণ ।  
 বৃক্ষসাথে মোহিত হৈল পক্ষীগণ ॥  
 অনাথ হৈল হেন ভাবে সর্বজনে ।  
 নৃপ না থাকিলে আমি রহিব কেমনে ॥  
 অস্তস্পদে রামাগণ কার্দিল যথেক ।  
 গ্রন্থ গরুয়া হয় কহিব কথেক ॥  
 নাগমতি কাম্বে যত প্রভু বিনাইয়া ।  
 পাষণ বিদার হয় তাহাক শূনিয়া ॥ (জা. ৮)

১ তিরিয়ারি হিনমতি কিবা বৃদ্ধি তার ২ উচ্চতর ৩ অজ্ঞান ৪ বৈশে  
 ৫ তাকে ৬ নৃপ ভিত রক্ত নহে যদুসী রম্যনি ৭ সোন্দর ৮ হস্তে পদে  
 ৯ কচু কৈল গরিসন ১০ মন ১১ যদুনি ১২ নৃপতি ১৩ এরপর বা  
 পৃথিতে অতিরিক্ত পংক্তি

একে ২ বহু ভাতি যুজাই রমনি ।

মানস উৎসে চলিলেক নিপমনি ॥

১৪ সীতানি ১৫ রাজা ১৬ প্রতি ঘরে ২ হৈল কাম্বনার রোল  
 ১৭ চতুর দিগে মহাসন্দ করে কলাহল ১৮ মুহিত ১৯ আনাত  
 ২০ সবে ২১ আমি ২২ গ্রন্থন গরুয়া হএ লেখিব কথেক ২৩ কাম্বে  
 জথ ২৪ বিদার ২৫ হএ

মন্তব্য : সপ্তম শতকের অনুবাদ মূলের তুলনার  
 সংক্ষিপ্ত । দোহা অংশটি যথার্থীতি বর্জিত হয়েছে । মূলের  
 অনুবর্ণণে দুটি অনুবাদে রক্ষিত, কিন্তু যোগীর জীবন-  
 যাপন প্রসঙ্গটি অনুবাদে অন্তর্ভুক্ত । অষ্টম শতকের অনুবাদে  
 মাতৃরোদন এবং রাণী-বিলাপের প্রসঙ্গটুকু মাত্র আছে ।  
 কিন্তু মূলের বিলাপ-বাণীগদ্যলি অস্তর্ভূত হয়েছে । মূলের  
 দোহা অংশে আভরণ-ভোগের বর্ণনার শোকের তাড়ন  
 নৃত্যের যে ইঙ্গিত আছে অনুবাদে আলাওল তা বর্জন  
 করেছেন ।

## বাগমতির বিলাপ

রাগ লাচারি ডাটওয়াল মালিন ছন্দ

সুখে ভোগে গোমাইল<sup>১</sup> কাল ।  
কোন<sup>২</sup> হেতু পরিল জঞ্জাল ॥  
সুক<sup>৩</sup> পক্ষি হৈল মোর কাল ।  
জানিলুম কর্ম নহে ভাল ॥

(আলসই) আজি<sup>৪</sup> পোসাইল কাল নিসী (ধূয়া)

পূর্বে<sup>৫</sup> জন্মে মোহাতপ কল্দ<sup>৬</sup> ।  
তার ফলে<sup>৭</sup> হেন শ্বামী পাইল<sup>৮</sup> ॥  
রিস ভাব পাছে ন চাইল<sup>৯</sup> ।  
নিজ দোসে রত্ন হারাইল<sup>১০</sup> ॥  
হেন শ্বামী ছারি জ্ঞান জার ।<sup>১১</sup>  
কি ফল জিবন সুখ তার<sup>১২</sup> ॥  
দিবসেত পূরি অন্দকার ।  
শন্য দেখ<sup>১৩</sup> সকল সংসার ॥  
মুদু মন্দ দাক্ষন পোবন ।  
সুসীতল সুগান্ধি চন্দন ॥  
পুপসয্যা<sup>১৪</sup> রত্ন অভরণ ।  
আজি<sup>১৫</sup> কেনে হৈল হুতাসন ॥  
জবে প্রভু নিঠর<sup>১৬</sup> চরিত ।  
সর্ব সুখ হএ বিপরিত ॥  
জিবনে লাগে মোর<sup>১৭</sup> তিত ।  
সবে এক মৃত্যু দেখে<sup>১৮</sup> হিত ॥  
সখী বোলে ষন ষনভনি ।  
শ্বামী তোর মোহা গুন জ্ঞান ॥  
তোমা শ্বরি আসীব আপনি ।  
মৈলে দরশন নাহি পূনি ॥  
শ্বামি<sup>১৯</sup> তোর যুগী দেশান্তরি ।  
জোগ<sup>২০</sup> ভাব তুমি যুগী<sup>২১</sup> নারি ॥  
• হৃদের<sup>২২</sup> মুকুর যুতি<sup>২৩</sup> করি ।  
সুখে থাক প্রভু মুখ হোরি ॥

১ গোমাইল, ২ কন ৩ সুখ ৪ আয় ৫ মহাতপ কৈলুম ৬ তারফল  
ফলে ৭ পাইলুম ৮ হেন শ্বামী মোরে ছারি জার ৯ আর ১০ সৈন্য  
দেশী ১১ পুষ্কর ১২ আয় ১৩ নিঠর ১৪ মরণের ১৫ দেখা  
১৬ শ্বামী ১৭ যুগ ১৮ যুগ ১৯ হৃদএ ২০ যুগী

সুখভোগে গোমাইল<sup>১</sup> কাল ।  
কোন হেতু পড়িল জঞ্জাল ॥  
সুক পক্ষী হৈল মোর কাল ।  
জানিলু করম নহে ভাল ॥

(আলসই) আজু পোহাইল কাল নিশি (ধূয়া)

পূর্বে<sup>২</sup> জন্মে মহাতপ কৈল<sup>৩</sup> ।  
তার ফলে হেন শ্বামী পাইল<sup>৪</sup> ॥  
রিষভাবে পাছে না চাইল<sup>৫</sup> ।  
নিজ দোষে রত্ন হারাইল<sup>৬</sup> ॥  
হেন শ্বামী ছাড় জায় যার ।  
কি ফল জীবন সুখ তার ॥  
দিবসেত পূরি অন্ধকার ।  
শন্য দেখ<sup>৭</sup> সকল সংসার ॥  
মুদুমন্দ দাক্ষণ পবন ।  
সুসীতল সুগান্ধি চন্দনে ॥  
পুপপরস রত্ন আভরণ ।  
আজু কেনে হৈল হুতশন ॥  
যার প্রভু নিঠর<sup>৮</sup> চরিত ।  
সর্ব সুখ হয় বিপরীত ॥  
জীবন লাগয় মোর<sup>৯</sup> তিত ।  
সবে এক মৃত্যু দেখি হিত ॥  
সখী বলে শুন সুবদনী ।  
শ্বামী তোর মহা গুণী স্তানী ॥  
তোমা শ্বরি আসিব আপনি ।  
মৈলে দরশন নাহি পূনি ॥  
শ্বামী তোর যোগী দেশান্তরী ।  
যোগ ভাব তুমি যোগী নারী ॥  
হৃদের মুকুর জ্যোতি করি ।  
সুখে থাক প্রভু মুখ হোরি ॥

শব্দার্থ টীকা : রিষ ভাবে—ঈর্ষা বশতঃ ;  
হুতশন—অগ্নি

মন্তব্য : নাগমতির বিলাপ অংশটি আলাওলের মৌলিক  
রচনা । মূলে এটি নেই ।

জবে দেখো<sup>১</sup> চিত্তের মদুকুরে ।  
সন্দে<sup>২</sup> ভাঙ্ক উদর ন ভরে ॥  
চন্দনে<sup>৩</sup> সিতল জদি করে ।  
কদাচিত্ত<sup>৪</sup> ত্রিষ্কা<sup>৫</sup> নহি<sup>৬</sup> হরে ॥  
সত্যবাদি<sup>৭</sup> ধার্মিক যুজন ।  
শ্রীধৃত<sup>৮</sup> ঠাকুর মাগন ॥  
তাহান আরতি ভাবি মন ।  
হিন আলাওল<sup>৯</sup> যুবচন<sup>১০</sup> ॥\*

নৃপতি গমন শূনি হইয়া বিউগী ।  
সোল সত রাজার<sup>১০</sup> কুমার<sup>১১</sup> হইলা যুগী ॥  
রাজসুখ তেজিয়া নৃপতি প্রেমভাবে ।  
গদরু সঙ্গে সীস্য রূপে চলিলেস্ত<sup>১২</sup> সবে ॥  
নৃপ গদরু যুদ্ধ নৃপ সকলের গদরু ।  
সিখিলেস্ত সংখ সিংগা<sup>১৩</sup> বাহিতে ডমরু ॥  
শ্বরএ নৃপতি মনে সেই এক জন ।  
জার ভাবে রাজ্য<sup>১৪</sup> তেজি করিলা গমন ॥  
সব নৃপ কুমার<sup>১৫</sup> পৈরএ<sup>১৬</sup> যুগীবাস ।  
প্রান্তর<sup>১৭</sup> ভারিয়া জেন<sup>১৮</sup> ফুটাল পলাস ॥

চলিতে সদগুণ ভাল দেখাতে<sup>১৯</sup> বিদিত ।  
ধেনু বৎস সংজোগে দাঁক্ষনে উপস্থিত ॥  
দাঁধ লও ২ ডাকে গোপালিনি ।  
পূর্ণ কদম্ব দেখিলেক যুভাব্যা<sup>২০</sup> রমানি ॥  
নাগসীরে দেখিলেক<sup>২১</sup> দাঁক্ষনে বজন ।  
বামেত শ্রীকাল ফিরি করে নিরক্ষণ ॥  
পূর্ণের জেতাসা<sup>২২</sup> লই সমুখে মালিনি ।  
রসী পরে মন্ডলএ চাটনি সখানি<sup>২৩</sup> ॥  
আইস ২ করিয়া সমুখে যুনে বোল ।  
চতুর্দিকে জোহার শূনিলা জথ রোল ॥  
কার্যসিদ্ধি<sup>২৪</sup> হৈব হেন মনেত মানিলা ।  
আর জথ যুভগুণ দেখিল শূনিলা<sup>২৫</sup> ॥

১ দেখ ২ সন্দে ৩ চন্দন ৪ ত্রিষ্কা ৫ নাই ৬ সৈন্তবাদি ৭ ছিরিজোক্ত  
৮ আলাওলে ৯ নিরচন ১০ এরপর বা পদ্যেতে আভ্যন্তরীণ দৃপ্যেতি  
কামদর আলি মান । আবুল হোচনে লেখন ॥

১০ নৃপসুত ১১ সঙ্কে ১২ চলিলেক ১৩ সংক সীতা ১৪ রাজ  
১৫ পৈরন ১৬ কুমার ১৭ পান্তর ১৮ কিবা ১৯ দেখীল ২০ যুভেব  
২১ দেখীলেস্ত ২২ পোসার ২৩ সাতন সীখানি ২৪ কার্যসিদ্ধি  
২৫ কথেক দেখীলা

যবে দেখ চিত্তের মদুকুরে ।  
শ্বপন দেখি উদর না পুরে ॥  
চন্দন শীতল যদি করে ।  
কদাচিত্ত<sup>৪</sup> ত্রিষ্কা নাহি হরে ॥  
সত্যবাদী ধার্মিক সূজন ।  
শ্রীধৃত ঠাকুর মাগন ।  
তাহান আরতি ভাবি মন ।  
হীন আলাওল সুরচন ॥

যমক ছন্দ

নৃপতি গমন শূনি হইয়া বিয়োগী ।  
যোলশত রাজার কুমার হৈল যোগী ॥  
রাজসুখ তেজিয়া নৃপতি প্রেম ভাবে ।  
গদরু সঙ্গে শিষ্যরূপে চলিলেস্ত সবে ॥  
নৃপ গদরু যুদ্ধ নৃপ সকলের গদরু ।  
শিখিলেস্ত শংখ শিঙা বাহিতে ডম্বরু ॥  
শ্বরয় নৃপতি মনে সেই একজন ।  
যার ভাবে রাজ্য<sup>১৪</sup> তেজি করিলা গমন ॥  
সব নৃপ কুমার পৈরয় যোগীবাস ।  
প্রান্তর ভারিয়া যেন ফুটাল পলাশ ॥ ( জা.৯ )

চলিতে সদগুণ ভাল দেখিল বিদিত ।  
ধেনু-বৎস সংযোগে দাঁক্ষণে উপস্থিত ॥  
দাঁধ লও দাঁধ লও ডাকে গোপালিনী ।  
পূর্ণ কদম্ব দেখিলেক সুভব্য রমণী ॥  
নাগ শিরে দেখিলেস্ত-দাঁক্ষণে বজন ।  
বামেত শূগাল ফিরি বরে নিরক্ষণ ॥  
পূর্ণের পসার লই সমুখে মালিনী ।  
শির পরে মন্ডলয় সাচান শাখানী ॥  
আইস আইস করি সমুখে করে বোল ।  
চতুর্দিকে জোহার শূনিলা জয় রোল ॥  
কার্যসিদ্ধি হৈব হেন মনেত মানিলা ।  
আর যত শূভক্ষণ দেখিল শূনিলা ॥ ( জা.১০ )

মন্তব্য : নবম স্তবকের অনুবাদ যতদূর সম্ভব মূল্য-  
নূগ । কেবল অনুবাদের পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্তবকের শ্লোক-প্রসঙ্গ-  
টুকু মূলে নেই । আবার মূলের বৈরাগ্যত্বের কথাগুণি  
অনুবাদে নেই । দশম স্তবকের অনুবাদে মূলের মঙ্গল  
চিত্তের তালিকা থেকে বেশ কিছু চিহ্ন বাদ যেছে ।  
আবার দাঁক্ষণে সবংসা ধেনুর উপস্থিতি আলাওলের  
নব-সংযোজন ।

সে দিবসে অল্পমাত্র করিলা গমন ।  
নগর বাহির হইয়া রহিলা রাজন ॥  
যুগ্মীয় নিয়ম ধর্ম আলাও<sup>১</sup> করিয়া ।  
রহিলা সমস্ত নিশী প্রভৃক ভাবিয়া<sup>২</sup> ॥  
প্রভাতে উঠিয়া নূপ করিলা পরান ।  
সংখ সিংগা ডম্বরু পরএ ঘন সান ॥  
সকলেরে নূপতি কহিলা অনুরাগে ।  
সাবধানে চলিও বিকট পশত আগে ॥  
পদেত পাওরি দেও কণ্টেত মোচন ।  
আগুয়ার পাছে চলি আইস সর্বজন ॥  
আমী সব পশ্চের উদ্দেশ নাহি জানি ।  
গুরু যুক রাগে করি চল পশত চিনি ॥

যুকে বৃক্ষিমন্ত কথা কহিলা তখনে ।  
পশ্চের উদ্দেশ কহি য়ন<sup>৩</sup> সর্বজনে ॥  
বিজয় নগর জথা নূপ জয়গীরি ।  
প্রথমেত লিঙ্গিয়া চলহ সেই পুরি ॥  
আন্ধার খাটোলা<sup>৪</sup> বামে দক্ষিনেত লংকা ।  
মধ্য ভাগে<sup>৫</sup> চলি জাও করা হাক টংকা<sup>৬</sup> ॥\*  
ডানেত রতনপূরি পারিপুর শ্বায়ার<sup>৭</sup> ।  
ঝাড়খন্ড পর্বত থুইয়া বামগার ॥  
বামেত ওরইসা<sup>৮</sup> জথা জগন্নাথ পাট ।  
নিস্কণ্টকে<sup>৯</sup> উত্তরহ সমুদ্রের ঘাট ॥  
যুকের বচন শূনি হইয়া সন্তোষ ।  
নিত্য নিত্য হাটীয়া জায়ন্ত দসকোস ॥  
রাহি হইলে বনমধ্যে<sup>১০</sup> করন্ত বসতি ।  
সবে নিদ্রা জাগন্ত জাগন্ত নয়পতি ॥  
জার হ্রদে প্রজ্বলিত প্রেম হৃতাসন ।  
কিবা তার নিদ্রাসুখ<sup>১১</sup> বিশ্রাম ভোজন ॥

১ আলাউ ২ ইন্দ্র স্বরিয়া ৩ যুক ও আন্ধারি খাটোলা ৪ বৈশ্বভাগে  
৫ না করিয়া লংকা ৬ দুয়ার ৭ উরুসা ৮ নিস্কণ্টকে ৯ বনমাজে  
১১ যুক

সে দিবসে অল্পমাত্র করিল গমন ।  
নগর বাহির হইয়া রহিল রাজন ॥  
যোগীর নিয়ম ধর্ম আলাপ করিয়া ।  
রহিল সমস্ত নিশি প্রভৃক ভাবিয়া ॥  
প্রভাতে উঠিয়া নূপ করিল পরান ।  
শংখ শিঙা ডম্বরু পড়য় ঘন সান ॥  
সকলেরে নূপতি কহিলা অনুরাগে ।  
সাবধানে চলিও বিকট পশত আগে ॥  
পদেত পাওরি দেও কণ্টক মোচন ।  
আগু পাছ হইয়া চলহ সর্বজন ॥  
আমি সব পশ্চের উদ্দেশ নাহি জানি ।  
গুরু শুক আগে করি চল পশত চিনি ॥ (জা.১১-১২)

শুক বৃক্ষিমন্ত কথা কহিলা তখনে ।  
পশ্চের উদ্দেশ কহি শূন সর্বজন ॥  
বিজয়নগর যথা নূপ জয়গীরি ।  
প্রথমেত লিঙ্গিয়া চলহ সেই পুরী ॥  
আন্ধার খাটোলা বামে দক্ষিণে তেলেঙ্গা ।  
মধ্যভাগে চলি যাও না করহ শংকা ॥  
ভাহিনেত রত্নপুর পারীশ্র দুয়ার ।  
ঝাড়খন্ড পর্বত থুইও বাম ধার ॥  
বামেত উড়িয়া যথা জগন্নাথ পাট ।  
নিস্কণ্টকে উত্তরহ সমুদ্রের ঘাট ॥ ( জা.১৩ )  
শূকের বচন শূনি হইয়া সন্তোষ ।  
নিত্য নিত্য হাটীয়া যায়ন্ত দশকোশ ॥  
রাহি হইলে বনমধ্যে করন্ত বসতি ।  
সবে নিদ্রা যায়ন্ত জাগন্ত নয়পতি ॥  
বার হ্রদে প্রজ্বলিত প্রেম-হৃতাসন ।  
কিবা তার নিদ্রাসুখ বিশ্রাম ভোজন ॥ (জা.১৪)

স্বার্থ টীকা : পারীশ্রদুয়ার—সিহেন্দ্রার ; বিজয়নগর—মহাদ  
ভীরিশ্র প্রসিদ্ধ হিন্দুরাজ্য, য়লে আছে 'বীজয়নগর' ।  
আন্ধার—বিজয়নগর রাজ্যের একটি অঞ্চল । খাটোলা—  
আন্ধার রাজ্যসংলগ্ন উত্তরাঞ্চল, য়লে আছে 'খটোলা' ।

মন্তব্য : মূলের তুলনায় একাদশ শ্বাদশ শ্তবকের অনুবাদ অনেক সংক্ষিপ্ত । বনপথের বিবরণ অনুপস্থিত । চরিত্রের  
স্তবকের অনুবাদে কাটোয়া দুর্গ বাদ গেছে । চতুর্দশ শ্তবকটির অনুবাদ থুইই সংক্ষিপ্ত । রাজার বিয়হী  
চিত্তের প্রসঙ্গ থাকলেও বিয়হ অবস্থার বিবরণ নেই ।

## ৰাজা গজপতি সংবাদ খণ্ড

হেন মতে একমাস গোলা<sup>১</sup> বনবাটে ।  
 উত্তরিল গিয়া জথা সমুদ্রের ঘাটে ॥  
 রত্নসেন নৃপতি হইলা যুগী জাতি<sup>২</sup> ।  
 য়নি সম্বাসীতে আইল নৃপ জগপতি<sup>৩</sup> ॥  
 ভূমী সম নম্নগীরে<sup>৪</sup> করি নমস্কার ।  
 সজলাক্ষি<sup>৫</sup> কর য়দি<sup>৬</sup> করি পরিহার ॥  
 চক্রবর্তী<sup>৭</sup> রাজা তুমী নৃপ সীরমনি ।  
 হেন কৰ্ম তোমার উচিত নহে পুনি ॥  
 আমা সবেৰে নৃপ<sup>৮</sup> অনা<sup>৯</sup> করিয়া ।  
 কি হেতু চলিয়া জাও দেশান্তরি হইয়া ॥  
 শত সংখ্যা য়দি<sup>১০</sup> তোমার অস্তপুৰে ।  
 এক স্ত্রী<sup>১১</sup> লাগী কেনে ছার তা সবারে ॥  
 আমি কি বলি<sup>১২</sup> তুমী আপনে পশ্চিত ।  
 সকল জ্ঞাপন আছে য়ুগ্য<sup>১৩</sup> অনর্চিত ॥  
 য়নিয়া নৃপতি বলে য়ন মোহাজন<sup>১৪</sup> ।  
 আপনার হস্তগত নহে মোর মন ॥  
 তোমা তুল্য<sup>১৫</sup> বৃদ্ধমন্ত ছিল আমি আগে ।  
 এবে সেই বৃদ্ধমন্ত<sup>১৬</sup> বিস প্রায় লাগে ॥  
 পুনৰ্ভাব<sup>১৭</sup> করজোরে বলে<sup>১৮</sup> জগপতি ।  
 কহিতে লাগিলা কথা করিয়া ভগতি ॥  
 জদি পদরেণু দান কর<sup>১৯</sup> মহামতি ।  
 উবল হইব সব আমার বসতি ॥  
 নৃপতি কহিল তবে য়ন মোহাসএ<sup>২০</sup> ।  
 নৃপ গৃহে য়ুগী জাইতে উচিত না হএ ॥  
 এই দান করহ বহিষ্ট<sup>২১</sup> জদি পাম ।  
 পার হইয়া সমুদ্র আপনা কাষে জাম ॥

হেন মতে একমাস চলে বনবাট ।  
 উত্তরিল গিয়া যথা সমুদ্রের ঘাট ॥  
 রত্নসেন নৃপতি হইল যোগী যতি ।  
 শূনি সম্ভাষিতে আইল নৃপ গজপতি ॥  
 ভূমি সম নম্নগীরে করি নমস্কার ।  
 সজলাক্ষি কর জুড়ি মাগে পরিহার ॥  
 চক্রবর্তী<sup>৭</sup> রাজা তুমি নৃপ শিরোমণি ।  
 হেন কৰ্ম তোমার উচিত নহে পুনি ॥  
 আমরা সবেৰে নৃপ অনাথ করিয়া ।  
 কি হেতু চলিয়া যাও দেশান্তরী হৈয়া ॥  
 শত সংখ্যা সন্দরী তোমার অস্তপুৰে ।  
 এক স্ত্রী লাগিয়া কেন ছাড় তা সবারে ॥  
 আমি কি বলিব তুমি আপনে পশ্চিত ।  
 সকল জ্ঞাপন আছে যোগ্য অনর্চিত ॥  
 শূনিয়া নৃপতি বোলে শূন মহাজন ।  
 আপনার হস্তগত নহে মোর মন ॥  
 তোমা তুল্য বৃদ্ধমন্ত ছিল আমি আগে ।  
 এবে সেই বৃদ্ধ মোর বিষপ্রায় লাগে ॥  
 পুনৰ্ভাব করজোড়ে বলে গজপতি ।  
 কহিতে লাগিলা কথা করিয়া ভগতি ॥  
 যদি পদরেণু দান কর মহামতি ।  
 উজ্জ্বল হইব সব আগার বসতি ॥  
 নৃপতি কহিল তবে শূন মহাশয় ।  
 নৃপগৃহে যাইতে যোগী উচিত না হয় ॥  
 এই দান করহ বহিষ্ট যদি পাম ।  
 পার হইয়া সমুদ্র আপনা কাষে যাম ॥ ( জা. : )

১ গলে ২ জানি ৩ জগমনি ৪ ভূমী সীর নম্ন হই ৫ সজলাক্ষি  
 ৬ করজোরে ৭ আমরা সবেৰ নিৰ্প ৮ শত সংখ্যা সোন্দরি ৯ এক জন  
 ১০ কহিব ১১ জৈগ্য ১২ য়নিয়া নিৰ্পতি বোলে য়নহ রাজন  
 ১৩ তুল ১৪ বৃদ্ধ মোর ১৫ পুনৰ্ভাব ১৬ বোলে ১৭ করে  
 ১৮ মহাসএ ১৯ রাজগৃহে য়ুগী জাতি ২০ বহিষ্ট

মন্তব্য : মূলের অনর্গত হয়েও প্রথম স্তবকের অনর্বাদ কিছুটা বিস্তারিত । মূলে গজপতির অভিধানের মধ্যে অতিথি সংকারের আবেদনটুকুই আছে কিন্তু অনর্বাদে রত্নসেনের রাজ্যত্যাগের জন্য গজপতির বিলাপই প্রাধান্য লাভ করেছে । মূলের দোহা অংশের অনর্বাদ যথার্থীতি অনর্পিত ।

নৃপতির আদেশ ধরম<sup>১</sup> সীর পাগে ।  
সেই পদুপে<sup>২</sup> ভাল জেই<sup>৩</sup> সীব পূজা লাগে ॥  
এথ কহি নৃপতি বহিহ্ন আনি দিল ।  
ক্রমে ২ সর্বলোক নৌকাত উঠিল ॥  
নৃপতি বহিহ্নে আছে সর্বজন য়ুক ।  
সকল চলিলা<sup>৪</sup> তথা করিয়া<sup>৫</sup> সমুদ্র ॥  
বিদাএ মাগীলা পদুনি নৃপ জগপতি ।  
করজোরে কহে কথা মধুর ভারতি ॥  
কটীন দুর্গম পশত অলংগ অপার ।  
সাবধান<sup>৬</sup> হইয়া সমুদ্র হৈয় পার ॥  
খার খীর দধি আর<sup>৭</sup> সমুদ্র উদধি<sup>৮</sup> ।  
যুরা জল কিবা য়ার এ সপ্ত<sup>৯</sup> অবধি ॥  
হিন্দুস্তানি ভাসে নাম লএ এইমত ।  
সমস্কৃতে জেন কহে য়নহ বেকত ॥  
প্রথমে লবন ইক্ষু য়ুরা<sup>১০</sup> ঘৃত আর ।  
দধি দুগ্ধ জলাতক<sup>১১</sup> য়নহ বিচার ॥  
এ সব সমুদ্র তেজ সাহাস সঞ্জোগে ।  
সত মধ্যে<sup>১২</sup> এক লোক জাএ পদুনাভাগে ॥  
এহে<sup>১৩</sup> সংকট পশ্বে গমন তোমার ।  
আপনে ভাবিয়া চাহ কি বলিব<sup>১৪</sup> আর ॥

নৃপে বোলে জগপতি মনে সন্তি সীব ।<sup>১৫</sup>  
জার ঘটে প্রেমানল কিবা তার জিব ॥  
প্রথমে জিবন তেজ প্রেমপশ্বে জাম ।<sup>১৬</sup>  
মৃত্যুক জনেরে কি করিতে পারে জম<sup>১৭</sup> ॥  
যুখ সংকলপীয়া লইলু দুক্ষের সম্বল<sup>১৮</sup> ।  
তার<sup>১৯</sup> পদ দিল<sup>২০</sup> পশ্বে নগর সীগল ॥  
জে জন<sup>২১</sup> পরিলা প্রেমসাগর গশ্বিরে<sup>২২</sup> ।  
খালি ঝরি হেন দেখী এই সমুদ্রে<sup>২৩</sup> ॥  
জল হোরি বিরহের কিবা ভয় কম্প ।  
অগ্নির সমুদ্র হৈলে তাত দেয় বাস্প ॥

১ ধরম ২ পদুপ ৩ জেই ৪ চলিলা ৫ করিয়া ৬ সাবধান  
৭ আন্দারহ ৮ অর্থাৎ ৯ এসব ১০ য়ুভা ১১ য়ুভা ঘৃত ১২ সত  
মৈশ্বে ১৩ এহেন ১৪ বলিমু ১৫ নৃপ বোলে জগমনে সন্তি আধ  
সীব ১৬ গামে ১৭ জমে ১৮ আমলে ১৯ তবে ২০ দিলুম  
২১ জেহেন ২২ ভাবের সাগর ২৩ দেখ এই সমুদ্রে ভিতর

নৃপতি আদেশ ধরম<sup>১</sup> শির-পাগে ।  
সেই পদুপ ভাল যেই শিব-পূজা লাগে ॥  
এত কহি নৃপতি বহিহ্ন আনি দিল ।  
ক্রমে ক্রমে সর্বলোক নৌকাত উঠিল ॥  
নৃপতি বহিহ্নে আছে সর্বজন সুখ ।  
সকল চলিল তথা করিয়া কৌতুক ॥  
বিদায় মাগিল পদুনি নৃপ গজপতি ।  
করজোড়ে কহে কথা মধুর ভারতী ॥  
কঠিন দুর্গম পশত অলংগ্য অপার ।  
সাবধান হইয়া সম দ হৈও পার ॥  
ক্ষার ক্ষীর দধি আর সমুদ্র উদধি ।  
সুরা কিলকিলা আর এ সপ্ত অবধি ॥  
হিন্দুস্তানী ভাষে নাম লয় এই মত ।  
সংস্কৃতে কহে যেই শুনহ বেকত ॥  
প্রথমে লবণ ইক্ষু সুরা ঘৃত আর ।  
দধি দুগ্ধ জলাতকা শুনহ বিচার ॥  
এসব সমুদ্র তেজ সাহাস সংযোগে ।  
শত মধ্যে এক লোক যায় পুণাভাগে ॥  
এ হেন সংকট পশ্বে গমন তোমার ।  
আপনে ভাবিয়া চাহ কি বলিমু আর ॥ ( জা. ২ )

নৃপ বলে গজপতি মনে শান্তি শিব ।  
যার ঘটে প্রেমানল কিবা তার জীব ॥  
প্রথমে জীবন তেজ প্রেম-পশ্বে জাম ।  
মৃত্যুক জনেরে কি করিতে পারে যম ॥  
সুখ সংকটপয়া লৈলু দুঃখের সম্বল ।  
তবে পদ দিল পশত নগর সিংহল ॥  
যে জনে পড়িল প্রেমসাগর গশ্বীরে ।  
খাল জোলা সম দেখে এই সমুদ্রে ॥  
জল হোরি বিরহের কিবা ভয় কম্প ।  
অগ্নির সমুদ্র হৈলে তাত দেয় বাস্প ॥ ( জা. ৩ )

মন্তব্য : শিবতীয় শতবর্ষটি অনুবাদে বেশ কিছুটা পরিবর্তিত। মূলে রত্নসেনের আদেশ শিরোধার্য করেও গজপতি সপ্তসমুদ্রের দুর্গমতার প্রসঙ্গ তুলে রাজাকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেছেন, আর অনুবাদে গজপতি রাজার জন্য সব ব্যবস্থা করে নৌকায় উঠিয়ে সাত সমুদ্র সম্পর্কে সাবধান করছেন। তৃতীয় শতবর্ষটির অনুবাদ মূলানুগ, যদিও দোহা অংশের অনুবাদ অনুপস্থিত।

প্রেম ভোর গলে বাশ্বি বিরহের টানে ।  
 সাগর আনল গীরি<sup>১</sup> খুদ্র প্রাণ জানে ॥  
 জদ্যাপি<sup>২</sup> সমুদ্র হএ ঘন লহরিত ।  
 হংস হিয়া উশ্ব কর নহ কদাচিত ॥<sup>৩</sup>  
 প্রেম পশ্চে জাইতে জদি বা মৃত্যু হএ ।  
 জনম সাফল্য সে খরিত নিস্তারএ<sup>৪</sup> ॥  
 জাহারে সপিপল<sup>৫</sup> জিউ সততই সঙ্গ ।  
 সিংহ ব্যাঘ্র বিবাহিক দেখী দেএ ভগ্ন ॥<sup>৬</sup>  
 অমূল্য রতন অর্মা<sup>৭</sup> দেখী বট প্রাণ ।  
 দেবতা রক্ষক<sup>৮</sup> জার কি তার অপাএ<sup>৯</sup> ॥

১ সাগর আনলে গীরি ২ জৈম্বাপী ৩ হংসরাজ হিয়া উশ্ব নহে  
 কদাচিত ৪ তুরিতে নিস্তারএ ৫ সপীলম ৬ সীল ব্যাঘ্র বিয়হা  
 দেখীআ দেশত রত ৭ অমূল্য রতন জখ ৮ বৈক্ষক ৯ উকাএ

প্রেম ভোর গলে বাশ্বি বিরহের টানে ।  
 সাগর আনল গীরি<sup>১</sup> ক্ষুদ্রপ্রাণ জানে ॥  
 যদ্যাপি সমুদ্র হয় ঘন লহরিত ।  
 হংসের হিয়ার উশ্ব<sup>২</sup> নহে কদাচিত ॥  
 প্রেম পশ্চে যাইতে যদি বা মৃত্যু হয় ।  
 জনম সাফল্য সে তুরিতে নিস্তারয় ॥  
 যাহারে সপিপলে জিউ সততই সঙ্গ ।  
 সিংহ ব্যাঘ্র বিরহীকে দেখি দেয় ভগ্ন ॥  
 অমূল্য রতন যত দেখি বট প্রাণ ।  
 দেবতা রক্ষক যার কি তার উপায় ॥ (জা. ৪-৫)

মন্তব্য : চতুর্থ ও পঞ্চম শতকের অনুবাদ যথাসম্ভব  
 সংক্ষিপ্ত । ষষ্ঠ শতকের অনুবাদ অনুপস্থিত ।

## বহিষ্কৃত খণ্ড

অতুলিত সত্ব<sup>১</sup> দেখা নৃপ জগপতি ।  
 সাহসেত সীম্বি আছে বৃজিল সমপ্রতি ॥  
 সাজে বাজে বহিষ্কৃত<sup>২</sup> করিয়া সমর্পণ<sup>৩</sup> ।  
 আশীর্বাদ করি নৃপ<sup>৪</sup> করিলা গমন ॥  
 চলিলা কেওট কুল নৌকা সব ঠেলি<sup>৫</sup> ।  
 সংসারেত ধন্য<sup>৬</sup> জেবা খেলে প্রেম খেলি ॥  
 এই স্থানে<sup>৭</sup> স্বর্গ স্বর্গ<sup>৮</sup>পাএ সেই<sup>৯</sup> জনা ।  
 তন<sup>১০</sup> প্রাএ লেখী<sup>১১</sup> মাত্র জগত<sup>১২</sup> বাসনা ॥  
 সংসারের স্বর্গ ভোগ সপন তুলন ।  
 জীবন মরণ সম জানে মোহাজন ॥

চলিল বহিষ্কৃত কুল চঞ্চলা গমনে ।  
 দৃষ্টি পাছে করিয়া সে<sup>১৩</sup> পলকে জুজনে<sup>১৪</sup> ॥  
 অপার সমুদ্র মাজে স্বর্গ<sup>১৫</sup> মাত্র ছিন<sup>১৬</sup> ।  
 কৃপ হেন গুনে তাক প্রেম উদাসীন ॥  
 তখনে সফরি মৎস্য<sup>১৭</sup> এক দেখা দিল ।  
 জেহেন ধবল গীরি পর্বত আইল ॥  
 সমুদ্র লহর পর্দনি লাগেল আকাশ<sup>১৮</sup> ।  
 পর্দনি পাতালেত পরি করএ নৈরাস ॥  
 নৃপতির স্থানে<sup>১৯</sup> কহে কুমার সকল ।  
 হেন মত মৎস্য<sup>২০</sup> থাকে সমুদ্রের জল ॥  
 হেন পশ্চেত যামী<sup>২১</sup> সব করিছি পয়ান ।  
 বিধাতার<sup>২২</sup> রাখিলে পর্দনি রহিব পরান ॥  
 তুমি গুরু মহাজ্ঞানি<sup>২৩</sup> আমি চেলা নাথ<sup>২৪</sup> ।  
 গুরু জথা পদ ধরে সিস্যো<sup>২৫</sup> ধরে মাথ ॥

অতুলিত সত্য দেখি নৃপ গজপতি ।  
 সাহসেত সীম্বি আছে বৃজিল সমপ্রতি ॥  
 সাজে বাজে বহিষ্কৃত করিয়া সমর্পণ ।  
 আশীর্বাদ করি নৃপে করিল গমন ॥  
 চলিলা কেওটকুল নৌকা সব ঠেলি ।  
 সংসারেত ধন্য যেবা খেলে প্রেমকেলি ॥  
 এই স্থানে স্বর্গসুখ পায় সেই জনা ।  
 তৃণপ্রায় দেখে মাত্র জগৎ বাসনা ॥  
 সংসারের সুখভোগ স্বপন তুলন ।  
 জীবন মরণ সম জানে মহাজন ॥ ( জা. ১ )

চলিল বহিষ্কৃত কুল চঞ্চল গমনে ।  
 দৃষ্টি পাছে করি যায় পলক যোজন ॥  
 অপার সমুদ্র মাঝে স্বর্গ মাত্র চিন্ ।  
 কৃপ হেন গণে তাক প্রেম-উদাসীন ॥  
 তখনে সফরী মৎস্য এক দেখা দিল ।  
 যেহেন ধবলগিরি পর্বত আসিল ॥  
 সমুদ্র লহর পর্দনি লাগিল আকাশ ।  
 পর্দনি পাতালেত ফেলি করয় নৈরাশ ॥  
 নৃপতির স্থানে কহে কুমার সকলে ।  
 হেন মত মৎস্য থাকে সমুদ্রের জলে ॥  
 হেন পশ্চে আমি সব করিছি পয়ান ।  
 বিধাতা রাখিলে পর্দনি রহিব পরান ॥  
 তুমি গুরু মহাজ্ঞানী আমি চেলা নাথ ।  
 গুরু যথা পদ ধরে শিষ্য ধরে মাথ ॥ ( জা. ২ )

১ আতুলিত সৈখ ২ বহিষ্কৃত ৩ সমর্পণ ৪ নিপ ৫ টেলি ৬ ধর্ম  
 ৭ স্থানে ৮ স্বর্গ ৯ জেই ১০ চিন্য ১১ খেলে ১২ সংসার ১৩ করি  
 জাএ ১৪ বৃজন ১৫ স্বর্গ ১৬ চিন ১৭ সফরি মৈশ ১৮ লাগিল  
 মাকাস ১৯ স্থানে ২০ মৈশ ২১ আসী ২২ বিদস্তা ২৩ মোহাজানি  
 ২৪ নাথ ২৫ সীম্ব

শস্যার্থ টীকা : কেওট কুল—ধীর বা জেলে গণ ।  
 সফরী মৎস্য—পর্দনি মাছ । মলে আছে 'চাল্‌হা' মৎস্য ।

মন্তব্য : প্রথম স্তবকে মূলে আছে রাজার 'সন্ত দস্ত' অর্থাৎ সত্যনিষ্ঠা এবং আত্মদানের কথা ; অনুরূপে সত্যগুণের কথাই  
 আছে । জগৎ বাসনাকে তৃণস্তান করার কথা অনুরূপে আছে কিন্তু মূলে নেই । দ্বিতীয় স্তবকে ধাবমান বহিষ্কৃত কুলকে  
 মূলে হস্তীসুখের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, অনুরূপে উপমাটি নেই । আবার সমুদ্রকে বৈরাগীর কৃপাস্তান করার কথাটি  
 অনুরূপে আছে, কিন্তু মূলে নেই ।



হাসএ কেয়ট কুল বহিহ রক্ষক<sup>১</sup> ।  
 সমদ্র ন চিন কপজলের রক্ষক<sup>২</sup> ॥  
 অথানে<sup>৩</sup> সে সব মৎস্য<sup>৪</sup> তুমী দেখ<sup>৫</sup>নএ ।  
 এমত সহস্র জার উদরস্ত হএ ॥  
 তাহার উপরে রাজপক্ষী মণ্ডলএ ।  
 ঝাপএ শহস্র কোস জাহার ছায়াএ ॥  
 সেই পক্ষি মৎস্য লইয়া উরএ<sup>৬</sup> আকাশে ।  
 ছাও মুখে আহার জোগাএ অনায়াসে ॥  
 গগনে গরজে জেন পক্ষির বোলনে ।  
 জলাকার হএ এক পাখের ডোলনে<sup>৭</sup> ॥  
 সেইকালে চন্দ্র ষড়্য না দেখী প্রকট ।  
 দিগের নিম্নয় নাহি<sup>৮</sup> চলন সংকট<sup>৯</sup> ॥...  
 চলিতে প্রেমের পশ্চে কিসের সংকট ॥  
 তুমী সবে নৌকা বাহ মনের হারিসে ।  
 বিরহের রক্ষক<sup>১০</sup> আপনে জগদিসে ॥  
 আমি এই কুসল মাগীএ প্রভু স্থানে ।  
 সথ্যা ন নরোক<sup>১১</sup> প্রেম পশ্চের গমনে ॥  
 তোমার বাহনে কি এমত নৌকা চলে ।  
 পোবন গমনে নৌকা চলে সথ্য<sup>১২</sup> বলে ॥  
 একে ২ এরাইলা সমদ্র সংকট ।  
 পঞ্চমাসে হৈলা গীয়া সিংহল নিকট ॥

১ বৃহস্পতি রৈক্ষক ২ দিষ্টক ৩ এখনে ৪ মৈম্বে ৫ দেব ৬ মৈম্বে লই

উরিল ৭ পাকের দোলনে ৮ দিবস নিন্যএ নাই

৯ 'বা' পুথিতে এর পর কয়েক পংক্তি—

সতে এক জঃএ জার থাকে ধর্ম নেম ।

আরহিলে বৃহস্পতি কুসলে আর খেম ॥

নির্পতি কহিল তবে শুনহ কেঅট ।

১০ রৈক্ষক ১১ সৈস্ত না নরক ১২ সৈস্ত

হাসর কেওট কুল বহিহ রক্ষক ।  
 সমদ্রে না চিন কপজলের দিষ্টক ॥  
 এখনে সে সব মৎস্য তুমি দেখ নয় ।  
 এমত সহস্র যার উদরস্থ হয় ॥  
 তাহার উপরে রাজপক্ষী মণ্ডলয় ।  
 ঝাপয় সহস্র কোশ যাহার ছায়ায় ॥  
 সেই পক্ষী মৎস্য লই উড়য় আকাশে ।  
 ছাও মুখে আহার যোগায় অনায়াসে ॥  
 গগন গরজে যেন পক্ষীর বোলনে ।  
 জলাকার হয় এক পাখের ডোলনে ॥  
 সেইকালে চন্দ্র সূর্য না দেখি প্রকট ।  
 দিগের নির্ণয় নাই চলন সংকট ॥  
 শতে এক যায় যার আছে ধর্ম নেম ।  
 আরোহিলে বহিহে কুশল আর ক্ষেম ॥ ( জা. ৩ )  
 নির্পতি কহিল তবে শুনহ কেওট ।  
 চলিতে প্রেমের পশ্চে কিসের সংকট ॥  
 তুমি সব নৌকা বাহ মনের হারিসে ।  
 বিরহের রক্ষক আপনে জগদীশে ॥  
 আমি এবে কুশল মাগিএ প্রভু স্থানে ।  
 সত্য না টলোক প্রেম-পশ্চের গমনে ॥  
 তোমার বাহনে কি এমত নৌকা চলে ।  
 পবন গমনে নৌকা চলে সত্য বলে ॥  
 একে একে এড়াইল সমদ্র সংকট ।  
 পঞ্চমাসে হৈল গীয়া সিংহল নিকট ॥ ( জা. ৪ )

শব্দার্থ টীকা : ছাও—ছানা

ডোলনে—দোলায়

নেম—নিয়ম

মন্তব্য : তৃতীয় শতকে মূলে কুয়োর ব্যাঙের কথা আছে অনুবাদে তা বাদ পড়েছে । মূলে আছে রোহিত মৎস্যের প্রসঙ্গ, অনুবাদে তা সাধারণ মৎস্যে পরিণত ।

চতুর্থ শতকের অনুবাদে মূলের ভাবটুকু মাত্র রক্ষিত, মূলের সৌন্দর্য রক্ষিত হয় নি । ধরণী এবং স্বর্গকে জাঁতার দুই চাকার সঙ্গে তুলনা করে রাজার প্রেম-নির্দেশিত হৃদয়কে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, অনুবাদে সেই কাব্যসৌন্দর্য অশ্রুতিহীন হয়েছে, এর পরিবর্তে আছে জগদীশ্বরের নিকট রাজার মঙ্গল প্রার্থনা । অনুবাদে পরবর্তী সাতসমুদ্র খণ্ড বর্জিত ।

## সিংহল-ঝীপ খণ্ড

নৃপাত কহিলা তবে যদন গরুদ যদক ।  
 অকস্মাত মনে আজি জ্বাশ্মল কন্তুক ॥  
 সৈরব<sup>১</sup> সহিতে আসী সিতল<sup>২</sup> পোবন ।  
 দাহিত সরিরে<sup>৩</sup> জেন লাগীল চন্দন ॥  
 অশ্বকার দূরে গেল কিরন উঝল ।  
 সকল জগত আজি দেখী নিরমল ॥  
 মেঘ প্রাএ জাঁদ সে<sup>৪</sup> দেখীএ অশ্ভূত ।  
 আকাশে লাগীল জেন যদাধর বিদ্যুত ॥  
 তাহার উপরে জেন চন্দ্রমা প্রকাশ ।  
 কিস্তিকা<sup>৫</sup> নিকরে কাক<sup>৬</sup> করিছে গরাস ॥  
 অপর<sup>৭</sup> নক্ষত্র কুল<sup>৮</sup> দেখিএ সমীপ<sup>৯</sup> ।  
 স্থানে ২ উঝল করিছে জেন দিপ ॥  
 দক্ষিণ দিগেত দেখ কাণনের মেরু ।  
 অকালে বসন্ত জেন হইছে ষ্চচারু ॥  
 যদকে বলে<sup>১০</sup> যদন নৃপ<sup>১১</sup> ভাগ্য অখাণ্ডিত ।  
 সাহাসে জিনিলা তুমী বিক্রম আদিত ॥  
 গদাপচন্দ্র নৃপাত জিনিলা তুমী জ্ঞোগে<sup>১২</sup> ।  
 সথ্য<sup>১৩</sup> হরিচন্দ্র নহে তোমার সজোগে ॥  
 গোরক্ষ যাসীমা<sup>১৪</sup> তোমা সিাশ্ব<sup>১৫</sup> দিল হাতে ।  
 তোমাক ন পারে জ্ঞানে মহন্দর নাথে<sup>১৬</sup> ॥  
 প্রেমেত জিনিলা তুমি প্রিাথিবি<sup>১৭</sup> আকাশ ।  
 এই দেখ সমুখে সিংগল কবিলাস ॥

নৃপাত কহিল তবে শদন গরুদ শদক ।  
 অকস্মাৎ মনে আজি জ্বাশ্মল কোতুক ॥  
 সৌরভ সহিত আসি শীতল পবন ।  
 দাহিত শরীরে যেন লাগিল চন্দন ॥  
 অশ্বকার দূরে গেল কিরণ উজ্জ্বল ।  
 সকল জগৎ আজি দেখি নিরমল ॥  
 সমুখে মেঘের প্রায় দেখি অশ্ভূত<sup>১</sup> ।  
 আকাশে লাগিল যেন সূর্যীর বিদ্যুৎ ॥  
 তাহার উপরে যেন চন্দ্রমা প্রকাশ ।  
 কিস্তিকা নিকরে তাক করিছে গরাস ॥  
 আর যে নক্ষত্রকুল দেখিয়ে সমীপ ।  
 স্থানে স্থানে উজ্জ্বল করিছে যেন স্বীপ ॥  
 দক্ষিণ দিগেত দেখ কাণনের মেরু ।  
 অকালে বসন্ত যেন হইছে সূচারণ ॥ ( জা. ১ )  
 শদকে বলে শদন নৃপ ভাগ্য অখাণ্ডিত ।  
 সাহসে জিনিলা তুমি বিক্রম-আদিত ॥  
 গোপীচন্দ্র নৃপাত জিনিলা তুমি যোগে ।  
 সত্য হরিচন্দ্র নহে তোমার সংযোগে ॥  
 গোরক্ষে আসিয়া তোমা সিাশ্ব দিল হাতে ।  
 তোমাক না পারে জ্ঞানে মহন্দরনাথে ॥  
 প্রেমেত জিনিলা তুমি পৃথিবী আকাশ ।  
 এই দেখ সমুখে সিংহল কবিলাস ॥

- ১ সৌরব ২ সীতল ৩ সরির  
 ৪ সমুখে ৫ কিস্তিকা  
 ৬ তাক ৭ আরজে  
 ৮ নক্ষত্রকুল ৯ সমীপ  
 ১০ বোলে ১১ নিপ  
 ১২ জ্ঞোগে  
 ১৩ সৈত্য ১৪ আসীমা  
 ১৫ সিাশ্ব  
 ১৬ মোচন্দর নাথে  
 ১৭ প্রিাথিবি

শব্দার্থ টীকা : কিস্তিকা—নক্ষত্রবিশেষ ; বিক্রম আদিত—গুপ্তরাজ  
 শ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য ; গোপীচন্দ্র—জলন্ধর নাথের শিষ্য  
 ও ময়নামতীর পুত্র যোগীশ্রেষ্ঠ রাজা । হরিচন্দ্র—সত্যবাদী, ত্যাগী,  
 ন্যায়পরায়ণ রাজা যিনি দানশীলতার জন্য স্ত্রী শৈব্য, পুত্র রোহিতাম্ব  
 এবং নিজেকে বিক্রম করে বিশ্বাসীদের কাছে সত্য রক্ষা করেছিলেন ।  
 গোরক্ষ—সুবিখ্যাত গোরক্ষনাথ যিনি জ্ঞানবলে গরুদকে উদ্ধার  
 করেছিলেন । মহন্দর নাথ—বিখ্যাত নাথগুরু মৎস্যপুত্রনাথ বা  
 মীননাথ, যিনি জ্ঞানী যোগী হয়েও কদলী দেশে গিয়ে রমণী সংসর্গে  
 মোহাভ্রম হন এবং পরে তাঁর শিষ্য গোরক্ষনাথ তাঁকে উদ্ধার করেন ।  
 কবিলাস—কৈলাস

মন্তব্য : প্রথম শব্দকের অনুবাদ যতদূর সম্ভব মূলানুগ ; কেবল মূলোন্ন শ্বিতীয় চরণটির অনুবাদ কিছুটা পরিবর্তিত ।

মেঘতুল্য ঘর দেখ লাগিছে<sup>১</sup> আকাশে ।  
সোবন<sup>২</sup> কাঞ্চন<sup>৩</sup> জেন বিদ্যুত প্রকাশে ॥  
আর জথ নক্ষত্র উবল হেন লক্ষি<sup>৪</sup> ।  
রাজপুত্রে গৃহ সব ঠাই<sup>৫</sup> ২ দেখী<sup>৬</sup> ॥  
ঐ হে জে<sup>৭</sup> দেখহ সসি নক্ষত্র বিষ্ঠীত ।  
নৃপতির গৃহকুল রঞ্জনে জ্বরিত ॥

তার মধ্যে<sup>৮</sup> দেখ পদ্মাবতীর আওলাস<sup>৯</sup> ।  
সমীর সগ্নার নাহি পক্ষীর<sup>১০</sup> প্রকাশ ॥  
এক উপদেশ তোমা কহ সার যুগ<sup>১১</sup> ।  
আগে দরসন নখ<sup>১২</sup> পাছে প্রাপ্তি ভোগ ॥  
ঐ হি<sup>১৩</sup> জে কাণ্ডন পূর্নার<sup>১৪</sup> দেখহ দক্ষিণে ।  
মোহাদেব মান্ডব আছে<sup>১৫</sup> সেই স্থানে ॥  
মাঘ মাস হইলে ছিরি পঞ্চমী সজগ<sup>১৬</sup> ।  
সেই স্থানে পূজাত আসীবে সর্বলোক<sup>১৭</sup> ॥  
পদ্মাবতী আসীবে<sup>১৮</sup> পূজিতে<sup>১৯</sup> মহেশ ।  
তথা দরসন হৈব য়ন উপদেশ ॥  
তুমী গিয়া<sup>২০</sup> কর সেই মান্ডবে বসতি ।  
আমি জাই জথা আছে রানি পদ্মাবতী ॥  
মনের আরাতি জথ করি সব<sup>২১</sup> কথা ।  
পূজা ছলে পদ্মাবতী লৈয়া<sup>২২</sup> জাইমু তথা ॥  
নিত্য ২ আসীয়া করিমু সন্ধান ।  
কন্যাত কহিমু গীয়া<sup>২৩</sup> তোমার কথন ॥

নৃপতি কহিলা জদি দরসন পাম ।  
কিসে লাগে পর্বতে আকাশে উঠী ধাম ॥  
জেই<sup>২৪</sup> স্থানে প্রিওথমা পাই দরসন ।  
মস্তক<sup>২৫</sup> করিয়া পদ করিমু গমন ॥

মেঘতুল্য গড় দেখ লাগিছে আকাশে ।  
সুবর্ণ কাঞ্চন যেন বিদ্যুৎ প্রকাশে ॥  
আর যত নক্ষত্র উজ্জ্বল হেন লখি ।  
রাজপুত্রে গৃহ সব ঠাই ঠাই দেখি ॥  
ওহি যে দেখহ শশী নক্ষত্র বেষ্ঠিত ।  
নৃপতির গৃহকুল রতনে জড়িত ॥ ( জা. ২ )

তার মধ্যে দেখ পদ্মাবতীর আবাস ।  
সমীর সগ্নার নাহি পক্ষীর প্রকাশ ॥  
এক উপদেশ তোমা কহ সার যোগ ।  
আগে দরশনভ্য পাছে প্রাপ্তি ভোগ ॥  
ওহি যে কাণ্ডনমেরু দেখহ দক্ষিণে ।  
মহাদেব মন্ডপ আছয় সেই স্থানে ॥  
মাঘ মাস হইলে শ্রীপঞ্চমী সংযোগ ।  
সেই স্থানে পূজাত আসিবে সর্বলোক ॥  
পদ্মাবতী আসিবেক পূজিতে মহেশ ।  
তথা দরশন হৈব শুন উপদেশ ॥  
তুমি গিয়া কর সেই মন্ডপে বসতি ।  
আমি যাই যথা আছে রাণী পদ্মাবতী ।  
মনের আরাতি যত করি সর্বকথা ।  
পূজা ছলে পদ্মাবতী লৈয়া যাইমু তথা ॥  
নিত্য নিত্য আসিয়া করিমু সন্ধান ।  
কন্যাত কহিমু গীয়া তোমার কথন ॥ ( জা. ৪ )

নৃপতি কহিলা যদি দরশন পাম ।  
কিসে লাগে পর্বতে আকাশে উঠি ধাম ॥  
যেই স্থানে প্রিয়তমা পাই দরশন ।  
মস্তক করিয়া পদ করিমু গমন ॥ ( জা. ৫ )

১ লাগিছে ৩ সোবনে ৩ কাঞ্চন ৪ দেখী ৫ লেখী ৬ অই জে  
৭ নৈক্ষত্র ৮ মাজে ৯ ওলাস ১০ করএ ১১ জোগ ১২ আগেত দরসন  
লৈয়া ১৩ অই ১৪ মেরু ১৫ আছেএ ১৬ প্রিাপ্তি সমজোগ  
১৭ সর্বলোগ ১৮ আসীবেক ১৯ পূজিতে ২০ গীয়া ২১ সর্ব  
২২ জই ২৩ কৈন্যা স্থানে কৈমু গীয়া ২৪ সেই ২৫ মস্তক

শব্দার্থ টীকা : কাঞ্চন—সৌখণ্ডি  
রাজপুত্র—রাজপুত্র

মন্তব্য : শিবতীয় স্তবকের অনুবাদ মূলানুগ। তবে দোহা অংশটি অনুবাদে বিজ্ঞত হয়েছে। আর ইতিহাসখ্যাত নামের তালিকায় মূলে ভক্তহীরির নাম আছে। অনুবাদে তা বাদ গেছে। মূলের তৃতীয় স্তবকে সিংহল দুর্গের অলৌকিক বর্ণনাটি অনুবাদে সম্পূর্ণ বিজ্ঞত।

চতুর্থ স্তবকের অনুবাদ মূলগত হলেও কিছু কিছু পার্থক্য এনেছে। দুর্গের দুর্ভেদ্যতা বোঝাতে মূলে আছে পক্ষীর পাশাপাশি ভ্রমরের অগম্যতার কথা, কিন্তু অনুবাদে আছে সমীরের দৃশ্যবোধ্যতার প্রসঙ্গ। মূলে মহাদেব মন্ডপের নিকটবর্তী মেরুপর্বতের উল্লেখ আছে, অনুবাদে বিজ্ঞত। অনুবাদের ক্ষেত্রে চতুর্থ স্তবকের শেষ চরণদুটি অতিরিক্ত, মূলে এমন কোনো প্রসঙ্গ নেই। পঞ্চম স্তবকের অনুবাদ মাত্র চার লাইনে সংক্ষিপ্ত। মূল কথাটা বলা হলেও মূলে উচ্চতার যে প্রশাস্তবচন আছে অনুবাদে তা বিজ্ঞত।

নৃপতিকে এমত কাহিয়া হিরামনি ।  
 উরিয়া চলিলা জথা পদ্মাবতী রানী ॥<sup>১</sup>  
 নৃপতি মানস সিংধ পর্ষত উদ্দেশী ।  
 সিস্যাগন সগে করি চলিলা তপসী ॥  
 পর্ষত উটীয়া নৃপ দেখিলা গোচর ।  
 যম্ম রত্নে<sup>২</sup> অতি উচ্চ মান্ডব যদ্দর<sup>৩</sup> ॥  
 চতুর্দ্বন্দ্ব মন্ডবের যদ্দব ম্ভার ।<sup>৪</sup>  
 যদ্দ মর্দিত<sup>৫</sup> স্থাপিয়াছে তাহার মাজার ॥  
 মন্ডবের অন্তরে স্থাপিছে চারি স্তম্ভ ॥<sup>৬</sup>  
 পরসিলে পাপ হরে পদুম অবলম্ব ॥<sup>৭</sup>  
 ফলে ফুলে উদ্যানে মন্ডব চারিপাস ।  
 সজীবন<sup>৮</sup> মূল তথা পুরে মন আস ॥  
 সংখ্য সিংগা<sup>৯</sup> ঘন্ডা তথা বাজে অনুদ্ধন ॥  
 নিত্য হোম জগ<sup>১০</sup> তথা করএ ব্রাহ্মন ॥  
 মহাদেব মন্ডব সভার পূজ্যমান ।<sup>১১</sup>  
 দরশনে ভক্তি কৈল্যে পাই ইচ্ছাদান ॥

নৃপতিকে এমত কাহিয়া হীরামনি ।  
 উড়িয়া চলিল যথা পদ্মাবতী রানী ॥  
 নৃপতি মানসসিংধ পর্ষত উদ্দেশি ।  
 শিষ্যাগণ সগে করি চলিলা তপসী ॥  
 পর্ষতে উঠিয়া নৃপ দেখিলা গোচর ।  
 স্বর্ণ রথ অতি উচ্চ মন্ডপ সুন্দর ॥  
 চতুর্দ্বন্দ্ব মন্ডপের সুবর্ণ দয়ার ।  
 শুদ্ধমর্দিত<sup>৫</sup> স্থাপিয়াছে তাহার মাঝার ॥  
 মন্ডপের অন্তরে স্থাপিছে চারি স্তম্ভ ॥  
 পরশিলে পাপ হরে পদুম অবলম্ব ॥  
 ফল ফুলে উদ্যান মন্ডপ চারিপাশ ।  
 সজীবন মূল তথা পুরে মন আশ ॥  
 শংখ শিঙা ঘন্টা তথা বাজে অনুদ্ধন ॥  
 নিত্য হোম যন্ত্র তথা করয় ব্রাহ্মণ ॥  
 মহাদেব মন্ডপ সবার পূজ্যমান ।  
 দরশনে ভক্তি কৈলে পায় ইচ্ছা দান ॥ ( জা.৬ )

১ এরপর 'বা' পদ্বিধে অতিরিক্ত পংক্তি—

এখানে সীঙ্গল ঘাটে উটীল রাজল ।  
 রাজপুত্র সব সশ্বাসীলা জনে জন ॥  
 তবে জথ নৌকাবাসী জথেক রাছিল ।  
 যনে বন্দে আসীম্বর্দে সকল তুসীল ॥  
 গজপতি নিপস্থানে প্রণাম করিলা ।  
 নৌকা সমে কেটকেরে চালাইয়া দিলা ॥

২ সোনার ৩ সোম্পর ৪ শ্বেবৈর্ণ্য দ্ভার ৫ যদ্দমর্দিত ৬ যদ্দ  
 ৭ অবিলম্ব ৮ সজীবন ৯ সংক সীঙ্গা ১০ হর জৈগ্য ১১ সবে  
 পূজ্যমান

পার্থ টীকা : সজীবন মূল—সজীবন লতা । মূলে  
 সজীবন মূরী ।

মন্তব্য : ষষ্ঠ স্তবকের অনুবাদে মূলের সগে পার্থক্য  
 হল এই যে আলাওল যে রথাকৃতি মহাদেব মন্ডপের কল্পনা  
 করেছেন, মূলে তা নেই। সম্ভবতঃ বর্মী প্যাগোডা  
 মন্দিরের কথা ভেবেই আলাওল এর কল্পনা করেছেন ।

## মণ্ডপ গমন খণ্ড

মনে ভাবি পশ্চাৎ দরসন আস ।  
 মন্ডলি করিয়া<sup>১</sup> মন্ডলের চারি পাস ।  
 সিঁধি হৈতে ত্বরিতে আপনা মনুরত ।  
 বিশ্বেশ্বর সাক্ষাত<sup>২</sup> হইলা দন্ডবত<sup>৩</sup> ॥  
 নমো<sup>২</sup> বৃষধরজ জয় মোহাদেব ।  
 কি মোর শর্কতি আছে করো<sup>৪</sup> তোর সেব ॥  
 তুমি সে সিঁধির সিঁধি ভগত বৎসল ।  
 নৈরাসের আসা তুমি পুরাও সকল ॥  
 শ্রুতি নাহি<sup>৫</sup> মোর মূখেত<sup>৬</sup> রসনা ।  
 দয়াল চরিত্র তুমি এই সে বাসনা ॥  
 অস্তদ ন জানি মূই জেমত তোমার ।<sup>৭</sup>  
 কৃপাল হইয়া প্রভু ইচ্ছা পুর মোর ॥<sup>৮</sup>  
 এ বলিয়া সিংগা সখে দিলা<sup>৯</sup> ঘন সান ।  
 ঘোর সখে ঝংকারিল দেবতার স্থান ॥  
 জার জেই জোগ্য<sup>১০</sup> স্থানে আলাও করিয়া ।  
 বসীলেন্ত<sup>১১</sup> যুগী সবে আসন মারিয়া ॥  
 দৃঢ়াসনে<sup>১২</sup> বসীলা পাতিয়া<sup>১৩</sup> মৃগছালা ।  
 পশ্চাৎ নামেত ফিরাএ<sup>১৪</sup> জপমালা ॥  
 সমাধি হইয়া মন সেই পন্ত লাগি ।  
 জার দরসন হেতু<sup>১৫</sup> হইল বৈরাগি ॥<sup>১৬</sup>  
 কিম্ব<sup>১৭</sup> লইয়া দৃক্ষে বৈরাগ্য<sup>১৮</sup> বাজাএ ।  
 সখে সিংগা দুই সম্পা<sup>১৯</sup> নিথ্য ঝংকারএ ॥  
 নিশি জাগরনে আখী রাতুল কটোর ।<sup>২০</sup>  
 সূধাকর ভাবে জেন চকিত চকোর<sup>২১</sup> ॥

মনে ভাবি পশ্চাৎ দরশন আশ ।  
 মন্ডলী করিল মন্ডলের চারিপাশ ॥  
 সিঁধি হৈতে ত্বরিত আপনা মনোরথ ।  
 বৃষধরজ সাক্ষাতে হইল দন্ডবত ॥  
 নম নম বৃষধরজ জয় মহাদেব ।  
 কি মোর শর্কতি আছে করি পদ সেব ॥  
 তুমি যে সিঁধির সিঁধি ভকতবৎসল ।  
 নৈরাসের আশা তুমি পুরাও সকল ॥  
 শ্রুতি যোগ্য নহে মোর মুখের রসনা ।  
 দয়াল চরিত্র তুমি এহি সে বাসনা ॥  
 অস্তত না জানি মূই যেমত তোমার ।  
 কৃপাল হইয়া ইচ্ছা পুরাও আমার ॥ (জা.১)  
 এ বলিয়া শিগ্যা শখে দিলা ঘন সান ।  
 ঘোর শখে ঝংকারিল দেবতার স্থান ॥  
 যার যেই যোগ্য স্থানে আলাপ করিয়া ।  
 বসিলেক যোগী সবে আসন করিয়া ॥ (জা.২)  
 দৃঢ়াসনে বসিল পাতিয়া মৃগছালা ।  
 পশ্চাৎ নামেত ফিরায়ে জপমালা ॥  
 সমাধি হইয়া মন সেই পশ্চা লাগি ।  
 যার দরশন হেতু হইল বৈরাগী ॥  
 কিংগরি লইয়া দৃক্ষে বৈরাগ্য বাজায় ।  
 শখে শিগ্যা দুই সম্প্যা নিত্য ঝংকারয় ॥  
 নিশি জাগরণে আখি রাতুল কোটর ।  
 সূধাকর ভাবে যেন চকিত চকোর ॥ (জা.৩)

১ করিল ২ বিশ্বেশ্বর সাক্ষাতে তবে ৩ দন্ডবত ৪ কৌর ৫ শ্রুতি  
 জৈগ্য নাই ৬ মুখের ৭ অস্তদ না জানি মূঞি কেমত তোমার  
 ৮ কৃপাল হইয়া ইচ্ছা পুরাও আমার ৯ এ বলিয়া সীঙ্গ সঙ্কা  
 দিল ১০ জৈগ্য ১১ বসীলেক ১২ দ্রিড়াসন ১৩ পাতিল ১৪ পীবাই  
 ১৫ লাগী ১৬ হইলুম বিউগী ১৭ কিম্বার ১৮ বৈরাগী ১৯ সঙ্কা  
 সীঙ্গ দুই সম্প ২০ কটর ২১ চোকর

মন্তব্য : মণ্ডপগমনখণ্ড অধ্যায়ে মূলের সঙ্গে অনুবাদের  
 অন্যবিধ মিল সত্ত্বেও একটি প্রধান পার্থক্য হল এই যে মূলে  
 রাজার প্রার্থনা নারায়ণের কাছে, কিন্তু অনুবাদে বৃষধরজ  
 মহাদেবের কাছে এবং সেটাই সঙ্গত, কারণ পরে আছে  
 পার্বতী-মহেশ খণ্ড ।

মন্তব্য : জায়সীর দ্বিতীয় শতকটি আলাওলের অনুবাদে মাত্র চারপংক্তিতে অতিসংক্ষিপ্ত । অনুবাদে মন্দিরভাষ্যন্তরে  
 অলৌকিক শব্দঝংকারের ঘটনাটুকুমাত্র উল্লিখিত হয়েছে, কিন্তু মূলের অলৌকিক ঠেববাণীর মরমী কাব্যকথাটুকু  
 অনুবাদে বির্জিত । মূলের দোহা অংশটিতে যে সূক্ষী-ভবকথা আছে অনুবাদে তাও বাদ পড়েছে । তৃতীয় শতকের  
 অনুবাদেও মূলের অনেক কিছুর বাদ গেছে । তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বর্জন হল পশ্চাৎ নামেত ফিরায়ে জপমালা-মন্ত  
 কনদালি । তৃতীয় শতকের দোহাটিও অনুবাদে যথারীতি অনুপস্থিত ।

## পদ্মাবতী বিয়োগ-খণ্ড

ওথা পদ্মাবতী মন বিরহে বিউগ<sup>১</sup> ।  
 হইল মদন বস নাহিক সজোগ ॥<sup>২</sup>  
 নিদ্রা নাহি আখী নিশি জাগিয়া পোসাঞ ।  
 বিচটীর পত্র প্রায় সয্যা<sup>৩</sup> লাগে গাঞ ॥  
 মলয়া সমীর<sup>৪</sup> চন্দ্র সিতল<sup>৫</sup> চন্দন ।  
 অংগ পরসঞ<sup>৬</sup> জেন গৃষ্মের<sup>৭</sup> তপন ॥  
 বলপ সমান জাঞ বিরহ রজনী ।  
 সখীগন সগেগে বশে কহিয়া কাহিনি ॥  
 সতত রাতুল আখী নিসী জাগরনে ।  
 মনের বেদন কথা কহে সখী স্থানে ॥  
 শুন প্রানসখী সব চিস্তের সন্তাপ ।  
 নিজ কন্মদোসে অবিবেক মাও বাপ ॥  
 নবম বরিস বাড়ি হইলু গয়দসে<sup>৮</sup> ।  
 মিলএ সজোগ পদ্বনি অতি ভাগ্যবসে ॥  
 যদ্বস বৎসর<sup>৯</sup> মোর নাহিক সজগ ।  
 তাহাত প্রবল হৈল বিরহের রোগ ॥  
 সর্ব অংগ পোরে নিদ্রা নাহি নিসীদিন ।  
 ছটফট করে জেন বিনি জলে মীন ॥  
 জৌবক বারিয়া<sup>১০</sup> জেন নবীন বসন্ত ।  
 আর্চাম্বত পাইল বিরহ<sup>১১</sup> ময়মন্ত ॥  
 সাখা পত্র বিদংসিয়া সমুলে বিনাসে ।  
 নিরুদ্ধ ন মানে পদ্বনি প্রবোধ অঙ্কসে<sup>১২</sup> ॥  
 পরিলা বিরহ সিন্দু আটাই গম্ভীরে ।<sup>১৩</sup>  
 শ্বহাঞ<sup>১৪</sup> নাহিক কোনে লাগাইব তীরে ॥<sup>১৫</sup>

ওথা পদ্মাবতী মনে বিরহ বিয়োগ ।  
 হইল মদন-বশ নাহিক সংযোগ ॥  
 নিদ্রা নাহি আখি নিশি জাগিয়া পোহায় ।  
 বিছটীর পত্রপ্রায় শয্যা লাগে গায় ॥  
 মলয়া সমীর চন্দ্র শীতল চন্দন ।  
 অংগ পরশয় যেন গ্রীষ্মের তপন ॥  
 বলপ সমান মাত্র বিরহ রজনী ॥  
 সখীগণ সগেগে বশে কহিয়া কাহিনী ॥  
 সতত রাতুল আখি নিশি জাগরণে ।  
 মনের বেদনা কথা কহে সখী স্থানে ॥ (জা.১)  
 শুন প্রাণসখী সব চিস্তের সন্তাপ ।  
 নিজ কর্মদোষে অবিবেক মাও বাপ ॥  
 নবম বরিশ বাড়ি হইলু গয়াদশে ।  
 মিলয় সংযোগ পদ্বনি অতি ভাগ্যবশে ॥  
 ষোড়শ বৎসর মোর নাহিক সংযোগ ।  
 তাহাত প্রবল হৈল বিরহের রোগ ॥  
 সর্ব অংগ পোড়ে নিদ্রা নাহি নিশি দিন ।  
 ছটফট করে যেন বিনি জলে মীন ॥ (জা.২)  
 যৌবনের বৈরী জান নবীন বসন্ত ।  
 আর্চাম্বত পাইলু<sup>১১</sup> বিরহ ময়মন্ত ॥  
 শাখাপত্র বিদংসিয়া সমুলে বিনাশে ।  
 নিরোধ না মানে চিত্ত প্রবোধ অঙ্কশে ॥  
 পাড়িলে বিরহ সিন্দু অগাধ গম্ভীরে ।  
 সহায় নাহিক কোনে লাগাইব তীরে ॥ (জা.৩)

১ মনে বিরহ বিউক ২ সজক ৩ সৈজ্ঞা ৪ সমীর ৫ সীতল  
 ৬ পরসনে ৭ গ্রসের ৮ নবম বরিসে বারি হৈলু গয়দসে ৯ সোরস  
 বশরে ১০ জৌবনের বরি ১১ বির ১২ নিরোধ না মানে চিত্ত প্রবেদ  
 অঙ্কসে ১৩ গম্ভীর ১৪ সোহাঞ ১৫ থির

জন্ম বাণী বাজানো এবং চিত্র রচনার আলাপকারিতা অনুবাদে বিজ্ঞিত । জায়সীর পদ্মাবতীর মূখে যে বিরহ-বাণী আছে আলাপ  
 তাও অনুশ্লিখিত রেখেছেন । শ্বিতীয় শতকের অনুবাদে মূলের কিছই রক্ষিত হয় নি । সবটাই আলাপের নিজস্ব রচনা ।  
 মূলে আছে ধাত্রীর কথাবার্তা, আলাপে আছে সখীর সগেগে কথোপকথন । মূলে আছে নিসর্গখচিত বিরহবার্তা, অনুবাদে  
 লৌকিক কামপীড়ার প্রথাগত বর্ণনা । মূলের দোহা অংশের অনুবাদ দুটি শতকেই অনুপস্থিত । তৃতীয় শতকের অনুবাদে  
 মূলের সাংগরূপকটি ( যৌবনবনে বিরহ হস্তীর মন্ততা ) অনুসৃত হলেও অনুবাদটি মূলের তুলনায় অনেক সর্গাঙ্কণ ।  
 মূলের দোহা অংশটি শেষ দুটি চরণে অনুদিত হয়েছে ।

মন্তব্য : প্রথম শতকের অনুবাদ মূলের তুলনায় অনেকখানি  
 পৃথক । বিরহিণীর শয্যাকন্টকী বোঝাতে মূলে আছে শয্যায়  
 কেঁরাচ বা কাঁটাফল বিছানোর কথা, অনুবাদে তা বোঝানো  
 হয়েছে বিছটিলতা দিয়ে । মূলে বিরহিণীর নিশিযাপনের

সখী বোলে পদ্মাবতী আপনে পশ্চিভা ।  
 পরম চাতুরী<sup>১</sup> তুমি নৃপতি<sup>২</sup> দর্শিতা ॥  
 নদা নদী আসী পদ্বিন সমদ্রে মিসাএ ।  
 অতুল গান্ধীর সিন্দু কথাত ন জাএ<sup>৩</sup> ॥  
 প্রবল বিরহ জেন<sup>৪</sup> তরুণ তুখার<sup>৫</sup> ।  
 কর নিগ্রহিয়া রাখে সেই আশুয়ার<sup>৬</sup> ॥  
 জদি মাত্র<sup>৭</sup> মস্ত করি ধাএ চতুর্দিশে ।  
 রাখীব তাহারে সন্তি ক্ষমার<sup>৮</sup> অংকুসে ।  
 জদ্যাপী<sup>৯</sup> মদন সরে তিলে হরে প্রান ।  
 তাহার অধিক সখ্য<sup>১০</sup> জাতি কুল মান ॥  
 সইয়া বিরহ দক্ষ রাখ ধর্ম নেম ।  
 জথেক দহয় বান বৃশ্চি<sup>১১</sup> হএ হেম ॥  
 কমল কোরক তুমী ধীর ধর মনে ।  
 সময় হইলে অলি মীলব আপনে ॥  
 আপে মাএ এক সেই জগত ইশ্বর ।  
 সর্বভূতে দিয়া আছে সজ্জ<sup>১২</sup> দোসর ॥  
 জাবতে মিলএ পীউ<sup>১৩</sup> সহ প্রেম পির ।  
 জেন সিন্দু মধ্যে<sup>১৪</sup> ছিল স্বরসতি<sup>১৫</sup> নির ॥  
 শ্রীপদ্মমীত<sup>১৬</sup> গিয়া মানাইব দেব ।  
 পতিবর পাইবা করিলে দেব সেব ॥  
 জেই কালে গরু পশু<sup>১৭</sup> হারাইল চন্দ্রে ।  
 রাখীতে নারিল সখ্য<sup>১৮</sup> ব্রহ্মা আর ইন্দ্রে ॥  
 তিল ন চাহিল<sup>১৯</sup> মোহাযুগী পশুপতি ।  
 কুলের মহন্ত<sup>২০</sup> রাখে ধন্য<sup>২১</sup> কুলবতি ॥

১ চতুর ২ রাজার ৩ কথা নাই জাএ ৪ জান ৫ তুখার ৬ আশ্বাভার  
 ৭ মন ৮ খেমার ৯ জৈম্বেপী ১০ সন্দ ১১ বৃশ্চি ১২ সজ্জাগ  
 ১৩ অলি ১৪ মৈম্বে ১৫ যুরস্বরি ১৬ ছিরি পদ্মমীত ১৭ গরুপতি  
 ১৮ তিলে ১৯ তিলে না চাইল ২০ মোহত ২১ পৈন্য

মন্তব্য : বর্তমান শতকটি মূলের চতুর্থ, ষষ্ঠ এবং সপ্তম শতকের দোহাটুকু নিয়ে রচিত। এর মধ্যে মূলের চতুর্থ-  
 শতকের স্থানই বেশী। ধাই-এর উক্তি অনুবাদে সখীবচনে পরিণত। চতুর্থ শতকের দোহা অংশটি অনুবাদের সপ্তদশ  
 অষ্টাদশ পংক্তিতে অনুসৃত। মূলের পঞ্চম শতকে পদ্মাবতীর যৌবন বেদনার অংশটি অনুবাদে সম্পূর্ণই বির্জিত। মূলের  
 ষষ্ঠ শতকটির আংশিক অনুবাদ আছে সখীর উপদেশ বচনের মধ্যে। সপ্তম শতকে পদ্মাবতীর বিরহ উত্তাপটুকু বাদ দিয়ে  
 দোহা অংশটি আংশিকভাবে স্থান পেয়েছে অনুবাদের শেষ চরণে। অনুবাদ-শতকের শেষদিকে পৌরাণিক প্রসঙ্গগুলি  
 আলাপলের সংযোজন।

সখী বোলে পদ্মাবতী আগনে পশ্চিভা ।  
 পরম চতুরী তুমি নৃপতি দর্শিতা ॥  
 নদ নদী আসি পদ্বিন সমদ্রে মিসায় ।  
 অতুল গান্ধীর সিন্দু কোথাত না যায় ॥  
 প্রবল বিরহ যেন তরুণ তুখার ।  
 কর নিগ্রহিয়া রাখে সেই আসোয়ার ॥  
 যদি মন মস্ত করী ধায় চতুর্দিশে ।  
 রাখিব তাহারে শক্তি ক্ষমার অংকুশে ॥  
 যদ্যপি মদন-শর তিলে হরে প্রাণ ।  
 তাহার অধিক সত্য জাতি কুল মান ॥  
 সইয়া বিরহ দঃখ রাখ ধর্ম নেম ।  
 যতেক দহয় বাণ বৃশ্চি হয় হেম ॥  
 কমলকোরক তুমি ধীর ধর মনে ।  
 সময় হইলে অলি মিলিব আপনে ॥  
 আপে মাত্র এক সেই জগৎ-ইশ্বর ।  
 সর্বভূতে দিয়া আছে সংযোগ দোসর ॥  
 যাবতে মিলয় পিউ সহ প্রেম-পীর ।  
 যেন সিন্দু মধ্যে সিপি সাধে স্বাতী নীর<sup>১</sup> ॥  
 শ্রীপদ্মমীত গিয়া মানাইব দেব ।  
 পতিবর পাইবা করিলে দেব সেব ॥  
 যেই কালে গরুপশু হরিছিল<sup>২</sup> চন্দ্রে ।  
 রাখীতে নারিল সত্য ব্রহ্মা আদি ইন্দ্রে ॥  
 তিলে না চাহিল মহাযোগী পশুপতি ।  
 কুলের মহন্ত রাখে ধন্য কুলবতী ॥ (জা.৪-৭)

১. আ ২. আ

শব্দার্থ টীকা : তরুণ তুখার—তুখোড় অশ্ব। মূলে  
 যৌবনের রূপক, অনুবাদে বিরহের উপমা।  
 কর নিগ্রহিয়া—হস্ত রশ্মিতে দমন করে রাখা  
 আসোয়ার—অশ্বচালক

## পদ্মাবতী শুক মিলন খণ্ড

হেনকালে হিরামনি দিল দরসন ।  
 পদ্মাবতী পাইল জেন নবীন জীবন ॥  
 কণ্ঠেত লাগাই যুক বিস্তর কান্দলা<sup>১</sup> ।  
 প্রজ্বলিত মন অগ্নি কিছু শাম্য ভেলা<sup>২</sup> ॥  
 হৃদয়ের দৃষ্টি জথ করিল অস্থির<sup>৩</sup> ।  
 জল রূপে আখী পশ্চে হইল বাহির ॥  
 তবে রানি হাসী ২ কুসল পুছিলা ।  
 আমা ছাড়ি<sup>৪</sup> এথকাল কথাতে আছিল ॥

হেনকালে হীরামণি দিল দরশন ।  
 পদ্মাবতী পাইল যেন নবীন জীবন ॥  
 কণ্ঠেত লাগাইয়া শুক বিস্তর কান্দলা ।  
 প্রজ্বলিত মন-অগ্নি কিছু শান্ত হৈলা ॥  
 হৃদয়ের দৃষ্টি যত করিল অস্থির ।  
 জলরূপে আখি পশ্চে হইল বাহির । ( জা, ১ )  
 তবে রাণী হাসি হাসি কুসল পুছিলা ।  
 আমা ছাড়ি এত কাল কোথাতে আছিল ॥

শুক বোলে রাজসুতা কহ মো রহস্য কথা<sup>৫</sup>  
 তোমা মনভিষ্ট হৌক সিন্ধি<sup>৬</sup> ।  
 জেমতে পাইল দৃষ্টি<sup>৭</sup> পানি প্রাপ্তি হৈল শুক  
 তবে কিছু কৈল কাব্য সিন্ধি ॥  
 নৃপতির ভা করি তোমা প্রেম পরিহারি<sup>৮</sup>  
 তোমাক ছাড়িয়া গেল বনে ।  
 শূন্যতে তোমার নেহা সতত পোরএ দেহা  
 আর ভাবে ন য়াছিল<sup>৯</sup> মনে ॥  
 দিন দশ তথা ছিল<sup>১০</sup> নানা বর্ণ<sup>১১</sup> ফল খাইল<sup>১২</sup>  
 পক্ষিগণে করিল আদর ।  
 হেনকালে ব্যাধ আইল সব খণ্ড<sup>১৩</sup> উরি খাইল  
 মূই হইল দৃষ্টিতে<sup>১৪</sup> বর্ষর ॥  
 কাল ব্যাধে আমা ধরি পেটারির মাজে<sup>১৫</sup> করি  
 হাটে তুলি নিল বেচিবারে ।  
 চিতাউর গড়<sup>১৬</sup> হনে এক শিঞ্জ<sup>১৭</sup> মহাজনে  
 তথা কিনি<sup>১৮</sup> লৈ গেল আমারে ॥

শুক বোলে রাজসুতা কহম রহস্য কথা  
 তোমা মনভিষ্ট হৌক সিন্ধি ।  
 যেমতে পাইলা দৃষ্টি<sup>৭</sup> পানি প্রাপ্তি হৈল শুক  
 তবে কিছু কৈল কাজ সিন্ধি ॥  
 নৃপতিরে ভয় করি আয়ু শ্রমা মনে ধরি  
 তোমাক ছাড়িয়া গেল<sup>৮</sup> বনে ।  
 শূন্যতে তোমার নেহা সতত পোড়এ দেহা  
 আর ভাব না আছিল মনে ॥  
 দিন দশ তথা ছিল<sup>১০</sup> নানা বর্ণ ফল খাইল<sup>১১</sup>  
 পক্ষিগণে করিল আদর ।  
 হেনকালে ব্যাধ আইল সব শুক উড়ি খাইল  
 বন্দী কৈল দৃষ্টিতে<sup>১৪</sup> বর্ষর ॥  
 কাল ব্যাধ আমা ধরি পেটারি মাঝারে করি  
 হাটে তুলি নিল বেচিবারে ।  
 চিতাওর গড় হনে এক শিঞ্জ মহাজনে  
 তথা কিনি লই গেল আমারে ॥ ( জা, ২ )

১ কান্দলা ২ সান্ত হৈল ৩ করিলেক ৪ ছারি ৫ কহ মোকে  
 ৬ সিন্ধি কথা ৭ মন বিষ্টি হৈক সিন্ধি ৮ জেনে মতে পাইলুম দুক  
 ৯ আউ শ্রমা মনে ধরি ১০ আছিল ১১ ছিলুম ১২ বস ১৩ খাইলুম  
 ১৪ শুক ১৫ মূই হৈলুম দৃষ্টিতে ১৬ পেটারি মাজার ১৭ গর  
 ১৮ শিঞ্জ ১৯ কিনি

১. আ

মন্তব্য : বর্তমান খণ্ডের প্রধান শব্দের অনুবাদ মূলের তুলনায় অনেক সংক্ষিপ্ত । মূলের ঘটনাটুকুই অনূদিত হয়েছে, আবেগটুকু বাদ গেছে । অনুবাদে আছে, শূকের কণ্ঠ আলিঙ্গন করে কাঁদার পর পদ্মাবতীর হৃদয় শান্ত হল । মূলে আছে, মিলনের আনন্দের মধ্যে দৃষ্টির অগ্নিশিখা আরও প্রজ্বলিত হল । মূলের পদ্মাবতী ও তার সখীর কথোপকথন গুলি অনুবাদে বাদ গেছে । দোহা অংশটিরও অনুবাদ অনুপস্থিত । দোহা অংশের তৎকথা এবং কাব্যরস অনুবাদে প্রায়শই বর্জিত । শব্দতীয় শব্দের অনুবাদেও মূলের সঙ্গে অনেক পার্থক্য ঘটেছে । মূলে প্রতীক-ভাষ্যটুকু অক্ষুণ্ণ বেখে পঞ্জরবন্ধ পাখী ও মার্জারের প্রসঙ্গ আছে, অনুবাদে তা বর্জিত হয়েছে । অনুবাদে পরবর্তী ঘটনা বর্ণনা একটু বিস্তারিত, মূলে সংক্ষিপ্ত । মূলে চিত্রসেনের মৃত্যুসংবাদ আছে, অনুবাদে সে প্রসঙ্গ বাদ গিয়েছে ।



ধন্য<sup>১</sup> চিতাউর দেশ নাহি তথা দক্ষ ক্লেস  
কি কহিব তাহার মহিমা ।  
জ্ঞথা<sup>২</sup> রত্নসেন রাজা নৃপসনে<sup>৩</sup> করে পোজা<sup>৪</sup>।  
সুদরপতি জিনি যুদ্ধ সীমা<sup>৫</sup> ॥  
রূপে জিনি পশুবান বিদূষ<sup>৬</sup> সদৃশ জ্ঞান  
ধর্মেরক জিনিয়া যুদ্ধিষ্টির<sup>৭</sup> ।  
দানে মানে কর্ণ<sup>৮</sup>গুরু<sup>৯</sup> বুদ্ধি জিনি যুদ্ধ গুরু  
জয়<sup>১০</sup> শ্বপ মধ্যে<sup>১০</sup> এক বির ॥  
অতপ বসে রাজ্যপাল<sup>১১</sup> বিপক্ষ<sup>১২</sup> জনের কাল  
ক্ষমাএ প্রার্থি<sup>১৩</sup> সম্ভর ।  
সাহসে বিক্রমাদিত সত্যে<sup>১৪</sup> হরিশ্চন্দ্র জিত  
মযোদাএ<sup>১৫</sup> সিন্দু রত্নাকর ॥  
পদ্যাক্রমে<sup>১৬</sup> ছত্রপতি মোহারাজ চক্রবান্ত  
শতাবাদি<sup>১৭</sup> মোহাসীল কুল<sup>১৮</sup>  
চতুর পণ্ডিত জ্ঞানি হিংসাহীন যুদ্ধ প্রানি<sup>১৯</sup>  
প্রজার পালন পুত্রতুল ॥  
শূর্নিয়া আমার কথা সে বিপ্র নিলেক তথা<sup>২০</sup>  
নৃপে আমা রহস্য<sup>২১</sup> পদ্বিছলা ।  
শূর্নিতে বচন মোর নৃপতি আনন্দ ভোর  
লক্ষ<sup>২২</sup> মূদ্রা ব্রাহ্মণক দিলা ॥  
আদর সম্মান করি বহু স্নেহ মনে ধরি  
নৃপ আমা পদ্বিছলা জন্তনে ।  
কহি কথা কাব্য<sup>২৩</sup> রস নৃপ চিত্য হৈল<sup>২৪</sup> বস  
গুরু হেন মানিলেক মনে ॥

ধন্য চিতাওর দেশ নাহি তথা দঃখ ক্লেস  
কি কহিব তাহার মহিমা ।  
তথা রত্নসেন রাজা নৃপ সবে করে পূজা  
সুদরপতি জিনি রূপসীমা ॥<sup>২</sup>  
রূপে জিনি পশুবাণ বিদূর সদৃশ জ্ঞান  
ধর্মেরত জিনিয়া যুদ্ধিষ্টির ।  
দানে মানে কর্ণ করু বুদ্ধি জিনি সুদরগুরু  
জম্বুদ্বীপ মধ্যে এক বীর ॥  
অতপ বসে রাজ্যপাল বিপক্ষ জনের কাল  
ক্ষমায় পৃথিবী সমসর ।  
সাহসে বিক্রমাদিত সত্যে হরিশ্চন্দ্র জিত  
মযাদায় সিন্দু রত্নাকর ॥  
পরাক্রমে ছত্রপতি মহারাজ চক্রবর্তী<sup>৩</sup>  
সত্যবাদী মহাশীল কুল ।  
চতুর পণ্ডিত জ্ঞানী হিংসাহীন শূর্নিপ্রাণী  
প্রজার পালন পুত্রতুল ॥  
শূর্নিয়া আমার কথা সে বিপ্র নিলেক তথা  
নৃপ আমা রহস্য পদ্বিছল ।  
শূর্নিতে বচন মোর নৃপতি আনন্দ ভোর  
লক্ষ মূদ্রা ব্রাহ্মণক দিল ॥  
আদর সম্মান করি বহু স্নেহ মনে ধরি  
নৃপ আমা পদ্বিছলা যতনে ।  
কহি কথা কাব্য রস নৃপ চিত্ত কৈল বশ  
গুরু হেন মানিলেক মনে ॥

১ ধেন্য ২ তথা ৩ সবে ৪ পূজা ৫ যুদ্ধ সীমা ৬ বিদূর ৭ যুদ্ধিষ্টির  
৮ কর্ণ ৯ জম্বু ১০ মাজে ১১ রাজ্যপাল ১২ বিপক্ষে ১৩ প্রার্থি  
১৪ মৈত্রাজ্ঞান  
১৫ পদ্যাক্রমে ১৬ সৈন্তবাদি ১৭ মোহকুল শীল  
১৮ পদ্বি ২০ সে বিপ্র আনিল তথা  
২১ মোহাব ২২ লৈক্ষ  
২৩ কাব্য  
২৪ কৈল

১. আ

শব্দার্থ টীকাঃ সুদরপতি—ইন্দ্র; বিদূর—পান্ডু ও ধৃতরাষ্ট্রের ভ্রাতা;  
যুদ্ধিষ্টির—কৃষ্ণতীপুত্র প্রথম পাণ্ডব; কর্ণ—সূর্যের  
ও কুমারী কৃষ্ণতীর পুত্র; করু—কৌরবদের আদি রাজা  
এবং যবার্তার পুত্র; সুদরগুরু—বৃহস্পতি; বিক্রমাদিত্য—  
গুপ্তবংশীয় রাজা শ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত; হরিশ্চন্দ্র—আর্য  
বিখ্যাত নৃপতি যিনি বিশ্বামিত্রকে দানদক্ষিণা দেবার  
জন্য নিজেকে এবং নিজের পত্নী ও পুত্রকে বিক্রয়  
করোছিলেন ।

রাজার চরিত্র জথ	সমস্ত লক্ষিল তত	রাজার চরিত্র যত	সমস্ত লক্ষিল তত
রূপে গদনে দেখিল <sup>১</sup> অপার ।		রূপগদুণে দেখিল অপার ।	
তোমা <sup>২</sup> ভাবিয়া চিন্তে	বুঝিল <sup>৩</sup> সকল মতে	তোমাকে ভাবিয়া চিতে	বুঝিল সকল মতে
এই সে সঞ্জোগ জুগ্য <sup>৪</sup> তার ॥		এই সে সংযোগ যোগ্য তার ॥	
তোমার রূপের ছবি	তখনে মনেত ভাবি	তোমার রূপের ছবি	তখনে মনেত ভাবি
প্রকাশীল নৃপতি বিদিত ।		প্রকাশিল নৃপতি বিদিত । ( জা, ৩ )	
বচন রচন রস	নৃপ চিত্য হৈল বস	বচন রচন-রস	নৃপ-চিত্ত হৈল বশ
তখনে পরিল মহর্ষিচ <sup>৫</sup> ॥		তখনে পাড়িল মোহর্ষিচ <sup>৬</sup> ॥	
তোমার প্রেমের জালে	নৃপতি পরিল কালে <sup>৭</sup>	তোমার প্রেমের জালে	নৃপতি বাজিল কালে
যুগী হইয়া <sup>৮</sup> চলিল সস্তর ।		যোগী হই চলিল সস্তর ।	
আসিয়া সিংগল <sup>৯</sup> দেসে	শিবের <sup>১০</sup> মান্ডব পাশে	আসিয়া সিংহল দেশে	শিবের মন্ডপ পাশে
রাখী আইল <sup>১১</sup> তোমার গোচর ॥		রাখি আইল তোমার গোচর ॥	
তোমার সেবক ছিল <sup>১২</sup>	এই কায্য মূই কল্যা <sup>১৩</sup>	তোমার সেবক ছিল	মোর কর্ম মূই কৈল
লৈয়া আইল <sup>১৪</sup> হেন মোহারাঙ্গ ।		লই আইল হেন মহাজন ।	
পূর্ব <sup>১৫</sup> তপস্যার <sup>১৬</sup> ফলে	হেন বর আসী মিলে	পূর্ব তপস্যার ফলে	হেন বর আসি মিলে
নহে রেতা এরূপ জৌবন ॥		নহে ব্যর্থ এ রূপ যৌবন ॥ ( জা, ৪ )	
রসিক নাগর রাএ	ধর্মসীল পদ্যক্যাএ	রসিক নাগর রায়	ধর্মশীল পদ্যকায়
গুণি বস <sup>১৭</sup> জার প্রেম রসে ।		গুণী বশ যার প্রেমরসে ।	
দানে মানে স্ববিশেষ <sup>১৮</sup>	ধন্য <sup>১৯</sup> ২ সেই দেস	দানে মানে সর্বিশেষ	ধন্য ধন্য সেই দেশ
হেন মোহাজন জথা <sup>২০</sup> বৈসে ॥		হেন মহাজন যথা বৈসে ॥	
সদগুণ মাগন নাম	রোসাংগেত অনুপাম	সদগুণ মাগন নাম	রোসাংগেত অনুপাম
আলাওলে শূনিয়া আরাতি ।		আলাওলে শূনিয়া আরাতি ।	
ভাণ্ডিয়া চৌপাইয়া চন্দ <sup>২১</sup>	রিছিয়া পয়ার ছন্দ <sup>২২</sup>	ভাণ্ডিয়া চৌপাই ছন্দ	রিচিল <sup>২৩</sup> পয়ার বন্দ
পদে ২ অমীয়া <sup>২৪</sup> ভারতি ॥		পদে পদে অমৃত <sup>২৫</sup> ভারতী ॥	

১ দেখীয়া ২ তোমাকে ৩ বুঝিল ৪ জৈগ্য ৫ মহাচিত ৬ নিপতি  
বাজিল কালে ৭ হই ৮ সীঙ্গল ৯ সীবের ১০ আইলুম ১১ ছিলুম  
১২ কৈলুম ১৩ লই আইলুম ১৪ পূর্ব তপসের ১৫ সব  
১৬ সর্বিশেষ ১৭ ধন্য ১৮ তথা ১৯ ছন্দ ২০ বন্দ ২১ মধুর

১. আ ২. আ

শব্দার্থ টীকা : মোহর্ষিচ—মর্ষিচ

মন্তব্য : তৃতীয় স্তবকের অন্তর্ভুক্ত পৌরাণিক নামাবলী জড়ানো ব্রাহ্মপ্রশাস্তিটি আলাওলের নিজস্ব সংযোজন। মূলে এর একটিও নেই। মূলে আছে পদ্মাবতী-রত্নসেন প্রসঙ্গে চন্দ্র-সুর্ষ, সোনা-সোহাগা, রত্ন-স্বর্ণ ইত্যাদি যুগল প্রতীকের ব্যবহার। অন্তর্ভুক্ত মূলের তুলনায় বিস্তারিত, যদিও দোহা-সহ মূলের অনেক প্রসঙ্গেই অন্তর্ভুক্ত অন্তর্ভুক্ত। চতুর্থ স্তবকের অন্তর্ভুক্ত আবার মূলের তুলনায় অতিসংক্ষিপ্ত। মূলে ঘটনাটি যথার্থ বিবৃত হলেও পদ্মাবতীর কথা শূনে রাজার বিরহ-বিবরণটি মূলের তুলনায় নিরাবেগ ও সংবাদ-জ্ঞাপন হয়ে পড়েছে। শেষচারটি পংক্তি যেমন মূলে নেই, মূলের দোহা অংশটিও অন্তর্ভুক্ত নেই। চতুর্থ স্তবকের অন্তর্ভুক্ত-শেষে মাগন-প্রশাস্তি অংশটুকু যে আলাওলের নিজস্ব রচনা তা বলাবাহুল্য।

পদ্বিন শব্দকে কহে শব্দন রানি পদ্মাবতী ।  
 তুম্বী জেন রূপে গদ্বনে<sup>১</sup> তেহেন নৃপতি ॥  
 শব্দনিয়া তোমার গদ্বনে<sup>২</sup> নৃপতি<sup>৩</sup> পাগল ।  
 প্রান উপেক্ষিয়া<sup>৪</sup> আইল নগর সিংগল ॥  
 একশ্বর ন পারিল<sup>৫</sup> হইতে বিউগী ।  
 সোলস কদ্বমার সগেগ হইলেস্ত যদ্বগী<sup>৬</sup> ॥  
 তোমার প্রেমের ভাবে তেজি অন্নপানি ।  
 ত্রিনগত ন গনিল<sup>৭</sup> হেন রাজধানি ॥  
 হেন ভাবকের দয়া না করহ জবে ।  
 তিলে মাত্র জিবন তেজিব যদ্বগী সবে ॥  
 তোমার উপরে পদ্বনি হৈব মোহাবদ ।  
 চত্বর হইয়া পাছে হইবা মগদ ॥  
 এহার অধিক আমি কাহতে ন জানি ।  
 আজ্ঞা দেয় জাই আমি<sup>৮</sup> জথা নৃপমনি ॥

শব্দকের বচন শব্দনি রানি পদ্মাবতী ।  
 পরম হারিসে কহে মধুর ভারতী ॥  
 তুম্বী মোর প্রান শব্দক প্রানের বৈথীত<sup>১</sup> ।  
 তোমার অধিক মোর কেবা আছে মিত<sup>২</sup> ॥  
 মহন পান্ডিত তুম্বী শব্দক সর্বজ্ঞান<sup>৩</sup> ।  
 তোমার বচন সথ্য মোর পদ্ব্যমান<sup>৪</sup> ॥  
 কভু ন চিহ্নিতব তুম্বী আমার সহিত<sup>৫</sup> ।  
 নিশ্চয় তোমার বাক্য<sup>৬</sup> মোর অলিগত ॥  
 জে কস্ম তোমার মনে যদ্ব্যগ্য<sup>৭</sup> আচারিল ।  
 সথ্য<sup>৮</sup> ২ মোর মনে সেই সে মানিল ॥  
 মোর বদ্বিশ্ব হোস্তে বদ্বিশ্ব উকল তোমার ।  
 নয়ানে দেখিল ষিক পথ্য<sup>৯</sup> আমার ॥  
 কিন্তু এই সংকট নৃপতি আগে বেসে<sup>১০</sup> ।  
 পীঠি আগে কোনে<sup>১১</sup> কাহবেক কথা লেসে<sup>১২</sup> ॥  
 কাহার সর্কতি<sup>১৩</sup> হেন আছে ত্রিজগতে ।  
 হেন বাক্য<sup>১৪</sup> প্রকাশিব পীঠার<sup>১৫</sup> অগ্রেতে ॥

১ জেন রূপে গদ্বনে তুম্বী ২ রূপ ৩ হইল ৪ উচুগীয়া ৫ একশ্বর না পারিয়া ৬ সোলসত রাজপুত্র সঙ্গে ঠেল যদ্বগী ৭ ত্রিন্যবত না জানিল ৮ আজ্ঞা দেও জাই এবে ৯ বোধিত ১০ হিত ১১ মোহন পান্ডিত শব্দক সর্বগণ জ্ঞান ১২ পদ্ব্যমান ১৩ অহিত ১৪ বাক্য ১৫ জৈগ্য ১৬ সৈথ্য ১৭ পৈথ্য ১৮ নিপতি যদ্বগী ভেস ১৯ কনে ২০ লেস ২১ সারিরে ২২ বাক্য ২৩ পীঠির

পদ্মাবতীর কাছে শব্দকের আভিরাঙ্ক আবেদন অংশটি আলাওলের সংবাদজন । পঞ্চম শব্দকের অন্তর্বাদটি মূল থেকে অনেকটাই পৃথক । মূলে যোগী রঙ্গসেনের কথা শব্দনে পদ্মাবতীর আভিমান-বাণী অন্তর্বাদে বাক্যে । দোহা অংশটিও অন্তর্পাঙ্কিত । শব্দক পদ্মাবতীর পিতৃত্বাভির্ভবই মূলানুগত ।

পদ্বিন শব্দকে কহে শব্দন রানী পদ্মাবতী ।  
 যেন রূপে গদ্বনে তুম্বী তেহেন নৃপতি ॥  
 শব্দনিয়া তোমার রূপে নৃপতি পাগল ।  
 প্রান উপেক্ষিয়া আইল নগর সিংহল ॥  
 একেশ্বর না পারিল হইতে বিয়োগী ।  
 ষোলশত কদ্বমার সগেগ হইল যোগী ॥  
 তোমার প্রেমের ভাবে তেজি অন্নপানি ।  
 তদ্বগৎ না গদ্বনিল হেন রাজধানী ॥  
 হেন ভাবকের দয়া না করহ যবে ।  
 তিলে মাত্র জীবন তেজিব যোগী সবে ॥  
 তোমার উপরে পদ্বনি হৈব মহাবধ ।  
 চত্বর হইয়া পাছে হইবা মদ্বগধ ॥  
 এহার অধিক আমি কাহতে ন জানি ।  
 আজ্ঞা দেও যাই আমি যথা নৃপমনি ॥ ( জা, ৪ )

শব্দকের বচন শব্দনি রাণী পদ্মাবতী ।  
 পরম হারিষে কহে মধুর ভারতী ॥  
 তুম্বী মোর প্রান শব্দক প্রানের বৈথিত ।  
 তোমার অধিক মোর কেবা আছে মিত ॥  
 মহান পান্ডিত তুম্বী সর্ব শাস্ত্র<sup>১</sup> জ্ঞান ।  
 তোমার বচন সত্য মোর পদ্ব্যমান ॥  
 কভু না চিহ্নিতব তুম্বী আমার অহিত ।  
 নিশ্চয় তোমার বাক্য মোর অলিগত ॥  
 যে কর্ম তোমার মনে যোগ্য আচারিল ।  
 সত্য সত্য মোর মনে সেই সে মানিল ॥  
 মোর বদ্বিশ্ব হোস্তে বদ্বিশ্ব উজ্জ্বল তোমার ।  
 নয়ানে দেখিলে ষিক প্রত্যয় আমার ॥  
 কিন্তু এই সংকট নৃপতি যোগীবৈশ ।  
 পিতৃ আগে কোনে কথা কাহবেক লেশ ॥  
 কাহার সর্কতি হেন আছে ত্রিজগতে ।  
 হেন বাক্য প্রকাশিব পিতার অগ্রেতে ॥ ( জা, ৫ )

১. আ

শব্দার্থ টীকা : মদ্বগধ—মুখ

মন্তব্য : জায়সীর চতুর্থ শব্দকেরই কিয়দংশ নিয়ে আলাওলের পয়ার শব্দকাটি রচিত । পদ্মাবতীর জন্য রাজার উদ্ভক্ততা এবং ষোলশত রাজকদ্বমারসহ যোগী হয়ে রাজ্যত্যাগের প্রসঙ্গটুকু মূলানুগ, তবে রাজার হয়ে

যুকে বলে তুমি মাত্র কৃপা কর মনে ।  
 মনরথ<sup>১</sup> সিঁধি বিধি করিব আপনে ॥  
 এক চিত্তে জেই জনে জাহা ক ভাবএ ।  
 তাহার বাঞ্ছিত সিঁধি বিধাতা পুরাএ<sup>২</sup> ॥  
 আপনে নৃপতি আগে প্রকাশ হইব ।  
 নিবন্দ পদ্রিলে কায্য প্রত্যক্ষে<sup>৩</sup> ঘটব ॥  
 পদ্রুপে<sup>৪</sup> জানিছি<sup>৫</sup> আমি জ্যোতিস গননে ।  
 তোমার সঙ্গগ সেই বিধির করনে ॥  
 তবে সে নৃপতি লৈয়া হৈল আমি পার ।  
 বেদ প্রাএ আমার বচন জান সার ॥  
 যুকের বচনে কন্যা চলে দরসন<sup>৬</sup> ।  
 বিচ্ছেদ যুকের ভাবি করএ রোদন<sup>৭</sup> ॥  
 বিদাএ মাগীতে যুকে কন্যা কহে কথা ।  
 জে জন পরের হৈব<sup>৮</sup> ন রহিব<sup>৯</sup> এথা ॥  
 বিচারি বদ্বিজল জার অগে আছে পাকা<sup>১০</sup> ।  
 আজ জাদি রহে কালি ন জাইব রাকা<sup>১১</sup> ॥  
 কথা হোন্তে আসীয়া সন্তোষ কৈলা যুকে ।  
 পদ্বিন চাঁলি জাও মোর বিদারিয়া বৃক<sup>১২</sup> ॥  
 মালিয়া বিচ্ছেদ<sup>১৩</sup> পদ্বিন মরণ সমান ।  
 আসীয়া কি ফল জদি ন রহে নিদান ॥  
 যুকে বলে<sup>১৪</sup> স্বরি আমি তোমার লবন ।  
 তোমা স্নেহ ছারিতে ন পারি কদাচন ॥  
 কিস্ত<sup>১৫</sup> বদ্বিধি হইছে সথা<sup>১৬</sup> নৃপতির হাতে ।  
 তে কারণে জাইতে চাহি তাহান সাক্ষাতে<sup>১৭</sup> ॥  
 নৃপতির তোমার ন জানি আমি<sup>১৮</sup> ভেদ ।  
 ভিন্ন স্থানে ন জানাইব ন করিয়া ক্ষেদ<sup>১৯</sup> ॥  
 হৃদয় মৃকুরে<sup>২০</sup> তোমা ভাব<sup>২১</sup> অনক্ষন ।  
 জেন কৃষ্ণ ক্রোম<sup>২২</sup> ভৃগে ডিম্বগত মন ॥

১ মথ রত ২ তাহার বাঞ্ছিত সৈত্য বিদত্তা মীলাএ ৩ প্রত্যক্ষ  
 ৪ জনাচ ৫ শূকর বচনে কৈন্যা হৈল বদ্বতুল ৬ মোহাবিস্ট জলে  
 জেন নিবাএ আনল । এরপর আতিরক্ত পংক্তি—

যুকে সঙ্গে নিবারিল নিবন্ধ কথন ।

শ্রীপদ্মমী পূজা হৈলে হৈব দরসন ॥

৭ হএ ৮ না রহ ৯ পাক ১০ রাক ১১ বিদারিয়া মোর বৃক  
 ১২ বিচ্ছেদ ১৩ বোলে ১৪ কিস্ত<sup>১৫</sup> বদ্বিধি হৈছি আমি ১৬ অগ্রেতে  
 ১৭ ভিন্ন ১৮ ভিন্ন স্থানে না জাইম না করিয় খেদ ১৯ চিত্তের নয়ানে  
 ২০ হেরি ২১ কৃষ্ণ

শুকে বোলে তুমি কৃপা যদি কর মনে ।  
 মনোরথ সিঁধি বিধি করিব আপনে ॥  
 এক চিত্তে যেই জনে যাহাকে ভাবয় ।  
 তাহার বাঞ্ছিত সিঁধি বিধাতা পুরায় ॥  
 আপনে নৃপতি আগে প্রকাশ হইব ।  
 নিবন্ধ পদ্রিলে কায্য<sup>১</sup> প্রত্যক্ষে ঘটব ॥  
 পদ্রুপে<sup>২</sup> জানিল আমি জ্যোতিষ গণনে ।  
 তোমার সংযোগ সেই বিধির করণে ॥  
 তবে সে নৃপতি লইয়া হৈল আমি পার ।  
 বেদ প্রায় আমার বচন জান সার ॥ ( জা.৬ )

শূকের বচনে কন্যা হৈলা কদতুল ।  
 মহাবৃষ্টি জলে যেন নিবায় আনল ॥  
 শূক সঙ্গে নির্ধারিল নিবন্ধ কথন ।  
 শ্রীপদ্মমী পূজা হৈলে হৈব দরশন ॥ ( জা.৭ )

বিদায় মাগিতে শূকে কন্যা কহে কথা ।  
 যে জন পরের হয় না রহয় এথা ॥  
 বিচারি বদ্বিজল যার অগে আছে পাথা ।  
 আজ যদি রহে কালি না যাইব রাখা ।  
 কোথা হোন্তে আসিয়া সন্তোষ কৈলা শূক ।  
 পদ্বিন চাঁলি যাও মোর বিদারিয়া বৃক ॥  
 মালিয়া বিচ্ছেদ পদ্বিন মরণ সমান ।  
 আসিয়া কি ফল যদি না রহে নিদান ॥  
 শূকে বলে স্বরি আমি তোমার লবণ ।  
 তোমা নেহা ছাড়িতে না পারি কদাচন ॥  
 কিস্ত<sup>১</sup> বদ্বিধি হৈছি সত্যে নৃপতির হাতে ।  
 তে কারণে যাইতে চাহি তাহান সাক্ষাতে ॥  
 নৃপতির তোমারে না জানি ভিন্ন ভেদ ।  
 ভিন্নস্থানে না যাইম না করিও খেদ ॥  
 চিত্তের নয়ানে তোমা ভাবি অনক্ষণ ।  
 যেন ক্রোম কৃষ্ণ ভৃগে ডিম্বগত মন ॥ ( জা.৮ )

মন্তব্য : মূলের ষষ্ঠস্তবকের শূকবচনের সঙ্গে তার অনু-  
 বাদের কোনই মিল নেই । মূলের সপ্তমস্তবকটি অনুবাদে  
 যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত । শূক শ্রীপদ্মমীতে পূজাদান উপলক্ষে  
 সাক্ষাৎকারের প্রসঙ্গ ছাড়া মূলের সঙ্গে আর কোনো মিল  
 নেই । অষ্টম স্তবকের অনুবাদটি মূলানুগ, কিস্ত<sup>১</sup> আলা-  
 ওলের শেষ চরণটি নতন । দোহাটি অনূদিত হয় নি ।

এথেক কহিয়া<sup>১</sup> য়ক গেলা জথা য়ুগী ।  
 পশ্ত হোরি রহিয়াছে বিবরহ বিউগী ॥  
 হরসীতে আসী য়ক কহিল সশ্বেদস ।  
 য়ুগ সিম্বি<sup>২</sup> বচন বলিল উপাদেস<sup>৩</sup> ॥  
 তোমার<sup>৪</sup> প্রতি য়ুন্দরি<sup>৫</sup> বিস্তর মায়া কল্য ।  
 আদেস য়ুনিয়া প্রেম অংগকার কল্য<sup>৬</sup> ॥  
 অখনে তোমার গুরু মুরু পম্বাবতি ।  
 এক চিস্তে ভাবিয়া কপাল হৈল সতি ॥  
 গুরু ভুগতুল্লা সীয়া পতংগ সমান ।  
 প্রথমে মারিয়া পুনি দেএ প্রাণদান<sup>৮</sup> ॥  
 তাহারে<sup>৯</sup> অমরা বলি জেই<sup>১০</sup> মরি জিএ ।  
 অলি পম্ব মিসাই<sup>১১</sup> একত্রে মধু পিয়ে ॥  
 সমুখে বসন্ত রিত হৈল উপস্থিত<sup>১২</sup> ॥  
 পূজা ছলে দরসন সিম্বি<sup>১৩</sup> সমাহিত ॥  
 য়ুনিয়া নৃপতি অতি পুলাকিত অংগ<sup>১৪</sup> ।  
 আনন্দ সাগরে জেন উটীল তরংগ ॥  
 এই মতে য়কে নিথা আইসে আর জাএ ।  
 আশ্বাস বচন রসে দুহাক সান্তএ<sup>১৫</sup> ॥

এতেক কহিয়া শূকে গেলা যথা যোগী ।  
 পশ্ত হোরি রহিয়াছে বিবরহ-বিয়োগী ॥  
 হরষিতে আসি শূকে কহিল সশ্বেদশ ।  
 যোগসিম্বি বচন বলিল উপদেশ ॥  
 তোমা প্রতি সুন্দরী বিস্তর মায়া কৈল ।  
 আদেশ শূনিয়া প্রেম অংগীকার কৈল ॥  
 এখনে তোমার গুরু মূখ্য পম্বাবতী !  
 একচিস্তে ভাবিয়া কপাল হৈল সতি ॥  
 গুরু ভুগতুল্য শিষ্য পতংগ সমান ।  
 প্রথমে মারিয়া পুনি দেয় প্রাণ দান ॥  
 তাহারে অমরা বলি যেই মরি জিয়ে ।  
 অলি পম্ব মিলিয়া একত্রে মধু পিয়ে ॥  
 সমুখে বসন্ত ঋতু হৈল উপস্থিত ।  
 পূজা ছলে দরশন সিম্বি সমাহিত ॥  
 শূনিয়া নৃপতি পুলাকিত হৈল অংগ ।  
 আনন্দ সাগরে যেন উঠিল তরংগ ॥  
 এই মতে শূকে নিত্য আইসে আর যায় ।  
 আশ্বাস বচন-রসে দোহাক সান্তায় ॥ ( জা.৯ )

১ এথেক কহিয়া ২ যোগ সীম্বি ৩ বলিল উপদেশ ৪ তোমা  
 ৫ সোল্লারি ৬ আদেস য়ুনিয়া আইম্বি আদেস কহিল ৭ মারি  
 ৮ জিযদান ৯ তাহাকে ১০ জদি ১১ মীলিয়া ১২ উপস্থিত ১৩ সীম্বি  
 ১৪ য়ুনিয়া নিপতি পুলাকিত হৈল অংগ ১৫ আশ্বাস বচনে সেজে  
 দোহাকে সান্তএ

শব্দার্থ টীকা : যেন জ্যোতিষ কর্ম ভুক্ত ডিম্বগত মন—যেমন কোঁচ  
 পাখী, বচ্ছপ এবং মোমাছির নিজেদের ডিমের প্রতি  
 সর্বদা আসক্তি । মূলে উপমাটি নেই ।

মন্তব্য : নবমস্তবকের মূলে এবং অনুবাদ সমান্তরাল । কেবল মূলে পম্বাবতীকে গুরু গোরক্ষনাথের রূপক দিয়ে  
 বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু অনুবাদে রূপকার্থটি ভেঙে দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে । অনুবাদের শেষ চার পংক্তির কথা মূলে  
 অনূপস্থিত । ভুগ ও পতংগের রূপকে গুরু-শিষ্যের যোগতন্ত্রের ইঙ্গিত আছে মূলে ও অনুবাদে ।

## বসন্ত খণ্ড

কথাদিন ব্যাজে শ্রীপঞ্চমী<sup>১</sup> আইল ।  
 বসন্ত পূজিতে লোক উল্লাসীত হৈল ॥  
 আনন্দিতে সকল পূজিতে রিতপূর্তি ।  
 পূজা স্থানে জাইতে কন্যা ইচ্ছা হইল মতি<sup>২</sup> ॥  
 পঞ্চাবতী সখীগণ সব<sup>৩</sup> হাঙ্কারিলা ।  
 রাজসূতা পাশ্চাত্যে সব মানাইলা<sup>৪</sup> ॥  
 আজি সে নবীন রিত পূর্তি হইল রাজা<sup>৫</sup> ।  
 সবে মিলি চলিলা<sup>৬</sup> করিতে দেবপূজা ॥  
 নানাবিধ প্রকারে<sup>৭</sup> করিলা সবে বেষ<sup>৮</sup> ।  
 সীসিতে সিন্দূর দিলা<sup>৯</sup> করালিয়া<sup>১০</sup> কেস ॥  
 কর্ণে কর্ণ ফুল আদি ভূসন রঞ্জিলা<sup>১১</sup> ।  
 অঞ্জে<sup>১২</sup> রঞ্জিলা আখী খঞ্জন গঞ্জিলা<sup>১৩</sup> ॥  
 নানা অভরণ<sup>১৪</sup> সশূভিত<sup>১৫</sup> তনু সব ।  
 পৈরিলা<sup>১৬</sup> বিচিত্রবাস অমুদ<sup>১৭</sup> সৌরব ॥  
 নানান সুরঙ্গ পুষ্পে<sup>১৮</sup> পৈরিলা সুরবাস<sup>১৯</sup> ।  
 ভূজিত ভ্রমর কুল<sup>২০</sup> ন ছারএ পাস ॥  
 পঞ্চাবতী কৈলা চতুর্দলে আরহন<sup>২১</sup> ।  
 নানাবিধি বাহনে চাঁড়ী<sup>২২</sup> সখীগণ ॥  
 সমুখে দক্ষিণে সব মান্য জা<sup>২৩</sup> সখী ।  
 সমান বয়সী সব পীঠ বামে রাখী ॥  
 চাঁদ্রমা বৌরয়া জেন তারক মণ্ডল ।  
 কুমুদিনী কুলে<sup>২৪</sup> জেন বিষ্টীত কমল ॥  
 যুগান্দ তাশ্বলে মুখে নয়ন তরণ ।  
 দরশন মাথ্রে মূর্নি মন হয় ভণ ॥  
 ছত্রিশ<sup>২৫</sup> বরণে সব হাটী জাএ চৌর<sup>২৬</sup> ।  
 নয়ন সাফল্য<sup>২৭</sup> হয় তা সবান<sup>২৮</sup> হেরি ॥  
 সাখা সগে নানা পুষ্পসার লৈয়া করে<sup>২৯</sup> ।  
 নানারঙ্গে ফুল সব যুভে<sup>৩০</sup> মনুহরে ॥  
 ভূসন<sup>৩১</sup> বিচিত্র বাস অতি যুভামান<sup>৩২</sup> ।  
 বসন্ত পূজিতে সগে চলিলা উদ্যান<sup>৩৩</sup> ॥

কতদিন ব্যাজে শ্রীপঞ্চমী আইল ।  
 বসন্ত পূজিতে লোক উল্লাসিত হৈল ॥  
 আনন্দিত সকলে পূজিতে ঋতপূর্তি ।  
 পূজাস্থানে যাইতে কন্যার হৈল মতি ॥  
 পঞ্চাবতী সব সখীগণ হাঙ্কারিলা ।  
 রাজসূতা পাশ্চাত্যে সব আনাইলা ॥  
 আজি সে নবীন ঋতপূর্তি হৈল রাজা ।  
 সবে মিলি চলিলা করিতে দেবপূজা ॥  
 নানাবিধ প্রকারে করিল সবে বেষ ।  
 শিসেতে সিন্দূর দিল করালিয়া কেশ ॥  
 কর্ণে কর্ণ ফুল আদি ভূষণ রঞ্জিলা ।  
 অঞ্জে-রঞ্জিলা আখী খঞ্জন গঞ্জিলা ॥  
 নানা অভরণে সুশোভিত তনু সব ।  
 পরিলা বিচিত্র বেষ আমদ সৌরভ ।  
 নানান সুরঙ্গ পুষ্প পরিলা সুরবাস ।  
 ভূজিতে ভোমরাকুল না ছাড়য় পাশ ॥ (জা.১)  
 পঞ্চাবতী কৈল চতুর্দলে আরোহণ ।  
 নানাবিধি বাহনে চলিল সখীগণ ॥  
 সমুখে দক্ষিণে সব মান্যযোগ্য সখী ।  
 সমান বয়সী সব পৃষ্ঠে বামে রাখি ॥  
 চাঁদ্রমা বৌড়িয়া যেন তারকমণ্ডল ।  
 কুমুদিনী কুলে যেন বিষ্টীত কমল ॥  
 সুগান্দ তাশ্বলে মুখে নয়নতরণ ।  
 দরশন মাথ্রে মূর্নি মন হয় ভণ ॥  
 ছত্রিশ বরণে সব হাটী যায় চেড়ী ।  
 নয়ন সাফল্য হয় তা সবান হেরি ॥  
 সাখা সগে নানা পুষ্প লৈয়া সবে করে ।  
 নানা রঙ্গে ফুল সব শোভে মনোহরে ॥  
 ভূষণ বিচিত্র বাস অতি শোভমান ।  
 বসন্ত পূজিতে সবে চলিল উদ্যান ॥ (জা.২-৩)

১ ছিঁরি পঞ্চমী ২ পূজা স্থানে জাইতে কৈন্যার হৈল মতি ৩ সব সখীগণ  
 ৪ আনাইল ৫ আজি সে নতুন রিতপূর্তি হৈল রাজা ৬ চলি  
 ৭ প্রকারে ৮ বেষ ৯ দিআ ১০ করালিয়া ১১ কর্ণে কর্ণ ফুল  
 সোভে ভোজন রঞ্জিত ১২ অঞ্জে ১৩ গঞ্জিত ১৪ অবরন ১৫ যুগান্দিত  
 ১৬ পরিলা ১৭ আমদ ১৮ পুষ্প ১৯ যুভাস ২০ ভূনিলা ভোমরা  
 কুল ২১ চতুর্দলে আরহন ২২ চলিল ২৩ মান্য মান ২৪ জলে  
 ২৫ ছত্রিশ ২৬ ছবি ২৭ নয়ান সাফল্য ২৮ সখনি ২৯ নানা পুষ্প  
 লৈয়া সবে করে ৩০ নানারঙ্গে পলাস লোভএ ৩১ ভোজন  
 ৩২ শোভমান ৩৩ উদ্যান

মন্তব্য : প্রথম স্তবকটি অনেকটা মূলানুগ হয়েও মূল  
 থেকে পৃথক । মূলে আছে নিসর্গসম্ভা, কিন্তু অনুবাদে  
 তা রমণীসম্ভারূপে বর্ণিত । মূলের শ্বিতীয় ও তৃতীয়  
 স্তবকটি মূলে পরবর্তী স্তবকটি রচিত । দোহা অংশটি  
 বাদে শ্বিতীয় স্তবকটি মোটামুটি রক্ষিত, কিন্তু তৃতীয়  
 স্তবকে মূলের বিচিত্র জাতীয়া রমণীদের তালিকাটি অনুবাদে  
 বিজ্ঞিত ।

ফাগু চতুঃসম<sup>১</sup> সব যদুঃসগ সারির ।  
 লগ্নএ জুঃজন<sup>২</sup> পন্ত সৌরভ সমীর ॥  
 যুঃমমএ<sup>৩</sup> ছত্র নানা রত্নে বিভূষিত ।  
 পদ্মাবতী শির পরে চারু বিরাজিত ॥  
 আর জথ ছত্রকুল নানা রংগ ধরে ।  
 নৃপতি কুমারী গনে<sup>৪</sup> উর্ধ্ব সভা<sup>৫</sup> করে ॥  
 এক চন্দ্র সূর্য্যরূপ<sup>৬</sup> অন্ত নী পাইয়া ।  
 নিকটে দেখিতে আইলা সমুখ হইয়া ॥  
 দুরেত থাকিয়া রূপ ন<sup>৭</sup> দেখে প্রকট ।  
 চন্দ্র সূর্য্য তারা কিবা<sup>৮</sup> আইল নিকট ॥  
 উপস্থিত দেখিয়া বসন্তরিত হার<sup>৯</sup> ।  
 আপনা আপনি সব করন্ত জুঃহার<sup>১০</sup> ॥  
 কহন্ত বসন্ত পূজা হৈল সমুদিত ।  
 হাসী খেল সকলে বমকে গাএ<sup>১১</sup> গীত ॥  
 আজি হাসী খেলি লও দেব কর বস ।  
 কালি আমি কথা ২<sup>১২</sup> এই খেলা রস ॥  
 হোহুর্লি করিয়া জে বালিলা বারে ২<sup>১৩</sup> ।  
 মনুহর বমক সম্ব বাহে<sup>১৪</sup> উঃস্বরে ॥  
 পঞ্চম সূঃস্বরে গাএ সূঃসুন্দরি<sup>১৫</sup> রমনি ।  
 কেহ বিনা বাসী গাএ<sup>১৬</sup> যুঃমধুর ধনি ॥  
 মন্দিরা উপাঙ্গ কেহ বাহে<sup>১৭</sup> করতাল ।  
 পঞ্চসুন্দে বাজন বাজাএ<sup>১৮</sup> অতি ভাল ॥  
 নাচি ২ পাঠগন তিল জথা রহে ।  
 তথাতে আবিব ফাগু উরু<sup>১৯</sup> সম হএ ॥  
 যুঃগান্দি ফাগুর রেদু উটীল আগাস<sup>২০</sup> ।  
 যুঃন্যা<sup>২১</sup> পরে পক্ষি সব হৈল রক্ত বাস<sup>২২</sup> ॥  
 রাতুল সকল মাহি বৃক্ষ পত্র সব ।  
 পরিণত<sup>২৩</sup> পত্র হৈল নবীন পল্লব ॥

১ চতুঃসম ২ জোজন ৩ সোনারিমাএ ৪ সব ৫ উর্ধ্ব সোবা  
 ৬ যুঃসুন্দরি রূপ ৭ না ৮ না ৯ গন ১০ রিতহর ১১ জোগার ১২ গাএ  
 ১৩ তুঃম ১৪ হুঃহুর্লিমা করি সব বোলে বারে ২ । ১৫ মনুহর  
 বমকে গাএ ১৬ সোঃসুন্দরি ১৭ গাএ ১৮ বাএ ১৯ বাহএ ২০ উভ  
 ২১ উর্লি আকাসো ২২ সৈন্য ২৩ বাসো ২৪ পরিণিত

মন্তব্য : অনুবাদের প্রথম প্তবকটি মূলে নেই, আলাওলের নিজস্ব । মূলের চতুর্থ প্তবকটির অনুবাদে সংক্ষিপ্ত হলেও মোটামুটি মূলানুগ । মূলের পঞ্চম ও ষষ্ঠ প্তবকের ফলফুলের বর্ণনা অনুবাদে অনুপস্থিত । মূলের সপ্তম প্তবকটি অনুবাদে রক্ষিত, যদিও মূলে আরও বেশী বাদ্যযন্ত্রের কথা আছে ।

ফাগু চতুঃসম সব সূঃসগ শরীর ।  
 লগ্নয় যোজন পন্ত সৌরভ সমীর ॥  
 স্বেঃময় ছত্র নানা রত্নে বিভূষিত ।  
 পদ্মাবতী শির পরে চারু বিরাজিত ॥  
 আর যত ছত্রকুল নানা রংগ ধরে ।  
 নৃপতি কুমারীগণ উর্ধ্ব শোভা করে ॥  
 এক চন্দ্র সূর্য্যরূপ অন্ত না পাইয়া ।  
 নিকটে দেখিতে আইলা সমুখ হইয়া ॥  
 দুরেত থাকিয়া রূপ না দেখে প্রকট ।  
 চন্দ্র সূর্য্য তারা কিবা আইল নিকট ॥  
 উপস্থিত দেখিয়া বসন্ত ঋতুহার ।  
 আপনা আপনি সব করন্ত জোহার ॥  
 কহন্ত বসন্ত পূজা হৈল সমুদিত ।  
 হাসি খেলি সঃলে বমক গাএ গীত ॥  
 আজি হাসি খেলি লও দেব কর বশ ।  
 কালি আমি কোথা তুঃম এই খেলা রস ॥  
 হুঃহুর্লি করিয়া সব বোলে বারে বারে ।  
 মনোহর বমক গাঃয়ে উঃস্বরে ॥ ( জা, ৪ )  
 পঞ্চম সূঃস্বরে গাঃে সূঃসুন্দরী রমণী ।  
 কেহ বীণা বাঁশী বাএ সূঃমধুর ধনি ॥  
 মন্দিরা মূঃসুঃগ কেহ বাএ করতাল ।  
 পঞ্চশুন্দে বাজনে বাজায় অতি ভাল ॥  
 নাচিছে চাচারি সঃগে তিল খথা রহে ।<sup>১</sup>  
 তথাত ফাগুর ধূর্লি অম্ব সম হএ ॥<sup>২</sup>  
 সূঃগান্দি ফাগুর রেগু উর্লি আকাশ ।  
 শূন্যপরে পক্ষী সব হৈল রক্তবাস ॥  
 রাতুল সকল মাহী বৃক্ষপত্র সব ।  
 পরিণত পত্র হৈল নবীন পল্লব । ( জা, ৭ )

১ আ. ২. আ

শব্দার্থ টীকা : চতুঃসম—চুয়া চন্দন অগরু কপূর প্রভৃতি  
 গন্ধদ্রব্য; জোহার—অভিযান । বমক—নৃপ বা বমুদর  
 মনুহর—মনোহর । চাচারি—হোলী বা দোলের উৎসবে  
 একধরনের গীত ।

এই মতে খেলিতে করিতে<sup>১</sup> নিখ্য গীত ।  
মোহাদেব মন্ডবেত হৈলা উপস্থিত ॥<sup>২</sup>  
দেখী পশ্চাবতী রূপ সরূপ কলাপ ।  
দেবতা পবিত্র হৈল খিণ্ডলেক পাপ ॥  
কেহ বোলে সসী আইল অপছরা<sup>৩</sup> সগে ।  
দেবরাজ বধু ভাবে<sup>৪</sup> দেব হৈল রগে ॥  
পূর্ব<sup>৫</sup> তপস্যার ফলে পাই<sup>৬</sup> দরসন ।  
ধন্য<sup>৭</sup> ২ আমি সব জ্বিন লোচন ॥  
ধন্দ হইল দেবকুল অঙ্গ পদলিকিত ।  
সমাধি<sup>৮</sup> লাগীল প্রাণ হৈল মহাশ্চিত ॥  
অতুলিত কাএ জেবা ছিল সিংহজ্ঞান ।<sup>৯</sup>  
সকল হরিল তিল রূপ বিদ্যমান ॥<sup>১০</sup>

দেব শ্বারে গীয়া পশ্চাবতী বদুকুমারী ।  
পূজা হেতু মন্ডব অন্তরে অনন্দসারী ॥  
ধূপ দিপ নৈবদ্য<sup>১১</sup> চন্দন পুষ্কমালা ।  
নানা বিধি<sup>১২</sup> ফল জথ সব কালা ২ ॥  
পূজার সম্ভারে<sup>১৩</sup> সব মন্ডব ভরিয়া ।  
পূন ২ তিনবার প্রনাম করিয়া ॥  
পরিশয়া দেবপদে<sup>১৪</sup> মাগিলেক বর ।  
ষড়্ধ মৃক্ষ<sup>১৫</sup> দাতা প্রভু কৃপার সাগর ॥  
লক্ষ কোটী দিয়া জদি কপটে পূজয় ।<sup>১৬</sup>  
তোমার মনেত সেই বস্তৃজ্ঞান না হএ ॥<sup>১৭</sup>  
ষুশ্বভাবে ভক্তি করি এক পুষ্ক দানে ।  
পূজিলে<sup>১৮</sup> তাহার বাহা পুরে ততক্ষনে ॥<sup>১৯</sup>  
তোমাতে জ্ঞাপন সব<sup>২০</sup> মনের মানস ।  
পূজা হোশেত<sup>২১</sup> কদাচিত নহে তুমী বস ॥  
সর্ব<sup>২২</sup> ষুখ দিয়া আছ সংসারে বসতি ।  
পতিবর দান কর শৈলষুতাপতি ॥  
জেই দিন মনোবাণী সীশ্বদা<sup>২৩</sup> পাইমু ।  
শক্তি অনুরূপ আসী চরন পসিমু ॥<sup>২৪</sup>

এই মতে খেলিতে করিতে নৃত্য গীত ।  
মহাদেব মন্ডপেত হৈলা উপস্থিত ॥  
দেখি পশ্চাবতী রূপ সরূপ-কলাপ ।  
দেবতা পবিত্র হৈল খিণ্ডলেক পাপ ॥  
কেহ বলে শশী আইল অসরা সগে ।  
দেবরাজ বধু ভাবি দেব হৈল রগে ॥  
পূর্ব<sup>১</sup> তপস্যার ফলে পাইল দরশন ।  
ধন্য<sup>২</sup> ধন্য আমি সব জীবন লোচন ॥  
ধন্য হৈল দেবকুল অঙ্গ পদলিকিত ।  
সমাধি লাগিল প্রায় হৈল মোহশ্চিত ॥  
অতুলিত কায়া যেবা ছিল সিংহজ্ঞান ।  
সকল হরিল তিল রূপ বিদ্যমান ॥ ( জা. ৮ )

দেবশ্বারে গীয়া পশ্চাবতী সূকুমারী ।  
পূজাহেতু মন্ডপ অন্তরে অনন্দসারী ॥  
ধূপ দীপ নৈবেদ্য চন্দন পুষ্ক মালা ।  
নানাবিধ ফল যত সব অতি ভাল্য<sup>১</sup> ॥  
পূজার সম্ভার যত মন্ডপ ভরিয়া ।  
পূনঃ পূনঃ তিনবার প্রণাম করিয়া ॥  
পরিশয়া দেব-পদে মাগিলেক বর ।  
সুখ মোক্ষ দাতা প্রভু কৃপার সাগর ॥  
লক্ষ কোটি দিয়া যদি কপটে পূজয় ।  
তথাপি তোমার মন বশ নাহি হয়<sup>২</sup> ॥  
ষুশ্বভাবে ভক্তি করি এক পুষ্ক দানে ।  
পূজিলে তাহার বাহা পুরে ততক্ষণে ॥  
তোমাতে জ্ঞাপন সব মনের মানস ।  
পূজা হোশেত কদাচিত নহে তুমি বশ ॥  
সর্ব সুখ দিয়া আছ সংসারে বসতি ।  
পতিবর দান কর শৈলসুতাপতি ॥  
যেই দিন মনোবাণী-সীশ্ব তোমা পাইমু ।  
শক্তি অনুরূপ আসি চরণ সৌবমু ॥ ( জা. ৯ )

১ কাহিতে ২ উপস্থিত ৩ অপচা ৪ দেবরাজ ধন্দ হৈল ৫ পাইল  
৬ শৈল্য ৭ সামাধি ৮ অটলিত কায়া জে পাইল শৈলজ্ঞান  
৯ বিস্ময় ১০ নিখ্য ১১ নানা বন্য ১২ সম্বরে ১৩ দেব পশ্বে  
১৪ ষুখ দৃক ১৫ সেবএ ১৬ বস্তৃ জ্ঞান গএ ১৭ পূজিলে  
১৮ ততক্ষনে ১৯ জথ ২০ পূজা হেতু ২১ সীশ্ব তোমা ২২ সৌবমু  
শ্রবকের অনুরূপেও মূলাগত বিবৃতিধর্মিতা লক্ষণীয় । পশ্চাবতীর পূজা প্রার্থনা অনেকটাই মূলানুগ । কিন্তু মূলে পশ্চাব-  
তীকে দেখে দেবতার সশঙ্ক পলায়নী মনোভাব এবং পশ্চাবতীর কুমারী হয়ে থাকার মনোবেদনা চরিত্রদৃষ্টিকে যতোটা  
জীবন্ত করে তুলেছে, অনুরূপে তা হয়নি ।

১ আ ২ আ

মন্তব্য : অষ্টম শতকের অনুরূপাট বস্তব্যে মূলানুগ  
হলেও রূপে পৃথক । মূলে পশ্চাবতীকে দেখে দেবতাদের  
কিম্বদন্ত-কোলাহল পৃথক পৃথক উক্তিবে যেভাবে দেখানো  
হয়েছে সেই নাটকীয়তা অনুরূপের বিবরণে আসে নি । নবম  
শতকের অনুরূপেও মূলাগত বিবৃতিধর্মিতা লক্ষণীয় । পশ্চাবতীর পূজা প্রার্থনা অনেকটাই মূলানুগ । কিন্তু মূলে পশ্চাব-  
তীকে দেখে দেবতার সশঙ্ক পলায়নী মনোভাব এবং পশ্চাবতীর কুমারী হয়ে থাকার মনোবেদনা চরিত্রদৃষ্টিকে যতোটা  
জীবন্ত করে তুলেছে, অনুরূপে তা হয়নি ।



এই মতে মন বাণ্ণামাগী পদ্বনি ২ ।  
 করজোরে সমুদ্রেতে ডান্ডাইলা রানি ॥  
 উত্তর দিবেক কোনে<sup>১</sup> দেব গেল মরি ।  
 বুদ্ধিয়া চরিত্র মনে ভাবিল যদ্বন্দ্বরি ॥<sup>২</sup>  
 ভাল মদ্বই আইল<sup>৩</sup> মানাইতে মোহাদেব ।  
 নিদ্রাগত দেবে আসীয়া কল্য সেব ॥<sup>৪</sup>  
 পদ্বনি ভাবে দেব পূজা কভু নহে মিছা ।  
 জবে দর ভাবে মোর<sup>৫</sup> পদ্বরবেক ইচ্ছা ॥

হেন কালে আসীয়া হাসীয়া কহে সখী ।  
 অপূর্ব<sup>৬</sup> কতক এক দেখ সসীমদ্বখী ॥<sup>৭</sup>  
 পদ্বর্ষ<sup>৮</sup> শ্বারে ভরিয়া রহিছে যদ্বগীকুল ।  
 কোন<sup>৯</sup> দেশ হোশেত আইল ন জানিয়া<sup>১০</sup> মূল ॥  
 তার মধ্যে মহন্ত আসীছে<sup>১১</sup> একজন ।  
 গদ্বরু হেন বদ্বলি তাক<sup>১২</sup> বলে জদ্বগীগন ॥  
 বস্ত্রস লক্ষণ যদ্বস্ত্র যদ্বন্দ্বর<sup>১৩</sup> সরির ।  
 রাজ চক্রবর্তি প্রাএ দেখী যদ্বরচিত্র ॥  
 উন্নত<sup>১৪</sup> চরিত্র প্রাএ দেখী লাগে ধন্দ ।  
 সমতুল নহে মদ্বন্দ্বর গোপী চান্দ ॥<sup>১৫</sup>  
 হেন রূপ তুল<sup>১৬</sup> নাহি দেখী অবদ্বত ॥<sup>১৭</sup>  
 উপদেশ পাই যদ্বগী হৈছে রাজসদ্বত ॥

এথ যদ্বনি রাজবালা সখীগণ সগ্গে ।  
 যদ্বগী সব দেখীতে আইলা<sup>১৮</sup> মদ্বন্দ্বরগে ॥<sup>১৯</sup>  
 মধ্যে<sup>২০</sup> গদ্বরু সীস্যাগণ চারিভিতে বসী ।  
 তারক মণ্ডলে জেন নিসকলঙ্ক সসী ॥  
 ধ্যানমন্ত দৃঢ়াসন রাহে সমাধিত ॥<sup>২১</sup>  
 দেখীয়া আনন্দ কন্যা<sup>২২</sup> অগে পদ্বলিকত ॥  
 প্রেমমদে পদ্বন হৈল যদ্বগল নয়ান ।  
 দৃষ্টপশ্চে পীএ রূপ নাহিক আঘান ॥<sup>২৩</sup>

১ কনে , সোল্লারি ৩ আসীলদ্বম ৪ নিদ্রাগত আসীয়া দেবের কৈলদ্বম  
 সেব ৫ জবে দর ভক্তি মনে ৬ সখীমদ্বখী ৭ কন ৮ জানিএ ৯ পদ্বন্দ্বস  
 ১০ করি জারে ১১ লৈক্ষণ জোতা সোল্লর ১২ উন্নত ১৩ মোছন্দর  
 গদ্বপীচন্দ ১৪ কভু ১৫ অভদ্বত ১৬ আসীয়া ১৭ মনরদ্ব  
 ১৮ মৈথে ১৯ ধানকন্ত ধির আসন আছে সমাধিত ২০ কৈন্যা  
 ২১ নাহি এক জ্ঞান

মুখে দেবপূজা সম্পর্কে ভক্তিবিশ্বাসই প্রকাশিত হয়েছে । একাদশ শতকের অনূবাদে মোটামুটি মূলানুগ ; কেবল মূলের কয়েকটি  
 বিষয় অনূবাদে বাদ পড়েছে । মূলে বত্রিশ লক্ষণ কুম্বারের দশম লক্ষণ অর্থাৎ নাম জপ বা সত্যমন্ত উচ্চারণের কথা আছে,  
 অনূবাদে তা বিজ্ঞিত । ষষ্ঠীয়তঃ গদ্বু খাইয়ে পাগল করার প্রসঙ্গটি মূলে আছে, অনূবাদে নেই । তৃতীয়তঃ যোগী প্রসঙ্গে  
 মূলে সর্বদা যেমন গোপীচন্দ্রের সগ্গে ভক্তহরির উল্লেখ দেখা যায় এখানেও তা আছে, কিন্তু অনূবাদে তা বাদ দেওয়া হয়েছে ।

এই মতে মনোবাণ্ণা মাগি পদ্বনি পদ্বনি ।  
 করজোড়ে সমুদ্রেতে দান্ডাইল রাণী ॥  
 উত্তর দিবেক কোণে দেব গেল মরি ।  
 বুদ্ধিয়া চরিত্র মনে ভাবিল সদ্বন্দ্বরী ॥  
 ভাল মদ্বিএ আইল<sup>১</sup> মানাইতে মহাদেব ।  
 নিদ্রাগত দেবে আসীয়া কৈল<sup>২</sup> সেব ॥  
 পদ্বনি ভাবে দেবপূজা কভু নহে মিছা ।  
 যবে দড় ভক্তি মনে পদ্বরবেক ইচ্ছা ॥ (জা. ১০)

হেনকালে আসীয়া হাসীয়া কহে সখী ।  
 অপূর্ব<sup>৩</sup> কৌতুক এক দেখ শশিমদ্বখী ॥  
 পদ্বর্ষ<sup>৪</sup> শ্বারে ভরিয়া রহিছে যোগীকুল ।  
 কোন দেশ হোশেত আইল না জানিএ মূল ॥  
 তার মধ্যে মোহন্ত পদ্বন্দ্ব একজন ।  
 গদ্বরু হেন করি তাক বলে যোগিগণ ॥  
 বত্রিশ লক্ষণযদ্ব সদ্বন্দ্বর শরীর ।  
 রাজচক্রবর্তী প্রায় দেখি সদ্বন্দ্বচিত্র ॥  
 উন্নত চরিত্র প্রায় দেখি লাগে ধন্দ ।  
 সমতুল নহে মদ্বন্দ্বর গোপীচন্দ্র ॥  
 হেন রূপ কভু নাহি দেখি অবদ্বত ।  
 উপদেশ পাই যোগী হৈছে রাজসদ্বত ॥ (জা. ১১)

এত শদ্বনি রাজবালা সখীগণ সগ্গে ।  
 যোগী সব দেখীতে আইল মনোরগে ॥  
 মধ্যে গদ্বরু শিষ্যাগণ চারিভিতে বসি ।  
 তারকামণ্ডলে যেন নিস্কলঙ্ক শশী ॥  
 ধ্যানবন্ত ধীরাসনে আছে সমাধিত ।  
 দেখীয়া আনন্দে কন্যা অগে পদ্বলিকত ॥  
 প্রেমমদে পূর্ণ হৈল যদ্বগল নয়ান ।  
 দৃষ্টপশ্থে পিগে রূপ নাহি এক জ্ঞান ॥

মন্তব্য : দশম শতকের অনূবাদের বক্তব্য মূলে থেকে  
 কিছুটা পৃথক । মূলে আছে প্রতিমাপূজার প্রতি জ্ঞানসীর  
 বিদ্বপ । ‘পদ্মাবতীর রূপের প্রভাবে দেবতার মরণ হয়েছে’  
 —এই দেববাণী শুননে পদ্মাবতীর ব্যগোক্তি আছে মূলে  
 কাব্যটিতে । অনূবাদে প্রতিমাপূজার প্রতি এই তিবর্ক দৃষ্ট  
 নেই, বরং দশম শতকের শেষ দৃষ্টি পংক্তিতে পদ্মাবতীর

ষড়ক মূখে নৃপ কথা জুথেক ষড়নিলা ।  
 তাহার সহশ্রে গদন নয়ন<sup>১</sup> দেখীলা ॥  
 প্রেমমদে বিভূর<sup>২</sup> হইয়া হতজ্ঞান ॥  
 রক্ষক<sup>৩</sup> হৈল আসী লাজ কুলমান ॥  
 হেন কালে ষড়কে আসী রাজ্যাত কহিল ।  
 কোন সমাধিত আছে<sup>৪</sup> সীম্ব পম্ব<sup>৫</sup> পাইল ॥  
 গরু গোক<sup>৬</sup> দরসনে কিসের সমাধি ।<sup>৭</sup>  
 বর মাগী তিলে<sup>৮</sup> পাইবা সীম্বের অবধি ॥<sup>৯</sup>  
 ষড়নিলা নৃপতিত কল্যা দৃষ্টী<sup>১০</sup> প্রকাশীত ।  
 দৃষ্টী মাত্র ধরনি পরিণ মহাশিত ॥  
 রূপ তিখ্র সর আখী প্রতে<sup>১১</sup> কল্যা পান ।  
 জার এক বিন্দু হোসেত হরে সীম্বাজ্ঞান ॥<sup>১২</sup>  
 নৃপতিত গোথ<sup>১৩</sup> সিস্য<sup>১৪</sup> প্রেম মদ পিয়া ।  
 জিবন ষড়গেত<sup>১৫</sup> গেল তনু বিসর্জিয়া ॥  
 পম্বাবতি কহিলেস্ত<sup>১৬</sup> ষড়ন সখীগণ ।  
 তপসিরে দান কর আনি রত্ন ধন ॥  
 যোগা মম গৃহে আনি<sup>১৭</sup> দেও বহুতর ।  
 ষড়গাণ্ড চন্দন আনি ছিণ্ডহ বিস্তর<sup>১৮</sup> ॥  
 তত ক্ষনে<sup>১৯</sup> সখীগনে বহু ধন লৈয়া ।  
 ষড়গীরে আনিয়া দিলা ভক্তি আচারিয়া ॥<sup>২০</sup>  
 চন্দন ষড়গাণ্ড ষড়গে<sup>২১</sup> আনি চতুস্বম ॥<sup>২২</sup>  
 ছিণ্ডিয়া ষড়গীর অণে<sup>২৩</sup> ধুইলা ভস্ম ॥  
 পম্বাবতি নিজ করে লৈয়া স্বপ্ন রত্নে ॥<sup>২৪</sup>  
 গরুর সাক্ষাত দিলা ভক্তি ভাব জন্মে ॥<sup>২৫</sup>  
 নানান ষড়গাণ্ড মিঞ্জি চন্দর আগরে ।  
 গরু অণি অনেক ছিণ্ডিলা নিজ করে ॥  
 পরম ষড়গাণ্ড কন্যা নানা গদনধর ॥<sup>২৬</sup>  
 ছিণ্ডিতে চন্দন অণে লেখীলা অক্ষর ॥

১ মনেতে ২ বিভোর ৩ রক্ষক ৪ কেনে সামাধিতে আছে ৫ বর  
 ৬ পক্ষ ৭ সামাধি ৮ বর মাগীতে ৯ সীম্বের অবধি ১০ দৃষ্টী  
 ১১ প্রাতঃ ১২ সীম্ব জ্ঞান ১৩ নিপতির গোরাক সীম্ব ১৪ স্বর্গেতে  
 ১৫ কহিলেক ১৬ ভোজননের সমায় ১৭ সত্তর ১৮ তৈক্ষনে  
 ১৯ আচারিয়া ২০ রাগে ২১ চতুস্বম ২২ অণে ২৩ সোদর রয়  
 ২৪ জর ২৫ পরম সোদর কৈন্যা নানা কলা ধরে

সৃষ্টির জন্য শূকর আকাশিক আগমন এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। চন্দ্রোদয় শতবকের অনুবাদে মূলের তুলনায় অতিবিস্তারিত।  
 মূর্ত্ত্বাপম যোগীর কাছে ধনরত্ন এবং ভোজনসামগ্রী আনয়নের কথা মূলে নেই। চন্দনমিঞ্জি মূলানুসারী হলেও অনুবাদে কিছু  
 অতিরিক্ত কথা আছে। লোকনিন্দার কারণে অবিজ্ঞেয় পম্বাবতীর গৃহপ্রস্থানের কথা মূলে নেই। তাছাড়া মূলে আর যা  
 কিছু লখীকে বলা হয়েছে অনুবাদে তা বাদ পড়েছে।

শূকরমূখে নৃপকথা যতেক শূনিলা ।  
 তাহার সহশ্রাণ নয়নে দেখিল ॥  
 প্রেমমদে বিভোর হইয়া হতজ্ঞান ।  
 রক্ষক হইল আসি লাজ কুলমান ॥  
 হেনকালে শূকে আসি রাজ্যাত কহিল ।  
 কোন সমাধিতে আছে সীম্বপম্ব পাইল ॥  
 গরু গোরখ দরশনে কিসের সমাধি ।  
 বর মাগি তিলে পাইবা সীম্বের অবধি ॥  
 শূনিয়া নৃপতিত কৈল দৃষ্ট প্রকাশিত ।  
 দৃষ্টমাত্র ধরণী পড়িল মোহাশিত ॥  
 তীর-রূপ-সুরা আখ-পম্বে কৈলা পান<sup>১</sup> ।  
 যার এক বিন্দু হোসেত হরে সীম্বজ্ঞান ॥  
 নিপতিত গোথশিষ্য প্রেমমদ পিয়া ।  
 জীবন স্বর্গেত গেল তনু বিসর্জিয়া ॥ (জা. ১২)  
 পম্বাবতী কহিলেক শূন সখীগণ ।  
 তপস্বীরে দান কর আনি রত্নধন ॥  
 ভোজন সামগ্রী আনি দেও বহুতর ।  
 সূগাণ্ড চন্দন আনি ছিণ্ডাহ বিস্তর ॥  
 ততক্ষণে সখীগণে বহু ধন লৈয়া ।  
 যোগীরে আনিয়া দিল ভক্তি আচারিয়া ॥  
 চন্দন সূগাণ্ড জল আনিয়া উষ্ণ ।  
 ছিণ্ডিয়া যোগীর অণে ধুইলা ভস্ম ॥  
 পম্বাবতী নিজ করে লইয়া স্বর্ণ রত্ন ।  
 গরুর সাক্ষাতে দিল ভক্তিভাব যত্ন ॥  
 নানান সূগাণ্ড মিঞ্জি চন্দন আগরে ।  
 গরু অণে অনেক ছিণ্ডিল নিজ করে ॥  
 পরম সূন্দরী কন্যা নানা কলাধর ।  
 ছিণ্ডিতে চন্দন অণে লিখিলা অক্ষর ॥

মন্তব্য : দ্বাদশ শতবকের অনুবাদে কিছু নতুন ঘটনার  
 সংযোজন ঘটেছে। মূলে এই শতবকে শূক প্রসঙ্গ নেই।  
 সখীসহ পম্বাবতীকে দেখেই যোগীসহ রত্নসেনের সংজ্ঞাহীনতা  
 মূলে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু অনুবাদে শূকমূখে পম্বাবতীর  
 আগমন সংবাদ শূনে নিম্নীলিতেন্ত্র যোগী রাজার নয়ন-  
 উন্মীলনের সঙ্গ সঙ্গ মূছপ্রাপ্তি ঘটেছে। নাটকীয়তা

তোমা দরসনে আইলু করি পূজা ছল ।<sup>১</sup>  
 অসময় নিদ্রা কুল<sup>২</sup> কাষে'ত নিশ্ফল ॥<sup>\*</sup>  
 বদরূপ আকুল জাঁদি<sup>৩</sup> চন্দ্রের মিলনে ।  
 মনবাহা সিম্বি হৈব উটহ গগনে ॥  
 নগ্নন সাফল হৈল তোমা দরসনে ।  
 ব্যাজ্ঞ অনর্দচিত লোক চন্দ্রার কারণে ॥  
 তেকারনে জাই আমী আপনা ভাবন ।<sup>৪</sup>  
 নিবন্দ থাকিলে পদ্বিন হৈব দরসন ॥  
 চন্দন দিলেস্ত জাগী উটীবেষ্ট ভাবে ।<sup>৫</sup>  
 সিতল<sup>৬</sup> পাইয়া বহু নিদ্রা আইল তবে ॥<sup>৭</sup>  
 এথেক ভাবিয়া<sup>৮</sup> কন্যা<sup>৯</sup> সন্তরে চলিলা ।  
 মর্মসখী মদুক<sup>১০</sup> হোরি কহিতে লাগীলা ॥  
 জে মোকে<sup>১১</sup> হেরএ সেই<sup>১২</sup> তিলে হরে প্রাণ ।  
 হদ্যা<sup>১৩</sup> ডরে কোন স্থানে না করে পয়ান ॥<sup>১৪</sup>  
 দেব সবে কহে পদ্বিন অচেতন হইয়া ।<sup>১৫</sup>  
 হদ্যা'পিনি<sup>১৬</sup> কথা গেল আমাকে মারিয়া ॥<sup>১৭</sup>  
 সেই রূপ ধ্যানে রহিলেক<sup>১৮</sup> দেবগন ।  
 পদ্মাবতী নিজগৃহে করিলা গমন ॥  
 শয়ন করিলা নিশি রূপ ভাবি মনে ।  
 প্রভাতে সপন কথা কহে সখী স্থানে ॥<sup>২০</sup>  
 বদন সখী আয়ু<sup>২১</sup> নিসী সপন অতর্নিত ॥<sup>২২</sup>  
 আচাম্বিত পদ্বিন চন্দ্র পদ্বর্বে'ত উদিত ॥  
 প্রচন্দ তেজস্বী<sup>২৩</sup> বদর পশ্চিমে থাকিয়া ।  
 চন্দ্রের নিকটে পদ্বিন মিলিল আসীয়া ॥  
 সোম<sup>২৪</sup> অর্ক একত্রে মিলিল স্নেহ<sup>২৫</sup> ধরি ।  
 কিবা রাত্রি কিবা দিন<sup>২৬</sup> চিনিতে ন পারি ॥  
 রাবণের ঘর রামে রহিল ঘরিয়া ॥<sup>২৭</sup>  
 অরবুনে কাটিল যন্ত্র<sup>২৮</sup> রশ্ম পশ্ত দিয়া ॥  
 এমত দেখিতে মদুই<sup>২৯</sup> জাগীয়া উটীল ॥<sup>৩০</sup>  
 বিচারহ সপন সখী তোমাতে কহিল ॥<sup>৩১</sup>

তোমা দরশনে আইলু করি পূজা ছল ।  
 অসমেত নিদ্রা আইল কাষে'ত নিশ্ফল ॥  
 সূররূপে আইলা যদি চন্দ্রের মিলনে ।  
 মনোবাহা সিম্বি হৈব উটহ গগনে ॥  
 নগ্নন সাফল্য হৈল তোমা দরশনে ।  
 ব্যাজ্ঞ অনর্দচিত লোক-চর্চার কারণে ॥  
 তেকারণে যাই আমি আপনা ভবন ।  
 নিব'ন্দ থাকিলে পদ্বিন হৈব দরশন ॥  
 চন্দন দিলেক জাগি উঠিবেক ভাবে ।  
 শীতল পাইলা বহু নিদ্রা আইল তবে ॥  
 এতেক লোথিয়া কন্যা সঙ্করে চলিলা ।  
 মর্মসখী মদুক হোরি কহিতে লাগিলা ॥  
 যে মোকে হেরএ সেই তিলে হরে প্রাণ ।  
 হত্যা ডরে কোন স্থানে না করি পয়ান ॥ (জা.১৩)  
 দেব সবে কহে পদ্বিন সচেতন হইয়া ।  
 হত্যাকারী কোথা গেল আমাকে মারিয়া ॥  
 সেইরূপ ধ্যানেতে রহিল দেবগণ ।  
 পদ্মাবতী নিজ গৃহে করিলা গমন ॥  
 শয়ন করিল নিশি রূপ ভাবি মনে ।  
 প্রভাতে স্বপন কথা কহে সখী স্থানে ॥  
 শূন সখী আয়ু নিশি স্বপন অতর্নিত ।  
 আচাম্বিতে পদ্বিনচন্দ্র পদ্বর্বে'ত উদিত ॥  
 প্রচন্দ তেজস্বী সূর পশ্চিমে থাকিয়া ।  
 চন্দ্রের নিকটে পদ্বিন মিলিল আসিয়া ॥  
 সোম অর্ক একত্রে মিলিল স্নেহ ধরি ।  
 কিবা রাত্রি কিবা দিবা চিনিতে না পারি ॥  
 রাবণের ঘর রামে রহিল ঘরিয়া ।  
 অর্জুনে কাটিল যন্ত্র রশ্ম পশ্ত দিয়া ॥  
 এমত দেখিতে মদুই জাগিয়া উঠিল ।  
 বিচারহ স্বপন সখী তোমাতে কহিল ॥ (জা. ১৪)

১ আইলুমে বদনএ পূজার ২ নিদ্রা আইল

৩ 'বা' পদ্বিনেতে অর্চারিষ্ণ এক পংক্তি—চতুরেহ নিদ্রা জাএ হেন স্তল  
 ৪ বদরূপে আইলা জাঁদি ৪ ভুবন ৫ উটীবেক ভাবি ৬ সীতলতা  
 ৭ ভবি ৮ লেখীয়া ৯ কৈন্যা ১০ মদুক ১১ মুকে ১২ তার ১৩ এই  
 ১৪ পয়ান ১৫ চেতন পাইয়া ১৬ হৃদ্যামানি ১৭ ছারিয়া ১৮ সেই  
 বদুপে ধ্যানেতে রহিল ১৯ সখীর স্থানে ২০ আয়ু ২১ সপন আতর্নিত  
 ২২ প্রচন্দতে সবি ২৩ ইন্দু ২৪ ছেনেহ ২৫ দিবা ২৬ বিদ্যা  
 ২৭ পশ্ত ২৮ মুকে ২৯ উটীলুমে ৩০ কহিলু

মন্তব্য : চন্দ্রোদয় শতবকের দোহাটি শতবকশেষে অশোভ  
 অনুদিত । মূলের চতুর্দশ শতবকটি অনুবাদে সম্পূর্ণই  
 বিজ্ঞিত । মূলে দেহাবসানের যে ভাবগভীর দার্শনিকতা  
 বর্তমান, অনুবাদে তার পরিবর্তে আছে সংকীর্ণ ঘটনা-  
 বিবৃতি । পঞ্চদশ শতবকের স্বপন-প্রতীকটি মোটামুটি  
 মূলানুসারী । কেবল মূলের দোহা অংশটিতে হৃদয়ানের  
 লক্ষ্য (কটিদেশ) জুটন ও উল্যান (বারি-কুমারী) ধনসেপ্ত যে  
 ব্যর্থ প্রয়োগটি আছে অনুবাদে তা বিজ্ঞিত হয়েছে ।

সখী বোলে বদন রানি সপ্নের বিচার ।  
 ভক্তি ভাবে সেবা কালি কল্যা দেবতার ॥  
 সেই দেব তোমারে হইল পরসন ।  
 স্বামী বর দিব<sup>১</sup> হেন বুদ্ধিল<sup>২</sup> কারণ ॥  
 দিনমনি পদ্রুস চাঁপ্ৰমা তুমী রানি ।  
 মিলিব উক্তম বর আসীয়া<sup>৩</sup> আপনি ॥  
 পশ্চিমে<sup>৪</sup> দিগের আসীবেক মহারাজ ॥<sup>৫</sup>  
 তাহাক বরিন্না বর সিম্ব হইব কাজ ॥  
 দেখীলা রাবন ঘর বেরিন্নাছে রাম ।  
 কিপ্ত হইব পদনি<sup>৬</sup> প্রথমে সংগ্রাম ॥  
 নিকটে আসীয়া মিলিবেক এই কর্ম ।  
 বিচারি বুদ্ধীল<sup>৭</sup> এই সপ্ননের<sup>৮</sup> মর্ম ॥

সখী বোলে শূন রাণী স্বপ্নের বিচার ।  
 ভক্তিভাবে সেবা কালি কৈলা দেবতার ॥  
 সেই দেব তোমারে হইল পরসন ।  
 স্বামী বর দিল হেন বুদ্ধিল কারণ ॥  
 দিনমণি পদ্রুস চাঁপ্ৰমা তুমি রাণী ।  
 মিলিব উক্তম বর আসীয়া আপনি ॥  
 পশ্চিমদিগের আসিবেক মহারাজ ।  
 তাহাকে বরিন্না বর সিম্ব হৈব কাজ ॥  
 দেখীলা রাবণ ঘর বেড়ীয়াছে রাম ।  
 কিপ্ত হইব মাত্র প্রথমে সংগ্রাম ॥  
 নিকটে আসীয়া মিলিবেক এই কর্ম ।  
 বিচারি বুদ্ধিল এই স্বপ্ননের মর্ম ॥ (জা. ১৬)

১ দিলা ২ জানিদ্রুম ৩ আসিব ৪ পশ্চিম ৫ মহারাজ ৬ মাত্র  
 ৭ বুদ্ধিদ্রুম ৮ সপ্ননের

মন্তব্য : ষোড়শ শতকের অন্তর্ভুক্ত সখীর স্বপ্ন ব্যাখ্যাটি মূলানুগ হলেও কিছু কিছু অংশ বিজ্ঞিত । চাঁদ ও সূর্যের বিশেষ প্রতীক মূলে আছে কিন্তু অন্তর্ভুক্ত নেই । স্বার্থ প্রয়োগে উদ্যান বা রমণীদেহ লুপ্তকরণ করার কথা এবং মৎস্যভেদ বা যোনীভেদ করার কথা মূলে আছে কিন্তু অন্তর্ভুক্ত নেই । উষা ও অনিরম্ব মিলনের পৌরাণিক অন্তর্ভুক্তিও অন্তর্ভুক্ত বাদ পড়েছে । বাদ গেছে বিখিলিপির অনিবার্যতার কথা । দোহা অংশটিও বিজ্ঞিত ।

## রাজা রত্নসেন-সতী খণ্ড

ওথাতে নৃপতি<sup>১</sup> জদি জাগীয়া উঠিল ।  
সকল বসন্ত<sup>২</sup> তবে উজার দেখীলা ॥  
না দেখীয়া<sup>৩</sup> চন্দ্র তারা পক্ষ উপবন ।  
জেন<sup>৪</sup> পুষ্প হইলেক জোগল<sup>৫</sup> নয়ন ॥  
সকল জগত জেন হইল সন্দ কোপ ।<sup>৬</sup>  
না দেখীল<sup>৭</sup> আখী ভারি এ হেন সরূপ ॥  
হেনকালে নিশ্চিত<sup>৮</sup> নিদ্রিত<sup>৯</sup> জেই জন ।  
করমানি সির ধনি করএ যচন ॥<sup>১০</sup>  
হিয়ার উপরে দেখী চন্দন আখর ॥<sup>১১</sup>  
শ্বেহ<sup>১২</sup> ভাবি পদনি ২ কান্দিল বিস্তর ॥<sup>১৩</sup>

জল বিন্দু<sup>১৪</sup> মিন জেন ছটফট<sup>১৫</sup> করে ।  
তাহাতে পেলিল আনি<sup>১৬</sup> অগ্নির ভিতরে ॥  
এথেকে<sup>১৭</sup> চন্দন অঙ্গে জেন দিল দাগ ।  
বারব আনল জেন প্রেম অনুরাগ ॥<sup>১৮</sup>  
কাচা কাশ্টে এক দিগে লাগীলে আনল ।  
আর দিগ হোস্তে<sup>১৯</sup> জেন নিম্বরএ জল ॥  
নব ঘনে<sup>২০</sup> বসন্তে বরিন্কে জলধার ।  
গজনে উগরে<sup>২১</sup> জেন গজমতি হার ॥  
মোহন মদ্রতি<sup>২২</sup> গেল কথাতে চলিয়া ।  
প্রান হরি<sup>২৩</sup> নিল মোর হৃদে পসীয়া ॥<sup>২৪</sup>  
হেন<sup>২৫</sup> ভপরূপ কভু নাহি দেখী য়ার ।<sup>২৬</sup>  
বসন্ত কালেত হৈল অরুতপকার ॥<sup>২৭</sup>  
পাইল<sup>২৮</sup> বসন্ত করি বহুল স্নারতি ॥<sup>২৯</sup>  
কোন জনে উজারিল এ হেন<sup>৩০</sup> বসতি ॥  
পদনি হেন বসন্ত কি পাইমু আর বার ।  
এই সে ভাবিতে হএ হৃদয় বিদার ॥<sup>৩১</sup>

১ অজ্ঞাতে নিপতি ২ বসন্ত ৩ দেখীলা ৪ জল ৫ বৃগল ৬ অল্প  
কৃপ ৭ দেখীলুম ৮ নিশ্চিতভাবে ৯ নিদ্রা ১০ সোচন ১১ অক্ষর  
১২ সন্দেহ ১৩ বিশ্বর ১৪ বিনে ১৫ ছটফট ১৬ নিখা ১৭ জড়ক  
১৮ বারব আন সম প্রেম অনুরাগ ১৯ আর সেগে দিয়া ২০ বন ঘন  
২১ খজন অগরে ২২ মদ্রতি ২৩ পরান হাড়ি ২৪ দ্বিগে প্রবিশীয়া  
২৫ হিন ২৬ আর ২৭ তারক পাঞ্জার ২৮ পাইলুম ২৯ আরতি  
৩০ এ মত ৩১ দ্বিগর বিধার

মূলে আছে দাবানল, অনুবাদে বাঢ়বানল । কাঁচা কাশ্টে আগুন লাগায় জল নিঃসরণের উপমাটি অনুবাদে সম্পূর্ণ নুতন । মূলের দৃব্যন্ত-শকুন্তলা এবং মাধবানল-কামকন্দলার দৃষ্টান্তগুলি অনুবাদে বর্জিত । মূলের দোহা অংশটিও অনুবাদে অনুপস্থিত । তৃতীয় শ্লোকের অনুবাদেও মূলের উপমাগুলি বর্জিত । মূলে আছে রত্নসেনের অশ্রু সঙ্গো ছিন্ন রক্তমালায় এবং মহারা ফুলের তুলনা । অনুবাদে আছে খজন কভু'ক গজমতিহার উপগারের চিত্র । দোহা অংশটি বর্জিত ।

ওথাতে নৃপতি যদি জাগিয়া উঠিল ।  
সকল বসন্ত তবে উজার দেখিল ॥  
না দেখিয়া চন্দ্র তারা পুষ্প উপবন ।  
জলপূর্ণ হইলেক বৃগল লোচন ॥  
সকল জগৎযেনহৈল অশুকৃপ ।  
না দেখিলু আখি ভারি এহেন স্বরূপ ॥  
হেনকালে নিশ্চিত নিদ্রিত যেই জন ।  
করমাণি শিরে ধরি করয় শোচন ॥  
হিয়ার উপর দেখি চন্দন অক্ষর ।  
শ্বেহ ভাবি পদনি পদনি কান্দিল বিস্তর ॥ (জা.১)

জল বিন্দু মীন যেন ছটফট করে ।  
তাহাত ফেলিল আনি অগ্নির ভিতরে ॥  
যতেক চন্দন অঙ্গে যেন দিল দাগ ।  
বাড়ব-আনল সম প্রেম-অনুরাগ ॥  
কাঁচা কাশ্টে একদিকে লাগিলে আনল ।  
আর দিক হোস্তে যেন নিঃসরণ জল ॥ (জা. ২)  
নব ঘন বসন্তে বরিন্কে জলধার ।  
খজন উগরে যেন গজমতিহার ॥  
মোহন মদ্রতি গেল কোথাত চলিয়া ।  
প্রাণ হরি নিল মোর হৃদে প্রবেশিয়া ॥  
হেন অপরূপ কভু নাহি দেখি আর ।  
বসন্ত কালেত হৈল নিম্বল আমার<sup>১</sup> ॥  
পাইল<sup>২</sup> বসন্ত করি বহুল স্নারতি ।  
কোন জনে উজাড়িল এমত বসতি ॥  
পদনি হেন বসন্ত কি পাইমু আর বার ।  
এই সে ভাবিতে হয় হৃদয় বিদার ॥ (জা. ৩)

১ আ

মন্তব্য : প্রথম শ্লোকের অনুবাদ মূলের তুলনায় সর্বাঙ্গীণ । অনুবাদের তুলনায় মূলে রাজার বিলাপ আরও তীব্র । মূলে আছে শিরে করাঘাত, অনুবাদে মাথায় হাত । দোহা অংশটি সপ্তম অষ্টম চরণে বর্তমান । দ্বিতীয় শ্লোকের অনুবাদ যেমন সর্বাঙ্গীণ তেমন অভিনব । জল ও মাছের উপমাটুকুই মূলানুগ, অবশিষ্ট চার পংক্তি নতুন রচনা ।

কন্যা স্নেহ<sup>১</sup> ভাবি কিছ্র চিহ্ন স্থির করি ।  
 দেব মূর্তি<sup>২</sup> স্থানে কহে মনে ক্রোধ<sup>৩</sup> ধরি ॥  
 ওহরে<sup>৪</sup> কপট দেব য়ন মোর কথা ।  
 বের্থ<sup>৫</sup> তোর সেবন করিল<sup>৬</sup> আসী এথা ॥  
 য়ফল পাইমু<sup>৭</sup> করি সেবা কল্যা<sup>৮</sup> তোর ।  
 য়ন্ন্যার সিকলি প্রাএ তুঞি<sup>৯</sup> হৈলী<sup>১০</sup> মোর ॥  
 পাসান চারিলা জেই হৈতে চাহে পার ।  
 সে পুনি ডুবএ<sup>১১</sup> জান নাহিক নিছার ॥<sup>১০</sup>  
 পাসান সেবিয়া কোনে পাইয়াছে ফল ।<sup>১১</sup>  
 অজ্ঞা<sup>১২</sup> সিঞলে জল না হএ কোমল ॥<sup>১০</sup>  
 সেই সে পাগল জেই পাসানে<sup>১৩</sup> সেবএ ।  
 আপনা সকতে জেই<sup>১৪</sup> নরিতে নারএ ॥  
 কেমনে না পুজি<sup>১৫</sup> এক প্রভু কর্তার ।<sup>১১</sup>  
 জিবনে মরনে জেই করএ উদ্ধার ॥<sup>১২</sup>  
 করিপুছ গ্রহিলে<sup>১৬</sup> সমুদ্র হএ পার ।  
 ধরিলে অজার পুছ ডুবে মাঝধার ॥<sup>২০</sup>

দেবে বোলে য়নরে পাগল নরপতি ।  
 আপনে অসক্ত কি হৈব জান গতি ॥<sup>২১\*</sup>  
 পশ্চাবতি রাজবালা সখীগণ সগে ।<sup>২২</sup>  
 জিবন রহিত দেখী হৈব মোর অগে ॥<sup>২৩</sup>  
 তার অগ দরসেই হলু মহুশ্চিত ।<sup>২৪</sup>  
 ন জানি আশ্বাক<sup>২৫</sup> মারি গেল কোন ভিত ॥  
 সহজে পাসান আমী অতুলিত কায়া ।<sup>২৬</sup>  
 ভক্তি ভাবে হর পুজ আমি জার ছায়া ॥<sup>২৭</sup>  
 তবে সে মানসসিদ্ধি হৈব সহসাত ।  
 ভগত<sup>২৮</sup> বৎসল দেব গিরি ভোজানাথ ॥<sup>২২</sup>

১ কৈন্যা সনেহ ২ মূর্তির ৩ কোম্ব ৪ ওরে রে ৫ করিলমু ৬ পাই  
 ৭ কৈলমু ৮ কৈলা ৯ ডুবায় ১০ উদ্ধার ১১ পাসান সেবিয়া জানে  
 কনে পাইয়াছে ফল ১২ অজ্ঞম ১৩ কমল ১৪ পাসন ১৫ জেবা  
 ১৬ কেনে না পুজিএ ১৭ নৈরাকার ১৮ এরপর 'বা' পুখিতে  
 অতিরিক্ত অংশ—কম্ব দোসে কল ছারে সেবিলে পাসান  
 না দেখে না য়নে জে সেবন অকারণ ॥

১৯ করি পুছ ধরিলে ২০ মৈম্বধার ২১ আপনে অসেসে কি আনের  
 হৈব গতি \* এরপর 'বা' পুখিতে অতিরিক্ত পংক্তি—

পশ্চাবতি সখী সব রাজরানি বালা ।  
 সখী সব কৈন্যা আগে সেবএ কুসলা ॥

২২ মল ১৩ হৈল মোর অগ ২৪ দরসনে হৈলমু মহুশ্চিত ২৫ আমারে  
 ২৬ অনরিত কায়া ২৭ আমী তার ছায়া ২৮ ভগত ২৯ ভবনাভ

কন্যাস্নেহ ভাবি কিছ্র চিহ্ন স্থির করি ।  
 দেব-মূর্তি<sup>২</sup> স্থানে কহে মনে ক্রোধ<sup>৩</sup> ধরি ॥  
 আরেরে কপটি<sup>৪</sup> দেব শূন মোর কথা ।  
 বৃথা তোরে সেবন করিল আসি এথা ॥  
 সূফল পাইমু<sup>৭</sup> করি সেবা কৈল তোয় ।  
 শূন্ন্যার শিকলি প্রায় তুই হৈলি মোর ॥  
 পাষণে চাড়িয়া যেই হৈতে চাহে পার ।  
 সে পুনি ডুবয় জেন নাহিক উদ্ধার ॥  
 পাষণ সেবিয়া কনে পাইয়াছে ফল ।  
 আজ্ঞম সিঞলে জল না হয় কোমল ॥  
 সেই সে পাগল যেবা পাষণ সেবয় ।  
 আপনা শকতে যেই নাড়িতে নারয় ॥ \*  
 কেনে না পুজিএ এক প্রভু নৈরাকার ।  
 জীবন মরণে যেই করয় উদ্ধার ॥  
 করি-পুছ ধরিলে সমুদ্র হয় পার ।  
 ধরিলে অজার পুছ ডুবে মাঝধার ॥ (জা. ৪)

দেব বোলে শূন রে পাগল নরপতি ।  
 আপনে অশক্ত কি আনের হৈব গতি ॥  
 পশ্চাবতী রাজবালা সখীগণ সগে ।  
 জীবন রহিত দেখি ছুইল মোর অগে ॥  
 তান অগ দরণেই হৈলু মোহশ্চিত ।  
 না জানি আশ্বাক মারি গেল কোন ভিত ॥  
 সহজে পাষণ আমি অনাড়িত কায়া ।  
 ভক্তি ভাবে হর পুজ আমি যার ছায়া ॥  
 তবে সে মানস সিদ্ধি হৈব সহসাত ।  
 ভকত বৎসল দেব গিরিসুতানাথ ॥ (জা. ৫)

\* এর পরে শহীদুল্লাহ সংস্করণের গ্রন্থে ও অন্যান্য ছাপা যই  
 গুলিতে নিম্নলিখিত সংস্কৃত শ্লোক ও তার অনুবাদ আছে—

মুখানাং প্রতিমা দেবো বিপ্রদেবো হুতাশনঃ ।  
 যোগিনাং প্রার্থনা দেবো দেবদেবো নিরঞ্জনঃ ॥  
 মুখং সকলের দেব প্রতিমা সে সার ।  
 ব্রাহ্মণ সবে দেব অর্পণ অবতার ॥  
 যোগী সকলের দেব আশ্র মহাজন ।  
 সকল দেবের দেব প্রভু নিরঞ্জন ॥

মন্তব্য : চতুর্থ শতকের অনুবাদ অনেকখানি মূলানুগ ।  
 দোহা অংশের অনুবাদে কিছ্র পরিবর্তন লক্ষণীয় । মূলে  
 আছে সিং এবং ভেড়ার প্রসঙ্গ, অনুবাদে তা হস্তী এবং

যদনি নৃপে<sup>১</sup> বোলে কেনে কাক দেয়<sup>২</sup> দোস ।  
 জার উপসকে<sup>৩</sup> মূই সেই অসন্তোষ ॥  
 নিটর চরিত্র হইয়া<sup>৪</sup> প্রান প্রিয়া গেল ।  
 মোর অঙ্গে হুঁলি জালি বসন্ত খেলিল ।  
 দয়াল চরিত্র সেই সতত<sup>৫</sup> সন্তদুস ।  
 আপনে নির্দেশী<sup>৬</sup> মাত্র মোর সব দোস ॥  
 যদনিচ্ছিতে বৃজিল<sup>৭</sup> উপাএ নাহি যার<sup>৮</sup> ।  
 আপনাক অব ২ দহি কল্যা<sup>৯</sup> ছার ॥  
 প্রিয়তমা<sup>১০</sup> লাগী জদি তেজিম<sup>১১</sup> জীবন ।  
 জন্মান্তরে পাইম<sup>১২</sup> মূই সে চন্দ্র বদন ॥<sup>১৩</sup>  
 সার ভব ন সৌবি পদ্বিজল<sup>১৪</sup> মৃগধ মৃদু<sup>১৫</sup> ॥<sup>১৬</sup>  
 এবে বদ দেয় সখ্যা<sup>১৭</sup> মোহাদেব প্রতি ॥  
 এ বলিয়া পদ্বজ<sup>১৮</sup> আনি কল্যা<sup>১৯</sup> কাষ্ঠ রাসী ।  
 দহন হুঁলিতে অঙ্গ সকল সম্যাসী<sup>২০</sup> ॥  
 কাকনুচ পক্ষি জেন চিতা বিরচএ ।  
 তেন চিতা রচি সবে কল্যা<sup>২১</sup> অগ্নিমএ ॥  
 কাকনুচ পক্ষির চিতার নাম যদনি ।  
 হরসীতে পদ্বিছলা<sup>২২</sup> মাগন গদনমনি ॥  
 কাকনুচে চিতা বিরচএ কোনমত ॥<sup>২৩</sup>  
 জ্ঞানিত ভাঙ্গি কহ আগে পক্ষির চরিত ॥<sup>২৪</sup>  
 তাহান আদেশ যদনি মনেত ভাবিয়া ।  
 কহে হিন আলাওলে<sup>২৫</sup> পয়ার<sup>২৬</sup> রচিয়া ॥<sup>২৭</sup>

১ নিপ<sup>১</sup> ২ কাকে দেও ৩ উপসেক ৪ হই ৫ সক্রোধে ৬ নিদুসী  
 ৭ বৃজিলম ৮ আরে ৯ কর ১০ প্রিঅতুমা ১১ পাই ১৩ চন্দ্রবদন  
 ১৪ সার ভাব না সৌবিলম পদ্বিজলম গদনমৃদু ১৫ দেও সৈন্ত  
 ১৬ পদ্বজা ১৭ কৈলম ১৮ সৈন্যাসী ১৯ কৈল্যা ২০ পদ্বিছলা  
 ২১ রিত ২২ পাখীর চরিত ২৩ হিন আলাওলে কহে ২৪ পঞ্চাল  
 ২৫ এরপর 'বা' পদ্বিচ্ছিতে অতিরিক্ত পংক্তি—

গদনা লএ গদনে সীন্দু হিরি কামন্দর আলি ।  
 আবল হোচনে লেখে উত্তম পঞ্চাল ॥

শূনি নৃপ বলে কেনে কাকে দেও দোষ ।  
 যার উপাসক মূঞ সেই অসন্তোষ ॥  
 নিটর চরিত্র হইয়া প্রাণ পিয়া গেল ।  
 মোর অঙ্গে হুঁলি জালি বসন্ত খেলিল ॥  
 দয়াল চরিত্র সেই সতত সন্তোষ ॥  
 আপনে নির্দেশী মাত্র মোর সব দোষ ॥  
 যদনিচ্ছিতে বৃজিল উপায় নাহি আর ।  
 আপনাক অবয়ব দহি করু ছার ॥  
 প্রিয়তমা লাগি যদি তেজিম জীবন ।  
 জন্মান্তরে পাইম মূঞ সে চন্দ্রবদন ॥  
 সারভাব না সৌবি পদ্বিজল<sup>১৪</sup> মৃগধমতি ।  
 এবে বধ দেও সত্য মহাদেব প্রতি ॥  
 এ বলিয়া পদ্বজ পদ্বজ আনি কাষ্ঠরাশি ।  
 অগ্নি দহে দিতে অঙ্গ চলিল সম্যাসী ॥<sup>২০</sup> (জা. ৬)  
 ককনুছ পক্ষী যেন চিতা বিরচয় ।  
 তেন চিতা রচি সবে কৈল অগ্নিময় ॥ (জা. ৭)  
 ককনুছ পক্ষীর চিতার নাম শূনি ।  
 হরষিতে পদ্বিছলা মাগন গদনমাণি ॥  
 ককনুছ চিতা বিরচয় কোন রীত ।  
 জ্ঞানিত ভাঙ্গি কহ আগে পক্ষীর চরিত ॥  
 তাহান আদেশ শূনি মনেত ভাবিয়া ।  
 কহে হীন আলাওলে পয়ার রচিয়া ॥

১ আ

শব্দার্থ টীকা : ককনুছ পক্ষী—ফরিদদ্দিন আন্তার রচিত  
 'মমভেকুত-ভায়ের' গ্রন্থে উল্লিখিত ককনুছ পক্ষীর  
 বর্ণনা । জায়সীতে ককনু পক্ষীর উল্লেখমাত্র  
 আছে ।

ছাগলে পরিণত । পঞ্চম শতকের অনুবাদেও নতুন  
 আছে । মূলে হরগৌরীর পূজানির্দেশ নেই, অনুবাদে তা  
 নবগত । ষষ্ঠ শতকের অনুবাদে ব্যতিক্রমগুণি যথা, মূলে  
 আছে দেহ গজনা, অনুবাদে প্রিয়তমার প্রতি অনুবোধ ।  
 অনুবাদে মহাদেবকে যে আশ্বহননের দায় দেওয়া হয়েছে  
 মূলে এ প্রসঙ্গ নেই । সপ্তম শতকের অনুবাদ দুলাইনে  
 সংক্ষিপ্ত ।

## ককুনুছ পক্ষীর বিবরণ

কাকনুচ নামে এক মোহা<sup>১</sup> পক্ষিবর ।  
 হিন্দুস্থানি দেশে থাকে পর্বত<sup>২</sup> কন্দর ॥  
 নির্মাল স্যামল অঙ্গ চরণ রাতুল ।  
 দীর্ঘ পৃচ্ছ<sup>৩</sup> আখী যুগ মানিক্য সতুল<sup>৪</sup> ॥  
 হীরা জিনি চক্ষু তার সব রুদ্র মএ ।  
 আহার করিলে বায়ু সমুখে রহএ ॥<sup>৫</sup>  
 পোবন সমুখে জাঁদি প্রসারএ<sup>৬</sup> চক্ষু ।  
 রুদ্রপশ্বে প্রবেশিয়া সবদ হএ<sup>৭</sup> উগ ॥  
 প্রাতি রুদ্রপশ্বে উটে নানা জন্তু সন্দ ।  
 পশু পক্ষি মৃশা জাএ<sup>৮</sup> বৃনি হএ স্তব্দ ॥  
 সেই বৃধামএ সম্বৈ হৈয়া অবাসিত ।<sup>৯</sup>  
 ভাবেত বিলল<sup>১০</sup> পক্ষি নাচে বুললিত ॥  
 তাহার পশ্চাতে<sup>১১</sup> জাঁদি স্থান নিব্বহএ ।  
 নিত্য ২ কাষ্ঠী পুঞ্জ<sup>১২</sup> আনিয়া সঞ্জএ<sup>১৩</sup> ॥  
 চিরকাল এই মতে<sup>১৪</sup> হএ কাষ্ঠরাসী ।  
 তবে তার মৃত্যু উপস্থিত হএ আসী ॥  
 সোদিন সমস্ত<sup>১৫</sup> চক্ষু করে প্রকাশিত ।  
 নানা ভাল সন্দ উটে অতি বুললিত ॥  
 নানান ভাঙ্গমা করি নাচে সেই দিনে ।  
 পশু পক্ষি এক না রহএ অন্য স্থানে<sup>১৬</sup> ॥  
 সিংহ<sup>১৭</sup> করি মৃগ ব্যাগ্র একত্রে মিলিয়া<sup>১৮</sup> ।  
 চাহন্ত সে পক্ষির বৃক্ষিকত হইয়া<sup>১৯</sup> ॥  
 এই মতে নাচিয়া পূরিল জাঁদি আস<sup>২০</sup> ।  
 দুই পাখে কাষ্ঠ পুঞ্জ করএ বাতাস ॥  
 দৈবগতি কাষ্ঠপুঞ্জে লাগএ আগুনি ।  
 সেই অগ্নি মধ্যে<sup>২১</sup> পক্ষি<sup>২২</sup> পরএ আপনি ॥  
 ভস্ব রাসী হৈয়া<sup>২৩</sup> অগ্নি সান্ত হএ জবে ।  
 এক ডিম্ব তার মধ্যে<sup>২৪</sup> উপজএ তবে ॥  
 সেই ডিম্ব হোন্তে পক্ষি<sup>২৫</sup> পূনি জন্ম হএ ।  
 জেমত কাঁহল<sup>২৬</sup> সেই কর্ম তথা কএ ॥

১ মহা ২ প্রবত ৩ পৃচ্ছ ৪ মানিক্কের তুল ৫ আহার করিতে  
 খাউ সমুকেতে রএ ৬ পোসায়এ ৭ উটে ৮ পাএ ৯ সেই বৃধামএ  
 সব হই হরসীত ১০ বিভোল ১১ প্রচাতে ১২ কাষ্ঠপুঞ্জ ১৩ সঞ্জএ  
 ১৪ রূপে ১৫ সমস্থ ১৬ আনস্থানে ১৭ সীপা ১৮ করিয়া  
 ১৯ চাহন্ত পক্ষির ভাঙ্গি বৃক্ষিকত হইয়া ২০ মাস ২১ মাজে ২২ পাখী  
 ২৩ হই ২৪ মাজে ২৫ পাখী ২৬ জেই মত কৈল

ককুনুছ নামে এক মহাপক্ষীবর ।  
 হিন্দুস্থান দেশে থাকে পর্বত কন্দর ॥  
 নির্মাল স্যামল অঙ্গ চরণ রাতুল ।  
 দীর্ঘ পৃচ্ছ আখী যুগ মানিক্কোর তুল ॥  
 হীরা জিনি চক্ষু তার সব রুদ্রময় ।  
 আহার করিতে বায়ু সমুখে রহয় ॥  
 পবন সমুখে যদি প্রসারয় চক্ষু ।  
 রুদ্র পশ্বে প্রবেশিয়া শব্দ হয় উগ ॥  
 প্রাতি রুদ্র পশ্বে উটে নানা যন্তু শব্দ ।  
 পশু পক্ষি মূর্ছা যায় শূনি হয় স্তব্দ ॥  
 সেই বৃধাময় শব্দে হৈয়া হরাষিত ।  
 ভাবেত বিভোর পক্ষী নাচে বুললিত ॥  
 তাহার পশ্চাতে যেই স্থানে নৃত্য হয় ।  
 নিত্য নিত্য কাষ্ঠপুঞ্জ আনিয়া সঞ্জয় ॥  
 চিরকাল এই মতে হয় কাষ্ঠরাশি ।  
 তবে তার মৃত্যু উপস্থিত হয় আসি ॥  
 সে দিন সমস্ত চক্ষু করি প্রকাশিত ।  
 নানা ভাল শব্দ উটে অতি বুললিত ॥  
 নানান ভাঙ্গমা করী নাচে সেই দিনে ।  
 পশু পক্ষী এক নাহি রহে অন্য স্থানে ॥  
 সিংহ করী মৃগ ব্যাগ্র একত্রে মিলিয়া ।  
 চাহন্ত পক্ষীর ভাঙ্গী বৃক্ষিকত হইয়া ॥  
 এই মতে নাচিয়া পূরিল যদি আশ ।  
 দুই পাখে কাষ্ঠপুঞ্জে করয় বাতাস ॥  
 দৈবগতি কাষ্ঠপুঞ্জে লাগয় আগুনি ।  
 সেই অগ্নিমধ্যে পক্ষী পড়য় আপনি ॥  
 ভস্মরাশি হই অগ্নি শান্ত হয় ববে ।  
 এক ডিম্ব তার মধ্যে উপজয় তবে ॥  
 সেই ডিম্ব হোন্তে পক্ষী পূনি উপজয় ।<sup>১</sup>  
 যেমত কাঁহল সেই কর্ম আচরয় ॥<sup>২</sup>

১ আ ২ আ

শব্দার্থ টীকা : উগ—উচ্চ  
 বৃক্ষিকত—স্থির

মন্তব্য : মাগন ঠাকুরের কৌতুহল নিবৃত্তির জন্য এই  
 দীর্ঘ বিবরণ আলাওলের নতুন সংযোজন ।



মোর বাক্যে মনে জ্বদি পথ্যে<sup>২</sup> না ধরে ।  
মোহন্ত কৃত এবে দেখে কহিছে আস্তারে<sup>৩</sup> ॥  
সে জে সেখ ফরিদ আস্তার বর পির ।  
দেব প্রাএ বচন তাহার জান ধির ॥

তেন চিতা রচি যুগী অগ্নি দিল জবে ।  
স্যান আচমন করি যুচি হইলা সবে<sup>৪</sup> ॥  
পর্বত জ্বিনিয়া অগ্নি উঠিল আকাশ ।  
সকল দেবতা মনে লাগিল তরাস ॥  
বারব আনল সম দেখী হুতাসন ।  
তাহাত বিরহি<sup>৫</sup> অগ্নি করিলে<sup>৬</sup> দাহন ॥  
বিরহ আনল মিলি কোটী গুন হৈব ।  
পর্বত দহিয়া পূর্নি পাসান ফুটীব ॥  
কোন মতে<sup>৭</sup> শান্ত নহে বিরহ আনলে ।  
ভোবন পাতাল আদি এ স্বর্গ সকল<sup>৮</sup> ॥  
আমরা সকল আগে দহি হৈব ছার ।  
জ্বদি আসী বৃষধজ ন করে উদ্ধার ॥

আএ প্রভু দেব তাহ মৃতদ্বিজিত কায়্যা<sup>৯</sup> ।  
জদ্যাপী<sup>১০</sup> পাসানে আমী হইতে তোমা ছায়া<sup>১১</sup> ॥  
তোমা ভাবে আমাকে পূজয়<sup>১২</sup> সর্বজন ।  
নহেত পাসান পূজি কোন প্রয়োজন<sup>১৩</sup> ॥  
আপনা নামের প্রভু রাখীবা মহত ।  
সাক্ষাত হইয়া পূর নৃপ<sup>১৪</sup> মনরত ॥

১ বাক ২ পৈত্যা ৩ আতরে ৪ স্থান আচমন যুচি হইলেক তবে  
৫ বিরহ ৬ হইল ৭ মত ৮ ভোবন পাতাল সর্গ দহিব সকল ৯ আএ  
দেব মোহাপ্রভু মৃতদ্বিজব কায়্যা ১০ জৈম্বাপী ১১ হও তুমি ছায়া  
১২ সেবে ১৩ কন প্রয়োজন ১৪ নিপে

মোর বাক্য মনে যদি প্রত্যর না ধরে ।  
মোহন্ত কৃতবে দেখে কহিছে আস্তারে ॥  
সে যে সেখ ফরিদ আস্তার বড় পীর ।  
বেদ প্রায় বচন তাহার জান ধীর ॥  
তেন চিতা রচি যোগী অগ্নি দিল যবে ।  
শ্নান আচমন করি শূচি হৈল তবে ॥  
পর্বত জ্বিনিয়া অগ্নি উঠিল আকাশ ।  
সকল দেবতা মনে লাগিল তরাস ॥  
বাড়ব-আনল সম দেখি হুতাসন ।  
তাহাতে বিরহী অগ্নি করিলে দাহন ॥  
বিরহ আনল মিলি কোটি গুন হৈব ।  
পর্বত দহিয়া পূর্নি পাষণ ফুটিব ॥  
কোন মতে শান্ত নহে বিরহ-অনল ।  
ভুবন পাতাল স্বর্গ দহিব সকল ॥  
আমরা সকল আগে দহি হৈব ছার ।  
যদি আসি বৃষধজ না করে উদ্ধার ॥ (জা. ৭)

আয় প্রভু মহাদেব মৃতদ্বিজং কায়্যা ।  
যদ্যপি পাষণ আমি হই তোমা ছায়া ॥  
তোমা ভাবে আমাক পূজয় সর্বজন ।  
নহেত পাষণ পূজি কোন প্রয়োজন ॥  
আপনা নামের প্রভু রাখীবা মহত ।  
সাক্ষাত হইয়া পূর নৃপ-মনোরথ ॥

শব্দার্থ টীকা : মোহন্ত কৃতবে—মহাজন গ্রন্থ । আস্তার—  
ফরিদাশ্বিন আস্তার । বৃষধজ—মহাদেব

মন্তব্য : মাগন ঠাকুরের কৌতূহল নিবৃত্তির পর আলাওল আবার জ্বালসীর সপ্তম শ্তবকেই ফিরে এলেন । শ্তবকটি  
মূলানুগ । কেবল চিতার অগ্নিসংযোগের আগে রত্নসেনের শ্নান ও আচমনের প্রসঙ্গটি অন্তর্ভুক্ত করে নতুন সংযোজন । সপ্তম  
শ্তবকের দোহা অংশটিতে পৃথিবী ও আকাশভরা প্রেমের অগ্নিস্থলিঙ্গের ইমেজটি অন্তর্ভুক্ত করে বাদ গেছে । আর মূলে  
দেবতাদের বিধাতা-আহান অন্তর্ভুক্ত করে মহাদেব প্রসঙ্গে পরিণত । জ্বালসীর অষ্টম শ্তবকে যে হনুমান প্রসঙ্গটি আছে অন্তর্ভুক্ত  
তা সম্পূর্ণই বিচ্ছিন্ন । মূলের অষ্টম শ্তবকের পরিবর্তে অন্তর্ভুক্ত করে শেষাংশে দেবতার প্রশান্তিটুকু আলাওলের নবসংযোজন ।

## পার্বতী-মহেশ খণ্ড

এখ শত্ৰুত ভগ্নাত<sup>১</sup> করিতে দেব সবে ।  
 ততক্ষণে<sup>২</sup> জানিলা সৰ্বাংগ<sup>৩</sup> মোহাদেবে ॥  
 বৃসব<sup>৪</sup> বাহনে সগে লইয়া পাৰ্বতী ।  
 সতের<sup>৫</sup> গমনে আইল দেব উমাপতি<sup>৬</sup> ॥  
 সিরে জটা গগাধারি গলে অশ্ৰুমালা ।  
 অশ্ৰেত ভসম প্রবেশীত ব্যাঘ্র ছালা ॥  
 কশ্ঠে<sup>৭</sup> কাকোদর ভালে চন্দ্রমা সূচর<sup>৮</sup> ।  
 কক্ষ<sup>৯</sup> শ্ৰিগ<sup>১০</sup> ভূতনাথ করত ডমর<sup>১১</sup> ॥  
 সঙ্কর<sup>১২</sup> কন্দল কর্ণে হস্তেত গ্নিশূল ।  
 উরের কলিকা জিনি নয়ন রাতুল ॥  
 আসীয়া কহিলা রুদ্রে শূন<sup>১৩</sup> যদুগীবর ।  
 আশ্ৰিতঘাতি মোহাপাপ সংসার ভিতর ॥  
 বচনেক শূন অশ্ৰে<sup>১৪</sup>ন খোপিল অশ্রী ।  
 তাহার সপদ<sup>১৫</sup> লাগে মর জার লাগী ॥  
 জার লাগী পূরি<sup>১৬</sup> মর তার দিব<sup>১৭</sup> লাগে ।  
 আমার বচন জদি ন শূনহ আগে ॥  
 কিবা তপ সাধিতে ন<sup>১৮</sup> পার দেখী বশ্ট ।  
 কিবা যদুগ<sup>১৯</sup> নাস হৈল সত্য হৈল বশ্ট ॥  
 সজীবন কাল্য কেনে জানাও আনল ।  
 এই প্রাপ্ত হৈব<sup>২০</sup> এখ কাল তপ ফলে ॥  
 নূপতি দেখিল যদুগী মোহাতেজ রাসী ।  
 কহিলা কি কায্য<sup>২১</sup> আমা বাক্য<sup>২২</sup> বিলম্বসি ॥  
 অস্তরের অগ্নি মই সহিতে ন পারো<sup>২৩</sup> ।  
 নিসেদ না কর মনে<sup>২৪</sup> তিলেক নিস্তারো<sup>২৫</sup> ॥  
 শূন সিম্বদেব মই পশ্চাৎ লাগি ।  
 রাজ্যপাট সমস্ত তেজিয়া হৈল<sup>২৬</sup> যদুগী ॥  
 এই স্থানে আসী কন্যা<sup>২৭</sup> দেব পূজি<sup>২৮</sup> গেল ।  
 মোহর হৃদয় দক্ষ সতগুণ ভেল ॥  
 অশ্র প্রাণ ঘটে অশ্র হইছে বাহির ।  
 জীবন পরম দক্ষ ন<sup>২৯</sup> সহে শরীর ॥  
 সব সক্তি<sup>৩০</sup> পূজি<sup>৩১</sup> কিছু না পাইলুম বর ।  
 তে কারণে বদ দেম<sup>৩২</sup> সঙ্কর উপর ॥  
 তাহাতে আসীয়া দিলা অলগ সপদ ।  
 মৃত্যু হোস্তে জেই<sup>৩৩</sup> বাদে তাতে<sup>৩৪</sup> মোর বদ ॥

এত শত্ৰুত ভকতি করিতে দেব সবে ।  
 ততক্ষণে জানিলা সৰ্বাংগ মহাদেবে ॥  
 বৃষববাহন সগে লইয়া পার্বতী ।  
 সশ্বর গমনে আইলা দেব উমাপতি ॥  
 শিরে জটা গগাধারী গলে অশ্ৰুমালা ।  
 অশ্ৰেত ভসম বোশ্চিত ব্যাঘ্রছালা ॥  
 কশ্ঠে কাকোদর ভালে চন্দ্রমা সূচর ।  
 কক্ষ শিগ্যা ভূতনাথ করত ডম্বর ॥  
 শাখের কন্দল কর্ণে হস্তেত গ্নিশূল ।  
 ওড়ের কলিকা জিনি নয়ন রাতুল ॥  
 আসীয়া কহিল রুদ্রে শূন যোগিবর ।  
 আশ্রিতঘাত মহাপাপ সংসার ভিতর ॥  
 বচনেক শূন অশ্ৰে না ক্ষেপিও আগি ।  
 তাহার শপথ লাগে মর যার লাগি ॥  
 যার লাগি পূড়ি মর তার দিব লাগে ।  
 আমার বচন যদি না শূনহ আগে ॥  
 কিবা তপ সাধিতে না পারি দেখি কশ্ঠ ।  
 কিবা যোগ নাশ হৈল সত্য হৈল বশ্ট ॥  
 সজীবন কাল্য কেনে জ্ঞালাও আনলে ।  
 এই প্রাপ্ত হৈল এত কাল তপফলে ॥ (জা. ১)  
 নূপতি দেখিল যোগী মহাতেজ রাশি ।  
 কহিলা কি কায্য আমা বাক্য বিলম্বসি ॥  
 অস্তরের অগ্নি মই সহিতে না পারো ।  
 নিষেধ না কর মোরে তিলেক নিস্তারো ॥  
 শূন সিম্বদেব মই পশ্চাৎ লাগি ।  
 রাজ্যপাট সমস্ত তেজিয়া হৈল যোগী ॥  
 এই স্থানে আসি কন্যা দেব পূজি গেল ।  
 মোহর হৃদয় দক্ষ শতগুণ ভেল ॥  
 অশ্র প্রাণ ঘটে অশ্র হইছে বাহির ।  
 জীবন পরম দক্ষ না সহে শরীর ॥  
 শিব শক্তি পূজি কিছু না পাইলুম বর ।  
 তে কারণে বধ দেও শঙ্কর উপর ॥  
 তাহাতে আসীয়া দিলা অনশ্র সপদ ।  
 মৃত্যু হোস্তে যেই বাদে তাতে মোর বধ ॥ (জা. ২)

১ ভক্তি জে ২ ততক্ষণে ৩ সগম্ব ৪ বৃষেতে ৫ সশ্বর ৬ উমাবতি  
 ৭ কশ্ঠে ৮ কক্ষ ৯ সীগ্যা ১০ ডম্বর ১১ সঙ্কর ১২ শূন  
 ১৩ বচন শূনহ অশ্র ১৪ সপত ১৫ দিহ ১৬ সাধিতে না ১৭ জোগ  
 ১৮ হৈল ১৯ কায্য ২০ বাক্য ২১ পারি ২২ মোরে ২৩ নিস্তার  
 ২৪ হৈলম ২৫ কন্যা ২৬ পূজি ২৭ না ২৮ শক্তি ২৯ পূজি  
 ৩০ দেও ৩১ জে ৩২ তাহাতে

মন্তব্য : প্রথম শব্দের অন্বাদ অনেকটা মনোদগ ।  
 তবে ব্যতিক্রমগুলি হল : মূলে হনুমানের অনুরোধে  
 হরপার্বতীর আগমন, অন্বাদে দেবতাদের । মূলে কদম্ব  
 রোগীর বেশে হনুমান সহ মহাদেবের আগমন, অন্বাদে  
 তা অনুরোধিত । শিবের শব্দের দোহার অন্বাদ নেই ।

তখন পার্বতী মনে উপজিল দয়া<sup>১</sup> ।  
 পরম সুন্দরী<sup>২</sup> অপছর রূপ পাইয়া<sup>৩</sup> ॥  
 নৃপতির বস্ত্র ধরি বদলিলা হাসীয়া ।  
 য়ন রাজা তোমার বিরহে অগ্নে লক্ষি<sup>৪</sup> ।  
 বিসেস করিছো বহু দান ধর্ম দেখী<sup>৫</sup> ॥  
 রাজকাব্য তেজিয়া সাধিয়া<sup>৬</sup> সত যুগ<sup>৭</sup> ।  
 নিসার্থে<sup>৮</sup> দাহন বাতা গেল ইন্দ্রলোক ॥  
 তেকারনে য়রপতি পাঠাইল মুকে<sup>৯</sup> ।  
 তোমা সগে কন্তুকে থাকিতে মথ্যালোকে<sup>১০</sup> ॥  
 পুন্মফলে তোমারে প্রসন্ন<sup>১১</sup> দেবরাজ ।  
 অপছরা পাইলে পাম্বনি কোন কাজ ॥  
 অথনে<sup>১২</sup> মরন তেজ সিম্বি হইব যুগ<sup>১৩</sup> ॥  
 আমা সগে অজস্ম মানহ য়ক ভোগ ॥  
 য়ন ইন্দ্র অপচরা আমার বচন ।  
 সত্যনাস করে জেই কাপুরুষ জন ॥  
 এক ভাবে প্রাণ দিলে মূক্তিপদ পাই ।  
 দুই ভাবে নরকেত<sup>১৪</sup> পরে সর্বথায়<sup>১৫</sup> ॥  
 নরকুলে জন্ম মোর এই সথ্য<sup>১৬</sup> ভাব ।  
 সত অপচরা হোস্তে নাহি মোর লাভ ॥  
 মনুষ্যেরে মোহথ্য<sup>১৭</sup> দিয়াছে করতার ।  
 জ্বথ দেবগণ দেখ<sup>১৮</sup> নর পরিহার<sup>১৯</sup> ॥  
 নরকুলে জন্ম মূনি দুর্বাসার কুপ<sup>২০</sup> ।  
 তিলে মাঠ ইন্দ্র ছিঁরি লষ্ট হৈল সাপ<sup>২১</sup> ॥  
 নররূপে জন্ম বিষ্ণু নন্দের নন্দন ।  
 ব্রহ্মা যাদি দেবে কল্যা চরন বন্দন ॥  
 পুবে<sup>২২</sup> রহস্য<sup>২৩</sup> জ্বথ কহিতে অনেক ।  
 সাক্ষাতের বচন দেখহ পরতেক ॥  
 নর পুত্র লাগী কল্যা<sup>২৪</sup> ধন প্রাণপন ।  
 \* তুমী অপচরা কর আশ্বা<sup>২৫</sup> আরাধন ॥  
 করতারে<sup>২৬</sup> নিজ অংশে শ্রিজিল মানব ।  
 দেব নরে সমাগম<sup>২৭</sup> অতি অসম্ভব ॥

১ এরপর 'বা' পুঁথিতে আছে—কিছু সৈন্ত বৃদ্ধিবারে বিরচিল মায়ী  
 ২ সোপরি ৩ হৈআ ৪ অনী লখী ৫ বিসেস করিচ দান ধর্ম বহু  
 দেখী ৬ সাধিচ ৭ তপজোগ ৮ নিসেস ৯ মোক ১০ 'বা' পুঁথিতে  
 পংক্তিটি নেই ১১ প্রসেন্য ১২ এখনে ১৩ সীম্বি হৈল জোগ  
 ১৪ নাথকেতে ১৫ সর্ব দাএ ১৬ সৈন্ত ১৭ মনিস্বেরে মহন্ত  
 ১৮ আছে ১৯ পারি আর ২০ দুর্বাসার কোপে ২১ তিল মাঠ  
 ইন্দ্রোস্তির ভট্ট হৈব সাপে ২২ রোহাস্ব ২৩ কৈসুম ২৪ কি  
 আমার ২৫ করতাএ ২৬ সমগম

তখন পার্বতী মনে উপজিল দয়া ।  
 কিছু সত্য বৃদ্ধিবারে বিরচিল মায়ী ॥  
 পরম সুন্দরী অপসরা রূপ হৈয়া ।  
 নৃপতির বস্ত্র ধরি বদলিল হাসিয়া ॥  
 শূন রাজা তোমায় বিরহ-অগ্নি লক্ষি ।  
 বিশেষ করিলা বহু দান ধর্ম দৌখ ॥  
 রাজকাব্য তেজিয়া সাধিছ তপযোগ ।  
 নিঃস্বার্থ দাহন বাতা গেল ইন্দ্রলোক ॥  
 তোমা সগে কৌতুকে থাকিতে মর্তলোকে ।  
 তেকারনে সুন্দরপতি পাঠাইল মোকে ॥  
 পুণ্যফলে তোমারে প্রসন্ন দেবরাজ ।  
 অপসরা পাইলে পাম্বনী কোন কাজ ॥  
 এখনে মরন তেজ সিম্বি হৈল যোগ ।  
 আমা সগে আজস্ম মানহ সখভোগ ॥ (জা.৩)  
 শূন ইন্দ্র অপসরা আমার বচন ।  
 সত্য নাশ করে যেই কাপুরুষ জন ॥  
 একভাবে প্রাণ দিলে মূক্তিপদ পায় ।  
 দুইভাবে নরকেত পড়ে সর্বথায় ॥  
 নরকুলে জন্ম মোর এই সত্য ভাব ।  
 শত অপসরা হোস্তে নাহি মোর লাভ ॥  
 মনুষ্যেরে মহন্ত দিয়াছে করতার ।  
 যত দেবগণ দেখ নর পরিচার ॥  
 নরকুলে জন্ম মূনি দুর্বাসার কোপে ।  
 তিলমাঠ ইন্দ্র শ্রীলষ্ট হৈল শাপে ॥  
 নররূপে জন্ম বিষ্ণু নন্দের নন্দন ।  
 ব্রহ্মা আদি দেবে কৈল চরণ বন্দন ॥  
 পুবে<sup>২৪</sup> রহস্য যত কহিতে অনেক ।  
 সাক্ষাতের বচন দেখহ পরতেক ॥  
 পদ্মাবতী লাগি কৈলু ধন প্রাণ পণ ।  
 তুমি অপসরা কর আশ্বা আরাধন ॥  
 করতারে নিজ অংশে সৃজিল মানব ।  
 দেব নর সমাগম অতি অসম্ভব ॥ (জা. ৪)

মন্তব্য : তৃতীয় শতকের অনুবাদে মূলের দোহা অংশটি  
 যথারীতি অনুপস্থিত । এছাড়া মূলে আছে রত্নসেনের  
 রূপের খ্যাতির কথা, অনুবাদে গুণখ্যাতি । আর মূলে  
 রত্নসেনের হাতে পার্বতীর অঞ্জলি স্থাপন আর অনুবাদে  
 পার্বতীর রত্নসেনের বস্ত্র ধারণ । চতুর্থ শতকের অনুবাদে  
 মূলের বস্ত্রবাটুকু ছাড়া সব কিছুই আলাদা ।

এথেক স্বর্নিন্যা দে<sup>১</sup> ইসেত<sup>২</sup> হাসীয়া ।  
 সক্রন হৈয়া<sup>৩</sup> কহে শিব সগর্নাদিয়া<sup>৪</sup> ॥  
 দেখিল<sup>৫</sup> নৃপতি মনে সত্য অডোলিত<sup>৬</sup> ।  
 বিরহ আনল<sup>৭</sup> দহি আছে স্বর্নান্ধিত ॥  
 জ্বলিছে কন্যার ভাবে<sup>৮</sup> মনে নাহি আন ।  
 কসিয়া কসটী<sup>৯</sup> পাইল<sup>১০</sup> দ্বাদস বান<sup>১১</sup> ॥  
 বিসেস তোমার<sup>১২</sup> প্রীতি সকলপয় প্রান ।  
 হত্যা লৈয়া<sup>১৩</sup> ফল নাহি দেও ইচ্ছা দান ॥  
 ধার্মিক কৃপাল তুমি<sup>১৪</sup> ভোলা মহেশ্বর ।  
 বিসেস সাধক মোর ধার্মিক অন্তর ॥  
 তখন শিবের<sup>১৫</sup> মনে উপজ্বল দয়া<sup>১৬</sup> ॥  
 নিজ মূর্তি ধরিল সম্বরি সব মায়া<sup>১৭</sup> ॥  
 সিংধা মূর্তি হেরি নৃপ অঙ্গ পূজিত ।  
 লক্ষিতে<sup>১৮</sup> লাগীলা সব সিংধার<sup>১৯</sup> চরিত ॥  
 সিংধার শরীরে নাহি পরসহ<sup>২০</sup> মাঞ্চি ।  
 কটাক্ষ বর্জিত সিংধ<sup>২১</sup> পুরুষের আখী<sup>২২</sup> ॥  
 সিংধার<sup>২৩</sup> শরীরে পূর্নি বেক্ত নহে ছায়া<sup>২৪</sup> ॥  
 বিসেস দেখীলা পূর্নি<sup>২৫</sup> তেজ পূজা কায় ॥  
 চিনিলেক<sup>২৬</sup> নৃপতি প্রত্যক্ষ<sup>২৭</sup> মহেশ্বর ।  
 স্তূতি ভক্তি দন্ডবতে<sup>২৮</sup> মাগীলেন্ত<sup>২৯</sup> বর ॥  
 যুগ্য<sup>৩০</sup> স্তূতি করো<sup>৩১</sup> হেন মোর সক্তি নাই ।  
 এই সে ভরসা তুমি কৃপাল গোসাঞি ॥  
 ভকত<sup>৩২</sup> বৎসল প্রভু<sup>৩৩</sup> এই আশা করো ।  
 চরনে শ্বরন লইল<sup>৩৪</sup> কিবা জিও মরো ॥  
 এথ কাহি চরনে ধরিয়া নরপতি ।  
 বিস্তর কাঞ্চিয়া কল্যা অনেক কাকুতি<sup>৩৫</sup> ॥  
 শ্রাবণের মেঘে জেন বরিন্ধে নিভরে<sup>৩৬</sup> ॥  
 পূর্না শ্রুত চলিলেক ধরনি উপরে<sup>৩৭</sup> ॥

এতেক শূর্নিন্যা দেবী ঈষণ হাসিয়া ।  
 সক্রন হইয়া কহে শিব সসেবাধিয়া ॥  
 দেখিল<sup>৫</sup> নৃপতি মনে সত্য অনাধিত ।  
 বিরহ-আনলে দহি আছে স্বর্নান্ধিত ॥  
 জ্বলিছে কন্যার ভাবে মনে নাহি আন ।  
 কসিয়া কসটি পাইল<sup>১০</sup> দ্বাদশবাণ ॥  
 বিশেষ তোমার প্রীতি সংকল্পয় প্রাণ ।  
 হত্যা লইয়া ফল নাহি দেও ইচ্ছা দান ॥  
 ধার্মিক কৃপাল তুমি ভোলা মহেশ্বর ।  
 বিশেষ সাধক মোর ধার্মিক অন্তর ॥ (জা. ৫)  
 তখন শিবের মনে উপজ্বল দয়া ।  
 নিজ মূর্তি ধরিল সম্বরি সব মায়া ॥  
 সিংধা মূর্তি হেরি নৃপ-অঙ্গ পূজিত ।  
 লক্ষিতে লাগিল সব সিংধার চরিত ॥  
 সিংধার শরীরে নাহি পরশয় মাঞ্চি ।  
 কটাক্ষ বর্জিত সিংধা পুরুষের আঁখি ॥  
 সিংধার শরীরে পূর্নি ব্যক্ত নহে ছায়া ।  
 বিশেষ দেখীলা যেন তেজঃপূজা কায় ॥ (জা. ৬)  
 চিনিলেক নৃপতি প্রত্যক্ষ মহেশ্বর ।  
 স্তূতি ভক্তি দন্ডবতে মাগিলেক বর ॥  
 যোগ্য স্তূতি করো হেন মোর শক্তি নাই ।  
 এঁহি সে ভরসা তুমি কৃপাল গোসাঞি ॥  
 ভকতবৎসল প্রভু এই আশা করো ।  
 চরণ শরণ লইল<sup>৩৪</sup> কিবা জিও মরো ॥  
 এত কাহি চরণে ধরিয়া নরপতি ।  
 বিস্তর কাঞ্চিয়া কৈল অনেক কাকুতি ॥  
 শ্রাবণের মেঘে যেন বরিন্ধে নিভর ।  
 পূর্ণশ্রোত চলিলেক ধরণী উপর ॥ (জা. ৭)

১ দেবি ২ ইচ্ছিত ৩ সক্রন হই ৪ সীব সম্বাদিয়া ৫ দেখিল<sup>৫</sup> ম  
 ৬ সৈন্ত অনায়ত ৭ বিরহা আনলে ৮ জ্বলিল কৈন্যার ভাবে ৯ কচিট  
 ১০ দ্বাদশবান ১১ তোমার ১২ হস্তাইয়া ১৩ তুমি ১৪ দেবের  
 ১৫ মায়া ১৬ ধরিল বিস্বরি বৃপ কায় ১৭ লক্ষিতে ১৮ সীংধার  
 ১৯ পরসহ ২০ কটাক্ষ বর্জিত সীংধা ২১ আঁখি ২২ সীংধার  
 ২৩ চায়্যা ২৪ জেন ২৫ জানিলেক ২৬ প্রত্যক্ষ ২৭ দন্ডবতে  
 ২৮ মাগীলেক ২৯ জৈগ্যে ৩০ করি ৩১ জগত ৩২ গোসাই  
 ৩৩ লৈলুম ৩৪ ভকতি ৩৫ বরক নিভর ৩৬ উপর

রত্নসেন নানা লক্ষণ দেখে এঁকে মহেশ্বর বলে চিনতে পারলেন । কিন্তু অনূবাদের আছে শ্বরনধারণের প্রসঙ্গ । সন্তম  
 শ্বরনধারণের অনূবাদের মূলের প্রেমাকুলতার পরিবর্তে দেখা দিলেছে ভক্তিব্যাকুলতা । মূলে আছে পাম্বাবতীকে হারিয়ে রত্নসেনের  
 চিন্তাব্যাকুলতা আর অনূবাদের আছে মহেশ্বরের প্রীতি রত্নসেনের ভক্তিকাতরতা ।

মন্তব্য : পশ্চিম শ্বরনধারণের অনূবাদ মূলের তুলনায়  
 সংক্ষিপ্ত । মূলে রত্নসেনের প্রেমলক্ষণ সম্পর্কে আরও  
 অনেক কথা আছে, অনূবাদের তা চারটি পর্যন্তে সংক্ষিপ্ত ।  
 মূলে মহাদেব-পূজকে রামের প্রসঙ্গ আছে, অনূবাদের তা  
 বর্জিত । মূলের দোহা অংশাটতে শ্বরনারী মহেশ্বরকে  
 নিয়ে পার্বতীর কৌতুক কটাক্ষ আছে অনূবাদের তা  
 অনূপস্থিত । ষষ্ঠ শ্বরনধারণের অনূবাদের শিবের নিজমূর্তি ধারণের  
 কথা মূলে নেই । কদম্ব রোগীর ছন্দবেশে মহাদেব থাকলেও

কৃপার সাগর শিব স্নেহযুক্ত হইয়া<sup>১</sup> ।  
 কহিতে লাগীলা তবে নৃপ সম্বাদিনী ॥  
 ন কাম্দ ২ নৃপ কাশ্মিনী বিস্তর ।  
 মনবাণী সিন্ধি হৈব আমি দিল বর ॥  
 আগে দক্ষ সহিলে পশ্চাতে<sup>২</sup> যুক পাএ ।  
 বিধির নিবন্দ কভু খণ্ডন ন<sup>৩</sup> জাএ ॥  
 এবে যুগসিন্ধি হৈল<sup>৪</sup> না হৈয় বিকল ।  
 কাম দরসনে তোর হইল নির্মল ॥  
 উপদেশ বাক্য<sup>৫</sup> মোর য়নহ রাজন ।  
 বিনি সিন্দ দিলে চারে নই পাএ ধন ॥  
 জেই কাব্যে আসীআছ করি যুগ সিন্ধা<sup>৬</sup> ।  
 ঘরে উটী নৃপে গীয়া মাগে সেই ভিন্ধা<sup>৭</sup> ॥  
 উটীতে না দেএ জদি সিন্দ দিয়া জাইবা ।  
 প্রানপন করিলে সে মনবাণী পাইবা ॥  
 প্রান উপেক্ষিয়া সিন্দ মাঞ্জে কর যত্ন ।  
 তবে সে ডুবালে পাএ বহুমূল্য রত্ন ॥  
 জাবতে না করে যুগী আপন বিনাস ।  
 তবে ত<sup>৮</sup> ন পুরে কভু নিজ মন আস ।  
 আপনা করিয়া নাস ভাবহ জাহারে ।  
 কাব্যসিন্ধি হৈব মাত্র রাখহ তাহারে ॥  
 প্রকট<sup>৯</sup> কহিও কথা লোকাচার জত ।  
 গোপতে রাখহ মন জাএ মনুরত ॥  
 মূই ২ করিতে হারায় সব কাজ ।  
 আপে নাহি সব আছে য়ন মোহারাজ ॥  
 জিবন থাকিতে জদি মরে এক বার ।  
 পূনি কথা মরন কে মারে কেবা মার<sup>১০</sup> ॥  
 আপনোহি গুরু যুগী আপনোহি চেলা ।  
 আপনে সকল মাত্র আপনে এখেলা ॥  
 আপনে মরন সখ্য আপনে জিবন ।  
 জে চাহে করিতে পারে আপনে আপন ॥  
 আপনা করিলে নাস আপে সর্বলএ ।  
 আপনে জাহাক ভাবে আপে সেই হএ ॥

১ সীম সাহা জোড় হৈয়া ২ প্রচাতে ৩ না ৪ জোপ সীমি হৈব  
 ৫ বাক ৬ জোপ সীকা ৭ ঘরে উটী নিপ বর মাগী লও ভিন্ধা  
 ৮ ভাবে ৯ প্রকটে ১০ পূনি কি মরন কথা মরন কি মরে

অনুদিত । দশম শতকটিতে মূলানুগ অনুবাদ থাকলেও মূলের কৃষ্ণ প্রসঙ্গটি অনুবাদে অনুপস্থিত ।

কৃপার সাগর শিব স্নেহযুক্ত হৈয়া ।  
 কহিতে লাগিল তবে নৃপ সম্বাদিনী ॥  
 না কাম্দ না কাম্দ নৃপ কাশ্মিনী বিস্তর ।  
 মনোবাণী সিন্ধি হৈব আমি দিল বর ॥  
 আগে দক্ষ সহিলে পশ্চাতে সূখ পায় ।  
 বিধির নিবন্ধ কভু খণ্ডন না যায় ॥  
 এবে যোগ সিন্ধি হৈব না হৈও বিকল ।  
 কাম দরপন<sup>১</sup> তোর হইল নির্মল ॥  
 উপদেশ বাক্য মোর শুনহ রাজন ।  
 বিনি সিন্দ দিয়া চারে নাহি পায় ধন ॥  
 যেই কাব্যে আসিয়াছ কর যোগ শিক্ষা ।  
 গড়ে উঠি নৃপবর মাগী লও ভিন্ধা ॥  
 উঠিতে না দেয় যদি সিন্দ দিয়া যাইবা ।  
 প্রাণপন করিলে সে মনোবাণী পাইবা ॥  
 প্রাণ উপেক্ষিয়া সিন্দ মাঞ্জে কর যত্ন ।  
 তবে সে ডুবায় পায় বহুমূল্য রত্ন ॥ (জা.৮-৯)  
 যাবতে না করে যোগী আপনা বিনাশ ।  
 তাবতে না পুরে কভু নিজ মন আশ ॥  
 আপনা করিয়া নাশ ভাবহ যাহারে ।  
 কাব্যসিন্ধি হৈব মাত্র রাখহ তাহারে ॥  
 প্রকটে কহিও কথা লোকাচার যত ।  
 গোপত রাখিও মন যথা মনোরথ ॥  
 মূই মূই করিতে হারায় সব কাজ ।  
 আপ নাহি সব আছে শুন মহারাজ ॥  
 জীবন থাকিতে যদি মরে একবারে ।  
 পূনি কোথা মরণ কে মরে কেবা মারে ॥  
 আপনোহি গুরু যোগী আপনোহি চেলা ।  
 আপনে সকল মাত্র আপনে একেলা ॥  
 যে চাহে করিতে পারে আপনে আপন ।  
 আপনে মরণ সত্য আপনে জীবন ॥  
 আপনা করিয়া নাশ আপে সর্ব লয় ।  
 আপনে যাহাকে ভাবে আপ সেই হয় ॥ (জা.১০)

মন্তব্য : অষ্টম নবম শতকের অনুবাদটিতে জায়সীর অষ্টম  
 শতকেরই প্রাধান্য । নবম শতকের মধ্যে মূলের দেহ-গড়ের  
 বিস্তারিত রূপক চিত্রটি অনুবাদে নেই । দোহা অংশটিই

## রাজা-গড় আক্রমণ খণ্ড

এথেক কহিয়া হর হৈয়া<sup>১</sup> অশুভ্যান ।  
 সীস্যাগন সঙ্গে নৃপ করিলা পর্যান ॥  
 জাইতে ২ গেলা ঘরের নিয়র ।  
 মোহাসন্দ হৈল যুগী বেরিলেক ঘর ॥  
 স্মাররক্ষি গনে দেখী লাগাএ কপাট<sup>৩</sup> ।  
 কেহ বোলে ধর মার কেহ বোলে কাট<sup>৪</sup> ॥  
 উপরে থাকিয়া সবে দেখন্ত কতরুক<sup>৫</sup> ।  
 রহিলেন্ত<sup>৬</sup> যুগীগন স্মারের সম্মুক ॥  
 নৃপতির আগে তবে হইল ফুক<sup>৭</sup> ।  
 কথা হোসেত যুগী আইল ঘরের স্মার<sup>৮</sup> ॥  
 প্রভেসীতে চাহে সব<sup>৯</sup> ঘরের ভিতর ।  
 স্মার বাসি রহ হৈল দেখী বহুতর<sup>১০</sup> ॥  
 কথা নহি দেখী আমি হেন যুগী টেট<sup>১১</sup> ।  
 পদুছিতে উচিত হএ পাটাই বসিট<sup>১২</sup> ॥ \*  
 নৃপতির আগাএ চলিলা দুইজন ।  
 কি হেতু আসীছে যুগী জিজ্ঞাস বচন ॥

এতেক কহিয়া হর হৈল অশুভান ।  
 শিষ্যাগন সঙ্গে নৃপ করিলা পর্যান ॥  
 যাইতে যাইতে গেল গড়ের নিয়ড় ।  
 মহাশন্দ হৈল যোগী বোড়িলেক গড় ॥  
 স্মাররক্ষিগনে দেখি লাগায় কপাট ।  
 কেহ বোলে ধর মার কেহ বোলে কাট ॥  
 উপরে থাকিয়া সবে দেখন্ত কৌতুক ।  
 রহিলেন্ত যোগীগণ স্মারের সম্মুক ॥  
 নৃপতির আগে তবে হইল ফুক ।  
 কোথা হোসেত যোগীগণ আইল গড়বার ॥  
 প্রবেশিতে চাহে সবে গড়ের ভিতর ।  
 স্মার বাসি রহিলেক দেখি বহুতর ॥  
 কোথা নাহি দেখি আমি হেন যোগী টেট ।  
 পদুছিতে উচিত হয় পাটাই বসিট ॥  
 নৃপতি আজ্ঞায় চলিল দুই জন ।  
 কি হেতু আসিছে যোগী জিজ্ঞাস বচন ॥ (জা.১)

### রাগ চন্দ্রাবলি ছন্দ

আসি <sup>১১</sup> রাএবার	করি নমস্কার	আসি রায়বার	করি নমস্কার
বলে <sup>১২</sup> য়ন গরুদেব ।		বলে শুন গরুদেব ।	
নৃপতি আদেশ	কথা সবিষেস <sup>১৩</sup>	নৃপতি আদেশ	কথা সবিষেষ
কহ পাদ <sup>১৪</sup> করি সেব ॥		কহ <sup>১৫</sup> পদ করি সেব ॥	
জবে বনিজার	মিলিয়া পশার <sup>১৬</sup>	যবে বনিজার	মিলিয়া পশার
বেকা কিনি কর হাট <sup>১৭</sup> ।		বিকি কিনি কর হাটে ।	
জবে যুগী শিক্ষা <sup>১৮</sup>	মাগি লৈয়া <sup>১৯</sup> ভিক্ষা	যবে যোগ শিক্ষা	মাগি লৈয়া ভিক্ষা
চাহ <sup>২০</sup> আপনা বাট ॥		চলহ আপন বাটে ॥	
ঘরের উপরে	কিসের অস্তরে	গড়ের উপরে	কিসের অস্তরে
জাইতে চাহ যুগীরাজ <sup>২১</sup> ।		যাইতে চাহ যোগীরাজ ।	
এথাৎ রহন	কোন প্রয়োজন <sup>২২</sup>	এথাৎ রহন	কোন প্রয়োজন
কিবা মনে চিন্তা কাজ <sup>২৩</sup> ॥		কিবা মনে চিন্ত কাজ ॥	

১ হৈল ২ লাগাইল কপাট ৩ কেহ ২ ধর বোলে কেহ মার কাট  
 ৪ ক্রতরুক ৫ রহিলেক ৬ কথা হসেত যুগী গন আইল ঘর স্মার  
 ৭ সবে ৮ স্মার বাসি রাখী আইল নৃপতি গোচর ৯ টীট ১০  
 পাটাইআ চিট । \* এর পর বা পদুছিতে অভিযুক্ত পংক্তি—

নৃপতি কহিল গীআ পদুছ জন্তনে ।  
 পশ্চাতে করিব দান বদ্বিজয়া তখনে ॥

১১ আসীআ ১০ বোলে ১৩ সবিষেস ১৪ পদ ১৫ মৌলিরা পোসার  
 ১৬ বিকিকিনি করে হাটে ১৭ জোগ সীক্ষা ১৮ লই ১৯ চলহ  
 ২০ যুগী নাথ ২১ কন প্রয়োজন ২২ কিবা চিন্তা কলরাজ ।

শব্দখ টীকা : পর্যান—প্রস্থান ; ফুক—চিৎকার  
 টেট—ধৃত বসিট—দৃত, বসিট > বসিট  
 রায়বার—রাজবার্তাবহ বনিজার—বাণকের

মন্তব্য : প্রথম শব্দকের অনুবাদে মূলানুগত্য সঞ্চেও  
 মূলে মহাদেবের কাছ থেকে ছাড়াও সিদ্ধদাতা গণেশের  
 কাছ থেকেও রত্নসেনের সিদ্ধলাভের কথা আছে, অনুবাদে  
 সে প্রসঙ্গটি অনুপস্থিত ।

জবে আন ভাব	ভাত নাহি লাভ
বুজি দেখ সমাগম । <sup>১</sup>	
তিলেক কুপিলে	মরিবা সকালে <sup>২</sup>
নৃপতি শাক্তাত <sup>৩</sup> জন্ম ॥	
এ সব উত্তর	যুগী যুগীবর
বলে <sup>৪</sup> যুগ নৃপদত ।	
নহি <sup>৫</sup> বনিজার	শত্রু নহি <sup>৬</sup> কার
আমী যুগী অবদত ॥	
যুগ পরিহারি	যুগী ভেস ধরি
আইলু <sup>৭</sup> ভিক্ষা মাগীবার ।	
ভিক্ষা প্রাপ্ত হইলে	জাইব সকালে
কিবা প্রয়োজন যার <sup>৮</sup> ॥	
পদ্মাবর্তি দান	মাগী নৃপ স্থান <sup>৯</sup>
পাইলে জাইব <sup>১০</sup> দেশ ।	
না <sup>১১</sup> পাই জাবত	রহিছ <sup>১২</sup> তাবত
জদ্যাবধি <sup>১৩</sup> আউ সেস ॥	
আর হেন ঋণ	নাহিক সংসার
জাহাত <sup>১৪</sup> মাগীবি ভিখ <sup>১৫</sup> ।	
হাতেত খাবর	মাগী এই বর
আর কিছু নহে <sup>১৬</sup> ধিক ॥	
জেই যুগী জন	ভিক্ষা লইতে মন
আইশএ <sup>১৭</sup> নৃপতি ঘর ।	
নৈরাস জে জন	যুগে সে <sup>১৮</sup> আসন
ব্রহ্মাত <sup>১৯</sup> না <sup>২০</sup> মাগে বর ॥	
কালির হাতিম	দক্ষতা অসিম <sup>২১</sup>
যুনায়েক সিরোমাণি । <sup>২২</sup>	
টাকুর মাগন	আরতি কারন
হিন আলাওলে ভনি ॥*	

১ সমাগম ২ সকলে ৩ সাক্ষাতে ৪ বোলে ৫ নাই ৬ নাই ৭ আইগাম  
 ৮ আর ৯ নিপস্তান ১০ চলি জাই ১১ না ১২ রহিব  
 ১৩ জৈম্বাবদি ১৪ কাহাতে ১৫ ভিক ১৬ নাই ১৭ আসীএ  
 ১৮ যুগী ১৯ ব্রহ্মাতে ২০ না ২১ দক্ষতা অসীম ২২ যুনাউক  
 সীরমনি \* এর পর 'বা' পুঁথিতে নির্মালিখিত পুঁথিপকা—  
 মহন্ত চরিত জ্ঞান আত্মলিত  
 ছিরি কামদর আলি ।  
 খুদ্র জ্ঞানিহন আবুল হোচন  
 লেখীলুম এ পণ্ডালি ॥

যবে আন ভাব	তাতে নাহি লাভ
বুজি দেখ সমাগম ।	
তিলেক কোপিলে	মরিবা সকলে
নৃপতি সাক্ষাত <sup>৩</sup> যম ॥	(জা.২)
এসব উত্তর	শুনি যোগিবর
বলে শুন নৃপদত ।	
নহি বনিজার	শত্রু নহি কার
আমি যোগী অবদত ॥	
যুগ পরিহারি	যোগী বেশ ধরি
আইলু ভিক্ষা মাগিবার ।	
ভিক্ষাপ্রাপ্ত হইলে	যাইব সকলে
কিবা প্রয়োজন আর ॥	
পদ্মাবর্তী দান	মাগি নৃপস্থান
পাইলে যাইব দেশ ।	
না পাই যাবত	রহিব তাবত
যদ্যাবধি আয়ু শেষ ॥	
আর হেন ঋণ	নাহিক সংসার
যাহাত মাগিব ভিখ ।	
হাতেত খাপর	মাগি এই বর
আর কিছু নাহি ধিক ॥	
যেই যোগী জন	ভিক্ষা লৈতে মন
আইসয় নৃপতি ঘর ।	
নৈরাস যে জন	সুধীর আসন
ব্রহ্মাত না মাগে বর ॥	(জা.৩)
কালির হাতিম	দক্ষতা অসীম
যুনায়েক শিরোমাণি ।	
টাকুর মাগন	আরতি কারণ
হীন আলাওলে ভনি ॥	

মন্তব্য : দ্বিতীয় শতকের অনুবাদে যোগীদের প্রতি  
 দূতের যে সম্ভ্রম প্রকাশ পেয়েছে মূলে তা নেই। মূলে  
 বরং আছে সিংহলরাজের বীরবক্তা সম্পর্কে দূতদের  
 স্লাম্বাবোধ ও ঔষধ্য। দ্বিতীয় শতকের দোহা অংশের  
 অনুবাদ অনুপস্থিত। তৃতীয় শতকের অনুবাদের শেষে  
 দোহা অংশটি বর্তমান। কিন্তু ব্রহ্মার নিকট বর প্রার্থনার  
 প্রসঙ্গটি মূলে নেই। প্রশান্ত সূচক ভাষিতা শতকটি  
 আলাওলের নিজস্ব।

যদুনিয়া স্কোপে তবে কহিল অসিষ্ট<sup>১</sup> ।  
 কথাতে নাহিক আর হেন যদুগী টেট<sup>২</sup> ॥  
 জেই জন জ্ঞানমন্ত চতুর পশিডত ।  
 আপনার যোগ্য<sup>৩</sup> কথা কহিতে উচিত ॥  
 নৃপতি গন্দব<sup>৪</sup> সেন ইন্দ্র সমস্বর ।  
 হেন বাক্য বলিতে<sup>৫</sup> কি প্রান<sup>৬</sup> নাহি ডর ॥  
 সিংহলের হস্তি পদে চূর্ন<sup>৭</sup> বত হইবা ।  
 ব্রজ<sup>৮</sup> সম গদাঘাতে<sup>৯</sup> উরি ২ জাইবা ॥  
 ভিক্ষা নাম পাসরিবা নৃপ<sup>১০</sup> হৈলে কোপ ।  
 ইন্দ্রহো সহিতে নারে জাহার আটোপ ॥  
 নৃপকুল সমদৃষ্টি<sup>১১</sup> ন জাএ জখাত ।  
 হেন স্থানে ভিক্ষুকে<sup>১২</sup> মিলিতে চাহে হাত ॥  
 যদুগ্যা যদুগ্য<sup>১৩</sup> না বৃজ<sup>১৪</sup> অসক অবিলাস<sup>১৫</sup> ।  
 ভূমীতে পারিয়া চাহ চাটীতে<sup>১৬</sup> আকাশ ॥  
 খগপতি অমৃত<sup>১৭</sup> হরিল অনাআসে ।  
 পক্ষি ভাবে সেই শ্রধা করএ বায়সে<sup>১৮</sup> ॥  
 গমনের স্থল বৃজি পদ ধর নাথ ।  
 তথা না হেরিয় জথ না সহএ মাথ<sup>১৯</sup> ॥  
 পশ্চাৎ জেই পাএ তার রাযপাট ।  
 যদুন্দরী<sup>২০</sup> নৃপতি গৃহে যদুগী করি টাট ॥  
 নৃপে কহে যদুগী করি সখ্য<sup>২১</sup> কাটাসন ।  
 একভাবে জুগ পশে<sup>২২</sup> নহে দুয়া<sup>২৩</sup> মন ॥  
 আর জথ কর্ম ওখাসীলে<sup>২৪</sup> সিঁধি হএ ।  
 আপনা দাহন বিন্দু জুগ<sup>২৫</sup> সিঁধি নহে ॥  
 সিংহলের<sup>২৬</sup> হস্তি ভএ নাহি মোর ভংগ ।  
 সিংগ<sup>২৭</sup> সম গুরু মোর সততই<sup>২৮</sup> সগ ॥  
 তোর সন্য হিঁহু দেখে<sup>২৯</sup> খুর সমতুল ।  
 গুরুর প্রতাপে<sup>৩০</sup> তিলে গিরি কর ধূল<sup>৩১</sup> ॥  
 তোর তির গোলাগদূলি জথ ভেদ মর্ম ।  
 কি করিতে পারে মোর গুরু আছে ব্রহ্ম<sup>৩২</sup> ॥  
 মরণের ভয় জার আছে হ্রদ মাজ ।  
 তাহাতে দর্শাও<sup>৩৩</sup> ভএ আমাতে কি কাজ ॥

যদুনিয়া স্কোপে তবে কহিল বসিষ্ট ।  
 কোথাত নাহিক দেখি হেন যোগী ডিষ্ট ॥  
 যেই জন জ্ঞানবন্ত চতুর পশিডত ।  
 আপনার যোগ্য কথা কহিতে উচিত ॥  
 নৃপতি গন্দবসেন ইন্দ্র সমসর ।  
 হেন বাক্য কহিতে কি প্রাণে নাহি ডর ॥  
 সিংহলের হস্তীপদে চূর্ণ<sup>৩৪</sup> বং হৈবা ।  
 ব্রজসম গোলাঘাতে ডাঁড়ি ডাঁড়ি যাইবা ॥  
 ভিক্ষা নাম পাসরিবা নৃপ হৈলে কোপ ।  
 ইন্দ্রও সহিতে নারে যাহার আটোপ ॥  
 নৃপকুল সমদৃষ্টি না যায় যথাত ।  
 হেনস্থানে ভিক্ষুকে মেলিতে চাহে হাত ॥  
 যোগ্যযোগ্য না বৃজি অশক্য অভিলাষ ।  
 ভূমিতে পাড়িয়া চাহ চাটীতে আকাশ ॥  
 খগপতি অমৃত হরিল অনায়াসে ।  
 পক্ষীভাবে সেই পশ্চাৎ করয় বায়সে ॥  
 গমনের স্থল বৃজি পদ ধর নাথ ।  
 তথা না হেরিয় যথা না সহয় মাথ ॥  
 পশ্চাৎবর্তী যেই পায় তার রাজ্যপাট ।  
 যদুন্দরী নৃপতি-গৃহে যোগী করি কাট ॥ (জা৪)  
 নৃপে কহে যোগী সত্য শত করি কাট<sup>৩৬</sup> ।  
 একভাবে যোগপশ্য নহে দুই বাট<sup>৩৭</sup> ॥  
 আর যত কর্ম অভ্যাসিলে সিঁধি হয় ।  
 আপনা দাহন বিন্দু যোগিসিঁধি নয় ॥  
 সিংহলের হস্তিভয়ে নাহি মোর ভংগ ।  
 সিংহসম গুরু মোর সততই<sup>৩৮</sup> সগ ॥  
 তোর সৈন্য হস্তী দেখি ক্ষুদ্র সমতুল ।  
 গুরুর প্রতাপে তিলে গিরি করি ধূল ॥  
 তোর তীর গোলাগদূলি যত ভেদ মর্ম ।  
 কি করিতে পারে মোর গুরু আছে বর্ম ॥  
 মরণের ভয় যার আছে হ্রদ মাঝ ।  
 তাহারে দর্শাও ভয় আমাতে কি কাজ ॥ (জা ৫)

১ অসীট ২ টিট ৩ জৈগ্য ৪ গন্দুব ৫ হেন বাক্য বৃজিতে ৬ মনে  
 ৭ ব্রজ ৮ গোলাঘাতে ৯ রাজা ১০ সমদৃষ্টি ১১ ভিক্ষাক  
 ১২ জৈগ্য ১৩ ১৩ বৃজিয়া ১৪ হাবিলাস ১৫ চরিতে ১৬ অস্ত্র  
 ১৭ বাওসে ১৮ মাত ১৯ সোন্দরি ২০ সৈন্ত ২১ জোগপশ্য ২২ নাই  
 দেও ২৩ অভ্যাসিলে ২৪ দহন বিনে জোগ ২৫ সীকলের ২৬ সীক  
 ২৭ সতত জে ২৮ তোর হস্তি সৈন্য দেখা ২৯ প্রভাবে ৩০ গীর  
 করি চুর ৩১ ব্রহ্ম ৩২ তাহারে দর্শাও

মন্তব্য: চতুর্থ শতকের অনুবাদ মোটামুড়ি মুলানুগ ।  
 তবে মূলে যব-পেষণের যে উপমাটি আছে অপরিচিতি  
 হেতু অনুবাদে সেটি বাদ গেছে । আবার অনুবাদে  
 গরুড়ের অমৃতহরণের পৌরাণিক প্রসঙ্গটি নবাগত ।  
 গরুড় ও কাকের তুলনাটিও মূলে অনুপস্থিত । পঞ্চম  
 শতকের অনুবাদে মূলগত বক্তব্য এক হওয়া সত্ত্বেও মূলে যে  
 পরিণাম-নশ্বরতার দার্শনিকতা ব্যক্ত হয়েছে অনুবাদে তা  
 নেই । দোহা অংশটিও অনুবাদে নেই ।



এথেক শূনিয়া দত্ত চলিল সস্তর ।  
 কাহিল সকল কথা নৃপতি গোচর ॥  
 শূনি ক্রোধে<sup>১</sup> হৈল নৃপ<sup>২</sup> আনল সমান ।  
 হেন বাক্য<sup>৩</sup> যুগীর এখনে আছে প্রাণ ॥  
 হস্তি ঘোড়া কটক<sup>৪</sup> জাও কর<sup>৫</sup> বহুতর ।  
 সিংহে মার দৃষ্ট যুগী বিলম্ব না কর ॥  
 মন্ত্রি সবে কাহিল শূনহ নরপতি<sup>৬</sup> ।  
 গুরুতর পাতক বধিলে<sup>৭</sup> জুগীজাতি ॥  
 জিনিলে ভিখারি<sup>৮</sup> যুগী নাহিক মহিমা ।  
 দৈবগতি<sup>৯</sup> হারিলে লাজের নাহি সীমা ॥  
 বিনি দেববলে যুগী না করে সাহাস ।  
 অজয় বিজয় দুই মানয়<sup>১০</sup> পৈরস<sup>১১</sup> ॥  
 সহজে অবধ জুগী তাক<sup>১২</sup> কিবা রোস ।  
 সকল প্রকারে নৃপতিত<sup>১৩</sup> লাগে দোস ॥  
 প্রবেসীতে ন<sup>১৪</sup> পারিলে ঘরের<sup>১৫</sup> ভিতর ।  
 জ্ঞাতথা চলি জাইব ন পাই উত্তর ॥  
 নতুবা রহোক পক্ষ মাসেক পয্যন্ত<sup>১৬</sup> ।  
 পাসান ভিক্ষিয়া নিন্ত কার হেন দন্ত<sup>১৭</sup> ॥  
 ক্রোধ সমদারিলা নৃপ<sup>১৮</sup> মন্ত্রির বচনে ।  
 ঘর<sup>১৯</sup> শ্বারে থাকি যুগী ভাবে মনে<sup>২০</sup> ॥  
 নৃপতির দত্তে আসি না দিল সমদাদ ।  
 এক না বদ্বিজল কিবা সিদ্ধি কায্য বাদ ॥  
 স্বর্গ পরে<sup>২১</sup> বাণ্ডা মোর পাখাহিন কায়া ।  
 বদ্বিজতে নারিল তন্ত প্রিয়া রোস<sup>২২</sup> গায়া ॥  
 শূনিতে রক্তের ধার<sup>২৩</sup> বহিল নয়নে ।  
 হিরামনি যুক হাংকারিল ততক্ষণে<sup>২৪</sup> ॥ \*  
 সেই<sup>২৫</sup> রক্তে পত্র লিখী যুক সমাপিলা ।  
 গ্রহিতে যুকের চণ্ড রাতুল হইলা ॥

এথেক শূনিয়া দত্ত চলিল সস্তর ।  
 কাহিল সকল কথা নৃপতি গোচর ॥  
 শূনি ক্রোধে হৈল নৃপ আনল সমান ।  
 হেন বাক্য যোগীর এখনে আছে প্রাণ ॥  
 হস্তী ঘোড়া কটক জাউক বহুতর ।  
 শীঘ্র মার দৃষ্ট যোগী বিলম্ব না কর ॥  
 মন্ত্রী সবে কাহিল শূনহ নরপতি ।  
 ঘোরতর পাতক বধিলে যোগী জাতি ॥  
 জিনিলে ভিখারী যোগী নাহিক মহিমা ।  
 দৈবগতি হারিলে লাজের নাহি সীমা ॥  
 বিনি দেব-বলে যোগী না করে সাহস ।  
 অজয় বিজয় দুই মনে অপযশ ॥  
 সহজে অবধ্য যোগী তাহে কিবা রোষ ।  
 সকল প্রকারে নৃপতির লাগে দোষ ॥  
 প্রবেশিতে না পারিলে গড়ের ভিতর ।  
 যথা তথা চলি যাইব না পাই উত্তর ॥  
 নতুবা রউক পক্ষ মাসেক পর্যন্ত ।  
 পাষণ ভিক্ষি ব নিত্য কার হেন দন্ত ॥ (জা.৬)  
 ক্রোধ সম্বরিল নৃপ মন্ত্রীর বচনে ।  
 গড় শ্বারে থাকি যোগী ভাবে মনে মনে ॥  
 নৃপতির দত্ত আসি না দিল সংবাদ ।  
 এক না বদ্বিজল কিবা সিদ্ধিকার্য বাদ ॥  
 স্বর্গপরে বাণ্ডা মোর পাখা-হীন কায়া ।  
 বদ্বিজতে নারিল তন্ত প্রিয়া রস মায়া ॥  
 শূনিতে রক্তের ধার বহিল নয়নে ।  
 হীরামনি শূক হাংকারিল ততক্ষণে ॥  
 সেই রক্তে পত্র লিখি শূকে সমাপিলা ।  
 গ্রহিতে শূকের চণ্ড রাতুল হইলা ॥ (জা.৭)

১ নৃপ ২ ক্রোধ ৩ বাক্য ৪ জাউক ৫ নৃপতি ৬ বদিলে ৭ ভিকারি  
 ৮ দৈবজোগে ৯ মনে ১০ অপসর ১১ তাহে ১২ নৃপতির  
 ১৩ প্রবেসীতে ১৪ গরের ১৫ নতুবা রহুক মাস পৈক্ষক পেঞ্জালত  
 ১৬ পাসান ভিক্ষি ব হেন কারিলেক দন্ত ১৭ হেন ১৮ গর  
 ১৯ স্বর্গপরে ২০ রস ২১ শূনিতে রক্তের ধারা ২২ ততক্ষণে  
 \* এরপর 'বা' পদ্যেতে অতিরিক্ত পংক্তি—

সেই হিরামনি যুক তথাতে আইলা ।

যুক চণ্ড দেখী রাজা মন সান্ত হইলা ॥

মন্তব্য : ষষ্ঠ স্তবকটিতে মূলে যোগীহত্যার যে প্রস্তাব  
 এসেছিল রাজকুমারদের কাছ থেকে অনুবাদে সেটি সরাসর  
 রাজার মুখে বসানো হয়েছে । মন্ত্রীদের পরামর্শ মোটামুটি  
 মূলানুগ । দোহা অংশেরও অনুবাদ আছে, তবে পক্ষ বা  
 মাসের কথা মূলে নেই । সপ্তম স্তবকটি মূলের তুলনায়  
 বেশ সংক্ষিপ্ত । ঘটনা দুক্ট্রেই মোটামুটি এক । অবশ্য  
 মূলে রাজার পত্রটি ঠোটে করে নিয়ে পরে অগ্নিবলয়ের  
 ন্যায় কষ্টে জড়িয়ে নেওয়ার কথা আছে । অনুবাদে এ  
 ঘটনা নেই । সেখানে শূক চণ্ড দিয়ে পত্রধারণের কথাই  
 আছে । দোহা অংশটি অনুবাদে বর্জিত ।

আর মূখে<sup>১</sup> বচন কহিয় মনস্‌কাম ।  
 প্রথমে কহিও মোর কটী পরনাম ॥  
 উরিয়া চলিল যুক লইয়া দক্ষপাতি ।  
 যুবক<sup>২</sup> মন্দিরে জথা বৈসে পম্বাবতি ॥  
 বসিয়াছে পম্বাবতি হৈয়া মৈন রীত ।  
 দিনকর বিন্দু<sup>৩</sup> জেন কমল মৃদিত ॥  
 বিসবত লাগে যুকভোগ গৃহবাস<sup>৪</sup> ।  
 মধুকর<sup>৫</sup> বিনে পম্বা<sup>৬</sup> নাহিক উলাস ॥  
 প্রথমে দ্রসন<sup>৭</sup> হেতু দক্ষ বহুতর ।  
 দ্রসন<sup>৮</sup> পরস আসে দক্ষ সতান্তর ॥  
 প্রেমের অক্ষর জদি জাম্বল হৃদএ ।  
 বিছোদ<sup>৯</sup> শতত সাখা পত্র বৃক্ষ<sup>১০</sup> হএ ॥  
 আগর চন্দন চন্দ্র মলয়া সমীর ।  
 কৃপকট<sup>১১</sup> সমান দহে অভরন<sup>১২</sup> চির ॥  
 সখীগন মূখে প্রেম প্রসঙ্গ যুদিলে ।  
 সমির সঞোগে অর্নি<sup>১৩</sup> সতগুণ জলে ॥  
 রক্ষ<sup>১৪</sup> অবসানে কেস<sup>১৫</sup> বসন মলিন ।  
 চাতক সবদ মনে ভাবে নিসি দিন ॥

ততক্ষণে পত্র লৈয়া আইল হিরামনি ।  
 মোহান্তিষ্ণা কালে জেন পাইল যুদ্ধপানি ॥  
 এথকালে যুককে আশা করিল শ্বরণ<sup>১৬</sup> ।  
 কিবা পম্ব<sup>১৭</sup> ভুলি আইলা না বৃদ্ধি কারণ ॥  
 প্রথমে কাশ্মিলা<sup>১৮</sup> মন কহি প্রেম রস ।  
 দেখিয়া হইল<sup>১৯</sup> তার লক্ষ গুনে<sup>২০</sup> বস ॥  
 আমা প্রীতি প্রেম জদি থাকিত নিশ্চিত ।  
 দরসন কালে কেনে হইত<sup>২১</sup> নিদ্রিত ॥  
 চন্দন ছিটন ছলে লেখিল<sup>২২</sup> অক্ষর ।  
 সলিল পরসে নিদ্রা ভাঙ্গিব সস্তর ॥  
 ন জাগীলে তথাপি<sup>২৩</sup> না হৈল সিম্বি কাজ ।  
 বেস্ত হৈতে মান হানি সখী কুল লাজ ॥

১ মূক ২ সোবৈন্য ৩ বিনি ৪ গ্রিহবাস ৫ মধুকর ৬ পম্ব ৭ প্রথম  
 দরস ৮ দরস ৯ বিচ্ছেদ ১০ বাক্ষি ১১ কৃপীট ১২ অবরণ  
 ১৩ সমীর সনজোগে অর্নি ১৪ দক্ষ ১৫ মূক ১৬ আমা করিছে  
 শ্বরণ ১৭ কাশ্মিলা ১৮ হইল ১৯ লক্ষ গুনে ২০ হইলা  
 ২১ লেখিল ২২ তথাপি না জোগী

শুকুর আগমন কথা আছে । অনুরূপে এ চিত্রটি নেই । পম্বাবতীর বিরহ চিত্রটি মূলানুগ হলেও  
 প্রেমাক্ষরের শাখা পত্র বৃক্ষের চিত্রটি অনুরূপে নুতন । দোহা অংশটি অনুরূপে বর্তমান, তবে  
 মূলে আছে পাপিয়ার কথা, অনুরূপে চাতকে রূপান্তরিত ।

অরে শূক<sup>২</sup> বচন কহিও মনস্‌কাম ।  
 প্রথমে কহিও মোর কোটি পরনাম ॥  
 উড়িয়া চলিল শূক লইয়া দৃক পাতি ।  
 সূবর্ণ<sup>৩</sup> মন্দিরে যথা বৈসে পম্বাবতী ॥  
 বসিয়াছে পম্বাবতী হই মৌন রীত ।  
 দিবাকর বিন্দু যেন কমল মৃদিত ॥  
 বিষবৎ লাগে সূবর্ণভোগ গৃহবাস ।  
 মধুকর বিন্দু পম্ব নাহিক উলাস ॥  
 প্রথমে দরশন হেতু দৃক বহুতর ।  
 দরশ পরশ আশে দৃক শতান্তর ॥  
 প্রেমের অক্ষর যদি জাম্বল হৃদয়ে ।  
 বিচ্ছেদে সতত শাখা পত্র বৃক্ষ হয় ॥  
 আগর চন্দন চন্দ্র মলয়া সমীর ।  
 কৃপীট সমান দহে আবরণ চীর ॥  
 সখীগণ মূখে প্রেম প্রসঙ্গ শূদিলে ।  
 সমীর সংযোগে অর্নি শতগুণ জ্বলে ॥  
 রক্ষ অবসব কেশ বসন মলিন ।  
 চাতক সমান মনে ভাবে নিশিদিন ॥ (জা. ১০)

ততক্ষণে পত্র লইয়া আইলা হীরামনি ।  
 মহা তৃষ্ণাকালে যেন পাইল শূদ্বপানি ॥  
 এতকালে শূকে আমা করিল শ্বরণ ।  
 কিবা পম্ব ভুলি আইলা না বৃদ্ধি কারণ ॥  
 প্রথমে বাশ্মিলা মন কহি প্রেমরস ।  
 দেখিয়া হইল তার লক্ষগুণ বশ ॥  
 আমা প্রীতি প্রেম যদি থাকিত নিশ্চিত ।  
 দরশন কালে কেনে হইলা নিদ্রিত ॥  
 চন্দন ছিটন ছলে লেখিল<sup>২৩</sup> অক্ষর ।  
 সলিল পরশে নিদ্রা ভাঙ্গিব সস্তর ॥  
 না জাগিল তথাপি না হৈল সিম্বি কাজ ।  
 ব্যস্ত হৈলে মানহানি সখীকুলে লাজ ॥

মন্তব্য : দশম শতকের অনুরূপের আরম্ভপংক্তিস্বরূপ  
 মূলের অন্তিম শতকের প্রথম পংক্তিস্বরূপই অনুরূপ । কিন্তু  
 অতঃপর আলাওল রাজার বিলাপ বর্ণনা ত্যাগ করে  
 পরবর্তী ঘটনা বর্ণনায় মনোযোগী হয়েছেন । মূলে  
 স্বর্ণভারে রাজার বিরহলিপি কণ্ঠে বেঁধে পম্বাবতীর কাছে

মৃত্যুবত হৈয়া গৃহে করিল<sup>১</sup> পয়ান ।  
 তোমা দরসন হেতু রাখীআছ প্রাণ<sup>২</sup> ॥  
 এবে কি বুলিবা বোল যুক বিদগদ ।  
 কিবা প্রান রাখিবা<sup>৩</sup> কি<sup>৪</sup> লৈবা ত্রিয়া<sup>৫</sup> বদ ॥  
 যুকে বলে বানি হেন কহিতে উচিত ।  
 বিসানে হানিয়া<sup>৬</sup> ঘাও পোরহ অর্নিত ॥  
 তোমা দরসনে মাত্র হৃদ<sup>৭</sup> সরষাতে ।  
 অচেতন মৃশাগত পরিল ভূমীতে ॥  
 যুগান্দ চন্দন পূর্নি ছিটীল<sup>৮</sup> হৃদএ ।  
 নিদ্রাভঙ্গ হএ সখ্য<sup>৯</sup> মৃশাভঙ্গ নহে ॥

মৃশা সমদরিয়া জদি জাগীআ উটীল ।  
 প্রাত লোমকূপে জেন বিসীখ<sup>১০</sup> ফুটীল ॥  
 আখী জোগে সমপূর্ন বহি গেল রক্তধার<sup>১১</sup> ।  
 চিন্তেয়া রাতুল বস হৈল কাথাভার<sup>১২</sup> ॥  
 অরুণ ডূবিয়া<sup>১৩</sup> রক্তে প্রাতবস হইল ।  
 পলাস মঞ্জিষ্ঠা বন পূর্ফ রাতা ভেল<sup>১৪</sup> ॥  
 রাতুল বশন্ত যার জথ বনস্পতি<sup>১৫</sup> ।  
 রাতুল জাবক<sup>১৬</sup> আর জথ জোগীজাতি<sup>১৭</sup> ॥  
 সেন্দূর<sup>১৮</sup> হিন্দুল মেঘ রক্তবস হৈল ।  
 সবে মাত্র তোমার সরির ন ঘর্মিল<sup>১৯</sup> ॥  
 ঘরেত আইলা<sup>২০</sup> ফিরি ন করিয়া দিট<sup>২১</sup> ॥  
 একবারে হেন ভাবকেরে দিলা পীট<sup>২২</sup> ॥

এমত বসন্ত খেদ<sup>২৩</sup> তুমি সে নিটূর ।  
 পররক্তে পৈাড় তুমী<sup>২৪</sup> সিসেত সিন্দূর ॥  
 দরসন হেতু জুগী না দেখীয়া পূর্নি ।  
 দহিয়া মরিতে তবে<sup>২৫</sup> জলিল আগূনি ॥  
 হরগোরি জানিয়া এ সব বিবরণ ।  
 সন্তরে আসীয়া দহ<sup>২৬</sup> কল্যা নিবারন ॥

১ করিল<sup>১</sup> ২ রাখীছ পরান ৩ রাখ ৪ কিবা ৫ লও তিরি  
 ৬ হানিলে ৭ ডিড় ৮ ছিটীলা ৯ হেন ১০ বিসীক ১১ বহে রক্তধার  
 ১২ কথা তার ১৩ ডূবিয়া ১৪ পলাস মাঞিটা পূর্ফ রাতা উত ভেল  
 ১৫ বনস্পতি ১৬ জথেক ১৭ যুগীজাতি ১৮ সিন্দূর ১৯ গর্মিল  
 ২০ আসীলা ২১ দিটী ২২ পীটী ২৩ খেল ২৪ পরের রক্তে  
 পৈর ২৫ পূর্নি ২৬ দোহ

মন্তব্যঃ একাদশ স্তবকের অনুবাদ মূলের তুলনায় অনেক বিস্তারিত । পদ্মাবতীর মূখে অতীত ঘটনার বিবরণ অনুবাদে থাকলেও মূলে নেই । বরং মূলে শূকরের মূখে ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে । দোহা অংশ যথার্থীতি বর্জিত । দ্বাদশ স্তবকের অনুবাদ অনেকটা মূলানুগ । নিসর্গ রক্তমার রোমাঞ্চিকতা মূলানুযায়ী । দোহা অংশের শেষ পর্য্যন্তিটি অনুসৃত ।

মৃত্যুবৎ হৈয়া গৃহে করিল<sup>১</sup> পয়ান ।  
 তোমা দরশন হেতু রাখীয়াছ প্রাণ ।  
 এবে কি বুলিবা বল শূক বিদগধ ।  
 কিবা প্রাণ রাখিবা কি লৈবা স্ত্রীয়া বধ ॥  
 শূকে বোলে রাণী হেন কহিতে উচিত ।  
 বিষাগে হানিয়া ঘাও পোড়াহ অর্নিত ॥  
 তোমা দরশনে মাত্র দৃঢ় শরাঘাতে ।  
 অচেতন মূর্ছাগত পিড়িল ভূমিতে ॥  
 সুগান্দ চন্দন পূর্নি ছিটিল হৃদয়ে ।  
 নিদ্রা ভঙ্গ হয় সত্য মূর্ছাভঙ্গ নহে ॥ (জা. ১১)

মূর্ছা সম্বরীয়া যদি জাগিয়া উঠিল ।  
 প্রাত লোমকূপে যেন বিশিখ ফুটিল ॥  
 আখিযুগ অপ্রূপূর্ন বহে রক্তধার ।  
 তিতিল্লা রাতুল বর্ণ হৈল কান্থা ভার ॥  
 অরুণ ডূবিয়া রক্তে প্রাতঃবর্ণ হৈল ।  
 পলাশ মঞ্জিষ্ঠা বনপূর্প রাতা ভেল ॥  
 রাতুল বসন্ত আর যত বনস্পতি ।  
 রাতুল যাবক আর যত যোগী যতি ॥  
 সিন্দূর হিন্দুল মেঘ রক্তবর্ণ হৈল ।  
 সবেমাত্র তোমার শরীর না ঘর্মিল ॥  
 ঘরেত আসিলা ফিরি না করিয়া দিট ।  
 একবারে হেন ভাবকেরে দিলা পিঠ ॥ (জা. ১২)

এমত বসন্ত খেল তুমি সে নিটূর ।  
 পরের রক্তে পৈর শিসেত সিন্দূর ॥  
 দরশন হেতু যোগী না দেখিয়া পূর্নি ।  
 দহিয়া মরিতে তবে জ্বালিল আগূনি ॥  
 হরগোরী জানিয়া এসব বিবরণ ।  
 সন্তরে আসিয়া দোহ কৈলা নিবারণ ॥

শব্দার্থ টীকা : বিষাগ—শিঙা

বিশিখ—তীর রাতা—লাল

সবেমাত্র...ঘর্মিল—শূকরমাত্র তোমার দেহ প্রবীভূত হল না ।

ভাবকের দিলা পিঠ—প্রেমিকের দিকে ফিরেও দেখলে না ।

পরের...সিন্দূর—অপরের রক্ত দিয়ে মাথার সিন্দূর পরছ ।

উপদেশ দিলা উটী<sup>১</sup> গড়ের<sup>২</sup> দুরারে ।  
 নৃপতির স্থানে আসি ভিক্ষা মাগিবারে<sup>৩</sup> ॥  
 ধ্বংসেত দেখিয়া জুগী লাগাইল কপাট ।  
 ঘর হেটে রহিয়াছে ন পাইআ বাট ॥  
 নৃপতির দূতে পূর্নি না দিল সম্বাদ ।  
 তে কারণে নৃপতি জে<sup>৪</sup> গুনন্ত প্রমাদ ॥  
 দক্ষ পাতি লেখীয়া পাটাইল তোমা স্থানে ।  
 জিবন মরন এবে তোমার বচনে<sup>৫</sup> ॥  
 এথেক<sup>৬</sup> শূনিআ রানী<sup>৭</sup> শূন মনি<sup>৮</sup> আনি ।  
 নিজ করে লেখীলেক দক্ষের কাহিনী ॥

উপদেশ দিলা উঠি গড়ের দুরারে ।  
 নৃপতির স্থানে আসি ভিক্ষা মাগিবারে ॥  
 ধ্বংসেত দেখিয়া যোগী লাগাইল কবাট ।  
 গড় হেটে রহিয়াছে না পাইয়া বাট ॥  
 নৃপতির দূতে পূর্নি না দিল সংবাদ ।  
 তে কারণে নৃপতি গুনন্ত প্রমাদ ॥  
 দূখে পাতি লিখিয়া পাটাইল তোমা স্থানে ।  
 জীবন মরন এবে তোমার বচনে ॥ (জা. ১৩)  
 এতেক শূনিয়া রাণী স্বর্ণমসী আনি ।  
 নিজ করে লিখিলেক দূখের কাহিনী ॥

রাজ দীর্ঘ ছন্দ

মহিমা লেখীলা<sup>৮</sup> পুংস্ব<sup>৯</sup> অনেক প্রণাম তবে  
 কদম্বুল জানাইলা কিছু সেনে<sup>১০</sup> । \*  
 তোক্ষার রহস্য কথা শূক মূখে শূনি বার্তা  
 পূজা ছলে গেল<sup>১১</sup> দেখীবার ।  
 দ্রসনে<sup>১২</sup> হরিল চিত্য ভাবে হৈতে মূর্ছিত<sup>১৩</sup>  
 কুল লাজে বিরোধিল<sup>১৪</sup> মোরে ।  
 তুমি হৈলা নিদ্রাগত এই হইল অযুগত<sup>১৫</sup>  
 সমুচিত<sup>১৬</sup> নহে হেন কর্ম ।  
 ছিটীয়া চন্দন<sup>১৭</sup> জলে অক্ষর লেখীলু ছলে  
 তথাপিহ ন বৃজিল<sup>১৮</sup> মর্ম ॥  
 ন হইল কাষ্য সীম্ব<sup>১৯</sup> বাঞ্ছিত হইল বৃশ্চ<sup>২০</sup>  
 লাজ হেতু না কল্য<sup>২১</sup> প্রচার ।  
 জিবন তথাত থুইয়া শূন্য<sup>২২</sup> অব ২ লৈয়া  
 চাঁল আইলু<sup>২৩</sup> গৃহে আপনার ॥

মহিমা লিখিয়া পূর্বে অনেক প্রণাম তবে  
 কদম্বুল জানাই কিছু লেশ ।  
 লিখি প্রেম অনুরাগ বিরহ বৈরাগ্য ভাগ  
 কাষ্যভাগ জানাইলা শেষ ॥  
 তোমার রহস্য কথা শূক মূখে শূনি বার্তা  
 পূজা ছলে গেলু দেখিবারে ।  
 দরশে হরিল চিত ভাবে হৈল মোহীশিত  
 কুললাজে বিভ্রমিল মোরে ॥  
 তুমি হৈলা নিদ্রাগত কাষ্য হৈলা অযোগ্যত  
 সমুচিত নহে হেন কর্ম ।  
 ছিটীয়া চন্দন জলে অক্ষর লেখিলু ছলে  
 তথাপিহ না বৃজিলা মর্ম ॥  
 না হৈল কাষ্যসীম্ব বাঞ্ছিত হইল বিধি  
 লাজ হেতু না কৈলু প্রচার ।  
 জীবন তথাত থুইয়া শূন্য অবলম্ব লইয়া  
 চাঁল আইলু গৃহে আপনার ॥

১ উট ২ ঘরের ৩ মাগীবারে ৪ নৃপমান ৫ চরনে ৬ একথা ৭ স্বর্ণ  
 মসী ৮ লেখীয়া ৯ লেস ১০ গেলুম

\* এরপর বর্জিত চরণটি 'বা' পদার্থে এইরূপ—

লেখী প্রেম অনুরাগ বিরহ বৈরাগ্য ভাগ  
 কাষ্য ভাগ জানাইলা সেনে ।

১১ পরলে ১২ বিমূর্ছিত ১৩ বিরাদিল ১৪ অজগত ১৫ যুর্ছিত  
 ১৬ ছিটীয়া নয়ান ১৭ না বৃজিলাম ১৮ না হইল কাষ্য সীম্ব  
 ১৯ বিধি ২০ কৈলুম ২১ সৈন্য ২২ আইলুম

প্রথমটিতে শূকের মূখে রাজার বিরহজ্বালার অপ্রশমিত বেদনার কথা আছে আর ঐশ্বরীয়টিতে পদ্মাবতীর মূখে রাজার প্রেম-যোগের  
 যোগ্যতা সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করে প্রেমের আদর্শের কথা আছে । আলাওল এ সমস্ত ভাবানুভূতি ও প্রেমতত্ত্বের কথা বাদ  
 দিয়ে পরবর্তী ঘটনাবলী প্রবেশ করেছেন । ষোড়শ শতকটির প্রথম দু'লাইন আলাওল পন্নীর অনুবাদ করেছেন । শতকের  
 অবশিষ্টাংশ আছে ত্রিপদীতে । সোনার কাঁল দিয়ে পঠলিখনের ঘটনাটি মূলানুগ কিস্ত পদ্মাবতীর ঘামে ভিজে যাওয়ার কথাটা  
 অনুবাদে নেই ।

মন্তব্য : প্রয়োদশ শতকের অনুবাদ মূলের তুলনায়  
 বিবরণধর্মী । মূলে আছে পূর্ব ঘটনার ইঙ্গিত । অনুবাদে  
 শূকমূখে তা বিস্তারিত । দোহা অংশটি শতকশেষে  
 অনূদিত হয়েছে । মূলের চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতক দুটি  
 আলাওল সম্পূর্ণই বর্জন করেছেন । বর্জিত শতক দুটির

জে কিছদ্ কহিল হরে মনেত শ্বরিয়া তারে  
 উটী আসি ঘরের উপায়<sup>১</sup> ।  
 দয়ার ন পাও জবে সিংগ দিয়া আইস<sup>২</sup> তবে  
 রেথা না হইব হর বর<sup>৩</sup> ॥  
 জদি কর প্রানপন পাইবা বাঞ্ছিত ধন  
 দুই ভাবে নহে সিংখ মত ।  
 শর্বাশ্রী<sup>৪</sup> তাহার লাভ জেই ভাবে অনুভাব<sup>৫</sup>  
 স্বর্চিরশ্রে চালাএ পর্বাভ ॥  
 বিদগদ সিরমনি<sup>৬</sup> রসীক নাগর গুনি  
 শ্রীষুত<sup>৭</sup> মাগন সখ্য নিধি ।  
 ধর্ম বৃক্ষ দান ফল করি অতি বলমল  
 লোকের মনে<sup>৮</sup> হৈতে সিংখি ॥  
 তাহান পিরীতি রসে চন্দন তুলন রসে<sup>৯</sup>  
 বস হৈল গুনিগন মন ।  
 হিন আলাঅল বানি সরস<sup>১০</sup> পয়ার খানি  
 পদে ২ অমৃত সিংগন<sup>১১</sup> ॥ \*

যে কিছদ্ কহিল হরে মনেত শ্বরিয়া তারে  
 উট আসি গড়ের ভিতর ।  
 দয়ার না পাও যবে সিংখ দিয়া আইস তবে  
 ব্যর্থ না হইব হর বর ॥  
 যদি কর প্রাণপণ পাইবা বাঞ্ছিত ধন  
 দুই ভাবে নহে সিংখি মত ।  
 সর্বত্র তাহারে ভাব যেই ভাবে এক ভাব  
 স্বর্চিরশ্রে চালায় পর্বাভ ॥ (জা. ১৬)  
 বিদগদ শিরোমণি রসিক নাগর গুণী  
 শ্রীষুত মাগন সত্যনিধি ।  
 ধর্ম-বৃক্ষে দান ফল করে অতি বলমল  
 লোকের মানস হয় সিংখি ॥  
 তাহান পিরীতি রসে চন্দন-তুলন যশে  
 বশ হৈল গুণিগণ-মন ।  
 হীন আলাওল বাণী সুরস পয়ার খানি  
 পদে পদে অমৃত সিংগন ॥

### রাগ ষমক ছন্দ

সজল নয়নে যুকে<sup>১২</sup> পশু সমর্পিলা ।  
 মনের রহস্য পুনি কহিতে লাগিল ॥  
 মোর মনুরথ জখ তোমার বিদিত ।  
 কথেক কহিব তুমী আপনে পিণ্ডিত ॥  
 জেন মত কহিয়া রাজারে কল্যা যুগী ।  
 তেমত<sup>১৩</sup> করিলা<sup>১৪</sup> মোরে বিরহ বিউগী ॥  
 এবে জদি হএ মোর এই কায্য টীত<sup>১৫</sup> ।  
 তোমার উপরে মোর বধ সূনিশ্চিত ॥  
 জেন মতে পার এথা আনহ নৃপতি ।  
 জীবনে মরনে আমি তাহান সর্গতি ॥

সজল নয়নে কন্যা পশু সমর্পিলা ।  
 মনের রহস্য পুনি কহিতে লাগিল ॥  
 মোর মনোরথ যত তোমার বিদিত ।  
 কতেক কহিব তুমি আপনে পিণ্ডিত ॥  
 যেন মতে কহিয়া রাজারে কৈলা যোগী ।  
 তেন মতে কৈলা মোরে বিরহ বিয়োগী ॥  
 এবে যদি হয় এই কার্য বিঘটিত ।  
 তোমার উপরে মোর বধ সূনিশ্চিত ॥  
 যেন মতে পার এথা আনহ নৃপতি ।  
 জীবনে মরণে আমি তাহান সর্গতি ॥

১ ভিতর ২ উট ৩ রেথা নহে হরের বচন ৪ শর্বাশ্রী ৫ একভাব  
 ৬ বিদগদ সীরমনি ৭ ছিরিজোত ৮ মানস ৯ জসে ১০ যুরস  
 ১১ সিংখি \* এরপর বা পুঁথিতে অতিরিক্ত পংক্তির পুঁথিপকা—  
 ধানে মানে কর্ণবির ধৈর্ষ্যকৃত জ্ঞানে ধির  
 হেন মত হএ কামদর আলি ।  
 খুদ্র বৃক্ষ অল্পজ্ঞান আবুল হোচনে জান  
 পোস্তক লেখাল পরাকাল ॥

১২ রানি ১৩ তেনমতে ১৪ কৈলা ১৫ এবে জদি হএ এই কার্য বিঘটিত  
 প্রথম শূভদৃষ্টিরূপে রক্ষসেনের মূর্ছিত হয়ে পড়ার জন্য সখীদের কাছে পদ্মাবতীর লজ্জার কথা, অনুবাদে আছে পদ্মাবতীর  
 কুললজ্জার প্রসঙ্গ । মূলে আছে সূর্ব হয়ে রক্ষসেনকে দুর্গে উঠে আসার আমন্ত্রণ, অনুবাদে সিংখ কেটে আসার নিমন্ত্রণ ।

মন্তব্য : ষোড়শ শতকের ঐতিহাসিক অনুবাদে পশুপিপার  
 মূল কথাগুলি মূলানুগত হলেও কিছু কিছু ব্যতিক্রম  
 আছে । মূলে সোনা ও সোহাগার বৈদ্যময় প্রতীকটি  
 অনুবাদে নেই, তার বদলে এসেছে বংশীয় পশুপিপার  
 প্রয়োগ অর্থাৎ কুললসংবাদ ও প্রণাম নিবেদন ইত্যাদি । মূলে  
 আছে শিবমন্দিরে মিলনকালে শব্দ করে গাটছড়া না বাঁধার  
 জন্য রক্ষসেনের কাছে পদ্মাবতীর অনুযোগ, অনুবাদে  
 প্রদর্শনটি বাদ গেছে । মূলে আছে পদ্মাবতীর রক্ষসেনের  
 প্রদর্শনটি বাদ গেছে । মূলে আছে পদ্মাবতীর রক্ষসেনের

এথেক শূন্যিয়া শূক চলিল তদুরিত<sup>১</sup> ।  
 শস্তর<sup>২</sup> গমনে গেল নৃপতি বিদিত<sup>৩</sup> ॥  
 পদস্তর পাট আনি দিল নৃপ করে<sup>৪</sup> ।  
 পরসে পদুলকে অঙ্গ আনন্দ নির্ভরে ॥  
 পৃথমা পত্র সখ্য<sup>৫</sup> অর্ধ দরশন ।  
 হৃদয় উপরে থুইল করিয়া জন্তন ॥  
 অগ্নি সম উষ<sup>৬</sup> হইল হৃদয় আনলে ।  
 দহন তরাসে<sup>৭</sup> থুইল নয়ন সজলে ॥  
 নয়নের জলে পত্রাক্ষর<sup>৮</sup> নষ্ট হএ ।  
 তপন হইতে পদ্বি থুইল হৃদয় ॥  
 এই মতে পদ্বি ২ হৃদয় নয়নে ।  
 প্রিএ<sup>৯</sup> পত্র রাখীলেক পরম জন্তনে ॥  
 মস্তক উপরে থুইলে দেখন ন জাএ ।  
 পরম জন্তনে প্রান মাজে থুইতে চাহে ॥  
 পরানের পরে<sup>১০</sup> থুইতে পন্ত ন পাইয়া ।  
 মস্তকে রাখীল পত্র মনেত ভাবিয়া ॥

পদ্বি<sup>১১</sup> শূকে কহে শূন্য নৃপ অধিপতি ।  
 তোমাত<sup>১২</sup> অধিক স্নেহ ভাবে পশ্চাবতি ॥  
 সহজে অবলা জাতি<sup>১৩</sup> কুলসীল লাজ ।  
 তেকারনে বেকত করিতে নারে কাজ ॥  
 গুরুর আদেশে সিসা চলহ তদুরিত ।  
 আকাশে উটীলে<sup>১৪</sup> চন্দ্র পাইবা নিশ্চিত ॥  
 জদ্যাপি<sup>১৫</sup> সঙ্কট আছে তাত নাহি ডর ।  
 পুষ্কর কষ্টক গ্রাস<sup>১৬</sup> ন পাব<sup>১৭</sup> ভোমর ॥  
 প্রেমভাবে আনলেত পরএ পতঙ্গ ।  
 দক্ষ অবসেসে প্রাপ্তি হএ শূক রঙ্গ ॥

১ সস্তর ২ তদুরিত ৩ গোচর ৪ পদস্তর পাতি দিল নৃপতির করে  
 ৫ সৈন্তে ৬ উষ ৭ তারসে ৮ পত্র অক্ষর ৯ প্রিএ ১০ মাজে  
 ১১ প্রান ১২ তোমার ১৩ জান ১৪ উলিলে ১৫ অশ্বাপী ১৬ দেখা  
 ১৭ ফিরে

একান্ত নির্ভরতা । গুলের উনিবংশ শবকের পরিবর্তে অনুবাদে যে নতুন শবকটি আছে তার কিছুটা মূলের একদশ শবক থেকে গৃহীত । মূলের একদশ শবকে আছে পশ্চাবতীর পত্রটি রাজমস্তকে রাখার চিত্র । কিন্তু অনুবাদ শবকে রাজার বৃদ্ধ এবং মাথায় রাখার মধ্যে চিত্রব্যাকুলতা প্রকাশিত । আলাওলের বিংশ শবকের অনুবাদটিও অনেকটাই মূল-বহির্ভূত । মূলে আছে শূক কষ্টক পত্রদান এবং পশ্চাবতীর সঙ্গে অচিরে মিলিত হবার জন্যে শূক নির্দেশ । দোহা অংশে পত্রের সংক্ষিপ্ত প্রেম আহ্বান, কিন্তু অনুবাদে আছে পশ্চাবতীর কুললজ্জার কথা বলে শূক কষ্টক নানা অলংকারে পশ্চাবতীর সঙ্গে রক্তসেনকে মিলিত হবার জন্য নির্দেশ । দোহা অংশটির প্রেমালিপি অনুবাদে অনুপস্থিত ।

এথেক শূন্যিয়া শূক চলিল সস্তর ।  
 তদুরিত গমনে গেল নৃপতি গোচর ॥  
 পদস্তর পাতি আনি দিল নৃপ-করে ।  
 পরশে পদুলকে অঙ্গ আনন্দ বিভোরে ॥  
 প্রিয়তমা-পত্র সত্য অর্ধ দরশন ।  
 হৃদয় উপরে থুইলা করিয়া যতন ॥  
 অগ্নিসম উষ হৈল হৃদয় আনলে ।  
 দহন তরাসে থুইল নয়নের জলে ॥  
 নয়নের জলে পত্রাক্ষর নষ্ট হয় ।  
 তপত হৈতে পদ্বি থুইল হৃদয়ে ॥  
 এই মতে পদ্বি পদ্বি হৃদয় নয়নে ।  
 প্রিয়া-পত্র রাখীলেক পরম যতনে ॥  
 মস্তক উপরে থুইলে দেখন না যায় ।  
 পরম যতনে প্রাণ মাঝে থুইতে চায় ॥  
 পরানের মাঝে থুইতে পশ্ব না পাইয়া ।  
 মস্তকে রাখীলা পত্র মনেত ভাবিয়া ॥

পদ্বি শূকে কহে শূন্য নৃপ অধিপতি ।  
 তোমার অধিক স্নেহ ভাবে পশ্চাবতী ॥  
 সহজে অবলা জাতি কুলশীল লাজ ।  
 তেকারণে বেকত করিতে নারে কাজ ॥  
 গুরুর আদেশে শিষ্য চলহ তদুরিত ।  
 আকাশে উঠিলে চন্দ্র পাইবা নিশ্চিত ॥  
 যদ্যপি সঙ্কট আছে তাতে নাহি ডর ।  
 পুষ্কর কষ্টকগ্রাসে না ফিরে হ্রমর ॥  
 প্রেম ভাবে আনলেত পড়য় পতঙ্গ ।  
 দক্ষ অবশেষে প্রাপ্তি হয় শূকরঙ্গ ॥ (জা. ২০)

মন্তব্য : মূলের সপ্তদশ অষ্টাদশ শবকে আছে প্রণয়ালিপি  
 অনুবৃত্তি । আলাওল তা বর্জন করে যে অতিরিক্ত শবক  
 যোজনা করেছেন তাতে আছে শূকের প্রতি পশ্চাবতীর

নৃপতি কহিল যদুক যদনহ বচন ।  
 কণ্ঠে আসি রহি ছিল<sup>১</sup> আমার জীবন ॥  
 তোমার উত্তর লাগী ছিল প্রান সেস ।  
 এবে সত্যা জানিল<sup>২</sup> গুরুর উপদেশ ॥  
 গুরু কৃপা থাকিলে প্রশম<sup>৩</sup> হএ বিধি ।  
 দৃষ্কর যদশম হএ অসাধিত শিষি<sup>৪</sup> ॥  
 কহিতে ২ নৃপ আনন্দ জানিল<sup>৫</sup> ।  
 ভাব রশে ভরে অংগ<sup>৬</sup> লোমাঞ্চিত হৈল ॥  
 কাম্বার<sup>৭</sup> অন্তরে যুগী অগনাস পাএ<sup>৮</sup> ।  
 ভাব রস অন্তে ভাব কেসে<sup>৯</sup> পাতিআএ ॥  
 জথা পুওথমা<sup>১০</sup> প্রান দেয় বলিদান ।  
 পদে কিবা কাব্যকর ললাটে পয়ান ॥  
 দিনমানি অস্ত জদি<sup>১১</sup> সম্ম্যাক্ষট হইল<sup>১২</sup> ।  
 হর বাক্য<sup>১৩</sup> মনে ভাবি<sup>১৪</sup> সন্তরে চলিল ॥  
 উনমত্ত অংগ<sup>১৫</sup> জেন চলএ সম্মুখে ।  
 উগ্ন নিচ খাল কৃপ এক নাহি দেখে ॥  
 দেখিয়া বিকট পন্ত নাহি<sup>১৬</sup> মন ভগ্ন ।  
 ধীরে ২ সীস্যা সব চলিলেক সগ্ন ॥  
 শ্বারেত আসিয়া দেখে বজ্জের কপাট<sup>১৭</sup> ।  
 জস্ত করি যুগীগনে ন পাইল বাট ॥  
 সমস্ত রজনি কেহ ন যাইল<sup>১৮</sup> নিন্দ ।  
 সামাইল যুগীগন ঘরে দিয়া সিন্দ ॥  
 হেনকালে বিবারি<sup>১৯</sup> সন্ত<sup>২০</sup> ভেল ভোর ।  
 মোহাশব্দ<sup>২১</sup> হৈল সিগ<sup>২২</sup> দিয়া আইল চোর ॥

নৃপতি কহিল শব্দ শব্দনহ বচন ।  
 কণ্ঠে আসি রহিছিল আমার জীবন ॥  
 তোমার উত্তর লাগি ছিল প্রাণশেষ ।  
 এবে সত্যা জানিলুম গুরু উপদেশ ॥  
 গুরু কৃপা থাকিলে প্রসম হয় বিধি ।  
 দৃষ্কর সদৃশম হয় অসাধিত শিষি ॥  
 কহিতে কহিতে নৃপে আনন্দ জাম্বল ।  
 ভাব রসে ভরে অংগ রোমাঞ্চিত হৈল ॥  
 কাম্বার অন্তরে যোগী অংগ না সামায় ।  
 ভাব রস অন্তে ভাব কনে পাতিয়ায় ॥  
 যথা প্রিয়তমা প্রাণ দেই বলিদান ।  
 পদে কিবা কাব্যকর ললাটে পয়ান ॥ (জা.২১)  
 দিনমানি অন্তে যদি সম্ম্যাগম হৈল ।  
 হরবাক্য মনে ভাবি সন্তরে চলিল ॥  
 উনমত্ত অন্ধ যেন চলয় সম্মুখে ।  
 উচ্চ নীচ খাল কৃপ এক নাহি দেখে ॥  
 দেখিয়া বিকট পন্ত নাহি মন ভগ্ন ।  
 ধীরে ধীরে শিষ্য সব চলিলেক সগ্ন ॥  
 শ্বারেত আসিয়া দেখে বজ্জের কপাট ।  
 যস্ত করি যোগীগণে না পাইল বাট ॥  
 সমস্ত রজনী কেহ না আইল নিন্দ ।  
 সামাইল যোগীগণ গড়ে দিয়া সিন্দ ॥  
 হেনকালে বিভাবরি অন্ত ভেল ভোর ।  
 মহাশব্দ হৈল সিন্দ দিয়া আইল চোর ॥ (জা.২২)

১ আছে ২ সৈন্ত জানিলুম ৩ প্রসেনা ৪ অসাধিত সীষি ৫ জাম্বল  
 ৬ ভাব রস ভাব অঙ্গ ৭ কাভর ৮ হএ ৯ কনে ১০ প্রিতমা ১১ গেল  
 ১২ ভেল ১৩ বাক্য ১৪ ধরি ১৫ অন্ধ ১৬ নএ ১৭ কপট ১৮ না  
 পাইল ১৯ দিবারি ২০ সান্ত ২১ মহাশব্দ ২২ সীজ

শব্দার্থ টীকা : দৃষ্কর সদৃশম—দৃষ্কসাধ্য কর্মও সহজ হয়  
 অঙ্গ না সামায়—দেহ স্থির হয় না  
 সামাইল—প্রবেশ করল ।

মন্তব্য : একদশ শতকের অনুরূপ বক্তব্যে মূলের সঙ্গ এক হলেও প্রকাশভঙ্গীতে মূলে থেকে পৃথক । মূলে আছে  
 রত্নসেনের নবদেহে বসন্ত জাগরণের কথা । পবননন্দন হনুমানের ন্যায় তাঁর দেহবিক্রম এবং চন্দ্রোৎসুক চকোরের ন্যায় তাঁর  
 চিত্তজাগরণের প্রসঙ্গ । অনুরূপে এর পরিবর্তে আছে গুরুকৃপা এবং গুরু উপদেশ মহিমার কথা । স্বয়ং উল্লাসবশতঃ দেহের  
 রোমাঞ্চ ক্রমণে মূলে সেখানে যোগীর কাঁথা টুকরো টুকরো হয়ে ফেটে গেছে অনুরূপে সেখানে কাঁথার অন্তরালে যোগীর  
 অঙ্গকম্পনটুকুই বর্ণিত হয়েছে । অবশ্য দোহা অংশটি শতকশেষে সঠিক ভাবেই অনূদিত । বাইশ শতকের অনুরূপে  
 যোগীদের অভিযান বর্ণনার মধ্যেও মূলের সঙ্গ কিছুটা পার্থক্য ঘটেছে । মূলে রত্নসেনের অভিযান কৃষ্ণে ঝাঁপ দিয়ে  
 মূলত জলপথে—কিছুটা অলৌকিক যোগাভিযান—এইজন্য গুরু মৎস্যোদ্ভবের প্রসঙ্গ এসেছে । কিন্তু অনুরূপে অভিযান  
 অনেক সর্পিষ্ণু এবং লৌকিক ; উঁচু নীচ স্থান ও খাল কৃপ পেরিয়ে স্থলাভিযান । গুরু সহায়তার কথা নেই । দোহা  
 অংশটি অবশ্য উপস্থিত ।

## গন্ধর্বসেন-মন্ত্ৰী খণ্ড

নৃপতির আগে লোকে করিল গোহার ।  
 সিংগ দিয়া আইল যুগী ঘরের মাজার ॥  
 মন্দির সব পশ্চিমত পুঁছিল নৃপ তবে<sup>১</sup> ।  
 কেমন বেবস্তা তার বোল তুমি সবে ॥  
 সিংগ দিয়া ঘরে জাঁদ<sup>২</sup> তস্কর উঠে<sup>৩</sup> ।  
 এমত যুগীরে কিবা<sup>৪</sup> করিতে জুয়াএ ॥  
 কাঁহলা পশ্চিমত সবে সাম্র বিধি রিত<sup>৫</sup> ।  
 নৃপ আঙ্গা ভগ্নে সান্তি করিতে উচিত ॥  
 নৃপতির আঙ্গা লিঙ্গ সিংগ দিয়া উটে ।  
 তস্করের সান্তি তার কিছু নাহি টুটে ॥  
 কাএ সিংখ<sup>৬</sup> দেব সব যুগীর<sup>৭</sup> একান্ত ।  
 সন্যাস<sup>৮</sup> ন হৈলে মাত্র তস্কর স্তারন্ত<sup>৯</sup> ॥  
 বন্দ<sup>১০</sup> নামে মহামন্ত্রি কর জোর করি ।  
 কাঁহলা নৃপতি স্থানে সংখ্যা<sup>১১</sup> পরিহারি<sup>১২</sup> ॥  
 যুগী হইয়া জেই জনে করে হেন কর্ম<sup>১৩</sup> ।  
 বধিতে উচিত নহে লইয়া বিন মন্ম<sup>১৪</sup> ॥  
 জাঁদ বা নৃপতি সন্য<sup>১৫</sup> নাহি পরিমান ।  
 সিংখার সাক্ষাতে সথ্য সেকেতে<sup>১৬</sup> সমান ॥  
 কদাচিত ভএ নাহি সিংখের সরিরে ।  
 খণ্ড দেখি স্বইচ্ছাএ<sup>১৭</sup> গিম নম্ন করে ॥  
 সিস্যগণ সগ্নে আইল অসম শাহাস<sup>১৮</sup> ।  
 অবস্তা<sup>১৯</sup> করিতে মনেত নাহি আইসে ॥  
 হেন রীতি আছে নিবেদেও মোহরাজ<sup>২০</sup> ।  
 জম্বুক আহরে জাই সিংগেরাজ সাজে<sup>২১</sup> ॥  
 একবার যুগীরে মারিতে অনুচিত ।  
 প্রথমে বৃজিব<sup>২২</sup> তার কেমত<sup>২৩</sup> চরিত ॥

নৃপতির আগে লোকে করিল গোহার ।  
 সিংখ দিয়া আইল যোগী গড়ের মাঝার ॥  
 মন্ত্রীগণ ডাকি নৃপ পুঁছিলেক তবে ।  
 কেমত ব্যবস্থা তার বোল তুমি সবে ॥  
 সিংখ দিয়া গড়ে উঠে তস্করের প্রায় ।  
 এমত যোগীরে কিবা করিতে জুয়ায় ॥  
 কাঁহল পশ্চিমত সবে শাস্ত্রবিধি রীত ।  
 নৃপ-আজ্ঞা ভগ্নে শাস্তি করিতে উচিত ॥  
 নৃপতির-আজ্ঞা লিঙ্গ সিংখ দিয়া উটে ।  
 তস্করের শাস্তি তার কিছু নাহি টুটে ॥  
 কান্নাসিংখ দেববশ যোগের একান্ত ।  
 সন্ন্যাসী না হৈলে মাত্র তস্কর নিতান্ত ॥ (জা. ১)  
 রত্ন নামে মহামন্ত্রি করজোড় করি ।  
 কাঁহল নৃপতি স্থানে শঙ্কা পরিহারি ॥  
 যোগী হইয়া যেই জনে করে হেন কর্ম ।  
 বধিতে উচিত নহে না লইয়া মর্ম ॥  
 যদি বা নৃপতি সৈন্য নাহি পরিমাণ ।  
 সিংখার সাক্ষাতে সত্য মকট সমান ॥  
 কদাচিত ভয় নাহি সিংখার শরীরে ।  
 খণ্ড দেখি স্বইচ্ছায় গিম নম্ন করে ॥  
 শিষ্যগণ সগ্নে আইল অসম সাহস ।  
 অবস্তা করিতে মনেতে নাহি আশ ॥  
 হেন রীতি আছে নিবেদিয়ে মহারাজ ।  
 জম্বুক অহরে যাইতে সিংহরাজ সাজ ॥  
 একেবারে যোগীরে মারিতে অনুচিত ।  
 প্রথমে বৃজিব তার কেমন চরিত ॥ (জা. ২)

১ মন্দির গণ ডাকি নৃপ পুঁছিলেক তবে ২ উটে ৩ তস্করের প্রায়  
 ৪ কিনা ৫ কাঁহলা পশ্চিমতে আসী সাম্রের বিদিত ৬ কান্নাসিংখ  
 ৭ জোগের ৮ সন্যাস ৯ তস্করী চরিত ১০ রত্ন ১১ শঙ্কা  
 ১২ এরপর 'বা' পুঁছিতে অতিরিক্ত পংক্তি—

বোলে যদু আএ নিপা মোর নিবেদন ।  
 কাঁহতে পারিএ জাঁদ জিবক দান ॥

১৩ না লইলে মন্ম<sup>১৪</sup> ১৫ জৈম্বাপী নিপাতি সৈন্য ১৬ মকট  
 ১৭ স্বইচ্ছাএ ১৮ সাহসে ১৯ অবজ্ঞান ২০ নিবেদহ<sup>২১</sup> মহারাজ  
 ২২ জেম্বুকে আহার জাইতে সীনের যমাজ ২৩ বৃজন ২৪ কেমন

মন্তব্যঃ প্রথম স্তবকের অনুবাদ মূলানুগত হয়েও  
 কিছুটা ভিন্ন। বিশেষতঃ পশ্চিমতদের বিচার বিবেচনার  
 মধ্যে পার্থক্য আছে। মূলে যোগীদের যোগাচার এবং  
 তস্করের চৌর্বাঁকির মধ্যে যে সমান্তর রেখা টানা হয়েছে  
 অনুবাদে তা অনুপস্থিত। মূলে আছে শূল্যবিন্দু করার  
 নির্দেশ, অনুবাদে কেবল শাস্তিদানের আদেশ।

দ্বিতীয় স্তবকের অনুবাদে নতুন হ্রস্ব এই যে মূলে  
 পরামর্শদাতা মন্ত্রীর কোনো নাম ছিল না, আলাওল তার  
 নাম দিয়েছেন রত্ন। মূলের যোগীমহিমা কীর্তন অনুবাদে  
 বর্জিত। দ্বিতীয় স্তবকের দোহা অংশটি অনুবাদে একেবারেই অনুপস্থিত।



পাত্রেব কচনে নৃপ দিলা অনুমতি ।  
 সর্বারশ্বে সাজিয়া চলিলা সিংগতি ॥  
 নৃপতি কুমার ভাগ সেনাপতি গণ ।  
 যুদ্ধবেশে চলিলেক করিয়া সাজন ॥  
 লক্ষ্যে ২ তুরঙ্গ সহস্র সংখ্যা<sup>১৩</sup> হাথি ।  
 কটী ২ মোহাজুখা চলিল পদাতি ॥  
 ক্ষেত্র কুমার সব হাতে ধনুঃবব ।  
 অশ্ব গজরোহন চলিলা বহুতর<sup>৪</sup> ॥  
 কার হস্তে ভল্ল<sup>৫</sup> ভিন্দিপাল খর্গ<sup>৬</sup> চর্ম<sup>৭</sup> ।  
 আরহন বাহন<sup>৮</sup> অগ্নেত<sup>৯</sup> সব ব্রহ্ম ॥  
 নানা শব্দে বাদ্য<sup>১০</sup> বাজে যদূনি কোলাহল<sup>১১</sup> ।  
 সন্য<sup>১২</sup> পদভরে খীতি<sup>১৩</sup> করে টলমল ॥  
 উদ্ভাগে ইন্দ্র অধে<sup>১৪</sup> বাষটিক কাম্পল<sup>১৫</sup> ।  
 কমঠে বসহে ভর ধরনি লালিল<sup>১৬</sup> ॥  
 ছত্রপতিগণ ছত্রে ছাইল আকাশ ।  
 ধূলি অন্ধকার দিন না দেখী প্রকাশ ॥  
 হেন মতে<sup>১৭</sup> নৃপতি সাজিল পদু ঠাটে<sup>১৮</sup> ।  
 সকেপে<sup>১৯</sup> সন্তরে আইল যুগীর নিব<sup>২০</sup> ॥  
 সন্যের সাজন দেখী সব সীম্যাগণে<sup>২১</sup> ।  
 সমর্দিয়া কহে বথা গুরুর চরণে<sup>২২</sup> ॥  
 যদু যদু গুরু আমা সব নিবেদন<sup>২৩</sup> ।  
 হস্তি ঘোরা সন্য দেখী সাজন বাজন<sup>২৪</sup> ॥  
 যুদ্ধ ভেস ধরি আইসে সিংগল নৃপতি ।  
 এই দিন লাগি আমি তোমার সংগতি ॥  
 ইশ্বরের আপদ আপনা সিরে<sup>২৫</sup> ॥  
 সেই সে সেবক ধন্য<sup>২৬</sup> নীতি সা স্ত্র কহে ॥  
 রাজপুত্র জাতি আমী যুদ্ধে নাহি উন ।  
 তুমি মোহাসস্ত বিব<sup>২৭</sup> সংগ্রামে নিপদন ॥  
 দই মতে যুদ্ধ ভাল<sup>২৮</sup> যদু নরপতি ।  
 জয় পাইলে কাষ্যসিদ্ধ<sup>২৯</sup> মৈলে সর্গগতি ॥  
 এই মতে আদেশ গুরুর জদি পাই ।  
 আগু হইয়া চএ<sup>৩০</sup> আমি চালাইতে চাই<sup>৩১</sup> ॥  
 নহেত চোরের মত<sup>৩২</sup> সকল মরিব ।  
 বির হইয়া<sup>৩৩</sup> অপমান কেমতে সঁহিব ॥

১ সর্বারশ্ব ২ লৈক ৩ মৈক ৪ অশ্ব গজ রোহন চলে বহুতর  
 ৫ ভল্ল ৬ বাহনেতে ৭ সকেপে ৮ বাষটিক ৯ কলাহল ১০ সন্য ১১ খীতি  
 ১২ অধে ১৩ কাপীল ১৪ কমঠে না সহে ভার ধরোনি লালিল  
 ১৫ হেনমত ১৬ টাট ১৭ সকেপে ১৮ নিকট ১৯ গণ ২০ চরণ  
 ২১ ধব গুরু আমা সব নিবেদন ২২ সৈন্য আইল করিয়া সাজন  
 ২৩ ধৈর্য ২৪ তুমি মহা সত্যপন ২৫ ভাল ২৬ কাষ্যসীম্যা  
 ২৭ অস্ত ২৮ চাই ২৯ মতে ৩০ হই

পাত্রেব কচনে নৃপ দিলা অনুমতি ।  
 সর্বারশ্বে সাজিয়া চলিল শীঘ্রগতি ॥  
 নৃপতি কুমার সঙ্গ-সেনাপতিগণ  
 যুদ্ধবেশে চলিলেক করিয়া সাজন ॥  
 লক্ষ লক্ষ তুরঙ্গ সহস্র সংখ্যা হাতী ।  
 কোটি কোটি মহাযোদ্ধা চলিল পদাতি ॥  
 ক্ষেত্র কুমার সব হাতে ধনুঃশর ।  
 অশ্ব গজ আরোহণে চলে বহুতর ॥  
 কার হস্তে ভল্ল ভিন্দিপাল খর্গ চর্ম ।  
 আরোহণ বাহনে অগ্নেত সব বর্ম ॥  
 নানা শব্দে বাদ্য বাজে শূনি কোলাহল ।  
 সৈন্য-পদভরে ক্ষিতি করে টলমল ॥  
 উদ্ভাগে ইন্দ্র অধে বাষটিক কাম্পল ।  
 কমঠে না সহে ভার ধরণী দুর্লিল ॥  
 ছত্রপতিগণ ছত্রে ছাইল আকাশ ।  
 ধূলি অন্ধকারে দিন না দেখি প্রকাশ ॥ (জা. ৩)  
 হেন মতে নৃপতি সাজিল পদু ঠাটে ।  
 সকেপে সন্তরে আইল যোগীর নিকটে ॥  
 সৈন্যের সাজন দেখি সব শিষ্যাগণে ।  
 সম্বোধিয়া কহে কথা গুরুর চরণে ॥  
 শূন শূন গুরু আমা সব নিবেদন ।  
 হাতী ঘোড়া সৈন্য দেখি সাজন বাজন ॥  
 যুদ্ধবেশ ধরি আইসে সিংহল নৃপতি ।  
 এই দিন লাগি আমি তোমার সংগতি ॥  
 ইশ্বরের আপদ আপনা শিরে লয় ।  
 সেই সে সেবক ধন্য নীতিশাস্ত্রে কয় ॥  
 রাজপুত্র জাতি আমি যুদ্ধে নাহি উন ।  
 তুমি মহা সত্যবীর সংগ্রামে নিপদন ॥  
 দই মতে যুদ্ধ ভাল শূন নরপতি ।  
 জয় পাইলে কাষ্যে সিদ্ধ মৈলে স্বর্গগতি ॥  
 এইমত আদেশ গুরুর যদি পাই ।  
 আগু হইয়া চক্র আমি চালাইতে চাই ॥  
 নহেত চোরের মত সকলে মরিব ।  
 বীর হইয়া অপমান কেমতে সঁহিব ॥ (জা. ৪)

মন্তব্য : তৃতীয় শতকের অনুবাদ যতদূর সম্ভব মূলানুগ ।  
 তবে মূলের প্রথমাংশ কোনো কোনো পাঠে অনুস্রাবাচক ।  
 কিন্তু অনুবাদে তা সাধারণ বর্ণনা । এছাড়া সংখ্যাবাচক  
 শব্দগুলি অনুবাদে অনির্দেশক কিন্তু মূলে নির্দেশক ।  
 মূলেব দোহা অংশের প্রথম পংক্তিটি অনুবাদে উপস্থিত ।  
 চতুর্থ শতকের অনুবাদে মন্তব্য মূলের অনুবাদ, যদিও  
 মূলের দোহা অংশটি অনুবাদে আমূল পরিবর্তিত ।

এমত বচন জাঁদ সকলে কহিল ।  
 সন্তের স্কেমের নৃপ তিল না ভুলিল ১ ॥  
 সিসোর বচনে গুরু<sup>২</sup> বলিল প্রবোধ ৩ ।  
 প্রেমপশ্চে চলিতে উচিত নহে ক্রোধ ৪ ॥  
 ক্ষেমা সে দুল্লভ বস্ত্ৰ সংসারের সার ।  
 ক্ষেমাধিক ভাবকের পদ নাহি য়ার ৫ ॥  
 ক্ষেমা<sup>৬</sup> সে জলের রূপ জানিও নিশ্চয় ।  
 জে বস্ত্ৰ মিশ্রিত করে সেই বর্ণ<sup>৭</sup> হয় ৮ ॥  
 জদ্যাপি<sup>৯</sup> নৃপতি ক্রোধ আনল তুলন ।  
 জল পরসনে সাম্য<sup>১০</sup> হয় হুতাসন ১১ ॥  
 তিখ<sup>১২</sup> খর্গ দেখী<sup>১৩</sup> জলের কিবা হয়<sup>১৪</sup> ১৫ ।  
 ছেদিলে সতেক বার দুই খণ্ড নয় ১৬ ॥  
 নম্র সির কারি সবে স্কেদ<sup>১৭</sup> আসনে ।  
 মৈন রূপে প্রভু ভাবি থাক এক মনে<sup>১৮</sup> ১৯ ॥  
 জাহাক<sup>২০</sup> মনেত ভাবে সেই সে রক্ষক<sup>২১</sup> ২২ ।  
 কি করিতে পারে তবে<sup>২৩</sup> সহস্র ভক্ষক<sup>২৪</sup> ২৫ ॥  
 যুদ্ধ কল্যা সখ্য ভগ্ন তাহে সিঁধি নাহি ।  
 সখ্য হোসেত সর্ব<sup>২৬</sup> রক্ষা করিব গোসাই ২৭ ॥  
 গুরুর বচন শুনি জথ সিস্যগন ।  
 বসীলেক নম্রসিরে কারিআ পোসন<sup>২৮</sup> ২৯ ॥  
 নৃপতি আদেশে সন্য যুগীকে<sup>৩০</sup> বেরিল ।  
 দসে এক ধরি ২ সবাব<sup>৩১</sup> বান্দিল ।  
 গলায় নিগর দিয়া বান্দ কল্যা যুগী ।  
 দুক্ষের উপরে দুক্ষ হইল বিউগী ৩২ ॥  
 নৃপতিক<sup>৩৩</sup> বান্দিতে আইল জথ জন ।  
 মূর্ছিত হইল শূনি কিল্লর বাজন ।  
 জগত আহন রূপ<sup>৩৪</sup> পরম যুদ্ধর<sup>৩৫</sup> ৩৬ ॥  
 বান্দবার তরে ন<sup>৩৭</sup> নিশ্বরে কার কর ৩৮ ॥  
 ইশ্বরের আদেশ সহজে অর্থাগত ।  
 জশ্বধনি শূনি হস্ত থুই মূর্ছালিত ৩৯ ॥  
 কটীদেশে ডোর দিয়া কারিলা বন্দন<sup>৪০</sup> ৪১ ॥  
 হারিস বিসাদ নাহি<sup>৪২</sup> বিরহির মন ৪৩ ॥

১ সৈন্তের স্কেমের, ২ ভক্ত, নিৰ্পা না টালিলা ২ নৃপ ৩ বুলিল প্রবোধ  
 ৪ খেমাধিক সংসারেতে বস্ত্ৰ, নাই আর ৫ খেমা ৬ বস্ত্ৰ, ৭ জৈশ্বাপী  
 ৮ হস্তে ৯ দেখীলে ১০ ভয় ১১ যুধিব ১২ ভাকহ আপনে  
 ১৩ জাহার ১৪ সৈক্ষক ১৫ তারে ১৬ ভৈক্ষক ১৭ কারিআ আন  
 ১৮ যুগীরে ১৯ সবরে ২০ নৃপতিতে ২১ মোহনবৃপ ২২ সৈশ্বপ  
 ২৩ বান্দিয়ে তাকে না ২৪ বান্দন ২৫ নাই

প্রলাপ । আলাওল এক্ষেত্রে মূলেকে অনুসরণ না করে ঘটনা বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন । সিংহলরাজের আদেশে  
 রক্ষসেন সহ যোগীদের বন্ধন প্রয়াস এং রক্ষসেনের বাজনা শূনে সকলের মোহগ্রস্ততা ইত্যাদি মূলে নেই ।

এমত বচন যদি সকলে কহিল ।  
 সন্তের স্কেমের নৃপ তিল না টালিল ১ ॥  
 শিষ্যের বচনে গুরু<sup>২</sup> বলিল প্রবোধ ।  
 প্রেম-পশ্চে চলিতে উচিত নহে ক্রোধ ৩ ॥  
 ক্ষেমা সে দুল্লভ বস্ত্ৰ সংসারের সার ।  
 ক্ষেমাধিক ভাবকের বস্ত্ৰ নাহি আর ৪ ॥  
 ক্ষেমা সে জলের রূপ জানিও নিশ্চয় ।  
 যে বস্ত্ৰ মিশ্রিত করে সেই বর্ণ হয় ৫ ॥  
 যদ্যাপি<sup>৬</sup> নৃপতি-ক্রোধ আনল তুলন ।  
 জল পরশনে শান্ত হয় হুতাসন ৭ ॥  
 তীক্ষা<sup>৮</sup> খর্গ দেখিলে জলের কিবা ভয় ৮ ॥  
 ছেদিলে শতেক বার দুই খণ্ড নয় ৯ ॥  
 নম্রশির কারি সবে স্কেদ আসনে ।  
 মৌনরূপে প্রভু ভাবি থাক এক মনে ১০ ॥  
 যাহারে মনেত ভাব সেই সে রক্ষক ।  
 কি করিতে পারে তারে সহস্র ভক্ষক ১১ ॥  
 যুদ্ধ কৈলে সত্যভগ্ন তাহে সিঁধি নাই ।  
 সত্য হোসেত সর্ব<sup>১২</sup> রক্ষা করিব গোসাই ১৩ ॥ ( জা.৫ )  
 গুরুর বচন শূনি যত শিষ্যগণ ।  
 বসীলেক নম্রশিরে করিয়া আসন ।  
 নৃপতি আদেশে সৈন্য যোগীরে বোড়িল ।  
 দশে একে ধরি ধরি সবাক বান্দিল ১৪ ॥  
 গলায় নিগড় দিয়া বন্দী কৈল যোগী ।  
 দুঃখের উপরে দুঃখ সাঁহল বিয়োগী ১৫ ॥ ১৬ ॥  
 নৃপতিক বান্দিতে আইল যত জন ।  
 মোহিত হইল শূনি কিংগরী বাজন ১৭ ॥  
 জগৎ-মোহন রূপ পরম স্কেদর ।  
 বান্দবার তরে কার না নিঃসরে কর ১৮ ॥  
 ইশ্বরের আদেশ সহজে অর্থাগত ।  
 যশ্বধনি শূনি হস্ত হৈল মূর্ছিকত ১৯ ॥  
 কটীদেশে ডোর দিয়া করিল বন্ধন ।  
 হারিষ বিসাদ নাহি বিরহীর মন ২০ ॥ ( জা.৬ )

মন্তব্য : পঞ্চম শতবকের অনুবাদের প্রথম দুইটি পংক্তি  
 নতুন । সন্তের স্কেমের রূপে রাজার অটল চিন্তের বর্ণনা  
 মূলে নেই । অবশ্য শিষ্যদের প্রতি রাজার উপদেশ এবং  
 তাহঁদের আদর্শবাণী মোটামুটি মূলেরই প্রতিধ্বনি । ষষ্ঠ  
 শতক থেকে দেখা দিয়েছে মূলের ব্যতিক্রম । মূলে ষষ্ঠ শতক  
 থেকে অষ্টম শতক পর্যন্ত রাজা রক্ষসেনের বিচিত্র প্রেম-

মধু বৃষ্টি<sup>১</sup> করে যুগী জন্মের বাজনে<sup>২</sup> ।  
 অনাঘাতে তাল রাগ যুধা বরিসনে<sup>৩</sup> ॥  
 যুনিতে ২ জন্ত কার হএ নিদ্রা ।  
 কেহ ঢালি ২ পরে কার হএ তন্দ্রা ॥  
 ধন্দ হৈয়া রহিল সরির অতোলিত<sup>৪</sup> ।  
 চিত্তের<sup>৫</sup> পোতালি প্রাএ চেতন রহিত ॥  
 পাসান সলিল বত যক্ষ দারৌ দ্রবে<sup>৬</sup> ।  
 সরস জিবন কারি<sup>৭</sup> যুধারস শ্রবে ॥  
 নৃপতি গোচরে লোকে করিল জ্ঞাপন<sup>৮</sup> ।  
 যুগীর ভিতরে গুরু<sup>৯</sup> আছে<sup>১০</sup> একজন ॥  
 পরম সুন্দর<sup>১১</sup> তনু সে তনু নিন্দিত ।  
 করেত কিন্দর বাহে আঁত যুললিত ॥  
 হেন রূপ হেন জন্ত<sup>১২</sup> নাই<sup>১৩</sup> যুনি দেখী ।  
 সাফল্য হইল আজি যুনি কন আখী<sup>১৪</sup> ॥  
 যুনিয়া আদেশ নৃপ করিল তখন ।  
 আমার সাক্ষাতে আন গুরু কোন<sup>১৫</sup> জন ॥  
 রাজার আদেশ পাই ত্বরিত গমনে ।  
 রত্নসেন আনিলেক নৃপ বিদ্যামানে<sup>১৬</sup> ॥  
 নম্বাসিরে রহিলেক<sup>১৭</sup> নৃপতি গোচর ।  
 নক্ষত্র<sup>১৮</sup> বিষ্টিত জেন পদ্বন সসোদর<sup>১৯</sup> ॥  
 মস্তক<sup>২০</sup> আপদ<sup>২১</sup> নৃপ নিরিক্ষিল ক্রমে ।  
 দেখীআ মোহন রূপ রহিল সন্দ্রমে ॥  
 মনে অনুমানি রাজা নহে অবধূত ।  
 উঝল ললাট দেখী নৃপতির যুত ॥  
 জবে যুগী হএ গোপচন্দ্র<sup>২২</sup> কিবা ভোজ ।  
 সর্বদাএ<sup>২৩</sup> উচিত লইতে তার খোজ ॥  
 মধুর বচনে জিজ্ঞাসিল নৃপবরে ।  
 যুগীর লক্ষন<sup>২৪</sup> কিছূ না দেখী তোমারে ।  
 কোন উপদেশ<sup>২৫</sup> পাই হৈলা<sup>২৬</sup> দেসান্তরি ।  
 নিজ কুল সিল জাতি<sup>২৭</sup> কহ দর<sup>২৮</sup> করি ॥  
 যুগী বোলে প্রচণ্ড প্রতাপ মহারাজ ।  
 ভিক্ষুরের জাতি কুল বিচারি কি কাজ<sup>২৯</sup> ॥  
 ভিকারির পুত্র আমি ধরি যুগী সাজ ।  
 ক্রোধ নাই বান্ধিলে নাইক<sup>৩০</sup> কোন লাজ ॥

১ বিষ্টি ২ বাজন ৩ বরিসন ৪ অটলিত ৫ চিত্তের ৬ যুধ প্রবি গ্রবি  
 ৭ করি ৮ গোপন ৯ যুগী ১০ গুরু ১১ সোন্দর ১২ হেন জন্ত  
 হেন রূপ ১৩ নাই ১৪ সাফল্য ম্যানিল মাজ নিজ কন আখী  
 ১৫ কন ১৬ বিদ্যামানে ১৭ বসীলেক ১৮ নৈক্ষত্র ১৯ সোসধর  
 ২০ মস্তক ২১ অপদ ২২ নৃপচন্দ্র ২৩ সর্বদাএ ২৪ লৈক্ষণ  
 ২৫ কন উপদেশ ২৬ হৈচ ২৭ নিজ কুল সীল জাতি/২৮ সৈজ  
 ২৯ ভিকারির হএ জাতি কুল কিবা কাজ ৩০ মনেত ৩০ নাই

মধু বৃষ্টি করে যোগী যশ্চর বাজনে ।  
 অনাঘাতে তাল রাগ সুধা বরিশণে ॥  
 শূনিতে সুধির যশ্চর কার হয় নিদ্রা ।  
 কেহ ঢালি ঢালি পড়ে কার হয় তন্দ্রা ॥  
 ধন্দ হই রহিল শরীর অটলিত ।  
 চিত্তের পুতালি প্রায় চেতনা রহিত ॥  
 পাষণ সলিলবৎ শূক্ষ দাবু দ্রবে ।  
 সরস জীবন করি সুধারস শ্রবে ॥  
 নৃপতি গোচরে লোকে করিল জ্ঞাপন ।  
 যোগীর ভিতরে গুরু আছে একজন ॥  
 পরম সুন্দর তনু অতনু নিন্দিত ।  
 করেতে কিংগর বাজে আঁত সুললিত ॥  
 হেন রূপ হেন যশ্চর নাই শূনি দেখি ।  
 সাফল্য মানিলু আজি নিজ কন আখি ॥  
 শূনিয়া আদেশ নৃপ করিল তখন ।  
 আমার সাক্ষাতে আন গুরু কোনজন ॥  
 রাজার আদেশ পাই ত্বরিত গমনে ।  
 রত্নসেন আনিলেক নৃপ বিদ্যামানে ॥  
 নম্বাসিরে রহিলেক নৃপতি গোচর ।  
 নক্ষত্রবোষ্টত যেন পূর্ণ শশধর ॥  
 আপাদমস্তক নৃপ নিরিক্ষিল ক্রমে ।  
 দেখীয়া মোহনরূপ রহিল সন্দ্রমে ॥  
 মনে অনুমানি রাজা নহে অবধূত ।  
 উম্বল ললাট দেখি নৃপতির সুত ॥  
 যবে যোগী হয় গোপীযশ্চর কিবা ভোজ ।  
 সর্বদায় উচিত লইতে তার খোজ ॥

( জা. ১-র. শূ. খণ্ড )

মধুর বচনে জিজ্ঞাসিল নৃপবরে ।  
 যোগীর লক্ষণ কিছূ না দেখি তোমারে ॥  
 কোন উপদেশ পাই হৈলা দেশান্তরী ।  
 নিজ কুলশীল জাতি কহ সত্য করি ॥  
 যোগী বলে প্রচণ্ড প্রতাপ মহারাজ ।  
 ভিক্ষুরের জাতি কুল বিচারি কি কাজ ॥  
 ভিখারির পুত্র আমি ধরি যোগী সাজ ॥  
 ক্রোধ নাই বান্ধিলে মনেত নাই লাজ ॥

মন্তব্য : ষষ্ঠ স্তবকের অনুবর্তী স্তবকাটী আলাওলের  
 নোভূন সংযোজন । সঙ্গীতপ্রিয় কবি আলাওল রত্নসেনের  
 মোহন সারোপাধানেতে সর্বচরিত্রকে মোহনুধ করে মূল-  
 বিহীন ঘটনাক্রমকারিত্ব দেখিয়েছেন । পরবর্তী স্তবকের  
 বিষয়বস্তু পদমাঝে কাব্যের পরবর্তী অধ্যায় 'রত্নসেন—  
 শূলাখণ্ডের প্রথম স্তবক থেকে গৃহীত ।

মরনেত<sup>১</sup> মর্দুকি হেন জার মনে বাসে<sup>২</sup> ।  
 সাল দেখী সেই চোর মট<sup>৩</sup> হাসে ॥  
 প্রেম পশ্চে চলি জদি অশ্ত নাহি পাএ ।  
 সেই পশ্চে ভাবকের মরিতে যুয়াএ ॥  
 আজি<sup>৪</sup> সে খাণ্ডব জথ মনের উদাস ।  
 আজি সে প্রার্থিব<sup>৫</sup> তেজি স্বর্গেত নিবাস<sup>৬</sup> ॥  
 আজি সে টুটী<sup>৭</sup>ব কায়া পাঞ্জরের বন্দ ।  
 আজি প্রানপক্ষি মনু<sup>৮</sup> ভ্রমিব শুছন্দ ॥  
 আজি সে নিয়ম ধর্ম<sup>৯</sup> নিবাহ<sup>১০</sup> হইব ।  
 পুণ্ডমা<sup>১১</sup> স্বরিয়া<sup>১২</sup> আজি প্রান<sup>১৩</sup> তেজিব ॥  
 প্রেমর অবধি আজি পদ্রিব একান্ত ।  
 তুরিতে মারিয়া<sup>১৪</sup> আমা প্রান কর সান্ত ॥  
 কি ফল জিজ্ঞাসি মোর কুলসিলি কথা ।  
 এ বলিয়া<sup>১৫</sup> হাসে জুগী<sup>১৬</sup> করি হেট মাথা ॥  
 নৃপতি কহিলা জবে ইচ্ছিলা মরন ।  
 জাব প্রাতি স্নেহ থাকে করহ স্বরন ॥  
 জুগী বোলে নরাধিপ যদু বিবরণ<sup>১৭</sup> ॥  
 সতত গুরুব পদ আছর<sup>১৮</sup> স্বরন ॥  
 আর কেহ নাহি মোর দোসর বাশ্বব ।  
 জাহার লাগীয়া সহে<sup>১৯</sup> এ দক্ষ লাঘব ॥  
 সেই পশ্চাবতি গুরু আমি সিয়া তার ।  
 সংসার অসাব জানি সেই মাঠ সাব ॥  
 বিস্ব<sup>২০</sup> হইয়া<sup>২১</sup> জথ শ্রাবিব রকত ।  
 পশ্চাবতি<sup>২২</sup> স্বরিব বেকত ॥  
 জথ লোম আছে মোর সরির মাজার ।  
 সেই নাম বিনু যার ন<sup>২৩</sup> লইব আর ॥  
 জথ নারি গাছে মোর কায়ার অশ্তরে<sup>২৪</sup> ।  
 তন্তু হৈয়া সেই নাম লইব সুরসে<sup>২৫</sup> ॥  
 খণ্ড অশ্ব<sup>২৬</sup> রুশ্রে মোর পোবন পরসে ।  
 বাসী<sup>২৭</sup> প্রাএ সেই ধনি বাজিব সুরসে<sup>২৮</sup> ॥  
 রত<sup>২৯</sup> একাদসী মোর সেই নাম জপে ।  
 তিলেক<sup>৩০</sup> বিশ্বাসিত মাঠ রতভণ্ড পাপে<sup>৩১</sup> ॥

১ মরনের ২ ভাসে ৩ খল ৪ আজি ( সর্বত্র ) ৫ প্রার্থিব  
 ৬ সুরসেতে নিবাস ৭ নিবাহা ৮ প্রআত্তমা সুরি ৯ জিবন ১০ মারহ  
 ১১ বালিয়া ১২ বগী ১৩ যদুহ কন ১৪ সাহ ১৫ হই ১৬ বিনে  
 ১৭ জন না ১৮ সরির মাজার ১৯ যুসার ২০ নাসী ২১ নিসরে যুসরে  
 ২২ রত ২৩ সাপে

মরণেত মর্দুকি হেন যার মনে বাসে ।  
 শাল দেখি সেই চোর খল খল হাসে ॥  
 প্রেম পশ্চে চলি যদি অশ্ত নাহি পায় ।  
 সেই পশ্চে ভাবকের মরিতে জুয়ায় ॥  
 আজি সে খাণ্ডব যত মনের উদাস ।  
 আজি সে সংসার তেজি স্বর্গেত নিবাস ॥  
 আজি সে টুটী<sup>৭</sup>ব কায়া পিঞ্জরের বন্দ ।  
 আজি প্রাণপক্ষী মনু<sup>৮</sup> ভ্রমিব শুছন্দ ॥  
 আজি সে নিয়ম ধর্ম<sup>৯</sup> নিবাহ<sup>১০</sup> হইব ।  
 প্রিয়তমা স্বরি আজি জীবন তেজিব ॥  
 প্রেমের অবধি আজি পদ্রিব একান্ত ।  
 তুরিতে মারিয়া আমা প্রাণ কর শান্ত ॥  
 কি ফল জিজ্ঞাসি মোর কুলশীল কথা ।  
 এ বলিয়া হাসে যোগী করি হেট মাথা ॥(জা. ২-এ)  
 নৃপতি কহিলা যবে ইচ্ছিলা মরণ ।  
 যার প্রাতি স্নেহ থাকে করহ স্মরণ ॥  
 যোগী বলে নরাধিপ শুন বিবরণ ।  
 সতত গুরুর পদ আছর স্মরণ ॥  
 আর কেহ নাহি মোর দোসর বাশ্বব ।  
 যাহার লাগিয়া সাহি এ দক্ষ লাঘব ॥  
 সেই পশ্চাবতি গুরু আমি শিষ্য তার ।  
 সংসার অসার জানি সেই মাঠ সাব ॥  
 বিস্ব<sup>২০</sup> হই যত শ্রাবিব রকত ।  
 পশ্চাবতি<sup>২২</sup> পশ্চাবতি<sup>২৩</sup> স্বরিব বেকত ॥  
 যত লোম আছে মোর শরীর মাথার ।  
 সেই নাম বিনু জান না লইব আর ॥  
 যত নাড়ী আছে মোর কায়ার অশ্তরে ।  
 তন্তু হৈয়া সেই নাম লইব সুরসে ॥  
 খণ্ড অশ্ব<sup>২৬</sup> রশ্রে মোর পবন পরশে ।  
 বাশী<sup>২৭</sup> প্রায় সেই ধনি বাজিব সুরসে ॥  
 রত একাদশী মোর সেই নাম জপ ।  
 তিলেক<sup>৩০</sup> বিশ্বাসিত মাঠ রতভণ্ড পাপ ॥(জা.৩-এ)

মন্তব্য : বর্তমান শতক দুটিও রঙ্গসেন—শুলীখণ্ডের  
 দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকদ্বয়ের অনুবাদ। অনুবাদ  
 অনেকটাই মূলানুগ। তবে মূলে যেখানে সমবেত জনগণের  
 সঙ্গে রঙ্গসেনের কথাপকথন, অনুবাদে সেক্ষেত্রে রাজা  
 গণ্ডর্বসেনের সঙ্গে রঙ্গসেনের উক্তি প্রত্যক্তি ।

ঃথেক দিবস আমি গুরু না চিনি।  
 কটী ২ অস্তপট অস্তরে আছিল ॥  
 অখনে চিনিজ জদি যার কেহো নএ ।  
 তন মন জিবন<sup>১</sup> সেই সে<sup>২</sup> সর্বমএ ॥  
 গটু<sup>৩</sup> ২ করিতে পতিত<sup>৪</sup> হএ কায়।  
 সিম্বপদ<sup>৫</sup> পাইলে কথাতে আছে ছায়।  
 গুরু সে মারএ আমা গুরু সে জিয়াএ ।  
 আর কোনে মারিব সন্নর সর্বথাএ ॥  
 না বৃজিয়া জলে জেন ধাএ অশ্ব মিন ।  
 জল সে জিবন তার জল নাহি চিন ॥  
 কাষ্টের পোতালি আমী<sup>৬</sup> কল গুরু করে ।  
 ভিতরে দোলাএ জদি নাচিএ<sup>৭</sup> বাহিরে ॥  
 গুরু মোর স্বীপতুল্য<sup>৮</sup> আমী সে পতঙ্গ ।  
 মস্তকে করাত দিলে না নারিমু<sup>৯</sup> অঙ্গ ॥  
 এথেক বচন জদি কাহিলেক জতি ।  
 বৃনি ক্রোধে অর্নিতুল্য জলিল নৃপতি ॥  
 বোলে হিন ধিট<sup>১০</sup> বৃগী সহজে অজ্ঞান ।  
 অনন্তর দেএ না মাগএ<sup>১১</sup> প্রাণ দান ॥  
 এমত দৃমু<sup>১২</sup> চোর রাখী নাহি কাজ ।  
 সিগ্ন করি শালে দেও না করিয়া ব্যাজ<sup>১৩</sup> ॥  
 এথ বৃনি<sup>১৪</sup> ধরি বৃগী নিল সিগ্নগতি ।  
 উচ্চ ধরাহরে থাকি দেখে পদ্মাবতী ॥  
 আগের রহস্য সব হইছে গোচর ।  
 রাহু করে <sup>১৫</sup> বৃর পশ্ব হইল ঝামর ॥  
 বৃখ সরে সলিল সকল বৃখাইল ।  
 বিরহ সায়রে সোগ অগচা উগিল <sup>১৬</sup> ॥  
 উখল দিবস<sup>১৭</sup> হৈল তমসি রজনী ।  
 সঙ্কুচিত হৈল দৃখ প্রকাশে<sup>১৮</sup> নলিনী ॥  
 আনল পিগল<sup>১৯</sup> ভেল ডুবি গেল<sup>২০</sup> শ্বাস ।  
 দস্ত ২ লাগি হৈল জিবন নৈরাশ ॥

১ জিব ২ হএ ৩ মট ৪ পাতিত ৫ সীম্বপদ ৬ মুই ৭ না চিনি  
 ৮ দিপ জল ৯ লাগাব ১০ হেন ডে ১১ দস্ত না মাগীআ ১২  
 দোমুখী ১৩ না করি বেরাজ ১৪ দস বিসে ১৫ কোরে ১৬ বিরহ  
 কিসি রোগ আগছ উগিল ১৭ বিরহ ১৮ বিকাশ ১৯ আকল পায়ম  
 ২০ ডুবিল

শুবকের চৌপাঈ অংশের অনুবাদ আলাওলের রূচনায় অনুপস্থিত । নবম শুবকের অনুবাদে অভিনব লক্ষণীয় ।  
 জায়সী যেখানে রত্নসেনের মুখে পদ্মাবতীর নামোচ্চারণ সূত্র অবলম্বনে হঠাৎ পদ্মাবতীর বিরহলোকে প্রস্থান করেছেন,  
 আলাওল সেক্ষেত্রে নিজস্ব কাহিনীসূত্রে অনুবাদী রত্নসেনের বন্দীদশা এবং রাজ্যদেশে রত্নসেনকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাবার  
 সময় প্রাসাদশীর্ষ থেকে সেই দৃশ্য দেখে পদ্মাবতীর বিরহ ভাবের বর্ণনা করেছেন । বিরহ বর্ণনা যদিও অনেকটাই মূলানুগ,  
 কিন্তু আলাওল এই বিরহের একটা বৃদ্ধিসঙ্গত কারণ দিয়েছেন ।

যতেক দিবস আমি গুরু না চিনি।  
 কোটি কোটি অস্তপট অস্তরে আছিল ॥  
 এখন চিনিজ যদি আর কেহ নয় ।  
 তন মন জীবন সেই সে সর্বময় ॥  
 মূর্খের মূর্খের করিতে পতিত হয় কায়।  
 সিম্বপদ পাইলে কোথাত আছে ছায়।  
 গুরু সে মারয় আমা গুরু সে জীয়ায় ।  
 আর কোনে মারিব শরীর সর্বথায় ॥  
 না বৃজিয়া জলে যেন ধায় অশ্ব মীন ।  
 জল সে জীবন তার জল নাহি চিন ॥  
 কাষ্টের পূর্তালি আমি কল গুরু করে ।  
 ভিতরে দোলায় যদি নাচয়ে বাহিরে ॥  
 গুরু মোর দীপতুল্য আমি সে পতঙ্গ ।  
 মস্তকে করাত দিলে না নাড়িমু অঙ্গ ( জা. ৭ )  
 এতেক বচন যদি কাহিলেক যতি ।  
 শূনি ক্রোধে অর্নিতুল্য জ্বলিল নৃপতি ॥  
 বলে হেন চিঠ যোগী সহজে অজ্ঞান ।  
 অনন্তর দেয় না মাগয় প্রাণদান ॥  
 এমত দৃমু<sup>১২</sup> চোর রাখি নাহি কাজ ।  
 শীঘ্র করি শালে দেও না করিয়া ব্যাজ ॥  
 দশে বিশে ধরি যোগী নিল শীঘ্রগতি ।  
 উচ্চ ধরাহরে থাকি দেখে পদ্মাবতী ॥  
 আগের রহস্য সব হইছে গোচর ।  
 রাহু করে সুর পশ্ব হইল ঝামব ॥  
 সুখ-সরে সলিল সকল সুখাইল ॥  
 বিরহ অমরুর যদি অগস্ত উগিল ।  
 উজ্জ্বল দিবস হৈল তামসী রজনী ।  
 সঙ্কুচিত হইল দৃখ বিকশে নলিনী ॥  
 আনল শীতল ভেল ডুবি গেল শ্বাস ।  
 দস্তে দস্তে লাগি হৈল জীবন নৈরাশ ॥ ( জা. ৯ )

মন্তব্য : অতঃপর আলাওল আবার মূলের যথাস্থানে ফিরে  
 এসেছেন । গম্ববসেন-মন্ত্রীখণ্ডের সপ্তম শুবকের অনুবাদে  
 আলাওল দোহাসম্মত মূলনিষ্ঠ । কেবল শেষপংক্তিদ্বয়ের  
 মূলের অষ্টম শুবকের দোহা অংশের অনুবাদ । মূলের অষ্টম

ভূমী নিপাতিত অঙ্গ করে ছটফট ।  
 সখীগনে দেখী বোলে কি হৈল সখকট ॥  
 বিরহ অগ্নির পরে<sup>১</sup> অগ্নি প্রজ্বলিত ।  
 বিরহ ঘাএর মাঞ্জে ঘাওর<sup>২</sup> নিশ্চিত ॥  
 বিরহ দৃষ্কের পরে দৃক্ষ অতিসএ ।  
 বিরহ বিসিখ পরে বিসিখ নিশ্চএ ॥  
 রোগের উপরে রোগ জানিয় বিরহ ।  
 দোসহ উপরে তত বিরহ দোসহ ॥<sup>৩</sup>  
 সালের উপরে সত্য<sup>৪</sup> বিরহ সে<sup>৫</sup> সাল ।  
 কালের উপরে নিষ্ঠা বিরহ সে কাল ॥  
 জিবন হরিয়া কালে নেএ একবারে<sup>৬</sup> ।  
 দাবুন বিরহ পদনি মৃত্যুকেরে মারে<sup>৭</sup> ॥  
 প্রবল বিরহ কন্যা<sup>৮</sup> হৈল অচেতন ।  
 আশ্বেবেস্তে আসীয়া ধরিল সখীগন ॥

কোন<sup>৯</sup> সখী পাক তল্য<sup>১০</sup> সিরেত ঢালন্ত ।  
 কেহ<sup>১১</sup> হস্তপদ তল্য ঘরিসন্ত ॥<sup>১২</sup>  
 কেহ<sup>১৩</sup> আনি অগ্নে সেএ<sup>১৪</sup> সিতল চন্দন ।  
 বিচনি আনিয়া কেহ<sup>১৫</sup> দোলাএ পোবন ॥  
 কোন<sup>১৬</sup> সখী সিম্ব<sup>১৭</sup> জল আনি দেশত মূখে ।  
 নাসা আগে হস্ত দিয়া কেহ<sup>১৮</sup> শ্বাস লখে ॥  
 নানা গতে প্রকার করিলা সখীগন ।  
 কোন পরকারে<sup>১৯</sup> কন্যা নাইল<sup>২০</sup> চেতন ॥  
 ক্ষেনে কর পসারএ ক্ষেনে বাশ্বে মূটে ।  
 নখাসিখ<sup>২১</sup> ব্যাপিল বিরহ কালকূট ॥  
 ক্ষেনে চমকিয়া উটে ক্ষেনে<sup>২২</sup> ২ চাপে<sup>২৩</sup> ।  
 ক্ষেনে চক্ষু<sup>২৪</sup> প্রকাশএ ক্ষেনে পদন ঝাম্পে ॥

ডন্দ<sup>২৫</sup> এক হেন মত ছিল চন্দ্র গ্রাস<sup>২৬</sup> ।  
 পদনি বদ্বিখ ঘরি হৈল হৃদয় প্রকাশ<sup>২৭</sup> ॥  
 ছাড়িল নিঃশ্বাস জদি শ্বরি মনে পিও<sup>২৮</sup> ।  
 হরসেতে<sup>২৯</sup> সখীগণ পলটীল জিও<sup>৩০</sup> ॥

১ বিরহের অগ্নিএ ২ ঘাও জে ৩ দৃষ্কের উপরে বিরহ দৃক্ষ সহ  
 ৪ সাল ৫ বিরহের ৬ নেশ্ত একবার ৭ মার ৮ কৈন্যা ৯ কন  
 ১০ তৈল ১১ ডালু গরিসেস্ত ১২ ছিড়ে অগ্নে ১৩ গমর লইআ  
 কেহো ১৪ কন ১৫ বৃদ্ধ ১৬ প্রকারে ১৭ কৈন্যা না হৈল ১৮  
 লৈক্ষিপার ১৯ কাম্পে ২০ ঢোক ২১ দন্ড ২২ গ্রাসে ২৩ প্রকাশে  
 ২৪ মনে জাবি পীউ ২৫ হরসীত ২৬ জিউ

আছে, মূলে তা নেই । মূলের দোহা অংশের অনুবাদ নেই । মূলে আছে দশমী দশা, অনুবাদ চতনালাভ ।

ভূমি নিপাতিত অঙ্গ করে ছটফট ।  
 সখীগনে দেখি বোলে কি হৈল সখকট ॥  
 বিরহ অগ্নির পরে অগ্নি প্রজ্বলিত ।  
 বিরহ ঘায়ের মাঞ্জে ঘাও যে নিশ্চিত ॥  
 বিরহ দৃষ্কের পরে দৃষ্ক অতিশয় ।  
 বিরহ বিসিখ পরে বিসিখ নিশ্চয় ॥  
 রোগের উপরে রোগ জানিও বিবহ ।  
 দৃষ্কের উপরে তত বিরহ দৃঃসং ॥  
 শালের উপরে সত্য<sup>৪</sup> বিরহ সে শাল ।  
 কালের উপরে নিষ্ঠা বিরহ সে কাল ॥  
 জীবন হরিয়া কালে নেশ্ত একবারে ।  
 দারুণ বিরহ পদনি মৃত্যুকেরে মারে ॥  
 প্রবল বিরহে কন্যা হৈল অচেতন ।  
 আশ্বেত ব্যস্তে আসিয়া ধরিল সখীগণ ॥ (জা.১০)

কোন সখী পাক তৈল শিবেত ঢালন্ত ।  
 কেহ কেহ হস্তে পদে তৈল ঘরিসেস্ত ॥  
 কেহ আনি অগ্নে সিশে শীতল চন্দন ।  
 বিচনী আনিয়া কেহ দোলায় পবন ॥  
 কোন সখী শূদ্ধ জল আনি দেশত মূখে ।  
 নাসা আগে হস্ত দিয়া কেহ শ্বাস লখে ॥  
 নানামত প্রকার করিলা সখীগণ ।  
 কোন পরকারে কন্যা না হৈল চেতন ॥  
 ক্ষেনে কর পসারয় ক্ষেনে বাশ্বে মূটে ।  
 নখাশিখ ব্যাপিল বিরহ কালকূট ॥  
 ক্ষেনে চমকিয়া উঠে ক্ষেনে ক্ষেনে কাম্পে ।  
 ক্ষেনে চক্ষু প্রকাশয় ক্ষেনে পদন ঝাম্পে ॥ (জা.১১)

দন্ড এক হেনমত ছিল চন্দ্রগ্রাস ।  
 পদনি বদ্বিখ শ্বরি হৈল হৃদয় প্রকাশ ॥  
 ছাড়িল নিঃশ্বাস যদি শ্বরি মনে পিউ ।  
 হরযিত সখীগণ পলটীল জিউ ॥

মন্তব্য : দশম শতকে বিরহিণী পদ্মাবতীকে নিয়ে সখীদের  
 নক্ষত্র গুণে রাশি অতিবাহনের কথা আছে, অনুবাদে তা  
 বিজ্ঞিত হয়েছে । সখীদের রোদনের কথাও অনুবাদে নেই ।  
 দোহা অংশটি অনুবাদে বাদ গেছে । একাদশ শতকে সখী  
 পরিচর্যার বর্ণনায় মূলের সঙ্গে অনুবাদের পার্থক্য ঘটেছে ।  
 অনুবাদে পদ্মাবতীর মাথায় ও পায়ে তৈল-ঘর্ষণের কথা

দেখিলেক সখীগনে গ্রহন খণ্ডিল ।  
 কান্দিতে ২ সবে কহিতে লাগিল ॥  
 তোর মৃৎচন্দ্র জ্যোতে জগত প্রকাশ ।  
 তিলেকে মালিনে আমি হইল নৈরাস ॥১১১  
 ক্ষেনে মাত্র দেখিল দসমী দশ রিত ।  
 মিহির প্রকাশে জেন কমল মৃদিত ॥  
 গজগতি সিংহ কটী মহাগর্বাধারি ।  
 মানমতি কুলবতি নৃপতি কুমারি ॥  
 জগত মৃদিত হএ তোমার দেখীআ ।  
 তুমি অচেতন হও কিসের লাগিয়া ॥  
 এথা নৃপতির সব লক্ষ্মী চরিত ।  
 সিংহে আইলা হিরামনি কুমারি বিদিত ॥  
 হিরামনি দেখী উটী বসীলা যুবতি ।  
 কণ্ঠেত লাগাই শূক করএ কাকৃতি ॥\*

দেখিলেক সখীগণ গ্রহণ খণ্ডিল ।  
 কান্দিতে কান্দিতে সবে কহিতে লাগিল ॥  
 তোর মৃৎচন্দ্র জ্যোতি জগৎ প্রকাশ ।  
 তিলেক মালিনে আমি হৈল নৈরাস ॥  
 ক্ষেনে মাত্র দেখিল দশমী দশা রীত ।  
 মিহির প্রকাশে যেন কমল মৃদিত ॥  
 গজগতি সিংহকটি মহাগর্বাধারী ।  
 মানমতী কুলবতী নৃপতি কুমারী ॥  
 জগৎ মোহিত হয় তোমারে দেখিয়া ।  
 তুমি অচেতন হও কিসের লাগিয়া ॥  
 এথা নৃপতির সব লক্ষ্মী চরিত ।  
 শীঘ্র আইল হীরামনি কুমারী বিদিত ॥  
 হীরামনি দেখি উঠি বসিলা যুবতি ।  
 কণ্ঠেত লাগাই শূক করয় কাকৃতি ॥ ( জা.১২ )

১ বর্তমান পরিচ্ছেদে এর পরবর্তী অংশ 'বা' পুথিতে খণ্ডিত ।  
 \* হবিবি সংস্করণ, সত্যেন্দ্রসংস্করণ ও শহীদুল্লাহ সংস্করণে এর  
 পরে একটি গীতের উল্লেখ আছে যা পুথিতে নেই । গানের  
 প্রথম দিকের হে'বালী পুর্বোধ্য ।

সারণ্য অরির হিত                      তাহান বাম্বব মিত  
 তার সূত প্রচন্ড প্রতাপ ।  
 তাহার তনয় পতি                      মূনির সে সুসন্ততি  
 তান রিপদু আমা দিল শাপ ॥  
 সখী হে মোর বাক্য কর অবধান ।  
 ভুবন দুগুন করি                      তাহাতে তপন পূরি  
 তার অর্ধ করিমু যে পান ॥

রাগ : দীর্ঘ ছন্দ

সারণ্য অরির হিত                      তাহান বাম্বব মিত  
 তার সূত প্রচন্ড প্রতাপ ।  
 তাহার তনয় পতি                      মূনির সে সুসন্ততি  
 তান রিপদু আমা দিল শাপ ॥  
 সখী হে মোর বাক্য কর অবধান ।  
 ভুবন দুগুন করি                      তাহাতে তপন পূরি  
 তার অর্ধ করিমু যে পান ॥

শব্দার্থ টীকা : ভুবন...পান—বিষ পান

ভুবন দুগুন = ১৪ X ২ = ২৮

তপন = শ্বাদশ আদিত্য = ১২

৪০ - ২ = ২০ বা বিশ

মন্তব্য : শ্বাদশ শতকের অন্তর্বাদ অনেকখানি মূল্যবান । কেবল মূলের শ্লোকাদশ চতুর্দশ পংক্তিদুটি ও দোহা অংশটি  
 অন্তর্বাদে বাদ গেছে । তার পরিবর্তে অন্তর্বাদে যে ঘটনাক্রম আছে, তা মূল থেকে পৃথক । মূলে শ্লোকাদশ শতকের শেষে  
 বিরহিণী পদ্মাবতী সখীকে অন্তর্বাদে করেছে গুরুকে ডেকে আনার জন্য, চতুর্দশ শতকে ধাত্রীর আহ্বানে হিরামনের আগমন  
 হয়েছে । কিন্তু অন্তর্বাদে শ্বাদশ শতকের শেষে নিজেই শূক পদ্মাবতীর কাছে এসে উপস্থিত হয়েছে । ঘটনা বর্ণনা করতে  
 গিয়ে আলাওল মূলের শ্লোকাদশ শতকের বিরহ ভাবাবেগ বর্ণনাটি বর্জন করেছেন ।

শ্রী গান্ধার কহু রাগ ত্রিছন্দ

তুমী পক্ষি প্রিওথম	কঙ্কট কল্যা য়সম ।	তুমি পক্ষী প্রিয়তম	সংকট কৈলা স্য়ম ।
সে যব রহ হাস্য বিঘটীত হইয়া		সে সব রহস্য বিঘাটত হইয়া	
কি লাগী হইল বিসম ॥		কি লাগি হইল বিঘম ॥	
যদন শব্দক প্রাণ আমার মিনতিবে । ( ধুয়া )		শদন শব্দক প্রাণ আমার মিনতি রে ( ধু ) ।	
কহিও নৃপতি আগে	মোব মন অনুরাগে ।	কহিও নৃপতি আগে	মোব মন অনুরাগে ।
জে সকল বিস তাহার শরিরে		যে সকল দুখ তাহান শরীরে	
আমাব পবাণ আগে ॥		আমার পবাণে লাগে ॥	
কটীন বিরহ জাল	প্রাণের নিকটে কাল ।	কঠিন বিরহ জাল	প্রাণেব নিকটে কাল ।
তিলেক মাজাবে ব্যস্ত না কবিষা		ত্রিলোক মাঝারে ব্যস্ত না করি	
ঘন ২ হানে সাল ॥		ঘন ঘন হানে শাল ॥	
পূর্বতপ ফলান্তব	মিলিল জে যোগ্য বর ।	পূর্ব তপ ফলান্তর	মিলিল সে যোগ্য বব ।
হেন কাখা হিত কল্য বিপবিত		হেন কাখা হিত কৈল বিপবীত	
হৈয়া বিধি পামব ॥		হৈলা বিধি পামব ॥	
কি বৃন্দ্বি বোলহ করিমু	কেমতে প্রাণ ধরিমু ।	কি বৃন্দ্বি বল করিমু	কেমতে প্রাণ ধরিমু ।
বিচ্ছেদ আনল হৈল প্রবল		বিচ্ছেদ আনল হৈল প্রাল	
আপনা হানিষা ধরিমু ॥		আপনা হানিষা মরিমু ॥	
মনেত কল্য বিচার	উপাএ না দেখী আর ।	মনেতে কৈল বিচাব	উপাষ না দেখি আর ।
প্রভুর জে গতি হৈব সমপ্রতি		প্রভুর যে গতি হইব সম্প্রতি	
সেই সে গতি আমার ॥		সেই সে গতি আমার ॥	
প্রেমে রসময় নিধি	স্বরূপ গুণ অবধি ।	প্রেম-রসময় নিধি	স্বরূপ গুণ অবধি ।
হেন বস্তুবর দেখাইয়া মোরে		হেন রত্ন বর দেখাইয়া মোবে	
কি লাগী বঞ্ছল বিধি ॥		কি লাগি বঞ্ছল বিধি ॥	
আমার পিরিতি লাগি	নৃপতি হইলা যুগী ।	আমাব পিরিতি লাগি	নৃপতি হইল যোগী ।
মৃত্যুকালে জদি নাহো এক গতি		মৃত্যুকালে যদি নাহি হয গতি	
হইমু বধের ভাগী ॥		হইমু বধের ভাগি ॥	
প্রভুর দেখিলু সংকট	প্রাণ কবে ছটফট ।	প্রভুর দেখিলু সংকট	প্রাণ করে ছটফট ।
জদি পাখ হএ তোজি লাজ ভএ		যদি পাখা হয় তোজি লাজ ভয়	
উরিয়া জাও নিকট ॥		উড়িয়া যাও নিকট ॥	
রাসিক নাগর রাএ	দান সিন্দু ধর্ম কাএ	রাসিক নাগর রায়	দান সিন্দু ধর্ম কায় ।
শ্রীযুত মাগন আরতি লৈয়া		শ্রীযুত মাগন আরতি কারণ	
হিন আলাওলে গাএ ॥*		হীন আলাওলে গায় ॥ (জা.১৯)	

শব্দার্থ টীকা : স্য়ম—সহজ  
বিঘাটত—বিপর্ষ্য  
বিঘম—কঠিন

\* 'বা' পদার্থিতে না থাকায় এর পাঠান্তর দেওয়া গেল না ।

মন্তব্য : আলাওল মূলেব চতুর্দশ শতক থেকে একেবারে উনিবংশ শতকে এসে উপনীত হয়েছেন । মধ্যবর্তী পঞ্চদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের বিরহ ভাবাবেগ এবং শব্দকেব সংগে পশ্চিমবঙ্গের কথোপকথন অংশগুলি বর্জন করে উনিবংশ শতকের পশ্চিমবঙ্গের উক্তিটিকে গীতরূপে দান করেছেন । মূলে পশ্চিমবঙ্গের প্রেমোক্তি অনুবাদে সম্প্রসারিত, কিন্তু মূলের প্রেমযোগত্বটি অনুবাদে বর্জিত । বিশেষতঃ দোহা অংশের গুরুশিষ্য সম্পর্কত্বটি অনুবাদে একেবারেই অনুপস্থিত ।



## রাগ যমক ছন্দ

কন্যার বচন শুনি সজল নয়নে ।  
 শান্তি পূর্বে কহে শূক মধুর বচনে ॥  
 চিত্ত স্থির কর রানী না হইয় আকুল ।  
 অখনেহ নাহি জান প্রেমের আমূল ॥  
 বিরহ আনল জার হৃদের মাজারে ।  
 কাহার পবান তারে কি করিতে পারে ॥  
 ক্ষেমা আচরিয়া আছে না করিয়া ক্রোধ ।  
 তাহার কারণে হএ এথেক বিরোধ ॥  
 সিন্ধের সর্বিবে জদি ক্রোধ উপজিত ।  
 পর্বত করিয়া রেন্দু তিলে উড়াইত ॥  
 ছায়া সম সিন্ধি কায়ী জানিয় নিশ্চয় ।  
 না ভিজএ জলেত অগ্নিত না পোরএ ॥  
 যুনা অব ২ তার প্রাণ তোমা টাম ।  
 সতবার বিচারিলে ন পাইব জাম ॥  
 কোন চিন্তা না করিয়া থাক হরসীত ।  
 হর বর বার্থ না হইব কদাচিত ॥  
 আশ্বাস বচনে যুকে কন্যা শান্তাইল ।  
 মনের ভবম খণ্ডি চিত্ত স্থির কলা ॥

কন্যার বচন শুনি সজল নয়নে ।  
 শান্ত স্বরে কহে শূক মধুর বচনে ॥  
 চিত্ত স্থির কর রাণী না হৈও আকুল ।  
 এখনেহ নাহি জান প্রেমের আমূল ॥  
 বিরহ আনল যার হৃদয় মাঝাবে ।  
 কাহার শক্তি তারে কি করিতে পারে ॥  
 ক্ষেমা আচরিয়া চাহ না করিয়া ক্রোধ ।  
 তাহার কারণে হয এতেক বিরোধ ॥  
 সিন্ধার শরীবে যদি ক্রোধ উপজিত ।  
 পর্বত কবিয়া রেন্দু তিলে উড়াইত ॥  
 ছায়া সম সিন্ধি কায়ী জানিও নিশ্চয় ।  
 না ভিজয় জলেত অগ্নিত না পোড়য় ॥  
 শূন্য অবয়ব তাব প্রাণ তোমা ঠামে ।  
 শতবার বিচারিলে না পাইব যমে ॥  
 কোন চিন্তা না করিয়া থাক হরসীত ।  
 হব-বদ ব্যর্থ না হইব কদাচিত ॥  
 আশ্বাস বচনে শূকে কন্যা শান্তাইল ।  
 মনের ভবম খণ্ডি চিত্ত স্থির কৈল ॥ ( জা.২০ )

মন্তব্য : মূলের বিংশ স্তবকটি অনুবাদে কিছুটা পরিবর্তিত। মূলকাব্যের ঊনবিংশ স্তবকে পদ্মাবতীর তর্কজিজ্ঞাসার উত্তরে বিংশ স্তবকটি একটি তর্কগর্ভ শূকবচন। মূলে রত্নসেন-পদ্মাবতীর অশ্বেত সম্পর্কের উপর আত্মার অমরত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অপবাদিকে অনুবাদের শূকবচনেও সম্পর্কেদের অমরতার প্রসঙ্গ আছে তবে তা ততটা জ্ঞানসৌন্দর্যের সূক্ষ্মপথে নয়, অনেকটা গীতার পথে, 'নৈনং হির্ম্মিত শম্ভারিণং, নৈনং দহতি পাবক' গীতার এই আদর্শ অনুযায়ী আলাওল সম্পর্কযার বর্ণনা করেছেন। অবশ্য বিরহানল যাকে শূকবচনে দান করেছে তাকে যে মৃত্যু স্পর্শ করতে পারে না, মূলের এই সূক্ষ্মত্বও অনুবাদে অনুসৃত হয়েছে। নোহা অংশেব পরিবর্তিত স্তবকশেষে আলাওল অতিসংক্ষেপে পদ্মাবতীর চিত্তস্থিরের কথা বলেছেন যার আশ্বাস আছে মূলের একবিংশ স্তবকে। মূলের একবিংশ স্তবকটি আলাওল বর্জনে বর্ণিত। এই স্তবকে পদ্মাবতীর উক্তি যে ভাবসম্মিলনের অশ্বেতপ্রত্যয় এবং মৃত্যুঞ্জয়ী মহামিলনের প্রেমাবেগ ব্যক্ত হয়েছে, আলাওলের বর্জনে অনুবাদটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

## রত্নসেন-শূলী খণ্ড

এখাত<sup>১</sup> যুগীরে ধরি লৈয়া গেল জবে ।  
 পদনশ্বরি<sup>২</sup> নৃপতির আঞ্জা লৈয়া<sup>৩</sup> তবে<sup>৪</sup> ॥  
 সালে দিত যুগীরে আনিল জদি কাষ্ট<sup>৫</sup> ।  
 সহিতে নারিল তবে দস<sup>৬</sup> বান্দ ভাট ॥ \*  
 পেটে হানি মরিবারে লইয়া কাটারি ।  
 নৃপ আগে দান্ডাইল<sup>৭</sup> সংখ্যা<sup>৮</sup> পরিহারি ॥  
 বামহস্ত তুলিয়া করিলা আসীর্বাদ ।  
 সপ্নলোকে দোঁখ বোলে কি হইল প্রমাদ ॥  
 ক্রোধের উপরে ক্রোধ হইল নৃপতি ।  
 তপ্ত ঘৃতে<sup>৯</sup> জলে জেন দিল সীগ্ন গতি ॥  
 ওরে রে অবদ্ব<sup>১০</sup> ভাট প্রানে নাহি ডর ।  
 আমা আশীর্বাদ কর তুমী<sup>১১</sup> বাম কর ॥  
 তাতোধিক<sup>১২</sup> আমা হোস্তে কেবা আছে বলি ।  
 আশীর্বাদ করিতে দক্ষিণ হস্ত তুলি ॥  
 শত সংখ্যা<sup>১৩</sup> নৃপতি দেখহ বিদ্যমান<sup>১৪</sup> ॥  
 প্রিথিবীতে কেবা আছে মহর সমান<sup>১৫</sup> ॥  
 হেনজন দশহিতে<sup>১৬</sup> জদি<sup>১৭</sup> নার<sup>১৮</sup> মোরে ।  
 জদ্যাপি ন বধ্য<sup>১৯</sup> হও বধমু তোমাতে<sup>২০</sup> ॥  
 দুই বির<sup>২১</sup> যুদ্ধ জদি কবে কদাচিত ।  
 মধ্যাব্যক্তি<sup>২২</sup> হইয়া ভাটে বাখাতে উচিত ॥  
 আঙ্গা লিঙ্গ চোর প্রাণে দিয়াইসে<sup>২৩</sup> ।  
 বংশা<sup>২৪</sup> পদ ছলে তারে অন্তর<sup>২৫</sup> ভাসে ॥  
 অপরাধী মারিবারে আঙ্গা দিল আম ।  
 পেটে হানি মরিবারে কোন<sup>২৬</sup> চাহ তুমী ॥  
 বিপ্র ভাট বধিলে<sup>২৭</sup> পাতক গুরুতব ।  
 তে কারণে পদ ছ তোরে<sup>২৮</sup> এথেক উত্তর ॥

১ অততে ২ পদনশ্বরি ৩ আঙ্গা হৈল ৪ 'বা' পৃথিতে অতিরিক্ত পংক্তি  
 হেন মতে যুগীরে সালেতে দেও সবে । ৫ বাট ৬ দেস  
 \* 'বা' পৃথিতে এবপব কষেকাট অতিরিক্ত পংক্তি—  
 তাতে এক ভাট জাতি নৃপ সংগে ছিল ।  
 দৈর্ঘ্যনৈক নৃপতিকে মাল আগে দিল ॥  
 ভাটে বলে সরবৎসে পালএ জেই জন ।  
 মহন রাজা মারে আমী রাই সজ্জন ॥  
 তাহা ভাট বিপ্র ভাটে বধিত নরানে ।  
 চাঁল আইল সীগ্নলের নৃপতির স্থানে ॥  
 ৭ ডান্ডাইল ৮ সংখ্যা ৯ ঘ্রোতে ১০ অবেরে অবোধ ১১ তুলি ১২ আর  
 ধিক ১৩ সত সংখ্যা ১৪ দখীলা বিদ্যমান ১৫ আমার সমন  
 ১৬ প্রসাইতে ১৭ পার ১৮ জদি ১৯ জৈম্বাপী অবোধ ২০ বদম-  
 সবেরে ২১ নিপ ২২ মৈধ্য ব্যক্তি ২৩ বিআ আইসে ২৪ বোহাসদ  
 ২৫ মনুরত ২৬ কেনে ২৭ বধিলে ২৮ পদটি তোকে

এখাত যোগীর ধরি লৈয়া গেল যবে ।  
 পদনশ্বরি নৃপতির আঞ্জা লৈয়া তবে ॥  
 শূলে দিতে যোগীরাে আনিল যদি কাষ্ট ।  
 সহিতে নারিল তবে দশবন্দী ভাট ॥  
 পেটে হানি মরিবারে লইল কাটারি ।  
 নৃপ আগে দান্ডাইল শঙ্কা পরিহারি ॥  
 বাম হস্ত তুলিয়া করিল আশীর্বাদ ।  
 সর্বলোকে দোঁখ বোলে কি হৈল প্রমাদ ॥  
 ক্রোধের উপর ক্রোধ হইল নরপতি ।  
 তপ্ত ঘৃতে জল যেন দিল শীগ্নগতি ॥ ( জা. ৭ )  
 ওরে রে অবোধ ভাট প্রাণে নাহি ডর ।  
 আমা আশীর্বাদ কর তুলি বাম কর ॥  
 ততোধিক আমা হোস্তে কেবা আছে বলী ।  
 আশীর্বাদ করিতে দক্ষিণ হস্ত তুলি ॥  
 শত সংখ্যা নৃপতি দেখহ বিদ্যমান ।  
 পৃথিবীতে কেবা আছে মোহর সমান ॥  
 হেন জনে দশহিতে নার যদি মোরে ।  
 যদ্যপি অবধ্য হও বধিব তোমাতে ॥  
 দুই নৃপ যুদ্ধ যদি করে কদাচিত ।  
 মধ্য ব্যক্তি করি ভাটে রাখিতে উচিত ॥  
 আঙ্গা লিঙ্গ চোর প্রাণে সিন্ধ দিয়া আইসে ।  
 রহস্য পদ ছিলে তাতে অন্তর ভাষে ॥  
 অপরাধী মারিবারে আঙ্গা দিল আমি ।  
 পেটে হানি মরিবারে কেন চাহ তুমি ॥  
 বিপ্র ভাট বধিলে পাতক গুরুতর ।  
 তে কারণে পদ ছ তোরে এতেক উত্তর ॥ ( জা. ৮ )

মন্তব্য : আলাওলের বর্তমান পাবচ্ছেদ্যটির আরম্ভ মূলের  
 সপ্তম শতক থেকে। মূলের প্রথম তিন শতকের অনুবাদ  
 আছে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে। বাকি তিনটি শতক অনুবাদে  
 বর্জিত। মূলের সপ্তম শতকের অনুবাদ ঘটনাবিন্যাসে  
 মূলানুগ হলেও মূলে থেকে পৃথক। মূলে আত্মগোপন-  
 প্রয়াসী রত্নসেনের প্রাতি ভাট-ছদ্মবেশী মহাদেবের ভূঁসনা  
 আছে অনুবাদে তা নেই। আবার রাজা গম্বর্সেনের কাছে  
 ভাটের উপদেশ-বাণীও মূলে আছে, কিন্তু অনুবাদে নেই।  
 মূলে ভাট ছদ্মবেশী মহাদেব, অনুবাদে নিছক ভাট।  
 আলাওলের পরবর্তী পরিচ্ছেদটি মোটামুটি জায়সাঁর অষ্টম  
 পরিচ্ছেদের অনুবাদ। তবে মূলের আত্মসাধাসূচক  
 পৌরাণিক প্রসঙ্গগুলি অনুবাদে বর্জিত। এছাড়া মূলের  
 দশম শতকের কিছুটা এই শতকের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

ভাটে বোলে মোহারাজা সিন্ধ<sup>১</sup> মনুরত ।  
 জে আঙ্গা করিলা নৃপ<sup>২</sup> সকল জোকত<sup>৩</sup> ॥  
 সখ্য মোহাবাজা তুমী কোন সিন্ধ<sup>৪</sup> নাই ।  
 সকল সমান নহি শ্রীজয়<sup>৫</sup> গোসাঁই<sup>৬</sup> ॥  
 সহজে নৃপতি তুমী বিক্রমে অসীম ।  
 হনুমন্ত<sup>৭</sup> দেখী মন্দবিখ্য<sup>৮</sup> হৈল ভিম ॥  
 বাবনের গর্ব<sup>৯</sup> জথ সংসার বিদিত ।  
 রাম দরসনে হৈল সকল খণ্ডিত ॥  
 জদি মোবে জিঙ্গাসিলা নৃপতি গন্দর্ব<sup>১০</sup> ।  
 শখ্য<sup>১১</sup> কথা কহিমু তোমার আগে সর্ব ॥  
 চিতাউর মোচাঘর<sup>১২</sup> জন্মদিপ মাজ ।  
 তথা নৃপ চক্রবর্তী চিত্রসেন রাজ ॥  
 তার<sup>১৩</sup> ঘরে রত্নসেন কুলের মাত<sup>১৪</sup> ॥  
 পিত্রি<sup>১৫</sup> অসাদিত রাখ্য<sup>১৬</sup> সাখিল প্রচন্ড ॥  
 বংশক্রমে রাখ্যপাল কুলিন চৌহান ।  
 জন্মদিপে রাজা নাহি তাহান সমান ॥  
 জগত ব্যাপিত তান অতুল মহিমা ।  
 যুরপতি সমান যুরকের নাহি সীমা ॥  
 জথেক মহন্ত আমি কহিতে না পারি<sup>১৭</sup> ॥  
 অন্য দেশ নৃপ জদি গেল স্বর্গবাস<sup>১৮</sup> ॥  
 কিবা ভ্রিত্রি পুত্র<sup>১৯</sup> জর<sup>২০</sup> রাখ্য লহিতে য়াস ॥  
 চিতাউর নৃপ পাসে<sup>২১</sup> আইসন্ত সবে ।  
 রাখ্যোব ভজন<sup>২২</sup> নৃপে জাবে দেখে তবে ॥  
 আ<sup>২৩</sup> র চন্দন চুয়া কুমকুম কেসরি ।  
 নৃপতি শাক্ষাত আনে চতুসম করি ॥  
 পদ বৃথাংগুলে<sup>২৪</sup> দিলে ললাটে তিকক<sup>২৫</sup> ॥  
 সেই ভাগ্যবন্ত হএ রাখ্যোব পালক ॥  
 একদিন জেই লএ রত্নসেন দান ।  
 ভিক্ষা ন মাগএ আর জাবত পরান ॥  
 সেই নৃপ ভাটে আমি জগত<sup>২৬</sup> সংসারে ।  
 তুলিছি দক্ষিণ হস্ত তাহান<sup>২৭</sup> গোচরে ॥  
 তাহান সমান আর কে রাখে নৃপতি ।  
 তাহানে<sup>২৮</sup> দক্ষিণ হস্ত তুলিব সম্পতি<sup>২৯</sup> ॥

১ সিন্ধ ২ রাজা ৩ জোকত ৪ কুন সিন্ধ ৫ শ্রীজয় ৬ হনুমান  
 ৭ বিজ ৮ সৈন্ত ৯ মহাগর ১০ তান ১১ পীঠি ১২ রাজ ১৩ 'বা'  
 পুথিতে পবতী<sup>১৪</sup> পবিত্র—চারি সহস্রেক রাজা তান আকারি ॥

তোমাকে কহিএ আমি তুমী গজধারি ।  
 এক কথা কহি যেন অবদান করি ॥

১৪ স্বর্গবাস ১৫ যুতে ১৬ কিবা ১৭ নিপস্থানে ১৮ ভাঙ্কন  
 ১৯ বৃথ অঙ্গুলে ২০ তিকক ২১ বিদিত ২২ তাহার ২৩ তাহারে  
 ২৪ সমপ্রতি ।

ভাটে বোলে মহারাজ সিন্ধ মনোরথ ।  
 যে আঙ্গা করিলা নৃপ সকল যুক্ত ॥  
 সত্য মহারাজা তুমি কোন সিন্ধ নাই ।  
 সমান সকল নাহি সৃজিলা গোসাঁই ॥  
 সহজে নৃপতি তুমি বিক্রমে অসীম ।  
 হনুমন্ত দেখি মন্দবীর্ষ হৈল ভীম ॥  
 রাবণের গর্ব যত সংসারে বিদিত ।  
 রাম দরশনে হৈল সকল খণ্ডিত ॥ ( জা.৮-৯ )  
 যদি মোবে জিঙ্গাসিলা নৃপতি গন্দর্ব ।  
 সত্য কথা কহিমু তোমার আগে সর্ব ॥  
 চিতাওর মহাগড় জন্মদ্বীপ মাজ ।  
 তথা নৃপ চক্রবর্তী চিত্রসেন রাজ ॥  
 তার ঘরে রত্নসেন কুলের মাত<sup>১০</sup> ॥  
 পিত্রি অসামিত কার্য সাখিল প্রচন্ড ॥  
 বংশক্রমে রাজ্যপাল কুলান চৌহান ।  
 জন্মদ্বীপে রাজা নাহি তাহান সমান ॥  
 জগৎ ব্যাপিয়া তান অতুল মহিমা ।  
 সূর্যপতি সমান সূর্যের নাহি সীমা ॥  
 যতেক মহন্ত আমি কহিতে না পারি ।  
 এক কথা কহি শুন অবধান করি ॥  
 অন্য দেশে নৃপ যদি গেল স্বর্গবাস ।  
 কিবা ভ্রাতৃপুত্র তার রাজ্য লহিতে আশ ॥  
 চিতাওর নৃপ পাশে আইসেস্ত সবে ।  
 বাজ্যের ভাজন নৃপ যারে দেখে তবে ॥  
 আগব চন্দন চুয়া কুমকুম কস্তুরী ।  
 নৃপতি সাক্ষাতে আনে চতুঃসম করি ॥  
 পদ বৃথাংগুলে দিলে ললাটে তিকক ।  
 সেই ভাগ্যবন্ত হয় রাজ্যের পালক ॥  
 একদিন যেন লয় রত্নসেন দান ।  
 ভিক্ষা না মাগয় পুর্নি যাবত পরাণ ॥  
 সেই নৃপ ভাটে আমি জগত সংসারে ।  
 তুলিছি দক্ষিণ হস্ত তাহার গোচরে ॥  
 তাহান সমান আর কে আছে নৃপতি ।  
 তাহারে দক্ষিণ হস্ত তুলিব সম্পতি ॥ ( জা.১১ )

মন্তব্য : অষ্টম শতকের দোহা এবং নবম শতকের প্রথম  
 দুটি চরণ নিয়ে আলাওলের শতবর্ষটি রচিত । আলাওলের  
 পরবর্তী শতবর্ষটি একাদশ শতকের অনুবাদ । কেবল মূলে  
 ভাটের নাম বলা আছে মহাপাতি । কিন্তু অনুবাদে তার  
 কোন নাম উল্লেখ করা হয় নি ।

আর নিবেদন করে' নৃপতি বিদিত ।  
 পশ্চাবতী শূক হিরামনি শূপাশিত ॥  
 রাজভয় মনে ভাবি' গেল বনাস্তরে ।  
 ব্যাধে বশি' করি তারে আনিল বাজারে<sup>১</sup> ॥  
 চিতাউর হোশ্বেত শ্বজ আসিছিল এথা<sup>২</sup> ।  
 শূক বেচাইতে<sup>৩</sup> বিপ্র জেমা গেল তথা ॥  
 রত্নসেনে নাম<sup>৪</sup> শূনি শূক বিবরণ ।  
 লক্ষ যম টংকা দিয়া আনিল ব্রাহ্মণ<sup>৫</sup> ॥  
 পশ্চাবতী রূপ গদন শূক মূখে শূনি ।  
 জুগী হইয়া এথাতে আইলা নৃপমনি ॥  
 সগে শোলশত জুগী<sup>৬</sup> নৃপতি কদুমার ।  
 শ্রীশ্ৰী গদরু হইয়া আইল পরিচার<sup>৭</sup> ॥  
 শূগীভেস ক্ষেমাশেল<sup>৮</sup> অশ্রু না ধরিল ।  
 জথেক লাঘব কল্যা সকল কহিল<sup>৯</sup> ॥  
 শোলশত নৃপশূত সংগ্রামে নিপদন ।  
 সগে রাজপুত্রকুল বিক্রমে<sup>১০</sup> শ্বগদন ॥  
 এ সকল অশ্রু ধরি জদি যশু দিত ।  
 কাহার শর্কাত তার আগে<sup>১১</sup> শ্বির হইত ॥  
 অখনেহ ক্ষেমা কর শূন মোহারাজ<sup>১২</sup> ॥  
 সিম্ব অগে<sup>১৩</sup> ক্রোধ হইলে নশ হইব কাজ ॥  
 আপনে শঙ্করে তার<sup>১৪</sup> সগেতে বেকত ।  
 গোখ' যদি সিম্বা সব<sup>১৫</sup> আছ গোপত ॥  
 কন্যা গৃহে<sup>১৬</sup> জাম্বাছে অবেস্য<sup>১৭</sup> বিবা দিবা ।  
 হেন শূগী জামাতারে<sup>১৮</sup> কথাতে<sup>১৯</sup> পাইবা ॥  
 ক্রোধ পরিহর রাজা না হৈও মৃগধ<sup>২০</sup> ॥  
 না ধরিলে মোর বাক্য<sup>২১</sup> দিমু ব্রহ্মবধ<sup>২২</sup> ॥  
 ভাট জাতি আমি মরনেব নাহি গ্রাস ।  
 মোর রক্ত পরিলে হইব শ্রীশ্ৰী নাম ॥  
 মোর বাক্য জদি রাজা না কর পথ্যএ<sup>২৩</sup> ॥  
 হিরামনি শূককে জিজ্ঞাস মোহাসএ<sup>২৪</sup> ॥

১ গদনি ২ বাজারে ৩ চিতাউর দেশ এক ধিক আইল এথা ৪ বিকা-  
 ইতে ৫ নৃপ ৬ লৈক শ্বেন' মূদ্রা দিয়া তদুসীলা ব্রাহ্মন ৭ সোল সত  
 শূগী ৮ সীম্বারূপে আসীল হইয়া পরিবার ৯ খেমাশীল ১০ সহিল  
 ১১ সংগ্রামে ১২ শূশ্ব ১৩ মান মহারাজ ১৪ সীম্বা সগে ১৫ তান  
 ১৬ গোক্ষ আদি সীম্ব সবো ১৭ কন্যা গিছে ১৮ আবেশ্ব ১৯ হেন  
 মত জামতা জে ২০ আর কথা ২১ মগল ২২ বাক ২৩ ব্রহ্মবধ  
 ২৪ পৈখএ ২৫ হিরামনি শূক আনি পচে মহাসএ

কাহিনী বর্ণনা আছে । মূলের দোহা অংশটি অনুবাদে বাদ গেছে । মূলের তুলনায়  
 অনুবাদের ভাট শেষপর্ষস্ত অনেকটা ঘটক হয়ে পড়েছে ।

আর নিবেদন করে' নৃপতি বিদিত ।  
 পশ্চাবতী শূক হীবামণি শূপাশিত ॥  
 রাজভয় মনে ভাবি গেল বনাস্তরে ।  
 ব্যাধ বশী' করি তারে আনিল বাজারে ॥  
 চিতাওর হোশ্বেত শ্বজ আসিছিল হেথা ।  
 শূক বিকাইতে বিপ্র লই গেল তথা ॥  
 রত্নসেন নৃপ শূনি শূক বিবরণ ।  
 লক্ষ শ্বব'মূদ্রা দিয়া তদুসীল ব্রাহ্মণ ॥  
 পশ্চাবতী রূপগদন শূক মূখে শূনি ।  
 যোগী হই এথাতে আইল নৃপমণি ॥  
 সগে যোলশত যোগী নৃপতি কদুমার ॥  
 শিম্ব্যরূপে আসিল হইয়া পরিচার ॥  
 যোগীবেশে ক্ষমাশীল অশ্রু না ধরিল ।  
 যথেক লাঘব কৈলা সকল সাহজ ॥  
 শোলশত নৃপশূত সংগ্রামে নিপদন ।  
 সগে রাজপুত্রকুল বিক্রমে শ্বগদন ॥  
 এ সকল অশ্রু ধরি যদি যশু দিত ।  
 কাহার শর্কাত তার আগে শ্বির হৈত ॥  
 এখনেহ ক্ষমা কর শূন মহারাজ ।  
 সিম্বা অগে ক্রোধ হৈলে নশ হইব কাজ ॥  
 আপনে শঙ্কর তার সগেতে বেকত ।  
 গোখ' আদি সিম্বা সব আছয় গোপত ।  
 কন্যা গৃহে জাম্বাছে অবশ্য বিভা দিবা ।  
 হেন যোগ্য জামাতা কোথাতে পাইবা ॥  
 ক্রোধ পরিহর রাজা না হৈও মৃগধ ।  
 না ধরিলে মোর বাক্য দিমু ব্রহ্মবধ ॥  
 ভাট জাতি আমি মরণের নাহি গ্রাস ।  
 মোর রক্ত পড়িলে হইব সৃষ্টি নাশ ॥  
 মোর বাক্য যদি মনে না কর প্রত্যয় ।  
 হীরামণি শূককে জিজ্ঞাস মহাশয় ॥ ( জা. ১২ )

মন্তব্য : শ্বাদশ শতকের অনুবাদ আর্জিবস্তারিত । মূলে  
 প্রথমেই বলে দেওয়া হয়েছে ভাট আসলে ছন্দবেশী মহেশ্বর ।  
 আলাওল অনুবাদে এর কোনো ইঙ্গিত দেন নি । বরং  
 অনুবাদের ভাট রত্নসেনকেই মহাদেবের সঙ্গী বলে মহিমা  
 কীর্তন করেছে । মূলে রত্নসেনের পার্শ্ব-প্রসঙ্গটুকু আছে  
 কিন্তু অনুবাদে সেই সূত্র ধরে ব্যাধকর্তৃক শূকের বশনদশা  
 থেকে আরম্ভ করে যোগীর বন্দীদশা পর্যন্ত বিস্তারিত

রত্নসেন নাম শূর্দনি সিংগল ইশ্বব ।  
 অত্যাশ্ত হরিস নিত্য<sup>১</sup> আনন্দ বিস্তর ॥  
 ইসীত হাসীয়া নৃপ<sup>২</sup> ক্রোধ সমর্দাবল ।  
 হিরামনি আনিবারে আদেস করিল<sup>৩</sup> ॥  
 যুগ্যজন<sup>৪</sup> ধাই গেল কুমারী ভোবনে<sup>৫</sup> ।  
 হিরামনি লৈয়া আইল<sup>৬</sup> নৃপ বিদ্যামানে ॥  
 নৃপতি আদেসে মন্ত্র<sup>৭</sup> করিল<sup>৮</sup> পাঞ্জর ।  
 আইস ২ বোলে নৃপ প্রসাবিলা কর ॥  
 শূর্দতি আসিষাদ করি ভক্তি আচারিয়া ।  
 নৃপতির করে আসি পরিলা উরিয়া ॥  
 হরিসিতে শূর্দকেত পদাছিল নরপতি ।  
 সত্য চিতাউর নাথ কিবা যুগী জাঁতি ॥  
 শূর্দকে বোলে মোহারাজা সিংখি মনুরথ ।  
 নৃপতি সেবক আমি সংসাবে বেকত ॥  
 ইশ্ববের কায্য হএ জে কর্ম করিতে ।  
 সেবকে না করে ডর সে কথা করিতে ॥  
 পক্ষি হইয়া তোমার সেবাএ পাইল জ্ঞান ।  
 করিমু তোমার সেবা জাবত পরান ॥  
 কটু কসা তিত্ত রস তেজিয়া সকল ।  
 শূর্দকে লৈয়া আইসে মাত্র মিন্টামূত<sup>৯</sup> ফল ॥  
 পক্ষি হইয়া জার হুদে হৈল জ্ঞানশূর্দতি ।  
 সতত তাঁহার কণ্ঠে বৈসে সরস্বতী ॥  
 অবিরত হিত বাক্য<sup>১০</sup> বোলএ পিন্ডিত ।  
 অবিচারে প্রভু রোসে ভাগ্য বিপরিত ॥  
 শ্বামি ক্রোধ হইলে সে সেবক শূর্দশ্ভাব ।  
 নিজ প্রানি বাখী শূর্দনি চিন্তে শনামিলাভ  
 এই ভাবি প্রানি লৈয়া গেল আমি বনে ।  
 ব্যাধ হস্তে বন্দী হৈল কর্ম নিম্নোজনে<sup>১১</sup> ॥  
 ব্যাধ হস্তে মন্ত্র করি এক দিনজবর<sup>১২</sup>  
 ভাগ্যযুগে<sup>১৩</sup> লৈয়া গেল চিতাউ<sup>১৪</sup> নগর<sup>১৫</sup> ॥

১ নৃপ ২ রাজা ৩ হিরামনি আনিতে তখনে আঞ্জা দিল ৪ দর্দাবসে

৫ জ্বল ৬ আনি দিলা ৭ কৈল ৮ মোকত ৯ মীট মাত্র ১০ বাফ

১১ নিম্নোজনে ১২ শিখবরে ১৩ ভোগজগে ১৪ চিতাউর ১৫ গরে

মন্তব্য : আলাওল মুলের শ্বাদশ শতবকের পর একেবারে উনিবিংশ শতবকে এসে উপনীত হয়েছেন। মধ্যযুগীয় শতবকগুলাতে সিংহলের রাজসেনার সঙ্গে দেবসেনাদের যুদ্ধের অলৌকিক প্রসঙ্গগুলা আলাওল হয় শ্বেচ্ছায় বাদ দিয়েছেন নতুবা তাঁর অবলম্বিত মূলগ্রন্থে শতবকগুলা ছিল না। অপর্যায় মুলের অন্ত্যাদশ শতবকটি কিছুটা অনুসৃত হয়েছে শ্বাদশ শতবকের অনুবাদের মধ্যে। উনিবিংশ শতবকের অনুবাদে ঘটনা মূলানুগ হলেও বর্ণনা মূলগত নয়। মুলে রাজা শূর্দকে সরাসরি রত্নসেনের কথা জিজ্ঞাসা না করে শূর্দকের নিজের কথা জিজ্ঞাসা করেছেন। মুলের পরবর্তী শতবক দুটিতে তারই প্রসঙ্গে শূর্দকের রাজপরিচয় দান। অনুবাদে কিন্তু শূর্দকে ডেকে গম্বর্সেন সরাসরি জিজ্ঞাসা করেছেন, ছদ্মবেশী প্রকৃতিই রাজা না যোগী? বিংশ শতবকটি অনেকটাই মূলানুগ।

রত্নসেন নাম শূর্দনি সিংহল ইশ্বব ।  
 অত্যাশ্ত হরিস নৃপ আনন্দ বিস্তর ॥  
 ঈষৎ হাসিয়া নৃপ ক্রোধ-সমর্দাবল ।  
 হীরামণি আনিতে তখনে আঞ্জা দিল ॥  
 দশ বিশ ধাই গেল কুমারী ভবনে ।  
 হীরামণি লৈয়া আইল নৃপ বিদ্যামানে ॥  
 নৃপতি আদেশ কৈল মূকত পিঞ্জর ।  
 আইস আইস বুলি নৃপ প্রসারিল কর ॥  
 শূর্দতি আশীবাদ করি ভক্তি আচারিয়া ।  
 নৃপতির করে আসি পাড়িল উড়িয়া ॥  
 হরষিতে শূর্দকেত পদাছিল নরপতি ।  
 সত্য চিতাওর নাথ কিবা যোগী যতি ॥ (জা. ১৯)  
 শূর্দকে বলে মহারাজ সিংখি মনোরথ ।  
 নৃপতি সেবক আমি সংসারে বেকত ॥  
 ঈশ্বরের আঞ্জা হয় যে কর্ম করিতে ।  
 সেবক না করে ডর সে কথা করিতে ॥  
 পক্ষী হইয়া তোমার সেবার পাইল জ্ঞান ।  
 করিমু তোমার সেবা খাবত পরান ॥  
 কটু কসা তিত্ত রস তেজিয়া সকল ।  
 শূর্দকে লইয়া আইসে মাত্র মিন্টামূত ফল ॥  
 পক্ষী হইয়া যার হুদে হৈল জ্ঞান জ্যোতি ।  
 সতত তাহার কণ্ঠে বৈসে সরস্বতী ॥  
 অবিরত হিত বাক্য বোলিল পিন্ডিত ।  
 অবিচারে প্রভু রোষ ভাগ্য বিপরীত ॥ (জা. ২০)  
 শ্বামীক্রোধ হৈলে সেবক শূর্দশ্ভাব ।  
 নিজ প্রাণ রাখি শূর্দনি চিন্তে শ্বামীলাভ ॥  
 এই ভাব প্রাণ লইয়া গেল আমি বনে ।  
 ব্যাধ হস্তে বন্দী হৈল কর্ম নিম্নোজনে ॥  
 ব্যাধ হস্তে মন্ত্র করি এক দিনজবর ।  
 ভাগ্যযোগে লই গেল চিতাওর গড় ॥

ধন্য<sup>২</sup> ২ সেই দেশ নাহি যদুক সীমা ।  
 তথা রাজা রত্নসেন অতুল<sup>৩</sup> মহিমা ॥  
 মোর কথা শুনিয়া তুঙ্গীলা দিগ্জবর<sup>৪</sup> ।  
 নৃপতি রাখিল আমা করিয়া আদর ॥  
 গুনের সাগর রূপ<sup>৫</sup> অভিন মদন ।  
 নৃপতি সহস্র সংখ্যে<sup>৬</sup> পুঞ্জর<sup>৭</sup> চরন ॥  
 জদ্যাপি<sup>৮</sup> নৃপতি আমা পুসএ<sup>৯</sup> জস্তনে ।  
 আদ্য শ্বামি লবন বিসাসিত<sup>১০</sup> নাহি মনে ॥  
 এই নৃপে তাহানে করিল হস্ত জোর<sup>১১</sup> ।  
 মনের বাঞ্ছিত তবে সিদ্ধি হএ মোর ॥  
 এই বাক্য<sup>১২</sup> ভাবিয়া মনেত কল্য<sup>১৩</sup> সার ।  
 পশ্চাবর্তী সজগ সংসারে নাহি যার ॥  
 তে কারণে কাঁহিয়া কন্যার গুণকথা<sup>১৪</sup> ।  
 যুগী ভেসে নৃপতি লইয়া আইল<sup>১৫</sup> এথা ॥  
 সঙ্গ্যে যুগী সোল সত নৃপ অনুচর ।  
 এক ২ জন এ<sup>১৬</sup> রায়ের ইশ্বর ॥  
 কাঁহিল<sup>১৭</sup> রূপের কথা দেখিলা বিদিত ।  
 গুণ বিচারিয়া এবে বৃন্দ<sup>১৮</sup> চরিত<sup>১৯</sup> ॥  
 হীরামনি<sup>২০</sup> আগে হৈল<sup>২১</sup> ভাটের বচন ।  
 তবে রত্নসেন হেন মানিলেক<sup>২২</sup> মন ॥  
 সাধু ২ বলি নৃপ যদুক প্রসংসল ।  
 ভাগ্যবলে হেন কশ্য আসিয়া মিলিল<sup>২৩</sup> ॥  
 হরসিতে আগা কল্যা সিংগল নৃপতি ।  
 রত্নসেন মস্ত করি আন সিগ্ন গতি<sup>২৪</sup> ॥  
 জুগী সব<sup>২৫</sup> অঙ্গ হোসেত বন্দন<sup>২৬</sup> ঘূচাও ।  
 আশ্বাস বচন বুলি<sup>২৭</sup> সভাক সান্তাও ॥

ধন্য ধন্য সেই দেশ নাহি সূখ সীমা ।  
 তথা রাজা রত্নসেন অতুল মহিমা ॥  
 মোর কথা শুনিয়া তুঙ্গীলা দিগ্জবর ।  
 নৃপতি রাখিল আমা করিয়া আদর ॥  
 গুণের সাগর রূপে অভিন মদন ।  
 নৃপতি সহস্র সংখ্যা পুঞ্জয় চরণ ॥  
 যদ্যপি নৃপতি আমা পোষয় যতনে ।  
 আদ্য শ্বামি লবণ বিস্মৃত নাহি মনে ॥  
 এই ভাবি তাহানে করিল হস্ত জোড় ।  
 মনের বাঞ্ছিত তবে সিদ্ধি হয় মোর ॥  
 এই বাক্য ভাবিয়া মনেত কৈল সার ।  
 পশ্চাবর্তী সংসারে সংসাবে নাহি আর ॥  
 তে কারণে কাঁহিয়া কন্যার গুণ কথা ।  
 যোগ্যবেশে নৃপতি লইয়া আইল এথা ॥  
 সঙ্গ্যে যোগী যোলগত নৃপ-অনুচর ।  
 এক এক জন এক রাজ্যের ঈশ্বর ॥  
 কাঁহিল রূপের কথা দেখিলা বিদিত ।  
 গুণ বিচারিয়া এবে বৃন্দই চরিত । ( জা. ২১ )  
 হীরামনি আগে হৈল ভাটের বচন ।  
 তবে রত্নসেন হেন মানিলেক মন ॥  
 সাধু সাধু বলি নৃপ শূক প্রসংসল ।  
 ভাগ্যবলে হেন বর আসিয়া মিলিল ॥  
 হরসিতে আজ্ঞা কৈল সিংহল-নৃপতি ।  
 রত্নসেন মস্ত করি আন শীঘ্র গতি ।  
 যোগ্যগণ অঙ্গ হোসেত বন্দন ঘূচাও ।  
 আশ্বাস বচন বুলি সভাক সান্তাও ॥ ( জা. ২২ )

১ ধৈন্য ২ আতুল ৩ তুঙ্গীলা দিগ্জবর ৪ রূপের সাগরে গুনে  
 ৫ সঙ্গ্যে ৬ সেবএ ৭ জৈশ্বাপী ৮ পোসএ ৯ বিসদিত ১০ এই ভাবি  
 তাহারে করিলুম সীব জোব ১১ মনে ১২ কৈলুম ১৩ কৈন্যার রূপ-  
 কথা ১৪ আইলুম ১৫ এক জন হএ এক ১৬ কাঁহিলুম ১৭ নিশ্চিত  
 ১৮ সাক্ষতে জে ১৯ মানিলেক ২০ আনি মিলাইল ২১ আনহ সিগ্নতি  
 ২২ যুগীগন ২৩ বদন ২৪ আশ্বাসে বচনে দুনি

মন্তব্য : মূলের একবিংশ শতকের অনেকেই জুড়ে শূক বাজগুহ থেকে নিজের পলায়নের কৈফিয়ৎ দিয়েছে। অনুবাদ এটি দুলাইনে সর্বাঙ্গতঃ। অতঃপর মূলের সর্বাঙ্গতঃ বিবরণটি অনুবাদে কিছুটা বিস্তারিত। মূলের দোহা অংশটিতে শূককর্তৃক রাজার প্রহের উত্তর আছে। মূলের উনিবিংশ শতকে শূককে দেখে গম্বর্ষসেন তার ঠোঁটের লাল বঙ এবং দেহের পীতবর্ণের কারণ জিজ্ঞাসা করেছিলেন। অনুবাদে রাজার প্রশ্ন এবং শূকের উত্তর কোনোটাই নেই। মূলের শ্বাবিংশ শতকের অনুবাদে ঘটনাক্রমটুকুই অনুসৃত হয়েছে, বর্ণনার প্রচুর প্রভেদ। মূলে রত্নসেনকে মস্ত করে আনার পূর্বে তাকে এক বন্য ঘোড়ায় চড়ে বসে হলে তিন ছাত্র প্রকার ভগ্নীতে অশ্বচালনা করলেন। মূলে একটি শতকে যে ঘটনা বর্ণিত হল অনুবাদে গোটা একটি পরিচ্ছেদ জুড়ে তার বিবরণ পাওয়া যাবে 'চৌগান খণ্ড'।

নৃপতির আংগা পাই অনুচরগণ ।  
 যদুগীর্ন অংগ হোস্তে খন্ডাই বন্দন<sup>১</sup> ॥  
 রত্নসেন লৈয়া গেল নৃপতি গোচর ।  
 দেখীআ নৃপতি মনে আনন্দ নির্ভর ॥  
 হস্তি হোস্তে নামিয়া সিংহল নরাধিপে<sup>২</sup> ।  
 পদব্রজে আইলা<sup>৩</sup> রত্নসেনের সমীপে ॥  
 অন্যে ২ নমস্কার কল্যা দাইজনে ।  
 নৃপতি গন্ধর্বসেনে বলিলা তখনে<sup>৪</sup> ॥  
 অজানিত অপবাদ ক্ষেমিয়া আমারে<sup>৫</sup> ।  
 ক্ষেমাসিল ধীর তুমী সংসার মাজারে<sup>৬</sup> ॥ \*  
 করজোরে রত্নসেনে দিলা পদসুতর ।  
 তুমী মোব পিতৃতুল্য সিংগল ইশ্বর ॥  
 পুত্রবে বন্দন তাতে<sup>৭</sup> কিবা অপরাধ ।  
 আগে পুত্রে সাস্তি পাই পশ্চাতে<sup>৮</sup> প্রসাদ ॥  
 অপরাধ কল্যে<sup>৯</sup> সিবু সাস্তি পাই আগে ।  
 পশ্চাতে সান্তাএ দিয়া<sup>১০</sup> জেই দান মাগে ॥

- ১ খোসাএ বান্দন ২ সীংগল নরাধিপ ৩ পদবাটে বাটে আইল  
 ৪ বলিল বচন ৫ খেমিবা আমার ৬ মাজার  
 \* এবপব 'বা' পুত্রিতে অর্থাৎ পুত্রি—  
 হেন অপকর্ম বাপ তোমা অনুচিত ।  
 যদুগীরূপে দক্ষ পাইলা সীংগল ভূমীত ॥  
 ৭ পুত্রের বান্দনে তাতে ৮ প্রচাতে ৯ কৈলে ১০ প্রচাতে ভোসএ দিয়া

নৃপতির আঙ্কা পাই অনুচরগণ ।  
 যোগগণ অংগ হোস্তে খসায় বন্দন ॥  
 রত্নসেনে লই গেল নৃপতি গোচর ।  
 দেখিয়া নৃপতি মনে আনন্দ নির্ভর ॥  
 হস্তী হোস্তে নামিয়া সিংহল নরাধিপ ।  
 পদব্রজে আইলা রত্নসেনের সমীপ ॥  
 অন্যে অন্যে নমস্কাব কৈল দাই জনে ।  
 নৃপতি গন্ধর্বসেন বলিল তখনে ॥  
 অজানিত অপরাধ ক্ষেমিবা আমার ।  
 ক্ষেমশীল ধীর তুমি সংসার মাঝার ॥  
 করজোড়ে রত্নসেন দিলা প্রত্যুত্তর ।  
 তুমি মোর পিতৃতুল্য সিংহল-ঈশ্বর ॥  
 পুত্রের বন্দনে তাতে কিবা অপরাধ ।  
 আগে পুত্র শাস্তি পায় পশ্চাতে প্রসাদ ॥  
 অপরাধ কৈলে শিশু শাস্তি পায় আগে ।  
 পশ্চাতে সান্ত্বায় দিয়া যেই দান মাগে ॥

মন্যব্যা : মূলের ঠয়োবংশ এবং চতুর্বিংশ শতকক দুটি  
 অনুবাদে সম্পূর্ণই বিজ্ঞত । বর্তমান পরিচ্ছেদের শেষ  
 শতকটি আলাওলের নব সংযোজন । বন্দনমুক্ত রত্নসেনের  
 কাছে গন্ধর্বসেনের ক্ষমাপ্রার্থনা এবং তদনুস্তরে গন্ধর্বসেনের  
 প্রতি রত্নসেনের বিনীত পুত্রবৎ আচরণ মূলে অনুপস্থিত ।  
 রত্নসেনের বিনম্র প্রত্যুত্তরের মধ্যে বঙ্গীয় জামাতৃসুলভ  
 মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে ।

## চৌগান খণ্ড

ষ্ঢ়নিআ সিংগল নৃপ হাঁসিতে হাসিলা ।  
 তদ্রূপ আনিয়া দিতে ইংগিতে বলিলা ॥  
 নৃপ আরহন হএ আনিলা বিদিতে ।  
 অনর্মাত দিলা রাজা অশ্ব আরহিতে ॥  
 নৃপতির আরতি বৃজিয়া রত্নসেনে ।  
 চরিয়া ফিরাএ এহ<sup>১</sup> বিবিধ বিধানে ॥  
 প্রথমে দুগাম<sup>২</sup> চালি গামা সাহা গাম ।  
 এরিয়া বেকারি<sup>৩</sup> হিয়া প্রায় অন্দুপাম ॥  
 বোহা<sup>৪</sup> আব শপ্তচালি চালাইল<sup>৫</sup> সকল ।  
 বনের<sup>৬</sup> অগ্নের মাফি উদয়ের জল ॥  
 প্রণা<sup>৭</sup> চালাইয়া তবে দিলেক ক্দু<sup>৮</sup>ডালি ।  
 ধূলি মাজে অশ্ব জেন মেঘত বিঘূলি ॥  
 দক্ষিণে ফিরাএ খেনে ২ বাম পাক ।  
 অলক্ষিত গতি জেন ক্দু<sup>৯</sup>ভকার<sup>৮</sup> চাক ॥  
 জখনে দক্ষিণ বামে পাক উলটাএ ।  
 আগে পাছে তখনে কিণ্ডিত চিন পাএ ॥  
 তবে বাগ খেচি জগ্ন চিপল কিণ্ডিত ।  
 গমনে<sup>১০</sup> মারএ লক্ষ সিংগগতি রিত ॥  
 খেনে শত হস্ত পার<sup>১০</sup> ক্ষেনেক পণ্ডাস ।  
 খেনে ক্ষেতি ছোএ ক্ষেনে<sup>১১</sup> ষ্ঢ়ন্য পবকাস<sup>১২</sup> ॥  
 অলক্ষিত গতি ষ্ঢ়ন্য উঠে অবিলক্ষে<sup>১৩</sup> ॥...  
 কেহ বোলে মহাদেব বৃসহ<sup>১৪</sup> বাহন ।  
 উচ্চশ্রবা ভাবে বোলে শহপ্র লোচন ॥  
 ক্ষেনে ছটা<sup>১৫</sup> ষ্ঢ়টা<sup>১৬</sup> করে উলটা<sup>১৭</sup> পালটা<sup>১৮</sup> ।  
 লোকে অনর্মান করে<sup>১৯</sup> ন পরসে মাটি ॥

১ অশ্ব ২ সোগাম ৩ হেবি আর ভাবি ৪ লাচ ৫ চাইল ৬ না নরে  
 ৭ পৃজিয়া ৮ ক্দুভারের ৯ গগনে ১০ পরে ১১ হএ ১২ ষ্ঢ়ন্যেভে-  
 প্রকাস ১৩ এরপর 'খা' পৃথিতে 'চা' পৃথির ছাড় পৃথিগদালি—  
 পাখা হিন ঠায়া দেখী মাহি আতি ক্লেপ ॥  
 কেহ বোলে নৃপ উগ প্রভা আরোহন ।  
 ষ্ঢ়গী ভেস দেখী বোলে দেব ত্রিনয়ন ॥  
 ১৪ বৃশেবত ১৫ ষ্ঢ়ব ১৬ ছাটা ১৭ পশ্বে

ষ্ঢ়নিয়া সিংহল নৃপ ঈষৎ হাসিলা ।  
 তদ্রূপ আনিয়া দিতে ইংগিতে বলিলা ॥  
 নৃপ-আরোহণ-হয় আনিলা তুরিতে<sup>১</sup> ।  
 অনর্মাত দিলা রাজা অশ্ব আরোহিতে ॥  
 নৃপতির আরতি বৃক্ষিয়া রত্নসেনে ।  
 চাড়িয়া ফিরায় অশ্ব বিবিধ বিধানে ॥  
 প্রথমে সোগাম চালি সাহা গোগাম<sup>২</sup> ।  
 এড়িয়া এড়িয়া রফা রহি অন্দুপাম<sup>৩</sup> ॥  
 বোহা আর সপ্তচালি চালাইল সকল ।  
 না নড়ে অগ্নের মাফি উদয়ের জল ॥  
 পৃনি চালাইয়া তবে দিলেক ক্দু<sup>৪</sup>ডালি ।  
 ধূলি মাঝে অশ্ব যেন মেঘেত বিজ্জূলি ॥  
 দক্ষিণে ফিরায় ক্ষেণে ক্ষেণে বাম পাক ।  
 অলক্ষিতে গতি যেন ক্দু<sup>৫</sup>ভারের চাক ॥  
 যখনে দক্ষিণে বামে পাক উলটায ।  
 আগে পাছে তখনে কিণ্ডিত চিন পায় ॥  
 তবে বাগ খেচি জাগ্গে চাপিল কিণ্ডিত ।  
 গগনে মারয় লক্ষ সিংহগতি রীত ॥  
 ক্ষেণে শতহস্ত পরে ক্ষেণেক পণ্ডাশ ।  
 ক্ষেণে ক্ষিতি ছোয় ক্ষেণে ষ্ঢ়ন্য পরকাশ ॥  
 অলক্ষিত গতি ষ্ঢ়ন্যে উঠে অবিলক্ষে<sup>৬</sup> ।  
 পাখাহীন কায়্য দেখি মাহি আতি ক্লেপ ॥  
 কেহ বোলে ইন্দ্র উচ্চশ্রবা আরোহণ<sup>৭</sup> ।  
 কেহ বোলে মহাদেব বৃশভবাহন ॥  
 উচ্চশ্রবা ভাবে বোলে সহপ্রলোচন ।  
 যোগীবেষ দেখি বলে দেব ত্রিনয়ন ॥  
 ক্ষেণে বৃদি ষ্ঢ়লি করে উলটি পালটি ।  
 লোকে অনর্মান করে না পরশে মাটি ॥

১ আ ২ আ ৩ আ ৪ আ ৫ আ

শব্দার্থ টীকা : সোগাম  
 গোগাম  
 বোহা  
 সপ্তচালি

⇒ অশ্বচালনার চাল বিশেষ

মন্তব্য : বর্তমান পরিচ্ছেদটি মূল-বহির্ভূত । আলাওলের নিঃস্ব সংযোজন ।



তবে দূর ভূমি গেল দিগন্তর<sup>১</sup> লবে ।  
 বৃষ্টিতে ন পারে ভূমি নরে বা ন<sup>২</sup>নরে ॥  
 পূর্নি উলটীয়া<sup>৩</sup> আসি হানেক পিছাট<sup>৪</sup> ।  
 লঙ্কার দূয়ারে জেন লাগাইল কপাট ॥  
 জথ দূর গিয়া নূপে অশ্ব পলটাএ ।  
 দৃষ্টি নহি পরসীতে হয় তথা জাএ ॥  
 সমুখে চাবুক পেলি ধাএ<sup>৫</sup> সিগ্রগতি ।  
 দেখিয়া সকল লোক ধন্দ হএ<sup>৬</sup> অতি ॥  
 চোখ দরবরে জাইতে চাবুক পেলাএ ।  
 আসীতে ধরনি হোস্তে পূর্নি উশ্বারএ ॥  
 আর বার পেলি বেগে জাএ দূবাস্তব ।  
 আসিতে নামীতে<sup>৭</sup> কিবা বেকত ভিতর ॥  
 অশ্বপেট তল দিয়া লইয়া চাবুক ।  
 আর দিগ দিয়া<sup>৮</sup> উটে দেখাএ কন্তুক ॥  
 লোকে অনুমান করে পরিষ ভূমীত ।  
 অলঙ্কতে উটে জেন চমকে বিষত<sup>৯</sup> ॥  
 দেখিয়া সিংগল নাথ<sup>১০</sup> পরি গেল ধন্দ ।  
 বৃষ্টিতে ন পাবে যথ কিবা দৃষ্টি বন্দ ॥  
 অথা উচ্চ ধরাহরে বসি<sup>১১</sup> রূপবতি ।  
 চিক তুলি নিরক্ষয় হরাসিত মতি ॥  
 নূপতি কল্যান হেতু<sup>১২</sup> বহু স্বর্গ দান ।  
 মন সুখে দিলা ডাকি ভিক্ষুক রাখণ ॥  
 সিংহলের লোক সবে<sup>১৩</sup> বোলে ধন্য ২ ।  
 একাশ্বব পবাজিতে পারে সর্বা<sup>১৪</sup> সন্য ॥  
 পূর্নি আসি নূপতির আগে হৈল স্থির ।  
 মূর্খ দিয়া সৈন্দব<sup>১৫</sup> বাখীল মহাবির ॥  
 এমত সজোগ করি করনি খেঁচিল ।  
 ভূমী<sup>১৬</sup> পদরূপি দুই হস্ত উশ্ব ল্যা ॥  
 চতুরমুখে পাক লৈল লাটিকা আকাব ।  
 চিনিতে না পারে কেহ অশ্ব আশোয়ার ॥  
 দক্ষিণ নিস্তকে জেন ত্রিপাদ দেখাএ ।  
 আগে পাছে চতুর্পাকি<sup>১৭</sup> চিনন ন জাএ ॥

১ বর দূর্গ ২ কি না ৩ পলটীয়া ৪ হানিলেক ছাট ৫ ধরে ৬ হৈল  
 ৭ জাইতে ৮ হস্ত ৯ তুরিত ১০ সিংগল নাথ ১১ বসি  
 ১২ নিপতির কন্যা কবে ১৩ নিরক্ষ সকল লোকে ১৪ সন্দব  
 ১৫ ব্রজ ১৬ চতুর্দিকে

তবে দূর ভূমি গেল দীর্ঘতর লড়ে ।  
 বৃষ্টিতে না পারে ভূমি নড়ে বা না নড়ে ॥  
 পূর্নি উলটিয়া আসি হানিলেক ছাট ।  
 লঙ্কার দূয়ারে যেন লাগিল কবাট ॥  
 যতদূর গিয়া নূপ অশ্ব পলটায় ।  
 দৃষ্টি নাহি পরশিতে হয় তথা যায় ॥  
 সমুখে চাবুক ফেলি ধরে শীঘ্রগতি ।  
 দেখিয়া সকল লোক ধন্দ হৈল অতি ॥  
 ধাই অশ্ববর<sup>১</sup> যাইতে চাবুক ফেলায় ।  
 আসিতে ধরণী হোস্তে পূর্নি উশ্বারয় ॥  
 আরবার ফেলি বেগে যায় দূবাস্তর ॥  
 আসিতে নামিতে কিবা বেকত অস্তব ॥  
 অশ্বপৃষ্ঠতল দিয়া লৈয়া চাবুক ।  
 আব দিক দিয়া উঠে দেখায় কৌতুক ॥  
 লোক অনুমান করে পড়িল ভূমিত ।  
 অলঙ্কতে উঠে যেন চমকে তড়িত ॥  
 দেখিয়া সিংহলনাথ পাড়ি গেল ধন্দ ।  
 বৃষ্টিতে না পারে সত্য কিবা দৃষ্টি বন্দ ॥  
 ওথা উচ্চ ধরাহরে বসি রূপবতি ।  
 চিক তুলি নিরক্ষয় হরাসিত মতি ॥  
 নূপতি কল্যাণ হেতু<sup>২</sup> বহু স্বর্গ দান ।  
 মন সুখে দিলা ডাকি ভিক্ষুক রাখণ ॥  
 নিরক্ষ সকল লোকে বল ধন্য ধন্য ।  
 একাশ্বব পবাজিতে পারে সব সৈন্য ॥  
 পূর্নি আসি নূপতির আগে হৈল স্থিব ॥  
 কেশে ধবি বোড়া<sup>৩</sup> রাখিল মহাবীর ॥  
 এমত সংযোগ করি করনি খেঁচিল ।  
 ভূমি পদবৃপী দুই হস্ত উশ্ব কৈল ।  
 চতুর্মুখে পাক লৈল লাটিকা আকার ।  
 চিনিতে না পারে কেহ অশ্ব আশোয়ার ॥  
 দক্ষিণী নর্তকী যেন ত্রিপদ দেখায় ।  
 আগে পাছে চতুর্দিকে চিনন না যায় ॥

১ অ্যা ২ অ্যা  
 শ্বার্থ টীকা : ছাট—চাবুক  
 লাটিকা আকাব—লাটিসেব মতো  
 দক্ষিণী নর্তকী—দক্ষিণ দেশীয় নটী

দুই পাদ উৎখ পিঙ্গর রহই তখনে ।  
 সমুদ্র লগ্ণীব হেন মনে অনুমানে ॥  
 মৰ্কটে লগ্ণিছে সিঞ্চু ভাবি অশ্ববর ।  
 নেয়াটিয়া<sup>১</sup> রাহিলেক ধরনি উপর ॥  
 উৎখমুখে<sup>২</sup> ক্ষেনে ২ নেহানে আকাশ ।  
 সূর্যের অশ্বের কিবা করে উপহাস ॥  
 দেব দিনকর বহু তুমি সর্বজন<sup>৩</sup> ।  
 আমি একশ্বর রত্নসেন আরোহন ॥  
 তবে এক ছেল করে লৈয়া মোহামতি ।  
 পণ্ডাঙ্গদুষ্ঠে<sup>৪</sup> ভ্রমায়ন্ত লক্ষিত গতি ॥  
 অঙ্গদুলের দরবার লক্ষন ন জ্ঞাএ<sup>৫</sup> ।  
 কুন্ডকার চক্রকৃতি ধাম্ভারি দেখাএ ॥  
 অবৈথ<sup>৬</sup> সন্দানি জদি হানে ঘন বান ।  
 ছেল বারিঘাতে সব<sup>৭</sup> হএ খান ২ ॥  
 ছেল ভ্রমাইতে অশ্ব ধায় খরতরে ।  
 উলটী পলটী খেলে লোপি<sup>৮</sup> ২ ধরে ॥  
 কক্ষতল<sup>৯</sup> দিয়া ভ্রমায়ন্ত দুই পাশে ।  
 অশ্বপেট তল দিয়া তোলে অনাআসে ॥  
 এই মতে নানা ছন্দে<sup>১০</sup> ছেল ভ্রমাইল ।  
 ধন্য ২ সর্বলোকে দেখায়া ব্দুলিল ॥  
 অনুমান করে সবে আপনা আপনি ।  
 শুল হস্তে আইল কিবা দেব শুলপানি<sup>১১</sup> ॥  
 তবে ধনুবর্নানি আনি যোগী করে দিল ।  
 দীর্ঘ বাস গাডি<sup>১২</sup> তাহে কোটারি বাশিল ॥  
 ছাট হানি অশ্ববর ধাবাইয়া<sup>১৩</sup> বেগে ।  
 আগে পাছে হানন্ত অবৈথ<sup>১৪</sup> সর লাগে ॥  
 তবে আসি হেটমুখে<sup>১৫</sup> ছায়া নিরক্ষিয়া ।  
 অধ্চন্দ্র বাণ মারি ফেলিলা<sup>১৬</sup> কাটীয়া ॥  
 সকল লোকের মনে জন্মিল বিস্ময় ।  
 পূর্নি যোগীরূপে কিবা আইলা ধনঞ্জয় ॥  
 জেন পার্থ যন্ত কাটী দ্রৌপদি<sup>১৭</sup> পাইল ।  
 সেই কর্ম আসি হেন উপাশ্বত হইল ॥

দুই পদ উৎখ পিঙ্গর রহয় তখনে ।  
 সমুদ্র লগ্ণিব হেন মনে অনুমানে ॥  
 মৰ্কটে লগ্ণিছে সিঞ্চু ভাবি অশ্ববর ।  
 নেউটিয়া রাহিলেক ধরণী উপব ॥  
 উৎখমুখে<sup>২</sup> ক্ষেণে ক্ষেণে নেহানে আকাশ ।  
 সূর্যের অশ্বেরে কিবা করে উপহাস ॥  
 দেব দিবাকর হও তুমি সপ্তজন ।  
 আমি একেশ্বর রত্নসেন আরোহণ ॥  
 তবে এক শেল করে লই মহামতি ।  
 পণ্ডাঙ্গদুষ্ঠে<sup>৪</sup> ভ্রমায়ন্ত অলক্ষিত গতি ॥  
 অঙ্গদুলের দড়বাড়ি লক্ষণ না যায় ।  
 কুন্ডকার চক্রকৃতি ধাম্ভারি দেখায় ॥  
 অব্যর্থ<sup>৬</sup> সন্দানি যদি হানে ঘন বাণ ।  
 শেলবাড়ি শরাঘাতে হয় খান খান ॥  
 শেল ভ্রমাইতে অশ্ব ধায় খরতরে ।  
 উলটি পালটি খেলে লুকি লুকি ধরে ॥  
 কক্ষতল দিয়া ভ্রমায়ন্ত দুই পাশে ।  
 অশ্বপৃষ্ঠতল দিয়া তোলে অনায়াসে ॥  
 এই মতে নানা ছন্দে শেল ভ্রমাইল ।  
 ধন্য ধন্য সর্বলোকে দেখিয়া ব্দুলিল ॥  
 অনুমান করে সবে আপনা আপনি ।  
 শুল হস্তে আইল কিবা দেব শুলপাণি ॥  
 তবে ধনুবর্নানি আনি যোগী করে দিল ।  
 দীর্ঘ বাশ গাডি তাহে কোঠারি বাশিল ॥  
 ছাট হানি অশ্ববর ধাবাইয়া বেগে ।  
 আগে পাছে হানন্ত অব্যর্থ<sup>১৪</sup> শর লাগে ॥  
 তবে আসি হেটমুখে<sup>১৫</sup> ছায়া নিরক্ষিয়া ।  
 অধ্চন্দ্র বাণ মারি ফেলিল কাটীয়া ॥  
 সকল লোকের মনে জন্মিল বিস্ময় ।  
 পূর্নি যোগীরূপে কিবা আইল ধনঞ্জয় ॥  
 যেন পার্থ যন্ত কাটী দ্রৌপদী পাইল ।  
 সেই কর্ম আসি হেন উপাশ্বত হৈল ॥

১ নেউটীয়া ২ উপমুখী ৩ সপ্তজন ৪ পণ্ডাঙ্গদুষ্ঠে ৫ লেখন না জায়  
 ৬ অশ্বত ৭ খেল বাড়ি শর ঘাতে ৮ লুকি ৯ কৈক্যতল ১০ মতে  
 ১১ শুলফানি ১২ দীর্ঘ বাস গাডি ১৩ ধাইয়া জে ১৪ ফেলিল  
 ১৫ ধরপতি

শব্দার্থ টীকা : নেউটিয়া—নিবৃত্ত হবে

নেহানে—দেখে ।

কুন্ডকার চক্রকৃতি ধাম্ভারিব প্রায়—কুম্বোরের ঢাকা এবং  
 যোগীচক্রের মতো । কোঠারি—কুটীর

এথ য়ুনি<sup>১</sup> তাহারে চাহন্ত শবে বোরি ।  
 গৃহে বসী হেরএ সিংগল জথ নারি<sup>২</sup> ॥  
 অথাৎ চিকের ঋরে নৃপতি কুমারি ।  
 কুমার কন্তুক দেখী সখী সগে করি ॥  
 সখী বোলে য়ুন রানি<sup>৩</sup> দেখহ কন্তুক ।  
 গ্রহন ছারিল সসী দেখী আখী<sup>৪</sup> মরু ॥  
 আর সখী বোলে হর গোরি সান্তি কল্যা ।  
 তাহা লাগি রানি জোগ্য<sup>৫</sup> বর মিলাইলা ॥  
 আর সখী এক কহে য়ুন য়ুবধনি<sup>৬</sup> ।  
 নৃপতি কল্যাণ দান দেও রাজরানি<sup>৭</sup> ॥  
 আর এক বোলে বিপ্র কিরূপে আনিব ।  
 নৃপতি হইলে ক্রোধ সমূলে নাসিব ॥  
 আর সখী বোলিলেস্ত য়ুন রাজবালা ।  
 ধন দান দিয়া তুস জথ ছত্রসালা ॥  
 মমসখী হিতবানি য়ুনি রূপবতি ।  
 দান হেতু ধন দিলা সখীগন প্রতি ॥  
 বোলে জথ ছত্রসালা<sup>৮</sup> আছে বিপ্রগণ ।  
 ভালমতে তুসীবক দিয়া বহুধন ॥  
 তবে মন্ডবের হর গোরীর চরন ।  
 যোগ্য পূজা দান কল্যা মোর নিবেদন ॥  
 উম্মেসী প্রনামি<sup>৯</sup> সখী সিগ্রে পাঠাইলা<sup>১০</sup> ॥  
 জথ ছত্রসালা বিপ্র সকল তুসীলা ॥  
 তবে মোহাদেব জথ মন্ডব আছিল ।  
 জোগ্য ভক্তি পূজা লই সখী চলি গেল ॥  
 মোহাদেব আগে জগ্য<sup>১১</sup> পূজা করি দান ।  
 শান্ত পাক প্রদক্ষিণ কল্যা<sup>১২</sup> সেই স্থান<sup>১৩</sup> ॥  
 অষ্টাংগ<sup>১৪</sup> প্রনাম করি লুটিল ভূমীগত ।  
 কহিলেক পদ্মাবতী জথ মনুৱত ॥  
 তবে হরগোরিএ সান্তিএ সান্ত হৈলা<sup>১৫</sup> ।  
 অলক্ষিতে ডাক দিয়া সখীতে কহিলা ॥  
 য়ুন সখী পদ্মাবতি স্থানে কহ গিয়া ।  
 সবারি কল্যাণ রাজা চিন্ত কি লাগিয়া<sup>১৬</sup> ॥  
 এথেক য়ুনিয়া সখী হরিস অস্তর ।  
 সিগ্রে কহিলেক গীআ গোরির খবর ॥  
 জখনে য়ুনিলা সখী মূখের<sup>১৭</sup> উস্তর ।  
 কুমুদ প্রকাশে প্রকাশিল সম্পধর<sup>১৮</sup> ॥

১ ভাবি ২ গৃহবাসী হেরোর জে সিংগলের নারি ৩ পদ্মাবতী সখী  
 বোলে ৪ আসী ৫ জগ্য ৬ য়ুবধনি ৭ নৃপতি কৈন্যর তুস্টীত ভবানি  
 ৮ ছত্রসালে ৯ উম্মেসে প্রনাম ১০ সীগ্রে পাঠাইলা ১১ জোগ্য  
 ১২ কৈলু ১৩ স্থান ১৪ অষ্টাংগে ১৫ সান্তাইল ১৬ সস্তরে  
 কৈন্যরে রাজি সখী কহ গীআ ১৭ সোরি ১৮ সোমধর

এত শূনি তাহারে চাহন্ত সবে বোড়ি ।  
 গৃহে বসি হেরয় ষত সিংহলের নারী ॥  
 অথাৎ চিকের ঋরে নৃপতি কুমারী ।  
 কুমার কোতুক দেখি সখী সগে করি ॥  
 সখী বোলে শূন রাণী দেখহ কোতুক ।  
 গ্রহণ ছাড়িল শশী দেখী আখি মরু ॥  
 আর সখী বোলে হর গোরী শান্ত কৈলা ।  
 তাহা লাগি রাণী যোগ্য বর মিলাইলা ॥  
 আর সখী এক কহে শূন সুবদনী ।  
 নৃপতি কল্যাণ দান দেও রাজরাণী ॥  
 আর এক বোলে বিপ্র কিরূপে আনিব ।  
 নৃপতি হইলে ক্রোধ সমূলে নাশিব ॥  
 আর সখী বুলিলেস্ত শূন রাজবালা ।  
 ধনদান দিয়া তোষ যত ছত্রশালা ॥  
 মমসখী হিতবাণী শূনি রূপবতী ।  
 দানহেতু ধন দিলা সখীগণ প্রতি ॥  
 বোলে যত ছত্রশালা আছে বিপ্রগণ ।  
 ভাল মতে তুসীবক দিয়া বহুধন ॥  
 তবে মন্ডবের হরগোরীর চরণ ।  
 যোগ্যপূজা দান কৈলা মোর নিবেদন ॥  
 উম্মেশে প্রণামী সখী শীঘ্রে পাঠাইলা ।  
 যত ছত্রশালা বিপ্র সকল তুসিলা ॥  
 তবে মহাদেব যত মন্ডবে আছিল ।  
 যোগ্য ভক্তি পূজা লই সখী চলি গেল ॥  
 মহাদেব আগে যোগ্য পূজা করি দান ।  
 সন্তপাক প্রদক্ষিণ কৈল সেই স্থান ॥  
 অষ্টাংগে প্রনাম করি লুটিল ভূমীগত ।  
 কহিলেক পদ্মাবতী ষত মনোরথ ॥  
 তবে হরগোরী শান্তিতে সান্তাইলা ।  
 অলক্ষিতে ডাক দিয়া সখীতে কহিলা ॥  
 শূন সখী পদ্মাবতী স্থানে কহ গিয়া ।  
 সবারি কল্যাণ রাজা চিন্ত কি লাগিয়া ॥  
 এথেক শূনিয়া সখী হরিশ অস্তর ।  
 শীঘ্র কহিলেক গিয়া গোরীর খবর ॥  
 যখনে শূনিলা সখীমূখের উস্তর ।  
 কুমুদ প্রকাশে প্রকাশিল শশধর ॥

মন্তব্য : সম্প্রদায়িক পুস্তকটি কোন ছাপা সংস্করণে লেই ।  
 মূলের ষট্-খাতবর্ণনখন্ডের দ্বিতীয় খন্ডকে পদ্মাবতীর  
 এইরূপ পূজা নিবেদনের বর্ণনা আছে ।

তবে মোহাগজ্ঞ আনি আরোহিতে দিল<sup>১</sup> ।  
 কন্ন ধরি অলঙ্কিতে লম্প দি উট্টীল<sup>২</sup> ॥  
 ব্রমাই দক্ষিণ বামে চক্রেয় আকৃতি<sup>৩</sup> ।  
 দূর ভ্রমি ধাবাইল<sup>৪</sup> অলঙ্কিত গতি ॥  
 ভগদন্ত গজেন্দ্র<sup>৫</sup> জিনিয়া সিগ্নগতি ।  
 কিবা ঐরাবতে চরি আইলা যদূরপতি ॥  
 গজগতি দেখী নৃপ পরি গেল ধন্দ ।  
 এই হস্তি কভু নাই চলে হেন ছন্দ ॥  
 তবে সিংহলের মদুক্ষ<sup>৬</sup> অশ্ববার গন ।  
 নৃপতি ইংগিত বদ্বিজ আইল<sup>৭</sup> তখন ॥  
 ছাট হানি অশ্বগজ সগে ধাবাইল ।  
 আছোক হস্তির কাজ<sup>৮</sup> ধূলি ন পাইল ॥  
 হস্তি আগে থাকি জদি ঘটক ধাবাএ ।  
 অশ্বপশ্বে<sup>৯</sup> জাইতে অসের<sup>১০</sup> লাগ পাই ॥  
 সর্বাঙ্কোকে অনদ্মানে মারিলেক হএ ।  
 সিন্ধাবদুনে<sup>১১</sup> দন্ততলে হোশ্তে উম্বারএ ॥  
 পদনি হস্তি হোশ্তে চাঁড়<sup>১২</sup> অশ্বের উপর ।  
 চোকাম<sup>১৩</sup> খেলিতে আংগা কল্যা নৃপবর ॥  
 সিংগল দেশের জখ রাজার কুমার ।  
 বাছি ২ দিলা দেসমদুক্ষ<sup>১৪</sup> আসোয়ার ॥  
 রত্নসেন দিগ হোশ্তে<sup>১৫</sup> যদুগী নব জন ।  
 চোকাম খেলিতে হৈলা<sup>১৬</sup> অশ্ব আরোহন ॥  
 দূই দিগে চারি খুটী আনিয়া গারিল ।  
 মধ্যভাগে আরোপিয়া গেরোয়া পেলিল<sup>১৭</sup> ॥  
 মিসার্মিসা হৈয়া তবে লাগিল খেলিতে ।  
 সকলে চাহন্ত নিতে আপনার ভিতে ॥  
 সিংহলের অশ্ববারে গোলি নিতে চাহে ।  
 চোকাম টেলিয়া যদুগী গুলি পলটাএ ॥  
 গেরোয়া বোরিয়া শব্দ<sup>১৮</sup> শূনি<sup>১৯</sup> টনার্টনি ।  
 দূরে থাকি দেখে রত্নসেন নৃপর্মানি ॥  
 ইসীত হাসিয়া নৃপ আসিয়া তদুরিত ।  
 গেরোয়া মারিয়া দিল সিংহলের<sup>২০</sup> ভিত ॥

তবে মহাগজ্ঞ আনি দিল আরোহিতে ।  
 কর্ণ ধরি লক্ষ্য দিয়া উঠে অলঙ্কিতে ॥  
 ব্রমায় দক্ষিণ বামে চক্রেয় আকৃতি ।  
 দূর ভ্রমি ধাই আইল অলঙ্কিত গতি ॥  
 ভগদন্ত গজেন্দ্র জিনিয়া শীল্লগতি ।  
 কিবা ঐরাবতে চাঁড় আইল সূরপতি ॥  
 গজগতি দেখি নৃপ পাড়ি গেল ধন্দ ।  
 এই হস্তী কভু নাই চলে হেন ছন্দ ॥  
 তবে সিংহলের মদুখ্য অশ্ববারগণ ।  
 নৃপতি ইংগিত বদ্বিজ আইল তখন ॥  
 ছাট হানি অশ্ব গজ সগে ধাবাইল ।  
 আছোক হস্তীর লাগ ধূলি না পাইল ॥  
 হস্তী আগে থাকি যদি ঘোটক ধাবায ।  
 অশ্বপশ্বে যাইতে অশ্বের লাগ পায় ॥  
 সর্বাঙ্কোকে অনদ্মানে মারিলেক হয় ।  
 শিঙ্কাগুণে দন্ততলে হোশ্তে উম্বারয় ॥  
 পদনি হস্তী হোশ্তে চাঁড় অশ্বের উপর ।  
 চৌগান খেলিতে আঞ্জা কৈল নৃপবর ॥  
 সিংহল দেশের যত রাজার কুমার ।  
 বাছি বাছি দিল দশ মদুখ্য আসোয়ার ॥  
 রত্নসেন দিক হোশ্তে যোগী নয়জন ।  
 চৌগান খেলিতে হৈল অশ্ব আরোহণ ॥  
 দূই দিকে চারি খুটী আনিয়া গাড়িল ।  
 মধ্যভাগে আরোপিয়া গেড়ুয়া ফেলিল ॥  
 মিশার্মিশ হইয়া তবে লাগিল খেলিতে ।  
 সকলে চাহন্ত নিতে আপনার ভিতে ॥  
 সিংহলের অশ্ববারে গুলি নিতে চায় ।  
 চৌগান টেলিয়া যোগী গুলি পলটাএ ॥  
 গেড়ুয়া বোড়িয়া শব্দ শূনি ঠনাঠনি ।  
 দূরে থাকি দেখে রত্নসেন নৃপর্মাণি ॥  
 ঈষৎ হাসিয়া নৃপ আসিয়া তদুরিত ।  
 গেড়ুয়া মারিয়া দিল সিংহলের ভিত ॥

১ দিলা আরোহিতে ২ কর্ণ ধরি লক্ষ্য দিয়া উঠে অলঙ্কিতে ৩ আকৃতি  
 ৪ দূর ভ্রমি ধাই গেল ৫ ভগদন্তে গজেন্দ্র ৬ মৈক্ষ ৭ আসীলা  
 ৮ লাগ ৯ অশ্বপশ্বে ১০ অশ্বের ১১ সীকাবলে ১২ চরি  
 ১৩ চোকাম ১৪ চোক দস ১৫ হস্তে মৈক্ষ ১৬ আইলা ১৭ মৈক্ষভাগে  
 আরোহিয়া বেরিয়া খেলিল ১৮ সব ১৯ গুলি ২০ নিল আপনার

শব্দার্থ টীকা : ভগদন্ত—সমুদ্রমঞ্চনকালে উঁখত হস্তী বা ইন্দ্র  
 লাভ করেন । চৌগান—পোলো জাতীয় খেলা ; অশ্বপশ্বে চড়ে  
 বল নিয়ে একধরনের খেলা ।  
 গেড়ুয়া—কন্দুক জাতীয় পোলোকৃতি খেলনা ।

সিংগল কুমারগন খেলাএ চতুর ।  
 বেগে বাবি হানিয়া গেবোয়া নিল দর ॥  
 পদনি বোলে খেলি ২ অশ্বগদুলি শঙ্গে ।  
 সিগ্ৰগতি লইয়া জান্ত<sup>১</sup> নিজ মনরঙ্গে ॥  
 পাছে ২ অশ্ব ধাবাইল যদুগগন ।  
 ফিরাইতে নারে কেহ করিয়া জন্তন ॥  
 যদুগী সবে বোলে গুরু কি কর্ম করিলা ।  
 আপনা হস্তের খেলি পরহস্তে দিলা ॥  
 তুমি বিনে মহারাজা সংসার মাজার ।  
 আমা হস্তে গুলি নিতে শকতি কাহার ॥  
 হাত হোস্তে<sup>২</sup> খেলি গেল আর নাহি আসা ।  
 গুরুর চরনে মাত্র করিএ ভরসা ।  
 আমরা ন জানি হেন<sup>৩</sup> মত<sup>৪</sup> খেলি ভাও ।  
 আপনে করিয়া জন্ত খেলি<sup>৫</sup> পলটাও ॥  
 গুবু বোলে যদু সীসা আমাব বচন ।  
 দরভাবে খেল খেলি হৈয়া এক মন ॥  
 পরহস্তগত ছদি হইল গেড়োয়া<sup>৬</sup> ।  
 পদনি ফিরাইতে পারে সেই সে থেরোয়া<sup>৭</sup> ॥  
 সিসাগনে নরপতি এথেক করিতে ।  
 সিগলের গনে<sup>৮</sup> গুলি নিল নিজ ভিতে ॥  
 তখনে সকল লোক মনে ভাবিলেক ।  
 সিগলের অশ্ববার খেলি জিনিলেক ॥  
 খুটার নিকটে নিল করিবারে হাল ।  
 যদুগীগনে গীয়া গুলি রুদ্দিল তৎকাল ॥  
 দুই খুটী মধ্যো দিয়া গুলি নিতে চাহে ।  
 চৌকান টেলিয়া জোগী গনে পলটাএ<sup>৯</sup> ॥  
 খুটা বোবি শবলে<sup>১০</sup> করে হানাহানি ।  
 বজ্রসেন নৃপে তবে মনে অনুমানি ॥  
 বিজুলি ছটকে প্রবেশিয়া মোহামতি ।  
 চলিলা গেরোয়া<sup>১১</sup> লৈয়া<sup>১২</sup> অলঙ্কৃত গতি ॥

সিংহল কুমারগন খেলায় চতুর ।  
 বেগে বাড়ি হানিয়া গেড়ুয়া নিল দর ॥  
 পদনি বোলে খেলি খেলি অশ্বগদুলি সঙ্গে ।  
 শীঘ্রগতি লৈয়া শাস্ত নিজ মনোরঙ্গে ॥  
 পাছে পাছে অশ্ব ধাবাইল যোগগগন ।  
 ফিরাইতে নারে কেহ করিয়া যতন ॥  
 যোগি সবে বোলে গুরু কি কর্ম করিলা ।  
 আপনা হস্তের খেলি পরহস্তে দিলা ॥  
 তুমি বিনে মহারাজ সংসার মাঝার ।  
 আমা হোস্তে গুলি নিতে শকতি কাহার ॥  
 হাত হোস্তে খেলি গেল আর নাহি আশা ।  
 গুরুর চরণে মাত্র করিয়ে ভরসা ॥  
 আমরা না জানি হেন মতে খেলা ভাও ।  
 আপনে করিয়া যন্ত খেলি পলটাও ॥  
 গুরু বোলে শুন শিষ্য আমার বচন ।  
 দড়ভাবে খেল খেলি হৈয়া এক মন ॥  
 পরহস্তগত যদি হৈল গেড়ুয়া ।  
 পদনি ফিরাইতে পারে সেই সে থেড়ুয়া ॥  
 শিষ্যগণে নরপতি এতেক করিতে ।  
 সিংহলের গণে গুলি নিল নিজ ভিতে ॥  
 তখনে সকল লোক মনে ভাবিলেক ।  
 সিংহলের অশ্ববার খেলি জিনিলেক ॥  
 খুটার নিকটে নিল করিবারে হাল ।  
 যোগগণে গীয়া গুলি রুদ্দিল তৎকাল ॥  
 দুই খুটী মধ্য দিয়া গুলি নিতে চায় ।  
 চৌকান টেলিয়া যোগী গুলি পলটায় ॥  
 খুটী বোড়ি দুই বলে করে হানাহানি ।  
 রজ্রসেন নৃপ তবে মনে অনুমানি ॥  
 বিজুলী ছটকে প্রবেশিয়া মহামতি ।  
 চালল গেড়ুয়া লই অলঙ্কৃত গতি ॥

১ লই জ্ঞাত ২ হস্ত হস্তে ৩ মাত্র ৪ হেন ৫ গুলি ৬ গেড়ুয়া  
 ৭ থেরুয়া ৮ গনে ৯ চৌকানে টেলিয়া গুলি যদুগী পলটাএ ১০ দুই  
 বলে ১১ গুড়ুয়া ১২ লই

শব্দার্থ টীকা : ভাও—রাণিত  
 থেড়ুয়া—খেলায়ে

যেহা বারি হানি গর্দলি দুরে চালাইল ।  
 পাছে ২ সিগ্ন করি অশ্ব ধাবাইল ॥  
 তার পাছে<sup>৩</sup> অশ্ববার ধাইল তুরিতে ।  
 নৃপতির শিক্ষা কেহ ন পারে লক্ষিতে<sup>৪</sup> ॥  
 ছাটের উপরে ছাট অশ্ববরে<sup>৫</sup> হানিল ।  
 নৃপতির হএ পদধূলি ন পাইল ॥  
 ডাইনে থুইয়া গর্দলি রোল খেলি ২ ।<sup>৬</sup>  
 সিগ্ন হান কলা<sup>৭</sup> রত্নসন মোহাবলি ॥  
 জয়বাদ্য ডুগডুগী<sup>৮</sup> বাজিলেক জবে ।  
 সিংগলের অশ্ববার পলটিল তবে ॥  
 এই মতে যুগী<sup>৯</sup> জিনিলেক তিনবার ।  
 লক্ষিতে নারিল<sup>১</sup> সিংগলের অশ্ববার ॥  
 সিংগলের রাজাবে গিয়া<sup>৮</sup> কহিল সকলে ।  
 হেন মতে খেলি নহি দেখী কোনকালে ॥  
 আমা সব খেলি নৃপ<sup>৯</sup> দেখীছ বিদিতে ।  
 যুগীর খেলন কিছু ন পারি লক্ষিতে ॥  
 যুনিয়া সিংগলনাথ হরসীত মন ।  
 শাস্ত বিচারেতে আঙ্গা করিল তখন ॥  
 মোহা ২ পন্ডিভ আনিয়া ততক্ষনে<sup>১০</sup> ।  
 পুছিতে<sup>১১</sup> লাগিল বাক্য<sup>১২</sup> খন্ডন স্থাপনে ॥  
 জেই বাক্য গর্দনি গনে খন্ডন করএ ।  
 অর্থাভিত করি নৃপ আনিয়া স্থাপএ ॥

খেলা<sup>১</sup> বাড়ি হানি গর্দলি দুরে চালাইল ।  
 পাছে পাছে শীঘ্র করি অশ্ব ধাবাইল ॥  
 তার পাছে অশ্ববার ধাইল তুরিতে ।  
 নৃপতির শিক্ষা কেহ না পারে লক্ষিতে ॥  
 ছাটের উপরে ছাট অশ্ববরে হানিল ।  
 নৃপতির হয় পদধূলি ন পাইল ॥  
 ডাইনে থুইয়া গর্দলি বোলে খেলা খেলি ।  
 শীঘ্র হার কৈল রত্নসন মহাবলি ॥  
 জয়বাদ্য ডুগডুগী বাজিলেক যবে ।  
 সিংহলের অশ্ববার পলটিল তবে ॥  
 লক্ষিতে নারিল সিংহলের অশ্ববার ।  
 এই মতে যোগী জিনিলেক তিনবার ॥  
 সিংহল রাজাবে গিয়া কহিল সকলে ।  
 হেন মতে খেলি নাহি দেখি কোন কালে ॥  
 আমি সব খেলা নৃপ দেখিছ বিদিতে ।  
 যোগীর খেলন কিছু না পারি লক্ষিতে ॥  
 শূনিয়া সিংহলনাথ হরসীত মন ।  
 শাস্ত বিচারেতে আঙ্গা করিল তখন ॥  
 মহা মহা পন্ডিভ আনিয়া ততক্ষণ ।  
 পুছিতে লাগিল বাক্য খন্ডন স্থাপন ॥  
 যেই বাক্য গর্দনিগণে খন্ডন করয় ।  
 অর্থাভিত করি নৃপ আনিয়া স্থাপয় ॥

১ পরে ২ লিগত ৩ অশ্ববার ৪ ডাইনে থুইয়া বোল গলাগলি  
 খেলি ৫ সিগ্নে হেন কৈল ৬ জুগী দেখী ৭ লিগতে নারিলেক  
 ৮ বাজ আগে ৯ সব ১০ ততক্ষনে ১১ পুঁচিতে ১২ বাক্য

১ অ।

শব্দার্থ টীকা : খেলা বাড়ি—পোলো খেলাব জন্য ব্যবহৃত  
 দন্ড ।

মন্তব্য : জয়সীর পদমাৰ্গ কাব্যের অন্তর্গত রত্নসন শূলা খন্ডের স্মারিকা স্তবকের শেষাংশ অবলম্বনে আলাওল  
 'চৌগান খন্ড' নামে যে বিস্তৃত পরিচ্ছেদটি রচনা করেছেন তা একটি মৌলিক সংযোজন । রত্নসনের অশ্বক্রীড়া প্রদর্শন ও  
 পোলো খেলার প্রতিযোগিতায় তাঁর জয়লাভ চৌগান খন্ডের বিষয় । অন্তরাল থেকে সখীসহ পদ্মাবতীর সেই ক্রীড়া দর্শন ও  
 দেবতার কাছে পদ্মাবতীর পূজাদান অতিরিক্ত সংযোজন । অশ্বক্রীড়া সম্পর্কে যে বিস্তারিত বিবরণ আছে তার থেকে মনে  
 হয় আরাকান রাজসভায় আসার আগে অশ্বারোহী সৈনিকরূপে আলাওলের ব্যক্তিগত জীবন অভিজ্ঞতা এবং এ ব্যাপারে তাঁর  
 বিশেষ দক্ষতা থেকেই এই অধ্যায়ের জন্ম । অশ্বচালনা সম্পর্কে যথেষ্ট পটুতা না থাকলে এই জাতীয় সংযোজন সম্ভব  
 কিনা সন্দেহ ।

## শাস্ত্রতত্ত্ব খণ্ড

ষট্ঠবিস্তি পঞ্জি বৈয়াক্ষ্য অবিধান<sup>১</sup> ।  
 একে ২ রত্নসেনে করিলা বাখান ॥  
 শাহাট্য<sup>২</sup> পুরান বেদ তর্ক<sup>৩</sup> অলঙ্কার ।  
 নানাবিধি বাক্য রস<sup>৪</sup> আগম বিচার ॥  
 নিজ বাক্য<sup>৫</sup> জুথেক পড়িল<sup>৬</sup> নানা ছন্দ ।  
 ষড়নিয়া পশ্চিমতগণ হৈলা অতি ধন্দ<sup>৭</sup> ॥  
 সবে বোলে তার কণ্ঠে ভারতী নিভাস<sup>৮</sup> ।  
 কিবা বরবুচি<sup>৯</sup> ভবভার্তি<sup>১০</sup> কালিদাস ॥  
 বিদ্যালোভে মোহাকবি<sup>১১</sup> প্রানে অকাতব ।  
 যদুগ্গে পশ্চে আইল শহজে যদুন্দ<sup>১২</sup> ॥  
 অবশেষে কবিবেক শঙ্কর<sup>১৩</sup> বিচার ।  
 পদুস্তকের অম্ভাব<sup>১৪</sup> রসের প্রকাশ ॥  
 পিঙ্গল চৌসম্ভ ছন্দ অষ্ট মহাগন ।  
 অষ্ট নাহিকার ভেদ সশ্বেদ লক্ষণ<sup>১৫</sup> ॥  
 প্রথমে কবিমু গণাগনের বাখান ।  
 কবিবেব মূল সেই যদু বদুস্থিমান<sup>১৬</sup> ॥  
 যদুগনে পদুরিলে বাক্য<sup>১৭</sup> সকল সম্ভাস ॥  
 আগম<sup>১৮</sup> পরিলে কবি বাক্য<sup>১৯</sup> লাগে দোষ ॥  
 অগন এগন যার রগন সমন<sup>২০</sup> ।  
 ভগন জগন অশ্বে ভগন নগন ॥  
 এই অশ্বে মোহাগন দেখহ বিদিত ।  
 বিবেচিয়া কহ<sup>২১</sup> তার গদুনের<sup>২২</sup> চরিত ॥  
 লঘু<sup>২৩</sup> গদুর জ্ঞানিলে গনের ভেদ পায় ।  
 তেকারনে লঘু গদুর জ্ঞানিতে জুয়ায় ॥  
 দুসিকার দুসিকার<sup>২৪</sup> অক্ষর মোকল ।  
 এই সব<sup>২৫</sup> লঘু যার গদুর সে সকল ॥  
 কবিবেব প্রথন পদের তিনাক্ষর ।  
 বিচারিব কেবা লঘু কেবা গদুরতর ॥

সূত্র বৃষ্টি পঞ্জিকা ব্যাকরণ অভিধান ।  
 একে একে রত্নসেন করিলা বাখান ॥  
 সাহিত্য পুরাণ বেদ তর্ক<sup>৩</sup> অলঙ্কার ।  
 নানাবিধি বাক্যরস আগম বিচার ॥  
 নিজ কাব্য যতেক পড়িল নানা ছন্দ ।  
 ষড়নিয়া পশ্চিমতগণ হৈলা অতি ধন্দ ॥  
 সবে বোলে তান কণ্ঠে ভারতী নিভাস ।  
 কিবা বরবুচি ভবভার্তি কালিদাস ॥  
 বিদ্যালোভে মহাকবি প্রাণে অকাতর ।  
 সুরগ্গেব পশ্চে কিবা আইলা সন্দুব ॥  
 অবশেষে কবিবেক সংক্ষিপ্ত বিচার ।  
 পদুস্তকের আদ্য ভাব রসের প্রকার ॥  
 পিঙ্গল চৌসটি ছন্দ অষ্টমহাগণ ।  
 অষ্টনায়িকার ভেদ শব্দের লক্ষণ ॥  
 প্রথমে কবিমু গণাগনের বাখান ।  
 কবিবেব মূল সেই শুন বদুস্থিমান ॥  
 সুরগ্গে পড়িলে বাক্য সকল সম্ভাস ।  
 অগণে পড়িলে কাব্য কবি লাগে দোষ ॥  
 মগন যগণ<sup>২</sup> আর রগণ সগণ ।  
 ভগণ জগণ অশ্বে ভগণ গগণ ॥  
 এই অষ্ট মহাগণ দেখহ বিদিত ।  
 বিবেচিয়া কহি তবে গণের চরিত ॥  
 লঘু গদুর জ্ঞানিলে গণের ভেদ পায় ।  
 তেকারণে লঘু গদুর জ্ঞানিতে জুয়ায় ॥  
 হ্রস্বকার স্ব ৯ কার<sup>২</sup> অক্ষর মূকল ।  
 এই তিন লঘু আর গদুর যে সকল ॥  
 কবিবেব পদেব প্রথম তিনাক্ষর ।  
 বিচারিব কেবা লঘু কেবা গদুরতর ॥

১ চত্ৰবিস্তি পঞ্জিকা ব্যাক্ষ্য অবিধান ২ সাহিত্য ৩ ব্যাকরণসে ৪ বাক্য  
 ৫ পদুরিল ৬ ষড়নিয়া পশ্চিমত বর অতি বর ধন্দ ৭ ভারতী নিভাস  
 ৮ বরবুচি ৯ ভবভার্তি ১০ বিখ্যালোভে মহাকবি ১১ সোমদর  
 ১২ অশ্বেভাব ১৩ লৈক্ষন ১৪ বোধমান ১৫ পরিলে বাক্য ১৬ যগনে  
 ১৭ বাক্য ১৮ সগন ১৯ বিবেচিয়া কহি ২০ আর জে ২১ লঘু  
 ২২ রবুকার বিবেচিকার ২৩ তিন

১ অ্যা ২ অ্যা

শব্দার্থ টীকা : পিঙ্গল—স্বাদশ শতকের ছান্দসিক । প্রাকৃত  
 ভাষায় ছন্দোগ্রন্থ প্রাকৃত পৈঙ্গলের রচিত। গণ—ছন্দোশাস্ত্রের  
 তিন বর্ণের সমূহ । লঘুগদুরের রমানুসারে আটপ্রকার গণ—মগন,  
 মগণ, ভগণ, রগণ, জগণ, ভগণ, গগণ, সগণ ।

তিন গদ্য হৈলে তারে<sup>১</sup> বদ্বিগ্ন মগন ।  
 নির্ধাঙ্কর বন্দ<sup>২</sup> প্রাপ্তি তাহার লক্ষণ<sup>৩</sup> ॥  
 আদ্যে লঘু<sup>৪</sup> অশ্তে দুই গদ্য হএ জার ।  
 তাহারে এ গন বোলি<sup>৫</sup> বদ্বিগ্ন বিচার ॥  
 মধ্যে<sup>৬</sup> লঘু দুই দিগে দুই গদ্য হএ ।  
 সেই সে রগন হেন জানিও নিশ্চএ ॥  
 দুই গদ্য গদ্যি কহ<sup>৭</sup> মনে করি কল্প ।  
 এ গণেত<sup>৮</sup> সাহাস রগনে আউ অল্প ॥  
 অশ্তে গদ্য আদ্য মধ্যে<sup>৯</sup> লঘু পরচার<sup>১০</sup> ।  
 বদ্বিগ্নিত জানিয়া সগন<sup>১১</sup> নাম তার ॥  
 দুই গদ্য একাক্ষর লঘু হএ<sup>১২</sup> হেটে ।  
 তাহারে তগন বোলি<sup>১৩</sup> জানিও প্রকটে ॥  
 সঘনে<sup>১৪</sup> পরিলে বাক্য করএ উদাস ।  
 তগনেত যদ্যফল<sup>১৫</sup> জানিও নির্জাস ॥  
 মধ্যে<sup>১৬</sup> গদ্য দুই দিগে দুই লঘুপাএ ।  
 তাহারে জগন বোলি<sup>১৭</sup> উৎপাত করএ ॥  
 অশ্তে মধ্যে<sup>১৮</sup> লঘু জার গদ্য আদ্যাক্ষর<sup>১৯</sup> ॥  
 ভগন মংগল ফল দেএ বহুতর ॥  
 তিন লঘু নগনে সম্পদ বারে বদ্বিগ্ন ।  
 রনে সিংগ আপদ তারনে কার্যসিগ্ন ॥  
 অষ্ট নাইকার<sup>২০</sup> ভেদ কহিব ভাবিয়া ।  
 জে নাম লক্ষণ<sup>২১</sup> তার শুন মন দিয়া ॥  
 আদ্যে<sup>২২</sup> নারি খন্ডিতা দুয়জে<sup>২৩</sup> অভিসারী ।  
 ত্রিতিএ বাস সয্যা<sup>২৪</sup> বিপ্রনব চারি<sup>২৫</sup> ॥  
 পঞ্চমে উৎকণ্ঠিতা কলপস্তরি সষ্টমে ।  
 সযন্দ্রুতিকার ভেদ জানিয় সষ্টমে<sup>২৬</sup> ॥  
 স্বাধিক ভিত্তিকাহ<sup>২৭</sup> অষ্টমে লৈমদ নাম ।  
 জাহার জেমত গদ্য<sup>২৮</sup> শুন অনুপাম ॥

১ তানে ২ বন্দ ৩ লৈক্ষন ৪ আদ্যে লঘু ৫ বদ্বিগ্ন ৬ মৈম্বে  
 ৭ গন কহি ৮ গনে ৯ আইম্বে মৈম্বে ১০ লঘু প্রচার ১১ বদ্বিগ্নিতে  
 জানিঅ সঘন ১২ জাঁদ ১৩ বদ্বিগ্ন ১৪ সগনে ১৫ সৈন্যফল  
 ১৬ মৈম্বে ১৭ বদ্বিগ্ন ১৮ মৈম্বে ১৯ আইম্বেক্ষর ২০ নায়িকার  
 ২১ লৈক্ষন ২২ আইম্বে ২৩ দোঅজে ২৪ বাসকসঙ্গা  
 ২৫ বিপ্রলোখা চারি ২৬ সষ্টমে ২৭ স্বাধিক ভিত্তিকাহ  
 মন্তব্য : বৈষ্ণব অলংকার শাস্ত্রের অনুসরণ থাকিলেও  
 আলাওলের বিভাগে অলংকার শাস্ত্রের ক্রম রক্ষিত হয় নি ।

তিন গদ্য হৈলে তারে বদ্বিগ্নে মগন ।  
 নির্ধাঙ্কর বন্দ<sup>২</sup> প্রাপ্তি তাহার লক্ষণ ॥  
 আদ্যে লঘু অশ্তে দুই গদ্য হয় যার ।  
 তাহারে ষগন বালি বদ্বিগ্ন বিচার ॥  
 মধ্যে লঘু দুই দিকে দুই গদ্য হয় ।  
 সেই সে রগন হেন জানিও নিশ্চয় ॥  
 দুই গণ গদ্য কহি মনে করি কল্প ।  
 ষগণেত সাহাস রগণায় অল্প ॥  
 অশ্তে গদ্য আদ্য মধ্যে লঘুর প্রচার ।  
 বদ্বিগ্নিত জানিও সগন নাম তার ॥  
 দুই দিকে গদ্য একাক্ষর লঘু হেটে ।  
 তাহারে তগন বালি জানিও প্রকটে ॥  
 সগণে পড়িলে বাক্য করয় উদাস ।  
 তগণেতে শূন্যফল জানিও নির্যাস ॥  
 মধ্যে গদ্য দুই দিকে দুই লঘু পায় ।  
 তাহারে জগন বালি উৎপাত করায় ॥  
 অশ্তে মধ্যে লঘু যাব গদ্য আদ্যাক্ষর ।  
 ভগন মংগল ফল দেয় বহুতর ॥  
 তিন লঘু নগণে সম্পদ বাড়ে বদ্বিগ্ন ।  
 রণে সিংগ আপদ তারন কার্যসিগ্ন ॥  
 অষ্টনায়িকার ভেদ কহিব ভাবিয়া ।  
 যে নাম লক্ষণ তার শুন মন দিয়া ॥  
 আদ্যে নারী খন্ডিতা দুয়জে অভিসারী ।  
 তৃতীয়ে বাসকসঙ্গা বিপ্রলোখা চারি ॥  
 পঞ্চমে উৎকণ্ঠিতা কলহান্তরি সষ্টমে ।  
 স্বয়ংদ্রুতিকার ভেদ জানিও সষ্টমে ॥  
 স্বাধীনভক্তিকাহ অষ্টমে লৈমদ নাম ।  
 যাহার যেমত গদ্য শুন অনুপাম ॥

পঞ্চাধ টীকা : খন্ডিতা—অন্য নারীর সম্ভোগাচ্ছ অঙ্গে নিয়ে  
 প্রান্তকালে আগত নায়কের অপমানিতা নায়িকা । অভিসারী—  
 প্রিয়মিলনের জন্য সংকল্পে কুঞ্জের দিকে গোপনে এগিয়ে চলে যে  
 নায়িকা । বাসকসঙ্গা—নিজবেশ ও কুঞ্জগর্হে সঙ্কীর্ণ করে নায়কের  
 আগমন প্রতীক্ষা করে যে নায়িকা । বিপ্রলোখা—সংকল্পে  
 প্রিয়তম না আসায় ব্যাধিতান্তরা নায়িকা । উৎকণ্ঠিতা—প্রিয়তমের  
 আগমনের জন্য সংকল্পে অস্থানে উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে অপেক্ষমানা নায়িকা ।



জার প্রিয়া আন<sup>১</sup> সগে বণ্ড রজনী ।  
 প্রভাতে ধরএ চোর খিঁড়তা রমনি ॥  
 সংকেত নিজর্নে<sup>২</sup> প্রিয়া থাকে রতি রাসে ।  
 রমনি চলিয়া আইসে পদরুসের পাশে ॥  
 সেই সে রমনি অভিসারিকা নিশ্চয় ।  
 কোলকলা রস রগে রজনী বণ্ড ॥  
 কামভাবে নিজর্নেত সয্যা বিরচিয়া<sup>৩</sup> ।  
 জাগিয়া পোশাএ নিসি অবধি ভাবিয়া ॥  
 তাহাক বাসকসয্যা বদলিছ নিশ্চিত<sup>৪</sup> ।  
 এবে যদন বিপ্রলোখা<sup>৫</sup> রমনি চরিত ॥  
 কামলোখা অতিসয় মদুধমতি হইয়া ।  
 হৃদএর যদক<sup>৬</sup> কহে প্রভু সমবাদিয়া ॥  
 স্বামি মান কলো সতি আপনে মানাএ ।  
 কোলি ফলা নিব্বাহিলে মনে সান্তি পাএ ॥  
 তাকে বিপ্রলোখা<sup>৭</sup> বদলি সেই মহাজন ।  
 কলস্তরি ভাব এবে কহিমু লক্ষণ<sup>৮</sup> ॥  
 মনে গব্ব<sup>৯</sup> ধরিয়া হইয়া মানমতি<sup>১০</sup> ।  
 না চাহে<sup>১১</sup> নয়ন তুলি না দেয় সম্মতি<sup>১২</sup> ॥  
 সখীগন বচনে না হএ মন সান্ত ।  
 বহু পরার্থনে জদি মানাইল কান্ত :।  
 তবে তার হএ পদনি রসে ২ মতি ।  
 এহারে সে বদলি কলস্তরিতা যদুতি ॥  
 সয়দুতিবার<sup>১৩</sup> এবে যদনহ চরিত ।  
 নিকটে নাহিক পতি কামে হর্তাচিত<sup>১৪</sup> ॥  
 দেখিলে চতুর নব চতুর যদুতি ।  
 আন ২ ছলে কহে মনের আরতি ॥  
 আপনে আপনা দুর্তি হাঁগত বচনে ।  
 সয়দুতিকার<sup>১৫</sup> নাম রামা ধরে তেকারনে ॥  
 উতকম্ভীতা লক্ষণ জথেক গদুনিধি<sup>১৬</sup> ।  
 বিলম্ব<sup>১৭</sup> ন চাহে পিও মিলন অবধি<sup>১৮</sup> ॥

১ অন্য ২ সগেত নিরালে ৩ সৈল্যা বিচাইয়া ৪ তাহাকে বাবুদি  
 সৈল্যা বদলি বদনিশ্চিত ৫ লখা রাজ ৬ সোকে ৭ বিপ্রলোখা ৮ লৈল্লন  
 ৯ মধুবতি ১০ নাচাএ ১১ সম্মতি ১২ সঅর্থিতকার ১৩ বিমহিত  
 ১৪ সঅর্থিতকা ১৫ গদুনিধি ১৬ বিমুক ১৭ যদুতি

যার প্রিয় আন সগে বণ্ড রজনী ।  
 প্রভাতে ধরম চোর খিঁড়তা রমণী ॥  
 সংকেত নিজর্নে<sup>১</sup> প্রিয়া থাকে রতি আসে ।  
 রমণী চলিয়া আইসে পদরুসের পাশে ॥  
 সেই সে রমণী অভিসারিকা নিশ্চয় ।  
 কোলকলা রসরগে রজনী বণ্ড ॥  
 কামভাবে নিজর্নেত শয্যা বিরচিয়া ।  
 জাগিয়া পোহায় নিশি অবধি ভাবিয়া ॥  
 তাহাকে বাসকসম্বা বদলি সুনিশ্চিত ।  
 এবে শদন বিপ্রলম্বা রমণী চরিত ॥  
 কামলুখা অতিশয় মদুধমতি হইয়া ।  
 হৃদয়ের শোক কহে প্রভু সম্বোধিয়া ॥  
 স্বামী যৌন কৈলে সতী আপনে মানায় ।  
 কোলকলা নিব্বাহিলে মনে শান্তি পায় ॥  
 তাকে বিপ্রলম্বা বদলি সেই মহাজন ।  
 বলস্তরি ভাব এবে কহিমু লক্ষণ ॥  
 মনে গব্ব<sup>২</sup> ধরিয়া হইয়া মানমতী ।  
 না চাহে নয়ন তুলি না দেয় সম্মতি ॥  
 সখীগণ বচনে না হয় মন শান্ত ।  
 বহু পরার্থনে যদি মানাইল কান্ত ॥  
 তবে তার হয় পদনি রসেব সম্মতি ।  
 এহারে সে বদলি কলস্তরিতা যদুভী ॥  
 স্বয়ং দুতিকাব এবে শদনহ চরিত ।  
 নিকটে নাহিক পতি কামে হত চিত ॥  
 দেখিলে চতুর নর চতুরা যদুভী ।  
 আন আন ছলে কহে মনের আরতি ॥  
 আপনে আপনা দুর্তী হাঁগত বচনে ।  
 স্বয়ংদুতিকা নাম রামা ধরে তেকারনে ॥  
 উৎকম্ভীতা লক্ষণ যথেক গদুনিধি ।  
 বিলম্ব না চায় পিউ মিলন অবধি ॥

কলহাস্তরিতা—সখীদের সম্মুখে পদানত বলভকে পরিত্যাগ করে  
 পরে অনুতপ্ত হয় যে নায়িকা । স্বয়ংদুতিকা—নিজেই নিজের  
 দোষ করে যে নায়িকা । এক্ষেত্রে প্রোষিতভক্তকার বিভাগটিই  
 রসলাভসম্মত । স্বাধীনভক্তকা—নায়কের উপর প্রভুত্ব করে যে  
 নায়িকা ।

পাতি সগ্গে রতি রস বগ্গে জেই মত<sup>১</sup> ।  
 সখীগগে প্রকাশএ করিয়া<sup>২</sup> বেকত ॥  
 স্বাধীনবিস্তকা নারি জান বিরাহিনী ।  
 পাতি ভাবে পরি থাকে দিবস রজনী ॥  
 শতীর চন্দন চান্দে দহে কলেবর ।  
 বিসবত লাগে পদ্প<sup>৩</sup> কৃকিল ভমর ॥  
 অষ্ট নায়িকার<sup>৪</sup> কথা কহিল<sup>৫</sup> বিদিত ।  
 অবধান<sup>৬</sup> কর পণ্ড শব্দে চরিত ॥  
 আদ্যো<sup>৭</sup> তথ বিতথ দয়জে পরমান<sup>৮</sup> ।  
 ত্রিতিএ যুসীর<sup>৯</sup> চারি ঘন হেন জান<sup>১০</sup> ॥  
 পণ্ডমে আনদ লৈয়া<sup>১১</sup> পণ্ড শব্দ নাম ।  
 কারে কোন শব্দ বুলি য়ন অনূপাম ॥  
 কবিনাস আদ্যো<sup>১২</sup> জথ তারের<sup>১৩</sup> বাজন ।  
 তাহাক বুলিএ তথ য়ন মোহাজন ॥  
 মন্দিরা করিয়া বাদ্যো<sup>১৪</sup> জথ তান ধরে<sup>১৫</sup> ।  
 সেই সে বিতথ জান শব্দ মনুহরে<sup>১৬</sup> ॥  
 উপাঙ্গ মেশতাগ<sup>১৭</sup> আদি ফুকে<sup>১৮</sup> জথ বাহে<sup>১৯</sup> ।  
 তাহাক যুসিব<sup>২০</sup> হেন জান সখ্যাএ ॥  
 মূবজ<sup>২১</sup> দমদুমি আদ্য<sup>২২</sup> বাদ্য জথ চক্ষ<sup>২৩</sup> ।  
 ঘন হেন নাম ধবে বূজ তার মক্ষ<sup>২৪</sup> ॥  
 মূখ হোস্তে<sup>২৫</sup> উচ্চারএ জথেক শব্দ ।  
 নিচ্চএ তাহাব নাম জানিও আনদ ॥  
 এই মতে কহএ সঙ্কত<sup>২৬</sup> দামুদরে ।  
 সঙ্কত দর্পন<sup>২৭</sup> মত য়ন কহি তারে ॥  
 তথ বিতথ ঘন<sup>২৮</sup> যুসীর মিশ্রিত ।  
 চারি<sup>২৯</sup> সঙ্কে এক<sup>৩০</sup> শব্দ হএ যুলালিত ॥  
 এই পণ্ড শব্দ কহে সঙ্কত দর্পন<sup>৩১</sup> ।  
 দুই মতে কহিল<sup>৩২</sup> য়ন মহাজন<sup>৩৩</sup> ॥

পাতি সগ্গে রতিরস ভূজে যেই মত ।  
 সখীগগে প্রকাশয় করিয়া বেকত ॥  
 স্বাধীনভক্ত<sup>৩৪</sup>কা নারী জান বিরাহিনী ।  
 পাতিভাবে পাড়ি থাকে দিবস রজনী ॥  
 সতীর চন্দন চান্দে দহে কলেবর ।  
 বিষবৎ লাগে পদ্প<sup>৩৫</sup> কোকিল ভমর ॥  
 অষ্ট নায়িকার কথা কহিল<sup>৩৬</sup> বিদিত ।  
 অবধান কর পণ্ড শব্দে চরিত ॥  
 আদ্যো তত বিতত দয়জে পরিমাণ ।  
 তৃতীয়ে সূর্যির চারি ঘন হেন জান ॥  
 পণ্ডমে অনাহদ লৈয়া পণ্ড শব্দ নাম ।  
 কারে কোন শব্দ বুলি শূন অনূপাম ॥  
 কপিনাস আদি যত তারের বাজন ।  
 তাহাকে বুলিয়ে তত শূন মহাজন ॥  
 মন্দিরা করিয়া বাদ্য যত তাল ধরে ।  
 সেই সে বিতত জান শব্দ মনোহরে ॥  
 উপাঙ্গ মূবচগ<sup>৩৭</sup> আদি ফুকে যত বায় ।  
 তাহাকে সূর্যির হেন জান সখ্যাএ ॥  
 মূবজ দূশ্দুভি আদি বাদ্য যত চর্ম ।  
 ঘন হেন নাম ধরে বূজ তার মর্ম ॥  
 মূখ হোস্তে উচ্চারয় যতেক শব্দ ।  
 নিচ্চয় তাহার নাম জানিও অনাহদ ॥  
 এই মতে কহয় সগ্গীত দামোদরে ।  
 সগ্গীত দর্পণ মত শূন কহি তারে ॥  
 তত বিতত ঘন সূর্যির মিশ্রিত ।  
 চারি শব্দে এক শব্দ হয় সূলালিত ॥  
 এই পণ্ডশব্দ কহে সগ্গীতদর্পণ ।  
 দুই মতে কহিলাম শূন মহাজন ॥

১ ভূজের জেমত ২ কহিয়া ৩ পদ্প ৪ নায়িকার ৫ কহিলুম  
 ৬ অবধান ৭ আইশে ৮ দোকজে হেন জান ৯ যুসির ১০ মান  
 ১১ লৈব ১২ আশে ১৩ তারের ১৪ আদি ১৫ ধরি ১৬ মনুহরি  
 ১৭ মূবজ ১৮ ফুকে ১৯ বাএ ২০ সূচির ২১ মূবচ ২২ আদি  
 ২৩ মূক হোস্তে ২৪ সঙ্কত ২৫ সঙ্কত দ্রপন ২৬ জান ২৭ সাম  
 ২৮ জথ ২৯ সঙ্কত দ্রপনে ৩০ দুইমতে কহিলুম য়ন মহাজনে

শব্দার্থ টীকা : তত—তাবের বাদ্যযন্ত্র । যথা সেতার, বীণা ইত্যাদি  
 বিস্তৃত—বিনা তারের বাজন, মন্দিরা । সূর্যির—বায়ু, সখেযোগে যে  
 যন্ত্র বাজানো হয়,—যথা বাঁশী । ঘন—তাল রাখবার জন্য যে  
 বাজনা ব্যবহার করা হয়, যথা তবলা । অনাহদ—অনাহত বাদ্য অর্থাৎ  
 মূখবাদ্য । সগ্গীত দামোদর—শূভংকব বচিত সংস্কৃত সঙ্গীতশাস্ত্র ।  
 সগ্গীত দর্পণ—শাস্ত্রসেব রচিত সগ্গীত শাস্ত্র ।

মন্তব্য : স্বাধীনভক্ত<sup>৩৪</sup>কার যে লক্ষণ আলাওল দিয়েছেন তা আসলে প্রোষিতভক্ত<sup>৩৪</sup>কার লক্ষণ ।  
 সগ্গীতদামোদর ও সগ্গীতদর্পণ অনুসরণে আলাওল এক্ষেত্রে যে সগ্গীতশাস্ত্রজ্ঞানের  
 পরিচয় দিয়েছেন তা যতোটা পার্শ্বত্যাগপরিচায়ক ততোটা কবিবিশ্বাসহায়ক নয় ।

ভাবরস হস্তকের কথা প্রচারিতে<sup>১</sup> ।  
 পোশতক বিসাল<sup>২</sup> হএ না পারি কহিতে ॥  
 দানে ধর্ম<sup>৩</sup> রত্নাকর গুণের পালক ।  
 শ্রীযুত<sup>৪</sup> মাগন ধীর জাচক তোসক ॥  
 কিবা প্রভু করতারে<sup>৫</sup> কিবা জগজনে ।  
 কেহ কিছু নাহি পাএ বেরে<sup>৬</sup> মাগনে ॥  
 আপনা নামের অর্থ<sup>৭</sup> মনেত ভাবিয়া ।  
 জে মাগে তোস<sup>৮</sup> সন্তি অনুরূপ দিয়া ॥  
 আরতি কদম<sup>৯</sup> তান করি সিরে তান<sup>১০</sup> ।  
 গুণিগণ পদে ভাজি আলাঅল ভান ॥  
 না কহিলে দোস না কহিতে বাসি<sup>১১</sup> ডর ।  
 তেকারণে কহো কথা করি জোর কর<sup>১২</sup> ॥  
 বিচারি পাইলে দোস অক্ষরে শূধিও<sup>১৩</sup> ।  
 না বদ্বিজয়া আক্ষার কবিত<sup>১৪</sup> না দোসিও<sup>১৫</sup> ॥  
 এক পদ গুণীতে জথেক দক্ষ হএ ।  
 তাহার মরম পুনি মোহশ্চে জানএ<sup>১৬</sup> ॥  
 বাক্য<sup>১৭</sup> সিদ্ধ সন্দ মস্তা কবি সে রবার<sup>১৮</sup> ।  
 বহু রত্ন ডুবি<sup>১৯</sup> তোলে রক্তন যুচার<sup>২০</sup> । \*

১ বিচারিতে ২ বিস্তার ৩ ছিরমস্ত ৪ করতএ ৫ বেকত ৬ তন্ত  
 ৭ কদম্ব ৮ সীরগান ৯ ভাসী ১০ কর জোর ১১ শূধিও  
 ১২ মোহর কবিতা ১৩ দসীয় ১৪ ব্জএ ১৫ কাব্য ১৬ ডুবাবু  
 ১৭ বহুল জন্তনে

\* এবপর 'বা' পুথিতে অতিরিক্ত পংক্তি—  
 জার জেই জৈগ্য সেই মনে জানে ভাল ।  
 হেমরত্ন জোরন না জানে পাটীআল ॥  
 ছন্দগুণ দিয়া কবি বাশ্বএ পোবন ।  
 তাহার মরম জানে জেই জ্ঞানি জন ॥  
 খুদ্র বশ্বি অল্প জ্ঞান আবুল হোচনে ।  
 লেখীলুম পণ্ডালি এই কামধর বচনে ॥

মন্তব্য : মাগন ঠাকুরের প্রশস্তি উপলক্ষে বর্তমান শতকে আলাওল তাঁর নিজের কাব্যরচনার ভুল চুটি সম্পর্কে গুণীজনের কাছে বিনীত ক্ষমাপ্রার্থনা করেছেন। কবিকে ডুবাবুর সঙ্গে তুলনা কবে কাব্যসিদ্ধিতে মস্তা আহবণের যে প্রৌঢ়োক্তি আলাওল করেছেন তা এক্ষেত্রে অনূধাবন যোগ্য।

ভাব রস পুস্তকের কথা প্রচারিতে ।  
 পুস্তক বিশাল হয় না পারি কহিতে ॥  
 দানে ধর্ম<sup>৩</sup> রত্নাকর গুণের পালক ।  
 শ্রীযুত<sup>৪</sup> মাগন ধীর যাচক তোষক ॥  
 কিবা প্রভু করতারে কিবা যোগ্য জনে ।  
 কেহ কিছু নাহি পায় বেগর মাগনে ॥  
 আপনা নামের অর্থ<sup>৭</sup> মনেত ভাবিয়া ।  
 যে মাগে তোষন্ত শক্তি অনুরূপ দিয়া ॥  
 আরতি কদম<sup>৯</sup> তান করি শিরস্ত্রাণ ।  
 গুণিগণ পদে ভাজি আলাওল ভাণ ॥  
 না কহিলে দোষ না কহিতে বাসি ডর ।  
 তেকারণে কহি কথা করি জোড়কর ॥  
 বিচারি পাইলে দোষ অক্ষর শূধিও ।  
 না বদ্বিজয়া আমার কবিত না দূধিও ॥  
 এক পদ গুণীতে যথেক দৃশ্য হয় ।  
 তাহার মরম পুনি মোহশ্চে জানয় ॥  
 কাব্যসিদ্ধ শব্দমস্তা কবি সে ডুবাবু ।  
 বহু যত্নে ডুবি তোলে রতন সূচার ॥  
 যার যেই যোগ্য সেই জনে জানে ভাল ।  
 হেমরত্ন জুড়ন না জানে পাটীআল ॥  
 ছন্দগুণ দিয়া কবি বাশ্বয় পবন ।  
 তাহার মরম জানে যেই মহাজন ॥

লক্ষার্থ টীকা : বেগর—ভিন্ন ।  
 গুণীতে—গাঁথতে, গ্রন্থন বা বচনা করতে ।  
 পাটীআল—মজুর ।  
 ডুবাবু—ডুবাবী ।  
 শূধিও—জিজ্ঞাসা কোর ; এক্ষেত্রে শূধি কোর ।

# রত্নসেন-পদ্মাবতী বিবাহ-খণ্ড

রাগ দীর্ঘ ছন্দ কেদার

পরীক্ষিয়া নানাঘতে নানাবিদ্যা পারগ স্বজ্ঞান <sup>১</sup> ।	চাহিলা সিংগল নাথে <sup>২</sup>	পরীক্ষিয়া নানা ঘতে নানা বিদ্যা পারগ স্বজ্ঞান ।	চাহিল সিংহলনাথে
বিচারি বদ্বিজিতে কাজ পাইল হেম দ্বাদশ <sup>৩</sup> বাণ ॥	কসীলা কসটী <sup>৪</sup> মাজ	বিচারি বদ্বিজিতে কাজ পাইল হেম দ্বাদশ বাণ ॥	কষিট কষিট মাঝ
বিচারিয়া ধর্মধর্ম <sup>৫</sup> জট নট করিল খণ্ডন ।	করাই ফেউর কর্ম <sup>৬</sup>	বিচারিয়া ধর্মধর্ম <sup>৫</sup> জটাজট করিল মন্দন ।	করাই খেউর কর্ম <sup>৬</sup>
তথাই কানাত টান নানা গম্পে করাই মর্দন <sup>৭</sup> ॥	কুমকুম কস্তুরী আনি	তথাই কানাত টান নানা গম্পে করিল মর্দন ॥	কুমকুম কস্তুরী আনি
জবে স্যান <sup>৮</sup> করাইআ দিব্য <sup>৯</sup> বস্ত্র শৈবাইলা আনি ।	অগ্নেতে স্বর্গদি দিয়া	তবে স্নান করাইয়া দিব্যবস্ত্র পরাইল আনি ।	অগ্নেতে স্বর্গদি দিয়া
চড়াই গজেন্দ্র কাম্পে হর্বিসে চলিলা রাজধানি ॥	নিথ্য গিত <sup>১০</sup> নানা ছন্দে	চড়াই গজেন্দ্র কাম্পে হর্বিসে চলিল রাজধানী ॥	নৃত্যগীত নানা ছন্দে
সংগের কুমারগণ পৈর্বলিক <sup>১১</sup> উত্তম বসন ।	তোজ্ঞ যুগ অভরণ <sup>১২</sup>	সংগের কুমারগণ পরিবেক উত্তম বসন ।	তোজ্ঞ যোগী আভরণ
নানান বাহনে চাঁড় <sup>১৩</sup> জেন চন্দ্র পাশে তারা গণ ॥	চলে বজ্রসেন বোঁড়	নানান বাহনে চাঁড় যেন চন্দ্র পাশে তারা গণ ॥	চলে বজ্রসেন বোঁড়
চাহি বজ্রসেন ভিতে বোলে ধনা <sup>১৪</sup> ২ পদ্মাবতি ।	সর্বলোক আনন্দিতে	চাহি বজ্রসেন ভিত বোলে ধনা ধনা পদ্মাবতী ।	সর্বলোক আনন্দিত
অস্ত্রে সাস্ত্রে মহাধীর বপে গুনে পাইল যুগ্যপতি <sup>১৫</sup> ॥	ইন্দ্রের সমান বির	অস্ত্র শাস্ত্রে মহাধীর রূপে গুণে পাইল যোগ্যপতি ॥	ইন্দ্রের সমান বীর
হর্বিসে সিংগল বাএ দেখী ২ রূপের অবধি <sup>১৬</sup> ।	পদলিকিত সর্বগাএ	হর্বিসে সিংহল রায় দেখি দেখি রূপের অবধি ।	পদলিকিত সর্বকায়
মনে ভাবে <sup>১৭</sup> নৃপবর ভাগ্যবসে মিলাইল বিধি ॥	রূপে গুনে বিদ্যাধর <sup>১৮</sup>	মনে ভাবে নৃপবর ভাগ্যবশে মিলাইল বিধি ॥	রূপে গুণে বিদ্যাধর
যুগ্ম রত্ন <sup>১৯</sup> মনুরম নৃপতি কুমার আওয়াস ১৮ ।	অমরাবতির সম	স্বর্ণরত্ন মনোরম নৃপতির কুমার আবাস ।	অমরাবতীর সম
তথা নৃপ অনুসারি রত্নসেন দিলেক নিবাস ॥	বহুবিশ মান্য করি <sup>২০</sup>	তথা নৃপ অনুসারী রত্নসেনে দিলেক নিবাস ॥	বহুবিশ মান্য করি

১ নাতে ২ নানাবিদ্যা ফারক স্বজ্ঞান ৩ কসটী ৪ পাই হেম  
দোআদস ৫ নানাছন্দে করিলা মখন ৬ তবে শ্রান ৭ দিব্য ৮ গীদ  
৯ যুগী অবরন ১০ পাবলেক ১১ চরি ১২ খৈন্য ১৩ জৈগ্যপতি  
১৪ অবদি ১৫ ভাবি ১৬ বিখ্যাধব ১৭ স্বেপাণ ১৮ নৃপতির কুমার  
ওয়াস ১৯ বহু বিশ মাঝা করি

মন্তব্য : রত্নসেন পদ্মাবতী বিবাহখণ্ডটি মূলে থাকলেও মূলকে সামান্যক্ষেত্রে মাত্র অনুসরণ করে সমস্ত খণ্ডটিই  
আলাওলের নব-রচনা । মূলের অনুসরণ ক্ষেত্রগুলির পাশে জায়গার পদসংখ্যা নির্দেশ করে দেওয়া হল ।

শব্দার্থ টীকা : কষিট — কষিট পাখব  
দ্বাদশ — বাদশ  
খেউর কর্ম — ফৌর কর্ম  
নেত — পটবস্ত্র

নানাবিধ ভক্ষভোজ<sup>১</sup> দিলেশত বান্দিষা<sup>২</sup> রোজ  
 নিথা প্রতি করিয়া নিওম<sup>৩</sup> ।  
 নানাবিধ<sup>৪</sup> উপহার আইসে সত সংখ্যা<sup>৫</sup> ভার  
 কালাকাল<sup>৬</sup> সুফল উত্তম ॥  
 হেন মতে বঙ্গসেন যুগে<sup>৭</sup> যুবপতি জেন  
 আছেন<sup>৮</sup> পরম সুখ<sup>৯</sup> মনে ।  
 জয়্যাপি সরিবে সুখ<sup>১০</sup> অন্তরে বিবহ দখ<sup>১১</sup>  
 দিলেক<sup>১২</sup> কলপ সম মানে ॥  
 নিজ<sup>১৩</sup> যুখে জাএ আইসে কুমার কুমারি পাশে  
 আশ্বাসিয়া দোহান শান্তাএ<sup>১৪</sup> ।  
 শ্রীযুত<sup>১৫</sup> মাগন ধীর আৰতি কবিষা শিব  
 কবি হিন আলাওলে গাএ । \*

১ ভৈক্ষভোজ ২ কবিষা দিলেশত ৩ নিতি পতি কবিষা নিষম  
 ৪ নানা বিধি ৫ সংখ্যা ৬ কালাকাল ৭ সর্গ ৮ আচলন্ত ৯ সুখ  
 ১০ অশ্বপাঈ সবিব য.ফ ১১ দক্ষ ১২ তিলেক ১৩ নিপ  
 ১৪ আশ্বাসীয়া দোহ কৈল সান্ত ১৫ হিবি জোত

\* এতপব বা পুথিতে অতিবিস্ত পংক্তি—

বসন্তি অনুপাম কামদব আলি নাম  
 আলা মোকে কলিল হারসে ।  
 তাহান আৰতি পাই পবে পরাক্ষব চাই  
 আবুল হোচন সবিসেসে ॥

নানাবিধ ভক্ষ্য ভোজ দিলেশত রাশিধয়া রোজ  
 নিতি নিতি করিষা নিয়ম ।  
 নানাবিধ উপহার আইসে শতসংখ্যাভার  
 কালাকাল সুফল উত্তম ॥  
 হেন মতে রঙ্গসেন স্বর্গে<sup>৭</sup> সদুরপতি যেন  
 আছন্ত পবম সুখ মনে ।  
 যদ্যপি শরীবে সুখ অন্তরে বিবহ দখ  
 তিলেক কলপ সম মানে ॥  
 নিত্য শূক যায় আইসে কুমার কুমারী পাশে  
 আশ্বাসিয়া দোহানে সাম্বায় ।  
 শ্রীযুত মাগন ধীব আৰতি করিয়া শির  
 কবি হীন আলাওলে গায় ॥

শব্দার্থ টীকা : কালাকাল সুফল উত্তম—সময়ের এঃ  
 অসময়ের ভাল ফল মূল ।

মন্তব্য : আলাওল বঙ্গসেন ও পদ্মাবতীর বিবাহ  
 বর্ণন প্রসঙ্গে নানাবিধ ভক্ষভোজ বলেই ছেড়ে দিয়েছেন,  
 খাদ্যদ্রব্যের বিস্তারিত তালিকা দেন নি। জয়সী কিন্তু  
 বিবাহখন্ডেব পুরো দশমস্তবক জুড়ে বিস্তৃত ভোজ্য-  
 দ্রব্যের বিবরণ দিয়েছেন। রঙ্গসেন-পদ্মাবতীকে সাম্বনা-  
 দানের জন্য শূকপাখীর যাওয়া আসা মূলে নেই।

ষমক ছন্দ : রাগ কামোদ

সিংগল নৃপতি হাংকারিয়া<sup>১</sup> হিরামনি ।  
 আর বহু পশ্চিমত জ্যোতিসগন আনি ॥  
 শূভক্ষণে<sup>২</sup> শূভলগ্ন করিয়া বিচার ।  
 রচিতা বিবার কায মংগল আচার ॥  
 কফরুল সজ্জগে<sup>৩</sup> পান দিল ঘরে ২ ।  
 পঞ্চ শব্দ বাজন বাজ্যএ মনুহরে ॥  
 ছাইলেক হাটবাট ঘন<sup>৪</sup> পাটম্বরে ।  
 পদ<sup>৫</sup> ঘট কদলী স্থাপিলা ম্বারে ২ ॥  
 নিথ্য গীত<sup>৬</sup> আনন্দ বাজ্যই<sup>৭</sup> পদ<sup>৮</sup>দেশ ।  
 নচে বেস্যা নিথ্য কালে<sup>৯</sup> মনুহর ভেষ ॥  
 অগর লবান ধুয়ে আকাশ ছাইল ।  
 আরগজা<sup>১০</sup> চতুঃসমে ধরণী লোপিল<sup>১১</sup> ॥  
 স্থানে<sup>১২</sup> ২ ইন্দ্রজালে দসাঁএ কুহক ।  
 নানা কাচে নানা চণ্ড বরে বিদ্যুৎক<sup>১৩</sup> ॥  
 আর নানা বর্ণে বহু কৃত্তিম কুসুম ।  
 মধ্যে<sup>১৪</sup> ২ আরোপিল অতি মনুহর ॥  
 ম্বন বস্ত্রে<sup>১৫</sup> চন্দ্রভাগ মন্তুর ঝালর ।  
 নানামতে আছাদন<sup>১৬</sup> বলায় ঘন পদ<sup>১৭</sup> ॥  
 নানাবিধি চিত্র নানা মনুহর<sup>১৮</sup> নির্মল<sup>১৯</sup> ।  
 জেন ঘন<sup>২০</sup> ঘন সসী নক্ষত্র<sup>২১</sup> মন্ডল ॥  
 দেখিয়া লোকের মনে জাম্বল ভরম ।  
 অকস্মাত<sup>২২</sup> হৈল জেন আবাস অষ্টম ॥  
 স্থানে ২ বিচিত্র পতকা বিবাজিত ।  
 নানা বর্ণে সূচ্যার চামর চারিভিত ॥  
 বিচিত্র কমল সয্যা অতি সুনির্মল ।  
 আরোপিল নানাবর্ণে চন্দ্রভাগতল ॥  
 আগর লোবান ধুয়ে আকাশ ছাইল ।  
 আমদ সৈরবে সব দেশ মহ কল্য ॥

সিংহল নৃপতি হাংকারিয়া হীরামণি ।  
 আর বহু পশ্চিমত জ্যোতিষগণ আনি ॥  
 শূভক্ষণে শূভলগ্ন করিয়া বিচার ।  
 রচিতা বিভার কার্য মংগল আচার ॥  
 কপূর সংযোগে পান দিল ঘরে ঘরে ।  
 পঞ্চশব্দ বাজন বাজ্য মনোহরে ॥  
 ছাইলেক হাটবাট ম্বর্ণ পাটম্ববে ।  
 পূর্ণঘট কদলী স্থাপিলা ম্বারে ম্বারে ॥  
 নৃত্য গীত আনন্দ বাজ্য পদ্য দেশ ।  
 নাচে বেষ্যা নৃত্য বালে মনোহর বেশ ॥  
 আগর লোবান ধুয়ে আকাশ ছাইল ।  
 আরগজ চতুঃসমে ধরণী লোপিল ॥  
 স্থানে স্থানে ইন্দ্রজালে দশাঙ্গ কুহক ।  
 নানা কাচে নানা চণ্ড বরে বিদ্যুৎক ॥  
 আর নানা বর্ণ বহু কৃত্তিম কুসুম ॥  
 মধ্যে মধ্যে আরোপিল অতি মনোরম ॥  
 ম্বর্ণ বস্ত্রে চন্দ্রভাগ মন্তুর ঝালর ।  
 নানামতে আছাদন কৈলা শূন্য পর ॥  
 নানাবিধি চিত্র নানা মনুহর নির্মল ।  
 যেন ম্বর্ণে সুর শশী নক্ষত্র মন্ডল ॥  
 দেখিয়া লোকের মনে জাম্বল ভরম ॥  
 অকস্মাৎ হৈল যেন আকাশ অষ্টম ॥  
 স্থানে স্থানে বিচিত্র পতাকা বিবাজিত ।  
 নানা বর্ণ সূচ্যার চামর সুশোভিত ॥  
 বিচিত্র কোমল শয্যা অতি সুনির্মল ।  
 আরোপিল নানা বর্ণে চন্দ্রভাগতল ॥  
 আগর লোবান ধুয়ে আকাশ ছাইল ।  
 আমোদ সৌরভে সব দেশ মোহ কৈল ॥

১ হাংকারিক ২ শূভক্ষণে ৩ কব ফুল সজ্জাগ ৪ পঞ্চসম্ব  
 ৫ সোবান্য ৬ পদ ৭ গীত ৮ বাজ্যএ ৯ নিথ্য কিনি ১০ আরগজে  
 ১১ লোপিল ১২ স্থানে ১৩ বৃক্ষ শব্দ ১৪ মৈথে ১৫ সোবান্যবস্ত্রে  
 ১৬ আছাদান ১৭ সৈন্যপর ১৮ নির্মল ১৯ নৈক্ষত্র ২০ আকাশতে

শব্দার্থ টীকা : আগর লোবান ধুয়ে—অগুর্ন এবং গুর্ন লেব  
 সুগন্ধি খোঁয়া । আরগজ চতুঃসমে—চুয়া, চন্দন, কুংকুম, কস্তুরী  
 ইত্যাদি চাবপ্রকাব গন্ধদ্রব্য । নানা কাচে—নানা বেশে

মন্তব্য : জায়সীবি বিবাহ বর্ণনার সঙ্গে আলাওলের বিবাহ বর্ণনার প্রভূত প্রভেদ । ষষ্ঠসীতে বিবাহ বর্ণনার রাজকীয় জাঁকজমক আছে, কিন্তু আলাওলের বিবাহ বর্ণনায় হিন্দু বিবাহের বিচিত্র আচার আচরণের পুংখানুপুংখ বিবরণ আছে ।

নৃপকুল পাঠকুল বন্দু পদুরিহত ।  
 আসীয়া বসীলা সব জার জেই রিত ॥  
 পাঠ পদুরিহত নারি ব্রাহ্মনি সয্যনি<sup>১</sup> ।  
 য়কদুলিনি সদবা য়বেসা<sup>২</sup> য়রমনি ॥  
 নৃপ গ্রিহে আসি মোহাদেবি অননুমতি ।  
 আইউহে সযা কল্যা<sup>৩</sup> হরাসিত অতি<sup>৪</sup> ॥  
 বেলি অবশেষে মিলি য়ুবতি সকলে ।  
 বর কন্যা স্যান<sup>৫</sup> করাইলা কতুহলে ॥  
 প্রত্যক্ষে ২ দুই স্যান কবাইল<sup>৬</sup> ।  
 রাজ নিতি বশু অলংকার পৈরাইল ॥  
 জেই মত মহৎসব<sup>৭</sup> নৃপতিব ঘরে ।  
 তেমত আনন্দ হৈল রত্নসেন পুরে ॥  
 সন্দাকালে<sup>৮</sup> আদেশ কবিলা মহারাজে ।  
 য়স্ন পাটে<sup>৯</sup> প্রদীপ স্থাপিল সভাগাজে<sup>১০</sup> ॥  
 গনেশাদি পণ্ডদেব পূজিয়া<sup>১১</sup> হরিষে ।  
 সপ্তী আর মাক<sup>১২</sup> পূজিল তার সেনে ॥  
 তবে গন্ধ আদিবাস<sup>১৩</sup> কল্যা য়ুভঞ্জে ।  
 ললাটে বিংশতি বস্ত্র চুইল ব্রাহ্মণে ॥  
 মহি গন্দ<sup>১৪</sup> শীলা ধান্য দূর্বা পুঙ্ফল ।  
 দধি ঘৃত সন্ধাবা<sup>১৫</sup> আর সিন্দূর কঞ্জল ।  
 য়ুপ্তিক রচনা সৎগে সিন্দুধা<sup>১৬</sup> কাঞ্চন ।  
 রূপ তাম্র দীপ আব নিম<sup>১৭</sup> দর্পন<sup>১৮</sup> ॥  
 এসকল প্রত্যক্ষে<sup>১৯</sup> কপালে প্রসাইয়া<sup>২০</sup> ।  
 প্রসান্ত বন্দনা<sup>২১</sup> কল্যা য়ুপে<sup>২২</sup> থুইয়া ॥  
 অখণ্ড কদলীপত্র কাটারি দর্পন<sup>২৩</sup> ।  
 বরের<sup>২৪</sup> কন্যার হস্তে করিলা স্থাপন<sup>২৫</sup> ॥  
 পাঠ মিত্র পদুরিহত ব্রাহ্মণ শয্যানে<sup>২৬</sup> ।  
 কফুল তাম্বুল মালা দিলা জনে ২ ॥  
 য়ুগুপ্ত চন্দন দিয়া করিলা মেলানি ।  
 অতি মহৎসব করি<sup>২৭</sup> বর্ণিলা রজনী ॥

১ ব্রহ্মনি সৈবজানি ২ সকলিন সযা য়ুভৈর ৩ জাই য়ুই সৈবজা  
 কৈল ৪ মতি ৫ কৈন্যা প্রান ৬ নানা পরিমল আদি তৎপাতে লিপিল  
 ৭ জেই মতে মউচব ৮ সৈন্দ কালে ৯ সোণ্য বট ১০ ষালিতে  
 সোভা মাজ ১১ পূজিয়া ১২ মোক্শে ১৩ অদিয়াস ১৪ মোহগন্দ  
 ১৫ দূর্বা সাক্ষরাএ ১৬ প্রপন ১৭ প্রত্যক্ষে ১৮ কোপালে প্রসাইয়া  
 ১৯ প্রসান্ত্বর বস ২০ সোপেতে ২১ প্রপন ২২ য়ারেক ২৩ স্থাপন  
 ২৪ ব্রহ্মনি সজানে ২৫ মউচব করি আজ্ঞে

নৃপকুল পাঠকুল বন্দু পুরোহিত ।  
 আসীয়া বসীলা সব যার যেই রীতি ॥  
 পাঠ পদুরোহিত নারী ব্রাহ্মণী সঞ্জনী ॥  
 সূকদুলিনী সধবা সূবেশা রমণী ॥  
 নৃপ গৃহে আসি মহাদেবী অননুমতি ।  
 আয়ো শয্যা কৈল সব হরষিত মতি ॥  
 বেলি অবশেষে মিলি য়ুবতী সকলে ।  
 বর কন্যা স্নান করাইলা কতুহলে ॥  
 প্রত্যক্ষে প্রত্যক্ষে দুই স্নান করাইল ।  
 বাজবীতি বশু অলংকার পরাইল ॥  
 যেই মত মহোৎসব নৃপতির ঘরে ।  
 তেমত আনন্দ হৈল বত্নসেন পুরে ॥  
 সন্ধ্যাকালে আদেশ করিল মহারাজে ।  
 সর্গ ঘট প্রদীপ স্থাপিল সভামাঝে ॥  
 গণেশ আদি পণ্ডদেব পূজিয়া হরিষে ।  
 বস্তু আর মাক<sup>১২</sup> পূজিল তার শেষে ॥  
 তবে গন্ধ আদিবাস<sup>১৩</sup> কৈল শতুঞ্জে ।  
 ললাটে বিংশতি বস্ত্র ছোঁয়াইল ব্রাহ্মণে ॥  
 মহীগন্ধ শিলা ধান্য দূর্বা পুঙ্ফল ।  
 দধি ঘৃত দূর্বা আব সিন্দূর কঞ্জল ॥  
 স্মৃতিক বচনা সৎগে সিন্দুধা<sup>১৬</sup> কাঞ্চন ।  
 বোপা তাম্র দীপ আর নিম<sup>১৭</sup> দর্পণ ॥  
 এ সকল প্রত্যক্ষে কপালে প্রসারিয়া ।  
 প্রসান্ত বন্দনা কৈল সূপে<sup>২২</sup> থুইয়া ॥  
 অখণ্ড কদলীপত্র কাটারি দর্পণ ।  
 বরের কন্যার হস্তে করিলা স্থাপন ॥  
 পাঠ মিত্র পদুরোহিত ব্রাহ্মণ সঞ্জনে ।  
 কফুল তাম্বুল মালা দিলা জনে জনে ॥  
 সূগুপ্ত চন্দন দিয়া করিলা মেলানি ।  
 অতি মহোৎসব করি বর্ণিলা রজনী ॥

শব্দার্থ টীকা : গণেশ আদি পণ্ডসব—গণেশ, ভাস্কর, কেশব,  
 বসু, চন্দ্রী । সূপেত—কুলোপ । মেলানি—মিলন, অভ্যর্থনা ।  
 ঘোড়শ মাতৃকা—গৌরী, পদ্মা, শচী, মেধা, সার্বভৌমী, বিজয়া, জয়া,  
 দেবসেনা, শ্বধা, সাহা, শান্তি, পুষ্টি, ধৃতি, তুষ্টি, আত্মদেবতা,  
 কুলদেবতা ।

বসুধা—গৃহাভিত্তিতে সিন্দূর চিহ্ন দিয়ে পাঁচবাঁচ বা সাতবার  
 ঘৃতধারা

পিছল সৈরব<sup>১</sup> পংক হৈল হাট বাট ।  
 জথা তথা রঙ্গ রস<sup>২</sup> দেখী গীত<sup>৩</sup> নাট ॥  
 ইন্দ্রজালি সিংপকারি দর্শএ কুহক<sup>৪</sup> ।  
 মধ্যে ২ নানা চণ্ড<sup>৫</sup> করে বিদুষক<sup>৬</sup> ॥  
 ক্ষেণে - বহুরূপী নানা মূর্ত্তি ধরে ।  
 কিবা সত্যা কিস্তিম চিনিতে কেহ নারে<sup>৭</sup> ॥  
 রত্নের প্রদীপকুল জ্বলে<sup>৮</sup> সারি ২ ।  
 কিবা রাত্রি কিবা দিন চিনিতে না পারি ॥  
 স্থানে ২ বাজি পোরে আতি মনুংর ।  
 স্থানে ২ নানা জন্ত<sup>৯</sup> বাজাএ যুংবর ॥  
 এই মতে বাহিরে হইল নানা চণ্ড<sup>১০</sup> ।  
 অশতপদ<sup>১১</sup> মধ্যে হইল তথোধিক রঙ্গ<sup>১২</sup> ॥  
 প্রভাত<sup>১৩</sup> সমএ নৃপ করিলেক স্যান<sup>১৪</sup> ।  
 সোবস মাত্ৰিকা<sup>১৫</sup> পূজা বসুধারা<sup>১৬</sup> দান ॥  
 নান্দীমুখ শ্রাম্ব সাংগ করিলা রাজনে ।  
 রত্নসেনে জখাচি<sup>১৭</sup> করিলা আপনে ॥  
 নাপিত<sup>১৮</sup> ডাকিয়া<sup>১৯</sup> আনি ত্রিতীয় প্রহরে ।  
 করিল খেউরি কৰ্ম কন্যা কুমাররে ॥  
 কাপড় থাগ<sup>২০</sup> করিয়া রজক গেল জবে ।  
 আইএ সবে স্যান<sup>২১</sup> করাইতে নিল তবে ॥  
 যুগান্দ হবিদ্রা তলো<sup>২২</sup> সবির মাজিল<sup>২৩</sup> ।  
 রশভাতলে<sup>২৪</sup> পুংকরনিত স্যান<sup>২৫</sup> করাইল ॥  
 রাজযোগ্য<sup>২৬</sup> পৈরাইল বশু অলংকার ।  
 গিদ নাটো হুলাস্থলি জয় জোকোর<sup>২৭</sup> ॥  
 পিত যুত হস্তে বাস্দি<sup>২৮</sup> কলা কুমারশুভ<sup>২৯</sup> ।  
 তবে বর চাঁল জাইতে করিল আবশুভ<sup>৩০</sup> ॥

পিছল সৌরভ পংক হৈল হাট বাট ।  
 যথা তথা রঙ্গরস দেখি গীত নাট ॥  
 ইন্দ্রজাল শিঙপকারী দর্শয়ি কুহক ।  
 মধ্যে মধ্যে নানা চণ্ড করে বিদুষক ॥  
 ক্ষেণে ক্ষেণে বহুরূপী নানামূর্ত্তি ধরে ।  
 কিবা সত্য কৃতিম চিনিতে কেহ নাবে ॥  
 রত্নের প্রদীপকুল জ্বলে সারি সারি ।  
 কিবা রাত্রি কিবা দিন চিনিতে না পারি ॥  
 স্থানে স্থানে বাজি পোড়ে আতি মনোহর ।  
 স্থানে স্থানে নানা যন্ত্র বাজায় সুরুংর ॥  
 এই মতে বাহিব হইল নানাচণ্ড ।  
 অশতঃপদ<sup>১১</sup> মাঝে হৈল ততোধিক রঙ্গ ॥  
 প্রভাত সময় নৃপ করিলেক স্নান ।  
 ঘোড়গ মাতৃকা পূজা বসুধারা দান ॥  
 নান্দীমুখ শ্রাম্ব সাংগ করিল দান ।  
 রত্নসেন যথোচিত করিলা আপন ॥  
 নাপিত ডাকিয়া আনি তৃতীয় প্রহরে ।  
 করিলা খেউর কর্ম কন্যা কুমাররে ॥  
 কাপড় থাক করিয়া রজক গেল যবে ।  
 আয়ো সবে স্নান করাইতে নিল তবে ॥  
 সুগাম্ব হবিদ্রা তৈলে শবীর মাজিল ।  
 রশভাতলে পুংকর্ণী<sup>২৪</sup>তে স্নান করাইল ॥  
 রাজযোগ্য পরাইল বশু অলংকার ।  
 গীতে নাটে হুলাস্থলি করয় জোকোর ॥  
 পিত সূত হস্তে বাস্দি কৈল কুমারশুভ ।  
 তবে বর চাঁল যাইতে করিল আরশুভ ॥

১ পীড়ন সৌরভ ২ চণ্ড ৩ দেখে গীত ৪ চন্দ্রাএ কুহক  
 ৫ বসে ৬ বৃন্দে যুগ ৭ কিবা সত্য কৃতি কিবা চিনিতে না পারে  
 ৮ জ্বলে ৯ বাস ১০ চণ্ড ১১ তথোধিক অলংকার মেখে হৈল রঙ্গ  
 ১২ প্রভাত ১৩ স্নান ১৪ চন্দ্রাএ বস মাতৃকা ১৫ বসোন্দর  
 ১৬ জখাচি ১৭ নাইক ১৮ রাকিআ ১৯ সঙ্কালগ ২০ আই সব  
 স্নান ২১ হালিট তৈল ২২ মাজিল ২৩ বৈষ্ণব ২৪ স্নান ২৫ রাজ  
 জৈগ্য ২৬ গীদ নাট হুলাস্থলি কবএ জোগাব ২৭ পীত যুতে হচ্ছে  
 বাস্দি ২৮ কুমারশুভ ২৯ আশুভ

শব্দার্থ টীকা : ইন্দ্রজাল শিঙপকারী—যাদুকর ।  
 জোকোর—জয়ধ্বনি বা উগ্ধধ্বনি

মন্তব্য : আলাওলের বিবাহ অনুষ্ঠান বর্ণনা সম্পূর্ণ  
 বঙ্গীয়। জায়সীর বর্ণনার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ।  
 জায়সীতে আছে রাজকীয় বিবাহ আড়ম্বরের সাধারণ  
 ( general ) বর্ণনা । আলাওলে বঙ্গীয় হিন্দু বিবাহ  
 রীতির প্রাদেশিক বর্ণনা ।



## রাগ দ্বীর্ঘ ছন্দ ধানসী

রত্নসেন মহারাজ	পৈরএ বিচিত্র সাজ	রত্নসেন মহারাজ	পৈরএ বিচিত্র সাজ
বস্ত্র অলংকাবে জবে তনু ।		বস্ত্র অলংকারে জরে তনু ।	
মস্তকে কিবিট <sup>১</sup> শোভে <sup>২</sup>	দেখী যদুরপতি লোভে	মস্তকে কিরিট শোভে	দেখি সদুরপতি লোভে
জলধ উপবে জেন ভানু ॥		জলদ উপরে যেন ভানু ॥	
চন্দন শেখর <sup>৩</sup> ভালে	মুস্তালোর <sup>৪</sup> তাহে দোলে	চন্দন শোভএ ভালে	মুস্তালোর তাহে দোলে
তারক বেষ্টিত <sup>৫</sup> সশধব <sup>৬</sup> ।		তারকা বেষ্টিত শশধর ।	
রত্ন কন্দল কানে	তরুন অরুন জিনে	রত্নকন্দল কানে	তরুন অরুন জিনে
বালক অরুন নেত্রাধর <sup>৭</sup> ।		বালক অরুন নেত্রাধর ॥	
বয়ান <sup>৮</sup> ললাটে ফোটা	জিনিয়া চন্দ্রমা ছটা	বয়ানে ললাটে ফোটা	জিনিয়া চন্দ্রমা ছটা
কন্দল অধর সুনয়ন ।		কন্দল অধর সুনয়ন ।	
চন্দ্রাক <sup>৯</sup> মন্ডল দেখী	রাহু বল হিন লখি <sup>১০</sup>	চন্দ্রাক মন্ডলী দেখি	রাহু বলহীন লখি
বহে যদুর মুকুট সরন ॥ <sup>১১</sup>		রহে সদুর মুকুট শরণ ॥	
বাদলা দগলা গাএ	রত্নকণ্ঠমালা তাএ	বাদলা দগলা গায়	রত্ন কণ্ঠমালা তায়
যুব বোর নক্ষত্র <sup>১২</sup> মন্ডল ।		সুব বোড় নক্ষত্র মন্ডল ।	
জরাউ কমরে পাটা	যুস <sup>১৩</sup> বস্ত্রে মিলি <sup>১৪</sup> ছটা	জড়াউ কোমরে পাটা	শ্বর্ণরত্ন মণি ছটা
দেখীতে নিঃসরে আখীজল ॥		দেখিতে নিঃসরে আখিজল ॥	
রত্ন বাজুবন্দ বাহে <sup>১৫</sup>	দেখী কুলবতী মহে <sup>১৬</sup>	রত্ন বাজুবন্দ সোহে	দেখি কুলবতী মোহে
নবরত্নাকুর কর সাকে ॥ <sup>১৭</sup>		নব রত্নাঙ্গুরী কর শাখে ।	
চন্দ্র খন্ড ২ হেরি	মনে অনুরাগ ধরি	চন্দ্র খন্ড খন্ড হেরি	মনে অনুরাগ ধবি
শতত কিস্তিকা পাশে থাকে ॥		সতত কৃস্তুকা পাশে থাকে ॥	
জরকশী ওঘনে <sup>১৮</sup> পাএ	রত্নের পা নহে তাহে <sup>১৯</sup>	জরকশী পাদুকা পায়	রত্নের কাবাই গায়
উগ মগ অতি দীপ্তি করে ।		উগমগ অতি দীপ্তি করে ।	
শুভ যোগে লন ধরি	রত্ন চতুর্দোলে চরি	শুভ যোগে লন ধরি	রত্ন চতুর্দোলে চাড়
বিবাহ আনন্দ <sup>২০</sup> অনুশব্দে ॥		বিবাহ আনন্দে অভিসাবে ॥	

১ মস্তকে ২ সোভে ৩ সেখর ৪ মুস্তাল : ৫ বেষ্টিত ৬ সসোধর  
৭ নেত্রাধর ৮ বয়ানে ৯ চন্দ্রক ১০ গোবী ১১ বাহু, যুব মুকুট  
সোরগ ১২ নৈক্ষত্র ১৩ শ্বেণ ১৪ মনি ১৫ ছোহে ১৬ মোহে  
১৭ রত্নন অমুকুরি কর সাথে ১৮ জরকসী ওঘনে ১৯ রত্নন কাবাই  
গাএ ২০ বিবাহ আনন্দে

শব্দার্থ টীকা : বাদলা দগলা গায়—অঙ্গাবরণ বিশেষ । মূলে  
যাহে—‘পাহিবহু বাতা দগস সোহাবা’  
জরকশী—জীব  
কাবাই—জামা

মন্তব্য : পদ্মাবতী কাব্যের অন্তর্গত রত্নসেন-পদ্মাবতী বিবাহ খন্ডের দ্বিতীয় স্তবকে রত্নসেনের জন্য মল্যাবান রাজকীয় বিবাহ-পরিচ্ছদ আনয়নের উল্লেখমাত্র আছে । সেই প্রসংগকে বিস্তারিত করে আলাওল এক্ষেত্রে বিচিত্র বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা করেছেন ।

যুস্মরি সধবা<sup>১</sup> নারি মঙ্গল বিধান<sup>২</sup> ধরি  
 শতধ করএ<sup>৩</sup> উল্ল<sup>৪</sup> ২ ।  
 জয় ২ মহা রোল ন যুনি কাহাব বোল  
 উশ্ববে<sup>৫</sup> আনন্দে হুন্দু<sup>৬</sup> স্তুল্ল<sup>৭</sup> ॥  
 পঞ্চ শব্দে বাদ্য<sup>৮</sup> বাজে ভেউর করনাল গাজে<sup>৯</sup>  
 শানাই বগৌল সিগা বাসি ।<sup>১০</sup>  
 গুরু মেদ মধু<sup>১১</sup> বিনি<sup>১২</sup> মিদ্যাগে<sup>১৩</sup> উপাগে ধনি  
 মানগুজা যুসি রাসি ২ ॥<sup>১৪</sup>  
 মূদ্রা কাসি<sup>১৫</sup> করতাল আউজা কটাতার<sup>১৬</sup> ভাল  
 বিতথ বাজে বহুতর ।  
 মূরজে দুন্দুভি<sup>১৭</sup> জোরা দগর পেগাম<sup>১৮</sup> কারা  
 ঢাক ঢোল ঘন মনুহর ।  
 রোবাব দোভারা বিন<sup>১৯</sup> করবিনাস বোদ্র পিন<sup>২০</sup>  
 সমাশ্ভল<sup>২১</sup> বাহে যুল্লিলিত ।  
 তম্বর<sup>২২</sup> কিম্বর মেলা বেমাঞে<sup>২৩</sup> যুশ্বর ভাল  
 বাজে তথে তাল রাগ গিদ ।  
 চারি শব্দে মিলি বাহে<sup>২৪</sup> গাইনে যুশ্বরে গাএ  
 গোলা<sup>২৫</sup> নাচ বেশ্যা নটী গন ।  
 পাঠ দাক্ষিনাদ্যে<sup>২৬</sup> নাচে নানা ছান্দে<sup>২৭</sup> নানা কাছে  
 হস্তে নিত্য সাধন<sup>২৮</sup> মীলন ॥  
 নানা বস বাজ পোরে অনেক হাওই উরে  
 গাচ বাজ য়ার<sup>২৯</sup> উরে ঘন ।  
 দীপ্ত অতি মনুহর অনিন বিবটী যুস্মপব<sup>৩০</sup>  
 জেন যুগে<sup>৩১</sup> ক্রষ্ট<sup>৩২</sup> তাবা গন ॥  
 মহাতাপ ফুলধারি মধপক<sup>৩৩</sup> অনেক হেরি<sup>৩৪</sup>  
 দিয়টি ফান্দল বহুতর ।  
 জগত ভারিল যুতি দেখী লাজে দিনপতি  
 লুকাইল শঙ্ক শ্বিপান্তর<sup>৩৫</sup> ॥

সুন্দরী সধবা নারী মঙ্গল বিধান করি  
 সতত করয় উল্ল উল্ল ।  
 জয় জয় মহারোল না শুনৈ কাহাব বোল  
 উৎসব আনন্দ হুন্দুশুল্ল ॥  
 পঞ্চ শব্দে বাদ্য বাজে ভেউর কর্ণাল গাজে  
 শানাই বিউগল শিগ্যা বাশী ।  
 গুরু মাদল মধুবানী মূদগে উপাগে ধনি  
 আরগুজা সুস্বির রাশি রাশি ॥  
 মূদ্রাকাসি করতাল আওয়াজ কর্ণাল ভাল  
 বিতত বাজয় বহুতর ।  
 মূরজ দুন্দুভি জোড়া নাগরা পিনাক কাড়া  
 ঢাক ঢোল ঘন মনোহর ॥  
 রবাব দোভারা বাণ কর্পিনাস রুদ্রবাণ  
 সমাশ্ভল বাহে সুল্লিলিত ।  
 তম্বর কিংগার মেলা বিপণ্ড সুশ্বর ভাল  
 বাজে তত তাল রাগ গীত ॥  
 চারি শব্দে মিলি বায় গাইনে সুশ্বর গায়  
 তালে নাচে বেশ্যা নটীগণ ।  
 পায় দাক্ষিণান্ত নাচে নানাছন্দে নানাকাচে  
 হস্ত নৃত্য সাধন মিলন ॥  
 নানাবর্ণ বাজ পোড়ে অনেক হাউই উড়ে  
 গাছ বাজী আর উড়ে ঘন ।  
 দীপ্ত অতি মনোহর অনিনবৃষ্টি শূন্য পর  
 যেন শ্বর্গ ক্রষ্ট তারাগণ ॥  
 মহাতাপ ফুলধারি দীপক অনেক হেরি  
 দিয়টী ফান্দল বহুতর ।  
 জগৎ ভারিল জ্যোতি দেখি লাজে দিনপতি  
 লুকাইল সপ্তস্বীপান্তর ।

১ সোন্দরি সধবা ২ বিধান ৩ সতে সতে করে ৪ উশ্ববে ৫ হুন্দুশুল্ল  
 ৬ বাইশ্ব ৭ কর্ণাল ৮ শানাই ৯ র্ণাল সীকা বাসী ১০ ভরতে  
 কুমুদ বেলি ১১ মূদ্রা ১২ আগুজা যুসীর সাবি ১৩ ১২ রাসী  
 ১৪ অজা কটাতার ১৫ মূরজ দুন্দুভি ১৬ প্রেমের ১৭ বিনা ১৮ রুদ্র  
 পীনা ১৯ সামাশ্ভল ২০ জাম্বুরা ২১ বিমীণ্ড ২২ বাএ ২৩  
 গোলা ২৪ দাক্ষিনাদ্য ২৫ ছন্দে ২৬ সাধন ২৭ আর ২৮ সৈন্যপব  
 ২৯ বিবটী ৩০ দীপক ৩১ হারি ৩২ সপ্ত দিপান্তর

শব্দার্থ টীকা : গাজে—গজ্ঞন কবে । সুস্বির—বাশী জাতীয়  
 বাজনা । বিতত—বিনা তারেব তালবাদ্য । তত—তারের বাজনা ।  
 দিয়টি—প্রদীপ

মন্তব্য : মূলে বিবাহ অনুষ্ঠান উপলক্ষে সারা নগর  
 জুড়ে গীতবাজারের উল্লেখটুকু মাত্র আছে । সঙ্গীত-  
 রসিক আলাওল এক্ষেত্রে সেই সূত্র ধরে বিচিত্র বাদ্য বাদনের  
 উল্লেখ করা হয়েছে ।

নর ফুলা বেগ বাজি<sup>১</sup> ভূমী চম্পা<sup>২</sup> অপরাঞ্জি  
 অনেক চরক যুছন্দারি<sup>৩</sup> ।  
 ধরনি ন পরে দৃষ্টি<sup>৪</sup> জেন ভেল নগ বৃষ্টি<sup>৫</sup>  
 নতুবা খদ্যাত<sup>৬</sup> মহি পদরি<sup>৭</sup> ॥  
 জলে ডুবে পানি<sup>৮</sup> কাক পাতিল চরক পাক  
 ডিঙ্গা বাজি কুন্ডরি<sup>৯</sup> অনন্ত ।  
 জলেত আনল জলে নৌকা ২ যুদ্ধ করে<sup>১০</sup>  
 দেখী লোক হরিশ অনন্ত<sup>১১</sup> ॥  
 হেম রত্ন ছত্র চএ ঝলম<sup>১২</sup> মৃকুতা মএ  
 বৃষ<sup>১৩</sup> পত্র অন্তরে জরিত ।  
 মধ্যে ২ অল্পপাতি<sup>১৪</sup> জিনিয়া দর্পন<sup>১৫</sup> যুতি  
 রঙ্গ ছায়া তাহাতে<sup>১৬</sup> উদিত ॥  
 ক্ষেপে ২ দেএ পাক উরএ বস্তন ঝাক  
 অন্তরিক্ষ<sup>১৭</sup> ভারি মহাদীপ্তি ।  
 চন্দ্র তারা দিল লুক লাজে ন দেখএ মৃক  
 হোরি মন নয়ন আর্ধাশু<sup>১৮</sup> ॥  
 গাহুল বমূল কুল ঐকিন্তম বিটপ<sup>১৯</sup> ফুল  
 সপঞ্জব<sup>২০</sup> ফুল মনুহর ।  
 অতি ঝলমল দেখী সাফল্য মানএ<sup>২১</sup> আখী  
 যুগটন<sup>২২</sup> যুচারু যুন্দর<sup>২৩</sup> ॥  
 হয়<sup>২৪</sup> হস্তি নানা বর্ষে<sup>২৫</sup> গজ গাহে গুবা কক্ষে<sup>২৬</sup>  
 হিরার হাজার মেখী গাএ ।  
 উক্তকাক গিদাহিরি<sup>২৭</sup> অতি দীপ্তি মন্ত হোরি<sup>২৮</sup>  
 সুবর্ণ<sup>২৯</sup> অশ্বেরি জিনি তাহে<sup>৩০</sup> ॥

১ নরফুল ২ চম্পা ৩ ছুচন্দরি ৪ না পরে দৃষ্টি  
 ৫ বিষ্টি ৬ যুদি ৭ মহেশ্বর ৮ জল ৯ কুন্ডরি ১০ ফলে  
 ১১ অথান্ত ১২ ঝলমএ ১৩ সোয়ান ১৪ মৈশ্বে অল্প পাতি ২  
 ১৫ চুপন ১৬ ডাহাব ১৭ অন্তরিক্ষে ১৮ হবি সন আন অতি দিপ্তী  
 ১৯ বিটিপী ২০ সপঞ্জব ২১ মানিল ২২ যুগটন ২৩ সোন্দব  
 ২৪ হএ ২৫ বর্ষ ২৬ বর্ষ ২৭ উথকেক জিন চাব ২৮ মনু হরি  
 ২৯ সোয়ান ৩০ ভাএ

নরফুলা বেগবাজি ভূমি চম্পা অপরাঞ্জি  
 অনেক চরক ছুছন্দারি ।  
 ধরণী না পরে দৃষ্টি যেন ভেল ঘন বৃষ্টি  
 নতুবা খদ্যোতে মহী পদরি ॥  
 জলে ডুবে জলকাক পাতিলা চড়ক পাক  
 ডিঙ্গাবাজি কুন্ডরি অনন্ত ।  
 জলেত আনল জলে নৌকা নৌকা যুদ্ধ খেলে  
 দেখি লোক হবিষ অনন্ত ॥  
 হেমরত্ন ছত্র চয় ঝলমল মৃকুময়  
 স্বর্ণপত্র অন্তরে জড়িত ।  
 মধ্যে মধ্যে অল্প পাতি জিনিয়া দর্পণ জ্যোতি  
 রঙ্গ ছায়া তাহাতে উদিত ॥  
 ক্ষেপে ক্ষেপে দেয় পাক উড়য় বতন ঝাক  
 অন্তরীক্ষ ভারি মহাদীপ্তি ।  
 চন্দ্র তারা দিল লুক লাজে না দেখএ মৃক  
 হোরি মন নয়ন অর্ধাশু ॥  
 গাহুলী বিশ্বাল ফুল কৃষ্ণম বিটপ কুল  
 সপঞ্জব ফুল মনোহব ।  
 অতি ঝলমল দেখি সাফল্য মানয় আখি  
 সুগঠন সুচারু সুন্দব ॥  
 হয় হস্তী নানা বর্ষ গজাগ্রণী গ্রীবা কর্ণ  
 হীরার হাজার মোতি গায় ।  
 উক্তম কাজিম চৌর অতি দীপ্তি মনোহারী  
 সুবর্ণ অশ্বর জিনি ভায় ॥

শব্দার্থ টীকা : খদ্যোত—জোনাকী । কাজিম চৌর—বস্তাবিশেষ

মন্তব্য : মূলে মশাল জদালানোর কথা থাকলেও  
 বাজি পোড়ানোব কোনেই উল্লেখ নেই । আলাওল এখানে  
 হরেক রকম আভসবাজির বর্ণনা করেছেন । যথা, ব্যাঙবাজি,  
 নানা প্রকার চরকা, ছুঁচোবাজি, নৌকাবাজি, গাছবাজি  
 ইত্যাদি ।

রত্নের কদলি<sup>১</sup> মূখে হেমাঙ্কুশ<sup>২</sup> ধরি মূখে  
শ্রীমন্ত কুমার ভাগে চলে ।

বিচিত্র বসন বেস<sup>৩</sup> দেখিতে মহিত<sup>৪</sup> দেশ  
জেন দেব নামিল ভূতলে ॥

শূল পদ্ম-পরি<sup>৫</sup> টাট চলিতে ন পাই বাট  
জে জথা রহিয়া রণ চাহে<sup>৬</sup> ।

পেলিলে সরিস<sup>৭</sup> মূটী ভূমী ন পরএ ছিটী  
মধ্যভাগে<sup>৮</sup> বর চলি জ্ঞাএ ॥

বিমানে<sup>৯</sup> চরিয়া দেবে কতক দেখিতে সবে  
হরিসে রাহিল অন্তরীক্ষে<sup>১০</sup> ।

অনেক হাউই<sup>১১</sup> উটে জেন অগ্নি বান ছুটে  
গ্রাসে নানামতে খীতি লক্ষে<sup>১২</sup> ॥

রত্নসেন রূপ দেখা দেব অনিমিত্ত আখা  
লাজে হৈতে চাহে অলক্ষিতে ।

বাজস আনল চয়<sup>১৩</sup> যদ্ব শূল যদ্বিত্ত<sup>১৪</sup> এ<sup>১৫</sup>  
লুকাইতে নারে কদাচিত ।

রত্নসেন দেখে<sup>১৬</sup> হোরি বাগ্গত শ্বরণ<sup>১৭</sup> করি  
ভক্তি ভাবে কল্যা<sup>১৮</sup> নমস্কাব ।

মাষা মনে ধরি দেবে আশীর্বাদ<sup>১৯</sup> করি সবে  
চলিলা বিবাহ<sup>২০</sup> দেখাবার ॥

হেটে রণ পদ্ম টাট উপবে দেবের হাট  
দেখিতে কতক<sup>২১</sup> অতি মানি ।

বিবিধ<sup>২২</sup> আনন্দ রণে নানা বসে নানা ঢণে  
হরিসে পাইলা<sup>২৩</sup> বাজধানি ॥

উচ্চ ধরাহরে থাঝি রানি পদ্মাবতি দেখা  
সখী জনে পুছে<sup>২৪</sup> কথা সার ।

অহি<sup>২৫</sup> জে বৈরাতিগণ তার মাঝে কোন জন  
কহ যদ্বনি ভিকারি কাহার<sup>২৬</sup> ॥

১ কলিকা ২ হেমাঙ্কুর ৩ যুদ্ধে ৪ ভেসে ৫ মহিত ৬ পবিপূর্ণ  
৭ চাএ ৮ ফেলিলে সলিল ৯ মৈথ্রভাগে ১০ ভিমানে ১১ অন্তরীক্ষে  
১২ হাউই ১৩ খাতি লৈক্ষি ১৪ ছএ ১৫ সৈন্যশূল যদ্বিত্ত মএ  
১৬ দেবে ১৭ বাগ্গত স্ফারণ ১৮ কৈলুম ১৯ আসীর্বাদি ২০ বিবাহ  
২১ কতক ২২ বিবিধ ২৩ আসীল ২৪ পুছে ২৫ এই ২৬ আঘা

রত্নের কলিকা মূখে হেমাঙ্কুশ ধরি মূখে  
শ্রীমন্ত কুমার মূখে চলে ।

বিচিত্র বসন বেশ দেখিতে মোহিত দেশ  
যেন দেব নামিল ভূতলে ॥

শূল গরি পূর্ণ ঠাট চলিতে না পায় বাট  
যথা তথা রহি বণ চায় ।

ফেলিলে সরিষা মূটী ভূমি না পড়ি ছিটি  
মধ্যভাগে বর চলি যায় ॥

বিমানে চড়িয়া দেবে কোতক দেখিতে সবে  
হবিষে রহিল অন্তরীক্ষে ।

অনেক হাউই উঠে যেন অগ্নিবান ছুটে  
গ্রাসে নানামতে ক্ষিতি লক্ষ্যে ॥

রত্নসেন রূপ দেখি দেব অনিমিত্ত আখি  
লাজে হৈতে চাহে অলক্ষিত ।

বাজব আনল চয় শূনাশূল জ্যোতির্ময়  
লুকাইতে নাবে কদাচিত ।

রত্নসেন দেবে হোবি বাহিত শ্বরণ কবি  
ভক্তিভাবে কৈলা নমস্কাব ।

মনে মাষা ধরি দেবে আশীর্বাদ করি সবে  
চলিলা বিবাহ দেখিবার ॥

হেটে বণ পূর্ণ ঠাট উপবে দেবের হাট  
দেখিতে কোতক অতি মানি ।

বিবিধ আনন্দ রণে নানা বসে নানা ঢণে  
হবিষে আইল রাজধানী ॥ ( জা. ৩ )

উচ্চ ধরাহবে থাঝি রাণী পদ্মাবতী দেখি  
সখী জনে পুছে কথা সার ।

এই যে বৈরাতিগণ তার মাঝে কোন জন  
কহ শূনি ভিখারী আমার ॥ ( জা. ৩ )

শব্দার্থ টীকা : বৈরাতিগণ—বয়স্কীসমূহ  
মন্তব্য : মূলের তৃতীয়স্তবকে বিবাহমন্ডপে  
সিংহলী জনতা এবং রাজন্যবর্গের মাঝখানে ইন্দ্রলোক  
থেকে দেবগমনেরও ইঙ্গিত আছে, আলাওল সেই স্তরে ধরে  
দেবগণের মর্ত্য আগমন ঘটিয়েছেন। মূলের চতুর্থ  
স্তবকের অতি সংক্ষিপ্ত অনুসরণ আছে আলাওলের পরবর্তী স্তবকটিতে ।

সখী বোলে রাজ বালা                      ঙ্গাপন<sup>১</sup> চৌসঠী বলা  
জানিয়া জিৎগাস কি কারন ।  
মধ্যে<sup>২</sup> দেখ নরেশ্বর<sup>৩</sup>                      গ্রিলক্ষ<sup>৪</sup> মহন বব  
ষুর শূদ্র<sup>৫</sup> নহে কদাচন ॥  
উপরে রশ্মের<sup>৬</sup> ছত্র                      ঝলকে কনক<sup>৭</sup> পত্র  
চামর দোলএ দুই ভিতে<sup>৮</sup> ।  
জে লাগি পদ্মিলা হর                      মিলিলেক সেই বর  
বেকত দেখহ আনন্দিতে ॥

সহজে সুন্দর<sup>৯</sup> রাজ                      দিব্য<sup>১০</sup> অলংকার সাজ  
হেরি ২ নয়ন আনন্দ ।  
প্রতি অঙ্গ পদ্মাকিত                      ভাবে হৈল বিমহিত  
টুটী গেল কাঞ্চলির বন্দ ॥  
মনে ভাবে কলাবতি                      আজি ক্রোধ করি অতি  
কটক জরিল<sup>১১</sup> হেটে<sup>১২</sup> কাম ।  
সাজ আইল বির বর                      ভিদিতে রসের গর<sup>১৩</sup>  
আজি সখা চুরতি<sup>১৪</sup> সংগ্রাম ॥

সদগুন দল্লা<sup>১৫</sup> ধির                      পদন্যবস্ত দাতা বির  
শ্রীষুত<sup>১৬</sup> মাগন রসদধি ।  
আরতি পাইয়া<sup>১৭</sup> তান                      হিন আলাওল ভান  
সুপয়ার রসের অবধি ॥ \*

১ জ্ঞাপনে ২ মৈখে ৩ নবম্বর ৪ লৈক্ষ ৫ লোপ্ত ৬ কনক ৭ কমল  
৮ চারি ভিত ৯ সোন্দর ১০ দিম্ব ১১ ষুরিলা ১২ হের ১৩ ঘর  
১৪ ছুরতি ১৫ সদাগুন দয়া ১৬ শ্রীজ্যোত ১৭ ষুনিয়া

\* এরপর 'বা' পদ্বিতে অতিরিক্ত পংক্তির পদ্বিপকা—

মোহাগনে মহাদাতা                      কামদব আলি ষুপিত্তা  
পাই তান আরতি মহত ।  
শুদ্র বদ্বি অঙ্গ হান                      আশুস হোচন জান  
লেখীলুম এই পোস্তক ॥

সখী বোলে রাজবালা                      জ্ঞাপন চৌষট্টি কলা  
জানিয়া জিৎগাস কি কারণ ।  
মধ্যে দেখ নরেশ্বর                      শ্রীলোক্যমোহন বর  
সুর শূদ্র নহে কদাচন ॥  
উপরে রশ্মের ছত্র                      ঝলকে কনক পত্র  
চামব দোলয় চারিভিতে ।  
যে লাগি পদ্মিলা হর                      মিলিলেক সেই বর  
বেকত দেখহ আনন্দিতে ॥ ( জা. ৫ )

সহজে সুন্দর রাজ                      দিব্য অলংকার সাজ  
হেরি হেরি নয়ন আনন্দ ।  
প্রতি অঙ্গ পদ্মাকিত                      ভাবে হৈল বিমোহিত  
টুটী গেল কাঞ্চলির বন্দ ॥  
মনে ভাবে কলাবতী                      আজি ক্রোধ করি অতি  
কটক জুড়িলা হের কাম ।  
সাজ আইল বীরবব                      ভেদিতে রসের ঘর  
আজি সখা সুবতি সংগ্রাম ॥ ( জা. ৬ )

সদগুন দয়াল ধীর                      পদন্যবস্ত দাতা বীব  
শ্রীষুত মাগন রসোদধি ।  
আরতি শূনিয়া তান                      হীন আলাওল ভান  
সুপয়ার রসের অবধি ॥

শব্দার্থ টীকা : কাঞ্চলির বন্দ—বক্ষাবরণ বন্ধনী

কটক—সেনা

বসোদধি—রসের সমুদ্র

মন্তব্য : জায়সীর পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোকের অনুবাদ  
সংক্ষিপ্ত হলেও মূলনিষ্ঠ । আলাওলের ভিন্তায় মাগনের  
সদগুন প্রশস্তির পাশাপাশি মাগন ঠাকুরের কাব্যোৎসাহিতার  
উল্লেখ আছে ।

রাগ ধমক ছন্দ মালসী

হৃদস্থল<sup>১</sup> করি বর<sup>২</sup> আইল রাজধানী ।  
 নৃপতি কুমার সবে<sup>৩</sup> আগু বারি আনি ॥  
 ছায়া মাণ্ডবের তলে<sup>৪</sup> বিদিত<sup>৫</sup> বসীল ।  
 আসীয়া কন্যার<sup>৬</sup> বাপে বরণ করিল ॥  
 পাদ্য অঘ আচমনী<sup>৭</sup> বস্ত্র অলংকার ।  
 একে ২ দিয়া নৃপ কল্যা পুরস্কার<sup>৮</sup> ॥  
 সভা মধ্যে<sup>৯</sup> বসিলেক সভার<sup>১০</sup> দুল্লভ ।  
 সবে বদলে<sup>১১</sup> সেই ধনা<sup>১২</sup> জার এ বল্লভ ॥  
 অখান্ত আনন্দ চিত্ত দরশন আসে ।  
 পল কল্প সমান বিরহী মনে বাসে<sup>১৩</sup> ॥  
 নৃপতি গম্ধর্বসেন জ্যোতিস<sup>১৪</sup> পদুছিয়া<sup>১৫</sup> ।  
 পদুত্রক<sup>১৬</sup> বুলিলা ঝাটে কন্যা<sup>১৭</sup> আন গীয়া ॥  
 যুবরাজে নৃপ আশ্রয় শূনি হরসীতে ।  
 তুরিতে গমনে গেলা মাত্রির বিদিতে ॥  
 শূন মাতা শূভক্ষণে<sup>১৮</sup> হৈল উপস্থিত ।  
 সাজাইয়া পদ্মাবতি চালাও তুরিত ॥  
 সখী সব<sup>১৯</sup> প্রীতি দেবে<sup>২০</sup> করিলা আদেশ ।  
 ঝাটে করি পদ্মাবতি করিতে শূভেষ ॥

হৃদস্থল করি বর আইল রাজধানী ।  
 নৃপতি কুমার সবে আগু বাড়ি আনি ॥  
 ছায়ামাণ্ডপের তলে বেদিতে বসিল ।  
 আসীয়া কন্যার বাপে বরণ করিল ॥  
 পাদ্য অর্ঘ্য আচমন বস্ত্র অলংকার ।  
 একে একে দিয়া নৃপ কৈল পুরস্কার ॥  
 সভা মধ্যে বসিলেক-সবার দুল্লভ ।  
 সবে বোলে সেই ধনা যার এ বল্লভ ॥  
 অখান্ত আনন্দ চিত্ত দরশন আশে ।  
 পল কল্প সমান বিরহী মনে বাসে ॥  
 নৃপতি গম্ধর্বসেন জ্যোতিষ পদুছিয়া ।  
 পদুত্রকে বুলিলা ঝাটে কন্যা আন গীয়া ॥  
 যুবরাজে নৃপআজ্ঞা শূনি হরষিতে ।  
 তুরিত গমনে গেলা মাত্রির বিদিতে ॥  
 শূন মাতা শূভক্ষণ হৈল উপস্থিত ।  
 সাজাইয়া পদ্মাবতী চালাও তুরিত ॥  
 সখীগন প্রীতি দেবী করিলা আদেশ ।  
 ঝাটে করি পদ্মাবতী করিতে শূভেষ ॥

১ হৃদস্থল ২ বির ৩ সনে ৪ স্থলে ৫ দিপেতে ৬ কৈন্যার ৭ পাশ্ব  
 আন আচমনী ৮ পরিষ্কার ৯ মাজে ১০ সবার ১১ বোলে ১২ ধনা  
 ১৩ ভাসে ১৪ জ্যোতিস ১৫ পদুচিয়া ১৬ পাত্রেকে ১৭ কৈন্যা  
 ১৮ শূভক্ষণ ১৯ গণ ২০ দেবী

শব্দার্থ টীকা : আগু বাড়ি—আগু বাড়িয়ে বা এগিয়ে গিয়ে ।  
 ঝাটে—দ্রুত

মন্তব্য : বরবরণ এবং বিবাহের জন্য কন্যা আনয়ন ইত্যাদি বঙ্গীয় ব্যাপারগুলি অনুবাদে নূতন । যুবরাজ প্রসঙ্গও মূলে অনুপস্থিত । মূলের সপ্তম স্তবক থেকে ভোজন ও সঙ্গীত প্রসঙ্গগুলি অনুবাদে আর অনুসৃত হয় নি । তার পরিবর্তে আলাওলের রচনা সম্পূর্ণ নিজস্ব পথ অবলম্বন করেছে । জায়সাঁই কাব্যে রক্তসেন—পদ্মাবতী বিবাহ খন্ডের চতুর্দশ ও পঞ্চদশ স্তবক দুটিতে যে সংক্ষিপ্ত বিবাহ বর্ণনা আছে তাতে বেদপাঠের কথা আছে, বরকনের মালাবদলের, পাণিগ্রহণ, গাটছড়া বঁধার এবং সপ্তপদীগমনের মূলে কথাগুলি থাকলেও বিশেষ আর কোন সামাজিক আচার আচরণের চিত্র নেই ; কাব্য সমাজবাস্তবতার চেয়ে নায়ক নায়িকার হৃদয় সংবাদের দিকেই তাঁর দৃষ্টি নিবন্ধ । কিন্তু আলাওলের কাব্যে সমাজ প্রসঙ্গটি যেহেতু কখনই তুচ্ছ নয় তাই তাঁর বর্ণনায় হিন্দু বিবাহের খুঁটিনাটি সামাজিক আচার আচরণ এমনভাবে উপস্থিত হয়েছে যে হিন্দু বিবাহরীতি সম্পর্কে মূসলমান কবিরা এই সামাজিক অভিজ্ঞতা দেখে বিস্মিত হতে হয় । জায়সাঁইতে চন্দ্র সূর্যের প্রতীকে নায়িকা ও নায়কের কাব্যময় বিবাহ মিলন বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু আলাওলের অনুবাদে মধ্যযুগের প্রেক্ষাপটে সামাজিক বিবাহ চিত্রিত হয়েছে ।

## রাগ চন্দ্রাবলী ছন্দ তুরি বসন্ত

কেস কুরালিয়া <sup>১</sup>	কুয়দম <sup>২</sup> রচিয়া	কেশ কুরাইয়া	কুসুম রচিয়া
গুণ্ডিলা <sup>৩</sup> ত্রিগুন বৈন <sup>৪</sup> ।		গুণ্ডিলা ত্রিগুন বেণী ।	
পাটের থুপন	কনক বন্দন	পাটের থোপন	কনক বন্দন
বিরজিত রত্নমনি ॥		বিরাজিত রত্নমনি ॥	
জেন গিরি বর	হোশে <sup>৫</sup> অজাগব	যেন গিরিবর	হোশে অজাগর
লরাকি <sup>৬</sup> রাহল যুখে ।		লটাক রাহল সুখে ।	
জিবন পতঙ্গ	ভাঙ্কতে ভুজঙ্গ <sup>৭</sup>	যৌবন পতঙ্গ	ভাঙ্কতে ভুজঙ্গ
সিস ফুল <sup>৮</sup> মান মূখে ॥		বিষ-ফল ফণামুখে ॥	
বিন্দুনি রতন <sup>৯</sup>	ভ্যাত মহন	বান্দুলি রতন	জগৎ সোহন
ডগ মগ দীপ্তি আত ।		ডগমগ দীপ্তি আতি ।	
স্যাম রজনিত	ভারকে বোঁটা <sup>১০</sup> ০	শ্যাম রজনীত	ভারকা বোঁট <sup>১১</sup>
কিবা বুদ্ধ বৃহৎপাতি ॥		কিবা শুদ্ধ বৃহৎপাতি ॥	
অতি চারু <sup>১২</sup> র	ললাট সোন্দর	অতি চাবু <sup>১৩</sup> তর	ললাট সুন্দর
যুরঙ্গা বিন্দুব <sup>১৪</sup> - বিন্দু ।		সুন্দর <sup>১৫</sup> গ সিন্দুব বিন্দু ।	
রাহু আসা ধরি	বসন পণ্ডন <sup>১৬</sup>	বাহু আশা ধরি	বাহিল পার্শাব
হৌব মদ্য পূর্ণ ইন্দু ॥		হৌব মদ্য পূর্ণ ইন্দু ॥	
ভুবু বিমহন	কাম সবাসন	ভুবু বিমোহন	কাম শবাসন
কাজল গুন সমান ।		কাজল গুণ সমান ।	
ইসীত কটাঙ্ক <sup>১৭</sup>	হানে লক্ষ <sup>১৮</sup> ২	ঈষণ কটাঙ্ক	হানে লক্ষে লক্ষে
চতুর মরমে বাণ ॥		চতুর মরমে বাণ ॥	
শ্রবন যুগল	শ্রবন ফুল	শ্রবন-যুগল	শ্রবণ কণফুল
বিষ্টোত মৃকুতা পাতি ।		বোঁষ্ট <sup>১৯</sup> ত মৃকুতা পাতি ।	
অরুণ সেবন	হইল ভারন <sup>২০</sup>	অরুণ সেবক	হইল ভাবক
পাশ তেজ নিশাপাতি ॥		পাশ তেজি নিশাপাতি ॥	
কনক বার্জার	উপে <sup>২১</sup> চাক বলি <sup>২২</sup>	কনক ঝাঁঝার	উধে <sup>২৩</sup> চাকি ধরি
ঘোংগট মাঞ্জে ফেলিত <sup>২৪</sup> ।		খোঁঘট মধ্যে লুকিত ।	
কিশি <sup>২৫</sup> ডুলনে <sup>২৬</sup>	বিজা শ্রেত ঘনে <sup>২৭</sup>	কিশি <sup>২৮</sup> দোলনে	বিজা শ্বেত ঘনে
মন্দ ২ প্রমাসাতি ॥		মন্দ মন্দ প্রকাশিত ॥	
নানা যুলালিত	কির চুপা <sup>২৯</sup> জত	নাসা সুলালিত	কির চণ্ডু জিত
যুচারু বেসর রাজে <sup>৩০</sup> ॥		সুচারু বেসর রাজে ।	
তুরিত জারিত	ভারক লী <sup>৩১</sup> ত <sup>৩২</sup>	ভাড়িত জাড়িত	ভারক লীলিত
দেখিলু চাম্পের মাঞ্জে <sup>৩৩</sup> ॥		দেখিলু চাম্পের মাঞ্জে ॥	

১ কুরাইয়া ২ কুসুম ৩ গুণ্ডিলা ৪ বিনি ও হস্ত ৬ লটাক ৭ ভুজঙ্গ  
৮ সীস ফল ৯ বান্দুলি রতন ১০ ভারকে বোঁটা ১১ সীসু<sup>১২</sup>  
১২ পসরি ১৩ ইন্দুতে কটাঙ্ক ১৪ লৈক্ষে ১৫ ছন্দ ভাবাগণ  
১৬ উধে<sup>১৭</sup> বসী চারি ১৭ খোঁঘট মৈখে লুকিত ১৮ ঢোলনি  
১৯ নিম্নসেত গনি ২০ রাজ ২১ লুকিত ২২ দেখস ছাম্পের মাঞ্

শব্দার্থ টীকা :  
ঘোঘট—ঘোমটা ; বেশর—নাকছারি ;  
আনট—পদাঙ্গুরীয় ;  
সপ্তসরি হার—সাতনলীহার  
মন্তব্য : পদ্মাবতীর রূপসম্ভার পদটি আলাওলের  
মৌলিক রচনা ।

বান্দুলি নিষ্পিত	অধর ষ্ঠাভিত	বান্দুলি নিষ্পিত	অধর শোভিত
রাতুল তাশ্বল রাগে ।		রাতুল তাশ্বল রাগে ।	
ষুধা রস বানি	ষুধি সিম্ব <sup>১</sup> মনি	সুধারস বাণী	শুধি সিম্বা মনি
মরমে মদন জাগে ॥		মরমে মদন জাগে ॥	
গিম মনুহর	কম্বু কণ্ঠবব <sup>২</sup>	গিম মনোহর	কম্বু কণ্ঠবর
সোভে সপ্তছরি হার ।		শোভে সপ্তছরি হার ।	
কুচ গিরি পরে	রহে নিরন্তরে <sup>৩</sup>	কুচ গিরি পরে	রহে নিরন্তরে
জেন ষুরেশ্বরী খার ॥		যেন সুরেশ্বরী খার ॥	
বাহু সুলক্ষণ <sup>৪</sup>	অগদ কংকন	বাহু সুলক্ষণ	অগদ কংকন
রত্ন বলায়া শাজে । <sup>৫</sup>		রতন বলায়া শাজে ॥	
অগ্নিদলি চম্পক	কলিকা নিন্দক	অগ্নিদলি চম্পক	কলিকা নিন্দক
নব রত্নাঙ্কুরি রাজে ॥		নব রত্নাঙ্কুরি রাজে ॥	
মুখের রোসন	কটীতে ভূসন <sup>৬</sup>	মুখের রশন	কটীতে ভূষণ
চলিতে ষুশ্বর বাজে ।		চলিতে সুশ্বর বাজে ।	
চরনে নেপদর	শব্দ ষুমধুব	চরণে নেপদর	শব্দ সুমধুর
রনুধনুধনু জেন গাজে ॥ <sup>৭</sup>		রনুধনুধনু যেন গাজে ॥	
আনট বিচিয়া	জিবন নিছিয়া	আনট বিছিয়া	জীবন নিছিয়া
চতুরে পেলৈ <sup>৮</sup> আপন ।		চতুরে ফেলি আপন ।	
পাইয়া পঞ্চম	পাশরি <sup>৯</sup> উথম	পাইয়া পঞ্চম	পাসরি উত্তম
হেরিতে হরএ মন ॥		হেরিতে হরয় মন ॥	
চারু অঙ্গ ষ্ঠাভি	নাগে রত্ন মূতি	চারু অঙ্গ-জ্যোতি	লাগি রত্নমোতি
ষ্ঠাভি হৈল অতিসএ ।		জ্যোতি হৈল অতিশয় ।	
অলংকার ধন	বসিতে কটীন <sup>১০</sup>	অলংকার ধন	বর্ণিমু কেমন
ষুধা অঙ্গ ষুধা মএ ॥		সুধা অঙ্গ সুধাময় ॥	
রূপে অভরন <sup>১১</sup>	শহজে মহন	রূপে আভরণ	শহজে মোহন
অধিক ২ সাজে ।		অধিক অধিক সাজে ।	
করূপ ভূসন <sup>১২</sup>	গোরের গাওন	সুরূপ ভূষণ	অধিক শোভন
বাধর <sup>১৩</sup> কম্ব বিরাজ ॥		শুধিনতে কর্ণে বিরাজে ॥	
শ্রীজ্যোত মাগন	টাকুর ষুজন	শ্রীধৃত মাগন	ঠাকুর সুজন
কতরু <sup>১৪</sup> কল্যা আরতি ।		কোতরুকে কৈলা আরতি ।	
কহে আলাওলে	বিবাহ মংগলে	কহে আলাওলে	বিবাহ মংগলে
সাজি চলে পম্বাবতি ॥ *		সাজি চলে পম্বাবতী ॥	

১ ষুধ ২ কম্বু কণ্ঠবর ৩ নিরন্তরে ৪ ষুলেক্ষন ৫ রথন বলআ সাজে ৬ সোভন ৭ জন্ত বাজে ৮ ফেলে ৯ পাসরি ১০ বসিমু কেমন ১১ রূপে অভরণ ১২ সোবন ১৩ বদরি ১৪ কতরুকে

\* বা ষ্ঠাভিতে অভিরক্ত পণ্ডিত—ধির স্তির অতি কামন্দর ষুমতি আদেশীল হরসীতে ।  
আবুল হোসন পণ্ডাল লীখন  
নাই ষ্ঠাভি পদ্যরিতে ॥

শব্দার্থ টীকা : অগদ—ভাগা  
রশন—কটিভূষণ  
আনট—পদাঙ্কবায়ী ,  
সপ্তছরি হার—সাতনলী হার ।

মন্তব্য : পদটি মৌলিক রচনা ।



বিচিত্র বসন পৈরি নানা অভরন ।<sup>১</sup>  
 করেত লইলা রামা<sup>২</sup> নিম্মল দর্পন<sup>৩</sup> ॥  
 নিজ আখী নিজ রূপ দেখী সমুভন ।<sup>৪</sup>  
 আপনার রূপ হেরি মর্জ্জল<sup>৫</sup> আপন ॥  
 আপনা রূপের<sup>৬</sup> ভাবে আপে হইল লিন ।  
 আপনা হেরিতে হৈল আপ হোস্তে ভিন ॥  
 সখীগণে এক মিলি<sup>৭</sup> নানা জস্ত বাহে ।  
 কেহ ২ যুধবরে মঙ্গলগীত গাএ<sup>৮</sup> ॥  
 যুসৌরবে নাসিকা শ্রবন দিব্য শ্বরে ।  
 দিব্যরূপ হেরি আখী আনন্দ<sup>৯</sup> নিভরৈ ॥  
 প্রেম মদে ঘৃষ্ম আখি হৈল তত ভিত<sup>১০</sup> ।  
 তনু অচেতন<sup>১১</sup> মাত্র মন সচর্কিত<sup>১২</sup> ॥  
 সচেতন অচেতন সন্দ সমশ্বরে ।  
 দেখীছে যুদ্বিনছে যত হইল গোচর ॥  
 তথাত দেখীলে প্রিএ<sup>১৩</sup> রত্নসেন মুখ ।  
 হরিসে পদলক অঙ্গ মন সকতক<sup>১৪</sup> ॥  
 রসময় আনন্দে সাগরে ডুবি বাল্য<sup>১৫</sup> ।  
 নৃপ গলে দিতে কন্যা মাগে বরমালা<sup>১৬</sup> ॥  
 সখীগণে বোলে বাল্য কিবা মতি ভোর ।  
 আপনার রূপ দেখী হইলা বিভোর ॥  
 কথা সেই নৃপ রত্ন বিবাহের স্থলে<sup>১৭</sup> ।  
 অস্তঃপদরে থাকি চাহ মালা দিতে গলে<sup>১৮</sup> ॥  
 আপনার রূপ দেখী হইলা এমন ।  
 প্রিওথমা রূপ হেরি করিবা কেমন ॥  
 আনে স্থানে মাগ বর মালা নিজ গলে ।  
 এমত করিবা নার্কি বিবাহের কালে<sup>১৯</sup> ॥  
 বিবা কালে হেন জদি করহ খানিক ।  
 মূখ নিছি পেলাইমু এ পশু মানিক ॥  
 এমত না কর জদি মোর দিব্য লাগে ।  
 তোমাতে কহিলু রানি<sup>২০</sup> বর অনুরাগে ॥

বিচিত্র বসন পৈরি নানা আভরণ ।  
 করেত লইল রামা নিম্মল দর্পণ ॥  
 নিজ আখি নিজ রূপ দেখি সমুভন ।  
 আপনার রূপ হেরি মর্জ্জল আপন ॥  
 আপনা রূপের ভাবে আপে হৈল লীন ।  
 আপনা হেরিতে হৈল আপ হোস্তে ভিন ॥  
 সখীগণ এক মিলি নানা যন্ত্র বাহে ।  
 কেহ কেহ সুধবরে মঙ্গলগীত গাহে ॥  
 সুসৌরভে নাসিকা শ্রবণ দিব্যশ্বরে ।  
 দিব্যরূপ হেরি আখি আনন্দ নিভরৈ ॥  
 প্রেমমদে ঘৃষ্ম আখি হইল তান্দিত ।  
 তনু অচেতন মাত্র মন সচর্কিত ॥  
 সচেতন অচেতন শ্বপন সমসর ।  
 দেখিছে শূদ্বিনছে যত হইল গোচর ॥  
 তথাত দেখিল প্রিয় রত্নসেন মুখ ।  
 হরিশে পদলক অঙ্গ মন সকৌতুক ॥  
 রসময় আনন্দ-সাগরে ডুবি বাল্য ।  
 নৃপ-গলে দিতে কন্যা মাগে বরমালা ॥  
 সখীগণে বোলে খাল্য কিবা মতি ভোর ।  
 আপনার রূপ দেখি হইলা বিভোব ॥  
 কোথা সেই নৃপবত্ত্ব বিবাহের স্থলে ।  
 অস্তঃপদরে থাকি চাহ মালা দিতে গলে ॥  
 আপনার রূপ দেখি হইলা এমন ।  
 প্রিয়তম রূপ হেরি করিবা কেমন ॥  
 আন স্থানে মাগ বরমালা নিজ গলে ।  
 এমত করিবা নার্কি বিবাহের স্থলে ॥  
 বিভাকালে হেন যদি করহ খানিক ।  
 মূখ নিছি ফেলাইমু এ পশু মানিক ॥  
 এমত না কর যদি মোর দিব্য লাগে ।  
 তোমাতে কহিলু রাণী বড় অনুরাগে ॥

১ অকরন ২ কন্যা ৩ দ্রপন ৪ যুসোবন ৫ রহিল ৬ আপনার রূপ  
 ৭ হই ৮ গদী গাহে ৯ ভোলন ১০ প্রেম মদে হৈল আখী শ্বরন  
 তান্দিত ১১ আছে তন ১২ সচর্কিত ১৩ ততাত্তে দেখীল প্রিঅ  
 ১৪ মানস কৃত্তক ১৫ রসময় আনন্দেতে সাগর ডুবিবল্য ১৬ নৃপ  
 গলে চাহে কৈন্য দিতে পদফমালা ১৭ স্থল ১৮ গল

১৯ অতিরিক্ত পংক্তি—এমত কহিল আমি যুধব সকলে ।  
 ভোর মতি হই কৈন্য এই মত বোলে ॥

২০ আমি

শব্দার্থ টীকা : বাহে—বাজায়

আপে হৈল লীন—আত্মগমন হল অর্থাৎ নিজের রূপে নিজেই বিলীন  
 হল । আপ হোস্তে ভিন—নিজের রূপ আত্মবোধনের জন্য নিজের  
 থেকে নিজেই পৃথক হল ।

নিছি পেলাইব—মুছে যেলব

মন্তব্য : পদ্মাবতীর এই রোমান্টিক আত্মরতির বর্ণনা মূলে  
 নেই । সখী পরিহাসও আলাপলের নিজস্ব ।

উপহাসী সখী জদি এমত বলিল<sup>১</sup> ।  
 সশ্ৰমেত<sup>২</sup> লঘাযুক্তা<sup>৩</sup> পদন্তর দিল ॥  
 জার হৃদে<sup>৪</sup> প্রেমাঙ্কুর পাগল সতত ।  
 তুমী সবে নাহি জান ভাব রস তত<sup>৫</sup> ॥  
 ভাবের ভাবিনী জদি হৈলা<sup>৬</sup> তুমী সবে ।  
 এমত বচন মোরে<sup>৭</sup> না বদলিতা তবে ॥  
 আন্ধার মরমে বেথা<sup>৮</sup> তুমী উপহাসী ।  
 এবে সত্য কহ তুমী<sup>৯</sup> বচন প্রকাশি ॥  
 তুর্দৃষ্টি<sup>১০</sup> বোল প্রভু আছে বিবাহের স্থলে<sup>১১</sup> ।  
 আমা<sup>১২</sup> দরসন পাই হৃদয় কমলে<sup>১৩</sup> ॥  
 জেই স্বামী সেই আমি নাহি ভাব হিন<sup>১৪</sup> ।  
 আপনা চাহিতে প্রাণনাথ হৈল লীন ॥  
 জেই দিব্য দিলা সখী না হইত আন ।  
 সমদৃষ্টি হেরি সে লালুআএ নয়ন<sup>১৫</sup> ॥  
 ঘৃণাট<sup>১৬</sup> অন্তবে আঁখি মধু হৈল লোক<sup>১৭</sup> ।  
 সে সমএ স্ত্রিয়া লাজে থাকি অধোমুখ<sup>১৮</sup> ॥  
 না জানি কি হএ মধু চন্দ্রকার<sup>১৯</sup> কালে ।  
 তোন্ধাব সবত পাছে<sup>২০</sup> তত মাত্র ফলে ॥  
 তাহার উফাএ আছে ধুন সখী বর ।  
 জাতি কুল লাজ মান লোকচন্ডা ডর ॥  
 এতেক কহিতে ঘৃণাক্ষণ উপস্থিত ।  
 মোহাংগি আশা হৈল চলিতে তুরিত ॥  
 রক্তময় চতুর্দল নিকটে আনিল<sup>২১</sup> ।  
 উট ২ বলি<sup>২২</sup> মণী ধরিয়া তুলিল<sup>২৩</sup> ॥  
 জয় ২ সৰ্ব হৈল সব উল্লুউল<sup>২৪</sup> ।  
 গীদ বাদা নাট হৈল পদীর হুলুসুল<sup>২৫</sup> ॥  
 চলিতে না চলে কন্যা<sup>২৬</sup> অশ্ব পদগতি ।  
 চাহিতে সখীর দীপে লজ্জা বাসে<sup>২৭</sup> অতি ॥

উপহাসি সখী যদি এমত কহিল ।  
 সশ্রমিতা লঙ্ঘাযুক্তা পদন্তর দিল ॥  
 যার হৃদে প্রেমাঙ্কুর পাগল সতত ।  
 তুমি সবে নাহি জান ভাব রস তত ॥  
 ভাবের ভাবিনী যদি হৈতা তুমি সবে ।  
 এমত বচন মোকে না বদলিতা তবে ॥  
 আমার মরমে বাথা তুমি উপহাসি ।  
 এবে সত্য কহি কথা বচন প্রকাশি ॥  
 তুমি বোল প্রভু আছে বিবাহের স্থলে ।  
 আমি দরশন পাই হৃদয়-কমলে ॥  
 যেই স্বামী সেই আমি নাহি ভাব ভিন ।  
 আপনা চাহিতে প্রাণনাথ হৈল লীন ॥  
 যেই দিব্য দিলা সখী না হইত আন ।  
 সমদৃষ্টি চাহি যদি না রহিব প্রাণ<sup>২</sup> ॥  
 ঘোঁষট অন্তবে আঁখি মধু হৈল লুক ।  
 সে সময় স্ত্রিয়ালাজে থাকি অধোমুখ ॥  
 না জানি কি হয় মধু চন্দ্রমার কালে ।  
 তোমার শপথ পাছে ততমাত্র ফলে ॥  
 তাহার উপায় আছে শুন সখীবর ।  
 জাতি কুল লাজ মান লোকচর্চা ডর ॥  
 এতেক কহিতে শূভক্ষণ উপস্থিত ।  
 মহাদেবী আঙ্ক হৈল চলিতে তুরিত ॥  
 রক্তময় চতুর্দল নিকটে আনিল ।  
 উঠ উঠ বলি সখী ধরিয়া তুলিল ॥  
 জয় জয় শব্দ হৈল মন উত্তরোল ।  
 গীতে নাটে বাদ্য হৈল পদী হুলুসুল ॥  
 চলিতে না চলে কন্যা অধিপদগতি ।  
 চাহিতে সখীর দীপে লজ্জা বাসে অতি ॥

১ কহিল ২ সশ্রমিতা ৩ লঙ্ঘাযুক্তা ৪ হৃদে ৫ রস তত ৬ হৈতা  
 ৭ মোকে ৮ বেথা ৯ কথা ১০ তুমী ১১ স্থলে ১২ আমি ১৩ কমলে  
 ১৪ ভিন ১৫ মনদৃষ্টি হেরিলে সে নয়ন বয়ান ১৬ ঘৃণাট  
 ১৭ লুক ১৮ অধোমুখ ১৯ চন্দ্রমার ২০ তোমার সপথ আছে  
 ২১ আনিয়া ২২ কবি ২৩ ধরিল আনিয়া ২৪ মন উত্তরোল  
 ২৫ গীদ নাটে বাধ্য হৈল সৰ্ব হুলুসুল ২৬ কন্যা ২৭ লজ্জা বাসে

১ অ।

লঙ্ঘাযুক্তা টীকা : ভাবের ভাবিনী—মনসঙ্গিনী ।  
 সম দৃষ্টি—সমান দৃষ্টি  
 ঘোঁষট অন্তরে...লুক—ঘোমটাব অন্তবালে ঢাকা মধু লুকানো  
 মধুচন্দ্রমা—মিলন রাসে

মন্তব্য : সখীর উপহাস বচনের প্রত্যুত্তরে পদ্মাবতীর প্রেমতন্ময়তা এবং নিজের মধোই প্রিয়তমকে প্রত্যক্ষ করার  
 জয়দেবীয় রীতি মূলে অনুপস্থিত ।

## রাগ কণ্ঠি পরিভাষা ছন্দ

চলিল কার্মিনী <sup>১</sup>	গজেন্দ্র গামিনী <sup>২</sup>	চলিল কার্মিনী	গজেন্দ্র গামিনী
খঞ্জন গঞ্জনি শোহিতা । <sup>৩</sup>		খঞ্জন গঞ্জনি <sup>১</sup> শোভিতা ।	
কিঞ্চিকনি বাজ <sup>৪</sup>	মস্তর রাজ <sup>৫</sup>	কিঞ্চিকণী ঘ <sup>৬</sup> ঘর	বাজম্ন ঝাংর
ঝাঝর নুপু <sup>৭</sup> র মধুর গাজে । <sup>৮</sup>		ঝনাঝন নেপু <sup>৭</sup> র মধুর গীতা ॥	
ভুরু <sup>৯</sup> বিভগ্ন মনু <sup>১০</sup> মথ মন মোহিতা । <sup>১</sup> (ধু)		ভুরু <sup>৯</sup> বিভগ্ন <sup>২</sup> মস্তথ-মন-মোহিতা ॥ (ধুয়া)	
কুটীল <sup>১১</sup> কেস	কুসুম বেস <sup>১২</sup>	কুটিল কেশ <sup>১৩</sup>	কুসুম সুবেশ
সিন্দুর বন্দন সসি দিনেস । <sup>১৪</sup>		সিন্দুর চন্দন তিলক তথা ।	
সঘন <sup>১৫</sup> রাতি	তারক <sup>১৬</sup> পাতি	সঘন রাতি	তারকা পাতি
বান্দুলি রত্ন রুচিতা ॥		বান্দুলি রত্ন বিরাজিতা ॥	
যুন্দর ভাল <sup>১৭</sup>	ময়গ বাল <sup>১৮</sup>	সুন্দর ভাল	ময়ক বাল <sup>১৯</sup>
দসন অধর যু <sup>২০</sup> তি । <sup>২</sup>		অধর দশনজ্যোতি প্রভাষিতা ।	
রসন লাল <sup>২১</sup>	বচন <sup>২২</sup> শাল	রসনা সুলাল	বচন রসাল
বিরহ বেদন মু <sup>২৩</sup> হিতা ॥		বিরহ-বেদনা মোহিতা ॥	
জ্বর <sup>২৪</sup>	হেম কটোর <sup>২৫</sup>	উরুজ জোড়	হেম কটোব
বিবুধ মানস <sup>২৬</sup>	জাকর কোর <sup>২৭</sup>	এই সে পয়োধর বিজিতা ।	
নায়র ভোর আখী ।		মাগন নায়ক	গুণক গাহক
শাল রেএইছে	পয়ধর রাজিতা ।	জগজন সুখ সুশোভিতা ।	
মাগন লাহা	জগজন যু <sup>২৮</sup> খ	আলাওল ভন	বমণী গমন <sup>২৯</sup>
জার সরহে ।		অসরা নট <sup>৩০</sup> গঞ্জিতা ॥	
আলাওল ভন	রমনি গয়ন		
অপছরা নট গঞ্জিতা ॥			

১ চলিতে কার্মিনী ২ গজেন্দ্র গামিনী ৩ খঞ্জন গঞ্জনি হিতা ৪ কিঞ্চিকনির বাজে ৫ পস্ত রস রাজে ৬ ঝনাঝন নেপু<sup>৭</sup>র গীতা ৭ ভুরুর বিভগ্ন দিঘল তরঙ্গ মন মু<sup>৮</sup>হিত মু<sup>৯</sup>হিতা ৮ কটিলেক ৯ কুসুম যু<sup>১০</sup>ভেস ১০ সীন্দুর চন্দন তথা ১১ সঘনের ১২ তারকের ১৩ সোন্দর কোপাল ১৪ ময়গম ভাল ১৫ দসন যু<sup>১৬</sup>তি প্রভানতা ১৬ রসের রসাল ১৭ বচনের ১৮ সহিতা ১৯ উব্ জেন জোর ২০ হেম মএ কোর ২১ বিবুধ গু<sup>২২</sup>ম নাসতা

২২ 'বা' পদ্বিধিতে পরবর্তী অংশ—

জাকরের কোর কাম তত ভোর  
এই পয়ধরাজিতা ।  
মাগন জে নেহা গুণ কর গাহা  
জগ জন যু<sup>২৮</sup>খ বহে ।  
আলাওলে ভন রমনি গমন  
অটব নাট গঞ্জিতা ॥  
আবুল হোচন পঞ্জাল লেখন  
নই বৃজি পধারতি ।  
কামদর যু<sup>২৮</sup>জন আরতি কারণ  
ধিকারিক গুণ অতি ॥

১ গমন (শ)  
২ ভুরু বীর ভঙ্গ অপাঙ্গ 'তরঙ্গ' (শ)  
৩ গুস্থিলেক কেশ (শ)  
৪ মাগনে বণে (শ)  
৫ গাঘনে (শ)  
৬ নাটক (শ)

শব্দার্থ টীকা : বান্দুলি—পুংপ বিশেষ

ময়ক—মুগাংক, চন্দ্র

উরুজ জোড় হেম কটোর—বক্ষয়ুগল সোনার বাটির নায়

মস্তব্য : কন্যার বিবাহযাত্রার এই চিত্রটি মূলে নেই। পদটি সম্পূর্ণই আলাওলের নিজস্ব সংযোজন। শহীদুল্লাহ সংস্করণ, সত্যেন্দ্র ঘোষাল সংস্করণ এবং আলি আহসান সংস্করণ মিলিয়ে পদ্বিধিপাঠটিকে শুদ্ধ করে বর্তমানের সম্পাদিত পাঠ গ্রহণ করা হল। পদটি পদকর্তা আলাওলের চমৎকার গীতরচনার নিদর্শন। পদাবলীর প্রভাব লক্ষণীয়।

রাগ দীর্ঘ ছন্দ ধানসি

সখী সবে ধরি তোলে  
রক্তময় চতুর্দলে  
বর বালা কৈলা<sup>১</sup> আরোহন ।

সুচারিতা সখীগণ  
রূপে মোহে ত্রিভুবন<sup>২</sup>  
চারিপাশে করিলা গমন ॥

কার হাতে পদ্পমালা  
যুগান্দ চন্দন ভালা  
কার হাতে পদ্পকছি টপে<sup>৩</sup> ।

বিবাহের জখ বস্ত্র  
যুগ্মগল যুভমস্ত্র<sup>৪</sup>  
লৈয়া চলে কুমারী সমীপে ॥

মঙ্গল বিধান<sup>৫</sup> করি  
গীদ বাদ্য<sup>৬</sup> নিথো পদরি  
রঙ্গভূমী<sup>৭</sup> বাহির হইল ।

করি জয় ২ বোল  
নামাইয়া চতুর্দলে<sup>৮</sup>  
যুভক্ষণে পাটেত তুলিল ॥

জথেক নগর গণ  
হেরিতে মোহিত<sup>৯</sup> মন  
সাফল্য মানিল নিল আখী ।

এই সে মনেব আস  
তোজ সব গৃহ বাস  
এহার সেবক হৈয়া<sup>১০</sup> থাকি ॥

যুদ্বিতম্বয়<sup>১১</sup> বৃপ দেখী  
অলিপক মিখ আখী<sup>১২</sup>  
চৌদিকে উঝল হেন ছায়া ।

তিলেক যুদ্বা<sup>১৩</sup> ভাবে  
সিদ্ধি সমাইল সবে<sup>১৪</sup>  
পাসবিয়া আপনার কয়া ॥

চিত্রের পোতালি জেন  
সভাখণ্ড রহে তেন  
খসী পরে হাতের<sup>১৫</sup> তাম্বুল ।

কেহ যুধা ভুল ভঞ্জে<sup>১৬</sup>  
কেহ গুয়া দেয় কাকে<sup>১৭</sup>  
কেহ চাবে<sup>১৮</sup> হস্তের আগুল ॥

অন্তরীক্ষে<sup>১৯</sup> দেব সবে  
মোহিত<sup>২০</sup> কন্যার<sup>২১</sup> ভাবে  
অনুশোচ<sup>২২</sup> করে দেব রাজ ।

সচিরে<sup>২৩</sup> আনিয়া সঙ্গ  
নিজ রঙ্গ হৈল ভগ্ন  
কেনে হেন করিব<sup>২৪</sup> অকাজ ॥

১ হৈল ২ চিত্রোচন ৩ কার হস্তে পদ্পমার বিটাপ ৪ যুগ্ম ৫ বিধান  
৬ বাখে ৭ ভ্রমী ৮ নামাইল চতুর্দলে ৯ মুহিত ১০ হই  
১১ যুদ্বিতম্বয় ১২ সবে অনিমীখ আখী ১৩ সাদির ১৪ সীদ্ধি সম  
হৈল তবে ১৫ হস্তের ১৬ কেহ যুধা মনে ভৈঞ্জে ১৭ দস্ত নাকে  
১৮ অন্তরীক্ষে ১৯ মুহিত ২০ কন্যার ২১ অনুশোচ ২২ সর  
২৩ করিল

মন্তব্য : বিবাহ আসরে রক্তসেন-পদ্মাবতীর রূপ দেখে সভামণ্ডলীর হতচাকিত অবস্থার চমৎকাবে মৌলিক চিত্র আছে  
চিত্রাপিতবৎ সভাজনের আত্মবিম্বিত অবস্থা চিত্রণের মধ্যে । ইন্দ্রের অনুশোচনা বাণীটিও কৌতুককর । মূলে এই বর্ণনা নেই ।

সখী সবে ধরি তোলে  
রক্তময় চতুর্দলে

সুচারিতা সখীগণ  
রূপে মোহে ত্রিভুবন  
চারি পাশে করিলা গমন ॥

কার হস্তে পদ্পমালা  
সুগন্ধি চন্দন ভালা  
কার হাতে পদ্পসার টপে ।

বিবাহের যত বস্ত্র  
সুগ্মগল শ্ৰুভমস্ত্র  
লৈয়া চলে কুমারী সমীপে ॥

মঙ্গল বিধান করি  
গীত বাদ্য নৃত্যে পুরি  
রঙ্গভূমি বাহির হৈল ।

করি জয় জয় বোল  
নামাইল চতুর্দলে  
শ্ৰুভক্ষণে পাটেত তুলিল ॥

যতেক নাগরীগণ  
হেরিতে মোহিত মন  
সাফল্য মানিল নিজ আখী ।

এই সে মনের আশ  
তোজ সব গৃহবাস  
এহার সেবক হই থাকি ॥

জ্যোতির্ময় রূপ দেখি  
সবে অনিমীখ আখি  
চৌদিকে উজ্জ্বল হেন ছায়া ।

তিলেক বিশুদ্ধ ভাবে  
সিদ্ধি সম হৈল তবে  
পাসবিয়া আপনার কয়া ॥

চিত্রের পুতলী যেন  
সভাখণ্ড রহে তেন  
খসি পড়ে হস্তের তাম্বুল ।

কেহ সূধা চুণা ভঞ্জে  
কেহ গুয়া দেন্ত মূখে  
কেহ চাবে হস্তের আগুল ॥

অন্তরীক্ষে দেব সবে  
মোহিত কন্যার ভাবে  
অনুশোচ করে দেবরাজ ।

শচীরে আনিয়া সঙ্গ  
নিজ রঙ্গ হৈল ভগ্ন  
কেন হেন করিব অকাজ ॥

শব্দার্থ টীকা : পদ্পসার টপে—আতরপানী  
গুয়া—গুদাক বা সুপানী  
অনুশোচ—আফশোষ

রত্নসেন মোহাবাজে<sup>১</sup> বিবা সমযুক্ত কাজে<sup>২</sup>  
 নর কাম্বে আরুপিয় চন্দন<sup>৩</sup> ।  
 ছত্র দন্দ<sup>৪</sup> ধরি হাতে দান্ডাইয়া নর নাথে<sup>৫</sup>  
 দরসন আসা ধরি মন ॥  
 রত্নময় পাটে করি ভব্য<sup>৬</sup> চাবি জনে ধরি  
 কন্যা<sup>৭</sup> আনি বরের নিকট ।  
 অন্তঃপট মাজে দিয়া সপ্ত পাক ফিরাইয়া  
 তুলি ধরি করিলা প্রকট ॥  
 দিব্য পদ্মপ লৈয়া<sup>৮</sup> কবে ছিটএ নাগর বরে  
 রাজকন্যা সিরের উপরে ।  
 অঙ্গুল্য সৌষ্ঠবে<sup>৯</sup> ধরি দুই হস্তে নমস্কারি  
 কন্যা খেপে বরের সিরে<sup>১০</sup> ॥  
 দেখিতে হস্তের ঠাম<sup>১১</sup> হয়এ ত্রিজগ প্রাণ<sup>১২</sup>  
 উর্ধ্বসী<sup>১৩</sup> হস্তকাধক বালি<sup>১৪</sup> ।  
 অনাত্রে ন চলে আখি<sup>১৫</sup> পাঞ্জোরে জম্বিত পাখি<sup>১৬</sup>  
 মার<sup>১৭</sup> বান দিবা ন<sup>১৮</sup> অঙ্গুলি ॥  
 পদ্মপ বিষ্ঠী সম্বরিয়া গুবা হোস্তে মালা লৈয়া<sup>১৯</sup>  
 কন্যা<sup>২০</sup> গলে দিলেক রাজন ।  
 গুবা হোস্তে পদ্মপ মালা<sup>২১</sup> দুই করে লৈয়া বালা  
 পতি গিমে করিলা স্থাপন ॥  
 ভ্রাতী আসি কন্যা ধরি<sup>২২</sup> মুখ পট দূর করি  
 বলে সমদৃষ্টি<sup>২৩</sup> হের বালা ।  
 মুখ চান্দ্রকার কাল<sup>২৪</sup> প্রেম দৃষ্টি অতি ভাল<sup>২৫</sup>  
 জন্মে ২ হৌক শুভ<sup>২৬</sup> মেলা ॥

১ মোহাবাজ ২ বিবাহ সংজ্ঞাত সাজ ৩ আবুপী চলন ৪ উন্দ  
 ৫ নাতে ৬ ভৈব ৭ কৈন্যা ৮ দিব্য পদ্মফ লই ৯ অঙ্গুলে সীষ্টব  
 ১০ কৈন্যাএ খেপে বর বাজ সীবে ১১ ঠাম ১২ মহাতি জগত গ্রাণ  
 ১৩ উর্ধ্বসী ১৪ বালি ১৫ অন্তরে আগল ঘাখী ১৬ পাণ্ডরে তম্বিত  
 পাখি ১৭ মারে ১৮ দিব্য না ১৯ গীবা হস্তে লামইআ ২০ কৈন্যা  
 ২১ নিজ গ্রন্থা পদ্মফমালা ২২ ভ্রাতী আসী কৈন্যা ধবি ২৩ বোলে  
 সমদি টী ২৪ কলা ২৫ প্রেম দিষ্টে সতি ভাল ২৬ শুক

রত্নসেন মহারাজে বিবাহ সংযুক্ত সাজে  
 নর কাম্বে আরোপ চরণ ।  
 ছত্র দন্দ ধরি হাতে দান্ডাইল নরনাথে  
 দরশন আশা ধরি মন ॥  
 রত্নময় পাটে করি ভব্য চারি জনে ধরি  
 কন্যা আনি বরের নিকট ।  
 অন্তঃপট মাঝে দিয়া সপ্ত পাক ফিরাইয়া  
 তুলি ধরি করিলা প্রকট ॥  
 দিব্য পদ্মপ লৈয়া করে ছিটয় নাগর বরে  
 রাজকন্যা শিরের উপরে ।  
 অঙ্গুলি সৌষ্ঠবে ধরি দুই হস্তে নমস্কারি  
 কন্যা ক্ষেপে বরের যে শিরে ॥  
 দেখিতে হস্তের ঠাম হয়এ ত্রিজগ প্রাণ  
 উর্ধ্বশী হস্তাধক বালি ।  
 অঞ্চল অন্তরে আখি পিঞ্জরে মূদিত পাখি  
 শরে যেন ভেদিলা অঙ্গুলী<sup>১</sup> ॥  
 পদ্মপবৃষ্টি সম্বরিয়া গিম হোস্তে মালা লৈয়া  
 কন্যা গলে দিলেক রাজন ।  
 গ্রীবা হোস্তে পদ্মপমালা দুই করে লৈয়া বালা  
 পতিগমে করিলা স্থাপন ॥  
 ভ্রাতা আসি কন্যা ধরি মুখ পট দূর করি  
 বলে সমদৃষ্টি হের বালা ।  
 মুখ চান্দ্রমার কাল প্রেম দৃষ্টি অতি ভাল  
 জন্মে জন্মে হৌক সুখ মেলা ॥

শব্দার্থ টীকা : অন্তঃপট—আড়াল  
 ঠাম—ভঙ্গী, গড়ন

মন্তব্য—বিবাহ বর্ণনা উপলক্ষে বরকনের মালাবদলের চিত্রটি মূলে থাকলেও বরকে বেচন করে কন্যাকে নিয়ে সাতপাক ঘোরানো এবং ভ্রাতা কস্তুর কন্যার মূখাবরণ দূর করে শুভদৃষ্টি ঘটানো ইত্যাদি রীতিগুলি বর্ণনায় রীতির নিদর্শন।

অন্যে ২ হেরি মদুখ<sup>১</sup>                      পাসরিলা সব দদুখ<sup>২</sup>  
 পদুরিলেক দদুহান<sup>৩</sup> বাগিত ।  
 প্রতি অঙ্গ পদুরিকিত                      হইতে মোহিত<sup>৪</sup> রিত  
 কদল লাজে হইল বাধিত<sup>৫</sup> ॥  
 হইতে সমান দৃষ্টি<sup>৬</sup>                      কাম কল্যাণর বৃষ্টি<sup>৭</sup>  
 দোহার কটক্ষ<sup>৮</sup> করি লক্ষ<sup>৯</sup> ।  
 লয়াএ<sup>১০</sup> মধ্যস্ত<sup>১১</sup> হৈল                      কাম সব নিবারিল  
 দম্পতি মহন্ত গেল রক্ষ<sup>১২</sup> ॥  
 পাইয়া রূপের সাক্ষি                      যদুইল চারি আখী  
 কেলি বিনে নহে মন শান্ত ।  
 দরশে পরশে<sup>১৩</sup> লাগী                      প্রবল অন্তরে আগী  
 চিত্তে ভাবি<sup>১৪</sup> রসের একান্ত ॥  
 শ্রীধরুত<sup>১৫</sup> মাগন বীর                      কাব্য বসে<sup>১৬</sup> অতি ধীর  
 গ্রিভুভাব<sup>১৭</sup> নব রস স্নাতা ।  
 জার মনে জেই বাধা                      পদুৱাওন্ত সেই ইচ্ছা  
 কলিকালে বলি সম দাতা ॥  
 তাহান স্মারিত<sup>১৮</sup> ধরি                      মনেত<sup>১৯</sup> শাহাশ কবি  
 বিরাচিল সরস পয়ার ।  
 হিন আলাওলে ভনে                      মিনাতি<sup>২০</sup> পান্ডিত স্থানে  
 টুটী<sup>২১</sup> হইলে শূদ্রিয় অক্ষর । \*

অন্যে অন্যে হেরি মদুখ                      পাসরিলা সব দদুখ  
 পদুরিলেক দোহান বাগিত ।  
 প্রতি অঙ্গ পদুরিকিত                      হইতে মোহিত<sup>৪</sup> রীত  
 কদললাজে হইল বাধিত ॥  
 হইতে সমান দৃষ্টি                      কামে কৈল শরবৃষ্টি  
 দোহান কটাক্ষ করি লক্ষ্য ।  
 লক্ষ্যায় মধ্যস্থ হৈল                      কামশর নিবারিল  
 দম্পতি মহন্ত কৈল রক্ষ ॥  
 পাইয়া রূপের সাক্ষী                      জুড়াইল চারি আখি  
 কেলি বিনে নহে মন শান্ত ।  
 দরশ পরশ লাগি                      প্রবল অন্তরে আগি  
 চিত্তে ভাব রসের একান্ত ॥  
 শ্রীধরুত মাগন বীর                      কাব্যবসে অতি ধীর  
 গ্রিভুবনে নবরসস্নাতা ।  
 যার মনে যেই বাধা                      পদুবাস্ত সেই ইচ্ছা  
 কলিকালে বলিসম দাতা ॥  
 তাহান স্মারিত ধরি                      মনেত সাহস কবি  
 বিরাচিল সরস পয়ার ।  
 হীন আলাওলে ভনে                      মিনাতি পান্ডিত স্থানে  
 টুটী হইলে শূদ্রিয় অক্ষর ॥

১ মদু ২ দদু ৩ দোহান ৪ মদুহিত ৫ বাদিত ৬ সোমান দিষ্টি  
 ৭ কামে হৈল সর বিষ্টি ৮ দোহার কটাক্ষ ৯ লৈক্ষ ১০ লৈক্ষজ্ঞা  
 ১১ মৈক্ষ ১২ রৈক্ষা ১৩ দরস পবস ১৪ ভাবে ১৫ ছিঁরি জোত  
 ১৬ বাক্ষরস ১৭ গ্রিভুভাব ১৮ আর্বাতি ১৯ মনেতে ২০ মীর্নাতি  
 ২১ টুটী \* 'বা' পদুিধিতে অতিমিত্ত পংক্তির পদুিধিপকা—  
 কামদর গদনমান                      তাহান আর্বাতি জ্ঞান  
 কবি শেখে আবুল হাচন ।  
 না বুদ্ধিলুম পদাক্ষর                      গদনি স্থানে হই কাতব  
 অক্ষর শূদ্রিতে নিবেদন ॥

শব্দার্থ টীকা : নবরসস্নাতা—কাব্যের নয় বস, যথা, শৃংগর হাস্য,  
 করুণ, বৌদ্ধ, বীর, ভয়ানক জুগুপ্সা, বিস্ময় এবং  
 শান্ত ইত্যাদিতে অভিহিত ।  
 বলি সম দাতা—দানবীর বলিবান্ধ, যার দানের অহংকার চূর্ণ করা  
 জন্য ভগবান হরি বামন অবতার রূপে ব্যাধিত হইত হইলে  
 তাঁকে পাতালে বন্দী করেন ।  
 টুটী হইলে... অক্ষর—ছন্দ বা শব্দচূড়ান্ত হলে সংশোধন এবং নিও ।

মন্তব্য : বরকনের শূভদৃষ্টিকালে উভয়ের অন্তরে কামের আবির্ভাব এবং লক্ষ্যার মধ্যস্থতার ফলে দুজনের চিত্তসংঘম ইত্যাদি  
 আলাওলের নব সংঘাজন । ভিন্তায় মাগনপ্রশস্তি প্রসঙ্গে বৃক্ষমণ্ডলীর কাছে তাঁর কাব্যের দোষত্রুটির জন্য আলাওলের  
 আবেদন ও মিনাতি স্বাভাবিক বিনয়ের প্রকাশ ।

বর কন্যা<sup>১</sup> নামাইয়া<sup>২</sup> শ্বশুর পুরোহিত<sup>৩</sup> ।  
 আনল স্থাপন কল্যা<sup>৪</sup> শাস্ত্রের বিহিত<sup>৫</sup> ॥  
 তখনে কন্যার<sup>৬</sup> বাপে পূর্ণ<sup>৭</sup> ঘট আনি ।  
 বর হস্ত পরে তুলি কন্যা<sup>৮</sup> হস্ত খানি ॥  
 পঞ্চ হরিভক্তি<sup>৯</sup> হৈয়া<sup>১০</sup> এ পঞ্চ মানিক ।  
 কদম্ব লৈয়া হস্তযুগ বাস্ধলা<sup>১১</sup> খানিক ॥  
 কদম্বা তিল তুলসী লইয়া নৃপ বরে<sup>১২</sup> ।  
 কন্যা<sup>১৩</sup> উৎসর্গীয়া দান কল্যা<sup>১৪</sup> জামাতারে ॥  
 সজল নয়নে রাজা কন্যা সমর্পিল ।  
 বোলে মোর প্রাণ<sup>১৫</sup> আজি তোমা হস্তে দিল ॥  
 আর জন হৈলে কিছু কাহিতে উচিত ।  
 খোমাসীল<sup>১৬</sup> গানি তুমি<sup>১৭</sup> আপনে পান্ডিত ॥  
 কাহিতে অনেক কথা কি কাহিব তারে ।  
 স্বামী<sup>১৮</sup> কৃপা হোস্তে<sup>১৯</sup> নারী দুই জগ তরে<sup>২০</sup> ।  
 এথেক বলিয়া<sup>২১</sup> রাজা রহিলা তখনে ।  
 পঞ্চম বরন<sup>২২</sup> হোম<sup>২৩</sup> করিলা ব্রাহ্মনে ॥  
 জয়া হোম<sup>২৪</sup> লাজা হোম<sup>২৫</sup> করি তার পরে ।  
 শপ্ত পশ্চি<sup>২৬</sup> গমন করিল কন্যা<sup>২৭</sup> বরে ॥  
 দম্পতি দাম্ভাইয়া<sup>২৮</sup> পূর্ণ হৃদি<sup>২৯</sup> দিল জবে ।  
 ব্রাহ্মণেরে জগোর<sup>৩০</sup> দক্ষিণা দিলা তবে ॥  
 ঘরে নিয়া সুভব্যা<sup>৩১</sup> সধবা<sup>৩২</sup> নারীগন ।  
 স্মিয়াচারে<sup>৩৩</sup> করিলেক করিয়া বরণ ॥  
 পঞ্চগ্রাসি করাইল<sup>৩৪</sup> মন কদম্বহলে ।  
 প্রেম গাটী বাস্ধলেক আঙলে ২ ॥  
 হরসীতে দম্পতি রহিলা<sup>৩৫</sup> অন্তঃপুরে ।  
 নৃপকুল গণাতিকুল<sup>৩৬</sup> ভোগ<sup>৩৭</sup> বাহিরে ॥

বর কন্যা নামাইয়া শ্বশুর পুরোহিত ।  
 আনল স্থাপন কৈলা শাস্ত্রের বিহিত ॥  
 তখনে কন্যার বাপে পূর্ণ ঘট আনি ।  
 বর- হস্ত পরে তুলি কন্যা-হস্ত খানি ॥  
 পঞ্চ হরিভক্তি লৈয়া এ পঞ্চ মানিক ।  
 কদম্ব লইয়া হস্তযুগ বাস্ধলা খানিক ॥  
 কদম্ব তিল তুলসী লইয়া নৃপবরে ।  
 কন্যা উৎসর্গীয়া দান কৈলা জামাতারে ॥  
 সজল নয়নে রাজা কন্যা সমর্পিল ।  
 বোলে মোর প্রাণ আজি তোমা হস্তে দিল ॥  
 আর জন হৈলে কিছু কাহিতে উচিত ।  
 ক্ষমাশীল স্ত্রীনি তুমি আপনে পান্ডিত ॥  
 কাহিতে অনেক কথা কি কাহিব তাবে ।  
 স্বামী কৃপা হোস্তে নারী দুই জগ তরে ॥  
 এথেক বলিয়া রাজা রহিলা তখনে ।  
 পঞ্চম বরণ হোম করিলা ব্রাহ্মণে ॥  
 জয়-হোম লাজ-হোম করি তার পরে ।  
 সপ্তপদী গমন কবিল কন্যা বরে ॥  
 দম্পতি দাম্ভাইয়া পূর্ণহৃদি দিল যবে ।  
 ব্রাহ্মণেরে যজ্ঞের দক্ষিণা দিল তবে ॥  
 ঘরে নিয়া সুভব্যা সধবা নারীগণ ।  
 স্ত্রীআচার করিলেক করিয়া বরণ ॥  
 পঞ্চগ্রাসী করাইয়া মন কদম্বহলে ।  
 প্রেমগাঠি বাস্ধলেক আঙলে আঙলে ॥  
 হরষিতে দম্পতি রহিলা অন্তঃপুরে ।  
 নৃপকুল স্ত্রীতিকুল ভুঞ্জয়ে বাহিরে ॥

১ কৈন্যা ২ নামাইয়া ৩ শ্বশুর পুরোহিতে ৪ কৈল্যা ৫ শাস্ত্রের বিহিতে  
 ৬ কৈন্যার ৭ পূর্ণ ৮ কৈন্যা ৯ হরভক্তি ১০ লৈখা ১১ বাস্ধল  
 ১২ নিপ করে ১৩ কৈন্যা ১৪ কৈল ১৫ প্রানি ১৬ খোমাসীল  
 ১৭ তুমি ১৮ স্বোমী ১৯ হস্তে ২০ জগে তরে ২১ এথেক কাহিয়া  
 ২২ বরনে ২৩ হোম ২৪ জয় হোম ২৫ লজ হোম ২৬ সপ্তপদী  
 ২৭ কৈন্যা ২৮ দাম্ভাই ২৯ পূর্ণ হৃদি ৩০ ব্রাহ্মণের জগোর  
 ৩১ সুভব ৩২ সধবা ৩৩ স্মিয়াচার ৩৪ করাইয়া ৩৫ রহিয়া  
 ৩৬ রাজকুল স্ত্রীতি গণাতি ৩৭ ভুঞ্জাএ

মন্তব্য : আলাওলের রচনায় বর্ণিত কন্যাসমর্পণ রীতির বঙ্গীয় চিত্রটি মূলে নেই। মূলে রত্নসনকে যৌতুকদান কালে সিংহলরাজার কিছু বিনয়বচন আছে—কিন্তু তা মূলতঃ রাজা হবার জন্য অনুরোধ। কিন্তু অনুরোধে কন্যাদান কাজে সজল নয়নে দক্ষিণসেনের অনুভবভঙ্গী বিশেষভাবে বঙ্গীয় হয়ে দেখা দিয়েছে। পরবর্তী স্তবকের সপ্তপদী গমনের কথা মূলে থাকলেও বিবাহ অনুষ্ঠানের বর্ণনায় শাস্ত্রীয় যজ্ঞচারের সঙ্গে লৌকিক স্ত্রীআচার অনুবাদে পাশাপাশি স্থান পেয়েছে।

শব্দার্থ টীকা : পঞ্চহরিভক্তি—আমলকী, হস্তকী,  
 ববড়া, সুপুণ্ড্রী, হলুদ ।

কহিলু যে<sup>১</sup> নানা উপহার সন্ম<sup>২</sup> রসে<sup>৩</sup> ।  
 ব্রাহ্মণ সে যুকবর<sup>৪</sup> আনিয়া পরসে ॥  
 রত্ন মালিকা<sup>৫</sup> হিরা জরিয়াছে ভাল ।  
 এক আগে পরে হেন সত<sup>৬</sup> সঙ্কা থাল ॥  
 জেই ২ পাত্রে আনি পদার্থ রাখিল ।  
 সঙ্গের সেবক স্থানে সব সমরপাল ॥  
 কদাচিত সেই মেলে জেই ছিল দক্ষিণ ।  
 নৃপ<sup>৭</sup> নিমন্ত্রণ<sup>৮</sup> ভৈক্ষ হৈল জন্ম<sup>৯</sup> যুথী ॥  
 সঙ্ক্ষেপে<sup>১০</sup> কহিল আর্মী<sup>১১</sup> ভোজনের কথা ।  
 বিচারিয়া কহিতে<sup>১২</sup> বিসাল হএ পোতা ॥  
 রত্নসেন ভোজন করিলা জখাণ্ডত<sup>১৩</sup> ।  
 সটবসে নানা উপহারে বাজানত<sup>১৪</sup> ॥  
 বথনে জরি<sup>১৫</sup> সপ্তখণ্ড ধরাহর ।  
 নানা বর্ণ্য বিচিত্র<sup>১৬</sup> করিছে<sup>১৭</sup> চিত্রকব ॥  
 চন্দ্র যুজ<sup>১৮</sup> লেখীআছে নৈক্ষত্র মণ্ডল ।  
 হরিহর প্রস্কা ইন্দ্র দেবতা সকল ॥  
 নবগ্রহ<sup>১৯</sup> বাববাসী সর্বা দিন পাল<sup>২০</sup> ।  
 পশুপক্ষী বৃক্ষলতা লিখিয়াছে ভাল ॥

রাজযোগ্য নানা উপহার সটবসে ।  
 ব্রাহ্মণ সহস্র সংখ্যা আনিয়া পরশে ॥  
 রত্ন মালিকা হীরা জড়িয়াছে ভাল ।  
 এক আগে পরে হেন শত সংখ্যা থাল ॥  
 যেই যেই পাত্র আনি পদার্থ রাখিল ।  
 সঙ্গের সেবক স্থানে সব সমর্পিল ॥  
 কদাচিত সেই মেলে সেই ছিল দক্ষিণী ।  
 নৃপ নিমন্ত্রণ ভিক্ষ হৈল জন্ম সুখী ॥  
 সংক্ষেপে করি আর্মী ভোজনের কথা ।  
 বিচারিয়া কহিতে বিশাল হয় পোতা ॥  
 রত্নসেন ভোজন করিলা যথোচিত ।  
 সটবস নানা উপভোগ বাজবীত ॥  
 রতনে জড়িত সপ্ত খণ্ড ধরাহব ।  
 নানা বর্ণ্য চিত্র করিয়াছে চিত্রকব ॥  
 চন্দ্র সূর্য লিখিয়াছে নক্ষত্র মণ্ডল ।  
 হবিহর প্রস্কা ইন্দ্র দেবতা সকল ॥  
 নবগ্রহ বাববাসী যত দিকপাল ।  
 পশুপক্ষী বৃক্ষলতা লিখিয়াছে ভাল ॥

১ রাজজৈগ্য ২ সটবসে ৩ সহস্র সংখ্যা ৪ বথন মালিকা ৫ এর পরে  
 কয়েকটি পাতা 'টা' পুঁথিতে নেই । পববতী অংশের পাঠ 'বা'  
 পুঁথির এবং পাঠান্তর আদি অঙ্কসানের গ্রন্থ থেকে গৃহীত ।  
 ৬ নৃপ নিমন্ত্রণ ৭ মহা ৮ সংক্ষেপে ৯ কিছু ১০ কবিলে  
 ১১ যথোচিত ১২ উপভোগ বাজবীত ১৩ চিত্র ১৪ করিয়াছে  
 ১৫ নবগ্রহ ১৬ যত দিকপাল

সংস্কৃত টীকা : সটবস—সট, মব, তি, বস, লব, ঝাল  
 পোতা—পুঁথি  
 ধরাহব—প্রাসাদ

মন্তব্য : আলাওল পদ্মাবতী ও রত্নসেনের বিবাহের শেষে রাজকীয় ভোজন পাঠগদূল একবার দেখিয়েই ভোজনবর্ণনা শেষ  
 করেছেন, এবং এই সংক্ষেপীকরণের কৈফিয়ৎ হিসাবে পুঁথি বিশাল হয়ে যাবাব কারণ দেখিয়েছেন । এক্ষেত্রে জায়সী নবম দশম  
 স্তবক জুড়ে ভোজন পাত্রের ও আহাৰ্য্য বস্তুর বর্ণনা দিয়েছেন । মূলের একাদশ শ্লোক ও ত্রয়োদশ স্তবকে আছে সংগীত  
 তত্ত্ব প্রসঙ্গ । আলাওল ইতিপূর্বে শাস্ত্রতত্ত্ব খণ্ডে সংগীত শাস্ত্র সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে এসেছেন বলে এখানে  
 আর এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন নি । আলাওলের শেষ স্তবকটির আভাস পাওয়া যাবে মূলের পরবর্তী খণ্ডের প্রথম স্তবকটিতে ।



## পদ্মাবতী-রত্নসেন ভেটখণ্ড

সপ্তখণ্ড ধরাহর জেন সপ্তাকাশ ।  
তথা নিআ কৈন্যা বর দিলেক নিবাস ॥  
সখী দুই সহস্র আইল সেবাকাজে ।  
তারক বিণ্টীত জেন পদ্য ষিঞ্জরাজে ।  
উঝল নৈক্ষত্রকুল বেরি চারিপাস ।  
মীহিরা লইআ সসী উঠীল আকাশ ।  
সপ্তখণ্ড ধরাহর নগ<sup>১</sup> সপ্তরংগ ।  
দবসন মাত্র হএ কটী<sup>২</sup> পাপ ভংগ ॥

হীরার ইটাল সব কফুল জাস্তন<sup>৩</sup> ।  
চন্দ্রানের শত<sup>৪</sup> সব জর্জিত রতন ॥  
গজমুক্তা দামে<sup>৫</sup> লাগীআছে<sup>৬</sup> তার চন্দন ।  
বৃশ্বকর্মা করিতে না পারে তাব গনে<sup>৭</sup> ॥  
অতি সূনির্মল জেন দ্রপনেব কায়া ।  
এক দিগে মূর্ত্তি আর দিগে দেখে ছায়া<sup>৮</sup> ॥  
তাহে সখী অপচবা সসীগন<sup>৯</sup> ।  
জোগসীর্ষ ফলে পাইল অমরা ভুবন ॥

চারিদিকে চারিস্ব স্ব ফটীক উঝল ।  
নানাবন্যে মূর্ত্তি তাহে ঘটীছে নির্মল ॥  
সজ্জবনে কায়াসীর্ষ<sup>১০</sup> কহে '১০ ডান্ডাইআ ।  
নানাবিদি সূর্গাশ্ব তাবুল পত্র লৈআ ॥  
তার মাজে<sup>১১</sup> রতন<sup>১২</sup> খাট অতি মনুহর ।  
বিচিত্র কমল সৈমজা তাহার উপর ॥  
জেই দৈব খাইতে পৈবিতে ইশ্বা হএ ।  
পোতালিব হস্ত হস্তে সেই বস্ত লএ ॥  
সেই সৈমজা উপরে বহিল<sup>১৩</sup> রত্নসেন ।  
অপচবা বিণ্টীত স্বর্গ<sup>১৪</sup> ইন্দ্র<sup>১৫</sup> জেন ॥  
উপরেতে চন্দ্রথোপ করে বলমল ।  
মানিক প্রদীপ নিসী বাসর উঝল ॥

১ নব ২ দৃষ্টি ৩ হীরানোতি কপট আদি ইটাল পাষণ ৪ দাঁহলা  
৫ লাগাইল ৬ বিশ্বকর্মা সহিতে না পারে কার্যগুণ ৭ একদিগে মূর্তি  
দেখি আর দিগে ছায়া ৮ তাতে শশী অসরা বোঁষ্টত সখীগণ ৯ যেন  
১০ রেছে ১১ মধ্যে ১২ বর ১৩ বসিলা ১৪ ইন্দ্র ১৫ স্বর্গরাজ

মন্তব্যঃ প্রথমস্তবকের অনুবাদ সংক্ষিপ্ত হলেও অনেকটাই মূলানুগ । দোহা অংশটিও অনূদিত হয়েছে । মূলে যেখানে সখীদের  
সংখ্যা ছিল দশ হাজার অনুবাদে তা দুই হাজারে পরিণত । শ্বিতীয় স্তবকের অনুবাদও কিছুটা মূলানুগ । তবে দোহা অংশটি  
অনুবাদে অনুপস্থিত । সমুদ্রতরঙ্গের ন্যায় মেখে কিংবা হিম্মোলাকৃত সোনার থাম ইত্যাদি অনুবাদে বিজ্ঞিত । তৃতীয়  
স্তবকের অনুবাদ করতে গিয়ে আলাওল জামসীর চতুর্থ স্তবকের পদতুল প্রসঙ্গও এনে ফেলেছেন । চতুর্থ স্তবকটি আর  
পৃথকভাবে অনূদিত হয় নি ।

সপ্তখণ্ড ধরাহর যেন সপ্তাকাশ ।  
তথা লৈয়া কন্যা বর দিলেক নিবাস ॥  
সখী দুই সহস্র আইল সেবাকাজে ।  
তারকা বোঁষ্টত যেন পূর্ণ শ্বিঞ্জরাজে ॥  
উজ্জ্বল নক্ষত্রকুল বেড়ি চারিপাশ ।  
মিহির লৈয়া শশী উঠিল আকাশ ॥  
সপ্তখণ্ড ধরাহর নব সপ্তরংগ ।  
দরশন মাত্র হয় দৃষ্টিপাপ ভংগ ॥ ( জা. ১ )

হীরার ইটাল সব কপূর যতন ।  
চন্দ্রনের শত<sup>৩</sup> সব জর্জিত রতন ॥  
গজমুক্তা দাঁহলা লাগাইল তার চন্দন ।  
বিশ্বকর্মা সহিতে না পারে কার্যগুণ ॥  
অতি সূনির্মল যেন দর্পণের কায়া ।  
একদিগে মূর্তি দেখি আর দিকে ছায়া ॥  
তাতে শশী অসরা বোঁষ্টত সখীগণ ।  
যোগ-সির্ষ- ফলে পাইল অমরা ভবন ॥ (জা.২)

চারিদিকে চারিস্ব স্ব স্ব ফটীক উজ্জ্বল ।  
নানাবর্ণ মূর্তি তাতে গঠিছে নির্মল ॥  
সজ্জীবন কায়া যেন রেছে দান্ডাইয়া ।  
নানাবিধি সূর্গাশ্ব তাবুল পাত্র লৈয়া ॥  
তার মধ্যে রত্নখাট অতি মনোহর ।  
বিচিত্র কমল-শয্যা তাহার উপর ॥  
যেই দ্রব্য খাইতে পরিতে ইচ্ছা হয় ।  
পুতালিব হস্ত হোস্তে সেই বস্ত লয় ॥  
সেই শয্যা উপরে বাসিলা রত্নসেন ।  
অসরা বোঁষ্টত ইন্দ্র স্বর্গরাজ যেন ॥  
উপরেতে চন্দ্রথোপ কবে বলমল ।  
মানিক্য প্রদীপে নিশি বাসর উজ্জ্বল ॥ (জা.৩-৮)

শব্দার্থ টীকা : শ্বিঞ্জরাজ—চন্দ্র  
মিহির—সূর্য, এক্ষেত্রে রত্নসেন  
সপ্তখণ্ড ধরাহর—সাতমহলা প্রাসাদ

গাঠী ছোড়াইতে ছল করি সখী গনে<sup>১</sup> ।  
 নৃপ পাস হস্তে কৈন্যা নিল আনন্দানে<sup>২</sup> ॥  
 নৃপতি দেখিল জদি পাসে প্রিয়া নাই ।  
 মনে অনুসোচ করে কি হৈল গোঁসাই ॥  
 বহুতপ করি চন্দ্র পাইলুম পূর্নামার ।  
 কনে<sup>৩</sup> হরি নিল জগ করি অশ্ধকার ॥  
 সন্তেত পায়স পাইলুম চির উপবাসে ।  
 পদীপ নিবাইল কনে<sup>৪</sup> প্রথম গবাসে ॥  
 বহু জন্মে রত্ন পাইলুম<sup>৫</sup> কনে<sup>৬</sup> নিল হরি ।  
 লন্ট<sup>৭</sup> জোগে সাদি আমী<sup>৮</sup> সীম্ব<sup>৯</sup> পাই মরি ॥  
 মীলিয়া বিচ্ছেদ পূর্নি মৃত্যু সমস্বর ।  
 কপাল হইয়া বিধি হইল ফামব<sup>১০</sup> ॥  
 ধরাইতে নারি হিআ<sup>১১</sup> চাকিত হইয়া ।  
 স্থকিত রাইল জেন টক নাব<sup>১২</sup> খাইয়া ॥  
 ষ্ঠ<sup>১৩</sup> বৃষ্টি হিন হাস্য ক্রোধ নাই আইসে<sup>১৪</sup> ।  
 সোবনোর গ্নিহ জেন<sup>১৫</sup> বনখন্ড বাসে<sup>১৬</sup> ॥  
 সখীগনে নৃপতির দেখি হেন রীত ।  
 জিঞ্জাসীলা মৃদুবাক্যে<sup>১৭</sup> হাস্য আইসে<sup>১৮</sup> ॥  
 কহ সীম্ববর তোর গুরু গেল কথা ।  
 চন্দ্র বিনে সুর একেশ্বর কেনে এথা ॥  
 কথাতে লুকাই থুইলা চান্দ্রমা তোমার<sup>১৯</sup> ।  
 জেই বিনে রজনী জগত আশ্চর্য ॥  
 নৃপতি বৃলিল সূর্ন<sup>২০</sup> সখীর বচন ।  
 চাতুরী সমএ ভাল পাইচ এখন ॥  
 অমৃত দ্রসাই পূর্নি বিস কর দান ।  
 এমত দয়াল সংসারেতে গাছে<sup>২১</sup> কন<sup>২২</sup> ॥  
 জাহার মরমে ঘাও<sup>২৩</sup> সেই মাত্র জানে ।  
 না জানে প্রেমের বেতা অবোধিত জনে ॥

গাঠী ছোড়াইতে ছল করি সখীগণ ।  
 নৃপ পাশ হোশেত কন্যা নিল অন্য স্থান ॥  
 নৃপতি দেখিল যদি পাশে প্রিয়া নাই ।  
 মনে অনুশোচ কবে কি হৈল গোঁসাই ॥  
 বহু তপ করি চন্দ্র পাইলুম পূর্নিমাণ ।  
 কেবা হরি নিল জগ করি অশ্ধকার ॥  
 সন্তেত পায়স পাইলুম চির উপবাসে ।  
 প্রদীপ নিবাইল কেবা প্রথম গরাসে ॥  
 বহু যন্মে রত্ন পাইলুম কেবা নিল হরি ।  
 অষ্টযোগে সাধি সীম্বপদ পাই মরি ॥  
 মিলিয়া বিচ্ছেদ পূর্নি মৃত্যু সমস্বর ।  
 কপাল হইয়া বিধি হইলা পামর ॥  
 ধরাইতে নারে চিত্ত চাকিত হইয়া ।  
 স্থকিত হৈল যেন ঠকলাড়ু খাইয়া ॥  
 ষ্ঠ<sup>১৩</sup> বৃষ্টি হীন হাস্য কান্দনের আশ ।  
 সূবর্ণের গৃহ হৈল বনখন্ড বাস ॥ ( জা. ৫ )  
 সখীগণ নৃপতির দেখি হেন রীত ।  
 জিঞ্জাসিল মধুস্ববে হাসিয়া কাকিণ্ড ॥  
 কহ শিষ্যবর তোর গুরু গেল কোথা ।  
 চন্দ্র বিনে সুর একেশ্বর কেনে এথা ॥  
 কোথাতে লুকাই থুইলা চান্দ্রমা আমার ।  
 যেই বিনে রজনী জগত আশ্চর্য ॥ ( জা. ৬ )  
 নৃপতি বৃলিল শূর্ন সখীর বচনে ।  
 চাতুরী সমএ ভাল পাইছ এখনে ॥  
 অমৃত দর্শাই পূর্নি বিস কর দান ।  
 এমত দয়াল সংসারেতে নাইহ আন ॥  
 যাহার মরমে ঘাও সেই মাত্র জানে ।  
 না জানে প্রেমের বাথা অবোধিত জনে ॥

১ গণ ২ অন্যস্থান ৩ কেবা ৪ কেবা ৫ পাইলুম ৬ কেবা ৭ অষ্ট  
 ৮ সীম্ব ৯ পদ ১০ পামর ১১ চিত্ত ১২ ঠক লাড়ু ১৩ কান্দনের  
 আশ ১৪ হৈল ১৫ বাস ১৬ মধুস্ববে ১৭ কাকিণ্ড ১৮ আমার  
 ১৯ শূর্ন ২০ নাই ২১ আন ২২ বাথা ২৩ খেলা

শব্দার্থ টীকা : গাঠী ছোড়াইতে—গাঠীছড়া খুলতে  
 অষ্টযোগ—যোগের আট অঙ্গ ; যম, নিয়ম, আসন  
 প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি ।  
 ঠক লাড়ু—বিষের নাড়ু ; মূলে আছে ঠগ লাড়ু

মন্তব্যঃ পঞ্চম শতকের অনুবাদ করতে গিয়ে আলাওল মূলের ঘটনাটুকুই গ্রহণ করেছেন, সখীদের বচনবিলাস বর্জন করেছেন ।  
 দোহার একাংশ অনুবাদ কবেছেন শতকের শেষদিকে । শতকের অনেকখানি জুড়ে আছে মূলেব পঞ্চম শতকের অনুবাদ ।  
 সেক্ষেত্রেও মূলের রাসযানিক উপমা বাদ দিয়ে আলাওল নিজস্ব উপমা ব্যবহার করেছেন । ষষ্ঠশতকের অনুবাদ খুবই সংক্ষিপ্ত ।  
 দোহা অংশটি বাদ গেছে ।

প্রার্থিমিতে হেন দাতা কেবা আছে আর ।  
 ভিকারিরে দিয়া দান<sup>১</sup> হরে পদন<sup>২</sup>বীর ॥  
 দাতা হৈআ ভিকারির<sup>২</sup> প্রান জদি হরে ।  
 মরিলে পাইব জেবা<sup>৩</sup> জার লাগী মরে ॥  
 এথেক শূনিয়া সখী ইশ্বিত হাসীআ ।  
 পরিহাস্ব ছলে কহে ভক্তি আচারিয়া ॥  
 এখনে<sup>৪</sup> গগনে লকুইল সেই সপী ।  
 পদনি তপ সাধিলে সে পাইবা তপসী ॥  
 আমরা না জানি চন্দ্র গেল কন ভিত ।  
 বিচারিয়া জদি লাগ পাই কদাচিত<sup>৫</sup> ॥  
 তোমাব নিবিখে তবে<sup>৬</sup> কহিব<sup>৭</sup> সর্বথা ।  
 বুলিব ভিকারি পরদেশী আইল এথা ॥  
 তোমা লাগী তপ সাধিআছে এক মনে ।  
 হস্থ্যান<sup>৮</sup> লইআ<sup>৯</sup> কৃপা করহ এখনে ।  
 আমা পবাঞ্নে জদি মনে কৃপা করে<sup>১০</sup> ।  
 দোআদস বরনি আসাব সত্তরে<sup>১১</sup> ॥  
 আর সোল শ্রিগাব জে গম্ধ<sup>১২</sup> অনুপাম ।  
 না জানিলে শূন বাব অববণ<sup>১৩</sup> নাম ॥  
 সৌরভের কুন্ডে করি সরিব মার্জন<sup>১৪</sup> ।  
 বিচিত্র বসন পরি লিপীত<sup>১৫</sup> চন্দন ।  
 শ্রীমস্ত<sup>১৬</sup> সীন্দুর পবি তিলক ললাটে ।  
 শূর সসী সমুদিত বিধেনা নিকটে ॥  
 শ্রবনে কুন্ডল দিয়া<sup>১৭</sup> নয়ানে আঞ্জন ।  
 বেসরে রঞ্জিত নাসা জাঁরত রন্তন ॥  
 রাতুল তাম্বুল রাগে শূরগা অধর ।  
 গীমে সঞ্জচারি হার অতি মনুহর ॥  
 অণ্ণেব বলয়া আদি করেতে কঞ্চন ।  
 রুন্দু ঝনু বাজে কটী মুখেতে রোসন<sup>১৮</sup> ॥  
 নেপদুর পাইল<sup>১৯</sup> জদি চরণে রঞ্জিত ।  
 শ্বাদস বরন<sup>২০</sup> নাম শূনহ নিশ্চিত ॥  
 আর বার আবরন<sup>২১</sup> তন<sup>২২</sup> লগ্ন হএ ।  
 বর বালা চিন হেন পিণ্ডিতে বোলএ ॥

১ ভিক্ষা দিয়া যোগী করে ২ ভিক্ষকের ৩ যেই ৪ যখন ৫ যে  
 ৬ আচারিত ৭ আমা ৮ বিচারি ৯ দয়াল ১০ হৈয়া ১১ মায়া কর  
 ১২ বার আভরণ পবি আসিবে সত্তব ১৩ সহজ ১৪ আভরণ  
 ১৫ সৌরভে শরীর যেন করিব মার্জন ১৬ পরএ ১৭ সীমস্ত  
 ১৮ আদি ১৯ অঙ্গত ২০ শূনিতে শোভন ২১ পার্যার ২২ বার  
 আভরণ ২৩ আভরণ ২৪ তন

মন্তব্য : অষ্টম শতকের অনুবাদের বক্তব্যটুকুই মূলানুগ, কিন্তু বৃন্দে পথক । অমৃত ও বিষ প্রসঙ্গটুকু ছাড়া কোনো  
 উপমাই মূলগত নয় । মূলে আছে রাসাধারিক ও ধাতব উপমা । অপরিচিত্য-জনোই আলাওল সে সব উপমা বাদ দিয়েছেন ।  
 নবম ও দশম শতক দুটির অনুবাদ খতদ্রসম্ভব মূলানুগ ।

পৃথিবীতে হেন দাতা কেবা আছে আর ।  
 ভিক্ষা দিয়া যোগীকরে হবে পদনবীর ॥  
 দাতা হৈয়া ভিক্ষকের প্রাণ যদি হরে ।  
 মরিলে পাইব সেই যার লাগি মরে ॥ (জা. ৮)  
 এতেক শূনিয়া সখী ঈষৎ হাসিয়া ।  
 পরিহাস্য ছলে কহে ভক্তি আচারিয়া ॥  
 এখনে গগনে লকুইল সেই শশী ।  
 পদনি তপ সাধিলে সে পাইবে তপসী ॥  
 আমরা না জানি চন্দ্র গেল কোন ভিত ।  
 বিচারিয়া যদি লাগ পাই আচারিত ॥  
 তোমার নিমিত্তে তবে কহিব সর্বথা ।  
 বুলিব ভিখারী পরদেশী আইল এথা ॥  
 তোমা লাগি তপ সাধি আছে এক মনে ।  
 দয়াল হৈয়া কৃপা করহ এখনে ॥  
 আমা পরাঞ্নে যদি মনে মায়া কর ।  
 বার আভরণ পরি আসিবে সত্তব ॥  
 আর যোল সিগাব সহজে অনুপাম ।  
 না জানিলে শূন বার আভরণ নাম ॥ (জা. ৯)  
 সৌরভে শরীর যেন করিব মার্জন ।  
 বিচিত্র বসন পরি লিপিত চন্দন ॥  
 সীমস্তে সিন্দুর পরি তিলক ললাটে ।  
 সুর শশী সমুদিত বিধন্য নিকটে ॥  
 শ্রবণে কুন্ডল দিয়া নয়ানে আঞ্জন ।  
 বেসররঞ্জিত নাসা জাঁড়িত রন্তন ॥  
 রাতুল তাম্বুল রাগে শূরগা অধর ।  
 গীমে সঞ্জচারি হার অতি মনোহর ॥  
 অণ্ণেব বলয়া আদি করেতে কঞ্চন ।  
 রুন্দু ঝনু বাজে কটী শূনিতে শোভন ॥  
 নেপদুর পার্যার আদি চরণে রঞ্জিত ।  
 বার আভরণ নাম শূনহ নিশ্চিত ॥  
 আব বার আভরণ তনু লগ্ন হয় ।  
 বরবালা চিন হেন পিণ্ডিতে বোলয় ॥ (জা. ১০)

শব্দার্থ টীকা : বাব আভরণ—বসন, চন্দন, সিন্দুর, তিলক কুন্ডল,  
 আঞ্জন, তাম্বুল, হার, বলয়, বেসর, কঞ্চন, নুপদুর ।

সিন্দুর—শূরার বা বেশ সজ্জা

নেপদুর পার্যার—নুপদুর পার্যাজোড়

পদ্ম বেদ পক্ষি বেদ ফল গোটা চারি ।  
 এ সকল রূপ ধরে পদ্মাবতী নারি ॥  
 চারি পদ্ম চারি পক্ষি আর চারি ফল ।  
 এই দোআদস চিন সারিরে সকল ॥  
 সীংগ কটী গজগাত চিকর চামরী ।  
 কদরুগা নয়ান বালা কাহিল্লুম বিচারি ॥  
 গ্রিধিনি নিশ্চিত কর্ণ নাসা শুকবর ।  
 নিলকন্ঠ তামরুচোরা পীক কণ্ঠস্বর ॥\*  
 বিশ্ব ফল অথব দাবিস্ব<sup>১</sup> যদসন ।  
 কুচ ছিরিফল<sup>২</sup> জগা কদলি লক্ষণ<sup>৩</sup> ॥  
 দোয়াদস অভরন<sup>৪</sup> এই দুই মত ।  
 এবে সরদস সিংগার বেকত<sup>৫</sup> ॥  
 চারি দীর্ঘ চারি লঘু চারি শতল খেন<sup>৬</sup> ।  
 বব স্ত্রীয়া<sup>৭</sup> এই মত সারিরের চিন ॥  
 দীর্ঘ কেস অগ্নুল দিঘল গিম<sup>৮</sup> আর্থী ।  
 দসন কপাল বাতি লঘু তাল<sup>৯</sup> দেখী ॥  
 খীন নাসা অথর তিঅজে<sup>১০</sup> কটী খীন ।  
 চতুর্থে উদর জেন নাহি অস্ত চিন ॥  
 উরুজ নিতম্ব স্থল যার ভুজ ভুরু<sup>১১</sup> ।  
 বাখানিল সব রস<sup>১২</sup> সিংগার<sup>১৩</sup> যুচারু ॥  
 এই ভাবে<sup>১৪</sup> সোল<sup>১৫</sup> ভাঁদ সখী বাখানিল ।  
 ইসীত হাসীয়া<sup>১৬</sup> নূপ পদুস্তর দিল ॥  
 ভার<sup>১৭</sup> সোল অগ্ন লন বিধি<sup>১৮</sup> দিছে জারে ।  
 কি ফল তাহার কৃত মেরু অলঙ্কারে<sup>১৯</sup> ॥  
 জার অগ্ন দরসনে কনক শ্যামল ।  
 রত্ন জিনি<sup>২০</sup> নখদন্ত অথর নির্মাল ॥  
 চন্দ্রের উদএ মাত্র<sup>২১</sup> উকল সংসার ।  
 কোন অভরন<sup>২২</sup> আছে সারিরে তাহার ॥

পদ্মভেদ পক্ষীভেদ ফল গোটা চারি ।  
 এ সকল রূপ ধরে পদ্মাবতী নারী ॥  
 চারি পদ্ম চারি পক্ষী আর চারি ফল ।  
 এই দোয়াদশ চিহ্ন শরীরে সকল ॥  
 সিংহকটি গজগতি চিকর চামরী ।  
 কদরুগা নয়ানী বালা কাহিল্লু বিচারী ॥  
 গৃধিনী নিশ্চিত কর্ণ নাসা শুকবর ।  
 নীলকণ্ঠ তাম্রচূড়া পিক কণ্ঠস্বর ॥  
 বিশ্বফল অথর দাড়িম্ব সুদশন ।  
 কুচ শ্রীফল জাগা কদলী লক্ষণ ॥  
 দোয়াদশ আভরণ এই দুই মত ।  
 এবে শূন যড়দশ সিংগার বেকত ॥  
 চারি দীর্ঘ চারি লঘু চারি স্থূল ক্ষীণ ।  
 বর স্ত্রীয়া এই মত শরীরেব চিন ॥  
 দীর্ঘ কেশ অগ্নুল দীঘল গীম আর্থী ।  
 দশন কপাল নাতি লঘু ঠোটি দেখি ॥  
 ক্ষীণ নাসা অথর তিঅজে কটি ক্ষীণ ।  
 চতুর্থে উদর যেন নাহি অস্ত চিন ॥  
 উরুজ নিতম্ব স্থূল আর ভুজ উরু ।  
 বাখানিল যড়দশ সিংগার সুচারু ॥  
 এই ভাবে ষোল যদি সখী বাখানিল ।  
 ঈষৎ হাসিয়া নূপ পদুস্তর দিল ।  
 বার ষোল অগ্ন লন বিধি দিছে যারে ।  
 কি ফল তাহাবে জড়ি স্বর্ণ অলঙ্কারে ॥  
 যাব অগ্ন দরশনে কনক শ্যামল ।  
 রত্ন জিনি নখদন্ত অথর নির্মাল ॥  
 চন্দ্রের উদয়ে যেন উজ্জ্বল সংসার ।  
 কোন আভরণ আছে শরীরে তাহার ॥

\* এর পরবর্তী পাঠ 'চা' পদার্থ থেকে গৃহীত, এবং পাঠান্তর 'বা' পদার্থ ।  
 ১ ডালিম্ব ২ শ্রিফল ৩ লৈক্ষন ৪ অবরন ৫ এবে শূন স্বরদস অগ্নের বেকত ৬ খীন ৭ বরগ্রিয়া ৮ গীম ৯ লগ্নু জগ ১০ গ্রিঅজে ১১ উর কুচসতল নিখাম্ব ভুজ উব ১২ সব দস ১৩ শ্রিংকাব ১৪ ভাবে ১৫ সোলক ১৬ হাসীতে ১৭ বার ১৮ বিধি ১৯ কি ফল তাহাবে জরা শোনা অলঙ্কারে ২০ জিনি রত্ন ২১ জেন ২২ কেন অবরন

শব্দার্থ টীকা : চিকর চামরী—চমরী গাভীর পুচ্ছের ন্যায় চুল ।  
 কদরুগ নয়নী—হরিগনেয়া  
 গৃধিনী লাঙ্ঘিত কর্ণ—শুকনী নিশ্চিত কান  
 যড়দশ সিংহাব—জায়সীর কাব্যে স্ত্রী-ভেদ-বর্ণন খণ্ডে ষোড়শ সিংহারের বর্ণনা আছে । নারীদেহের অঙ্গ সংস্থানের আদর্শ শ্রেণীবিন্যাস অনুযায়ী চার দীর্ঘ—কেশ, কবাঞ্জালি, নয়ন এবং কণ্ঠরেখা । চাব লঘু—দন্ত, কুচ, ললাট, নাতি । চার স্থূল—কপাল, নিতম্ব, জংবা, ভুজ । চাব ক্ষীণ—নাসিকা, কটি, উর, অথর । আলাওল কুচকে সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র অনুযায়ী লঘুস্তর থেকে স্থূলশ্রেণীতে পরিণত করেছেন ।

মন্তব্য : আলাওল জায়সীর অনুসরণে পদ্মাবতীর শ্বাদশ আভরণের বর্ণনা করে পরে পৃথক একটি স্তবকে সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্র অনুযায়ী সখীমুখে পদ্মাবতীর শ্বাদশ অঙ্গ সংস্থানের বর্ণনা করেছেন, মূলে এটি নেই । মূলে ষোড়শ সংজ্ঞারও পৃথক বর্ণনা এ ক্ষেত্রে নেই । আলাওল মূলের স্ত্রীভেদ বর্ণন খণ্ড থেকে তুলে এনে এখানে তা বর্ণনা করেছেন ।

সখী বোলে জেই আশা কল্যা নৃপমনি ।  
 সহজে সৌন্দর্যি বালা তিলক<sup>১</sup> মহনি ॥  
 কিস্ত<sup>২</sup> বিবাহের কাষে<sup>৩</sup> আছে হেন নিত ।  
 সরিরে মাজিলে তল্য হারিদ্দা মিশ্রিত<sup>৪</sup> ॥  
 তেকারণে কন্যা<sup>৫</sup> অলংকার উস্তারিয়া ।  
 পদন ২ যুসৈরবে<sup>৬</sup> সরির মাজিয়া ॥  
 রাজনীতি পৈদ্রএ রত্নের অভবন<sup>৭</sup> ।  
 আশি গিয়া কন্যা<sup>৮</sup> আনি স্থির কর মন ॥  
 নৃপতিরে এতেক কহিয়া সখী বর ।  
 তুরিত গমনে গেল কন্যার<sup>৯</sup> গোচর ॥  
 করজোরে বোলে সখী<sup>১০</sup> যদনহ মীমতি<sup>১১</sup> ।  
 সয্যার<sup>১২</sup> উপবে একশ্বর<sup>১৩</sup> নরপতি ॥  
 হেরএ তোমার পশত হৈয়া<sup>১৪</sup> হত রিত ।  
 কল্যানিধি ভাবে জেন চকোর চকিত ॥  
 জেই প্রান দেয়<sup>১৫</sup> এক ভাবে হৈয়া লিন ।  
 সখ্যদাএ<sup>১৬</sup> উচিচ যুধিতে<sup>১৭</sup> তার রিন ॥  
 ভুখীলেবে তুরিতে তদসীএ অন্নদানে<sup>১৮</sup> ।  
 কিবা ফল ভোজননে সমএ অবোলানে<sup>১৯</sup> ॥  
 পশ্চাবতি বলে সখী যদনহ নিশচএ ।  
 জে বিহু কহিলা তুমী মোর মনে লএ ॥  
 কিস্ত<sup>২০</sup> স্বামীসেবা না করিছি কোন দিন<sup>২১</sup> ।  
 নাহি জানি যুয়ামি<sup>২২</sup> আপনা কিবা ভিন ॥  
 জৌবন বৈভব<sup>২৩</sup> গবের পাছে ন চিন্তিল<sup>২৪</sup> ॥<sup>২</sup>  
 প্রভু জিঙ্গাসিলে কি বুলিল<sup>২৫</sup> না ভাবিল<sup>২৬</sup> ॥  
 এবে প্রভু জিঙ্গাসিলে রহাস্য<sup>২৭</sup> সকল ।  
 না জানি কি হএ মূখ<sup>২৮</sup> রাতুল পিয়ল<sup>২৯</sup> ॥  
 তেজস্ব তরন<sup>৩০</sup> স্বামি মূই কমলিনী ।  
 উঠিতে<sup>৩১</sup> প্রভুর তপে কি হএ না জানি ।

১ টিলেক ২ দনে ৩ তৈল হলিঙ্গা মীশ্রিত ৪ কৈন্যা ৫ পদনি ৬  
 সুসৌরবে ৭ রাজনীতি পরিচয় রত্ন অভবন ৮ আমি গীয়া  
 কৈন্যা ৯ কৈন্যার ১০ রাণি ১১ মিনাতি ১২ সৈয়্যার ১৩ একেশ্বর  
 ১৪ হই ১৫ দেএ ১৬ সখ্যদাএ ১৭ যুধিতে ১৮ ভূকিলকে উচিচ  
 তদসীঅন্যদানে ১৯ কিবা ফল ভোজন সজন অবসানে ২০ করিচি  
 কন দিন ২১ না জানি স্বামীরে কি ২২ বৈবক ২৩ না চিন্তিল<sup>২৪</sup>  
 ২৫ ভূকিলকে ২৬ রোহাস্য ২৭ দক্ষ ২৮ কমল ২৯ অরুণ  
 ৩০ উঠিতে

মন্তব্য : পদ্মাবতীর ষোড়শস্রী বর্ণনার পর আলাওল মুলের একাদশ শ্লোকের পরে একাদশ শ্লোকের বাদ দিয়ে অন্য ভাবে সাজিয়েছেন ।  
 মূলে আছে পদ্মাবতীর শৃঙ্গারসংস্কার কাব্যবর্ণনা, আলাওল এর পরিবর্তে রত্নসেনের পরিহাসোক্তি বর্ণনা করেছেন । সখীর  
 প্রত্যাহ্বাতিও মূলে বহির্ভূত স্বাধীন রচনা । চতুর্দশ শ্লোকের অনুবাদে পদ্মাবতীর প্রতি সখীনদেশিটি মূলের তুলনায়  
 অনেক বিশ্কারিত । কিস্ত<sup>২০</sup> পদ্মাবতীর প্রত্যাহ্বাতি অনেকটাই মূলানুগ । দোহা অংশটি ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে উপমা খচিত  
 হয়ে উপস্থাপিত ।

সখী বোলে যেই আশা কৈলা নৃপমনি ।  
 সহজে সুন্দরী বালা শ্রীলোকামোহিনী ॥  
 কিস্ত<sup>২</sup> বিবাহের কাষে<sup>৩</sup> আছে হেন রীত ।  
 শরীর মাজিবে তৈল হারিদ্দা মিশ্রিত ॥  
 তেকারণে কন্যা অলংকার উস্তারিয়া ।  
 পদনি পদনি সুসৌরভে শরীর মাজিয়া ॥  
 রাজনীতি পরাইয়া রত্ন অভরণ ।  
 আমি গিয়া কন্যা আনি স্থির কর মন ॥  
 নৃপতিরে এতেক কহিয়া সখীবর ।  
 তুরিত গমনে গেল কন্যার গোচর ॥  
 করজোড়ে বোলে রাণী শূনহ মিনতি ।  
 শয্যাব উপরে একেশ্বর নরপতি ॥  
 হেরয় তোমার পশত হই হর্তাচত ।  
 কল্যানিধি ভাবে যেন চকোর চকিত ॥  
 যেই প্রাণ দেয় এক ভাবে হই লীন ।  
 সখ্যদা উচিচ যুধিতে তার ঋণ ॥  
 ভুখীলেবে তুরিতে তুধিহ অন্নদানে ।  
 কিবা ফল ভোজন সময় অবসানে ॥  
 পশ্চাবতী বলে সখী শূনহ নিশচয় ।  
 যে কিছু কহিলা তুমি মোর মনে লয় ॥  
 কিস্ত<sup>২০</sup> স্বামীসেবা না করিছি কোন দিন ।  
 না জানি স্বামীরে কি আপনা কিবা ভিন ॥  
 যৌবন বৈভব গবের পাছে না চিন্তিল ।  
 প্রভু জিঙ্গাসিলে কি বুলিল না ভাবিল ॥  
 এবে প্রভু জিঙ্গাসিলে রহস্য সকল ।  
 না জানি কি হয় মূখ রাতুল পিয়ল ॥  
 তেজস্বী অরুণ স্বামী মূই কমলিনী ।  
 উঠিতে প্রভুর তপে কি হয় না জানি ॥ (জা.১৪)

শব্দার্থ টীকা :  
 উস্তারিয়া—খুলে  
 ভূখীলেবে—ক্ৰোধিতকে ।  
 রাতুল—লাল  
 পিয়ল—হলুদ, পিঙ্গল  
 তপ—শয্যা

সখী<sup>১</sup> বোলে স্বামির<sup>২</sup> আরাতি হৈল জবে । \*  
 নিজ মনে ইচ্ছাএ রহিতে নারি<sup>৩</sup> তবে ॥  
 ভক্তি ভাবে এক চিস্তে রাখে<sup>৪</sup> প্রেম রস ।  
 নিশ্চয় জানিও<sup>৫</sup> প্রভু ভকতির<sup>৬</sup> বস ॥  
 মনের ভরম ভাঙ্গি হও এক মন ।  
 জাহারে<sup>৭</sup> আপনা দিবা হইবা<sup>৮</sup> আপন ॥  
 বর বালা হৃদে হাস থাকএ তাবত ।  
 প্রেম রসে<sup>৯</sup> পতি<sup>১০</sup> নহি মিলএ জাবত ॥  
 রশে বস কর<sup>১১</sup> প্রভু ভাবে হৈয়া লিন ।  
 স্বামি সে আপনা হৈব<sup>১২</sup> স্নার<sup>১৩</sup> সব ভিন ॥  
 প্রথম<sup>১৪</sup> সঙ্গম ভএ কেবা মনে ধরি ।  
 ভোমরার<sup>১৫</sup> ভরে কভু না টুটে মঞ্জরি ॥  
 নিতে পাঠাইল জবে<sup>১৬</sup> আদেশ অমেট<sup>১৭</sup> ।  
 তন মন জৈবন<sup>১৮</sup> চলহ লৈয়া<sup>১৯</sup> ভেট ॥

\* 'বা' পদ্বিধিতে এল আগে আরও চারটি পংক্তি আছে, যা 'টা' পদ্বিধিতে নেই

সখী বোলে শুন বানি মোব নিবেদন ।  
 স্বামি বর্ণিল প্রভু পদ্বিস কারণ ॥  
 পদ্বিস নাবিব যদি প্রেম না লাগাইত ।  
 গিভুবনে জিব জন্য কিছু না বাখীত ॥

১ পদ্বি ২ স্যামীর ৩ নারে ৪ বাখ ৫ জানিঅ ৬ ভকতির ৭ জাহাকে  
 ৮ হইব ৯ প্রেমবস ১০ রতি ১১ রস বসাকরে ১২ জান ১৩ আর  
 ১৪ প্রেমের ১৫ ভোমরের ১৬ যদি ১৭ অমেট ১৮ জৈবন ১৯ হই

সখী বলে শুন রাণী মোর নিবেদন ।  
 রমণী নির্মল<sup>১</sup> প্রভু পদ্বিস কারণ ॥  
 পদ্বিস নারীর যদি প্রেম না লাগিত ।  
 গিভুবনে জীবজন্তু কিছু না রহিত ॥<sup>২</sup>  
 পদ্বি বলে স্বামীর আরাতি হৈব যবে ।  
 নিজ মন ইচ্ছায় রহিতে নারি তবে ॥  
 ভক্তিভাবে একচিস্তে রাখি প্রেম-রস ।  
 নিশ্চয় জানিবা প্রভু ভকতির বশ ॥  
 মনের ভরম ভাঙ্গি হও এক মন ।  
 যাহারে আপনা দিবা হইবা আপন ॥  
 বরবালা হৃদে হাস থাকয় তাবত ।  
 প্রেমরসে রতি নাহি মিলয় যাবত ॥  
 রসে বশ করে প্রভু ভাবে হৈয়া লীন ।  
 স্বামী সে আপনা জান আব সব ভিন ॥  
 প্রথম সঙ্গম ভয় কেবা মনে ধরি ।  
 ভোমরার ভরে কভু না টুটে মঞ্জরী ॥  
 লৈতে পাঠাইল যদি আদেশ না মেট ।  
 তনু মন যৌবন চলহ লৈয়া ভেট ॥ ( জা. ১৫ )

১ আ ২

শব্দার্থ টীকা : আদেশ না মেট—আদেশ উপেক্ষা কোব না ।

মন্তব্য : মূলে পঞ্চদশ স্তবকটি পদ্মাবতীর প্রতি সখীর মিলন-নির্দেশ । অন্তর্বাদে তা হয়ে পড়েছে সৃষ্টিতত্ত্ব এবং নারী পদ্বিস্বের মিলনতত্ত্বের উপদেশ । দোহা অংশটি বাদ গেছে । মূলের পদ্বিপকল-ক্রম সংযোগের উপমাটি দ্বিধং পরিবর্তিত<sup>১</sup> ভাবে অন্তর্বাদ স্তবকের শেষে আছে, কিন্তু ফলাভারে বৃক্ষশাখা ভাঙার স্তবকটি অন্তর্বাদে বাদ পড়েছে । মূলে আছে মান না করে প্রিয়তমের প্রতি প্রেমবর্ধনের সখীনির্দেশ, আর অন্তর্বাদে আছে স্বামীভক্তির সামাজিক উপদেশ ।

গীত  
দক্ষিণাস্ত শ্রীরাগ চৌক একতালি

তুয়া পদ হেরইতে<sup>১</sup> রাতুল নয়ন যুগ  
কামিনি মহন কটাছ হিন ভেল<sup>২</sup> ।  
প্রেম মদে<sup>৩</sup> বিশ্বদুল<sup>৪</sup> শতত বহএ লোর<sup>৫</sup>  
অব ২ পরিহারি শৃঙ্খ বৃক্ষি গেল<sup>৬</sup> ॥  
চল ২ প্রেমহ প্রভুর সে তপে<sup>৭</sup> ।  
আরতি গতি মতি পতি অতি কপে<sup>৮</sup> ॥ ( ধুয়া )  
চন্দন<sup>৯</sup> চান্দ সিতল মায়ানিল বৃমল<sup>১০</sup>  
সৌরভ কথ বিখ লাগে<sup>১১</sup> ।  
ভ্রমর কোঁকিল রব<sup>১২</sup> শূনত<sup>১৩</sup> পরাভব  
মধু মথ<sup>১৪</sup> বান আনল উর জাগে ॥  
কিঞ্চিৎ প্রাণ আছে ঘটে ধুক ২  
তোয়া আসোআচ<sup>১৫</sup> বচন বিসউআসে ।  
শ্রীগুত<sup>১৬</sup> মাগন রসিক সুনায়ক<sup>১৭</sup>  
আরতি হিন আলাওলে<sup>১৮</sup> ভাষে<sup>১৯</sup> ॥ •

১ হেরিতে ২ ভেলা ৩ ভবে ৪ বিশিষ্ট ৫ লর ৬ হবি গেলা  
৭ চল ২ প্রেম প্রভু রস তপে ৮ কম্প ৯ চন্দ ১০ মলয়া নিমল  
বৃমল ১১ রাগে ১২ বর ১৩ শূনতে ১৪ মনমথ ১৫ তুয়া  
আসআস ১৬ শ্রী জোত ১৭ শূনাওক ১৮ আলাওলে

১৯ এবপর 'বা' পুঁথিতে পুঁথিলেকের অতিরিক্ত দু পংক্তি—  
কামর বসজন তাহান আরতি বচন  
কাঁব লেখে হিন আবুল হোচন

• পদটি শহীদুল্লাহ সংস্করণে নিম্নরূপ—

তুয়া পদ হেরইতি বাতুল যুবতী-কামিনী মোহন কটাক্ষ হীন ভেল ।  
প্রেমমদে বিভোর সত্তত বহয় লোর অবয়ব পরিহারি শৃঙ্খ বৃক্ষি  
হারি গেল ॥

চল চল প্রেম-প্রভুর সে তপে ।

আরতি গতি মতি পতি অতি অপে ॥ (ধু)

চন্দন চন্দ্র-কিরণ মানে আনল সমান সৌরভ বিশিখ ভব লাগে ।

ভ্রমর কোঁকিল রব শূনি অতি পরাভব মমথ-বাণ আনল পরে জাগে ॥

কিঞ্চিৎ প্রাণ ঘটে আছে ধুক ধুক তুয়া আশ্বাসে ।

শ্রীগুত মাগন রসিক সজ্জন আরতি বিহীন আলাওলে ভাষে ॥

[ শহীদুল্লাহের পদ্মাবতী সংস্করণটি এইখানেই সমাপ্ত ]

তুয়া পদ হেরইতে রাতুল নয়ন যুগ  
কামিনীমোহন কটাখ হীন ভেল ।  
প্রেমামোদে বিহরল সত্তত বহয় লোর  
অবয়ব পরিহারি শৃঙ্খ বৃক্ষি গেল ॥  
চল চল প্রেমহ প্রভুর সে তপে ।  
আরতি-মতি পতি গতি অতি অপে ॥ (ধুয়া)  
চন্দন শীতল মলয়ানিল ছল  
সৌরভ বিশিখ খবতর লাগে ।  
ভ্রমর কোঁকিল রব শূনত পরাভব  
মমথ-বাণ আনল উরে জাগে ॥  
কিঞ্চিৎ প্রাণ আছয় ঘটে ধুক ধুক  
তুয়া আশ্বাস বচন বিসোআশে ।  
শ্রীগুত মাগন রসিক সুনায়ক  
আরতি হীন আলাওলে ভাষে ॥

পদ্মাবতীর প্রতি সখীগণে—তোমাব চরণ দেখে তাঁব নয়ন  
যুগল রক্তিম হলে এবং রমণীমোহন কটাক্ষ ত্যাগ করল ।  
প্রেমের আবেশে বিবশ হয়ে সর্বা তাঁর চোখ দিয়ে অগ্র  
বইছে । দেহ থেকে শৃঙ্খবৃক্ষি অন্তর্হিত হল । চল সখী  
প্রিয়তমেব শয্যার দিকে । প্রেমাতর্পিত গমনে অশক্ত । শীতল  
চন্দন এবং মলয় সমীরেব সৌরভ তাঁর কাছে খরতর শর-  
তুল্যা । ভ্রমর ও কোঁকিলের ডাক শূনে তিনি পরাভূত । মদন  
বাণের আগুন জ্বলছে তাঁর হৃদয়ে । তোমার আশ্বাস বাণীর  
প্রতি বিশ্বাস করে এখনও তাঁর দেহে ধুক ধুক করে কিছুটা  
প্রাণ অবশিষ্ট আছে । শ্রীগুত মাগন রসিক সুনায়ক । হীন  
আলাওল প্রেমাতর্পিত কথা বলছেন ।

শব্দার্থ টীকা : লোর—অশ্রু,

তপে—শয্যায়

বিশিখ—তীর

বিসোআসে—বিশ্বাসে

আরতি মতি পতি গতি অতি অপে—প্রেমাতর্পিত

পতি গমনে অশক্ত ।

• তব্য : পদ্মাবতীর প্রতি সখী-বচন পদটি আলাওলের স্বাধীন রচনা । ব্রজবুলি ভাষায় জয়দেবীয় পদাবলীর ভঙ্গীটি লক্ষণীয় ।  
নূলের খোড়ন শব্দকটিতে আছে পদ্মাবতীর রূপের কাছে বিশ্ব চরাচরের পরাজয় ও তার প্রথাগত আলাকারিক বর্ণনা । আলাওল  
সেক্ষেত্রে মূলের ভাবটুকু বাদ দিয়ে নতুন সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছেন ।

পশ্চিম্নির গমন মূলাল<sup>১</sup> করি জিনি ।  
ধীরে ২ পতি পাশে চলিলা কামিনি ॥  
সুচারিতা সখীগন<sup>২</sup> আগে পাছে হইয়া<sup>৩</sup> ।  
নৃপতি নিকটে আইল পদ্মাবতী লইয়া<sup>৪</sup> ॥  
হাসিয়া কহিল সখী<sup>৫</sup> পবিত্র<sup>৬</sup> ছলে ।  
গোরক্ষ আইল যুগী<sup>৭</sup> তপস্যার ফলে ॥  
ভস্য কদরকুটা গন্ধ শরির<sup>৮</sup> মাজাব ।  
মলিন হইল চন্দ্র পবশে তোমাব ॥  
পদ্মাবতী রানি জেন<sup>৯</sup> নিবমল গংগা ।  
তাব যুগ্য হৈল কি যুগী<sup>১০</sup> ভিক্ষা মাংগা ॥  
নিকটে আইল যুগী<sup>১১</sup> মায়া করি মনে ।  
ভক্তভাবে কোলে উঠে ন লাগে চবলে ॥

গোরক্ষ শাক্ষাত<sup>১২</sup> যুগী খন্ডিল সমাধি<sup>১৩</sup> ।  
তপস্যার<sup>১৪</sup> ফলে পাইল যুধাবসানিধি ॥  
করে ধানি নিলেক জে সভান উপব<sup>১৫</sup> ।  
লাজে অধমুখী বহি ঘোষা<sup>১৬</sup> অস্তব<sup>১৭</sup> ॥  
মিনতি<sup>১৮</sup> বরএ নৃপ যুগ প্রানপ্রিয়া ।  
দয়ালের চিত্যে বেনে কটীনতা জিয়া<sup>১৯</sup> ॥

তোমা লাগি রান্য<sup>২০</sup> তেজি করি প্রানপন ।  
আঁত তপফলে পাইল দবসন<sup>২১</sup> ॥  
এখনে উচিত নহে বদন গোপন ।  
প্রেমবশে কহ কথা যুধাউক শ্রবন ॥  
প্রিয় বাক্য বদলিতে<sup>২২</sup> মনেও নাই জবে ।  
কটীন বচনে এক গালি দেও তবে ॥  
তিস্ত কটু ঔষদ সঞ্জোগে ব্যাধি জাএ<sup>২৩</sup> ।  
তপ্তজল পরসেহো<sup>২৪</sup> অগ্নি সান্ধিত<sup>২৫</sup> পাএ ॥

১ মরাল ২ নারিগণ ৩ হৈয়া ৪ লৈয়া ৫ সখী ৬ পরিহাস ৭ গোরাক্ষ  
আইল দেখ ৮ তবসের ৯ সখি ১০ জান ১১ তার জৈগ্য হৈবা নাকি  
১২ গরু ১৩ গোরাক্ষ শাক্ষাতে ১৪ সমাধি ১৫ তবৈশ্যাব ১৬ করে  
ধরি নিলা কৈন্যা সৈস্জার উপবে ১৭ ঘোষাট অস্তবে ১৮ মিনতি  
১৯ দয়াল চরিত কেনে কটীনতা হিয়া ২০ ব্যস্ত ২১ পাইলুম  
তোমা দরশন ২২ প্রিয় বাক্য কহিতে ২৩ তিথ বস্ত্র আদ্যাদে ঠিককনে  
ব্যাদি জাএ ২৪ সঞ্জোগেহ ২৫ অগ্নী সান্ত

মন্তব্য : সপ্তদশ শতকের অনুবাদ বস্তব্যে মূলানুগ। তবে মূলের চন্দ্রসুর্ষের বৃক ভেঙে দিয়ে বর্ণনাকে  
আলঙ্কারিকতামুক্ত করা হয়েছে। মূল শতকের শেষ দুটি দোহা পংক্তি অনুবাদে যথার্থিতি অনুসৃষ্টিত। অষ্টাদশ শতকের  
অনুবাদ মূলের তুলনায় অনেক সংক্ষিপ্ত। মূলে পদ্মাবতীর প্রথম সমাগম ভীতি বর্ণনা অনেক বিস্তৃত। অনুবাদে বৃগ  
রমণীর অবগুস্তনের অন্তরালে পদ্মাবতীকে লঙ্কায় নীরব করে রাখা হয়েছে। রাজার মিনতিবাণী মূলে শতকে নেই। মূলের  
উনিবিংশ শতকের প্রথম দুলাইনের অনুবাদ দিয়ে পরবর্তী শতকের আরম্ভ, কিন্তু পরবর্তী অংশ মৌলিক রচনা।

পশ্চিম্নীর গমন মরাল করি জিনি ।  
ধীরে ধীবে পতি পাশে চলিল কামিনী ॥  
সুচারিতা সখীগণ আগে পাছে হৈয়া ।  
নৃপতি নিকটে আইল পদ্মাবতী লৈয়া ॥  
হাসিয়া কহিল সখী পবিত্র ছলে ।  
গোরক্ষ আইল যোগী তপস্যার ফলে ॥  
ভস্ন কদরকুট গন্ধ শরীর মাঝার ।  
মলিন হৈল চন্দ্র পবশে তোমাব ॥  
পদ্মাবতী বাণী যেন নিরমল গংগা ।  
তার যোগ্য হৈল কি যোগী ভিক্ষামাংগা<sup>১</sup> ॥  
নিকটে আইল গরু মায়া করি মনে ।  
ভক্তভাবে উঠিয়া লাগ এ চরণে ॥ ( জা. ১৭ )

গোরক্ষ শাক্ষাত শূনি খন্ডিল সমাধি ।  
তপস্যার ফলে পাইল সুধা-বস নিধি ॥  
কবে ধরি নিল কন্যা শয়্যাব উপব ।  
লাজে অধোমুখী বহে ঘোষাট অস্তব ॥  
মিনতি করয় নৃপ শূন প্রাণ প্রিয়া ।  
দয়াল চরিতে বেনে কটীনতা হিয়া ॥ ( জা. ১৮ )

তোমা লাগি রাজ্য তেজি করি প্রাণপণ ।  
অতি তপফলে পাইল তোমা দরশন ॥  
এখনে উচিত নহে বদন গোপন ।  
প্রেমরসে কহ কথা জুড়াক শ্রবণ ॥  
প্রিয়বাক্য বদলিতে মনেত নাই যবে ।  
কটীন বচনে এক গালি দেও তবে ॥  
তিস্ত কটু ঔষধ সংযোগে ব্যাধি যায় ।  
তপ্ত জল সংযোগে অগ্নি শান্তি পায় ॥

১. অ্যা

শব্দার্থ টীকা : গোবক্ষ—নাথযোগী গোবক্ষনাথ  
ভস্য কদরকুট সিংধ—ভাই, ভাঙ্গ, সিংধ  
ইত্যাদি দব্য। মূলে আছে শূখই কদরকুটা ।



ইসিত হাসীয়া কন্যা<sup>১</sup> কহে মধুস্বরে ।  
 না ধর ভিকারি যুগী রাজকন্যা<sup>২</sup> করে ॥  
 অঙ্গরে অস্তরে করকট লন কায়া<sup>৩</sup> ।  
 রাজকন্যা অঙ্গে না লাউক<sup>৪</sup> যুগী ছায়া<sup>৫</sup> ॥  
 শ্বারের বাহিরে থাকি ন মাগিয়া ভিক্ষা ।  
 যুগে উঠি মাগিতে<sup>৬</sup> করিছো যুগশিক্ষা<sup>৭</sup> ॥  
 নৃপ অস্তঃপদে<sup>৮</sup> যুগী রহিতে ন পাবে ।  
 ভিক্ষা মাগী লও গিয়া শ্বারের বাহিরে ॥

নৃপতি বুলিলা যুগ<sup>৯</sup> প্রানেব ইশ্বরী ।  
 রাজ্যপাট ছাি শথা হইল ভিখারী<sup>১০</sup> ॥  
 ঘব শ্বাবে ভিক্ষা মাগি ন পাইল<sup>১১</sup> জবে ।  
 চোর মত<sup>১২</sup> সিন্ধ দিয়া সামাইল<sup>১৩</sup> তবে ॥  
 প্রাণ লৈতে গেল নৃপ শাজি<sup>১৪</sup> নিকট ।  
 তোমার প্রভাবে এবাইল<sup>১৫</sup> সে সংকট ॥  
 তাহার অধিক মোর সংকট এখন ।  
 বিন<sup>১৬</sup> অপরাধে গোপ্ত করহ বদন ॥

কন্যা বলে<sup>১৭</sup> জেবা মন বাসিলেক যুগে<sup>১৮</sup> ।  
 তার কাষে কোন রাহে<sup>১৯</sup> সংসারের ভোগে ॥  
 যুগী হইলে অনাহার থাকে<sup>২০</sup> সর্বক্ষন ।  
 সশ্নেহ না হেরে যুগী রমনি বদন ।  
 প্রচন্ড ভপন তেজ যুগীর শরীরে ।  
 সোম সম সিন্ধ রশ্মি চুগী কলপরে<sup>২১</sup> ॥  
 যুগী ভুগী গিলিত নহে এ<sup>২২</sup> বদাচিত ।  
 নিশী দিনান্তরে দুহ হিমাংস আদিত<sup>২৩</sup> ॥  
 ছলে জমে<sup>২৪</sup> টগে যুগী টলে বিজ্ঞ মন<sup>২৫</sup> ।  
 এই রূপে সিতাদেবী হরিল বাবন ॥

১ কৈন্যা ২ রাজকৈন্যা ৩ কায়া ৪ না পরক ৫ ছায়া ৬ মাগীবায়ে  
 ৭ রাজসীক্ষা ৮ অস্তঃপদে ৯ নিপ বোলে তোমা লাগী ১০ রাজ  
 পাট ছাি সৈত হৈলুম ভিকারি ১১ না পাইলাম ১২ রূপ  
 ১৩ সামাইলাম ১৪ শাজি ১৫ সে এবাইলাম ১৬ বিনি ১৭ কৈন্যা  
 বোলে ১৮ জোগে ১৯ তার কাষে কোন রাহে ২০ অনাহারে থাকে  
 ২১ সম সম সীম্ব রছি যুগী করে ২২ না হএ ২৩ দুই মাসেক  
 বিদিত ২৪ বৃক্ষ ২৫ টোনা বিধমান

মন্তব্য : মূলের অষ্টাদশ শবকের অস্তর্গত পদ্মাবতীর মিনতি-বাণীর দোহাসমেত হনুবহু অনুবাদ আছে বর্তমান শবকে। কেবল সুযেরি কাহ থেকে চাঁদের পলায়ন চিত্রটি বাদ গেছে। উনিবংশ শবকের অনুবাদ করতে গিয়ে পরবর্তী শবকে আলাওল অনেকটাই পরিবর্তিত করেছেন। মূলে আছে মালতী-ভ্রমর, ভ্রমর-কেতকী, দীপ-পাতঙ্গ এবং কমল-ভ্রমরের রূপকে রাজার প্রেমার্তি আর অনুবাদে আছে পদ্মাবতীর জন্য রক্তসেনের সংকটময় আভিমানের ঘটনা বর্ণনা। বিংশ শবকের অনুবাদে যোগী ও ভোগীর বৈপরীত্য-বর্ণনার বস্ত্রবাটুকু মূলানুগ হলেও যোগীর জীবনচরণ বর্ণনা ও তার অলংকারগুলি মূল ও অনুবাদে পৃথক। অবশ্য রাবণের সীতাহরণের পৌরাণিক অনুষ্ণটি মূলানুগ।

ঈষৎ হাসিয়া কন্যা কহে মধুস্বরে ।  
 না ধর ভিখারী যোগী রাজকন্যা করে ॥  
 তপস্যা অস্তরে করকট লন কায়া ।  
 রাজকন্যা অঙ্গে না লাগুক যোগী ছায়া ॥  
 শ্বারের বাহিরে থাকি না মাগিয়া ভিক্ষা ।  
 শ্বগে উঠি মাগিতে করিছ যোগ শিক্ষা ॥  
 নৃপ অস্তঃপদে যোগী রহিতে না পারে ।  
 ভিক্ষা মাগি লও গিয়া শ্বারের বাহিরে ॥ (জা. ১৮)

নৃপ বোলে তোমা লাগি প্রাণেব ঈশ্বরী ।  
 রাজ্যপাট ছাড় সত্য হইল ভিখারী ॥  
 ধরশ্বারে ভিক্ষা মাগি না পাইল যবে ।  
 চোর মত সিন্ধ দিয়া সামাইল তবে ॥  
 প্রাণ লৈতে গেল নৃপ সাতিয়া নিকট ।  
 তোমার প্রভাবে সে এবাইল সংকট ॥  
 তাহার অধিক মোর সংকট এখন ।  
 বিনি অপরাধে গুপ্ত করহ বদন ॥ ( জা. ১৯ )

কন্যা বলে যোবা মন বাসিলেক যোগে ।  
 তার কাষে কোন রাহে সংসারের ভোগে ॥  
 যোগী হৈলে অনাহারে থাকে সর্বক্ষন ।  
 শ্বশ্নেহ না হেরে যোগী বগণী বদন ॥  
 প্রচন্ড ভপন তেজ যোগীর শরীরে ।  
 সোম সম সিন্ধ রশ্মি যোগী কলেববে ॥  
 যোগী ভোগী মিশ্রিত না হয় কদাচিত ।  
 নিশি দিনান্তরে দুহ হিমাংশু আদিত ॥  
 ছলযোগে ঠগে যোগী টলে বিজ্ঞ মন ।  
 এই রূপে সীতাদেবী হরিল রাবন ॥ ( জা. ২০ )

শব্দার্থ টীকা : সিন্ধ দিয়া—সিন্ধ দিয়ে  
 সামাইল—প্রবেশ করলাম  
 হিমাংশু আদিত—চন্দ্র সূর্য

নূপে বোলে অনাহারে থাকএ জাবত ।  
 সিংখি হেন পদ যুগী ন পাই তাবত ॥  
 সিংখিপদ পাইলে যুগী ভুগী নাহি চিন ।  
 শর্বাষ্ট আপনা<sup>১</sup> তার কেবা আছে ভিন ॥  
 জে ব্দুলিলা য়র সঁস নিসী দিনান্তর ।  
 অর্ক য়তি<sup>২</sup> চন্দ্রর উঝল কলেবর ॥  
 চন্দ্র য়য়া<sup>৩</sup> সিব শক্তি কিবা তার ভিন ।  
 পুর্ন<sup>৪</sup> দরশন হএ পুর্নমাসী<sup>৫</sup> দিন ॥  
 সিবসক্তি মিলিলে<sup>৬</sup> সে সিংখি হএ কাএ ।  
 শক্তি কার বিন্দু সিব সব সংগ<sup>৭</sup> পাই ॥  
 জে কহিলা য়নে জোগে টগে যুগী জনে ।  
 তুমী বিন্দু আর<sup>৮</sup> কিছ্দু নাহি মোর মনে ॥  
 আপনাত পুছ সখা<sup>৯</sup> ভাব কিবা ছল ।  
 ছলবৃক্ষে কভু না ধরএ<sup>১০</sup> সিংখফল ॥  
 সীতাদেবী রাবনেরে কলা ভিক্ষা দান ।  
 তুমি সে নিঠর অতি লুকাও বয়ান<sup>১১</sup> ॥  
 দূর হোশে<sup>১২</sup> অলি আইসে কমল সম্পাস ।  
 ভ্রমর নিছনি পখ দেএ বাস<sup>১৩</sup> ॥  
 তোমার আমার প্রেম আয়ুকার নহে<sup>১৪</sup> ॥  
 মনেভ শ্বরণ কর পুর্বা<sup>১৫</sup> পরিছএ<sup>১৬</sup> ॥  
 গোপতে একাঙ্গ ছিল বেকতে অক্ষাঙ্গ<sup>১৭</sup> ।  
 মনের ভরমে মানে<sup>১৮</sup> ২এ রঙ্গ ভঙ্গ ॥

নূপ বোলে অনাহারে থাকয় জাবত ।  
 সিংখি হেন পদ যোগী না পায় তাবত ॥  
 সিংখিপদ পাইলে যোগী ভোগী নাহি চিন ।  
 সর্বাষ্ট আপনা তার কেবা আছে ভিন ॥  
 যে ব্দুলিলা সূর শশী নিশি দিনান্তর ।  
 অর্ক জ্যোতি চন্দ্রর উজ্জ্বল কলেবর ॥  
 চন্দ্র সূর্য শিব শক্তি কিবা তারা ভিন ।  
 পূর্ণ্য দরশন হয় পৌর্ণমাসি দিন ॥  
 শিব শক্তি মিলিলে যে সিংখি হয় কাষ ।  
 শক্তি বিনে শিব শক্তি সব শংকা পায়<sup>১</sup> ॥  
 যে কহিলা ছলযোগে ঠগে যোগী জনে ।  
 তুমি বিনে আর কিছ্দু নাহি মোর মনে ॥  
 আপনাতে পুছ সত্যভাব কিবা ছল ।  
 ছলবৃক্ষে কভু না ধরয় সিংখফল ॥  
 সীতাদেবী রাবণেরে বৈল ভিক্ষাদান ।  
 তুমি সে নিঠর অতি লুকাও বয়ান ॥  
 দূর হোশে অলি আইসে কমল সম্পাস ।  
 ভ্রমর নিছনি যায় পখ দেয় বাস ॥  
 তোমার আমার প্রেম অজিকার নয় ।  
 মনেত শ্বরণ কর পূর্বা<sup>১</sup> পরিচয় ॥  
 গোপতে একাঙ্গ ছিল বেকত দুই অঙ্গ ।  
 মনের ভরমে মানে হয় রঙ্গ ভঙ্গ ॥ ( জা. ২১ )

১ সবেষাষ্ট আপনা ২ জোতে ৩ যুজ্জ্ব ৪ পূর্ণ্যমাসী ৫ মিলন  
 ৬ সম সীংখি ৭ তুমী বিনে আন ৮ কিবা ৯ নাই ধবে ১০ বয়ান  
 ১১ ভোমর নিচনি জাএ পদে দেএ বাস ১২ নএ ১৩ পরিচএ  
 ১৪ সোঅঙ্গ ১৫ মন

১. আ

শব্দার্থ টীকা : অর্কজ্যোতি—সূর্য্যিকরণে জ্যোতিতে  
 পৌর্ণমাসি—পূর্ণ্যমা  
 কমল সম্পাস—পদ্মেব পাশে

মন্তব্য : মূলের একবিংশ শতকের অনুবাদ করতে গিয়ে রাবণকে সীতার ভিক্ষাদানের পৌরাণিক অনুষ্ণেগব মূলানুর্বাষ্ট-  
 টুকু ছাড়া আলাওল প্রায় সর্বাষ্টই নূতন কথা বলেছেন। মূলে রাজার প্রেম-আবেদনের মধ্যে সূর্য-চন্দ্র, ভ্রমর-চম্পক, মালতী-ভ্রমর  
 ইত্যাদি রূপকের সাহায্যে ফুলগানুসারি ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু অনুবাদে শিব শক্তিভঙ্গ, অশ্বতত্ত্ব, যোগতত্ত্ব ইত্যাদি কথাই বেশী  
 প্রাধান্য পেয়েছে। মূলের দোহা অংশটির পরিবর্তে আলাওল শতকশেষে যুগলের ভেদাভেদত্বের ইঙ্গিত দিয়েছেন যা মূলে  
 নেই। উপমা রূপকগুলিতে মূলানুসারিতা এবং নতুন দৃষ্টিই আছে। সূর্যের জ্যোতিতে চন্দ্রের দীপ্যমানতার উপমাটি  
 মূলানুসারী, তেমনি আবার ছলবৃক্ষে সিংখফল না ধরার রূপকটি নূতন সংযোজন।

মূলের শ্বাবিংশ শতক থেকে সপ্তবিংশ শতক পর্যন্ত রত্নসেনের ও পদ্মাবতীর পারস্পরিক উক্তি প্রত্যুত্তির মধ্য দিয়ে  
 প্রেমত্বের যে অসাধারণ আলোচনা আছে আলাওল তাঁ সম্পূর্ণ বর্জন করেছেন।

বিহাসী কহিল ধনি<sup>১</sup> য়ন প্রান পিউ<sup>২</sup> ।  
 ভাব রস বাক্য<sup>৩</sup> মোর ভোলাইলা জিউ ॥  
 নিশ্চয় জানিল মোর গত তোমা প্রাণ ।  
 সেই ভাবে ভুলি কল্যা<sup>৪</sup> তন মন দান ॥  
 য়ক মূখে য়নিয়া পীরল<sup>৫</sup> তোমা বসে<sup>৬</sup> ।  
 দেখিয়া ভুলিল<sup>৭</sup> সত গুণ ভাব রসে ॥

কি জানি মোহনি দিয়া<sup>৮</sup> বন্দি কল্যা<sup>৯</sup> মন ।  
 সয়ন জাগনি তিল নহে<sup>১০</sup> বিশ্বরন ॥  
 বিনি জলে মিন<sup>১১</sup> জেন হৈল মোর জিউ ।  
 জপীল<sup>১২</sup> চাতক শ্রাএ মনে পীউ<sup>১৩</sup> ২ ।  
 চোকরের মত<sup>১৪</sup> নিশি নিদ্রা নাহি আখী<sup>১৫</sup> ৪ ।  
 পথ্যএ না কল্যে তোমা<sup>১৬</sup> মনে মোর সাক্ষি ॥  
 তোমা<sup>১৭</sup> ভাবানলে হৈল মোর হৃদে প্রেম ।  
 দহন দাহনে হএ বান বৃশ্চ<sup>১৮</sup> হেম ॥  
 কটী ২ পাসানে হেরএ দিনপতি ।  
 য়যো<sup>১৯</sup> আরে হেরে সেই হএ রত্নসোয়তি ॥  
 অরুণ উদএ হএ<sup>২০</sup> কমল প্রকাশ ।  
 নহে কথা অলি কথা মকর<sup>২১</sup> বাস ॥  
 সেই অর্নি<sup>২২</sup> মোর হৃদে হইল প্রবল ।  
 তোমা বহিভূত জথ পূর্বি<sup>২৩</sup> সকল ॥  
 সতত<sup>২৪</sup> মনেব আখি ছিল তোমা ধ্যানে ।  
 বেকত না কল্যে লোকচ<sup>২৫</sup> কারণে ॥  
 গোপত য়দ<sup>২৬</sup> ভাবে বেকত পাইল<sup>২৭</sup> ২ ৩ ।  
 তন<sup>২৮</sup> প্রান জৌবন সকল সর্পি<sup>২৯</sup> ২ ৪ ॥  
 এ বোলিয়া মূখ অন<sup>৩০</sup> পট<sup>৩১</sup> দর করি ।  
 পতি পদে<sup>৩২</sup> সীর দিয়া বহিলা য়দ<sup>৩৩</sup> ২ ১ ॥

১ বিহাসীয়া কহিলেক ২ পীউ ৩ বাক্য ৪ কৈল্য ৫ পূর্বিলা ৬ রসে ৭ ভুলিল ৮ মোহনি দিয়া ৯ কৈলা ১০ সয়ন জাগনে তিলে নাই ১১ মীন ১২ জপীল ১৩ শ্রাএ ১৪ নাই আখি ১৫ পৈথ্যএ না কৈলে তোব ১৬ তোর ১৭ সীশ্ব ১৮ য়শ্চ ১৯ জেন ২০ মকর ২১ য়নী ২২ সতত ২৩ গোপতে য়দিব ভাবে কথ দক্ষ পাইল ২৪ সমবপীল ২৫ এ বুলিয়া মূকের ঘোঘট ২৬ পথে ২৭ রহিল সোল্লি

বিহাসি কহিল ধনি শয়ন প্রাণ পিউ ।  
 ভাব রস বাক্য মোর ভোলাইলা জিউ ॥  
 নিশ্চয় জানিল মোর তোমাগত প্রাণ ।  
 সেই ভাবে ভুলি কৈল তন মন দান ॥  
 শূক মূখে শূনিয়া পিড়িল<sup>১</sup> তোমা বশে ।  
 দেখিয়া ভুলিল<sup>২</sup> সত্য গুণ ভাব রসে ॥ ( জা.২৩ )

কি জানি মোহিনী দিয়া বন্দী কৈলা মন ।  
 শয়ন জাগনে তিল নাহি বিশ্বরন ॥  
 বিনি জলে মীন যেন হৈল মোর জিউ ।  
 জপিল চাতক শ্রায় মনে পিউ পিউ ।  
 চকোবের মত নিশি নিদ্রা নাহি আখি ।  
 প্রত্যয় না কৈলে তোমা মনে মোর সাক্ষী ॥  
 তোমা ভাবানলে হৈল মোব হৃদে প্রেম ।  
 দহন দাহনে হয় বাণ বৃশ্চ হয় ॥  
 কোটি কোটি পাখাণ হেরয় দিনপতি ।  
 সূর্যে<sup>১</sup> ধারে হেরে সেই হয় রত্নসোয়তি ॥  
 অরুণ উদয়ে হয় কমল প্রকাশ ।  
 নহে কোথা অলি কোথা মকর<sup>২</sup> বাস ॥  
 সেই অর্নি মোর হৃদে হৈল প্রবল ।  
 তোমা বশীভূত যত পূর্বি<sup>৩</sup> সকল ॥  
 সতত মনেব আখি ছিল তোমা ধ্যানে ।  
 বেকত না কৈল<sup>৪</sup> লোকচ<sup>৫</sup> কারণে ।  
 গোপত সূর্ধীর ভাব বেকত পাইল<sup>৬</sup> ।  
 তন মন যৌবন সকল সর্পি<sup>৭</sup> ॥  
 এ বুলিয়া মূখেব ঘোঘট দর করি ।  
 পতি পদে শির দিয়া রহিল সুন্দরী ॥ ( জা.৩০ )

শব্দার্থ টীকা : পিউ—প্রিয়  
 জিউ—জীবন  
 মকর—মুখ  
 বাণবৃশ্চ—বর্ণবৃশ্চ  
 তন—সেহ  
 ঘোঘট—ঘোমটা

মন্তব্য : মূলের অষ্টবিংশ স্তবকটির অনুবাদ অনেক সংক্ষিপ্ত । দোহা অংশ তো নেইই, মূলের চৌপাঁচি অংশেরও অনেক কিছুই বর্জিত । মূলে আছে মূখা পদ্মাবতীর অকপট স্বীকারোক্তি । অনুবাদে তা থাকলেও লক্ষ্যায় সংকুচিত । মূলের উপমা সৌন্দর্য অনুবাদে অনুপস্থিত । মূলের উনবিংশ স্তবকের অন্তর্গত রত্নসেনের প্রেমানুগত্যটি বাদ দিয়ে আলাওল মূলের ষিংশ স্তবকের অন্তর্গত পদ্মাবতীর আত্মানন্দনে চলে এসেছেন । অনুবাদটি যতদূর সম্ভব মূলে অনুগত । উপমা রূপকগুলি মূলে অনুসারী । কেবল দোহা অংশটি অনুবাদ করতে গিয়ে কিছু ব্যতিক্রম ঘটেছে । লোকনিন্দার ভয়ে প্রেমকে গোপন রাখার কথা অনুবাদে আছে কিন্তু মূলে নেই । আর মূলের ঘোমটা সরিয়ে ফেলে পতিপদে প্রণতি নিবেদন চিহ্নটিও অনুবাদে নুতন যোজন্য, মূলে ছিল প্রিয়তমের কাছে পদ্মাবতীর আত্মসমর্পণের অভীশা ।

শথরে<sup>১</sup> তুলিয়া নৃপ<sup>২</sup> কোলে বৈশাইলা ।  
 নয়ন বয়ান চন্দ্রিম্ব ললাট ঘ্রানিলা ॥<sup>৩</sup>  
 যদ্বগনলে জ্বালি ছিল<sup>৪</sup> মৃত্যুক মদন ।  
 অধর অমৃত<sup>৫</sup> পানে হৈল সজীবন ॥  
 ভোজে<sup>৬</sup> ভিষ্টি আলিঙ্গন অতি অনুরাগে ।  
 একত্রে<sup>৭</sup> লাগিল জেন কনক সোহাগে ॥<sup>৮</sup>  
 রতিসাম্প্রপাতা<sup>৯</sup> দই ভুলি রতিরসে ।<sup>১০</sup>  
 করএ বিবিধ<sup>১১</sup> কোল অসেস বিসেসে ॥  
 উরু<sup>১২</sup> লাগাইয়া যদুতলা সয়ানে ।  
 জেন পক্ষি ধরি নখে ভিষ্টি<sup>১৩</sup> সাইচানে ॥<sup>১৪</sup>  
 কটীন হিআব দই শ্রীফল কটীন ।  
 গাঢ়<sup>১৫</sup> আলিঙ্গনে রহে পহু আর<sup>১৬</sup> চিন ॥  
 ক্ষেণেক দক্ষিণে বামে খেনে উম্বে<sup>১৭</sup> ২ ।<sup>১৮</sup>  
 দই মলে<sup>১৯</sup> উলটে পলটে রতিযুগ্মে ॥  
 সঘন চন্দ্রপন ক্ষেণে<sup>২০</sup> মধু পান ।  
 নানামতে ভাষ্যাকোলি কল্য সামাদান ॥<sup>২১</sup>  
 রতিরসে বিভোর হইয়া দই জন ।  
 দর ভেল<sup>২২</sup> অন্তরের লয্যার<sup>২৩</sup> বসন ॥  
 ছাওইয়া ধরি মালা গ্ৰভাত বিলান ।<sup>২৪</sup>  
 ভেদিল রসের ঘর সদ্ভিস<sup>২৫</sup> সন্দান ॥  
 অবৈদিত মস্তা<sup>২৬</sup> জদি করিল ভেদন ।  
 অত্যন্ত হারিস<sup>২৭</sup> নৃপ যদুরিল<sup>২৮</sup> নাচন ।  
 চৌরাসী<sup>২৯</sup> প্রকার বন্ধ নৃপ জানে ভালে ।<sup>৩০</sup>  
 নানাছন্দে নিখা<sup>৩১</sup> করে নপুদের তালে ॥<sup>৩২</sup>  
 চোক এক তালি নাটে প্রবলিত কাম ।  
 উরে ২ লাগাইয়া নিখোব বিরাম ॥

সথরে তুলিয়া নৃপ কোলে বসাইল ।  
 নয়ানে বয়ানে চন্দ্রিম্ব ললাট ঘ্রানিল ॥  
 যোগানলে জ্বালিছিল মৃত্যুক মদন ।  
 অধর অমৃত পানে হৈল সজীবন ॥  
 ভুজে ভিষ্টি আলিঙ্গন অতি অনুরাগে ।  
 একত্রে লাগিল যেন কনক সোহাগে ॥  
 রতিশাস্ত্রপাতা দই ভুলি রতিরসে ।  
 করয় বিবিধ কোল অশেষ বিশেষে ॥  
 উরে উরে লাগাইয়া শূদুতলা শয়ানে ।  
 যেন পক্ষী ধরি নখে বিষ্টি সচানে ॥  
 কটীন হিয়ার দই শ্রীফল কটীন ।  
 গাঢ় আলিঙ্গনে বহে কাঞ্চদার চিন ॥  
 ক্ষেণেক দক্ষিণে বামে ক্ষেণে উম্বে<sup>১৭</sup> অধে ।  
 দই মলে উলটে পালটে রতিযুগ্মে ॥  
 সঘন চন্দ্রপন ক্ষেণে ক্ষেণে মধুপান ।  
 নানামতে রসকোলি কৈল সমাধান ॥  
 রতিরসে বিভোর হৈয়া দই জন ।  
 দর কৈল অঙ্গ হৈতে লঙ্কার বসন ॥  
 জয় পাই ধরি মালা গ্রীবাতে বিনান ।  
 ভেদিল রসের ঘর সুধার সন্ধান ॥  
 অবৈদিত মস্তা যদি করিল ভেদন ।  
 অত্যন্ত হারিষে নৃপ জুড়িল নাচন ॥  
 চৌরাসী প্রকার বন্ধ নৃপ জানে ভালে ।  
 নানা ছন্দে নৃত্য কবে নৃপদের তালে ॥  
 চোক এক তালি নাটে প্রবলিত কাম ।  
 উরে উরে লাগাইয়া নৃত্যের বিরাম ॥ ( জা. ৩১ )

১ সথরে ২ নৃপে ৩ নয়ান বয়ান চন্দ্রিম্ব ললাটে ঘ্রানিল ৪ যদ্বগল  
 নয়ানে ছিল ৫ অমৃত ৬ ভুজে ৭ একত্রে ৮ সোহাগে ৯ সাম্প্রপাতা  
 ১০ ভুলি কল বিসেসে ১১ বিবিধ ১২ অরে ১৩ জেন নৌকে ধরি  
 পক্ষি ভিষ্টি সচানে ১৪ গাড়া ১৫ উর ১৬ উম্বে অধে ১৭ মলে  
 ১৮ ঘন ১৯ কৈল্য সন্ধান ২০ দুরে গেল ২১ লঙ্কার ২২ জএ  
 পাই ধরে মালা গ্রীবাতে বিনান ২৩ যদুরিল ২৪ অবেদিত মস্তা  
 ২৫ অত্যন্ত হারিস ২৬ লইল ২৭ চৌরাসী ২৮ ভাল ২৯ কোল  
 ৩০ তাল

শব্দার্থ টীকা : মৃত্যুক মদন—মৃত্যুপ্রায় কাম । মলে মদনসম্মিলনের  
 প্রসঙ্গটি অনুপস্থিত । কনক সোহাগে—দোনার পোছাড়া ।  
 শ্রীফল—বেল, এক্ষেত্রে স্তন । সচানে—শ্যোন পক্ষীতে  
 কাঞ্চদার চিন—সৌখ শিখরের চিহ্ন । মলে এই চিত্রটি অনুপস্থিত ।  
 চৌরাসী প্রকার বন্ধ—চৌরাসী প্রকারের রতি-আসন  
 চোক একতালি নাট—একজাতীয় নৃত্যের তাল, মলে আছে সরোবরে  
 হংসনৃত্য ।

মন্তব্য : আলাওলের সুদীর্ঘ রতিরগণনাটি মূলের একান্তই শতবকের মোটামুটি মূল্যে অননুবাদ । দোহা অংশের  
 অননুবাদ যথার্থই অনুপস্থিত । মূলের দৃষ্টিতে উপমা অননুবাদে বিজ্ঞিত । মালতী ফুলের মালা এবং ডাল নুইয়ে চাঁপা  
 ফুল গ্রহণের উপমা পদ্মাবতীধারণ চিত্রটি মূলে আছে, অননুবাদে নেই । অর্জুনের বাণে মৎস্যভেদের পৌরাণিক যৌন  
 প্রতীকটিও অননুবাদে অনুপস্থিত । তেমনি আবার মিলনকালে উভয়ের অঙ্গ থেকে লঙ্কার ত্যাগের চিত্রটি মূলে নেই ।

রতি রনে অভরনে<sup>১</sup> বেস<sup>২</sup> গেল দূর ।  
 বিথুরিত সীমন্ত বর মিটল সিন্দূর ॥<sup>৩</sup>  
 মীটীল অঞ্জন<sup>৪</sup> দুই নয়ন চুম্বনে ।<sup>৫</sup>  
 খন্ডিল অধররাগ সুধারস পানে ॥  
 কুচ গ্রহি চুম্ব<sup>৬</sup> কেস কসনি ছুটীল ॥  
 কর নিবারনে রত্ন বলয়া টুটীল ॥  
 সিংহ দপে<sup>৭</sup> করিকুম্ভ<sup>৮</sup> করিতে বিদার ।  
 টুটী গেল রত্নময় সঞ্জ ছরি<sup>৯</sup> হার ॥  
 সিংহগতি মগুমস্ত<sup>১০</sup> জৌবন ধংসীল ।<sup>১০</sup>  
 রসঘর ভোদিতে<sup>১১</sup> সসনা ভগ্ন দিল ॥  
 পৈর<sup>১২</sup> রসের স্তলি উরু কটী দেস ।  
 কুচ কচ গুভাধর<sup>১৩</sup> নিতম্ব বিশেষ<sup>১৪</sup> ॥  
 শীরের উপরে বসী কাম হতমতি ।<sup>১৫</sup>  
 অষ্টস্থলে পীরিত রোরবে ভোঞ্জে রাতি ॥<sup>১৬</sup>  
 প্রথমে সংগ্রামে সামথা<sup>১৭</sup> পতি অতি ।  
 রতিগ্রমে যুক্ত<sup>১৮</sup> বালা করএ কাকুতি ॥<sup>১৯</sup>  
 পিউ ২ বিরটাক বিবস সধর ।<sup>২০</sup>  
 নিটুর হৃদএ পতি শহজে পামর ॥<sup>২১</sup>  
 টুকেক করহ কৃপা কৃপাল<sup>২২</sup> চরিত ।  
 পর দুক্ষ নিজযুথ না হএ উচিত ॥  
 খুধাতুর হইলে দুই হস্তে কেবা খাএ ।  
 মন্দ ২ চম্বনে<sup>২৩</sup> ইক্ষুর রস পাএ ॥  
 প্রথম সংগ্রাম বালা শহজে কমলি ।  
 প্রচন্ডক চাপে<sup>২৪</sup> জেন লবন পোতালি ॥  
 করে নিবারএ মূখ তাশ্বলে উদগাবে ।<sup>২৫</sup>  
 মায়া করি নৃপ তুলি লাগাইল উরে ॥  
 চক্ষু মূখে<sup>২৬</sup> চুম্বি বোলাইয়া পিপ্ঠে হাত ।  
 আলিঙ্গনে প্রিয় বাক্য তুলিলেক<sup>২৭</sup> নাথ ॥

১ অবরন ২ ভেস ৩ বিতুরিত ছিরমন্তেব মীটীল সীন্দূর ৪ অঞ্জন  
 ৫ নয়ন চুম্বনে ৬ কোচ গ্রাহি চুম্ব ৭ সীঙ্গ দপে করিকুম্ব  
 ৮ সঞ্জরি ৯ মত্তগতি ১০ ডংসীল ১১ ভোদি বেস ১২ বিরহ  
 ১৩ গ্রিবা ধরি ১৪ নিম্বম্ব বিসেস ১৫ চিব উপবাসে কামে হৈয়া  
 হতমতি ১৬ অষ্ট স্থলে ফিরি রৈরবে ভুঞ্জে রাতি ১৭ সামথ ১৮ রতি  
 প্রম জোত ১৯ কাগুতি ২০ পীউ ২ বিরটনে নিরসো অধর ২১ সহজে  
 ফামর ২২ দয়্যাল ২৩ চাবারানে ২৪ তাপে ২৫ আগরে ২৬ চোক্ষে  
 মূকে ২৭ আলিঙ্গিয়া প্রিয়বাক্য তুলিলেক

মন্তব্য : চতুর্বিংশ শতকের অনুবাদে মিলন-বিপর্যস্তা নায়িকার বর্ণনায় মূলের সঙ্গে কিছু কিছু পার্থক্য ঘটেছে। মূলে রামরাবণের যুদ্ধপ্রতীকে ব্যর্থভাবে লঙ্কার চিত্র এসেছে। অনুবাদে রামরাবণও নেই, লঙ্কার ব্যর্থ প্রয়োগও নেই। সোনার কেল্লার স্তনপ্রতীকটিও অনুবাদে অনুপস্থিত। এর বদলে অনুবাদে পদাবলীর অনুসরণে মিলনরতা নায়িকার সিন্দূর এবং অধররাগ সোছার যে বর্ণনা আছে, মূলে তা অনুপস্থিত। মূলের দোহা অংশটি অনুবাদে নেই।

পঞ্চবিংশ শতকের অনুবাদে প্রসঙ্গটুকুই মূলানুগ, কিন্তু বক্তব্যরূপে মূল ও অনুবাদ পৃথক। মূলে আছে প্রথম সমাগমকালে প্রিয়তমের প্রতি পদ্মাবতীর বিদগ্ধ রতির্নিন্দে, আর অনুবাদে আছে উন্মত্ত নায়কের প্রতি নায়িকার ক্লিষ্ট কাকুতি নিবেদন। মূলে আছে দ্বাঙ্কামধূপানের প্রসঙ্গ, অনুবাদে আছে ইক্ষুরসপানের পরামর্শ।

রতিরগে আভরণ বেশ গেল দূর ।  
 বিথুরিত সীমন্তের মিটল সিন্দূর ॥  
 মিটিল আঞ্জন দুই নয়ন চুম্বনে ।  
 খন্ডিল অধররাগ সুধারস পানে ॥  
 কুচ গ্রহি চুম্ব কেশ কষণি ছুটিল ।  
 কর নিবারণে রত্নবলয়া টুটিল ॥  
 সিংহ দপে<sup>৭</sup> করিকুম্ভ করিতে বিদার ।  
 টুটী গেল রত্নময় সঞ্জছরি হার ॥  
 সিংহগতি ময়মন্ত যৌবন ধংসিল ।  
 রসঘর ভোদিতে সসেনা ভগ্ন দিল ॥  
 বিরহ রসের স্থলী উরু কাটি দেশ ।  
 কুচ কচ গ্রীবাধর নিতম্ব বিশেষ ॥  
 চির উপবাসী কামে হৈয়া হতমতি ।  
 অষ্টস্থলে ফিরিয়া বোরবে ভুঞ্জে রাতি ॥ (জা. ৩৬ )  
 প্রথমে সংগ্রামে সমর্থ পতি অতি ।  
 বতিশ্রমযুক্ত বালা করয় কাকুতি ॥  
 পিউ পিউ বিরটনে বিবস অধর ।  
 নিটুর হৃদয় পতি সহজে পামর ॥  
 বারেক করহ কৃপা দয়াল চরিত ।  
 পরদুখে নিজ সুখ না হয় উচিত ॥  
 ক্ষুধাতুর হইলে দুই হস্তে কেবা খায় ।  
 মন্দ মন্দ চরণে ইক্ষুর রস পায় ॥ ( জা. ৩৬ )  
 প্রথম সংগ্রামে বালা সহজে কোমলী ।  
 প্রচন্ড প্রতাপে যেন লবণ পুতালি ॥  
 করে নিবারয় মূখ তাশ্বলে আগরে ।  
 মায়া করি নৃপে তুলি লাগাইল উরে ॥  
 চক্ষে মুখে চুম্বিয়া তুলিই পৃষ্ঠে হাত ।  
 আলিঙ্গিয়া প্রিয়বাক্যে তুলিলেক নাথ ॥

শব্দার্থ টীকা : বিথুরিত—বিস্তৃত হল বা ছাঁড়সে গেল।

মিটিল—মুছে গেল

কষনি ছুটিল—বন্দনী ছিঁড়ে গেল

কচ—কেশ

বিচনি লইয়া অঙ্গ বিচিয়া নৃপতি ।  
 বিপরিত রতি আসে করএ কাকুতি ॥<sup>১</sup>  
 বদন প্রিয়া ভোখীলরে<sup>২</sup> কল্যে ভাষ' দান ।<sup>৩</sup>  
 সর রসে পূর্ণ হইলে<sup>৪</sup> সন্তস পরান ॥  
 এক রস উন হইলে আতি ন পূরএ ।<sup>৫</sup>  
 সেই সে চতুর জেই বৃজএ সমএ ॥  
 এথ বদনি লাজে চক্ষু চাপি<sup>৬</sup> দুই করে ।  
 অধমুখে<sup>৭</sup> রহে বালা<sup>৮</sup> মিলি পতি উরে ॥  
 ইঙ্গিত বৃঝিয়া বালা সয়নে ষ্টাতিয়া<sup>৯</sup> ।  
 মিনতি করএ পদে করে পরসিয়া ॥<sup>১০</sup>  
 একপ্রে<sup>১১</sup> হইলা দোহ মদন মিনতি ।<sup>১২</sup>  
 লাজে সন্য ভঙ্গ করি রসে কল্যা<sup>১৩</sup> মতি ॥  
 বিপরিত রমন শহজে<sup>১৪</sup> মোহাবস ।  
 রতিরসে কল্যা<sup>১৫</sup> মতি পতি অতি বস ॥  
 মনুখ চন্দ্র হেরি পশুধবে দিয়া হাত ।  
 রসদাধি ডুবিয়া স্তম্ভিত<sup>১৬</sup> প্রাণনাথ ॥<sup>১৭</sup>  
 নপদ<sup>১৮</sup> নিসব হৈল ষ্টাসব রসন ।<sup>১৯</sup>  
 গলিত কুন্তলভাব<sup>২০</sup> স্থালিত বসন ॥  
 রতি বিপরিত হইল কাল বিপরিত ।  
 একপ্রে গ্রহন হইল চান্দ্রমা আদিত ॥  
 সঘন মেদিনী কপ বাউ খবতব ।  
 উলটিয়া রহিল<sup>২১</sup> স্নেহের ধরাধর ॥  
 মেঘাবস্ত করিয়া হইল<sup>২২</sup> অন্ধকার ।  
 শ্রমজলে বারক্ষে সতত বৃষ্টিধার ॥<sup>২৩</sup>  
 সিনের মূকতা পূর্ণ<sup>২৪</sup> পাবল ছিন্ডিয়া ।  
 খসীল তারক জেন যুগল্লেখট হইয়া ॥<sup>২৫</sup>

বিচনি লৈয়া অঙ্গ বিচিয়া নৃপতি ।  
 বিপরীত রতি আশে করয় কাকুতি ॥  
 শব্দ প্রিয়া ভুখিলরে কৈলে ভোজ্য দান ।  
 যটরস পূর্ণ হৈলে সন্তোষ পরাণ ॥  
 এক রস উন হৈলে আতি না পূরয় ।  
 সেই সে চতুর যেই বৃক্ষয় সময় ॥  
 এত শব্দ লাজে চক্ষু ঝাঁপি দুই করে ।  
 অধোমুখে রহে বালা মিলি পতি উরে ॥  
 ইঙ্গিত বৃঝিয়া নৃপ শয়নে শব্দিতল ।  
 মিনতি করিয়া কন্যা পদ পরসিল ॥  
 একপ্রে হইল দুই মদন মূরতি ।  
 লাজসৈন্য ভঙ্গ করি রসে কৈল মতি ॥  
 বিপরীত রমন সহজে মহারস ।  
 রতিরসে কৈল সতী পতি অতি বশ ॥  
 মনুচন্দ্র হেঁবি পযোষরে দিয়া হাত ।  
 রসদাধি ডুবিয়া স্তম্ভিত প্রাণনাথ ॥  
 নেপদ নিঃশব্দ হৈল স্নেহের রসন ।  
 গলিত কুন্তলভাব স্থালিত বসন ॥  
 রতি বিপরীত হৈল কাল বিপরীত ।  
 একপ্রে গ্রহণ হৈল চান্দ্রমা আদিত ॥  
 সঘন মেদিনী বাপে বায়ু ধরতর ।  
 উলটিয়া রহিল স্নেহের ধরাধর ॥  
 মেঘাবস্ত করিয়া হইল অন্ধকার ।  
 শ্রমজলে সতত বারিখে বৃষ্টিধার ॥  
 শিরের মূকতা পূর্ণ পড়িল ছিন্ডিয়া ।  
 খসিল তারকা যেন স্বর্গল্লেখট হইয়া ॥

১ কাগতি ২ ভুবিনেব ৩ ভঙ্গনান ৪ সতবস ব্যাএ হৈলে ৫ আতি  
 না পূরএ ৬ চোক্ষে ঝাঁপি ৭ অধমুখী ৮ কথা ৯ বৃঝিয়া নৃপ  
 সয়নে ষ্টাতিয়া ১০ মীনাতি করিয়া পক্ষে কৈন্যা পরসীলা ১১ একই  
 ১২ মীনাতি ১৩ কৈল ১৪ সহজে ১৫ কৈলা ১৬ তলিত  
 ১৭ প্রাননাথ ১৮ নেপদ ১৯ সন্ধ্যের বোসন ২০ কুন্তলভাব  
 ২১ উলটিয়া রহিয়া ২২ মেঘাবস্ত করিয়া করিল ২৩ শ্রমজলে  
 সতত বারিখে কিস্টীধার ২৪ পূর্ণ ২৫ স্বগ্য প্রট হৈয়া

শব্দার্থ টীকা : বিচনি—বাজনী বা পাখা  
 উন—কম  
 মেদিনী—পৃথিবী, এক্ষেত্রে নিত্যব ।  
 বাউ—বায়ু, এক্ষেত্রে নিঃশব্দ  
 স্নেহের ধরাধর—স্নেহের পবন, এক্ষেত্রে স্তন্যধার

মন্তব্য : প্রলয়ের রূপকে বিপরীত-রতির এই বর্ণনা বিদ্যাপতির বিপরীত-রতিবর্ণনার পদকেই স্মরণ করিয়ে দেয় ।  
 বিপরীত-রতির বর্ণনাটি আলাওলের নিজস্ব । জায়সীতে নেই । মূলের তেত্রিশ ও চোত্রিশ শবকের সম্ভাগ বর্ণনার  
 অনুবাদ যেমন আলাওল করেন নি, তেমনি ছত্রিশ শবকের অন্তর্গত রাজার প্রেমসূরা পানের রসতত্ত্ব বর্ণনাটিও বাদ  
 দিয়েছেন । তার পরিবর্তে পদাবলীর অনুসরণে আলাওল বিস্তারিত ভাবে নায়িকার বিপরীত-রতিবর্ণনা ব্যাপ্ত হয়েছেন ।

সরির ডোলনে<sup>১</sup> কেস ডোলএ<sup>২</sup> সদাএ ।  
 বেসর ঝলকে বিজ<sup>৩</sup> চমকি লুকাএ ॥  
 কেস নিবারিয়া<sup>৪</sup> মুখ করিতে প্রকট ।  
 বেসরের মস্ত্রাএ বাখিল এক নট ॥<sup>৫</sup>  
 গরোনে<sup>৬</sup> সমুখে পাই নাগিনী ধরিল ।  
 চুঞ্জের চিবনে<sup>৭</sup> কিবা ডিম্বা নিঃসরিল ॥<sup>৮</sup>  
 চারিচক্ষু সমযুক্ত<sup>৯</sup> হইতে দম্পতি ।  
 লঙ্জাএ<sup>১০</sup> পতির উবে লুকাএ যুবতি ॥  
 ভুজে ভরি<sup>১১</sup> করে নৃপ গার<sup>১২</sup> আলিগন ।  
 উলটী পলটী দুই করে কামবন ॥<sup>১৩</sup>  
 ক্ষেনেকে পূর্বস হএ ক্ষেণেকে কাগিনী ।  
 অতি যুগ্মে ভগ্না দিল মদন বাহিনী ॥  
 রসময় সাগবে ডুর্বিয়া দুইজন ।  
 ঘটয়ুগ পূর্ণ<sup>১৪</sup> বলা<sup>১৫</sup> রসেব জিবন ॥  
 ঘটেত না ষাটে বস চুয়াইয়া পবে ॥<sup>১৬</sup>  
 রসভরে দুইজন সখ্যাতলে গবে ॥<sup>১৭</sup>  
 শ্রীপুত<sup>১৮</sup> মাগন বির মোহা বিদগদ ॥<sup>১৯</sup>  
 রতিরগ্ন নববসে অতি বিদগদ ॥<sup>২০</sup>  
 কোলকলা বিগ্ন চিত্ত সবস<sup>২১</sup> অন্তর ।  
 বর বালা মুখাশ্বজে নাগর ভ্রমর ॥<sup>২২</sup>  
 শিরে পূর্বি তান আগা মালতীব মালে ॥<sup>২৩</sup>  
 সবস পয়াব কহে হিন আলাওলে ২২ ॥

শরীর দোলনে কেশ দোলয় সদায় ।  
 বেশর ঝলকে বিজু চমকি লুকায ॥  
 কেশ নিবারিয়া মুখ করিতে প্রকট ।  
 বেশরের মস্ত্রায় বাখিল কণ্টক ॥  
 গরুড়ে সমুখে পাই নাগিনী ধরিল ।  
 চঞ্জুর চিপনে কিবা ডিম্ব নিঃসরিল ॥  
 চারিচক্ষু সমযুক্ত হইতে দম্পতি ।  
 লঙ্জায় পতির উরে লুকায যুবতী ॥  
 ভুজে ভাড়ি করে নৃপ গাঢ় আলিগন ।  
 উলটি পালটি দুই করে কামরণ ।  
 খেনেক পূর্বস হয় খেনেক কাগিনী ।  
 অতি যুগ্মে ভগ্না দিল মদন বাহিনী ॥  
 রসময় সাগরে ডুর্বিয়া দুই জন ।  
 ঘটয়ুগ পূর্ণ বৈল রসের জীবন ।  
 ঘটেতে না আটে রস চুয়াইয়া পড়ে ।  
 বসভরে দুইজন শয্যাতলে গড়ে ।  
 শ্রীপুত মাগন ধীব মহা বিদগধ ।  
 রতিরগ্ন নবরসে অতি বিদগদ ॥  
 কোলকলা বিজুচিত্ত সরস অন্তর ।  
 বর বালা মুখাশ্বজে নাগর ভ্রমর ॥  
 শিরে পূর্বি তান আজ্ঞা মালতীব মালে ।  
 সরস পয়াব কহে হীন আলাওলে ।

দোলনে ২ টুলএ ৩ গুজ ৪ কেশ নিবারিতে ৫ বেসরের মস্ত্রা এ জে  
 বাজিল নট ৬ গোরন ৭ চুঞ্জের টীপনে ৮ নিকলিল ৯ চারি  
 চৌক সমজোক্ত ১০ লৈঞ্জএ ১১ ভিন্ডি ১২ গাড়া ১৩ রতিরন  
 ১৪ পূর্না কৈল ১৫ চুয়াই পাএ ১৬ সৈঞ্জাতে গবে ১৭ বিদগত  
 ১৮ বিসাবত ১৯ রস ২০ বর বালাশ্ব মুখ মাগন ভোমর ২১ মানি  
 দান বলে ২২ এবশব 'বা' পূর্বিতে রতিরক্ত দুটি পশ্চিম পূর্বিপকা—  
 মানে গুব মহন্ত জে শ্রী কামদর আলি ।  
 আনুল হোচনে লেখে উত্তম পণ্ডালি ॥

শব্দার্থ টীকা : বেশব—নাকহাবি  
 বিজু—বিদ্যুৎ  
 উবে—বক্ষে

গরুড়ে...নিঃসরিল—নাকের বেশবে আটকানো চুণ<sup>১</sup> কুণ্ডল দেখে  
 মনে হচ্ছে নাসাগরুড়ের আয়ত্তাধীন বসুন্তল সপ<sup>২</sup> এবং হাঁসের বেশরটি  
 যেন গরুড় চঞ্জুর চাপে নিঃসৃত সপ<sup>৩</sup>জম্ব ।

মন্তব্য : বিপবীত-বর্তিবর্ণনা শেষে পূর্বস্বায়িত রতিপ্রচেষ্টার জন্য পদ্মাবতীর লঙ্জাবশতঃ নায়কের বৃকে মুখ  
 লুকোবার চিত্রটি আলাওলের নারীমনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের অতি চমৎকার ইঙ্গিত । শ্তবকশেষে আলাওলের মাগন-প্রশস্তি অংশে  
 কবি মাগনকে রতিবিশারদ নবীন মদন রূপে চিত্রিত করেছেন । মূল-বহির্ভূত বিপরীত-রতিবর্ণনার এই বিশ্লেষণ আয়োজন  
 কি পৃষ্ঠপোষকের অভিপ্রায় অনুসায়ী করা হয়েছিল ?

লাচরী রাগ দীর্ঘ ছন্দ

রসসিন্দু শাঙরিয়া <sup>১</sup> দুইজন যুতীলা সয়নে ।	অতি বর শ্রান্ত হইয়া	রসসিন্দু সন্তারিয়া দুইজন শ্রুতিল শয়নে ।	অতি বড় শ্রান্ত হইয়া
শিখিল <sup>২</sup> বসন বেস নিদ্রা আসি ব্যাপিল <sup>৩</sup> নয়নে ॥	শরীব <sup>৪</sup> ঝাপিল কেস	শিখিল বসন বেশ নিদ্রা আসি ব্যাপিল নয়নে ॥	শরীরে ঝাপিল কেশ
বাম হস্ত উরু <sup>৫</sup> মিলি উরে ২ বদনে বদন । <sup>৬</sup>	বর বালা তাহে তুলি	বাম হস্ত উরে মিলি উবে উরে বদনে বদনে ।	বরমালা তাহে তুলি
আব ভুঞ্জ উরু <sup>৭</sup> দিয়া যুখে নিদ্রা আইল দুইজন ॥	মৃদু তনু আবিয়া	আর ভুঞ্জ উবে দিয়া সুখে নিদ্রা গেল দুইজনে ॥	মৃদু তনু আবিয়া
দুই অংগ এককার <sup>৮</sup> চারি ভুঞ্জ অবি ক ভিন্ডিল । <sup>১০</sup>	মাজে নাহি বস্ত হার <sup>৯</sup>	দুই অ'গ একাকাব চারি ভুঞ্জ অধিক বাশ্বিল ।	মাঝে নাহি বস্ত হাব
চারিহে <sup>১০</sup> কটাক্ষ হিন নিদ্রামদে একগ্রে জীবল ॥ <sup>১১</sup>	দুই পল ছিল ভিন	চারিহে <sup>১১</sup> কটাক্ষ হীন নিদ্রামদে একগ্রে জীবল ॥	দুই পল ছিল ভিন
হেন কালে তাম্রচোরে কল ২ কুবিল কুর্জিত ।	সঘন হাংকাব করে	হেনকালে তাম্রচোড়ে কল কল কোকিল কুর্জিত ।	সঘন হাংকার কবে
বিবল নক্ষত্র <sup>১২</sup> গণ চন্দ্র <sup>১৩</sup> পাকে পেচক দুখীত ॥ <sup>১৪</sup>	চকই <sup>১৫</sup> হবিস মন	বিবল নক্ষত্র গণ চন্দ্রপাশে পেচক লুকিত ॥	চকোই হরিষ মন
চন্দ্র প্রভাহীন দেখী প্রকাশিত কমল বদন ।	মুদিত কুমুদ আখী	চন্দ্র প্রভাহীন দেখি প্রকাশিত কমল বদন ।	মুদিত কুমুদ আখি
গুঞ্জবয় অলিরাজে কাকে কবে কা কা বিবটন ॥ <sup>১৬</sup>	কামের কন্মালি বাজে	গুঞ্জবয় অলিরাজে কাকে করে কা কা বিবটন ॥	কামেব কতলি বাজে
মুখত <sup>১৭</sup> মলিন যুতি চান্দ চুন্ডি <sup>১৮</sup> পার্কি রব করে ।	শিবপ <sup>১৯</sup> প্রভাহীন অতি	মুখত মলিন জ্যোতি চান্দ্রে চুন্ড্রে পক্ষী বব করে ।	দীপ প্রভাহীন অতি
শ্রিয়া গিমে রস মূর্তি <sup>২০</sup> পান বাগ ধুসর অধরে ॥	সিতল লাগএ অতি	শ্রীয়ার গীমেব মূর্তি <sup>২১</sup> পান বাগ ধুসব অধরে ॥	শীতল লাগয় অতি
প্রভাত সময় লখি মৃদু হাসী বচন <sup>২২</sup> রসাল ।	নিকটে আসিয়া <sup>২৩</sup> সখী	প্রভাত সময় লখি মৃদু হাসি বচন রসাল ।	নিকটে আসিয়া সখী
বোলে উট পশ্চাবতি নহে অতি সয়নের কাল ॥	উদিত বসের <sup>২৪</sup> পতি	বোলে উট পশ্চাবতী নহে ইহা শয়নের কাল ॥	উদিত ভাস্কর পতি

১ সাচারিয়া ২ সীতল ৩ সবিবে ৪ ঝাপিল ৫ উরে ৬ উগু উরে  
বদনে বদনে ৭ উবে ৮ একাকার ৯ আব ১০ ভিবীয়া ১১ জীবিয়া  
১২ নৈক্ষত্র ১৩ টকই ১৪ চন্দ্র ১৫ দুর্জিত ১৬ কাক বিবটন  
১৭ মুখত ১৮ চান্দ্রে ১৯ চুন্ডি ২০ গিয়ার গীমেব মূর্তি  
২১ আইল ২২ বচনে ২৩ ভাস্কর

শব্দার্থ টীকা :  
তাম্রচোড়ে—মোরগ  
হাংকার—চিৎকাব  
চকোই—চক্রবাকী  
কতলি—করতাল বা খজনি  
বিবটন—প্রচার

মন্তব্য : রসালস-নিদ্রা বর্ণনার এই দ্বিপদী শব্দকটি মূলে নেই। পদাবলী প্রভাবিত এই রসালস বর্ণনাটি আলাওলের  
নব-সংযোজন। প্রত্যয়ের নিসর্গচিত্রটি লক্ষণীয়।



সখীগন সন্দর্শন	উটীলা নৃপতি মনি	সখীগন শব্দ শূন	উটিল নৃপতিমণি
কর জোরে <sup>১</sup> নয়ান মাজিআ ।		করযুগে নয়ান মাজিআ ।	
মশারী <sup>২</sup> তুলিয়া কবে	প্রাতক্রিয়া <sup>৩</sup> অনুসারে	মশারী তুলিয়া করে	প্রাতক্রিয়া অনুসারে
বালা অঙ্গ বসনে ঝাঁপিয়া ॥ <sup>৪</sup>		বালা অঙ্গ বসনে ঝাঁপিয়া ॥	
কন্যার <sup>৫</sup> বদন দেখী	হইয়া ইসীত যুৱী	কন্যার বদন দেখি	হইয়া দৃষ্ণ সুখী
কবে ধরি তোলে সখীগণে ।		কবে ধরি তোলে সখীগণে ।	
বোলে কথ নিদ্রা জাও	কি লাগি আলস্য <sup>৬</sup> গাও	বোলে কত নিদ্রা যাও	কি লাগি আলস্য গাও
উটী মূখ দেখহ দর্পনে ॥ <sup>৭</sup>		উটী মূখ দেখহ দর্পনে ॥	
শ্রীগুত মাগন গুণি	সবস আরতি শূনি	শ্রীগুত মাগন গুণী	সবস আরতি শূনি
আলাওলে পয়ার <sup>৮</sup> প্রকাশে ।		আলাওলে পয়ার প্রকাশে ।	
বশব একান্ত জ্বলে <sup>৯</sup>	সেই সে বসিক জনে <sup>১০</sup>	বসের একান্ত খনি	সেই সে বসিক জানি
হেন বর পশ্চিনী <sup>১১</sup> বিলাসে ॥ <sup>১২</sup>		হেন বর পশ্চিনী বিলাসে ॥	

১ কবযুগে ২ মোসবি ৩ পাওঁকআ ৪ টাকিআ ৫ কৈন্যাব ৬ আলৈসা  
৭ দ্রুপনে ৮ ছিবিজোত ৯ পম্বাব ১০ জানি ১১ জানি ১২ পশ্চানি  
১৩ এরপব 'বা' পুঁথিতে অতিবিক্ত পংক্তি ব পুঁথিকা—

বসদধি অনুপাম                      কামদর আলি নাম  
আবুল হে'চন পদ কেখে ।  
পদাক্ষব না বৃহিআ                      দেখীলম পঞ্চালিআ  
যুঁদিঅ আপনাগনে আখে ॥

মন্তব্য : প্রভাতকালীন নিদ্রাভঙ্গের চিত্রটিও এক্ষেত্রে জায়সীর অনুসরণ নয়, পদাবলীর কৃষ্ণভঙ্গ-পালা পর্যায়েরই  
অনুবৃত্তি । মশারী তোলাব চিত্রটি অবশ্য বাস্তবতা মিশ্রিত ।

মন্দক ছন্দ

রশাশ্রমাবুস্তা লয্যা নয়ন ঘৃণিত ।<sup>১</sup>  
 নিদ্রামদে ভুলি ঢুলি শয্যা বিলোলিত ।<sup>২</sup>  
 চূর্ণজট রাতুল লাক্ষ্মিন্য<sup>৩</sup> দিগাম্বর ।  
 গানমদে ভোর<sup>৪</sup> জেন ধ্যানস্থ সংকর ॥  
 চন্দন ধূসর<sup>৫</sup> তনু বিভূতি ভূসন ।  
 ললাটে সিন্দূর রেখা বেক্তহ নয়ন ॥  
 ক্ষেপে<sup>৬</sup> মারএ কামে ক্ষেপেকে জিআএ ।  
 নিসী জাগরণে পদুজি<sup>৭</sup> ইচ্ছাফল পাএ ॥  
 তুলি বসাইয়া<sup>৮</sup> সখী বস্ত্র পিন্দেইল ।<sup>৯</sup>  
 বিথুবিবিত<sup>১০</sup> কেস সিসে<sup>১১</sup> জরিয়া বান্দিল ॥  
 সখী বোলে এথা হোশ্তে চল সীগর্গতি ।  
 এই ভেশে নৃপ পাশে লয্যা<sup>১২</sup> পাইবা অতি ।  
 পতি রতি শ্রমে সতি গতি অতি মন্দ ।  
 বিধুস্তদ দনানলে<sup>১৩</sup> নিরস জেন চন্দ ॥<sup>১৪</sup>  
 সখী কান্দে<sup>১৫</sup> ভর করি বিলম্বিত গামে<sup>১৬</sup> ।  
 সয়নের স্থান তেজি গেলা অন্য টামে<sup>১৭</sup> ॥  
 হিন অভরন<sup>১৮</sup> বিচারিয়া লৈলা সখী ।  
 হাসীতে ২ বোলে কন্যা<sup>১৯</sup> মদুখ দেখী ॥  
 কোনে<sup>২০</sup> ভঙ্গ কল্য হেন সুলালিত বেস ।<sup>২১</sup>  
 বিথুরিত বলা কোনে<sup>২২</sup> কোরালিত<sup>২৩</sup> কেস ॥  
 অভরন<sup>২৪</sup> হার ভার সহিতে নারিলা ।  
 প্রচন্দ প্রিয়ার ভাব কেমনে<sup>২৫</sup> সহিলা ॥

রসশ্রমে লক্ষ্যাবুস্তা নয়ন ঘৃণিত ।  
 নিদ্রামদে ভুলি ঢুলি শয্যা বিলোলিত ॥  
 চূর্ণ জটা রাতুল লক্ষণ দিগাম্বর ।  
 গানমদে ভোর যেন ধ্যানস্থ শংকর ॥  
 চন্দনধূসর তনু বিভূতি ভূষণ ।  
 ললাটে সিন্দূররেখা ব্যক্তহ নয়ন ॥  
 ক্ষেপেকে মারয় কামে ক্ষেপেকে জিয়ার ।  
 নিশি জাগরণে পদুজি ইচ্ছাফল পায় ॥  
 তুলি বসাইয়া সখী বস্ত্র পিন্ধইল ।  
 বিথুরিত কেশ শিখে জড়িয়া বান্ধিল ॥  
 সখী বলে এথা হোশ্তে চল শয়গতি ।  
 এই বেশে নৃপপাশে লজ্জা পাইবা অতি ॥  
 পতি-রতি-শ্রমে সতী গতি অতি মন্দ ।  
 বিধুস্তদ দলনে নীরস যেন চান্দ ॥  
 সখী কান্দে ভর করি বিলম্বিত গামে ।  
 শয়নের স্থল তেজি গেলা অন্য ঠামে ॥ (জা ৩৮)  
 আভরণহীন বিচারিয়া লৈল সখী ।  
 হাসিতে হাসিতে বোলে কন্যামুখ দেখি ॥  
 কোন ভঙ্গ কৈল হেন সুলালিত বেশ ।  
 বিথুরিত কৈল কোনে কুরালিত কেশ ॥  
 আভরণ হার ভার সহিতে নারিলা ।  
 প্রচন্দ প্রিয়ার ভাব কেমনে সহিলা ॥ (জা.৩৯)

১ রসশ্রমা লৈক্ষ্যাবুস্তা নয়ন ঘৃণিত । ২ নিদ্রামদে তুলি ছলি  
 সৈজ্জা বিলুলিত । ৩ গামথ ৪ ভূর, ৫ দোসব ৬ ক্ষেপেকে ৭ পদুজি  
 ৮ বেসাইলা ৯ পিন্ধাইলা ১০ বিতুবিবিত ১১ সীর ১২ লৈক্ষ্যা  
 ১৩ বিধেন্যদ দলনে ১৪ চান্দ ১৫ সখীগণ ১৬ গাম ১৭ টাম  
 ১৮ অবন ১৯ কৈন্যা ২০ কোন ২১ ভেস ২২ বিতুরিত কৈল কনে  
 ২৩ কুরালিত ২৪ অবরন

শব্দার্থ টীকা : বিলুলিত—লুলিত  
 বিধুস্তদ—রাহু  
 গাম—গমন ; পিন্ধাইল—পবাল  
 বিথুবিবিত—বিস্তৃত, আল্লায়ািত  
 কুরালিত—আচড়ানো  
 প্রিয়ার ভার—প্রিয়তমের দেহভাব, মূলে অংশ্য  
 করভারের কথাই আছে ।

মন্তব্য : মূলের সর্হিগ্ৰন সংখ্যক শব্দকটি অনুবাদে বাদ গেছে । আর্টগ্ৰন সংখ্যক শব্দকটি অনুবাদে অল্পই গৃহীত এবং অনেকটাই পরিবর্তিত । মূলে আছে পদ্মাবতীর রসালস বর্ণনা, কিন্তু অনুবাদে পদ্মাবতীর বিপর্যস্ত সজ্জারও বর্ণনা আছে এবং তা অনেকটাই পদাবলীর খন্ডিতা পর্যায়ের বিপর্যস্ত নায়কের বর্ণনা । রতিশ্রান্তা নায়িকার বর্ণনায় গ্রহণগ্রস্ত চাঁদের উপমাটি মূলানুগ । নায়িকা-প্রস্থান আলাওলের নিজস্ব । মূলের উনচাঁপ্ত শব্দকের সখীদের পরিহাস বচনগুলি অনুবাদে অনেক সংক্ষিপ্ত । মূলে মিলন-বিপর্যস্তা নায়িকার প্রতি সখীদের অনেক প্রশ্ন । তারমধ্যে প্রথম প্রশ্নটি মাত্র অনুবাদ শব্দকের শেষ পংক্তিস্বয়ে বর্তমান । অনুবাদে সখীকর্তৃক নায়িকার কেশ ও বেশবিন্যাস চিত্রটি মূলে নেই । মূলের দোহাটি অনুবাদে নেই ।

কন্যা<sup>২</sup> বোলে য়ন সখী কহ য়নিশ্চিত ।  
পতি তুল্য বাস্বব নাহিক প্রার্থিবত<sup>২</sup> ॥  
প্রেম বস আলাপনে বস কল্যা<sup>৩</sup> প্রাণ ।  
স্বইচ্ছায় জীবন জীবন কল্যা<sup>৪</sup> দান ॥  
জাবত না মিলে পিউ বালা মনে ভিত ।  
দিনমনি দরাস<sup>৫</sup> মোছন<sup>৬</sup> হএ সীত ॥

চম্পাবতি<sup>১</sup> বানি কাছে<sup>৪</sup> গীয়া সখী গণ ।  
কহিলেক পদ্মাবতি রহস্য<sup>৩</sup> কথন ॥  
পুত্রির স্বভাগা<sup>২</sup> য়নি মন কতুহলে ।  
চুশ্বল কন্যার আসি নয়ন কপালে ॥<sup>২</sup>  
থাল ভরি বস্ত্র মুক্তা আনি<sup>৩</sup> তোরমান ।  
কন্যাক<sup>৪</sup> নিছিয়া কল্যা ভিক্ষকেরে<sup>৫</sup> দান ॥  
স্যান<sup>৬</sup> করাইয়া পৈরাইয়া অলস্কাব ।  
পুনি য়ুতিস্ম<sup>৭</sup> হৈল চন্দ্র পুনিমার ॥<sup>৮</sup>

১ কৈন্যা ২ প্রার্থিস্থিত ৩ কৈল্যা ৪ কৈল্দ ৫ দবসনে ৬ মোছন  
৭ চম্পাবতি ৮ পাসে ৯ বোহাস্ব

১০ এরপব 'বা' পুথিতে অতিরিক্ত পংক্তি—

য়নিআ কৈন্যার য়ক মনের হরিসে ।  
সীশ্বল বহুল ধন কৈন্যাব মানসে ॥  
আর জ্বথ সখীগণ প্রসাদে তুসীষা ।  
তুরিত গমনে বানি কৈন্যা পাসে গীয়া ॥

১১ পতিরসভঙ্গ ১২ চুশ্বলা কৈন্যারে বানি নয়ান কোপালে  
১৩ পুনি ১৪ কৈন্যাকে ১৫ ভিক্ষকেরে ১৬ শ্রান ১৭ য়ুতিস্ম<sup>৮</sup>  
১৮ পুনা চন্দ্রমাব

মন্তব্য : মূলের চর্চাংশ সংখ্যক শব্দকটিও অনুবাদে অনেক সংক্ষিপ্ত । দোহা অংশেব অনুবাদ তো নেই-ই, চৌপাঈ অংশেরও অনেক কথা অনুবাদে বর্জিত । মূল শব্দকের ষষ্ঠ, সপ্তম এবং অষ্টম পংক্তি তিনটি মাত্র অনুবাদে আছে । প্রেমমালাপে বশীভূত হয়ে স্বৈচ্ছায় নায়িকার যৌবনদানের প্রসঙ্গটি অনুবাদে নতুন, মূলে নেই । আবার মূলের অনেককিছই অনুবাদে নেই । এবপব মূলের একচর্চাংশ ও বিয়াল্লিংশ শব্দক দুটি বাদ দিয়ে আলাওল একেবারে মূলের তেতাঞ্জিংশ শব্দকে মাতা চম্পাবতী প্রসঙ্গে উপস্থিত হয়েছেন । প্রধানত তেতাঞ্জিংশ শব্দক এবং অংশত চুয়াল্লিংশ ও প'য়তাল্লিংশ শব্দক দুটির বিষয় নিয়ে আলাওলের অনুবাদ শব্দকটি রচিত । মূলের তেতাঞ্জিংশ শব্দকে সখীবা অসঙ্কোচে মাথো' কাছে কন্যার সম্ভুক্ত দেহ এবং বিপর্যস্ত বেশবাসের বর্ণনা করেছে । অনুবাদে আলাওল উচিতা বিচার কবে সেই বর্ণনাকে সংক্ষেপে 'রহস্য কথন' বলেই ইঙ্গিতে শেষ করেছেন । তেতাঞ্জিংশ শব্দকের দোহা অংশটির অনুবাদ হয়েছে । চুয়াল্লিংশ ও প'য়তাল্লিংশ শব্দকের এক একটি মাত্র বিষয় পরবর্তী দুটি চরণে অনূদিত হয়েছে । কন্যার কল্যাণে ভিক্ষকেরে রত্নদানের নির্দেশ আছে মূলের চুয়াল্লিংশ শব্দকে আর প'য়তাল্লিংশ শব্দকে আছে বহুরকমেব বস্ত্রবস্ত্রান্ত ও অলস্কারসংস্থা । অনুবাদে বস্ত্রতালিকা বাদ দিয়ে অলস্কার পরানোর কথাটুকুই আছে । প'য়তাল্লিংশ শব্দকেব দোহার অনুবাদ নেই । চুয়াল্লিংশ শব্দকেব দোহার আংশিক অনুবাদ আছে অনুবাদ শব্দকের শেষ চরণে ।

কন্যা বোলে য়ন সখী কহি য়নিশ্চিত ।  
পতিততুল্য বাস্বব নাহিক পুথিবীত ॥  
প্রেমরস আলাপনে বশ কৈল প্রাণ ।  
স্বইচ্ছায় জীবন যৌবন কৈল দান ॥  
যাবত না মিলে পিউ বালা মনে ভীত ।  
দিনমনি দরশনে মোচন হয় শীত ॥ (জা.৪০)

চম্পাবতী রাণীপাশে গীয়া সখীগণ ।  
কহিলেক পদ্মাবতী রহস্য-কথন ॥  
শুনিয়া কন্যাব সুখ মনের হবিষে ।  
সিগ্গল বহুল ধন কন্যার মানসে ॥  
আব যত সখীগণ প্রসাদে তুশ্বলা ।  
তুবিবিত গমনে বাণী কন্যাপাশে গেলা ॥  
পুত্রীব সৌভাগ্য শূনি মন কতুহলে ।  
চুশ্বলা কন্যাবে বাণী নয়ন কপালে ॥  
থাল ভরি বস্ত্রমুক্তা আনি তুরমান ।  
কন্যাকে নিছিয়া কৈল ভিক্ষকেরে দান ॥  
শ্রান করাইয়া পৈরাইয়া অলস্কার ।  
পুনি জ্যোতিস্ময় হৈল চন্দ্র পুনিমার ॥ (জা.৪৩-৪৫)

শব্দার্থ টীকা: তুরমান—দ্রুত

নিছিয়া—অর্থা দিবে, নিবেদন কবে

## রত্নসেন-সাধী খণ্ড

শ্যান<sup>১</sup> করি রত্নসেন বাহির হইল ।  
 শংগের কুমারগণ ডাকিয়া আনিল<sup>২</sup> ।  
 প্রনামিলা আসি সবে চবন ধরিয়া ।  
 সন্বাসা করিল নৃপ করে কব দিয়া<sup>৩</sup> ॥  
 সবে বোলে মাগ ভাই নৃপতি কুশল<sup>৪</sup> ।  
 জাহার প্রশাদে দেখী হেন দিব্য স্থল<sup>৫</sup> ॥  
 স্নদি নৃপ আমি সব ন আনিত সঙ্গ<sup>৬</sup> ।  
 ঋণাত দেখীত আমি হেন রস রঙ্গ ॥  
 ধন্য<sup>৭</sup> বাজা তুমী তোমা হস্তে খিতি ধন্য<sup>৮</sup> ।  
 যুগী বৃপে বিবাহ<sup>৯</sup> করিলা রাজ কন্যা<sup>১০</sup> ॥  
 আমি সব<sup>১১</sup> সিস্যবৃপে হইয়া আইল যুগি ।  
 তোমার প্রসাদে এবে হৈল রাজভূগি ॥  
 এই বর মাত্র আমি মাগি নৃপ টাই ।  
 নিখ জেন পাদপদ্ম<sup>১২</sup> দরসন পাই ॥

ইসীত হাসীয়া নৃপ করিলে<sup>১৩</sup> তবে ।  
 আমাব পিবিতে দৃঃখ<sup>১৪</sup> পাইলা তুমী সবে ॥  
 দৃখে দৃখে যুখে যুকে<sup>১৫</sup> জুথোচিত<sup>১৬</sup> কর্ম<sup>১৭</sup> ।  
 এমত না কল্যে নহে যুপদুরূষ ধর্ম<sup>১৮</sup> ॥  
 সোল শত পশ্মিনি জে পবন সোন্দরি<sup>১৯</sup> ।  
 রাজকন্যা পাঠ কন্যা<sup>২০</sup> কুলিন বিচারি ॥  
 সকলেবে বিবা দিলা আনন্দ উচ্চবে ।  
 ঘবে ২ রাজযুখে রাইলে<sup>২১</sup> সবে ॥

শ্মান করি রত্নসেন বাহির হইল ।  
 শংগের কুমারগণ আসিয়া মিলিল<sup>২</sup> ॥  
 প্রনামিলা আসি সবে চরণ ধরিয়া ।  
 সন্বাসা করিল নৃপ করে কর দিয়া ॥  
 সবে বলে মাগ ভাই নৃপতি কুশল ।  
 যাহার প্রসাদে দেখি হেন দিব্যস্থল ॥  
 যদি নৃপ আমি সব না আনিত সঙ্গ ।  
 কোথাও দেখিত আমি হেন রসরঙ্গ ॥  
 ধন্য বাজা তুমি তোমা হাতে ক্ষিতি ধন্য ।  
 যোগীবৃপে বিবাহ করিলা রাজকন্যা ॥  
 আমি সব শিষ্যবৃপে হৈয়া আইল যোগী ।  
 তোমার প্রসাদে এবে হৈল রাজভোগী ॥  
 এই বর মাত্র আমি মাগি নৃপ ঠাই ।  
 নিত্য যেন পাদপদ্ম দরশন পাই ॥ ( জা.১ )

ঈৎং হাসিয়া নৃপ করিলে<sup>১৩</sup> তবে ।  
 আমাব পীরিতে দৃঃখ পাইলা তুমি সবে ॥  
 দৃখে দৃখে সৃখে সৃখে যুথোচিত কর্ম<sup>১৭</sup> ।  
 এমত না কৈলে নহে সূপদুরূষ ধর্ম<sup>১৮</sup> ॥  
 ষোলশত পশ্মিনী যে পরম সূন্দরী ।  
 রাজকন্যা পাঠকন্যা কুলিন বিচারী ॥  
 সকলেরে বিবা দিলা আনন্দ উচ্চবে ।  
 ঘরে ঘরে বাজসুখে রাইলে<sup>২১</sup> সবে ॥ ( জা.২ )

আ

১ শ্যান ২ সঙ্গে রত্ন কুমারগণ সত্রিত মীলিলা

৩ এবপব 'বা' পৃথিতে অতিবিক্ত পংক্ত—

তবে জখ ধন বস্ত বাজ্রজৈগা লৈআ ।

একে ২ তুমীলেক হবিস হইআ ॥

৪ কৈল্যান ৫ দিব্য স্থান ৬ জদি নৃপ ন আনিত আমি সব সঙ্গ

৭ ধৈন্য ৮ ক্ষতি ধৈন্য ৯ বিবাহ ১০ বাজ্রকন্যা ১১ আমি সবে

১২ পৈশ্য ১৩ করিলেক ১৪ দৃক্ষ ১৫ দৃক্ষে দৃক্ষে যুকে যুকে

১৬ জুথোচিত ১৭ তবে সোল সত নারি পশ্মিনি সোন্দরি ১৮ রাজ

কন্যা পাঠকন্যা

শব্দার্থ টীকা : ষোল শত পশ্মিনী—পশ্চাৎবর্তী ষোলশো পশ্মিনী  
 সাধী, মূলে গ্রাছে ষোল সহস্র ।

মন্তব্য : প্রথম স্তবকের অনুবাদটির বক্তব্য অনেকটাই মূলানুসারী । মূলে রত্নসেনের সভায় অষ্টশতবর্ষাবধি সিংহাসনের উল্লেখ আছে, অনুবাদে তা নেই । অনুবাদে আবার শ্মান করে রত্নসেনের সভায় আগমনের বৃত্তান্ত আছে, মূলে তা বর্ণিত হয় নি । মূলে অনুচরদের রাজসম্ভাষণে প্রণামের কথা নেই, অনুবাদে রাজসহচরণ প্রণত হয়েছে । মূলে দেখা অংশটি অনুবাদে অনুপস্থিত । দ্বিতীয় স্তবকটি মূলের তুলনায় সংক্ষিপ্ত । মূলে অনুচরদের কাছে নিজের যোগশক্তি এবং পৌরুষ সম্পর্কে যে বাজ্রকীয় আশঙ্কামাধা প্রকাশ পেয়েছে অনুবাদে তা নেই । আবার অনুবাদে নিঃসন্দেহে সঙ্গ সিংহলের পশ্মিনীদের বিবাহদানকালে রত্নসেন কৌলিন্য বিচার করেছেন, মূলে এ ধরনের কোনো বিবেচনার কথা নেই । মূলে বিবাহ দান ছাড়া প্রত্যেককে হাতী ঘোড়া, রাজবেশ এবং স্বর্ণগৃহদানের কথা আছে । অনুবাদে এই দানগুলি উহ্য । মূলের দোহা অংশটি অনুবাদে ষথারীতি অনুপস্থিত ।

## ষট্ ঋতু বর্ণন খণ্ড

শকলের<sup>১</sup> বর্মানি আনিয়া অস্তঃপূরে ।  
 পশ্চাবতি তুসীলেক বস্ত্র অলংকাবে ॥  
 ঘরে ২ নিখা গিদ আনন্দ সদাএ ।  
 জাব মনে জেই মাগে ততকনে<sup>২</sup> পাএ ॥  
 পাইয়া পশ্চিনি সগ্ন<sup>৩</sup> নানা যুখ বস ।  
 নিজ দেশ পার্শ্ব সিংগলে হৈলা বস ॥  
 রত্নসেন পশ্চাবতি একপ্রান কাএ ।  
 কৈলিকলারসে ভুলি থাকন্ত সদাএ ॥  
 যুচরিতা সখী গন পরম সৌন্দরী ।  
 শত্রুত করন্ত<sup>৪</sup> সেবা নানা ভেস ধরি ॥  
 জাব ভিতে নরপতি কাম দৃষ্টে হেরে ।  
 হবসীতে কন্যা<sup>৫</sup> অনুর্মাতে দেএ তাবে ॥  
 কন্যার<sup>৬</sup> বচনে স-গ্নত<sup>৭</sup> না হএ ।  
 হাতে<sup>৮</sup> ধরি মানাইয়া নৃপ সমর্পএ ॥  
 নিখাসালা যাছে অস্তঃপূরের উদ্যানে<sup>৯</sup> ।  
 নিখ্যগীতে ভুলি থাকে হরসীত মনে ॥  
 জেন রসে<sup>১০</sup> মন্ডলে গোপিনী<sup>১১</sup> পীতবাসে<sup>১২</sup> ।  
 সর<sup>১৩</sup> রিতে নানা যুখে ভুঞ্জে নানা রসে<sup>১৪</sup> ॥  
 প্রথমে নয়ল ঋতু<sup>১৫</sup> বশন্ত দৃষ্ণব :  
 দুই পক্ষ<sup>১৬</sup> আগে পাছে মধ্য শুম্রাধব<sup>১৭</sup> ॥  
 মলয়া সমীর হৈয়া<sup>১৮</sup> কামের পদাতি :  
 মৃকালিত কহ্য লতাবৃক্ষ বনস্পতি ॥  
 কুসুমিত কিংশুক<sup>১৯</sup> সঘন বন লাল ।  
 পুষ্পিত ষুমল মানি<sup>২০</sup> লবঙ্গ গোলাল ।  
 ভোমরের বৃষ্কারে কুকিল কলরব ।  
 যুর্নিতে যুবক মনে জাগে মনোভব ॥  
 নানা পুষ্পমালা গলে সৌরভ লুর্নিত<sup>২১</sup> ।  
 বিচিত্র বসন অঙ্গে চন্দনে চর্চিত<sup>২২</sup> ॥  
 যুকুসুম সয়নে সৌন্দরী স্বামী শঙ্গে<sup>২৩</sup> ।  
 করএ বিবিধ<sup>২৪</sup> কৌল মনোহর রঙ্গে ॥

সকলের রমণী আনিয়া অস্তঃপূরে ।  
 পশ্চাবতী তুসীলেক বস্ত্র অলংকাবে ॥  
 ঘবে ঘবে নৃত্য গীত আনন্দ সদায় ।  
 ধার মনে যেই মাগে ততক্ষণে পায় ॥  
 পাইয়া পশ্চিনী সগ্ন নানা সুখরস ।  
 নিজ দেশ পার্শ্ব সিংহলে হৈলা বশ ॥  
 রত্নসেন পশ্চাবতী এক প্রাণ কায় ।  
 কৈলিকলারসে ভুলি থাকন্ত সদায় ॥  
 সুচরিতা সখীগণ পরম সুন্দরী ।  
 সতত করন্ত সেবা নানা বেশ ধরি ॥  
 যার ভিতে নরপতি কামদৃষ্টে হেরে ।  
 হবসীতে কন্যা অনুর্মা<sup>৩</sup> দেয় তাবে ॥  
 কন্যার বচনে যদি সম্মতি না হয় ।  
 হাতে ধরি মানাইয়া নৃপে সমর্পণ ॥  
 নৃত্যশালা আছে অস্তঃপূরের উদ্যানে ।  
 নৃত্যগীতে ভুলি থাকে হরষিত মনে ॥  
 যেন রাসমন্ডলে গোপিনী পীতবাসে ।  
 ষট্ ঋতু নানাসথে ভুঞ্জে নানারসে ॥ ( জা. ১ )  
 প্রথমে নবীন ঋতু বসন্ত দুর্লভ ।  
 দুইপক্ষ আগে পাছে মধ্য সুমাধব ॥  
 মলয়া সমীর হৈলা কামের পদাতি ।  
 মৃকালিত কৈল লতা বৃক্ষ বনস্পতি ॥  
 কুসুমিত কিংশুক সঘন বন লাল ।  
 পুষ্পিত সুমল মানি লবঙ্গ গুলাল ।  
 ভ্রমরের বৃষ্কারে কৌকিল কলরব ।  
 শূর্নিতে যুবক মনে জাগে মনোভব ॥  
 নানা পুষ্পমালা গলে সৌরভ লুর্নিত ।  
 বিচিত্র বসন অঙ্গে চন্দনে চর্চিত ॥  
 সুকুসুম শয়নে সুন্দরী স্বামী সঙ্গে ।  
 করয় বিবিধ কৌল মনোহর রঙ্গে ॥ ( জা. ৫ )

১ সকলের ২ ততক্ষণে ৩ গঙ্গে ৪ সন্তোত করন্ত ৫ কৈন্যা ৬ কৈন্যা  
 ৭ সম্মতি ৮ হস্তে ৯ উদ্যানে ১০ রস ১১ গুপ্তিনী ১২ পীতবাস  
 ১৩ সগ্ন ১৪ বস ১৫ নবীন ১৬ পক্ষ ১৭ মধ্যস্থ মাধব  
 ১৮ মলয়া সমীর হৈলা ১৯ কুসুমিত কিংশুক ২০ পুষ্পিত গোলে মন  
 মানি ২১ ছলিত ২২ সন্তোত ২৩ সগ্নে ২৪ বিবিধ

১ আ

শব্দার্থ টীকা : পদাতি—পদাতিক  
 কিংশুক—পলাশ  
 মানি—মালিকা

মন্তব্য : ষট্ ঋতু বর্ণন খণ্ডের প্রথম স্তবকাট অনুবাদে অনেকখানি পরিবর্তিত । বিশেষ করে রত্নসেনের কৃষ্ণের ন্যায় পশ্চাবতীর সখীগণের সঙ্গে বৃন্দাবনলীলা মূলে নেই, আলাওলের নবসংযোজন । মূলে আছে সখীদের আনন্দোৎসব এবং পশ্চাবতীর প্রীতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার । মূলের দ্বিতীয় স্তবকে সখীসহ পশ্চাবতীর দেবমন্দিরে পূজা দিয়ে আসার প্রসঙ্গটি অনুবাদে বির্জিত । তৃতীয় ও চতুর্থ স্তবকে পশ্চাবতী ও রত্নসেনের কাম-সমর-আশ্ফালনের উক্ত প্রত্যঙ্গদৃষ্টিও অনুবাদে অনুপস্থিত । আলাওলের বসন্ত ঋতু বর্ণনা মূলানুসারী নয় বরং জয়দেবানুসারী । মূলে আছে চাচরী বা হোলীগীতের উল্লেখ ।

গীত বসন্ত রাগ

বশন্তে<sup>১</sup> নাগর বর নাগারি কিলাসে ।  
 বরবালা মদু<sup>২</sup> ইন্দু<sup>৩</sup> শ্রবে যদু<sup>৪</sup> বিন্দু<sup>৫</sup> ২  
 মদু<sup>৬</sup> মন্দু<sup>৭</sup> ললিত অধর মধু<sup>৮</sup> হাসে (ধুয়া) ॥  
 প্রফুল্লিত কদু<sup>৯</sup> মধু<sup>১০</sup> মধুরত ঝঙ্কত  
 হৃৎকৃত পবহৃত<sup>১১</sup> কদু<sup>১২</sup>জিত বারে<sup>১৩</sup> ।  
 মলয়া সমীর যদু<sup>১৪</sup>সৌরবে যদু<sup>১৫</sup>সিতলে  
 বিললিত<sup>১৬</sup> পতি অতি রস ভাবে<sup>১৭</sup> ॥  
 পল্লবিত বন<sup>১৮</sup>পতি কদু<sup>১৯</sup>টীর তমাল দ্রুম  
 মদু<sup>২০</sup>কলিত চত<sup>২১</sup> কোবক জালে ।  
 যদু<sup>২২</sup>ব জন হনয আনন্দ পরি পদু<sup>২৩</sup>জিত  
 লব<sup>২৪</sup>গ মল্লিকা মালতি মালে ॥  
 মধু<sup>২৫</sup> সেনাপতি সংগে মদন মোদনিপতি  
 বাহিনী কোবক নব পল্লব পদু<sup>২৬</sup>বিত ।  
 নবদণ্ড কেশর চামর সিবে সবেব  
 ভোবন বিজই চিত্ত যদু<sup>২৭</sup>ক সাসীত ॥  
 চৌদিগে যদু<sup>২৮</sup>বিত কুল মাঝে যদু<sup>২৯</sup>নাগব বর  
 নিথ্য গিত<sup>৩০</sup> অতিসয় আনন্দ বিভোব ॥  
 শ্রমযদু<sup>৩১</sup>ত<sup>৩২</sup> সবির কিশ্রামিতাশ্রয়ভাবে  
 অতি বসে রমনি লুলিত পতি উরে ।  
 কদু<sup>৩৩</sup>ব করতাল বংশী কাসর মণ্ডল  
 যদু<sup>৩৪</sup>মধুর ললিত উপাঙ্গ বগুয়াছে ।  
 তাক্ত থোকৃত ধিআ<sup>৩৫</sup> দিতা তাঁতি থেই মায়া<sup>৩৬</sup>  
 জিকু<sup>৩৭</sup> কদু<sup>৩৮</sup>স স্দুমি কিবা জত পাখণ্ডযাজে ॥  
 মধু<sup>৩৯</sup> মনসিজ মদে<sup>৪০</sup> নৃত্য কলা বিসারদে  
 তুসীত অঙ্গ নয়ন আলিঙ্গন চুসে<sup>৪১</sup> ।  
 যদু<sup>৪২</sup>বেশ নিকব ভাব বস ভাব অলসিত  
 বিরামই বর্মান উরুজ অবলম্বে ॥  
 আন<sup>৪৩</sup> সাযর মনু হরিত জন্ত গিত  
 তালে বব পদ দুলিত বতি নট রঙ্গে ।  
 কদু<sup>৪৪</sup> কদু<sup>৪৫</sup>ত গ্রহি কবে চদু<sup>৪৬</sup>শব্দ নাগর ববে  
 মজিত উগিত রস উদধি তবগে<sup>৪৭</sup> ॥  
 রসীক নাগর বর্মান<sup>৪৮</sup> শ্রী<sup>৪৯</sup> মৃত মাগন গদান  
 মধু<sup>৫০</sup> রিতু বলা ধির রতি বস রাসে ।  
 হিন আলাঅল কহ<sup>৫১</sup> সতত বসন্ত ষা  
 জার বরমনি বসতি পতি পাশে<sup>৫২</sup> ॥

বসন্তে নাগর বরনাগরী বিলাসে ।  
 বরবালা মদু<sup>১</sup> ইন্দু<sup>২</sup> শ্রবে স্দু<sup>৩</sup> বিন্দু<sup>৪</sup> বিন্দু<sup>৫</sup>  
 মদু<sup>৬</sup> মন্দু<sup>৭</sup> ললিত অধব মধু<sup>৮</sup>হাসে ॥  
 প্রফুল্লিত কদু<sup>৯</sup> মধু<sup>১০</sup> মধুরত ঝঙ্কত  
 হৃৎকৃত পরভূত কদু<sup>১১</sup>জিত রাবে ।  
 মলয়া সমীব স্দু<sup>১২</sup>সৌরভে স্দু<sup>১৩</sup>শীতল  
 বিলুলিত পতি অতি রসভাবে ॥  
 পল্লবিত বন<sup>১৪</sup>পতি কদু<sup>১৫</sup>টজ তমালদ্রুম  
 মদু<sup>১৬</sup>কলিত চতলতা কোবক জালে ।  
 যদু<sup>১৭</sup>বজনহনয় আনন্দ পবিপদু<sup>১৮</sup>জিত  
 লব<sup>১৯</sup>গ মল্লিকা মালতীমালে ॥  
 মধু<sup>২০</sup> সেনাপতি সংগে মদন মোদনীপতি  
 বাহিনী কোবক নবপল্লব পদু<sup>২১</sup>রিত ।  
 নবদণ্ড কেশর চামর শির সবেব  
 ভুবনবিজয়ী চিত্ত যদু<sup>২২</sup>ক শাসিত ॥  
 চৌদিগে যদু<sup>২৩</sup>বিতকুল মাঝে স্দু<sup>২৪</sup>নাগব বর  
 নৃত্যগীত অতিশয় আনন্দ বিভোরে ।  
 শ্রমযদু<sup>২৫</sup>ত শরীর বিশ্রামিতাশ্রয় ভাবে  
 অতিবসে বর্মানী লুলিত পতি উ ব ॥  
 কদু<sup>২৬</sup>ব করতাল বংশী কাসর মণ্ডল  
 স্দু<sup>২৭</sup>মধুর ললিত উপাঙ্গ আওযাজে ।  
 তানত থোনত ধিযা ধিতা তাঁতি থেই থিযা  
 জিকু<sup>২৮</sup> কদু<sup>২৯</sup>স স্দুমি কিবা যত পাখোয়াজে ॥  
 মধু<sup>৩০</sup> মনসিজ মদে নৃত্যবলা বিশাবদে  
 তুসীত নয়ন অঙ্গ আলিঙ্গন চুসে ।  
 স্দু<sup>৩১</sup>বেশ নিকর ভাবে বস ভাব অলসিত  
 বিরমই বর্মানী উরুজ অবলম্বে ॥  
 আনন্দ সাযরে মনো- হরিত যন্ত গীত  
 তালে করপদ দোলিত বতি নটবঙ্গে ।  
 কদু<sup>৩২</sup> কদু<sup>৩৩</sup>ত গ্রহি কবে চদু<sup>৩৪</sup>শব্দ নাগর ববে  
 মজিত উগিত রস উদধি তবগে ॥  
 বসিক নাদব মণি শ্রী<sup>৩৫</sup> মৃত মাগন গদু<sup>৩৬</sup>নী  
 মধু<sup>৩৭</sup>শব্দ কলাধীব রতিবস বাসে ।  
 হীন আলাওলে কহ সতত বসন্ত স্দু<sup>৩৮</sup>  
 যাব বর্মানী বসতি পতি পাশে ॥

১ বসন্ত ২ প্রবণ ৩ যদু ৪ মদু ৫ কদু ৬ ঝঙ্কত  
 পববত ৭ রাবে ৮ ফিঙ্গুলিত ৯ বসভাবে ১০ চতুলতা ১১ মদু  
 ১২ গীত ১৩ শ্রমজোক্ত ১৪ ত্রিগুণতা ১৫ বই ১৬ অতি দিতা  
 তাতিই ১৭ গিনি গতে ইমা আমী কদু<sup>১৮</sup>মধু<sup>১৯</sup> কিবা ১৯ মনে  
 ১৮ হসিত অঙ্গ নানা আলিকুল চুসে ১৯ আনন্দ ২০ রসেদধি  
 রঙ্গে ২১ নাউক মনি ২২ আলাঅলে কহত ২৩ যদু<sup>২৪</sup> জার বর্মান  
 বসতি পতি পাশে

মন্তব্য : আলাওলেব এই নিজস্ব বসন্ত গীতটি বিভিন্ন  
 পদু<sup>২৫</sup>থিতে বিভিন্ন রূপে পাওয়া যায় । বিভিন্ন পাঠ থেকে  
 মোটামুটি একটা শৃঙ্খল রূপ নেওয়া গেল । পদ্যটির ভাষা  
 ভঙ্গীতে জয়দেবের বসন্ত বর্ণনাপদের প্রভাব লক্ষণীয় ।

নিদাগ সময়ে অতি প্রচণ্ড তপন ।  
 বৌদ্ধ শাস্ত্রে<sup>১</sup> রহে ছায়া চরণ সরন<sup>২</sup> ॥  
 চন্দন চম্পক মালা<sup>৩</sup> মলয়া পোবন ।  
 শতত দম্পতি সঙ্গে ব্যাপীত<sup>৪</sup> মদন ॥  
 সিতল গাশ্বভব ছায়া সতি<sup>৫</sup> পতি<sup>৬</sup> সঙ্গে ।  
 করএ বিবিধ<sup>৭</sup> কৈলি মনুহর রঙ্গে ॥  
 স্কন্দমুখ<sup>৮</sup> শ্রেত সখ্যা পরিমল<sup>৯</sup> গাএ ।  
 যুবতি উরজ অতি সিতলতা প্রাএ ॥  
 অধিক আনন্দ যুগা<sup>১০</sup> রানি পদ্মাবতী ।  
 বসতি নাইঅর<sup>১১</sup> পূবে স্কন্দবামি<sup>১২</sup> সংগতি ॥  
 যুখে ভোগে দিগ্ধ অহ তিলে চলি জাএ ।  
 চক্ষুর মটকে<sup>১৩</sup> শীল বজ্রনি পোশাএ ॥  
 শ্রেত চামর<sup>১৪</sup> বাও ভোফা<sup>১৫</sup> সিন্ধ জল ।  
 সতি পতি সঙ্গো পূর্বে<sup>১৬</sup> শ্রেতে সিতল ॥  
 পাহরু<sup>১৭</sup> সমএ ঘন ২ গর্ভজিত ।  
 নিভব বরিসে ঙল চৌদিগে গুরুিত ॥  
 উচ্চ টাঙ্গ<sup>১৮</sup> পোবন চন্দন লাগে অতি ।  
 হরিসার<sup>১৯</sup> প্রিথিবী<sup>২০</sup> শবল বনস্পতি ॥  
 অবিবত দম্পতি থাকন্ত এক সঙ্গে ।  
 দিবস বজ্রনি সম কৈলিকলা বঙ্গে ॥  
 ঘোর শব্দে বোআ<sup>২১</sup> ম দাব<sup>২২</sup> রাণ গাএ ।  
 দাদরুরি সিখিনি বব অতি মনে ভাএ ॥  
 শ্বামি সঙ্গে নানাবঙ্গে নিসি বদি জাগে ।  
 চমকিলে বিদ্যুত চম্বিক কণ্ঠে লাগে ॥  
 ব্রজপাতে কর্মালনী শ্রাসীত হইয়া ।  
 ধরএ পতিব গিমে<sup>২৩</sup> অধিক চাপিয়া ॥  
 কীটকুল<sup>২৪</sup> বলরব বিংকুর ঝংকার<sup>২৫</sup> ।  
 শূন্যতে যুবতি<sup>২৬</sup> চিত্ত চম্বিকত মাব ॥  
 সম পূর্নি<sup>২৭</sup> মৃদু শয্যা<sup>২৮</sup> মালিকা যুবাসে ।  
 অঙ্গেত কৃষ্ণমী চির<sup>২৯</sup> নানা ভোগ রসে<sup>৩০</sup> ॥  
 বারিসা কালেত রামা পতি এক সঙ্গে ।  
 পূর্নানন্দে<sup>৩১</sup> কবে কৈলি ভূলি কামরঙ্গে ॥

১ বৈষ্ণবাসে ২ শ্ববন ৩ চম্পক চন্দন মালা ৪ সপীত ৫ পতি ৬ পরী  
 ৭ বিবিধ ৮ স্কন্দমল ৯ পরিমল ১০ জেতা ১১ নাভব ১২ শ্বামীর  
 ১৩ চৌফের কটাক্ষে ১৪ চামরের ১৫ ভৈক ১৬ গহ ১৭ পহুক  
 ১৮ টাঙ্গ ১৯ হিরহর ২০ প্রিথিবী ২১ বৈখা জে ২২ কণ্ঠ ২৩ গলে  
 ২৪ কীটরূপে ২৫ বলরবে ২৬ ঝংকারে ২৭ বৃথক ২৮ সম্পূর্ণত  
 ২৯ স্কন্দসেখা ৩০ কৃষ্ণমী ৩১ নানা নভোরস ৩২ পূর্না বন্দে

নিদাঘ সময়ে অতি প্রচণ্ড তপন ।  
 রৌদ্রশাস্ত্রে<sup>১</sup> রহে ছায়া চরণ শরণ ॥  
 চন্দন চম্পক মালা মলয়া পবন ।  
 সতত দম্পতি সঙ্গে ব্যাপিত মদন ॥  
 শীতল গাশ্বভীর ছায়া সতী পতি সঙ্গে ।  
 করয় বিবিধ কৈলি মনোহর রঙ্গে ॥  
 স্কন্দামল শ্বেতশয্যা পরিমল গায় ।  
 যুবতী উরজ অতি শীতলতা পায় ॥  
 অধিক আনন্দযুক্তা রাণী পদ্মাবতী ।  
 বসতি নাগর পূবে স্কন্দবামী সংগতি ॥  
 স্কন্দভোগে দীর্ঘ অহ তলে চাঁল যাব ।  
 চক্ষুর মটকে<sup>১</sup> ফাঁগ রজনী পোহায় ॥  
 শ্বেত চামবেম বায়ু ভক্ষ্য সিন্ধ জল ।  
 সতী-পতি সঙ্গো গ্রীষ্ম সহজে শীতল । (জা.৬)  
 পাহরু<sup>২</sup> সনয় ঘন ঘন গর্ভজিত ।  
 নিভয়ে বরির ঙল চৌদিগে পূর্বে<sup>৩</sup> ॥  
 উচ্চ টাঙ্গ<sup>৪</sup> পূর্ন হরিত লাগে অতি<sup>৫</sup> ।  
 হরির পৃথিবী<sup>৬</sup> সৰল বনস্পতি ॥  
 অবিবত দম্পতি থাকন্ত একসঙ্গে ।  
 দিবস বজ্রনি সম কৈলিকলাসঙ্গে ॥  
 ঘোর শব্দে রেওরাজে মল্লার বাণ পায় ।  
 দাদরুরী সিখিনি বব অতি মনে ভায় ॥  
 শ্বামী সঙ্গে নানারঙ্গে সূবে নিশি জাগে ।  
 চমকিলে বিদ্যুৎ চম্বিক কণ্ঠে লাগে ॥  
 ব্রজপাতে কর্মালনী শ্রাসিত হইয়া ।  
 ধরয় পতির গীমে অধিক চাপিয়া ॥  
 কীটকুল<sup>৭</sup> বলরব বিংকুর ঝংকারে ।  
 শূন্যতে যুবতী<sup>৮</sup> চিত্ত চম্বিকত ডবে ॥  
 কৃষ্ণশয্যা<sup>৯</sup> মালিকা সূবাসে ।  
 অঙ্গেত কৃষ্ণমী চির<sup>১০</sup> নানাভোগরসে ॥  
 বারিষা কালেতে রামা পতি একসঙ্গে ।  
 পূর্নানন্দে<sup>১১</sup> কবে কৈলি ভূলি কামরঙ্গে ॥ (জা.৭)

১ আ ২. আ

শ্বার্থ টীকা : পাহরু—প্রাৰ্থ বা বর্ষা । হরিত—হরিত বা সবুজ  
 নাঅর—নাগর । দাদরুরী সিখিনি বব—বাঙ ও ময়ুরের ডাক ।

মস্তব্য : গ্রীষ্ম ও বর্ষা ঋতুর বর্ণনায় মূলের ষষ্ঠ ও সপ্তম  
 শ্লোক দুটির অনুবাদ স্থানে স্থানে মূলানুসারী । স্বাম্যাসিক  
 গীতে আলাওল অনেকক্ষেত্রে মূলের পরিবর্তে বঙ্গ-নিসর্গ  
 এবং বঙ্গীয় বর্ণনারীতিকেই অনুসরণ করেছেন ।

আইল সরদ ঋতু নিম্নল আকাশ<sup>১</sup> ।  
 দোলাএ চামর কাশ কুসুম<sup>২</sup> বিকাশ<sup>৩</sup> ॥  
 নবীন খঞ্জন দেখী বরই<sup>৪</sup> কস্তুরক ।  
 উজ্জরিহ<sup>৫</sup> জামিনী দম্পতি মনে যুক<sup>৬</sup> ॥  
 চতুঃসম<sup>৭</sup> চন্দনে লিপিয়া কলেবর ।  
 শকুসুম<sup>৮</sup> শ্রেত শয্যা<sup>৯</sup> অতি মনুহর ॥  
 নানা অভরণ<sup>১০</sup> পট বস্ত পরিধান ।  
 যুবকের মরমে জাগাএ পশুবাণ ॥  
 সূখ শয্যা<sup>১১</sup> সূতি শীত<sup>১২</sup> সূবামির সনে ।  
 নানা সূখ<sup>১৩</sup> বিলাস<sup>১৪</sup> হরসীত মনে ॥  
 সিসির সমএ বামা সূবামি শংগতি<sup>১৫</sup> ।  
 শবল<sup>১৬</sup> নবীন ভোগ<sup>১৭</sup> নবীন আরতি ॥  
 শহজে দম্পতি মাজে<sup>১৮</sup> সিতেব শোআগে<sup>১৯</sup> ।  
 হেমকারি<sup>২০</sup> দুই<sup>২১</sup> এক হৈয়া লাগে ॥  
 অন্তরে না বহে মন<sup>২২</sup> অঞ্জরত হাব<sup>২৩</sup> ।  
 উরে ২ তনে মনে হএ এককার ॥  
 দুই যৌবনের যুগ্ম বাব এ জখনে<sup>২৪</sup> ।  
 প্রান লইয়া উরে সিত পলাএ তখনে<sup>২৫</sup> ॥  
 প্রবেশ কবন্ত বাও<sup>২৬</sup> সিত অতিসএ ।  
 পুঃপতুল্য তাম্বুল অধিক সূখ হএ<sup>২৭</sup> ॥  
 সিতের তরাসে রবি তুরিত লুকাএ ।  
 অতি দক্ষ নিসী<sup>২৮</sup> পলকে পোশাএ<sup>২৯</sup> ॥  
 পুঃশয্যা<sup>৩০</sup> মৃদু তুলি বিচিত্র বসন ।  
 বক্ষে ২ এক হইলে<sup>৩১</sup> সিত নিবারন ॥  
 কফুল<sup>৩২</sup> বস্তুরি চুয়া জ্বাত সৈরবে<sup>৩৩</sup> ।  
 দম্পতির চিত্তেত চেতন মনুভবে<sup>৩৪</sup> ॥  
 তুলির অন্তবে দুই উর এক লাগ<sup>৩৫</sup> ।  
 ভএ ভংগ দেএ সিত জেন দেখী কাগ<sup>৩৬</sup> ॥  
 সিংগলের ঘবে ২ সদা সূখ ভোগ<sup>৩৭</sup> ।  
 চিত্ত ক্রেস নাহি কার বিচ্ছেদ বিউগ<sup>৩৮</sup> ॥

১ আকাশে ২ কুসুম ৩ বিকাশে ৪ বরই ৫ উজ্জরি ৬ চতুঃসম  
 ৭ যুকুসুম ৮ সৈঞ্জা ৯ অবপন ১০ সৈঞ্জা ১১ সতি ১২ সূখে  
 ১৩ সঞ্জতি ১৪ সকল ১৫ ভেট ১৬ সাজি ১৭ যুআগে ১৮ দুই  
 মগ ১৯ রত্ন ২০ মনে অজ হার ২১ বাজএ জেখন ২২ তখন  
 ২৩ প্রভেস হেমন্ত রিত ২৪ পুঃপতুল্য তাম্বুল হৈয়া যুখমএ  
 ২৫ অতি দক্ষ নিসী ২৬ পোহাএ ২৭ পুঃ শয্যা সৈঞ্জা  
 ২৮ লক্ষে ২ এক হৈল ২৯ কপূব ৩০ জাবতে সৌরব ৩১ দম্পতিব  
 চিত্তেত জে উন মন ভাব ৩২ লাক ৩৩ ভংগ দেয় সীত জেন সর দেখী  
 কাক ৩৪ সদাএ সূখ ভোগ ৩৫ চিহ কোথা নাহি রহে বিচ্ছেদ বিউগ

মন্তব্য : হেমন্ত ও শিশির ঋতুর বর্ণনায় আলাওল অনেকটাই মুলানুসারী । দোহা অংশের অনুবাদগুলি অবশ্য অনুপস্থিত ।  
 ২৭

আইল শরৎ ঋতু নিম্নল আকাশ ।  
 দোলায় চামর কাশ কুসুম বিকাশ ॥  
 নবীন খঞ্জন দেখি বড়ই কৌতুক ।  
 উজ্জরিহ যামিনী দম্পতি মনে সূখ ॥  
 চতুঃসম চন্দনে লিপিয়া কলেবর ।  
 সকুসুম শ্রেতশয্যা অতি মনোহর ॥  
 নানা অভরণ পট বস্ত পরিধান ।  
 যুবকের মরমে জাগায় পশুবাণ ॥  
 সূখশয্যা সূতি সতী সূবামীর সনে ।  
 নানা সূখ বিলাসে<sup>১৪</sup> হরষিত মনে ॥ ( জা. ৮ )  
 শিশির সময়ে রামা সূবামী সংগতি ।  
 সকল নবীন ভোগ নবীন আরতি ॥  
 সহজে দম্পতি মাঝে শীতের সোহাগে ।  
 হেমকারিত দুই অংগ এক হৈয়া লাগে ॥  
 অন্তরে না বহে হেম অংগ বহুহার ।  
 উরে উরে তনে মনে হয় একাকার ॥  
 দুই যৌবনের যুগ্ম বাজয় যখনে ।  
 প্রান লৈয়া উড়ে শীত পলাএ তখনে ॥ ( জা. ৯ )  
 প্রবেশ হেমন্ত ঋতু শীত অতিশয় ।  
 পুঃপতুল্য তাম্বুল অধিক সূখ হয় ॥  
 শীতের তরাসে রবি তুরিতে লুকায় ।  
 অতিদীর্ঘ সূখনিশি পলকে পোহায় ॥  
 পুঃশয্যা মৃদু তুলি বিচিত্র বসন ।  
 বক্ষে বক্ষে এক হৈলে শীত নিবারণ ॥  
 কাফূব কস্তুরী চুয়া যাবত সৌরভ ।  
 দম্পতিব চিত্তেত চেতন মনোভব ॥  
 তুলির অন্তবে দুই উর এক লাগ ।  
 ভংগ দেয় শীত যেন শব দেখি কাগ ॥  
 সিংহলের ঘবে ঘবে সদা সূখ ভোগ ।  
 চিত্ত কোথা নাহি রহে বিচ্ছেদ বিয়োগ ॥ ( জা. ১০ )

শব্দার্থ টীকা : উজ্জরিহ—উজ্জ্বল

চতুঃসম—অগ্নি, চন্দন, চুয়া, বস্তুরী

শিশির সময়—শীতকাল ; এখানে লক্ষণীয় যে জায়সীর অনু-  
 সরণে বর্ণনায় সঙ্গতি থাকলেও অনুবাদে হেমন্ত ঋতুর ক্ষেত্রে শিশির  
 ঋতু এবং শিশির বা শীত ঋতুর ক্ষেত্রে হেমন্ত ঋতুর উল্লেখ হয়েছে ।  
 তুলির অন্তবে—তুলো বা লেপের ভিতরে



এই মতে রত্নসেন পদ্মাবতী পাসে<sup>১</sup> ।  
 সরস্বতী<sup>২</sup> নিৰ্বাহিল নানা ভোগ রসে<sup>৩</sup> ॥  
 সরস্বতী<sup>৪</sup> কোল জদি হইল সমাদান<sup>৫</sup> ।  
 হিরামণি শূক আইল দূহ<sup>৬</sup> বিদ্যমান<sup>৭</sup> ॥  
 কাশ্মি ২ কহে শূক দূহান<sup>৮</sup> গোচর ।  
 মৃত্যুকাল আসি মোর হইল নিওব<sup>৯</sup> ॥  
 আঞ্জা হইলে<sup>১০</sup> এবে মূই জন্মভূমী গিয়া ।  
 জাতি বিস্তি ধৰ্ম মোর বনফল খাইয়া ॥  
 তোমার সেবাএ কলা<sup>১১</sup> নানাবিধ<sup>১২</sup> ভোগ ।  
 অন্তকালে জাতি বিস্তি<sup>১৩</sup> মহাধৰ্ম যুগ ॥  
 শক্তি অনুরূপ দোহানেব সেবা কলা<sup>১৪</sup> ॥  
 বৃন্দ<sup>১৫</sup> বসে যুগ্যা যুগ্য<sup>১৬</sup> আনি মিলাইল<sup>১৭</sup> ॥  
 মেলানি দেযরে এবে পিন্ডবনে জাইমু<sup>১৮</sup> ।  
 জন্ম পীণ্ডিভূমি দেখা<sup>১৯</sup> সবার তেজিমু ॥  
 শূনি নৃপ আখিযুগ জলে পূম হইয়া ।  
 বিস্তর কাশ্মিদলা শূক কণ্ঠে লাগাইয়া ॥  
 তুমী মোর গুরু হইয়া তন্ত জানাইলা ।  
 ভোবন দুঃখব রত্ন আনি মিলাইলা ॥  
 প্রাণ দিলে তোমার শূদিতে<sup>২০</sup> নারি ধার ।  
 তুমি চলি<sup>২১</sup> জাইবা পুরি করি অশ্কার ॥  
 তবে পদ্মাবতী শূক লাগাই গলাএ ।  
 কুহুরি কাশ্মিএ কন্যা<sup>২২</sup> অতি উচ রায় ॥  
 একবারে বিবোরি<sup>২৩</sup> বহুল<sup>২৪</sup> দক্ষ দিলা ।  
 শ্বামিরত্ন মিলাইয়া প্রাণ সান্ত কল্যা ॥  
 মোহাশূক<sup>২৫</sup> দিলা মিলাইয়া জুগ্য<sup>২৬</sup> শামি ।  
 নহে কদাচিত বর ন বরিত আমি ॥  
 চিরদিন ন পারিল<sup>২৭</sup> তোমাবে সোবিতৈ ।  
 এই দক্ষ শত<sup>২৮</sup> রহিল মোর চিত্তে<sup>২৯</sup> ॥

১ পাসে ২ সর্টারিত ৩ বসে ৪ সর্টারিতে ৫ সামাদান ৬ দোহ  
 ৭ বিদ্যমান ৮ দোহাণ ৯ নিজর ১০ আঞ্জা হৈলে ১১ খাইলুম  
 ১২ নানা ফল ১৩ নিজ বোস্তি ১৪ কৈলুম ১৫ বিধি ১৬ জৈগ্যে ২  
 ১৭ মীলাইলুম ১৮ মেলানি পসাদ মাগী বন্দাবনে জাইমু  
 ১৯ শূদিতে ২০ তুমি ত ২১ কৈন্যা ২২ বিশেষে ২৩ বহু  
 ২৪ মোহাশূক ২৫ জৈগ্য ২৬ না পারিলাম ২৭ সন্তে ২৮ চিত্তে

এই মতে রত্নসেন পদ্মাবতী পাশে ।  
 যড়স্বতী নিৰ্বাহিল নানা ভোগ রসে ॥  
 যড়স্বতী কোল যদি হৈল সমাধান ।  
 হীরামণি শূক আইল দোহ বিদ্যমান ॥  
 কাশ্মি কাশ্মি কহে শূক দোহার গোচর ।  
 মৃত্যুকাল আসি মোর হৈল নিগর ॥  
 আঞ্জা হৈলে এবে মূই জন্মভূমি গিয়া ।  
 জাতিবৃষ্টি ধৰ্ম মোর বনফল খাইয়া ॥  
 তোমার সেবার কৈল নানাবিধ ভোগ ।  
 অন্তকালে জাতিবৃষ্টি মহাধৰ্মযোগ ॥  
 শক্তি অনুরূপ দোহানের সেবা কৈল ।  
 বিধিবশে যোগ্যে যোগ্যে আনি মিলাইল ॥  
 মেলানি দেওত এবে বিদ্যাবশে জাইমু ।  
 জন্ম পিতৃভূমি দেখি শরীর তেজিমু ॥  
 শূনি নৃপ আখিযুগ জলপূর্ণ হৈয়া ।  
 বিস্তব কাশ্মিদল শূককণ্ঠে লাগাইয়া ॥  
 তুমি মোর গুরু হইয়া তন্ত জানাইলা ।  
 ভুবনদুলভ রত্ন আনি মিলাইলা ॥  
 প্রাণ দিলে তোমার শূদিতে নারি ধার ।  
 তুমি চলি যাইবা পুরী করি অশ্কার ॥  
 তবে পদ্মাবতী শূক লাগাই গলায় ।  
 কুহুরি কাশ্মিএ কন্যা অতি উচ রায় ॥  
 একবারে বিচ্ছেদে বহুল দূঃখ দিলা ।  
 শ্বামীরত্ন মিলাইয়া প্রাণ শান্ত কৈলা ॥  
 মহা সূখ দিলা মিলাইয়া যোগ্য শ্বামী ।  
 নহে কদাচিত বর না বরিত আমি ॥  
 চিরদিন না পারিল<sup>২৭</sup> তোমারে সোবিতৈ ।  
 এই দূঃখ সতত রহিল মোর চিত্তে ॥

শব্দার্থ টীকা : নিম্নব—নিকট

মেলানি—বিদায়

বিদ্যাবশে—বিদ্য পূর্বতের অনশে; 'তা' পূর্বে

পিন্ডবন, আবার 'বা' পূর্বে বন্দাবন ।

উচ রায়—উচ শ্বরে

মন্তব্য : দশম শতকের পর জায়সীর পদমাংস কাব্যে বর্তমান পরিচ্ছেদের সমাপ্তি । আলাওল কিস্ত, এই পরিচ্ছেদটি শেষ করেছেন মূলবাহিত হীরামণি পাখীর মৃত্যুসংবাদ বর্ণনা করে ।

নৃপতি গন্ধবর্<sup>১</sup> সব বহুত কাশ্মিলা ।  
 চম্পাবতী রানি বর্নান অননুশ্চ কল্যা ॥  
 সব সখী সহচরী কান্দে উগ্গ রাএ<sup>২</sup> ।  
 নিরোশ্চাহা দেস খন্ড<sup>৩</sup> ষুক্ এরি জ্ঞাএ<sup>৪</sup> ॥  
 মেলানি করিয়া<sup>৫</sup> ষুক্ জন্মভূমী গিয়া ।  
 জোগ ভাবি ষুক্গে গেলা তনু বিসর্জিয়া ॥  
 জন্মিলে অবস্যা<sup>৬</sup> মৃত্যু নাহিক এরান ।  
 জীবনে চিন্তএ সনু জার আছে জ্ঞান<sup>৭</sup> ॥  
 কথাতে থাকিআ আইল কথা পূর্নি জাইব ।  
 বৃদ্ধিমন্ত হইলে পূর্নি<sup>৮</sup> পন্ত উদ্দেশীব ॥  
 আপনে আপনা চিন্ত মনস্য<sup>৯</sup> জনমে ।  
 নিষ্ফল নবক কন্ম<sup>১০</sup> সংসার ভবমে ॥  
 শ্রীযুত<sup>১১</sup> মাগন বিদগদ<sup>১২</sup> সিরগনি ।  
 আলাওল স্থানে কথা জিজ্ঞাসীলা পূর্নি ॥  
 চিতাউরে নাগমতি কি রূপে আছিল ।  
 কোন মতে<sup>১৩</sup> রত্নসেন দেসেত চলিল ॥  
 মধুর আদেশ তান বর্নান কতুহলে ।  
 পয়ার রচিয়া কহে হিন আলাওলে<sup>১৪</sup> ॥\*

নৃপতি গন্ধবর্ শূর্নি অননুশোচ কৈলা ।  
 চম্পাবতী রাণী শূর্নি বহুত কাশ্মিলা ॥  
 সব সখী সহচরী কান্দে উচ্চরায় ।  
 নিরনুসাহে দেশখন্ড শূর্ক এড়ি যায় ॥  
 মেলানি করিয়া শূর্ক জন্মভূমি গিয়া ।  
 যোগ ভাবি স্বর্গে গেল তনু বিসর্জিয়া ॥  
 জন্মিলে অবশ্য মৃত্যু নাহিক এড়ান ।  
 জীবনে চিন্তহ যার আছে ভাল জ্ঞান ॥  
 কোথাত থাকিয়া আইল কোথা পূর্নি যাইব ।  
 বৃদ্ধিবন্ত হৈলে এই পন্থ উদ্দেশিব ॥  
 আপনে আপনা চিন্ত মনিবা জনমে ।  
 নিষ্ফল নরক কন্ম সংসার ভরমে ॥  
 শ্রীযুত মাগন বিদগদ শিবোমাগি ।  
 আলাওল স্থানে কথা জিজ্ঞাসীলা পূর্নি ॥  
 চিতাউরে নাগমতি কিরূপে আছিল ।  
 কোনমতে রত্নসেন দেশেত চলিল ॥  
 মধুর আদেশ তান শূর্নি কতুহলে ।  
 পয়ার রচিয়া কহে হীন আলাওলে ॥

১ গন্ধব ২ সহচরী গণ কান্দে অতি উচ্চরায় ৩ নিটুর হৃদএ হৈআ

৪ 'বা' পূর্নিতে অতিবিক্ত পংক্তি—

তথা বঙ্গসেন পম্পাবতি সন্যাসীআ ।

বনাস্তবে গেল ষুক্ কাশ্মিআ ২ ॥

৫ মাগীআ ৬ যাবৈস্য ৭ জীবনে চিন্তহ জাব মাহে ভাল জ্ঞান ৮ এই

৯ মনস্য ১০ জন্ম ১১ ছিবিজোত ১২ ধিরগদ ১৩ কনমতে

১৪ এরপর 'বা' পূর্নিতে অতিরিক্ত পংক্তি পূর্নিপকা—

ধীর স্থির ষূর্ধমতি ছিবি কামধরয়াল ।

আবুল হোচনে লেখে উত্তম পণ্ডালি ॥

\* অর্থাৎ আহসানেব পম্পাবতী সংকবণটি এখানেই সমাপ্ত ।

মন্তব্য : জায়সীর কাব্যে হিরামনের বিদায় ও মৃত্যুসংবাদ  
 নেই। রত্নসেন-পম্পাবতীর বিবাহ ও মিলনের পর থেকে  
 পদ্যাবৎ কাব্যে হিরামন অদৃশ্য। আলাওল এতে সন্তুষ্ট  
 হতে না পেরে ষট্ ঋতুবর্ণনের শেষে হীরামণির স্বদেশ-  
 প্রত্যাবর্তন ও যোগমৃত্যু বর্ণনা করেছেন। হীরামণির  
 যোগমৃত্যুবর্ণনা উপলক্ষে আলাওলের তত্ত্বকথার মধ্যে  
 সূক্ষ্মধর্মের 'ফণা' বা নিবণিবাদী মতবাদ প্রকাশিত। ষট্-  
 ঋতুবর্ণন খন্ডের শেষে পদ্যাবৎ বা পম্পাবতী কাব্যের প্রথম  
 পর্ব সমাপ্ত।

# নাগমতি বিয়োগ খণ্ড

## নাগমতির বারমাসী

চিতাউরে থাকি পশ্ত হেরে নাগমতি ।  
মোর কৰ্মদোসে ফিৰি ন আইল<sup>১</sup> পতি ॥  
পরিলা নাগর কোন<sup>২</sup> নাগরিব বস ।  
চিস্ত হোসেত দুব কল্যা মোব প্রেমরস ॥  
যদুক<sup>৩</sup> কাল হইয়া<sup>৪</sup> লৈয়া গেল মহারাজ<sup>৫</sup> ।  
পতি বিনে সতিতর জিবন কোন কাজ ॥  
বয়ন<sup>৬</sup> হইয়া বালি চলিল মদুরারি ।  
গোপিচন্দ্র<sup>৭</sup> নিল জেন জুগী জালন্দারি<sup>৮</sup> ॥  
অক্রুরে লইয়া কৃষ্ণ হইল আলোপ<sup>৯</sup> ।  
অনাথ<sup>১০</sup> জগত হইল জথ গোপী<sup>১১</sup> গোপ ॥  
তেন যদুকে লইয়া গেল মোর প্রানশ্বর ।  
না কল্যা<sup>১২</sup> পশ্চিমত হইয়া<sup>১৩</sup> নাবিবধ ডর ॥  
বিরহে জরিত তনু আছে মাথ শ্বাস<sup>১৪</sup> ।  
অতি<sup>১৫</sup> ক্লেসে বিরহিনি কান্দে<sup>১৬</sup> বারমাস ॥\*

প্রথম আসার মাস বরিসা প্রবেস<sup>১৭</sup> ।  
মোর খন্ডরথ<sup>১৮</sup> ফল পহু নাহি<sup>১৯</sup> দেশ ॥  
পদুমিত<sup>২০</sup> গগন ঘন বরিক্ষে সঘন ।  
পতি বিনু<sup>২১</sup> হতভাগি নিষ্ফল জিবন ॥  
শ্রাবনে বরিসে মেঘ ধারে অনিবার<sup>২২</sup> ।  
নিভর<sup>২৩</sup> বরিসা<sup>২৪</sup> রাতি দিন একাকার ॥  
ঝঙ্কুরে সিখিনি ভেগ<sup>২৫</sup> পাঁপহার রোলে ।  
প্রান দহে অভাগিনি<sup>২৬</sup> কান্ত নাহি কোলে ॥

চিতাউবে থাকি পশ্ত হেরে নাগমতি ।  
মোর কৰ্মদোসে ফিৰি না আইল পতি ॥  
পিড়ল নাগর কোন নাগবীর বশ ।  
চিস্ত হোসেত দুব কৈল মোর প্রেম বস ॥  
শদুক<sup>৩</sup> কাল হইয়া লৈয়া গেল মহারাজ ।  
পতি বিনে সতীর জীবনে কোন কাজ ॥  
বামন হইয়া বালি ছলিল মদুরারি ।  
গোপীচন্দ্র নিল যেন যোগী জালন্দারী ॥  
অক্রুরে লইয়া কৃষ্ণ হইল আলোপ ।  
অনাথ জগৎ হৈল যত গোপী গোপ ॥  
তেন শদুকে লইয়া গেল মোর প্রাণেশ্বর ।  
না কৈল পশ্চিমত হইয়া নারীবধ ডর ॥  
বিরহে জরিত তনু আছে মাথ শ্বাস ।  
অতি ক্লেসে বিরহিণী কান্দে বারমাস ॥ ( জা. ১ )

প্রথম আঘাট মাস বরিষা প্রবেশ ।  
মোর খন্ডরতফলে পহু নাহি দেশ ॥  
পদুমিত গগন ঘন ববিখে সঘন ।  
পতি বনে হতভাগী নিষ্ফল জীবন ॥ ( জা.৪ )  
শ্রাবণে বরিষে মেঘধাবে অনিবার ।  
নিঝবে ববিখে রাতি দিন একাকার ॥  
ঝঙ্কুরে শিখিনি ভেক পাঁপয়ার রোলে ।  
প্রাণ দহে অভাগিনী কান্ত নাহি কোলে ॥ ( জা.৬ )

১ আসাল ২ কন ৩ বৃষা ৪ হই মোর ৫ রাজ ৬ বাঅন ৭ গুপীচন্দ্র  
৮ দেসান্তরি ৯ আলুপ ১০ অনাত ১১ গুপী ১২ কৈল ১৩ হই  
১৪ শ্বাস ১৫ পতি ১৬ গাহে ১৭ প্রভেস ১৮ রত ১৯ পর  
২০ পদুমিত ২১ বিনে ২২ শ্রাবনে ববিক্ষে মেঘে ধারা অনিবার  
২৩ নিঝরে বরিক্ষে ২৪ ভেগে ২৫ বিরহিনি

\* হবিবিব সৎস্বপণে এবপর অতিরিজ দইপাংগি—  
রাণীর বিলাপ দুঃখ না সহে পরাণে ।  
মাগনে আরাতি লই আলাওলে ভনে ॥

মন্তব্য : প্রথম শ্তবকের অনুবাদ অনেকখানি মূলানুগ ।  
তবে পৌরাণিক দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে ইন্দ্রকর্তৃক কর্ণের  
কবচকুন্ডল হরণ-প্রসংগটি মূলে আছে, কিন্তু অনুবাদে  
অনুপস্থিত । মূলে আছে গরুড় কর্তৃক কৃষ্ণ-গোপন,  
অনুবাদে তা অক্রুরের রথে কৃষ্ণের মথুরাগমনে পরিণত ।  
দোহা অংশটি অনুবাদে বর্জিত ।

মূলের শ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্তবকদুটি বাদ দিয়ে চতুর্থ শ্তবক থেকে আলাওলের বারমাসী বর্ণনার আরম্ভ । শ্বিতীয়  
শ্তবকে নাগমতির বিরহদশা এবং তৃতীয় শ্তবকে পরিজনদের সাম্বন্ধনা বাণী অনুবাদে বর্জিত । অনুবাদের বারমাসী বর্ণনাগুলি  
মূলের তুলনায় অনেক সংক্ষিপ্ত । মূলে যেখানে চৌপাঈ ও দোহা মিলে ষোড়শ চরণের এক একটি শ্তবকে এক এক মাসের  
বিরহ বর্ণিত, অনুবাদে সেক্ষেত্রে প্রত্যেক মাসের বিরহবর্ণনা মাত্র চারটি চরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ । মূলের বারমাসী বর্ণনা  
অনুবাদে নতুন করে বর্ণনীয় মণ্ডলকাব্যের রীতিতে রচিত ।

ভাপ্তে তমিনী<sup>১</sup> ঘোরতম অতিসএ ।  
নানা অস্ত অনিবার মদনে খেপএ ॥  
বিজ্ঞ খৰ্গ বান ধরে<sup>২</sup> বজ্জ গোলাঘাত<sup>৩</sup> ।  
প্রভু বিন্দু রমণির<sup>৪</sup> জীবন উৎপাত ॥  
আশ্বিনে প্রকাশ<sup>৫</sup> নিসি নিশ্বল গগন ।  
গৃশ্ব<sup>৬</sup> অশ্ব অহ জিনি চন্দ্রের কিরণ ॥  
সকলের মতে<sup>৭</sup> চন্দ্র রাহু মোর মতে ।  
মুদিত<sup>৮</sup> কমল আঁখি<sup>৯</sup> চন্দ্রের উদিত ॥  
কান্তিকে অখণ্ড<sup>১০</sup> উঁগি যুখাইল নির ।  
চন্দ্র দাহে যুখি উরু সবসত সিব<sup>১১</sup> ॥  
পশ্ব<sup>১২</sup> দেউয়ারি<sup>১৩</sup> ঘরে ২ যুখ ভোগ ।  
নিজ পতি বিনে মোর ভোগে ভেল<sup>১৪</sup> রোগ ॥  
আগ্নে<sup>১৫</sup> দিঘল নিসি খৰ্ব ভেল দিন ।  
প্রিয়া বিন্দু একশ্ববি<sup>১৬</sup> সিতে তনু খিন ॥  
নবীন ভোগাতিভোগ ঘরে ২ যুখী<sup>১৭</sup> ॥  
মুই অনাথিনি প্রাননাথ বিন্দু দুঃখী<sup>১৮</sup> ॥  
পোসেত প্রবল সিত তরুনি ওথার<sup>১৯</sup> ।  
সকল জগত জেন দেখ যুস্মকার<sup>২০</sup> ॥  
হেনকালে প্রভু বিন্দু বিরহ আনলে ।  
অবিবত মোর হিয়া দগধে ন জলে<sup>২১</sup> ॥  
মাঘেত হেমন্ত<sup>২২</sup> ঋতু<sup>২৩</sup> সিতের<sup>২৪</sup> একান্ত ।  
জল ২ দহে প্রান কোরে নাহি কান্ত<sup>২৫</sup> ॥  
অগ্নিসম উশ্ব যুয্যা<sup>২৬</sup> বিরহ হুতাসে ।  
প্রান লইয়া ধাএ সীত দহন তরাসে ॥  
ফাগুনে প্রবেস হইল<sup>২৭</sup> দক্ষিণ পোবন ।  
বাউকুন্ড ঘূমিত সমান মোর মন ॥  
মোর অগ্নি পরসি পোবন জ্ঞথা জাএ ।  
তরুকুল পঠ বারি পরএ সদাএ ॥

১ ভাপ্তে তমিনী ২ বনে ধারা ৩ হএ ঘাত ৪ বিরহিনি ৫ প্রবেস  
৬ গ্রাস ৭ মনে ৮ মুদিত ৯ মাখী ১০ উঁগিস ১১ চন্দ্র দহে যুসীল  
উরুস সীত সীর ১২ পরব দেওয়ারি ১৩ দেল ১৪ আগ্নে ১৫ পীউ  
বিনে একশ্ববি ১৬ যুখ ১৭ মুই অনাথিনি প্রাননাথ বিনে দুক  
১৮ তরল উসার ১৯ দেখী যুস্মকার ২০ ধক ২ জলে ২১ হেমত  
২২ রিত ২৩ সীতেত ২৪ জালিয়া ২ ববি কোলে নাই কান্ত  
২৫ নৈশ্বা ২৬ প্রবল বহে

ভাপ্তে তমোনিশি ঘোর তম অতিশয় ।  
নানা অস্ত অনিবার মদনে ক্ষেপয় ॥  
বিজ্ঞ খড়্গবাণ ধরে বজ্জ গোলাঘাত ।  
প্রভুবিনে রমণীর জীবন উৎপাত ॥ ( জা.৬ )  
আশ্বিনে প্রকাশ নিশি নিশ্বল গগন ।  
গ্রীষ্ম অশ্ব অহ জিনি চন্দ্রের কিরণ ॥  
সকলের মতে চন্দ্র রাহু মোর মতে ।  
মুদিত কমল আঁখি চন্দ্রের উদিতে ॥ ( জা.৭ )  
কান্তিকে অখণ্ড উঁগি শূখাইল নীর ।  
চন্দ্রদাহে শূখি নিল সরস শরীর ॥  
পরব দেওয়ারি ঘরে ঘরে সুখভোগ ।  
নিজ পতি বিনে মোর ভোগে ভেল রোগ ॥ (জা.৮)  
আগ্নে দীঘল নিশি খৰ্ব ভেল দিন ।  
প্রিয়া বিনে একেশ্বরী শীতে তনু ক্ষীণ ॥  
নবীন ভোগাতিভোগ ঘরে ঘরে সুখী ।  
মুই অনাথিনি প্রাণন্যথ বিনে দুঃখী ॥ (জা.৯)  
পোষে প্রবল শীত তরুণী ওথার ।  
সকল জগৎ যেন দেখী যুস্মাকার ॥  
হেনকালে প্রভু বিনে বিরহ আনলে ।  
অবিবত মোর হিয়া ধক ধক জ্বলে ॥ ( জা.১০)  
মাঘেতে হিমন্ত ঋতু শীতের একান্ত ।  
জ্বলিয়া জ্বলিয়া মরি কোলে নাই কান্ত ॥  
অগ্নিসম উজ্জ্বলিয়া বিরহ হুতাসে ।  
প্রাণ জৈয়া ধাম শীত দহন তরাসে ( জা.১১ )  
ফাগুনে প্রবল বহে দক্ষিণ পবন ।  
বায়ুকুন্ড ঘূর্ণিত সমান মোর মন ॥  
মোর অগ্নি পরসি পবন যথা যায় ।  
তরুকুল পঠ বারি পড়ন্ত তথায় ॥ ( জা. ১২ )

শব্দার্থ টীকা : বিজ্ঞ খড়্গবাণ—বিদ্যুৎের উত্তরবারি ও শর ।  
মূলে এই উপমা আছে আঘাত বর্গনা প্রসঙ্গে ।  
অখণ্ড উঁগি—অখণ্ড মণ্ডলাকাব চন্দ্রদ্বারা । বিরহিনীর  
প্ত, যার ফলে নীর শূক্বে গেল ।

মন্তব্য : কোনো মাসের বর্গনাই মূলানুগ নয় । কদাচিত্তি আরম্ভ পংক্তিটি ছাড়া বাকি চব্বিশটি অনুবাদে নবরচিত ।

চৈত্রেত<sup>১</sup> বসন্ত আইল কাম সেনাপতি ।  
 নানা অস্ত্র সঙ্গে করি বধিতে যুবতি ॥  
 কুর্কিল ভ্রমর<sup>২</sup> পদ্প<sup>৩</sup> নবীন পল্লব ।  
 অধিক দহএ প্রান<sup>৪</sup> সমীর সৌরব ॥  
 বৈশাখে বিদরে<sup>৫</sup> মহি অরুণ প্রবল ।  
 ভ্রষ্ট<sup>৬</sup> ভেল বাউঞ্জল বিরহ আনল ॥  
 মিত্র হইয়া কমল<sup>৭</sup> নাসএ<sup>৮</sup> দিনমনি ।  
 পতি বিনে কেমনে সহিব কমলিনী ॥  
 জ্যৈষ্ঠেত আনল রবি বরিখে<sup>৯</sup> সদাএ ।  
 যুগ<sup>১০</sup> সম অহ দিঘ<sup>১১</sup> সহন ন জাএ ॥  
 পদ্পরেণু<sup>১২</sup> চন্দনে ছিটায়<sup>১৩</sup> সখীগনে<sup>১৪</sup> ।  
 ভ্রমবৎ হএ সেই<sup>১৫</sup> অগ্নি পরসনে<sup>১৬</sup> ॥  
 কাশ্দি ২ রমনি গোমাএ<sup>১৭</sup> বারমাস ।  
 কান্ত বিনে শান্ত নহে বিরহ হুতাশ ॥  
 অগ্নে পাখা নাহি পতি পাসে উরি জাম ।  
 বাশ্বব নাহিক কেহ সংবাদ পাঠাম<sup>১৮</sup> ॥\*  
 গুঞ্জা হইয়া হৈল সেই<sup>১৯</sup> কনক তুলন ।  
 বিরহ আনলে দহে<sup>২০</sup> স্যামল বদন ॥  
 বচন ন ক্ষুরে দঃখ অবধি<sup>২১</sup> কাহিতে ।  
 জলপূর্ণ আখী পন্তে<sup>২২</sup> ন পারি হেরিতে ॥  
 অতি তিখ<sup>২৩</sup> তনু মোর বিরহ আনলে ।  
 জাহারে কহম দঃখ<sup>২৪</sup> সেই জন জলে ॥  
 য়ন রে জলধ অলি পিক শ্বজরাজ ।  
 বিরহিনি অবলা বধিয়া নাই<sup>২৫</sup> কাজ ॥  
 প্রিয়া<sup>২৬</sup> পাসে তুরিত গমনে চলি জাও ।  
 আমার বিরহ দঃখ কিপ্ত<sup>২৭</sup> জানাও ॥

১ চৈত্রেতে ২ ভোমর ৩ পদ্প ৪ বৈশাখে বিদরে ৫ ভ্রষ্ট  
 ৬ কমলে ৭ না সহে ৮ বরিক্কে ৯ জোগ ১০ পদ্প যাব  
 ১১ চন্দন সখীগনে ১২ সেই ১৩ পরসন ১৪ গোমাএ ১৫ সাম্বাদ  
 পাঠাম \* 'বা' পদ্বিতে এরপর অতিরিক্ত দু পংক্তি—

মাসা রক্ত নাই সেই টুটীল সকাতি ।  
 চৌকবাটে নিবরিলা হই রাত ২ ॥

১৬ গুঞ্জর হইল সেই ১৭ দহি ১৮ অধিক ১৯ রাখীপস্ত ২০ দক্ষ  
 ২১ কন ২২ পদ ২৩ প্রভুরে

মন্তব্য : মূলের ষোড়শ শব্দকটিতে নিরাশ্রয়ী নাগমতির জবানীতে কুর্কিল নির্মণের খুঁটি ও ছাউনির প্রতীক চিত্রটি অনুবাদে শব্দক সমেত অদৃশ্য। সপ্তদশ শব্দের অনুবাদে মূলের অনেকটাই নেই। কেবল রক্তমাংসহীন নাগমতির নয়ন-পথ দিয়ে বিন্দু, বিন্দু, রক্ত বরার চিত্রটি মূলানুগ। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শব্দের অনুবাদে শব্দকটিতেও মূলের অঙ্গই বজায় আছে। গুঞ্জফলের চিত্রটিই মূলানুগ; মূলে আছে দৌত্যকার্যের জন্য নাগমতির কেবল পাখীদের কাছেই আবেদন, কিন্তু অনুবাদে আবেদন জানানো হয়েছে মেঘ, ভ্রমর, চন্দ্র এবং কোকিলের কাছে।

চৈত্রেত বসন্ত আইল কামসেনাপতি ।  
 নানা অস্ত্র সঙ্গে করি বধিতে যুবতী ॥  
 কোকিল ভ্রমর পদ্প নবীন পল্লব ।  
 অধিক দহয় প্রাণ সমীর সৌরভ ॥ ( জা.১৩ )  
 বৈশাখে বিদরে মহী অরুণ প্রবল ।  
 ভ্রষ্ট ভেল বায়ু জল বিরহ আনল ॥  
 মিত্র হইয়া কমল নাশয় দিনমণি ।  
 পতি বিনে কেমনে সহিব কমলিনী ॥ জা.১৪ )  
 জ্যৈষ্ঠেত আনল রবি বরিখে সদায় ।  
 যুগ সম অহ দীঘ সহন না যায় ॥  
 পদ্পরেণু চন্দনে ছিটায় সখীগনে ।  
 ভ্রমবৎ হয সেই অগ্নি পরসনে ॥ ( জা.১৫ )  
 কাশ্দি কাশ্দি রমণী গোয়ায় বারমাস ।  
 কান্ত বিনে শান্ত নহে বিবহ হুতাশ ॥  
 অগ্নে পাখা নাহি পতি পাশে উড়ি যাম ।  
 বাশ্বব নাহিক কেহ সংবাদ পাঠাম ॥  
 মাংস রক্ত নাহি দহে টুটীল সকাতি ।  
 চক্ষুবাটে নিঃসবিল হই রতি রতি ॥ ( জা.১৭ )  
 গুঞ্জা হইয়া হৈল সেই কনক তুলন ।  
 বিরহ আনলে দহি শ্যামল বরণ ॥  
 বচন না ক্ষুরে দঃখ অবধি কাহিতে ।  
 জলপূর্ণ আখি পন্তে না পারি হেরিতে ॥  
 অতি তীক্ষ্ণ তনু মোর বিরহ আনলে ।  
 যাহাবে কহম দঃখ সেই জন জলে ॥  
 শুন রে জলধ অলি পিক শ্বজরাজ ।  
 বিরহণী অবলা বধিয়া কোন কাজ ॥  
 প্রভুপাশে তুরিত গমনে চলি যাও ॥  
 আমার বিরহদঃখ প্রভুরে জানাও ॥ ( জা.১৮-১৯ )

শব্দার্থ টীকা : গুঞ্জা—কুঁচ ফল ।  
 শ্বজরাজ—চন্দ্র

নিবেদিয়া<sup>১</sup> নাগমতি বিরহ আনলে ।  
 দহিয়া স্যামল হৈল আমার সকালে ॥  
 য়ন কাক আখি দেহ<sup>২</sup> জ্বদি<sup>৩</sup> লই জাও ।  
 প্রভুরে দেখাই তিলে তুমি নিয়া খাও ॥  
 য়নরে পোবন তুমি অতি সিগ্রগতি ।  
 মোর দক্ষ কহ গীআ জেথা<sup>৪</sup> প্রাণপতি ॥  
 য়নহ পবন জাও নিজ বর পাসে<sup>৫</sup> ।  
 মোর দক্ষ কথা জথ<sup>৬</sup> করহ প্রকাশে<sup>৭</sup> ॥  
 এই মতে জনে ২ দক্ষের কথন ।  
 কহিলা সম্বাদ<sup>৮</sup> না দিলেক কোন জন<sup>৯</sup> ॥  
 দুরে থাকি পোরে মন<sup>১০</sup> বিরহ হুতাসে ।  
 নিকটে ন যাইসে অতি<sup>১১</sup> দহন তরাসে ॥  
 দক্ষিনের দক্ষ কেহো<sup>১২</sup> য়ন হেন<sup>১৩</sup> নাই ।  
 কান্দ ২ করজোরে স্বরিল গোসাই ॥  
 আএ প্রভু নিরজন নিলক্ষের লক্ষ<sup>১৪</sup> ।  
 কাতব জনের মাঠ তুমি সে সপক্ষ<sup>১৫</sup> ॥  
 ত্রিজগতে কোনে<sup>১৬</sup> বুজে তোমার মরম ।  
 নৃপতির তিলে কব<sup>১৭</sup> ভিক্ষুক অধম ॥  
 জ্বদি কৃপা বর তুমি প্রভু কৃপামএ ।  
 দক্ষিণে তিলেক অতুল য়ন<sup>১৮</sup> হএ ॥  
 য়ন দিয়া নৃপগৃহে কলা অনাথিনী<sup>১৯</sup> ।\*  
 সংসারের লোকে জথ দুখ য়ন পাত<sup>২০</sup> ।  
 তোমার গোচবে সব আছএ সদাএ<sup>২১</sup> ॥  
 সংসারের সার তুমি প্রভু কৃপামএ<sup>২২</sup> ।  
 মূর্খা অনাথিনী<sup>২৩</sup> প্রতি হইয়া সদএ ॥  
 মোর স্বামী মনে কৃপা দেও মোর প্রতি ।  
 ব্রেথ<sup>২৪</sup> নহে তোমা আগে দুঃখের<sup>২৫</sup> কাকর্দতি ॥  
 তোমা না ভিজিয়া হৈল<sup>২৬</sup> দুঃখের ভাজন ।  
 এবে কৃপা কর নাথ লইল<sup>২৭</sup> স্ববণ ॥  
 দুর দেসে গেল পতি ন পাইল সন্দেস<sup>২৮</sup> ।  
 হেন জন নাহি লইতে প্রভুর উদ্দেশ<sup>২৯</sup> ॥  
 দক্ষিণের কাকর্দতি য়নিয়া কৃপামএ ।  
 দয়াল চরিত্র প্রভু হইলা সদাএ<sup>৩০</sup> ॥

১ নিবেসে ২ কাটী ৩ দিএ ৪ জথা ৫ য়ন সঙ্গী সোহ জাই কহ  
 প্রভু পাস ৬ তথা ৭ প্রকাশ ৮ উত্তর ৯ কনজন ১০ জথ ১১ কেহ  
 ১২ হেন ১৩ কেহ ১৪ নিলক্ষের লৈক্ষ ১৫ সপেক্ষ ১৬ কন  
 ১৭ করে জিলে ১৮ য়নী ১৯ মোরে রানি ।

\* ছাড়া পর্যন্ত, মোরে কৈলা রানি/বিচ্ছেদ করিয়া মোরে কৈলা অনাথিনী  
 ২০ দক্ষ য়ন পাত ২১ জথ ২২ বেৎ ২৩ দয়ামএ ২৪ অনাথিনী  
 ২৫ বেথা ২৬ দক্ষের ২৭ হৈলম ২৮ লইলম ২৯ উদ্দেশ  
 ৩০ সন্দেস ৩০ সদএ

নিবেদয় নাগমতি বিরহ আনলে ।  
 দহিয়া স্যামল হৈল আমার সকলে ॥  
 শ্বন কাক আখি কাটি যদি লই যাও ।  
 প্রভুরে দেখাই তিলে তুমি নিয়া খাও ॥  
 শ্বনরে পবন তুমি অতি শীঘ্র গতি ।  
 মোর দুঃখ কহ গিয়া যথা প্রাণপতি ॥  
 সুর শশী দোহ যাই কহ প্রভু পাশ ।  
 মোর দুঃখ কথা তথা কবহ প্রকাশ ॥  
 এই মতে জনে জনে দুঃখের কথন ।  
 কহিলা সংবাদ না দিলেক কোন জন ॥  
 দুরে থাকি পোড়ে মন বিরহ হুতাসে ।  
 নিকটে না আইসে কেহ দহন তরাসে ॥  
 দক্ষিণীর দুঃখ কেহ শ্বনে হেন নাই ।  
 কান্দ কান্দ করজোড়ে স্মরিল গোসাই ॥  
 আহা প্রভু নিরজন নিলক্ষের লক্ষ্য ।  
 কাতব জনের মাঠ তুমি সে স্বপক্ষ ॥  
 ত্রিজগতে কোনে বুঝে তোমার মরম ।  
 নৃপতির তিলে কর ভিক্ষুক অধম ॥  
 যদি কৃপা কর তুমি প্রভু কৃপাময় ।  
 দুঃখীজন তিলেক অতুল স্নখী হয় ॥  
 স্নখ দিয়া নৃপগৃহে মোরে কৈলা রাণী ।  
 বিচ্ছেদ করিয়া পতি বৈলা অনাথিনী ॥  
 সংসারের লোক যত দুঃখ স্নখ পায ।  
 তোমার গোচরে সব আছয়ে সদায় ॥  
 সংসারের সার তুমি প্রভু কৃপাময় ।  
 মূর্খা অনাথিনী প্রতি হইয়া সদয় ॥  
 মোর স্বামী-মনে কৃপা দাও মোর প্রতি ।  
 বৃথা নহে তোমা আগে দুঃখের কাকর্দতি ॥  
 তোমা না ভিজিয়া হৈল দুঃখের ভাজন ।  
 এবে কৃপা কর নাথ লইল শরণ ॥  
 দুর দেশে গেল পতি না পাই উদ্দেশ ।  
 হেন জন নাহি লৈতে প্রভুর সন্দেশ ॥  
 দক্ষিণীর কাকর্দতি শ্বনিয়া কৃপাময় ।  
 দয়াল চরিত্র প্রভু হইলা সদয় ॥

মন্তব্য : বর্তমান শব্দকথন মূলে নেই। কাক, পবন,  
 স্নখ ও চন্দ্রের প্রতি নাগমতির আবেদন শব্দকটি অনুবাদকের  
 নব সংযোজন। শেষ শব্দকে চন্দ্রের কাছে নাগমতির  
 প্রার্থনাও মূলে অনুপস্থিত। নাগমতির ভক্তিপ্রার্থনার মধ্যে  
 কবিগণ ভক্তি মিশে গেছে ।

## নাগমতি সন্দেশ খণ্ড

এক বিহঙ্গমা পক্ষি আছিল উদ্যানে<sup>১</sup> ।  
 বিরহীনি<sup>২</sup> প্রাতি মায়্যা<sup>৩</sup> ছিল তার মনে ॥  
 বিরহীনি কাভরতা দেখিয়া বিসম ।  
 অশ্ব নিসী হাংকিয়া<sup>৪</sup> বলিলা<sup>৫</sup> বিহঙ্গম ॥  
 ন<sup>৬</sup> কাম্দ ২ কন্যা<sup>৭</sup> চিতা কর শ্বুর ।  
 তোম দঃখ<sup>৮</sup> না সহএ<sup>৯</sup> আমার সরির ॥  
 মোব গ্যাতি পক্ষি<sup>১০</sup> সব বিরহ আনলে ।  
 তিলেক বিশ্রাম নাহি অবিরত জলে ॥  
 তোমার পাতিল পাশে সিগ্র<sup>১১</sup> আমি জাইব<sup>১২</sup> ।  
 বিরহ বেদনা তোম সকল কহিব<sup>১৩</sup> ॥  
 ধর্ম আচারিয়া কন্যা<sup>১৪</sup> শ্বুর<sup>১৫</sup> কর মন ।  
 তুমি শান্ত হইলে শান্ত হৈব পক্ষিগণ<sup>১৬</sup> ॥\*  
 দঃখের সন্দেশ লই বিহঙ্গ<sup>১৭</sup> উড়িল ।<sup>১৮</sup>  
 সেই ধঃখ<sup>১৯</sup> জলধ স্যামল বন হইল ॥<sup>২০</sup>  
 ফুলিগ<sup>২১</sup> উড়িয়া পৈল চাম্পের উপর ।  
 অন্তরে স্যামল তৈল ভেল সসোধর ॥  
 উরিতে<sup>২২</sup> ঝারিল পাখা শুন্যের<sup>২৩</sup> উপর ।  
 উৎকা<sup>২৪</sup> পাত হেন তারে<sup>২৫</sup> বোলে সব নর ॥  
 সমুদ্র উপর দিয়া করিল গমন ।  
 জলাধি হইল তেই পূর্নিত লবণ ॥  
 তুরিত গমনে গেল সিংগল নগর ।  
 সমুদ্রের তিরে<sup>২৬</sup> এক মহাতরুবর ॥  
 তার সাথে পরি পক্ষি বিশ্রাম করএ ।  
 কিরূপে কহিব বাত<sup>২৭</sup> মনেত ভাবএ ॥

১ উদ্যানে ২ বিরহীনি ৩ মায়্যা ৪ হাংকাবি ৫ বলিলা ৬ না ৭ কন্যা  
 ৮ দঃখ ৯ দহিলেক ১০ পাখী ১১ সীগ্র ১২ জাই ১৩ বিরহ  
 বেদনা সব কহিব বঃখাই ১৪ কন্যা ১৫ তির ১৬ তুমী সান্ত হৈলে  
 পক্ষির সান্ত মন

\* এরপর 'বা' পদ্বিধিতে অতিরিক্ত পর্যন্ত—

পক্ষি হৈয়া বিরহা সহিতে নারি আই ।  
 নারি হই মরমদঃখ কৈলা পক্ষিটাই ॥  
 পক্ষি বোলে সীত্রলেতে করিবাম গতি ।  
 সান্ত হও তুমী না কাম্পিত নাকমতি ॥

১৭ উরে ১৮ কিলম ১৯ ধঃখ ২০ প্রম ২১ ফুলিগ ২২ উরিত  
 ২৩ সৈনের ২৪ উন্যা ২৫ তাকে ২৬ সমুদ্র কলেতে ২৭ কথা

এক বিহঙ্গমা পক্ষী আছিল উদ্যানে ।  
 বিরহিণী প্রাতি দয়া ছিল তার মনে ॥  
 বিরহিণী কাভরতা দেখিয়া বিসম ।  
 অশ্বনিশি হাংকারি বলিলা বিহঙ্গম ॥ ( জা.১ )

না কাম্দ না কাম্দ কন্যা চিত্ত কর শ্বুর ।  
 তোমা দঃখ দহিলেক আমার শরীর ॥  
 মোর স্ত্রীতি পক্ষী সব বিরহ আনলে ।  
 তিলেক বিশ্রাম নাহি অবিরত জলে ॥  
 তোমার পাতিল পাশে শীঘ্র আমি যাই ।  
 বিরহ বেদনা তোম কহিব বঃখাই ॥  
 ধর্ম আচারিয়া কন্যা শ্বুর কর মন ।  
 তুমি শান্ত হৈলে শান্ত হৈব পক্ষীগণ ॥  
 পক্ষী বলে সিংহলেতে করিবাম গতি ।  
 শান্ত হও তুমি না কাম্পিত নাগমতি ॥

দঃখের সন্দেশ লই বিহঙ্গ উড়িল ।  
 সেই ধঃখ জলদ স্যামলবর্ণ হৈল ॥  
 ফুলিগ উড়িয়া পৈল চাম্পের উপর ।  
 অন্তরে স্যামল তেই ভেল শশধর ॥  
 উড়িতে নারিল পাখা শুন্যের উপর ।  
 উৎকাপাত হেন তারে বলে সব নর ॥  
 সমুদ্র উপর দিয়া করিল গমন ।  
 জলাধি হইল তেই পূর্নিত লবণ ॥  
 তুরিত গমনে গেল সিংহল নগর ।  
 সমুদ্রের তীরে এক মহাতরুবর ॥  
 তার সাথে পড়ি পক্ষী বিশ্রাম করয় ।

কিরূপে কহিব কথা মনেত ভাবয় ॥ ( জা.৫ )

মন্তব্য : বর্তমান খণ্ডের আরম্ভে ঘটনাগত অনুসরণ  
 ছাড়া মূলের সঙ্গে অনুবাদের বিপুল প্রভেদ। মূলে বিহঙ্গ-  
 প্রশ্নের উত্তরে চারটি শব্দক জুড়ে নাগমতির বিচিত্র বিরহ  
 নিবেদনের আতিগূঢ় অনুবাদে সম্পূর্ণই বিজিত। তার  
 পরিবর্তে অনুবাদে প্রাধান্য পেয়েছে বিরহিণী নাগমতির  
 প্রাতি সাম্বনাবাণী, যা মূলে অনুপস্থিত। জায়সী যেখানে  
 বিরহিণীর ভাবাতিকে প্রাধান্য দিয়েছেন, আলাওল সেক্ষেত্রে  
 ঘটনাবৃত্তিকেই অনুসরণ করেছেন। পঞ্চম শব্দের অনুবাদ  
 অনেকখানি মূলানুগ। দোহার একাংশ মাত্র অনূদিত।

সংকট স্ৰুসম হএ বিধি হএ দয়া<sup>১</sup> ।  
 সেই দিনে রত্নসেনে করএ মৃগয়া<sup>২</sup> ॥\*  
 বহুল বরাহ মৃগ গোধিকা<sup>৩</sup> সান্দ্রুল ।  
 মইস<sup>৪</sup> গন্ডক আদি মারি<sup>৫</sup> পব্দকুল ॥  
 হেনকালে এক মৃগ মহা ভএ পাইয়া<sup>৬</sup> ।  
 নৃপতি সমুখে দিয়া চলিলেক ধাইয়া<sup>৭</sup> ॥  
 প্রাণ লইয়া কুরংগ চলিল বাউগতি<sup>৮</sup> ।  
 তার পাছে<sup>৯</sup> অশ্ব ধাবাইল নরপতি ॥  
 ধাইতে ২ গেল সমুদ্রের তিরে ।  
 শর হানি কুরংগ বধিলা<sup>১০</sup> মহাবীরে ॥  
 তিষ্ণা<sup>১১</sup> কুলে অতি শ্রান্ত<sup>১২</sup> হইয়া রৌদ্রজালে ।  
 অশ্ব ধাবাইয়া নৃপ গেল বৃক্ষতলে ॥  
 অতি উষ্ণ মোহাবৃক্ষ<sup>১৩</sup> বৃগাভর ছায়া ।  
 সিতল সমীর তিলে<sup>১৪</sup> বৃরাইল কাষা ॥  
 তরু<sup>১৫</sup> মূলে তুরংগ বাসিয়া নৃপবর ।  
 সকতরুকে<sup>১৬</sup> এক দৃষ্টে<sup>১৭</sup> নেহানে সাগর ॥  
 সেই বৃক্ষ উপরে বহুল পক্ষীগণ ।  
 বিহংগমা স্থানে সবে জিজ্ঞাসে বচন ॥  
 পরম সৌন্দর অংগ ছিল সূকোমল<sup>১৮</sup> ।  
 আজি কেনে দেখী হেন সরির স্যামল ॥  
 বিহংগম বোলে শুন অএ মিত্রগণ<sup>১৯</sup> ।  
 এথা হোস্তে<sup>২০</sup> জম্বুশ্বীপ<sup>২১</sup> করিলা গমন ॥  
 নগর দেখীল<sup>২২</sup> এক চিততউর নাম ।  
 বিরহ আনলে জ্বালি তথা হইল<sup>২৩</sup> স্যাম ॥

সংকট স্ৰুসম হয় বিধি কৈলে দয়া ।  
 সেই দিনে রত্নসেনে করয় মৃগয়া ॥  
 বহুল বরাহ মৃগ গোধিকা শান্দ্রুল ।  
 মইস গন্ডক আদি মারে পশুকুল ॥  
 হেনকালে এক মৃগ মহা ভয় পাইয়া ।  
 নৃপতি সমুখে দিয়া চলিলেক ধাইয়া ॥  
 প্রাণ লই ধাইল কুরংগ বায়ুগতি ।  
 তার পাছে অশ্ব ধাবাইল নরপতি ॥  
 ধাইতে ধাইতে গেল সমুদ্রের তীরে ।  
 শর হানি কুরংগ বধিলা মহাবীরে ॥  
 তৃষ্ণা কুলে অতি শ্রান্ত হইয়া রৌদ্রজালে ।  
 অশ্ব ধাবাইয়া নৃপ গেলা বৃক্ষতলে ॥  
 অতি উচ্চ মহাবৃক্ষ সূক্ষ্ণভীর ছায়া ।  
 শীতল সমীর তিলে জুড়াইল কাষা ॥  
 ওরুমূলে তুরংগ বাসিয়া নৃপবর ।  
 সকৌতুকে এক দৃষ্টে নেহালে সাগর ॥  
 সেই বৃক্ষ উপরে বহুল পক্ষীগণ ।  
 বিহংগমা স্থানে সবে জিজ্ঞাসে বচন ॥  
 পরম সূন্দর অংগ ছিল সূকোমল ।  
 আজি কেনে দেখি হেন শবীৰ শ্যামল ॥  
 বিহংগম বলে শুন অহে মিত্রগণ ।  
 এথা হোস্তে জম্বুশ্বীপ করিলা গমন ॥  
 নগর দেখিল এক চিততউর নাম ।  
 বিরহ আনলে জ্বালি তথা হৈল শ্যাম (জা.৬)

১ বিদি কৈলে দয়া ২ মৃগয়া

\* 'বা' পদার্থে অতিবিত্ত পদার্থ—

হস্তি হএ অশ্ববার পদ্যাত বহুত ।

আগে পাছে চলে সৈন্য অযুতে অযুত ॥

জেই দিনে চলে নৃপ বিপীন য়ারিআ ।

জালে বসি আশ্রয়রে আনএ ধবিআ ॥

৩ মৃগ গন্ডক<sup>৪</sup> ৪ মইস ৫ মারে ৬ পাই ৭ ধাই ৮ প্রাণ লই ধাইল  
 কুরংগ বাউর গতি ৯ পাছে ১০ বাউল ১১ তিষ্ণা ১২ শ্রমে  
 ১৩ মহাবৃক্ষ ১৪ সীয়ে ১৫ তার ১৬ সকতরুকে ১৭ দৃষ্টে  
 ১৮ সূকমল ১৯ বিহংগ উত্তর দিল শুন মিত্রগণ ২০ হস্তে ২১ জম্বুশ্ব  
 দিপে ২২ দেখীলম ২৩ হৈল

শব্দার্থ টীকা : স্ৰুসম—সহজ

গোধিকা—গোসাগ

গন্ডক—গন্ডার

কুব্জ—হরিণ

জম্বুশ্বীপ—ভাবতবর্ষ

চিততউর—চিতোর ; মূলেও চিততউর

পদার্থে এখানে চিততউর থাকলেও সর্বত্র চিততউর

মন্তব্য : ষষ্ঠস্তবকের অননুবাদটি মূলের তুলনায় অতিবিস্তৃত । মূলে রত্নসেনের শিকার বর্ণনা চিত্রটি নেই । কিন্তু অননুবাদে মূলের শিকার প্রসঙ্গটিকে অনেকখানি প্রসারিত করা হয়েছে । 'দা' পদার্থের তুলনায় 'বা' পদার্থে আবার এই বর্ণনা আরও বিস্তারিত । রত্নসেনের শিকার বর্ণনার এই সংযোজন অংশটি আলাওলের বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রসূত বলে মনে হয় । শিকার বর্ণনার পরবর্তী অংশটি ষথাসম্ভব অননুবাদ । দোহা অংশটিও অননুবাদে বর্তমান ।



রক্তসেন নামে<sup>১</sup> তথা আছিল<sup>২</sup> নৃপতি ।  
 যুগী হইয়া ছারি গেল রামা নাগমতি<sup>৩</sup> ॥  
 পতির বিরহে সতি পরম দুঃখিনি<sup>৪</sup> ।  
 সংসার দহএ তান<sup>৫</sup> বিরহ আগুনি ॥  
 মাসা মাংস নাহি<sup>৬</sup> দেহ<sup>৭</sup> রক্ত নাহি<sup>৮</sup> রতি ।  
 বিরহ প্রস্বপে<sup>৯</sup> অংগ তলা<sup>১০</sup> হিন বাতি ॥  
 কুহুরিতে<sup>১১</sup> হিআ ফাটী উঠিল আগুনি ।  
 সেই অগ্নি তাপীত হইল দিনমনি ॥  
 কেতু মন্ডহীন রাহু হিন<sup>১২</sup> কলেবর ।  
 চন্দ্রীমা<sup>১৩</sup> মলিন ভেল স্যাম জলধর ॥  
 সেই অগ্নি ফুল্লিঙ্গ<sup>১৪</sup> যুগে<sup>১৫</sup> জথ উটে ।  
 উৎকাপাত বোলে কেহ বোলে তারা ছোটে ।  
 ভোমব<sup>১৬</sup> ভুজঙ্গ পিক পাণিয়া<sup>১৭</sup> বাওস<sup>১৮</sup> ।  
 স্যামল হইল পুরী সে আনল বস ॥\*  
 পশু পক্ষি দুষ্কি তার কান্দন শুনিয়া ।  
 বজ্র হোম্বেত অধিক তাহার পতি হিয়া ॥  
 সেই নৃপ লাগ আমি পাইব কেমতে ।  
 বিরহিনি বিরহ সে<sup>১৯</sup> বেদনা কাহিতে ॥  
 নৃপস্থানে জাবত না কহ<sup>২০</sup> এই কথা ।  
 কদাচিত ন<sup>২১</sup> খন্ডব মোর মন বেথা<sup>২২</sup> ॥\*

পক্ষিমুখে নৃপতি এসব কথা শুনিল<sup>২৩</sup> ।  
 অন্তরে প্রবেস বলা বিরহ আগুনি<sup>২৪</sup> ॥  
 বৃক্ষে থাকি কহে নাগ অতি<sup>২৫</sup> দুষ্ক কথা ।  
 পক্ষিরূপ ধরি কোন<sup>২৬</sup> দেব আইল এথা ॥

১ নাম ২ আছএ ৩ যুগী হৈয়া গেল তাব নারি নাগমতি ৪ দুষ্কনি  
 ৫ তার ৬ নাই ৭ দেহে ৮ নই ৯ প্রদীপ ১০ তৈল ১১ কুহুরতি  
 ১২ হৈল ১৩ চন্দ্রমা ১৪ ফুল্লিঙ্গ ১৫ সংগেতে ১৬ ভোমর  
 ১৭ পাণিয়া ১৮ বাওস \* 'বা' পৃথিতে অতিরিক্ত পংক্তি—

পশু পক্ষি বৃক্ষলতা দহিল সকল ।

সে অনী তাপে মোর সরিব স্যামল ॥

প্রান লৈয়া ধাইল আমি সেই দিপ হোম্বেত ।

তুমি সব তথা পাসে ন জাও কন মতে ॥

১৯ বিরহিনির বিরহেব ২০ কাহি ২১ না ২২ বেতা

\* 'বা' পৃথিতে অতিরিক্ত পংক্তি—

বৃক্ষ মূলে বসী নৃপ বনে মৈন ধরি ।

নাগমতি দুষ্ক কথা কবএ গোহারি ॥

২৩ জাঁদ সে পক্ষির মুখে এথেক শুনিল ২৪ নাগমতি ২৫ ন জানি  
 পক্ষির রূপে

রক্তসেন নামে তথা আছিল নৃপতি ।  
 যোগী হইয়া ছাড়ি গেল রামা নাগমতি ॥  
 পতির বিরহে সতী পরম দুঃখিনি ।  
 সংসার দহয় তার বিরহ আগুনি ॥  
 মাস মাংস নাহি দেহে রক্ত নাহি রতি ।  
 বিরহ প্রদীপে অংগ তৈলহীন বাতি ॥  
 কুহুরিতে হিয়া ফাটি উঠিল আগুনি ।  
 সেই অগ্নি তাপিত হইল দিনমনি ॥  
 কেতু মন্ডহীন রাহু হীন কলেবর ।  
 চন্দ্রমা মলিন ভেল শ্যাম জলধর ॥  
 সেই অগ্নি ফুল্লিঙ্গ যুগে<sup>১৫</sup> যত উটে ।  
 উৎকাপাত বলে কেহ বলে তারা ছুটে ॥  
 ভোমরা ভুজঙ্গ পিক পাণিয়া বাওস ।  
 স্যামল হইল পুরী সে আনল বশ ॥  
 পশু পক্ষী বৃক্ষ লতা দহিল সকল ।  
 সেই অগ্নিতাপে মোর শরীর স্যামল ॥  
 প্রাণ লৈয়া ধাইল আমি সেই শ্বীপ হোম্বেত ।  
 তুমি সব তথা পাশে না যাও কোন মতে ॥  
 পশু পক্ষী দুঃখী তার কান্দন শুনিয়া ।  
 বজ্র হোম্বেত অধিক তাহার পতি হিয়া ॥  
 সেই নৃপ লাগ আমি পাইব কেমতে ।  
 বিরহিণী-বিরহের বেদনা কাহিতে ॥  
 নৃপস্থানে জাবত না কাহি এই কথা ।  
 কদাচিত না খন্ডব মোর মনবেথা ॥ ( জা ৭ )

পক্ষি মুখে নৃপতি এসব কথা শুনিল ।

অন্তরে প্রবেশ কৈল বিরহ আগুনি ॥

বৃক্ষে থাকি কহে নাগমতি দুঃখকথা ।

পক্ষিরূপ ধরি কোন দেব আইল এথা ॥

মন্তব্য : সপ্তম শতবকের অনুরূপে বর্ণনাগত মূলানুগত্য  
 সঙ্কেত মূলের চেয়ে অনুবাদটি বিস্তারিত । নাগমতির বিরহ  
 দহনে বিশ্বব্যাপী অগ্নিকাণ্ডের বর্ণনাটি যদিও মূলানুসারী,  
 কিন্তু রক্তমাংসহীন বিরহিণী নাগমতির দেহপ্রদীপকে  
 তৈলহীন স্তিমিত দীপের সঙ্গে তুলনাটি মূলে নেই, এটি  
 নব সৃষ্টোদ্ভাবন । মূলের দোহা অংশের পরিবর্তে অনুরূপে  
 রাজাকে নাগমতির বিরহ বেদনা জানানোর জন্য বিহেশের যে  
 হৃদয়োৎকণ্ঠা ব্যক্ত হয়েছে মূলে তা অনুরূপস্থিত ।

নূপে বোলে পাকি তুমী<sup>১</sup> মোর প্রাণসখা ।  
 কহ কোন<sup>২</sup> মতে পাইলা নাগমতি দেখা ॥  
 রত্ন ব্রহ্মা বিষ্ণুর সবত<sup>৩</sup> লাগে তোরে ।  
 জদি সত্য<sup>৪</sup> বচন না কহ তুমি মোরে ॥  
 কথাতে দেখীলা বিরহিনি নাগমতি ।  
 যুগী হইয়া<sup>৫</sup> নিঃসরিল মূর্ধিঞ তান পতি ॥  
 রত্নসেন নাম মোর য়ন প্রানমীতি ।  
 নিশ্চএ কহিলা ব্রজাধিক<sup>৬</sup> মোর চিত ॥  
 মোর লাগী দক্ষ পাএ প্রানের ইশ্বরী ।  
 কিরূপে ধরএ প্রান কহ সন্ত<sup>৭</sup> কবি ॥  
 পাকি বোলে বাবে ২ কহিয়া কি ফল ।  
 বৃক্ষ পরে<sup>৮</sup> থাকি নূপ য়নিছ<sup>৯</sup> সকল ॥  
 কহিতে না পারি তার দৃষ্কের অবধি ।  
 জুথ পাখা মোর অণে মূখ<sup>১০</sup> হএ জদি ॥  
 তোমার মাতীর দৃক্ষ দেখী হইল<sup>১১</sup> ধন্দ ।  
 তোমা লাগি<sup>১২</sup> কাশ্মিতে ২ হৈল অন্দ ॥  
 তুমী হেন বিরপত্ত ধরিয়া উদরে ।  
 দৃক্ষবস হইয়া বৃধা বৃড়ি ২ মবে<sup>১৩</sup> ॥  
 আর এক কথা কহি য়ন নূপবর ।  
 তোমার নিকটে ওথা আছে দিল্লীশ্বর<sup>১৪</sup> ॥  
 আপনা আপনি মধ্যে<sup>১৫</sup> জদি ভেদ হএ ।  
 সব পরিবার নষ্ট হইব নিশ্চএ ॥  
 জন্মদূশ্বপ মধ্যে<sup>১৬</sup> তুমি চক্রবর্তি রাজ ।  
 রহিছ শয্যুর পুরি কথ বর লাজ<sup>১৭</sup> ॥  
 লাভেরে<sup>১৮</sup> জন্তন কর পারহরি মূল ।  
 অযুগ্য<sup>১৯</sup> পশ্চিতে আগে বচন বহুল ॥  
 এথেক য়নিয়া সকরুন<sup>২০</sup> কহে রাজা ।  
 মো<sup>২১</sup> স্থানে আইস মিত্র<sup>২২</sup> করৌ তোর পোজা<sup>২৩</sup> ॥  
 মোহর রাজস্ব পদ তোরে<sup>২৪</sup> দেম ডালি ।  
 পাখা দান কর মোরে সিগ্রে জাম চাঁলি ॥

নূপে বলে পক্ষী তুমি মোব প্রাণসখা ।  
 কহ কোন মতে পাইলা নাগমতি দেখা ॥  
 রত্ন ব্রহ্মা বিষ্ণুব শপথ লাগে তোরে ।  
 যদি সত্য বচন না কহ তুমি মোরে ॥  
 কোথাতে দেখিলা বিরহিণী নাগমতি ।  
 যোগী হইয়া নিঃসরিল মূই তান পতি ॥  
 রত্নসেন নাম মোর শূন প্রাণমিত ।  
 নিশ্চয় কহিলা ব্রজাধিক মোর চিত ॥  
 মোর লাগি দৃষ্ণে পায় প্রাণেব ঈশ্বরী ।  
 কিরূপে ধরয় প্রাণ কহ সত্য করি ॥ ( জা. ৮ )  
 পক্ষী বলে বাবে বাবে কহিয়া কি ফল ।  
 বৃক্ষতলে থাকি নূপ শূনিছ সকল ॥  
 কহিতে না পারি তার দৃষ্কের অবধি ।  
 যত পাখা মোর অণে মূখ হয় যদি ॥  
 তোমার মাতীর দৃষ্ণ দেখি হৈল ধন্দ ।  
 তোমা লাগি কাশ্মিতে কাশ্মিতে হৈল অন্দ ॥  
 তুমি হেন বীর পুত্র ধরিয়া উদরে ।  
 দৃষ্ণবশ হইয়া বৃধা বৃড়ি মরে ॥ ( জা ১০ )  
 আর এক কথা কহি শূন নূপবর ।  
 তোমার নিকটে ওথা আছে দিল্লীশ্বর ॥  
 আপনা আপনি মধ্যে যদি ভেদ হয় ।  
 সর্ব পরিবার নষ্ট হইব নিশ্চয় ॥  
 জন্মদূশ্বপ মধ্যে তুমি চক্রবর্তী রাজ ।  
 রহিছ শয্যুরপুরে কত বড় লাজ ॥  
 লাভের যতন কর পারহরি মূল ।  
 অযোগ্য পশ্চিতে আগে বচন বহুল ॥  
 এথেক শূনিয়া সকরূণ কহে রাজা ।  
 মোর স্থানে আইস মিত্র করৌ তোর পূজা ॥  
 মোহর রাজস্ব পদ তোরে দিমু ডালি ।  
 পাখা দান কর মোরে শীঘ্র যাম চাঁলি ॥

১ তুমি ২ কন ৩ নপদ ৪ সৈত্য ৫ হই ৬ ব্রজাধিক ৭ সৈন্ত ৮ তলে  
 ৯ য়নি ১০ মুক ১১ লাগি ১২ বিদু ১৩ বৃষ্ণ বৃড়ি ২ মরে  
 ১৪ দিল্লীশ্বর ১৫ মাজে ১৬ মাজে ১৭ রহিছ সাযুর পুরে তেজি  
 রাজ কাজ ১৮ লাভের ১৯ অজৈগ্য ২০ সকরুনা ২১ মোর ২২ মাত  
 ২৩ পূজা ২৪ মোর রাজস্বপাট সব তোকে

মন্তব্য : অন্তিম শ্তবকের প্রথমাংশের অননুবাদ অনেকটা  
 মূলানুগ। যদিও পক্ষীমুখে নাগমতির দৃষ্ণকথা শূনে রাজ-  
 অন্তরে বিরহ জ্বলন প্রসঙ্গটি অননুবাদে থাকলেও মূলে নেই।  
 দোহা: অংশটি অননুবাদে অননুপস্থিত : মূলের নবম শ্তবকটি

আলাওল অননুবাদ করেননি। নবম শ্তবকে বামমার্গ ত্যাগ করে দক্ষিণমার্গ গ্রহণের যোগতত্ত্বটি অননুবাদে বর্জিত। দোহা  
 অংশটিতে জামসারী একনয়ন এবং এক প্রবণ ধারণের যে আশ্রয়পরিচয় আছে অননুবাদে তাও অননুপস্থিত। দশম শ্তবকের অননুবাদে  
 মূলের তুলনায় মাতৃদৃষ্ণের বর্ণনা অনেক সংক্ষিপ্ত। সিংখু ও অশ্বমুনির রামায়ণ প্রসঙ্গটি মূলে থাকলেও অননুবাদে নেই।  
 দোহা অংশটি যথারীতি অননুপস্থিত। মূলের একাদশ স্বাদশ শ্তবকের পরিবর্তে অননুবাদে একটি নতুন শ্তবক সংযোজিত।  
 দিল্লীশ্বর প্রসঙ্গটি মূলে নেই। ঘরজামাই হয়ে থাকার লোকসম্ভার কথাও আলাওলে নোতুন সংযোজন।

হাসিয়া বোলএ পক্ষি<sup>১</sup> য়ন মোহারাজ<sup>২</sup> ।  
 মনিস্যের নিকটে পক্ষিব কোন<sup>৩</sup> কাজ ॥  
 প্রভুর প্রভাবে<sup>৪</sup> আমি ক্রমীএ যুছন্দ<sup>৫</sup> ।  
 কিবা য়ন তোমার পাঞ্জরে<sup>৬</sup> হৈলে<sup>৭</sup> বন্দ ॥  
 তোমার রাজস্বপদে মোর কোন কর্ম<sup>৮</sup> ।  
 সমপদম<sup>৯</sup> জঞ্জল চিন্তা সংসারের ধর্ম<sup>১০</sup> ॥  
 বৈভবের মস্ত গর্ষে<sup>১১</sup> প্রভু বিশ্বরএ ।  
 নিতি বৃশ্চ হৌক ভাবে পশ্চাতে<sup>১২</sup> ডোবএ ॥  
 নিশ্বহ<sup>১৩</sup> মনুষ্য<sup>১৪</sup> জাতি শান্ত<sup>১৫</sup> নহে মন ।  
 একা<sup>১৬</sup> আছে তথাপীহ আনরে জন্তন ॥  
 পক্ষিজাতি আমি সব প্রভুভাবে থাকি ।  
 জেই কিছুর দেএ নিত্য সেই মাত্র<sup>১৭</sup> ভাকি ॥  
 সাক্ষিত<sup>১৮</sup> না করি কিছুর নাহি কাম<sup>১৯</sup> বস ।  
 অপত্যের কালে সে আমারে রতি রস<sup>২০</sup> ॥  
 জলাধি পশ্বত কিবা গগন কানন ।  
 সকল লিগিয়া জাই<sup>২১</sup> জথা লএ মন ॥  
 জেই কিছুর দেয় প্রভু আছিএ সম্বাসে<sup>২২</sup> ।  
 নিজ আশ্রিত মধ্যে বিস্তি কল্যা মাত্র বাসে<sup>২৩</sup> ॥  
 এতেক বৃন্দলিয়া পক্ষি চলিল উরিয়া ।  
 নৃপতি রহিলা সেই দিগে<sup>২৪</sup> নিরক্ষিয়া ॥  
 ধন্দ হইয়া দন্দ<sup>২৫</sup> এক চাহিয়া রহিলা ।  
 দেখিতে ২ পক্ষি আলোপ<sup>২৬</sup> হইলা ॥  
 নৃপতি বৃন্দলিয়া নিজ মনে করি জ্ঞান<sup>২৭</sup> ।  
 জার অগ্নে পাখা যাছে ন রহে নিদান ॥  
 অসার সংসার মায়া পাপের বন্দন ।  
 পরিণামে কি হইব নাহিক শ্বরন ॥  
 বৃশ্চ মাতা গুণবতী ভাষ্য মনে শ্বরি ।  
 কাম্বিয়া<sup>২৮</sup> চলিলা অশ্ব আরাহন করি ॥  
 নিশ্চএ জাইবা দেসে দরাইলা মন ।  
 অন্যোসিতে<sup>২৯</sup> পশ্বেত মিলিল শন্যগন<sup>৩০</sup> ॥

১ পাখী ২ মহারাজ ৩ কন ৪ প্রসাদে ৫ যুছন্দ ৬ পাঞ্জরে ৭ হৈব  
 ৮ তোমার সম্বাসে মোর হএ কন বর্ম ৯ সমপদ ১০ প্রচাতে ১১ নৃপ  
 ১২ মনিস্ব ১৩ সান্ত ১৪ এক ১৫ আমি ১৬ সাক্ষিত ১৭ নাই করি  
 ১৮ নিরাল্প মনেতে যামারে কেল রস ১৯ চল ২০ সন্তস ২১ নিজ  
 আশ্রী পর হানি বৈলে মাত্র দোষ ২২ পশ্ব ২৩ ডন্দ ২৪ আল্প  
 \* 'বা' পশ্বিতে আভিরিক পশ্ব

নৃপতি কাইল দয়াল ইশ্বর ।

বৃন্দাইব দুষ্কের গ্রস্ত করাইলা অন্তর ॥

২৫ নৃপ নিজ মনে ভাবি করিলেক জ্ঞান ২৬ কাম্বিয়া ২৭ অনাসীতে  
 ২৮ সৈন্যগন

হাসিয়া বোলয় পক্ষী শ্বন মহারাজ ।  
 মনুষ্যের নিকটে পক্ষীর কোন কাজ ॥  
 প্রভুর প্রসাদে আমি ক্রমিয়ে শ্বচ্ছন্দ ।  
 কিবা সন্ম তোমার পিঞ্জরে হইলে বশ্ব ॥  
 তোমার রাজস্ব পদে মোর কোন কর্ম ।  
 সম্পূর্ণ জঞ্জাল চিন্তা সংসারের ধর্ম ॥  
 বৈভবের মস্তগর্ষে<sup>১</sup> প্রভু বিশ্বরয় ।  
 নিতি বৃশ্চ হৌক ভাবে পশ্চাতে ডুবয় ॥  
 নিমিয়া মনুষ্য জাতি শান্ত নহে মন ।  
 একা আছে তথাপিহ আনরে যতন ॥  
 পক্ষী জাতি আমি সব প্রভু ভাবে থাকি ।  
 যেই কিছুর দেই নিত্য সেই মাত্র ভাকি ॥  
 সাক্ষিত না করি কিছুর নহে কাম বশ ।  
 অপত্যের কালে সে আমারে রতি বস ॥  
 জলাধি পশ্বত কিবা গগন কানন ।  
 সকল লিগিয়া যাই যথা লয় মন ॥  
 যেই কিছুর দেয় প্রভু আছিএ সম্বাস ।  
 নিজ আশ্রিত মধ্যবর্তি কৈলে মাত্র দোষ ॥ (জা. ১৩)  
 এতেক বৃন্দলিয়া পক্ষী চলিল উড়িয়া ।  
 নৃপতি রহিল সেই দিগে নিরক্ষিয়া ॥  
 ধন্দ হইয়া দন্দ এক চাহিয়া রহিলা ।  
 দেখিতে দেখিতে পক্ষী আলোপ হইলা ॥  
 নৃপতি বৃন্দলিয়া নিজ মনে করি জ্ঞান ।  
 যার অগ্নে পাখা আছে না রহে নিদান ॥  
 অসার সংসার মায়া পাপের বশ্বন ।  
 পরিণামে কি হইব নাহিক শ্বরণ ॥  
 বৃশ্চ মাতা গুণবতী ভাষা মনে শ্বরি ।  
 কাম্বিয়া চলিলা অশ্ব আরাহন করি ॥  
 নিশ্চয় যাইব দেশে দড়াইলা মন ।  
 অশ্বেষিতে পশ্বেত মিলিল সৈন্যগন ॥ (জা. ১৪)

মন্তব্য : গ্রন্থোদশ শতকের অনুবাদে রাজবচনটি ঈষৎ পরিবর্তিত। মূলে রাজা পক্ষীকে নাগ্নিতের সংবাদ জানার জন্যে নিজের কাছে আহ্বান করেছেন, কিন্তু অনুবাদে তাকে নিজের রাজস্বদান করতে চেয়েছেন। পক্ষীবচনটি মূলের তুলনায় আরও সম্প্রসারিত এবং অধিকতর বৈরাগ্য প্রণোদিত। চতুর্দশ শতকের অনুবাদের ঘটনা মূলানুসারী হলেও ভাব ও রূপ মূলে থেকে পৃথক। মূলের দার্শনিকতা এবং রূপকল্প অনুবাদে নেই। দোহা অংশটি ষথারীতি অনুপস্থিত।

সণ্ণের কুমার সব<sup>১</sup> আসিয়া মিলিলা ।  
 নৃপাতিক<sup>২</sup> বিরস দেখিয়া জিজ্ঞাসিলা ॥  
 আয়ু<sup>৩</sup> কেনে মহারাজ<sup>৪</sup> বিরস বদন ।  
 কোন<sup>৫</sup> দৃক্ষে বস কল্যা<sup>৬</sup> সদা যুক মন<sup>৭</sup> ॥  
 নৃপে বোলে আয়ু<sup>৮</sup> মন ব্যাপিল দৃক্ষে<sup>৯</sup> ।  
 নাগমতি বার্তা<sup>১০</sup> শূর্নি বিহঙ্গম মূখে ॥  
 কাশ্মিতে ২ অশ্ব হইছে<sup>১১</sup> বৃশ্চমাতা ।  
 চিন্তাএ জারিল<sup>১২</sup> চিন্তে শূর্নি সেই কথা ॥  
 না শূর্নে দারুণ মন ধর্ম<sup>১৩</sup> হেন বোল ।  
 নিজ দেশে জাইতে হইল উতরোল ॥<sup>১৪</sup>  
 কুমার সকলে বোলে শূর্ন মহারাজ ।  
 আমরা সকল<sup>১৫</sup> মনে চিন্তিত এই কাজ ॥  
 তোমার সমুখে ডরে না করি প্রকাশ ।  
 দেশে জাইতে সকলের মনে অভিলাস ॥<sup>১৬</sup>  
 শব্দ<sup>১৭</sup> পুরেতে<sup>১৮</sup> হৈল দিন অবলম্ব<sup>১৯</sup> ।  
 এখনে করহ সিংহে<sup>২০</sup> না কর বিলম্ব ॥  
 এতেক করিয়া সব গেলা নিজ ঘরে ।  
 রত্নসেন প্রবেশিলা<sup>২১</sup> আপনা মন্দিরে ॥  
 বিরস বদনে বসীলেক<sup>২২</sup> মৌন<sup>২৩</sup> রিত ।  
 দেখি পশ্চাবতি মন হইল চমকিত ॥

সণ্ণের কুমার সব আসিয়া মিলিলা ।  
 নৃপাতিকে বিরস দেখিয়া জিজ্ঞাসিলা ॥  
 আজু<sup>৩</sup> কেনে মহারাজ বিরস বদন ।  
 কোন দৃক্ষে বশ কৈল সদা সূখ মন ॥  
 নৃপ বলে আজি মন বেরাপিল দৃক্ষে<sup>৮</sup> ।  
 নাগমতি বার্তা শূর্নি বিহঙ্গম মূখে ॥  
 কাশ্মিতে কাশ্মিতে অশ্ব হৈল বৃশ্চমাতা ।  
 চিন্তাএ জারিল চিন্তে শূর্নি সেই কথা ॥  
 না শূর্নে দারুণ মন ধর্ম<sup>১৩</sup> হেন বোল ।  
 নিজ দেশে যাইতে মনে হইল উতরোল ॥  
 কুমার সকলে বলে শূর্ন মহারাজ ।  
 আমরা সবার মনে চিন্তিত এই কাজ ॥  
 তোমার সমুখে ডরে না করি প্রকাশ ।  
 দেশে যাইতে সকলের মনে অভিলাস ॥  
 শব্দ<sup>১৭</sup> পুরেতে হৈল দিন অবলম্ব<sup>১৯</sup> ।  
 এখনে চলহ শীঘ্র না কর বিলম্ব ॥  
 এতেক করিয়া সব গেলা নিজ ঘরে ।  
 রত্নসেন প্রবেশিলা আপনা মন্দিরে ॥  
 বিরস বদনে বসীলেক মৌন<sup>২৩</sup> রিত ।  
 দেখি পশ্চাবতি মন হৈল চমকিত ॥

১ সবো ২ নৃপাতিকে ৩ মোহাবাজা ৪ বন ৫ কৈল ৬ সদাএ যুক  
 মন ৭ আজি ৮ ব্যাপিল দৃক্ষে ৯ বাধ ১০ হৈল ১১ জরিত  
 ১২ নিজ দেশে জাইতে মন হইল বিকল ১৩ সবে ১৪ হাবিলাস  
 ১৫ সমুখ পুরেতে ১৬ অশ্ব ১৭ এখনে চলহ শীঘ্র ১৮ প্রবেশিল  
 ১৯ মৌনে ২০ মৈন

শব্দার্থ টীকা : অবলম্ব—অবলম্বন বা অতিবাহন

মন্তব্য : শতবর্ষটি মূলবাহিত এবং আলাওলের নবসংযোজন । সণ্ণী কুমারদের সণ্ণে কথোপকথনে রত্নসেনের দেশোৎকর্ষ এবং কুমারদের সমর্থনসূচক উক্তিগুলি অনুবাদে মূল্যবোধমূলক যোজনা । শতবর্ষের শেষ চার পংক্তিতে রত্নসেনের রমণী-বিমুখতার যে আভাস আছে তার উৎস পাওয়া যাবে মূলের চতুর্দশ শতবর্ষের দোহা পংক্তি দুটিতে ।

## রত্নসেন বিদায় খণ্ড

আজি<sup>১</sup> কেনে নৃপতির বিচলিত মন ।  
 ভক্তিভাবে পুছে কন্যা<sup>২</sup> রহস্য<sup>৩</sup> বচন ॥  
 যদন অএ<sup>৪</sup> প্রাননাথ<sup>৫</sup> নিবেদন মোর ।  
 দাসির সমান পরিচর্যা<sup>৬</sup> করি তোর ॥  
 কোন অপরাধ কলা রাতুল চরন ।<sup>৭</sup>  
 আশ্রয় কর তার শাস্তি<sup>৮</sup> লইমু এখন<sup>৯</sup> ॥  
 অসুখ না কর মনে যদন প্রানপতি ।  
 সর্ব<sup>১০</sup> মতে ভাজন দোষের শিষ্টয়া জাতি<sup>১১</sup> ॥  
 নৃপতি বোলেন<sup>১২</sup> যদন প্রানের বাসুধি ।  
 অপরাধ<sup>১৩</sup> তোমার কহিতে<sup>১৪</sup> নারি ভাবি ॥  
 কিস্ত<sup>১৫</sup> আজি পাইলু<sup>১৬</sup> নিজ দেশের সন্দেস ।  
 মাত্ৰি বদুৎকের কথা যদনিল<sup>১৭</sup> বিসেস ॥  
 দন্দ বাদ কলহ<sup>১৮</sup> হইছে বহুতর ।  
 অন্য ২ দেশেত হইছে অথান্তর<sup>১৯</sup> ॥  
 এথেক ভাবিতে মোর ছিত্ত<sup>২০</sup> উচাটন ।  
 দেশেত জাইমু এথা স্থির নহে মন ॥  
 যদনি পশ্চাবতি মদুখ হইল ঝামর ।  
 এই দিন লাগি মোর কপিত অস্তর ॥  
 সংসারেত যুগী না হই কার মতি ।  
 এক স্থানে স্থির নহে দেশান্তরি চিত ॥  
 জদিবা কমল প্রতি ভ্রমরের মন ।  
 মালতির স্নেহ<sup>২১</sup> ন ছার বদাচন<sup>২২</sup> ॥  
 দেশান্তরি সৌবিয়া হইলু<sup>২৩</sup> দেশান্তরি ।  
 দৈবের নিবন্ধ<sup>২৪</sup> আমি কি করিতে পারি ॥  
 এথেক ভাবিয়া কন্যা<sup>২৫</sup> কান্দএ নিভরে ।  
 তিতিল অণ্ণের বাস নয়নের লোরে<sup>২৬</sup> ॥

আজি কেনে নৃপতির বিচলিত মন ।  
 ভক্তিভাবে পুছে কন্যা রহস্য কখন ॥  
 শুন শুন প্রাণনাথ নিবেদন মোর ।  
 দাসীর সমান পরিচর্যা করি তোর ॥  
 কোন অপরাধ কৈল রাতুল চরণে ।  
 আশ্রয় কর তার শাস্তি লইমু এখনে ॥  
 অসুখ না কর মনে শুন প্রাণপতি ।  
 সর্বমতে দোষের ভাজন স্ত্রীয়া জাতি ॥  
 নৃপতি বলেন শুন প্রাণের বাসুধী ।  
 অপরাধ তোমার কহিতে নারি ভাবি ॥  
 কিস্ত আজি পাইলু নিজ দেশের সন্দেস ।  
 মাতুর দ্বংথের কথা শুনিল বিশেষ ॥  
 শব্দ বাদ কলহ হইছে বহুতর ।  
 অন্য অন্য দেশেত হইছে অথান্তর ॥  
 এতেক ভাবিতে মোর চিত্ত উচাটন ।  
 দেশেত যাইমু এথা স্থির নহে মন ॥  
 শুন পশ্চাবতী মদুখ হইল ঝামর ।  
 এইদিন লাগিয়া মোর কপিত অস্তর ॥  
 সংসারেত যোগী না হয় কার মতি ।  
 এক স্থানে স্থির নহে দেশান্তরি চিত ॥  
 যদিবা কমল প্রতি ভ্রমরের মন ।  
 মালতীর স্নেহ না ছাড়য় কদাচন ।  
 দেশান্তরী সৌবিয়া হইলু দেশান্তরী ।  
 দৈবের নিবন্ধ আমি কি করিতে পারি ॥  
 এতেক ভাবিয়া কন্যা কান্দয়ে নিভরে ।  
 তিতিল অণ্ণের বাস নয়নের লোরে ॥

১ আশ্রয় ২ পুছে কন্যা ৩ রোহস্য ৪ যদন ৫ প্রাননাথ ৬ দাসীর  
 সঙ্গিন পরিচর্যা ৭ কন্যার অপরাধ কৈল রাতুল চরণে ৮ শাস্তি ৯ এখনে  
 ১০ সর্বমতে দেশের ভাজন তিরজাতি ১১ বোলএ ১২ অপরাধ  
 ১৩ বুলিতে ১৪ পাইলাম ১৫ বুনিলুম ১৬ শব্দবাদ কলাহল  
 ১৭ অতান্তর ১৮ চিত্ত ১৯ পূজা ২০ ন ছারএ কদাচন ২১ হইলুম  
 ২২ নিবন্ধ ২৩ বুলিয়া কন্যা ২৪ নয়নের লোরে

শব্দার্থ টীকা : অতান্তর—অনর্থ, আতান্তর  
 কমল—পদ্ম, পশ্চাবতী  
 মালতী—নাগমতি  
 তিতিল—ভিজে গেল

মন্তব্যঃ পরিচ্ছেদের আরম্ভ থেকেই মূলের সঙ্গে অনুবাদের মধ্যে পার্থক্য দেখা দিয়েছে । রত্নসেনের উদাসীনতা দেখে মূলে আছে শব্দগত কথনে পশ্চাবতীর আশঙ্কা বিলাপ, কিস্ত অনুবাদে সরাসরি রত্নসেনের সঙ্গে এ নিয়ে পশ্চাবতীর আলাপ বিলাপ দেখানো হয়েছে । শব্দভিত্তিক রত্নসেনের বিদায় সম্ভাবনার কথা শূনে মূলে একই শব্দকে গন্ধর্বসেনের আগমন এবং রত্নসেনের উদাস্য কারণ জিজ্ঞাসা আছে, কিস্ত অনুবাদে সখীদের মাধ্যমে রাণী চম্পাবতীর কাছ থেকে শূনে গন্ধর্বসেন রত্নসেনের কাছ বিদায় নেবার কারণ জানতে চেয়েছেন ।

পশ্চাবর্তী কাম্বদনে<sup>১</sup> কাম্বদে সখীগণে<sup>২</sup> ।  
 সস্তরে জানাইলা গীয়া চম্পাবর্তী স্থানে<sup>৩</sup> ॥  
 য়ুনি মোহাদেবী ব্জেন মনে<sup>৪</sup> বজ্জঘাত ।  
 কাম্বদিতে ২ কহে পতিত সাক্ষাত ॥  
 দেসে জাইতে জামাতার মন উছাটন<sup>৫</sup> ।  
 তুমী গীয়া আপনে করহ নিরাসন<sup>৬</sup> ॥  
 বৃন্দ হইল আমি এবে তপস্যার<sup>৭</sup> কাল ।  
 এই রাব্যো<sup>৮</sup> জামাতা হউক মহীপাল ॥  
 এই বাক্য<sup>৯</sup> য়ুনি রাজা সজল নয়ানে ।  
 সস্তরে আইল রক্তসেনের সদনে ॥<sup>১০</sup>  
 ভক্তিভাবে রক্তসেনে বল্যা<sup>১১</sup> নমস্কার ।  
 আসিস্বর্দি কবি নৃপ<sup>১২</sup> বোলে পরিহার ॥  
 তুমি হেন জামাতা পাইল ভাগ্যবলে ।  
 নয়ানের য়ুতি মোব হইল বৃন্দকালে ॥  
 কি লাগিয়া কর নৃপ মন উছাটন<sup>১৩</sup> ।  
 আমাৰা সবেরে কোনে<sup>১৪</sup> কবিব পালন ॥  
 তপস্যার<sup>১৫</sup> কাল এবে হইল আমার ।  
 শ্বিপাস্তরে জাইবা তুমী এ কাষ্য কাহাব ॥<sup>১৬</sup>  
 করজোবে রক্তসেনে বোলে সবিবন ॥  
 কিবা স্ত্যুতি তোমাৰে করিমু মহাশয় ॥  
 কাচ হোন্তে হেম মোরে<sup>১৭</sup> কল্যা মহামতি ।  
 তবে রক্ত হইল<sup>১৮</sup> জদি তুমী দিলা য়ুতি ॥  
 ভিখারি<sup>১৯</sup> য়ুনিগরে তুমি করিলা নৃপতি ।  
 তোমা<sup>২০</sup> পদে জন্মে ২ রহক ভগতি ॥  
 মিনতি<sup>২১</sup> নৃপতি পদে কৰো<sup>২২</sup> নিবেদন ।  
 এক পক্ষি সঙ্গি আজি হৈল দরশন ॥  
 দেসের বারতা য়ুনি হৈল<sup>২৩</sup> অতি ধন্দ ।  
 মোর লাগি কাম্বদ বৃন্দ মাতা হৈল<sup>২৪</sup> অন্দ ॥  
 ঘরেত কলহ সে করন্ত জনে ২ ॥<sup>২৫</sup>  
 একের বচন য়ুনি<sup>২৬</sup> মন মানএ<sup>২৭</sup> আনে ॥

১ রোদনে ২ সখীগণ ৩ ছাম্পাবর্তী স্থান ৪ সীরে ৫ উছাটন  
 ৬ নিবারন ৭ উবেসের ৮ বাজে ৯ বাঙ্ক ১০ সস্তরে আসীল বঙ্গসেন  
 বিশ্বমানে ১১ কৈল ১২ রাজা ১৩ উছাটন ১৪ কনে ১৫ তপস্যার  
 ১৬ তুমী দেসে গেলে বোল এ রাক্ষ কাহার ১৭ মোকে ১৮ হৈল<sup>১৮</sup>  
 ১৯ ভিকারি ২০ তুমী ২১ মিনতি ২২ করে ২৩ হৈল<sup>২৩</sup> ২৪ হৈছে  
 ২৫ ঘরে ২ কলাহল করে জনে ২ ২৬ য়ুনি ২৭ না হুনিএ

পশ্চাবর্তী কাম্বদনে কাম্বদয় সখীগণে ।  
 সস্তবে জানাইল গীয়া চম্পাবর্তী স্থানে ॥  
 শূনি মহাদেবী যেন শিরে বজ্জঘাত ।  
 কাম্বদিতে কাম্বদিতে বহে পতিত সাক্ষাৎ ॥  
 দেশে যাইতে জামাতার মন উছাটন ।  
 তুমি গীয়া আপনে করহ নিবারণ ॥  
 বৃন্দ হৈল আমি এবে তপস্যার কাল ।  
 এই রাজ্যে জামাতা হউক মহীপাল ॥  
 এই বাক্য শূনি রাজা সজল নয়নে ।  
 সস্তরে আসিল রক্তসেনের সদনে ॥  
 ভক্তিভাবে রক্তসেন কৈল নমস্কার ।  
 আশীর্বাদ করি নৃপ বলে পরিহার ॥  
 তুমি হেন জামাতা পাইল ভাগ্যবলে ।  
 নয়নের জ্যোতি মোর হইল বৃন্দকালে ॥  
 কি লাগিয়া কর নৃপ মন উছাটন ।  
 আমরা সবেরে কোনে করিব পালন ॥  
 তপস্যার কাল এবে হইল আমার ।  
 তুমি দেশে গেলে বল এ বাজ্য কাহার ॥ (জা.১)  
 করযোড়ে রক্তসেনে বলে সবিবন ।  
 কিবা স্ত্যুতি তোমাৰে করিমু মহাশয় ॥  
 কাঁচ হোন্তে হেম মোরে কৈলা মহামতি ।  
 তবে রক্ত হৈল যদি তুমি দিলা জ্যোতি ।  
 ভিখারী ষোগীয়ে তুমি করিলা নৃপতি ॥  
 তোমা পদে জন্মে জন্মে রহুক ভক্তি (জা.২)  
 মিনতিও নৃপতি পদে কৰো নিবেদন ।  
 এক পক্ষী সঙ্গি আজি হৈল দরশন ॥  
 দেশের বারতা শূনি হৈল<sup>২৩</sup> অতি ধন্দ ।  
 মোর লাগি কাম্বদ বৃন্দ মাতা হৈল অন্দ ॥  
 ঘরে ঘরে কোলাহল করে জনে জনে ।  
 একের বচন শূনি না মানয় আনে ॥

মন্তব্য : গম্ববর্সেন ও রক্তসেনের উক্তি প্রত্যুক্তির মধ্যে  
 মূলে যে কথাগুলি আছে অনুবাদে তা গম্ববর্সেনের ক্ষেত্রে  
 সম্প্রসারিত ও রক্তসেনের ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত; মূলে চম্পাবর্তী প্রসঙ্গ  
 নেই। মূলের স্ত্যুতি-বিবনয়-সম্বন্ধ অনুবাদে বঙ্গীয় শ্বশুর  
 জামাতার পারিবারিক সম্পর্ক বন্ধনে রূপান্তরিত ।

ভাই হোস্তে<sup>১</sup> শত্রু আর নাহি শিভোবন<sup>২</sup> ।  
 ঘর ভেদে লংকা নষ্ট মইল বারন<sup>৩</sup> ॥  
 তুরুকান দিল্লীশ্বর<sup>৪</sup> আছএ নিকটে<sup>৫</sup> ।  
 সখ্য<sup>৬</sup> পরিবার তিলে পরিব সংকটে<sup>৭</sup> ॥  
 বিষ্ণু আগে বহুল বচন অনুচিত ।  
 তিলেকে কদুপত্র নাম রহে প্রার্থিবতে<sup>৮</sup> ॥  
 লিগিতে তোমার আংগা ভয় বাসি<sup>৯</sup> মনে ।  
 জখোচিত<sup>১০</sup> আংগা কর বিচারিয়া মনে<sup>১১</sup> ॥

নৃপতি গন্দর্বসেনে বিচারি বোলএ ।  
 এখাতে রহিলে নিজ রায়্য<sup>১২</sup> নষ্ট হএ ॥  
 নিশ্চএ জাইব দেসে রত্নসেন রাজ ।  
 নৃপে আংগা দিলা<sup>১৩</sup> কর গমনেব সাজ ॥  
 বহুল বহিত্র<sup>১৪</sup> পাঠে সমুদ্রে নামাইল<sup>১৫</sup> ।  
 যৌতুকের বস্ত্র জতে<sup>১৬</sup> তাহাতে ভারিল ॥  
 হাঁশ্ব ঘোরা হেম রত্ন বিচিত্র বসন ।  
 কুমকুম কস্তুরি আদি আগর চন্দন ॥  
 সূচার চামর ঙ্কারসি<sup>১৭</sup> নানাবস্ত্র ।  
 খন্ডা<sup>১৮</sup> ছেল ধনুর্বাণি আদি নানা অস্ত্র ॥  
 সখী দুই সহস্র সৌন্দরী কলাবতি ।  
 শিশুকাল হোস্তে<sup>১৯</sup> জার সগে প্রেম অতি ॥  
 আর দাস দাসী সগে দিলেক বহুল ।  
 নানা দ্রব্য সমপূর্ণ ভারিলা নৌকাকুল ॥  
 জ্যোতিসী দৈবগ<sup>২০</sup> সব ডাকিয়া আনিলা ।  
 দিন ক্ষেন জুগাণি বুলন বিচারিলা ॥

১ হোস্তে ২ নাই শিভোবন ৩ মৈসহ বারন ৪ তুরুক দিল্লীশ্বরে  
 ৫ নিকটে ৬ সব ৭ সংকটে ৮ প্রতিশ্রুতি ৯ ভএ ভাসী ১০ জখোচিত  
 ১১ বিচারি আপনে ১২ রাঞ্জ ১৩ কৈল ১৪ দুইহ ১৫ লামাইল  
 ১৬ যৌতুকের দৈবজাত ১৭ জরকাসী চামর ১৮ যু.ত ১৯ হোস্তে  
 ২০ জ্যোতিস দৈবগ \* 'বা' পুথিতে অতিরিক্ত পংক্তি—

সেই বৃহে মূল্য দৈব রাজ অনুমতি ।  
 নানাস্তান হোস্তে আনি দিলা সীগ্রগতি ॥  
 আর রাঞ্জ জেই দৈব স্যোকাই না পাএ ।  
 চোটা কৈলে সেই দৈব সীগ্রগতে পাএ ॥  
 কেহ নাই দেখে নাই শুনে জন্মান্তরে ।  
 হেন অপরূপ দৈব দিলা জামাতারে ॥

অনুবাদের পরবর্তী শব্দকটি মূলের সপ্তদশ শব্দক থেকে গৃহীত । যৌতুকদানের প্রসঙ্গটি অনুবাদে এগিয়ে আনা হয়েছে ।  
 যৌতুক দ্রব্যগুলি মোটামুটি মূলানুসারী । অশুভাশুভারিটি অবশ্য অনুবাদে নতুন সংযোজন ।

ভাই হোস্তে শত্রু আর নাহি শিভুবন ।  
 ঘর ভেদে লংকা নষ্ট মইল রাবণ ॥  
 তুরুকান দিল্লীশ্বর আছয় নিকটে ।  
 সর্ব পরিবার তিলে পাড়ি সংকটে ॥  
 বিষ্ণু আগে বহুল বচন অনুচিত ।  
 তিলেকে কদুপত্র নাম রহে পৃথিবীত ॥  
 লিগিতে তোমার আংগা ভয় বাসি মনে ।  
 যথোচিত আংগা কর বিচারি আপনে ॥(জা.৩)

নৃপতি গন্দর্বসেনে বিচারি বলয় ।  
 এখাতে রহিলে নিজ কার্য নষ্ট হয় ॥  
 নিশ্চয় যাইব দেশে রত্নসেন রাজ ।  
 নৃপে আংগা দিলা কর গমনেব সাজ ॥(জা.৪)  
 বহুল বহিত্র পাঠে সমুদ্রে নামাইল ।  
 যৌতুকের দ্রব্য যত তাহাতে ভারিল ॥  
 হাঁশ্ব ঘোড়া হেম রত্ন বিচিত্র বসন ।  
 কুমকুম কস্তুরী আদি আগর চন্দন ॥  
 সূচার চামর জবকাসি নানা বস্ত্র ।  
 খন্ডা শেল ধনুর্বাণি আদি নানা অস্ত্র ॥  
 সখী দুই সহস্র সুন্দরী কলাবতী ।  
 শিশুকাল হোস্তে যার সগে প্রেম অতি ॥  
 আর দাস দাসী সগে দিলেক বহুল ।  
 নানা দ্রব্য সম্পূর্ণ ভারিলা নৌকাকুল ॥  
 জ্যোতিষী দৈবজ্ঞ সব ডাকিয়া আনিলা ।  
 দিনক্ষণ যোগাণী বুলন বিচারিলা ॥ (জা.১৭)

মন্তব্য : মূলের তৃতীয় শব্দকটির বক্তব্য অনুবাদে  
 অনেকটাই রক্ষিত, যদিও কিছু কিছু পাঠ্যব্যুৎ লক্ষণীয় ।  
 স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের কৈফিয়ৎরূপে মূলে আছে রাজ্যের  
 গৃহবিবাদ ও বিহেশত্রু আক্রমণের রাজনৈতিক কারণ ।  
 আলাওল এর সগে যুক্ত করেছেন রত্নসেনের মাতার পুত্রবিচ্ছেদ  
 কাতরতার পারিবারিক কারণ । 'কদুপত্র' দুর্নামের আশঙ্কায়  
 স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের কৈফিয়ৎটি মূলে অনুপস্থিত । তৃতীয়  
 শব্দকের দোহা অংশটি অনুবাদে নেই ।

চতুর্থ শব্দকটি মূলে রাজসভাসদদের উক্তি । অনুবাদে  
 তা অতিসংক্ষিপ্ত হয়ে গন্দর্বসেনের উক্তিতে পরিণত ।

যুদ্ধ রবি<sup>১</sup> পশ্চিমতে গমন কর্টীন ।  
 গুরুবারে সিদ্ধি নাই গমন দক্ষিণ ॥  
 সম সনি পূর্বে<sup>২</sup> ন জাইব কদাচন ।<sup>২</sup>  
 উত্তরে মঙ্গল বৃধে অশুভ লক্ষণ<sup>৩</sup> ॥  
 আবস্য<sup>৪</sup> জাইব জদি নাহিক এরান ।  
 তাহার ঔসদ<sup>৫</sup> কহি য়ন বৃদ্ধিমান ॥  
 যুদ্ধেত<sup>৬</sup> পশ্চীমে জাইতে মূখে দিব রাই ।  
 বৃহস্পতি দক্ষিণে চলিব<sup>৭</sup> গোর খাই ॥  
 মঙ্গলেত উত্তরে<sup>৮</sup> ধনিয়া মূখে দিব<sup>৯</sup> ।  
 রবিবারে পশ্চিমে তাবুল দিবা মূখে ।  
 বাও দৃগে ভক্ষি সনি<sup>১০</sup> পূর্বে<sup>১১</sup> চল য়খে ॥  
 উত্তবে জাইতে বৃধে খাইবেক দধি<sup>১২</sup> ।  
 বিচারি কহিল শশু দিবস ঔসদি<sup>১৩</sup> ॥  
 এবে চক্র য়গীনির<sup>১৪</sup> কথা য়ন শাব ।  
 ত্রিশ দিনে অষ্ট দিগে ফিরে বাবে ২ ॥  
 বার উর্নবিংস আর শাতাইস চারি ।  
 য়গীনি পশ্চিম থাকে বৃহহ বিচারি ॥  
 এক নব সরদস<sup>১৫</sup> চতুর্বিংস<sup>১৬</sup> দিন ।  
 পূর্বে<sup>১৭</sup> দক্ষিণ দিগে<sup>১৮</sup> য়গীনির চিন ॥  
 অষ্টদস সরবিংস তিন একাদসে<sup>১৯</sup> ।  
 সূর্নিস্চিত য়গীনি দক্ষিণদিগে বৈসে ॥  
 দস পশ্চবিংস দুই<sup>২০</sup> সপ্তদস দিনে ।  
 য়গীনি পশ্চিমে আর দক্ষিণের কোণে ॥  
 ত্রয়াদস ত্রয়বিংস অষ্ট আর ত্রিস<sup>২১</sup> ।  
 নিশ্চএ য়গীনি জ্ঞান থাকে<sup>২২</sup> পূর্বে<sup>২৩</sup> দিস ॥

১ বাবে ২ সমে পূর্নি পূর্বেতে না জাও কদাচন ৩ লৈক্ষন ৪ আবস্য  
 ৫ অশুভ ৬ যুদ্ধে ৭ জাইব ৮ উত্তরে মঙ্গলে ৯ ছাড় পশ্চি—পূপন  
 দেখীয়া বৃধে পূর্বেতে জাইব ১০ বাউ ভক্ষি সনিবারে ১১ বৃধবা  
 উত্তবে জাইতে খাইব দধি ১২ দিনের অর্ধাধি ১৩ য়গীনি ১৪ সপ্তদস  
 ১৫ চতুর্বিংস ১৬ পূর্বেদক্ষিণের কোণে ১৭ অষ্টাদস তিন সপ্ত  
 বিংশ একাদসে ১৮ দুই দস বিংশ পশ্চ ১৯ চতুর্দস বিংশ দুই  
 সপ্ত এ উর্নিসে ২০ থাকে জ্ঞান

শুদ্ধ রবি পশ্চিমতে গমন কর্টীন ।  
 গুরুবারে সিদ্ধি নাই গমন দক্ষিণ ॥  
 সোম শনি পূর্বে<sup>১</sup> না যাইব কদাচন ।  
 উত্তবে মঙ্গল বৃধে অশুভ লক্ষণ ॥  
 অবস্য যাইব যদি নাহিক এড়ান ।  
 তাহার ঔষধ কহি শুন বৃদ্ধিমান ॥  
 শুদ্ধেত পশ্চিমে যাইতে মূখে দিব রাই ।  
 বৃহস্পতি দক্ষিণে চলিব গুড়ু খাই ॥  
 উত্তবেত মঙ্গলে ধনিয়া মূখে দিব ।  
 দর্পণ দোখিয়া সোমে পূর্বেতে যাইব ॥  
 রবিবারে পশ্চিমে তাবুল দিবা মূখে ।  
 বায়ু ভক্ষি শনিবারে পূর্বে<sup>২</sup> চল মূখে ॥  
 বৃধবারে উত্তবে যাইতে খাইব দধি ।  
 বিচারি কহিল সপ্ত দিবস ঔষধী ॥  
 এবে চক্র যোগিনীর কথা শুন সার ।  
 ত্রিশ দিনে অষ্ট দিগে ফিরে বারবার ॥ (জা.১০)

বার উর্নবিংশ আর সাতাইশ চারি ।  
 যোগিনী পশ্চিমে থাকে বৃহহ বিচারি ॥  
 এক নব ষড়শ চতুর্বিংশ দিন ।  
 পূর্বে<sup>১</sup> দক্ষিণ দিগে যোগিনীর চিন ॥  
 অষ্টাদশ ষড়বিংশ তিন একাদশে ।  
 সূর্নিস্চিত্তে যোগিনী দক্ষিণদিগে বৈসে ॥  
 দশ পশ্চবিংশ দুই সপ্তদশ দিনে ।  
 যোগিনী পশ্চিমে আর দক্ষিণের কোণে ॥  
 বিংশ অষ্টবিংশ আর ত্রয়োদশ বাণ ।  
 উত্তর পশ্চিম কোণে যোগিনীর স্থান ॥  
 পশ্চদশ ত্রয়োবিংশ অষ্ট আর ত্রিশে ।  
 নিশ্চয় যোগিনী জ্ঞান থাকে পূর্বে<sup>২</sup> দিশে ॥

শব্দার্থ টীকা :  
 গুরুবার—বৃহস্পতিবার ।  
 রাই—সরিষা ।  
 ধনিয়া—ধনে ।  
 বান—পশুবান বা পাঁচ ।

মন্তব্য : দশম শতকের অনূর্বাধিক যুদ্ধরসম্ভব মূলানুগ । কেবল মূলে শনিবার যাত্রাকালে বারুভক্ষণ এবং ওষধিলতা চর্চনের  
 নির্দেশ আছে, অনূর্বাদে ঐতিহ্যটি বিজ্ঞত । ঐতিহ্য শতকে পূর্বার শেষাংশের পূর্ধর পাঠ ভুল, মূল দেখে সংশোধিত ।



চতুর্দশ দোয়াবিংশ উনত্রিশ সাত<sup>১</sup> ।  
 যুগীনি উত্তরে থাকে জানিও নিশ্চিত ॥  
 ত্রিশ আটাইস আর ত্রয়দস বান<sup>২</sup> ।  
 উত্তর পশ্চিম কোনে<sup>৩</sup> যুগীনির স্থান ॥  
 সর একবিংশ থাকে ঔশান্যর ভিত্তে<sup>৪</sup> ।  
 যুগীনির সমুখে ন জাইও<sup>৫</sup> কদাচিত্তে ॥

পশ্চিম উত্তরে নৃপ করিব গমন ।  
 বৃহস্পতি উষাকালে দিলেক লগন ॥\*  
 শোলশত কুমার জাইব একবারে ।  
 কাম্বদনার রোল হইল প্রতি ঘরে ২ ॥  
 গমনের কাল জদি নিকট হইল ।  
 পদ্মাবতি শখীগণ সব আনাইল ॥  
 একে<sup>২</sup> গলে ধরি কাম্বদ বর বালা ।  
 শকল ছারিয়া মূর্ধা<sup>৩</sup> চলিল এখেলা<sup>৪</sup> ॥  
 ছারিল মা বাপ ঘর<sup>৫</sup> বাসব সমাজ ।  
 একশ্বর<sup>৬</sup> হইয়া চলিল<sup>৭</sup> ভিন্যরাজ ॥  
 তোমা<sup>৮</sup>বা সবের কোনমতে পার্শ্বি<sup>৯</sup>মু ।  
 শ্ববন হইলে মাত্ৰ<sup>১০</sup> জলিয়া মরিমু ॥  
 যদু<sup>১১</sup>ন প্রাণশখী আমি চলি জাই তথা<sup>১২</sup> ।  
 জথা<sup>১৩</sup> গেলে ফিরিয়া আসী<sup>১৪</sup>ও নারি এথা ॥  
 জেই দিন লাগী শখী ছিল মনে ভিত ।  
 সেই দিন আসীয়া হইল উপস্থিত ॥

১ পঞ্চদশ দ্বিবিংশ ত্রিশ অষ্টতে ২ বিংশ ত্রয়দসেতে জানিও  
 আর বান ৩ উত্তরে পশ্চিম কনে ৪ অষ্টবিংশে রিত, একবিংশে  
 ইস্থানেতে ৫ জাও ৬ করিল

\* 'বা' পদ্বিতে অতিবিক্ত পংক্তি—

জেই দিন গনি লগন বাজ আগে দিল ।  
 সনিবার দুই জাম দিবস আছিল ॥  
 এ সব বোহাসব রাজ রাজ্ঞতে হইল ।  
 জথ রাজপাত্রগন কৈন্যা আগে আইল ॥

৭ জাইমু এখালা ৮ ছারিলমু তুমী সব ৯ একাশ্বর ১০ চলিলমু  
 ১১ মনে ১২ জথা ১৩ তথা

মন্তব্য : একাদশ শতকের যোগিনী-বিচারও হুবহু মূলানুবাদ । যদিও মূলের পারম্পর্গ অনুবাদে রক্ষিত হয় নি ।  
 মূলের ম্বাদশ শতক থেকে পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত পরপর তিথিবিচার, দিকবিচার, রাশিবিচার এবং নক্ষত্রবিচার আছে, অনুবাদে  
 আলাওল এ সব নীতিস ব্যাপার ত্যাগ করে পরবর্তী যাত্রার ঘটনায় প্রবেশ করেছেন । অবশ্য যাত্রাকালের যে নির্দেশ অনুবাদে  
 আছে মূলে তা অনুপস্থিত ।

চতুর্দশ স্বাবিংশ উনত্রিশ সাতে ।  
 যোগিনী উত্তরে থাকে জানিও নিশ্চিত ॥  
 বিংশ আটাইশ আর ত্রয়োদশ বাণ ।  
 উত্তর পশ্চিম কোণে যোগিনীর স্থান ॥  
 ষড় একবিংশ থাকে ঔশানর ভিত্তে ।  
 যোগিনীর সমুখে না যাও কদাচিত্তে ॥ ( জা.১১)

পশ্চিমে উত্তরে নৃপ করিব গমন ।  
 বৃহস্পতি উষাকালে দিলেক লগন ॥  
 শোলশত কুমার যাইব একবারে ।  
 কাম্বদনার রোল হৈল প্রতি ঘরে ঘবে ॥  
 গমনের কাল যদি নিকট হইল ।  
 পদ্মাবতী সখীগণ সব আনাইল ।  
 একে একে গলে ধরি কাম্বদ বরবালা ॥  
 সকল ছাড়িয়া আমি যাইমু একেলা ॥  
 ছাড়িল মা বাপ ঘর বাসব সমাজ ।  
 এবেশ্বরী হইয়া চলিল ভিন্ন বাজ ॥  
 তোমরা সবের কোন মতে পার্শ্বি<sup>৯</sup>মু ।  
 শ্ববন হইলে মাত্ৰ জলিয়া মরিমু ॥  
 শুন প্রাণ সখী আমি চলি যাই তথা ।  
 জথা গেলে ফিরিয়া আসিতে নারি এথা ।  
 যেই দিন লাগি সখী ছিল মনে ভিত ।  
 সেই দিন আসিয়া হইল উপস্থিত ॥

শব্দার্থ টীকা : ঔশানর ভিত্তে—উত্তর পূর্বে দিকে ।

বাণ—পঞ্চদশ অর্থাৎ পাঁচ ।

ভিত—ভীতি

এধ দিনে ছারিগ্দু<sup>১</sup> সিংহল<sup>২</sup> কবিলাস ।  
 বিধি বসে হইল মোর দূরদেশে বাস ॥  
 পরদেশী হৈল<sup>৩</sup> বুলি দআ<sup>৪</sup> না ছারিও<sup>৫</sup> ।  
 আবস্য বারেক মোরে শ্বরন করিও<sup>৬</sup> ॥  
 তুমী সব ভাগ্যবর্তি রহিলা শ্বদেশ<sup>৭</sup> ।  
 মোর মনে রহিল জনম ভরি ক্লেশ ॥  
 আসীর্বাদ আমারে করিও<sup>৮</sup> এক মনে ।  
 সতত<sup>৯</sup> পীরীতি জেন থাকে শ্বামিসনে ॥  
 অজ্ঞম্ব বিচ্ছেদ<sup>১০</sup> দূক্ষ দিলেক গোসারিঞ ।  
 চাপি আলিগনে<sup>১১</sup> দেও আর দেখা নাই ॥  
 জেই কিছ<sup>১২</sup> ষিকারিক বুলিছি<sup>১৩</sup> জখনে ।  
 দূক্ষিনিরে ক্ষেমা কর না রাখিও<sup>১৪</sup> মনে ॥  
 পশ্চাবতি বাসনে কাম্দএ শখীগন ।  
 সঞ্জল নয়ানে বোলে বিনয়<sup>১৫</sup> বচন ॥  
 তোমা হোস্তে বাস্খব আছএ কোন জন ।  
 জাহারে দেখীআ হৈব তোমা<sup>১৬</sup> বিশ্বরন ॥  
 হেন সাদ করে সবে<sup>১৭</sup> জাই<sup>১৮</sup> তোমা সপে<sup>১৯</sup> ।  
 কিবা সুখ<sup>২০</sup> তোমা বিনু গৃহবাসে রপে<sup>২১</sup> ॥\*  
 অবিরত থাকি আমি তোমার সম্পাসে ।<sup>২২</sup>  
 কি করিব শতি পুত্র বাপ মাও<sup>২৩</sup> ভাই ।  
 তোমা তুল্য বাস্খব সংসারে কেহ নাই ॥  
 কিস্ত<sup>২৪</sup> জাইবারে নারি গরুআ অভাগে<sup>২৫</sup> ।  
 কি লাগিয়া আমি ন মইল<sup>২৬</sup> তোমা আগে ।  
 সিধ<sup>২৭</sup> হোস্তে<sup>২৮</sup> তোমা সপে<sup>২৯</sup> ছিল<sup>৩০</sup> নানা সুখে ।  
 একদিন কিঞ্চি<sup>৩১</sup> ন পাইল<sup>৩২</sup> মন দুখ<sup>৩৩</sup> ।  
 শ্বরিতে তোমার নেহা আমারা মরিব ।  
 দৈবের নিশ্বন্দ আছে কেমত করিব ॥

১ ছাবিলম ২ সীঙ্গল ৩ হৈলম ৪ দয়া ৫ ছারিঅ ৬ আবেশ্ব  
 মনেতে মোরে শ্বরন করিঅ ৭ সোসেস ৮ করিয়া ৯ সততে ১০  
 অজ্ঞম্ব বিচ্ছেদ ১১ চাপী আলিগন ১২ বুলিগদম ১৩ বাখিঅ  
 ১৪ বিনও ১৫ দূক্ষ ১৬ মনে ১৭ জাই ১৮ সজ ১৯ সূক ২০ রজ  
 \* 'জা' পুঁথিব পববতী ছাড় পংক্তি—মনের আরতি অনী দিআ  
 গৃহবাস ২১ সম্পাস: ২২ আর ২৩ গরুআ আছে ভাগে ২৪ মরিল  
 ২৫ সীধকালে ২৬ ছিলাম ২৭ একদিন কবু ন আসীলাম  
 তোমা দুখ

মন্তব্য : পশ্চাবতীর সুদীর্ঘ বিলাপটি মূলের ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্লোকের অনুবাদ। অনুবাদে স্থানে স্থানে মূলানুসরণ থাকলেও অনেকটাই রূপান্তরিত। মূলে পিতার প্রতি যে অনুযোগ বর্তমান অনুবাদে তা নেই। আবার অনুবাদে শ্বামীর নিরন্তর প্রীতিলাভের জন্য যে আশীর্বাদ-প্রার্থনা আছে, মূলে তা নেই। সখীদের সপে আলিগনের চিঠিটি মূলের সপ্তম শ্লোকের দোহাতে আছে, কিস্ত<sup>২৪</sup> অনুবাদ-শ্লোকের শেষে সখীদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনার চিঠিটি মূলে অনুপস্থিত। মূলের তুলনায় অনুবাদ কিছুটা অতিনাটকীয়।

এতদিনে ছাড়িল<sup>১</sup> সিংহল কবিলাস ।  
 বিধিবশে হৈল মোর দূর দেশে বাস ॥  
 পরদেশী হৈল<sup>২</sup> বুলি দয়া না ছাড়িও ।  
 অবশ্য বারেক মোরে শ্বরন করিও ॥  
 তুমি সব ভাগ্যবর্তী রহিলা শ্বদেশ ।  
 মোর মনে রহিলক জনম ভরি ক্লেশ ॥  
 আশীর্বাদ আমারে করিও এক মনে ।  
 সতত পিরীতি যেন থাকে শ্বামী সনে ॥  
 আজ্ঞম্ব বিচ্ছেদ<sup>৩</sup> দুখ দিলেক গৌসারিঞ ।  
 চাপি আলিগনে দেও আর দেখা নাই ॥  
 যেই কিছ<sup>৪</sup> ষিকারিক বুলিছি<sup>৫</sup> যখনে ।  
 দুখিনিরে ক্ষেমা কর না রাখিও মনে ॥ (জা.৬-৭)  
 পশ্চাবতী কাম্দনে কাম্দয় সখীগণ ।  
 সঞ্জল নয়ানে বোলে বিনয় বচন ॥  
 তোমা হোস্তে বাস্খব আছয় কোন জন ।  
 যাহারে দেখিয়া হৈব তোমা বিশ্বরন ॥  
 হেন সাধ করে সবে<sup>৬</sup> যাই তোমা সপে ।  
 কিবা সুখ তোমা বিনে গৃহবাস রপে ॥  
 মনেব আরতি অর্নি দিয়া গৃহ বাস ।  
 অবিরত থাকি আমি তোমার সম্পাস ॥  
 কি করিব পতি পুত্র বাপ মাও ভাই ।  
 তোমা তুল্য বাস্খব সংসারে কেহ নাই ॥  
 কিস্ত<sup>৭</sup> যাইবারে নারি গরুআ অভাগে ।  
 কি লাগিয়া আমি না মইল তোমা আগে ॥  
 শিশুকালে তোমা সপে ছিল নানাসুখ ।  
 একদিন কিঞ্চি<sup>৮</sup> না পাইল মনোদুখ ॥  
 শ্বরিতে তোমার নেহা আগরা মরিব ।  
 দৈবের নিবন্ধ আছে কেমত করিব ॥

শব্দার্থ টীকা : কবিলাস—কৈলাস  
 গরুআ অভাগে—গৃহভব দুঃভাগ্য বশত

শতত গোপতে আমি তোমারে দেখিব<sup>১</sup> ।  
 ভ্রমেহ আমার মনে ভরম না হৈব ॥  
 এই মতে অন্যে ২ কাম্পিতে কাম্পিতে ।  
 নৃপ গৃহে আইলা মাও বাপ বোলাইতে ॥  
 বাপ মাও চরণে পরিয়া<sup>২</sup> কন্যা<sup>৩</sup> বরে ।  
 বিনয় করিয়া অতি<sup>৪</sup> কান্দে<sup>৫</sup> উগ্ৰশ্বরে ॥  
 মর্দাঞ অনাথিনীরে<sup>৬</sup> কি লাগি হেন কল্যা<sup>৭</sup> ।  
 প্রথমে পালন করি পশ্চাতে মানিলা<sup>৮</sup> ॥  
 জদি পাঠাইবা মোরে দূর দেশান্তরে ।  
 কি লাগিয়া অভাগরে ধরিলা উদরে ॥  
 গৰ্ভবাসে<sup>৯</sup> কেনে ন মরিলা<sup>১০</sup> অভাগিনি ।  
 তে কারণে হৈল<sup>১১</sup> এথ দঃখের ভাজনি<sup>১২</sup> ।  
 জন্ম হইল<sup>১৩</sup> জ্বনে কাটীল মোর নারি ।  
 কি লাগি ন দিলা মোর গ্ৰীবাত কাটারি<sup>১৪</sup> ।  
 বিস দিয়া শিশুকালে ন মারিলা কেনে<sup>১৫</sup> ।  
 কোন দঃখ না হইত মারিতা তখনে<sup>১৬</sup> ॥  
 একশ্বর জাই এবে দূর দেশান্তরে<sup>১৭</sup> ।  
 জীবনে মরনে দঃখ বিধি দিল মোরে ॥  
 মন দক্ষ পাইলে মর্দাঞ কাহারে কহি<sup>১৮</sup> ।  
 মাও বলি হতভাগি কাহারে ডাকি<sup>১৯</sup> ॥  
 শায়দবি ননান্দ জাল<sup>২০</sup> দুর্জন সতিনি ।  
 তার মধ্যে নিবান্দবা<sup>২১</sup> মর্দাঞ একাকিনি ॥  
 বান্দবি বিচ্ছেদ দঃখ গরুর গর্জন<sup>২২</sup> ।  
 সতিনির জ্বলে হিত নাহি কোন জন ॥  
 দক্ষের সমুদ্রে মাগো<sup>২৩</sup> পেলিলা<sup>২৪</sup> আমারে ।  
 মন দক্ষ কহ<sup>২৫</sup> হেন নাহিক সংসারে ॥\*

১ সত্তে গোপত আখী তোমাকে দেখিব ২ খরিয়া ৩ কন্যা ৪ কান্দে  
 ৫ অতি ৬ মর্দা অনাথিনীরে ৭ কৈল্যা ৮ প্রচাতে গালিলা  
 ৯ গৰ্ভ বাসে ১০ মারিলা ১১ হৈলম ১২ দক্ষের ভাজনি  
 ১৩ হৈলম ১৪ কি লাগিয়া নই দিলা গ্রীবাতে কাটারি ১৫ কেনে ন  
 মারিলে ১৬ তখনে মারিলে ১৭ দেশান্তরে ১৮ কহিব ১৯ কাহাকে  
 ডাকিব ২০ ভালো ২১ মাজে নিবান্দবি ২২ গজন ২৩ মাও  
 ২৪ ফেলিল ২৫ কাহ

\* 'বা' পদান্তে আতিরিক্ত পংক্তি—

এ বুলিআ কাম্পি বালা হারাইল হিত ।  
 তা দেখীআ সখীগন কাম্পে বিপরিত ॥

সত্তে গোপত আখী তোমাকে দেখিব ।  
 ভ্রমেহ আমার মনে ভরম না হৈব ॥ ( জা. ৮ )  
 এই মতে অন্যে অন্যে কাম্পিতে কাম্পিতে ।  
 নৃপগৃহে আইল মাও বাপ বোলাইতে ॥  
 বাপ মাও চরণে পাড়িয়া কন্যাবরে ।  
 বিনয় করিয়া কান্দে অতি উচ্চশ্বরে ॥  
 মর্দাঞ অনাথিনীরে কি লাগি হেন কৈলা ।  
 প্রথমে পালন করি পশ্চাতে মারিলা ॥  
 যদি পাঠাইবা মোরে দূর দেশান্তরে ।  
 কি লাগিলা অভাগীরে ধরিলা উদরে ॥  
 গৰ্ভবাসে কেনে না মরিলা অভাগিনী ।  
 তে কারণে হৈল এত দঃখের ভাজনি ॥  
 জন্ম হৈল যখনে কাটিলা মোর নাড়ি ।  
 কি লাগি না দিলা মোর গ্রীবাত কাটারি ॥  
 বিস দিয়া শিশুকালে কেন না মারিলে ।  
 কোন দঃখ না হইত তখনে মারিলে ॥  
 একেশ্বর যাই এবে দূর দেশান্তরে ।  
 জীবনে মরণে দঃখ বিধি দিল মোরে ॥  
 মনে দঃখ পাইলে মর্দাঞ কাহারে কহিব ।  
 মাও বলি হতভাগী কাহারে ডাকিব ॥  
 শায়দবি ননান্দ জাল দুর্জন সতিনী ।  
 তার মধ্যে নিবান্দবা মর্দাঞ একাকিনি ॥  
 বান্দবি বিচ্ছেদ দঃখ গরুর গজন ।  
 সতিনীর জ্বলে হিত নাহি কোন জন ॥  
 দঃখের সমুদ্রে মাগো পেলিলা আমারে ।  
 মনোদঃখ কহি হেন নাহিক সংসারে ॥  
 এ বুলি কাম্পিয়া বালা হারাইল চিত ।  
 তা দেখিয়া সখীগণ কাম্পে বিপরিত ॥

মন্তব্য : মূলের অষ্টম শতকের স্বেগ অনুবাদের বিশেষ  
 কোনো মিল নেই। মূলে আছে চিরপরাধীনা নারীদের  
 সামাজিক মূল্যবিচার, অনুবাদে আছে অভিনাটকীয় ভাব-  
 বেগ। মূলের নবম শতকে পদ্মাবতীর প্রতি সখীদের  
 সামাজিক উপদেশগুলি অনুবাদে যথাস্থানে নেই, অন্যত্র  
 মায়ের মূখে বসানো হয়েছে। অপরদিকে অনুবাদে  
 পদ্মাবতীর বিদায়কালীন স্কন্ধ মাতৃসম্ভাষণ চিত্রটি মূলে  
 অনুপস্থিত। মূলের চেয়ে অনুবাদের পদ্মাবতী অনেক  
 বেশী পারিবারিক।

কন্যা বদলি কোলে তুলি রাজা মহাদেবী<sup>১</sup> ।  
 গলে ধরি কাম্পিত মনেত সোক ভাবি<sup>২</sup> ॥  
 বিস্তর কাম্পিয়া দেবি বোলে স্করুণে ।  
 কন্যা গৃহে<sup>৩</sup> অবতার দৃষ্ণের কারণে ॥  
 প্রথম প্রসবদৃষ্ণ উদরের শাল ।  
 বিচ্ছেদ<sup>৪</sup> সমএ হএ হৃদয়ের কাল ॥  
 তোমার অধিক স্নেহ করে<sup>৫</sup> মোর আর ।  
 দেশান্তরে জাও করি<sup>৬</sup> পদীর<sup>৭</sup> অশ্কার ॥  
 বিধির নিবন্ধ<sup>৮</sup> আছে দূর দেশে জাইতে ।  
 চলিতে স্বামীর সঙ্গে কে পারে রাখীতে ॥  
 এথেকে পাঠাও<sup>৯</sup> তোমা হইয়া নিমায়ী<sup>১০</sup> ।  
 মন হোশ্বেত ন ছারিও মা বাপের ছায়া<sup>১১</sup> ॥  
 হেন সাদ করে আমি<sup>১২</sup> মবি এই ক্ষনে<sup>১৩</sup> ।  
 তোমার বিচ্ছেদ<sup>১৪</sup> দৃষ্ণ ন দেখী নয়নে<sup>১৫</sup> ॥  
 আমি দুইজন প্রাণ তোমা সঙ্গে জাএ ।  
 যুনা<sup>১৬</sup> কলেবর মাত্র রহিল<sup>১৭</sup> এথাএ ॥  
 মূর্ছিয়া চক্ষুব<sup>১৮</sup> জল চূর্ণিয়া কপালে ।  
 সান্তাইয়া দুর্হিতাবে দুইজনে<sup>১৯</sup> বোলে ॥  
 এক গনে যুদ মাও আমার বচন ।  
 তোমা সম ভাগ্যবতি আছে কোন জন<sup>২০</sup> ॥  
 বাপের দুঃখ তুমি মাএর পবান ।  
 স্বামি তোর মোহাবাজা<sup>২১</sup> ইন্দ্রের সমান ॥  
 কৃপা কবি বিধি তোবে<sup>২২</sup> রূপ দিল অতি ।  
 প্রানেব অর্ধ<sup>২৩</sup> স্নেহ করে তোব পতি<sup>২৪</sup> ॥  
 শহশ সতিনী হৈলে তাত<sup>২৫</sup> কিবা ডর ।  
 না হইব তোর সখীজন<sup>২৬</sup> সমশ্বর ॥  
 কন্যা<sup>২৭</sup> মাজে ধন্য<sup>২৮</sup> হেন তাহারে<sup>২৯</sup> বাখানি ।  
 স্বামীর সৌভাগ্য হএ<sup>৩০</sup> জিনিয়া সতিনী ॥

কন্যাকে তুলিয়া ধরি রাজমহাদেবী ।  
 গলাগলি করি কাম্পিত মনে শোক ভাবি ॥  
 বিস্তর কাম্পিয়া দেবী বলে স্করুণে ।  
 কন্যা গৃহে অবতার দৃষ্ণের কারণে ॥  
 প্রথম প্রসব দৃষ্ণ উদরের শাল ।  
 বিচ্ছেদ সময় হয় হৃদয়ের কাল ॥  
 তোমার অধিক স্নেহ করে মোর আর ।  
 দেশান্তরে যাও করি পদীর অশ্কার ॥  
 বিধির নিবন্ধ আছে দূর দেশে যাইতে ।  
 চলিতে স্বামীর সঙ্গে কে পারে রাখিতে ॥  
 এথেকে পাঠাই তোমা হইয়া নিমায়ী ।  
 মন হোশ্বেত না ছাড়িও মা বাপের ছায়া ॥  
 হেন সাধ করে মনে মরি এই ক্ষণে ।  
 তোমার বিচ্ছেদ দৃষ্ণ না সবে পরাণে ॥  
 আমি দুই জন প্রাণ তোমা সঙ্গে যায় ।  
 শূন্য কলেবর মাত্র রহিল এথায় ॥  
 মূর্ছিয়া চক্ষের জল চূর্ণিয়া কপালে ।  
 সান্তাইয়া দুর্হিতাবে উপদেশ বলে ॥  
 এক গনে শূন্য মাও আমার বচন ।  
 তোমা সম ভাগ্যবতী আছে কোন জন ॥  
 বাপের দুর্লভ তুমি মায়ের পবাণ ।  
 স্বামী তোর মহারাজা ইন্দ্রের সমান ॥  
 কৃপা করি বিধি তোরে রূপ দিল অতি ।  
 প্রাণের অধিক স্নেহ করে তোর পতি ॥  
 সহস্র সতিনী হৈলে তাতে কিবা ডর ।  
 না হইব তোর সখীজন সমশ্বর ॥  
 কন্যা মাঝে ধন্য হেন তাহারে বাখানি ।  
 স্বামীর সৌভাগ্য পায় জিনিয়া সতিনী ॥

১ কন্যাকে তুলিয়া ধরি রাজমহাদেবী । ২ গলাগলি করি কাম্পিত মনে সোক ভাবি ৩ কন্যা গৃহে ৪ বিচ্ছেদ ৫ কাকে ৬ পদীর ৭ করি ৮ বিধির নিবন্ধ ৯ পাঠাই ১০ নিমায়ী ১১ মাও বাপ দয়া ১২ মনে ১৩ ক্ষন ১৪ বিচ্ছেদ ১৫ না সবে পরান ১৬ সৈন্য ১৭ রহিব ১৮ চোক্ষের ১৯ উপদেশ ২০ কন জন ২১ মহারাজা ২২ তোমা ২৩ অধিক ২৪ তোমা প্রতি ২৫ তাতে ২৬ তোমার সখীর ২৭ কন্যা ২৮ ধন্য ২৯ তাহাকে ৩০ স্বামীরস জাগ্যে পাএ

শব্দার্থ টীকা : নিমায়ী—নিশ্চয়  
 সমশ্বর—সমতুল

মন্তব্য : কন্যার প্রতি মাতার এই বিদায় সম্প্রদায় চিত্রটি মূলে নেই । পতিগৃহযাত্রাকালে কন্যার প্রতি মাতার এই স্করুণ বিলাপভাষণ বাগ্মণী জীবন-পরিবেশ নির্মাণ করেছে । পশ্চিমবঙ্গের প্রতি জননার সতীন সম্পর্কিত উপদেশ বাণীর একটু ছায়া যদিও মূলের সখীবচনে আছে, কিন্তু এর অনেকটাই আলাপলের সাংসারিক অভিজ্ঞতারই প্রতিফলন ।

মনেত রাখীয়া কহ<sup>১</sup> তাহার উপায় ।  
 সেবাধিক করিলে সৌভাগ্যধিক পায়<sup>২</sup> ॥  
 শ্বামি দয়া করে হেন গর্ব<sup>৩</sup> না করিও<sup>৪</sup> ।  
 অহীনসী ভক্তিভাবে শ্বামিক সেবিও<sup>৫</sup> ॥  
 শেবা ভক্তি উপরে না করি অবিশ্বাস ।  
 এক তিলে দোস হএ সেভা<sup>৬</sup> ভক্তি নাস ॥  
 প্রভুর তরাস মনে সতত রাখীবা ।  
 আর পাসে গেলে শ্বামি রিস না করিবা ॥  
 কাম দৃষ্টী মদুশ্বামি<sup>৭</sup> হেরএ জার ভিতে ।  
 আন হোসেত<sup>৮</sup> তার সগে রাখীয়া<sup>৯</sup> পিরিতে ॥  
 বৃক্ষ মৃক্ষ<sup>১০</sup> প্রাপ্তি হএ শ্বামির সেবাএ ।  
 সংসারে শ্বভাগ্য পরফাল মূক্ত পায়<sup>১১</sup> ॥  
 প্রভুরসকালে<sup>১২</sup> ষিক মনে না করিবা<sup>১৩</sup> ।  
 অমৃত<sup>১৪</sup> গবল হেন মনেতে ভাবিবা ॥  
 লাজ অলঙ্কারে<sup>১৫</sup> জ্ঞান রমনি ভূসিত<sup>১৬</sup> ।  
 কৃড়াবস<sup>১৭</sup> কালেত রাখীও জথোচিত<sup>১৮</sup> ॥  
 সেবাএ করিয়া নিধ্য<sup>১৯</sup> হএ গদু বস ।  
 সতিনির শহিতে<sup>২০</sup> রাখীও<sup>২১</sup> প্রেমরস ॥  
 ব্রত ধর্ম নিয়ম উপেক্ষা না করিও<sup>২২</sup> ।  
 পিরিত গোরবে পিরজন সম্বাসিও<sup>২৩</sup> ॥  
 শ্বামির আদেশে জদি হইল চলিতে ।  
 জন্ত করি কেহ তোরে<sup>২৪</sup> ন পারে রাখীতে ॥  
 অর্তিধি স্বরূপে কন্যা<sup>২৫</sup> থাকে পিঠিঘবে ।  
 অজস্ম নিব্বাহ মাঠ<sup>২৬</sup> হএ শ্বামিপূরে ॥  
 ত্রিভুবন মধ্যে<sup>২৭</sup> জ্ঞান শ্বামি সে দুল্লভ ।  
 শ্বামি সে সংসার সুখ<sup>২৮</sup> ধন্দ আর সব ॥  
 শ্বামিবস আন মতে<sup>২৯</sup> নহে বিন্দু ভক্তি ।  
 ভক্তি শক্তি হইলে<sup>৩০</sup> অবস্য<sup>৩১</sup> পায় মূক্তি ॥

১ মনেতে রাখীয়া কহি ২ সেবা কৈলে স্বসৌভব ভাগ্যধিক পায়  
 ৩ করিও ৪ শ্বামীকে সেবিও ৫ সেবা ৬ শ্বামীএ ৭ হস্তে ৮ থাকিবা  
 ৯ বৃক্ষ মৃক্ষ ১০ সংসারে সুভাগ্য পালোকে মূক্তি পায় ১১ প্রভুর  
 সোহাগ ১২ রাখীবা ১৩ অস্ত্রত ১৪ রাজ অলঙ্কার ১৫ ভূসীত  
 ১৬ কৃআরস ১৭ রাখীয়া জখাপ্ত ১৮ করিও নিত্য ১৯ সঙ্গিতে  
 ২০ রাখীয়া ২১ উপক না করিও ২২ সান্তসীস ২৩ তারে ২৪  
 অতিভের মতে কৈন্যা ২৫ জ্ঞান ২৬ মাঞ্জে ২৭ ধন ২৮ অন্যমতে  
 ২৯ থাকিলে ৩০ আকৈব

মনেত রাখীবা কহি তাহার উপায় ।  
 সেবাধিক করিলে সৌভাগ্যধিক পায় ॥  
 শ্বামী দয়া করে হেন গর্ব<sup>৩</sup> না করিও ।  
 অহীনশি ভক্তিভাবে শ্বামীকে সেবিও ॥  
 সেবা ভক্তি উপরে না করি অবিশ্বাস ।  
 এক তিলে দোষ হয় সেবা ভক্তি নাশ ॥  
 প্রভুর তরাস মনে সতত রাখীবা ।  
 আর পাশে গেলে শ্বামী রিস না করিবা ॥  
 কামদৃষ্টী শ্বামীএ হেরর যার ভিতে ।  
 আন হোসেত তার সগে থাকিবা পিরিতে ॥  
 সুখ মোক্ষ প্রাপ্তি হয় শ্বামীর সেবায় ।  
 সংসারে সুভাগ্য পরলোকে মূক্তি পায় ॥  
 প্রভুর সোহাগ ষিক মনে না রাখীবা ।  
 অমৃত গরল হেন মনেতে ভাবিবা ॥  
 লাজ অলঙ্কারে জ্ঞান রমণী ভূষিত ।  
 ক্রীড়ারস কালেত রাখিও যথোচিত ॥  
 সেবায় জ্ঞানও নিত্য হয় গদু বশ ।  
 সতিনির সহিতে রাখিও প্রেমরস ॥  
 ব্রতধর্ম নিয়ম উপেক্ষা না করিও ।  
 পিরিত গোরবে পিরজন সম্বাসিও ॥  
 শ্বামীর আদেশে যদি হইল চলিতে ।  
 যন্ত করি কেহ তারে না পারে রাখীতে ॥  
 অর্তিধি স্বরূপে কন্যা থাকে পিতৃ ঘরে ।  
 অজস্ম নিব্বাহ মাঠ হয় শ্বামীপূরে ॥  
 ত্রিভুবন মধ্যে জ্ঞান শ্বামী সে দুল্লভ ।  
 শ্বামী সে সংসার সুখ ধন্দ আর সব ॥  
 শ্বামী বশ স্থান মতে নহে বিনে ভক্তি ।  
 ভক্তি শক্তি থাকিলে অবশ্য পায় মূক্তি ॥

\* হাবিবী সংস্করণের অর্তিরিক্ত চার পর্যন্ত—  
 শ্বামী সে পরম গদু সব এক চিত্তে ।  
 ভক্তি শক্তি শ্বামী সঙ্গে বাক্তি পিরিতে ॥  
 শ্বামী সে নারীর গতি জ্ঞানি সর্বধায় ।  
 শ্বামী বিনে নারীরে সেককে না ডরায় ॥

মন্তব্য : এই বিস্তৃত উপদেশ-বচন মূলে মাতৃমুখে  
 নেই । এই জাতীয় নির্দেশ আলাওলের সাংসারিক জ্ঞানের  
 পরিচয় ।

আপনে পশ্চিম তুমি বুঝহ<sup>১</sup> সকল ।  
 মোর আশীর্বাদ হৈক<sup>২</sup> সর্বত্র<sup>৩</sup> কুশল ॥  
 এথেক বলিয়া<sup>৪</sup> দেবি দিলেন্ত<sup>৫</sup> মেলানি ।  
 কন্যা সমর্পিতে<sup>৬</sup> শগে আইলা নৃপমনি ॥  
 কন্যার হাতেত<sup>৭</sup> ধরি সজল নয়নে<sup>৮</sup> ।  
 সমর্পিতা আসি<sup>৯</sup> নৃপ রত্নসেন স্থানে<sup>১০</sup> ॥  
 শ্ববিনএ নরপতি<sup>১১</sup> বোলে পরিহার ।  
 শপীল পরাণি আমি হস্তেত তোমার<sup>১২</sup> ॥  
 চক্ষুর<sup>১৩</sup> পোতলি মোর এই কন্যাখানি ।  
 ধন প্রাণ গৃহবাস তাহার নিহানি<sup>১৪</sup> ॥  
 নিবাসধবা একাকিনী দূরদেশে জাএ<sup>১৫</sup> ।  
 মোর হৃদে এই শাল রহিল শপাএ ॥  
 দারুণ পেটের পোবা<sup>১৬</sup> ন জাএ শহন ।  
 রহিতে নারিষু গৃহে শ্বিব<sup>১৭</sup> নহে মন ॥  
 অবলা দোষের<sup>১৮</sup> ঘর সদা<sup>১৯</sup> কবে বোশ<sup>২০</sup> ।  
 ক্ষেমিবা চাহিতে আগা<sup>২১</sup> জদি কবে দোশ<sup>২২</sup> ॥  
 কেহ নাই নিকটে শদব<sup>২৩</sup> বাপ ভাই ।  
 মনদুঃখ পাঠিলে কাহিত তার<sup>২৪</sup> টাই ॥  
 খুদাতোব গৈলে<sup>২৫</sup> অমা কাহান্ত মানীব ।  
 মা বাপ বলিয়া আব<sup>২৬</sup> কাহাকে ডাকিব ॥  
 সকল প্রকারে তবে পালন করিও ।  
 আমা<sup>২৭</sup> সব প্রতি নৃপ দয়া ন ছাড়িও ॥  
 আর দেখা নাই এই<sup>২৮</sup> মনে অতি দুঃখ<sup>২৯</sup> ।  
 কোণ মতে পার্শ্বরিষু হেন চান্দ মন্থ ॥  
 জথ দিন আছে প্রাণ আমার শরীরে ।  
 আশীর্বাদ তোমারে করিষু নিরন্তরে ॥  
 অপশ্চিত আমি সব<sup>৩০</sup> কি করিব আর ।  
 শর্বা<sup>৩১</sup> মতে জান আমি তোমার ২<sup>৩২</sup> ॥  
 জথোচিত<sup>৩৩</sup> পদন্তর দিয়া রত্নসেনে ।  
 ভক্তিভাবে প্রনামিলা ধরিয়া চরণে ॥

আপনে পশ্চিম তুমি বুঝহ সকল ।  
 মোর আশীর্বাদ হৌক সর্বত্র কুশল ॥  
 এতেক বলিয়া দেবী দিলেন্ত মেলানি ।  
 কন্যা সমর্পিতে শগে আইল নৃপমনি ॥  
 কন্যার হাতেত ধরি সজল নয়নে ।  
 সমর্পিতা আসি নৃপ রত্নসেন স্থানে ॥  
 শ্ববিনয়ে নরপতি বলে পরিহার ।  
 সৌপীল পরাণী আমি হস্তেত তোমার ॥  
 চক্ষের পোতলী মোব এই কন্যাখানি ।  
 ধন প্রাণ গৃহবাস তাহার নিহানি ॥  
 নিবাসধবা একাকিনী দূর দেশে যায় ।  
 মোব হৃদে এই শাল রহিল সদায় ॥  
 দারুণ পেটের গোড়া না যায় সহন ।  
 বাহিতে নারিষু গৃহে শ্বিব নহে মন ॥  
 অবলা দোষের ঘর সদা কবে বোষ ।  
 ক্ষেমিবা আমারে চাহি যত কবে দোষ ॥  
 কেহ নাই দোষের নিকটে বাপ ভাই ।  
 মনোদুঃখ পাঠিলে কাহিতে তাব ঠাই ।  
 খুদাতোব হৈলে অন্ন কাহাতে মাগিব ।  
 মা বাপ বলিয়া আব কাহাকে ডাকিব ।  
 সকল প্রকারে তারে পালন করিও ।  
 আমা সব প্রতি নৃপ দয়া না ছাড়িও ॥  
 আর দেখা নাই এই মনে অতি দুঃখ ।  
 কোন মতে পার্শ্বরিষু হেন চান্দমন্থ ॥  
 যতদিন আছে প্রাণ আমার শরীরে ।  
 আশীর্বাদ তোমারে করিব নিরন্তরে ॥  
 আপনে পশ্চিত তুমি কি করিব আর ॥  
 সর্বমতে জান আমি তোমার তোমার ।  
 যথোচিত প্রত্যন্তর দিয়া রত্নসেনে ।  
 ভক্তিভাবে প্রণামিলা ধরিয়া চরণে ॥

১ বুঝহ ২ রাসীর্বাদে হৌক ৩ সর্বাং ৪ বলিয়া ৫ দিলেক ৬ কন্যা  
 সমরপীতে ৭ কন্যার হস্তেত ৮ নয়নে ৯ আমি ১০ স্থানে ১১ বিনয়  
 করিয়া নৃপ ১২ সপীলাম তোমা স্থানে পরানি আমার ১৩ চোক্ষের  
 ১৪ নিচনি ১৫ নিবাসধবি একাকিনী পদদেশে জাএ ১৬ জালা ১৭ স্তির  
 ১৮ দোষের ১৯ সদাএ ২০ রোস ২১ খেমিবা আমারে চাহি  
 ২২ বখ করে দোশ ২৩ দোষের নিকটে ২৪ কাহিষ কার ২৫ খুদাতোব  
 হই ২৬ মাও বাপো বলিয়া ২৭ আমা ২৮ মনে ৩০ জন্মান্তের  
 দূখ ৩১ আপনে পশ্চিত তুমি ৩২ আমার ৩৩ ভক্তিভাবে

মন্তব্য : বিদায়কালে পশ্চিমবর্তী প্রতী জননীর  
 উপদেশবাণীর কিছুটা নেওয়া হয়েছে মূলের নবম স্তবকের  
 সখীবচন থেকে, মূলে পশ্চিমবর্তী প্রতী মাতার বিদায়  
 সম্বোধন নেই। রত্নসেনের হস্তে সিংহলরাজের কন্যাসমর্পণ  
 এবং বিনয়বচনগুলিও মূলে নেই, এই সংযোজিত উপদেশ ও  
 বিলাপ বর্ণনাদুলি অনেকটাই আলাওলের বর্ণনায়  
 মানসিকতার প্রকাশ।

চল ২ করিয়া চৌদিকে হইল রোল ।  
 অশতপদ্র মধ্যে<sup>১</sup> হইল কান্দনার প্রচর<sup>২</sup> ॥  
 গজেন্দ্রে<sup>৩</sup> চরিয়া চলে নৃপ রত্নসেন ।  
 ঐরাবত বাহনে<sup>৪</sup> শচিপতি<sup>৫</sup> জেন ॥  
 রত্ন চতুর্দোলে কন্যা<sup>৬</sup> কান্দ ২ জাএ ।  
 দেখীআ উদ্যানগৃহ<sup>৭</sup> বেথা লাগে গাএ ॥  
 কৃড়াশ্বলি সরোবর<sup>৮</sup> আর নিত্যশালা ।  
 দেখীতে মহিত<sup>৯</sup> মন কান্দ জাএ বালা ॥  
 সত সংখ্যা<sup>১০</sup> দোলাদুলি করি আরুহন ।\*  
 চলিলেন্ত কান্দ ২ সগিগ সখীগণ<sup>১১</sup> ॥  
 শোল শত<sup>১২</sup> কুমারের জথেক রমনি ।  
 রাজসুতা পাঠসুতা সকল পাম্বনি ॥  
 একে ২ শগেগ অক্ষ বিস ত্রিস শখী<sup>১৩</sup> ॥  
 নানান বাহনে জাএ<sup>১৪</sup> অশ্রুপন্ন আখী ॥  
 আর দাসীগণ জথ পদগতি চলে ।  
 দেশ পরিপন্ন হৈল কান্দনার বোলে ॥  
 জাইতে ২ গেলা সমুদ্রেব তিরে<sup>১৫</sup> ।  
 ক্রমে ২ উঠীলেক ডিগংগার উপরে ॥  
 সতে<sup>১৬</sup> ২ বাহন সম্পন্ন দ্রবা<sup>১৭</sup> দেখী ।  
 হস্তি ঘোড়া হেম রত্ন পূর্ণ হৈল আখী ॥  
 মনে ভাবে নৃপে জদি সিন্দু হইলে পাব<sup>১৮</sup> ।  
 মোর সম পৃথিবীতে কেবা গাছে আব<sup>১৯</sup> ॥  
 দ্রবা<sup>২০</sup> দেখী গর্ব<sup>২১</sup> অতি মনে উপজিল ।  
 গর্ব<sup>২২</sup> হোস্তে সর্বনাশ ভাবি ন গুনিল<sup>২৩</sup> ॥

১ মৈশে ২ কান্দনার বোল ৩ গজেন্দ্রে ৪ বাহনতে ৫ বৃহপতি  
 ৬ চতুর্দোলে কন্যা ৭ উদ্যান বৃক্ষ ৮ ক্রীড়াশ্বলি সরবর ৯ মহিত  
 ১০ সংখ্যা ১১ কান্দ ২ চলিল সঙ্গের সখীগণ  
 \* 'বা' পৃথিতে অতিরিক্ত পাঠ —

পীঠভূমী ছারিআ জাঅন্ত সব সখী ।  
 বাহন অন্তরে জেন জল পূণ্য আখী ॥

১২ সোল সত ১৩ এক ২ জন সগে চলে দস সখী ১৪ চল  
 ১৫ থিরে ১৬ সতেক ১৭ দৈশ ১৮ হৈলুম সীন্দু পার ১৯ মোর  
 সম সংসারেতে গণ আছে কর ২০ দৈশ ২১ না চাহিল

নিয়ে ধনরত্নসহ নৌকায় আরোহণ । এ যেন গ্রাগপরিভ্রমা করে পল্লীকন্যার পতিগৃহযাত্রা । অষ্টাদশ শতকের  
 অনুবাদ করতে গিয়ে আলাওল মূলের দানতথ্যকথা বাদ দিয়ে সংক্ষেপে ঘটনাটুকু মাত্র অনুসরণ করেছেন । মূলের সমুদ্র  
 শতবকের প্রবাতালিকাটি অনুবাদে অনাগ্র আছে । অষ্টাদশ শতকে রত্নসেনের অহংকারী হবার ঘটনাটি মাত্র অনুবাদে উল্লেখ  
 করে আলাওল পরবর্তী পরিচ্ছেদে প্রবেশ করেছেন ।

চল চল করিয়া চৌদিকে হইল বোল ।  
 অশতপদ্র মধ্যে হৈল কান্দনার রোল ॥  
 গজেন্দ্রে চাঁড়িয়া চলে নৃপ রত্নসেন ।  
 ঐরাবত বাহনেতে শচীপতি যেন ॥  
 রত্ন চতুর্দোলে কন্যা কান্দ কান্দ যায় ।  
 দেখিয়া উদ্যান-বৃক্ষ ব্যথা লাগে গায় ॥  
 ক্রীড়াশ্বলী সরোবর আর নৃত্যশালা ।  
 দেখিতে মোহিত মন কান্দ যায় বালা ॥  
 শত সংখ্যা দোলাদুলি করি আরোহণ ।  
 চলিলেন্ত কান্দ কান্দ সগে সখীগণ ॥  
 ষোলশত কুমারের যতেক রমণী ।  
 রাজসুতা পাঠসুতা সকল পাম্বনী ॥  
 একে একে সগে চলে বিশ ত্রিস সখি ।  
 নানান বাহনে যায় অশ্রুপূর্ণ আখি ॥  
 আর দাসীগণ বত পদগতি চলে ।  
 দেশ পরিপূর্ণ হৈল কান্দনার বোলে ॥(জা.১৬)  
 যাইতে যাইতে গেল সমুদ্রেব তীবে ।  
 ক্রমে ক্রমে উঠীলেক ডিগংগার উপরে ॥  
 শতে শতে বাহন সম্পূর্ণ দ্রবা দেখি ।  
 হস্তী ঘোড়া হেম রত্ন পূর্ণ হৈল আখি ॥  
 মনে ভাবে নৃপে যদি সিন্দু হৈলে পার ।  
 মোর সম পৃথিবীতে কেবা আছে আর ॥  
 দ্রবা দেখি গর্ব<sup>২১</sup> অতি মনে উপজিল ।  
 গর্ব<sup>২২</sup> হোস্তে সর্বনাশ ভাবি না গুনিল ॥ (জা.১৮)

মন্তব্যঃ বর্তমান শতবকের আশুভটি মূলের ষোড়শ  
 শতকের এবং শেষার্শ্বেটি মূলের অষ্টাদশ শতকের অনুসরণে  
 রচিত, কিন্তু মাঝের অংশটি আলাওলের নিজস্ব । মূলে  
 আছে রত্নসেনের যাত্রার আদেশে সখীদের আলিঙ্গন করে  
 পদ্মাবতীর কাদতে কাদতে বিমানে আরোহণ এবং সিংহল-  
 বাসীদের সম্মিলিত বিলাপের সগে পদ্মাবতীর মাতা পিতা  
 এবং ভ্রাতার ক্রন্দনচিত্র । অনুবাদে ঐরাবত ও চতুর্দোলায়  
 চড়ে রত্নসেন ও পদ্মাবতীর উদ্যানবৃক্ষ, ক্রীড়াশ্বলী, সরোবর,  
 নৃত্যশালা পরিভ্রমা করে সখীদের ও দানদাসীদের

## দেশযাত্রা খণ্ড

হেনকালে শমুদ্র<sup>১</sup> ব্রাহ্মন রূপ ধরি ।  
 নৃপ আগে আইলা দান লইতে শ্রমা করি ॥  
 আসীম্বাদ করি বোলে যদু নৃপবর ।  
 অনেক অপার ধন লৈয়া জাও ঘর ॥  
 চারি অংশে একাংশ<sup>২</sup> মোব কর দান ।  
 শমুদ্র শঙ্কট হোস্তে<sup>৩</sup> হইবা কল্যাণ<sup>৪</sup> ॥  
 দান হোস্তে বিন্দু নাস কীর্তি<sup>৫</sup> মহিপদবে ।  
 অন্তকালে পাপ খণ্ডি যুগে<sup>৬</sup> অনুদ্বারে ॥  
 দস্ত মস্ত<sup>৭</sup> দুই ভাই জানিও নিশ্চয় ।  
 দস্তহ থাকিলে শর্থে<sup>৮</sup> কিবা ফল হয়<sup>৯</sup> ॥  
 দাতাজন নিশ্চিনী<sup>১০</sup> না হই কোন কালে ।  
 একদিনে দস পাএ সেই পদ<sup>১১</sup> ফলে ॥  
 দুখ খণ্ডি যুগ<sup>১২</sup> হই দানের সম্ভাব ।  
 মূল নিশ্চিন্টকে বহে পদ<sup>১৩</sup> লাভ ॥  
 দান হোস্তে<sup>১৪</sup> কণি<sup>১৫</sup> বাবে পাইল দুইকূল ।  
 রাবনে সর্গত<sup>১৬</sup> কবি হারাইল মূল ॥  
 ধন শর্গে<sup>১৭</sup> জেই জনে দান নাহি কবে ।  
 দণ্ডে<sup>১৮</sup> নাস ও এ অগ্নি সলিল তৎকবে ॥

এথ শূনি ক্রোধে বোলে রত্নসেন রাজ ।  
 ব্রাহ্মণ ভিকারি তোব ধন কোন কাজ ॥  
 নৃপতি হইয়া জদি না শঙ্ক<sup>১৯</sup> ধন ।  
 কোন মতে পালিবেক কোটী ২ জন ॥  
 দ্রব্য হোস্তে<sup>২০</sup> গর্ব<sup>২১</sup> বহে সংসার মাজারে ।  
 দ্রব্য হোস্তে<sup>২২</sup> জেই ইচ্ছা করিবাবে পারে<sup>২৩</sup> ॥  
 দ্রব্যাহীন<sup>২৪</sup> জনেব জিবন অকারন ।  
 কি কর্ম করিতে পার না থাকিলে ধন ॥  
 ধন হোস্তে<sup>২৫</sup> অকূলীন হয় কূল ছত্র ।  
 শংসাবে মহত<sup>২৬</sup> বহে বিজয় সর্বত্র ॥

১ সমুদ্র ২ চারি অংশের এক অংশ ৩ সমুদ্র শঙ্কট হস্তে ৪ কৈলান  
 ৫ বর্ষি ৬ স্বর্গে ৭ দানে সৈন্ত ৮ দান না থাকিলে সৈন্তে ৯ পাএ  
 ১০ নিম্নান ১১ পদ ১২ দুখ খণ্ডি যুগ ১৩ হস্তে ১৪ সর্গিত  
 ১৫ উড় ১৬ সাগর ১৭ সৈন্য হস্তে ১৮ পারে করিবারে  
 ১৯ দৈবাহীন

বলে পরিচয় দিযেছেন । প্রথম স্তবকের দোহা অংশে সমুদ্র দান হিসাবে রাজার কাছ থেকে চাঁদ্রশ অংশের এক অংশ চেয়েছেন ।  
 কিন্তু অনুবাদে এক চতুর্থাংশ চাওয়া হয়েছে । আলাওল সম্ভবত এক চতুর্থাংশ পাঠ ধরে অনুবাদ করেছেন ।  
 নানের মহিমা এবং সপ্তয়ের নিন্দাপ্রসঙ্গে মূলে কণ ও রাবণের প্রসঙ্গ দুটি অনুবাদে যথার্থ, কিন্তু মূলের মেরু-মহিমা ও কুবের-  
 নিধনের প্রসঙ্গটি ভ্রান্তভাবে অনুবাদে বর্জিত । দোহা অংশটি রক্ষিত । দস্ত এবং সত্যকে ভ্রাতৃত্বপে কল্পনা আলা-  
 ওলের নিজস্ব । দানপুণ্যে স্বর্গলাভের কথাও নব-সংযোজন ।

হেনকালে সমুদ্র ব্রাহ্মণ রূপ ধরি ।  
 নৃপ আগে আইলা দান লইতে শ্রমা করি ॥  
 আসীম্বাদ করি বলে শূন নৃপবর ।  
 অনেক অপার ধন লইয়া যাও ঘর ॥  
 চারি অংশে এক অংশ মোরে কব দান ।  
 সমুদ্র শঙ্কট হোস্তে হইব কল্যাণ ॥  
 দান হোস্তে বিঘ্ননাশ কীর্তি<sup>১</sup> মহীপদরে ।  
 অন্তকালে পাপ খণ্ডি স্বর্গে<sup>২</sup> অনুদ্বারে ॥  
 দস্ত সত্য দুই ভাই জানিও নিশ্চয় ।  
 দান না থাকিলে সত্যে কিবা ফল পায় ॥  
 দাতা জন নিশ্চিনী না হয় কোন কালে ।  
 এক দিনে দশ পায় সেই পদ<sup>৩</sup> ফলে ॥  
 দুখ খণ্ডি সূখ পায় দানের সম্ভবে ।  
 মূল নিশ্চিন্টকে বহে পদ<sup>৪</sup> লাভ ॥  
 দান হোস্তে<sup>৫</sup> কণ<sup>৬</sup> বাব পাইল দুই কূল ।  
 বাবণে সর্গিত<sup>৭</sup> কবি হাবাইল মূল ॥  
 ধন সর্গি<sup>৮</sup> যেই জনে দান নাহি কবে ।  
 দণ্ডে<sup>৯</sup> নাশ হয় অগ্নি সলিল তৎকবে ॥ ( জা. ১ )

এত শূনি ক্রোধে বলে রত্নসেন বাজ ।  
 ব্রাহ্মণ ভিকারি তোব ধন কোন কাজ ॥  
 নৃপতি হইয়া যদি না সঙ্ক<sup>১০</sup> ধন ।  
 কোন মতে পালিবেক কোটি কোটি জন ॥  
 দ্রব্য হোস্তে<sup>১১</sup> গর্ব<sup>১২</sup> বহে সংসার মাজারে ।  
 দ্রব্য হোস্তে<sup>১৩</sup> যেই ইচ্ছা পারে কবিবাবে ॥  
 দ্রব্যাহীন জনেব জীবন অকারন ।  
 কি কর্ম করিতে পারে না থাকিলে ধন ॥  
 ধন হোস্তে<sup>১৪</sup> অকূলীন হয় কূল ছত্র ।  
 সংসারে মহত<sup>১৫</sup> বহে বিজয় সর্বত্র ॥

মন্তব্য : প্রথম স্তবকের অনুবাদ মোটামুটি  
 মূলানুগ । প্রথম দুটি পংক্তি জায়সীর আগের  
 পরিচ্ছেদের শেষ স্তবকের দোহা অংশের অনুবাদ ।  
 সেখানে সমুদ্রকে দানী বলা হলেও ব্রাহ্মণ বলে  
 উল্লেখ নেই । অনুবাদে আলাওল দানীকে ব্রাহ্মণ



শংকটতরনে ধন হোশেত য়ুথ রশ ।  
 মনুষ্যক<sup>১</sup> কি বালিব দেব হএ বস ।  
 ধনের প্রভাবে নিশ্ব<sup>২</sup> সেবা করে পর ।  
 নিশ্বনিরে<sup>৩</sup> পুত্র দারা<sup>৪</sup> না করে আদর ॥  
 প্রাণপন করি নিশ্ব ধন সঞে<sup>৫</sup> নরে ।  
 প্রানের দুঃস্বপন ধন কোনে<sup>৬</sup> দেএ কারে ॥  
 শাস্ত্র<sup>৭</sup> নিতি ভিক্ষা করি খাইব ব্রাহ্মনে<sup>৮</sup> ।  
 ধনে কাষ্য নহে জর্দি নাগ কি কারনে<sup>৯</sup> ॥  
 পাইলে দিনের ভিক্ষা কৃতার্থ<sup>১০</sup> ব্রাহ্মন ।  
 নৃপধন অংস মাগ উন্নত লক্ষন<sup>১১</sup> ॥  
 ব্রাহ্মন বোলএ লোভ করি অতিশয় ।  
 জে পুর্নি সঞে<sup>১২</sup> তাব কাষ্যারে না হএ<sup>১৩</sup> ॥  
 মোহাজন হইলে সগিব<sup>১৪</sup> জেন মত ।  
 দান ধর্ম সত কর্ম<sup>১৫</sup> থাকিব তেমত ॥  
 সত<sup>১৬</sup> কর্ম না করি সগিত<sup>১৭</sup> অতি পাপ ।  
 পেটারির মাঝে<sup>১৮</sup> জেন পোসে কালশাপ<sup>১৯</sup> ॥  
 বিস্তর সগিতে<sup>২০</sup> পাবে বিস্তর জঞ্জাল ।  
 প্রসবে কুপিন নাম অস্ত নহে ভাল<sup>২১</sup> ॥  
 কুপিন আলরে শত্রু নবক নিয়র ।\*  
 যুগের নিকট দাতা আলদবে গোচর ॥†  
 এথেক বুলিয়া হৈল আলদপ<sup>২২</sup> ব্রাহ্মন ।  
 বহিদ্রে<sup>২৩</sup> চবিষা নৃপ কবিলা গমন ॥  
 মোহাদাতা বস্ত্রসন জগতে বিদিত ।  
 বিনাস সমএ হৈল<sup>২৪</sup> বৃশ্চ<sup>২৫</sup> বিপারিত ॥

শংকট তরনে ধন হোশেত স্বেথ রস ।  
 মনুষ্যকে কি বলিব দেব হয় বশ ॥\*  
 ধনের প্রভাবে নিত্য সেবা করে পর ।  
 নিশ্বনীরে পুত্র দারা না করে আদর ॥  
 প্রাণপন করি নিত্য ধন সঞে নরে ।  
 প্রাণের দুঃস্বপন ধন কোনে দেয় কারে ॥  
 শাস্ত্রনীতি ভিক্ষা করি খাইব ব্রাহ্মণে ।  
 ধনে কাষ্য নহে যদি মাগ কি কাষণে ॥  
 পাইলে দিনের ভিক্ষা কৃতার্থ ব্রাহ্মণ ।  
 নৃপ ধন অংশ মাগ উন্নত লক্ষণ ॥  
 ব্রাহ্মণে বলয় লোভ করি অতিশয় ।  
 যে পুর্নি সঞ্জয় তাব কাষ্যে না আসয় ॥  
 মহাজন হইলে সগিব যেন মত ।  
 দানধর্ম সংকর্ম থাকিব তেমত ॥  
 সংকর্ম না করি সগিত অতি পাপ ।  
 পেটারিব মাঝে যেন পোষে কালশাপ ॥  
 বিস্তর সগিতে পাবে বিস্তর জঞ্জাল ।  
 প্রসরে কুপণ নাম অস্ত নহে ভাল ॥ ( ভা. ২ )  
 এতেক বুলিয়া হৈল আলোপ ব্রাহ্মণ ।  
 বহিত্রে চাঁড়িয়া নৃপ করিয়া গমন ॥  
 মহাদাতা বস্ত্রসন জগতে বিদিত ।  
 বিনাশ সময়ে হৈল বৃশ্চ বিপবীত ॥

১ মনুষ্যকে ২ সৈন্ত ৩ নিশ্বনিব ৪ দাঁড়া ৫ সাগে ৬ কেবা ৭ শাস্ত্র  
 ৮ ব্রাহ্মন ৯ কারন ১০ কেনাত ১১ উন্নত লৈক্ষণ ১২ জে পুর্নি  
 সাগে ধন কাষণে না লাগএ ১৩ সাগে ১৪ সৈন্ত ১৫ সাগে  
 ১৬ পেটারি মাঝে ১৭ কাল শাপ ১৮ সাগিতে ১৯ পুর্নসক্রে  
 কপনতা অস্তে নহে ভাল ২০ আলদপ ২১ বৃহদ্ ২২ বৃশ্চ  
 ২৩ হএ

\* 'বা' পুর্নিতে নেই

† 'বা' পুর্নিতে নেই

শব্দার্থ টীকা : পেটারি—প্যাঁটবা বা কুঁড়ি  
 আলোপ—অদৃশ্য  
 প্রসবে—বিস্তৃত হয়

হবিবী সংস্করণে অতিবক্ত পংক্তি—

ধনকত জনেবে পুঞ্জন সর্বজন ।

নিশ্বনি দেখে কেহ না পুর্নহে বচন ॥

মন্তব্য : শ্বিতীয় শতকের মূলে বক্তব্য মূলানুসারী হলেও রাজার কথাগুলো ঠিক মূলানুগ নয় । মূলে আছে ঐশ্বরের রাজকীয় সম্ভোগ-প্রয়োজনীয়তার কথা, আর অনুবাদে আছে সম্পদের সাংসারিক দরকারের কথা । মূলের তুলনায় ঐশ্বর্য-মাহিমা বর্ণনার ক্ষেত্রে অনুবাদ আরও বিস্তারিত । বাজার বস্ত্রব্যয়ের প্রত্যুত্তবে মূলের দোহা অংশটিতে সমুদ্রের উপদেশ একটি মাত্র উপমায় ব্যঞ্জনাগর্ভ । কিন্তু অনুবাদে উক্ত উপমাটির সঙ্গে ব্রাহ্মণের বিস্তারিত নীতিকথন আছে । অনুবাদের মধ্যে পরবর্তী ঘটনা বর্ণনাটি মূলে অনুপস্থিত ।

হেন কালে<sup>১</sup> পক্ষী<sup>২</sup> এক শম্ভু<sup>৩</sup> ভিতরে ।  
যুবাউ বহিল<sup>৪</sup> নৌকা চলিল শক্তরে<sup>৫</sup> ॥

আর দিন আচার্শ্বত হৈল বাউ বৃষ্টি<sup>৬</sup> ।

প্রলয়ের কালে জেন সংহারএ শ্রীষ্টি<sup>৭</sup> ॥

খরতর বহে বাউ বৃষ্টি<sup>৮</sup> অতিশয় ।

মোহা অন্দকার নাহি<sup>৯</sup> দিগ পরিচয় ॥

প্রবত প্রমান<sup>১০</sup> ডেউ আসীয়া প্রবলে ।

আকাশে তুলিয়া ডিঙা নামাএ পাতালে ॥

নৌকা ২ বাঁজ কথ<sup>১১</sup> খন্ড ২ হৈল ।

ছত্রকার হৈয়া কথ নানা দিগে পৈল ॥<sup>১২</sup>

নৃপতি চরন ডিঙা দর যুগঠন<sup>১৩</sup> ।

সেই মাত্র লহব<sup>১৪</sup> সহিল কথক্ষন<sup>১৫</sup> ॥

তখনে রাক্ষস এক অতি ভবৎকর<sup>১৬</sup> ।

জলাহাব<sup>১৭</sup> কবে বিভিসন<sup>১৮</sup> অনূচর ॥

হস্ত যুগ্ধ জিনিয়া হে<sup>১৯</sup> নাসা দিঘ অতি ।

নিশ্বরিছে দন্ত জেন কৃশসে<sup>২০</sup> পতি<sup>২১</sup> ॥

যুযু সম দুই চক্ষু<sup>২২</sup> লাস্বত শ্রবন ।

সরির লোমাবাল<sup>২৩</sup> জেন নল বন ॥

তাল বৃক্ষ জিনি দিঘ হস্ত পদ তাব ।

তনুকাশিত দেখী জেন নিলিধ আশার<sup>২৪</sup> ॥

নৃপতির ডিঙা দেখী হরিস অপার<sup>২৫</sup> ।

মনে ভাবে বিধি আজি<sup>২৬</sup> দিল পুণ্যহার ॥

জথেক মনুষ্য কথ খাই<sup>২৭</sup> কথ নিম্ন ।

পাশ্বনি যুদ্দার<sup>২৮</sup> বিভোসন<sup>২৯</sup> ডালি দিম্ন ॥

সিতারে পাইয়া জেন হরিল রাবন ।

তাথোধিক<sup>৩০</sup> আনন্দ হইব বিভিসন ॥

নৃপতি করিব মোরে বহুল আদর ।

এথেক ভাবিয়া কাছে<sup>৩১</sup> আইল নিশাচর ॥

দেখীয়া ডিঙার লোকে রাক্ষস নিকট ।

মনে ভাবে হৈল ধিক সংকটে সংকট<sup>৩২</sup> ॥

১ মতে ২ পৈক্ষ ৩ সমুদ্র ৪ যুবাও বাহিয়া ৫ সত্তরে ৬ কিস্টী  
৭ সন্ধ্যাএ সীষ্টি ৮ বাউ ৯ নাই ১০ সোমান ১১ বাজি সব  
১২ ছত্রকার হই নৌকা নানা সেসে গেল ১৩ যুগঠন ১৪ লহরে  
১৫ কথক্ষন ১৬ মহাভয়ঙ্কর ১৭ জল আহার ১৮ বিবসন ১৯  
হস্তির ডুসটি জিনি ২০ কুলিসের পাতি ২১ চৌক ২২ লোম বুলি  
২৩ তনুকাশিত জিনি জেন নিবির আকারে ২৪ আপার ২৫ মোরে  
২৬ কথেক মনিস্ব আর খাইম্ন ২৭ সোন্দার ২৮ বিবসন ২৯  
তাত্ধ ধিক ৩০ তবে ৩১ মনে ভাবে এবে বিধি দিলেক সংকট

মূলের সঙ্গে অনেক প্রভেদ । মূলে রাক্ষসটি ভঙ্কসদৃশ ; অনুবাদে হস্তীতুল্য । মূলের পাঁচমুণ্ড ও দশহাতের কথা অনুবাদে নেই । আবার অনুবাদে কৃষ্ণবাসী রামায়ণের অনুসরণে রাক্ষসের কৃষ্ণশ-সদৃশ দন্ত, নলবন-সদৃশ লোম এবং ডালবৃক্ষ-সদৃশ হস্তপদের যে বর্ণনা আছে মূলে তা নেই ।

হেন কালে পক্ষী এক সমুদ্র ভিতরে ।

সুবাম্ন বহিল নৌকা চলিল সত্তরে ॥

আর দিন আচার্শ্বত হৈল বায়ু বৃষ্টি ।

প্রলয়ের কালে যেন সংহারয় সৃষ্টি ॥

খরতর বহে বায়ু বৃষ্টি অতিশয় ।

মহাঅশ্বকার নাহি দিক পরিচয় ॥

পর্বত প্রমাণ ডেউ আসীয়া প্রবলে ।

আকাশে তুলিয়া ডিঙা নামায় পাতালে ॥

নৌকা নৌকা বাজি কত খন্ড খন্ড হৈল ।

ছত্রাকার হইয়া কত নানাদিকে পৈল ॥

নৃপতি চড়ন ডিঙা অতি সগঠন ।

সেইমাত্র লহর সহিল কতক্ষন ॥ (জা.১)

তখনে রাক্ষস এক অতি ভয়ঙ্কর ।

জলাহার করে বিভীষণ অনূচর ॥

হস্তীশূন্ড জিনিয়া নাসা দীর্ঘ অতি ।

নিঃসরিছে দন্ত যেন কৃষ্ণসের পাতি ॥

সূর্য সম দুই চক্ষু লাস্বত শ্রবণ ।

শরীরে লোমাবাল যেন নল বন ॥

তালবৃক্ষ জিনি দীর্ঘ হস্ত পদ তার ।

তনুকাশিত দেখি যেন নির্বিড় আশ্বাব ॥ (জ.৪)

নৃপতির ডিঙা দেখি হরিস অপার ।

মনে ভাবে বিধি আজি দিল পুণ্যহার ॥

যথেক মনুষ্য কত খাই কত নিম্ন ।

পাশ্বনী সূন্দরী বিভীষণে ডালি দিম্ন ॥

সীতারে পাইয়া যেন হরিস রাবণ ।

ততোধিক আনন্দ হইব বিভীষণ ॥

নৃপতি করিব মোরে বহুল আদর ।

এথেক ভাবিয়া কাছে আইল নিশাচর ॥

দেখিয়া ডিঙার লোক রাক্ষস নিকট ।

মনে ভাবে হৈল ধিক সংকটে সংকট ॥

মন্তব্য : তৃতীয় স্তবকের অনুবাদের সঙ্গে মূলের পার্থক্য বর্তমান । আধির প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিহগ্নগুলির বেপথুমানতার কথাই মূলে আছে । আলাওলের অনুবাদে কিন্তু একমাত্র রাজবহিষ্টিট ছাড়া অন্যগুলি পরস্পরের আঘাতে ভেঙে খন্ড খন্ড হবার বর্ণনা করা হয়েছে । মূলে ঐশ্বর্ষের ভার, পারাবার পার ইত্যাদি নিয়ে যে তত্ত্বকথার অবতারণা হয়েছে অনুবাদে তা বাদ দিয়ে কেবল ঘটনারই অনুসরণ আছে । চতুর্থ স্তবকের অনুবাদে রাক্ষস-বর্ণনাতেও

শাহাস<sup>১</sup> করিয়া নৃপ বোলে গোলা মার ।  
 এথ যদি রাক্ষসে করিয়া নমস্কার<sup>২</sup> ॥  
 মেঘের গঞ্জনে ডাকি<sup>৩</sup> বোলে উগ্ৰস্বরে<sup>৪</sup> ।  
 শত্রু জন নাহে মূই<sup>৫</sup> ন মারিষ মোরে<sup>৬</sup> ॥  
 বৃত্তান্ত যখনহ আগে কিহএ তোমারে ॥  
 পরম ধাৰ্মিক বিভিসন মোহামতি<sup>৭</sup> ।  
 তাহান কিঙ্কব মূই<sup>৮</sup> য়ন নবপতি<sup>৯</sup> ॥  
 তুমাই ধাৰ্মিক বর জন্মদুঃখপ<sup>১০</sup> মাজ ।  
 ধাৰ্মিকে ২ ইষ্ট য়ন<sup>১১</sup> মোহাবাজ ॥  
 রামচন্দ্র সম তুমী বিভিসন<sup>১২</sup> মীতি ।  
 তে কারণে শংকটে<sup>১৩</sup> করিতে আইল<sup>১৪</sup> হিত ॥  
 লহরে পৈলিল<sup>১৫</sup> ডিগা দক্ষকব শাগরে<sup>১৬</sup> ।  
 জেই পশ্চে জাইবাব ছিল অতি দুরে<sup>১৭</sup> ॥  
 তে কারণে তোমাবে<sup>১৮</sup> করিম<sup>১৯</sup> উপকার ।  
 শেত<sup>২০</sup> বন্দে তুলি দিতে আইল<sup>২১</sup> তোমার<sup>২২</sup> ॥  
 কিস্ত<sup>২৩</sup> মোবে তুরিতে করহ কিছ<sup>২৪</sup> দান ।  
 তুষ্টি মনে করোঁ সেবা হইব কল্যান ॥  
 নৃপে বোলে ঘাটে<sup>২৫</sup> আগে লৈয়া জাও নাও ।<sup>২৬</sup>  
 তোমাবে প্রসাদ দিম<sup>২৭</sup> যথ ধন চাও ॥  
 তোমার নৃপতি জেন ধাৰ্মিক যুজন<sup>২৮</sup> ।  
 তাহাণ নিমন্তে<sup>২৯</sup> দিম<sup>৩০</sup> অমূল্য রতন ॥  
 তোমার নৃপতি স্থানে মালা<sup>৩১</sup> পাইবা তুমী ।  
 তোমা সনে ইষ্টতা করিম<sup>৩২</sup> আজি আমি<sup>৩৩</sup> ॥  
 এই বাক্য<sup>৩৪</sup> যদি নিয়া কপট নিশাচর ।  
 চাঁলিলা বহি<sup>৩৫</sup> লৈয়া গমন শত্ৰু<sup>৩৬</sup> ॥  
 সমুদ্রের মাজে জথা আছে<sup>৩৭</sup> মোহাপাক ।  
 অতি বেগে<sup>৩৮</sup> ফেরে<sup>৩৯</sup> জেন ক<sup>৪০</sup> শ্ৰকার<sup>৪১</sup> চাক ॥  
 শেই পাকে আনি ডিগা পৈলিল শত্ৰু<sup>৪২</sup> ।  
 অথান্ত হাবস হই নাচে নিশাচর ॥

১ শাহাস ২ যদি কংজোব করি কৈল নমস্কার ৩ গঞ্জনে প্রাণ  
 ৪ উগ্ৰস্বরে ৫ শত্রু জন নাহি মূই ৬ শর ৭ ভাবিসন নরপতি ৮ আমি  
 ৯ মোহামতি ১০ জন্মদুঃখ ১১ য়ন ১২ বিভিসন ১৩ শংকটে  
 ১৪ আইল ১৫ ডিগা ১৬ দক্ষকব শাগরে ১৭ জেই পশ্চে জাইবা  
 বহি আছে দুরান্তে ১৮ করিম ১৯ তোমাবে ২০ সীপদ্বিতরে তুলি  
 দিতে মোবে আশ্রয় ২১ যথ ২২ নৌকা লই জাও ২৩ বিবিসন  
 ২৪ তাহাব নিমন্তে ২৫ মান ২৬ করিব জান আমি ২৭ বাক্য ২৮  
 সমুদ্র ২৯ জল ৩০ ভেঙ্গে ৩১ ফিরে ৩২ কুমারের ৩৩ ফেলিল সস্তর

ঘটনাটি মূলানুগ, কিস্ত<sup>২৩</sup> মূলের মহারাবণপুত্রীর বর্ণনাটি অনুবাদে নেই। দোহা অংশটিতে রাজার হৃদয়মটিও অনুবাদে

অনুপস্থিত ।

শাহস করিয়া নৃপ বলে গোলা মার ।  
 শূনি করয়োড় করি কৈল নমস্কার ॥  
 মেঘের গঞ্জনে ডাকি বলে উচ্চস্বরে ।  
 শত্রুজন নাহে মূই না মারিষ মোরে ॥  
 পরম ধাৰ্মিক বিভীষণ নরপতি ।  
 তাহার কিঙ্কর আমি শূন মহামতি ॥  
 তুমিহ ধাৰ্মিক বড় জন্মদুঃখাপ মাঝ ।  
 ধাৰ্মিকে ধাৰ্মিকে ইষ্ট শূন মহারাজ ॥  
 রামচন্দ্র সম তুমি বিভীষণ গিত ।  
 তে কারণে শংকটে করিতে আইল হিত ॥  
 লহরে ফেলিল ডিগা দক্ষকব সাগরে !  
 যেই পশ্চে যাইবাব ছিল অতি দূরে ॥  
 তে কারণে তোমারে করিম উপকার ।  
 সেতুবন্দে তুলি দিতে আইল তোমাব ॥  
 কিস্ত<sup>২৩</sup> মোবে তুরিতে করহ কিছ<sup>২৪</sup> দান ।  
 তুষ্টি মনে করোঁ সেবা হইব কল্যাণ ॥ (জা.৫,৭)  
 নৃপে বলে ঘাটে আগে লইয়া খাও নাও ।  
 তোমারে প্রসাদ দিম<sup>২৭</sup> যথ ধন চাও ॥  
 তোমার নৃপতি যেন ধাৰ্মিক যুজন ।  
 তাহান নিমন্তে দিম<sup>২৯</sup> অমূল্য রতন ॥  
 তোমার নৃপতি স্থানে মান্য পাইবা তুমি ।  
 তোমা সনে ইষ্টতা করিম<sup>৩২</sup> আজি আমি ॥ (জা. ৬)  
 এই বাক্য শূনিয়া কপট নিশাচর ।  
 চলিল বহি<sup>৩৫</sup> লইয়া গমন সস্তর ॥  
 সমুদ্রের মাঝে যথা আছে মহাপাক ।  
 অতিবেগে ফিরে যেন কুমোরের চাক ॥  
 সেই পাকে আনি ডিগা ফেলিল সস্তর ।  
 অত্যন্ত হাবস হই নাচে নিশাচর ॥ (জা.৮)

মন্তব্য : পঞ্চম শতবকের অনুবাদের সঙ্গে মূলের স্তম  
 শতকও জড়িয়ে গেছে। রাক্ষসকে এগিয়ে আসতে দেখে তার  
 দিকে গোলা-নিষ্ক্ষেপের রাজ-আদেশ গুলে নেই। এই  
 ঘটনাটুকু নবসংযোজন। ষষ্ঠ শতবকের অনুবাদে সাধারণভাবে  
 রাক্ষসকে শনদানের প্রতিশ্রুতি থাকলেও, মূলে যে সব  
 বিশিষ্ট দানের প্রসঙ্গগুলি আছে অনুবাদে তা নেই। দোহা  
 অংশটি যথার্থীতি অনুপস্থিত। অষ্টম শতবকের অনুবাদ  
 মূলের তুলনায় সংক্ষিপ্ত। ঘণ্টাবর্তে নৌকা আনয়নের

বোলে মোর হস্ত হোস্তে আর জাইবা<sup>১</sup> কথা ।  
 খাইমু সকল আজি<sup>২</sup> নাহিক অন্যথা ॥  
 নৃপতি দেখিল জীবনের আসা নাই ।  
 ভক্তি ভাবে এক চিত্তে শ্বরীলা গোসাঁঞ<sup>৩</sup> ॥  
 আএ প্রভু করতার তুমি<sup>৪</sup> দিনবন্দু ।  
 তোমাক শ্বরন কল্যে<sup>৫</sup> তরে ভব সিন্দু ॥  
 দোষ ক্ষেমী<sup>৬</sup> পাপ হোস্তে করিতে<sup>৭</sup> উদ্ধাব ।  
 তোমা বিনু গ্নিভাবনে<sup>৮</sup> কেবা আছে যার<sup>৯</sup> ॥  
 কৃপাময় নাম<sup>১০</sup> তুমি<sup>১১</sup> এক নিবজ্ঞন<sup>১২</sup> ।  
 শংকট<sup>১৩</sup> তরাণ নাথ<sup>১৪</sup> লইল<sup>১৫</sup> শ্বরণ ॥  
 সংকট সময়ে জেই<sup>১৬</sup> শ্বরে করতাব ।  
 আবস্যা তাহাবে প্রভু<sup>১৭</sup> করএ<sup>১৮</sup> উদ্ধাব ॥  
 হেনকালে এক<sup>১৯</sup> মোহা<sup>২০</sup> রাজপাক্ষবর ।  
 আহাব নিমিত্তে<sup>২১</sup> ব্রমে সমুদ্র উপর ॥  
 রাক্ষসেবে<sup>২২</sup> অতি দুষ্ট<sup>২৩</sup> দেখীয়া হারিসে ।  
 নখে ধরি চণ্ড লৈয়া<sup>২৪</sup> উবিল আকাসে ॥  
 তাহাব পাখায়<sup>২৫</sup> ঝাউ অতি খরতব ।  
 পাক<sup>২৬</sup> হোস্তে নিল ডিঙা যোজন অন্তর ॥  
 শামুদ্র<sup>২৭</sup> নৃপতি দান মাগি না পাইল ।  
 সেই কোপে নৃপ প্রতি অশোভাস হইল ॥  
 দেখিল বহিদ্র ন ভাগিল পাখা বাএ ।  
 শমুদ্র হইল চর তাহার মায়াএ ॥  
 সেই চরে বারি<sup>২৮</sup> ডিঙা হৈল খান ২ ।  
 ডুবিল<sup>২৯</sup> সকল লোক<sup>৩০</sup> হারাইল প্রাণ ॥  
 জ্বনে চলিল নৃপ বৃশ্চ<sup>৩১</sup> পরাকালি ।<sup>৩২</sup>  
 মোহা এক মাজস লইলা নাএ তুলি ॥  
 পণ্ড ছএ জনের তাহাতে ভর সহে ।  
 জাবত ন ভাগে কদাচিত তল নহে ॥  
 কৃশ্মা<sup>৩৩</sup> প্রিষ্ঠাকার<sup>৩৪</sup> তার উপরের কাঠ ।  
 তাব চারি পাসে লাগাইছে চাবি পাট ॥

১ জাবে ২ সকলের খাইমু নামী ৩ গোসাই ৪ তুমি ৫ তোমারে  
 শ্বরণ বৈলে ৬ দোষ খেমি ৭ কল ৮ তুমি বিনে গ্নিভাবনে ৯ আব  
 ১০ তুমি ১১ মাত্র ১২ নিবজ্ঞন ১৩ সংকট ১৪ নাথ ১৫ লইলুম  
 ১৬ জেবা ১৭ আবেশ প্রভুএ তারে ১৮ কবিব ১৯ মোহা ২০ এক  
 ২১ নিমিত্তে ২২ রাক্ষসের ২৩ পুষ্ট ২৪ নোকে ধরি চণ্ডে নিয়া  
 ২৫ পাখের ২৬ পাখা ২৭ সমুদ্র ২৮ বাজি ২৯ প্রাণ ৩০ নোকা  
 ৩১ পরাকালি ৩২ কৃশ্ম পীঠ কবি

বলে মোর হস্ত হোস্তে আর যাইবা কোথা ।  
 খাইমু সকল আজি নাহিক অন্যথা ॥  
 নৃপতি দেখিল জীবনের আশা নাই ।  
 ভক্তিভাবে এক চিত্তে শ্বরীলা গোসাঁঞ ॥  
 আহা প্রভু করতার তুমি দীনবন্দু ।  
 তোমারে শ্বরণ কৈলে তরে ভবসিন্দু ॥  
 দোষ ক্ষেমি পাপ হোস্তে করিতে উদ্ধার ।  
 তোমা বিনু গ্নিভাবনে কেবা আছে আর ॥  
 কৃপাময় নাম তুমি এক নিরঞ্জন ।  
 সংকট তরাণ নাথ লইল শরণ ॥  
 সংকট সময়ে যেই শ্বরে করতাব ।  
 অবস্যা তাহারে প্রভু করয় উদ্ধাব ॥  
 হেনকালে এক মহারাজপক্ষী-বর ।  
 আহার নিমিত্তে ব্রমে সমুদ্র উপর ॥  
 রাক্ষসের অতি দুষ্ট দেখিয়া হরিষে ।  
 নখে ধরি চণ্ডে লইয়া উড়িল আকাশে ॥  
 তাহার পাখার বায়ু অতি খরতর ।  
 পাক হোস্তে নিল ডিঙা যোজন অন্তর ॥  
 সমুদ্র নৃপতি দান মাগি না পাইল ।  
 সেই কোপে নৃপতি যে অসন্তোষ হৈল ।  
 দেখিল বহিদ্র না ভাগিল পাখা বায় ।  
 সমুদ্র হইল চর তাহার মায়ায় ॥  
 সেই চরে বাজি ডিঙা হৈল খান খান ।  
 ডুবিল সকল লোক হারাইল প্রাণ ॥  
 জ্বনে চলিল নৃপ বৃশ্চ পরাকালি ।  
 মহা এক মাজস লইলা নায়ে তুলি ॥  
 পণ্ড ছয় জনের তাহাতে ভর সহে ।  
 যাবত না ভাগে কদাচিত তল নহে ॥  
 কৃশ্মপৃষ্ঠাকার তার উপরের কাঠ ।  
 তাব চারিপাশ লাগাইছে চাবি পাট ॥

শব্দার্থ টীকা : গোসাঁঞ—স্বশ্ব

চণ্ডে লই—ঠাট দিয়ে নিয়ে

মাজস—মাঙ্গাস বা ভেলা

কৃশ্ম—কচ্ছপ

মন্তব্য : নবম শতকটি অনুবাদে নেই, পরিবর্তে  
 অনুবাদ শতকটিতে রাজার যে ভক্তিপ্রার্থনা আছে মূলে  
 তা অনূপস্থিত । কবির ভক্তি শতকশেষে বৃদ্ধ হয়েছে ।

লহরের জল জাঁদ উপরে পরএ ।  
 রন্দ পস্ত দিয়া ততক্ষণে<sup>১</sup> নিশ্চয়এ ॥  
 বহিবার লক্ষ<sup>২</sup> আছে করেছে ধরিয়া ।  
 পদ্মাবতি দিলা নূপে তাহাত তুলিয়া ॥  
 আর চারি মূক্ষ<sup>৩</sup> সখী পরম বোধিত<sup>৪</sup> ।  
 ধবি ২ নূপে তাক<sup>৫</sup> তুলিলা তুরিত ॥  
 আর এক সখী ধরি তুলিতে শক্তব<sup>৬</sup> ।  
 লহরে তুলিআ কল্যা<sup>৭</sup> মাজোস অন্তর ॥  
 আর এক পাটে<sup>৮</sup> ধরি নূপতি ভাসিল ।  
 উদ্দেশ নাহিক কারে<sup>৯</sup> কোণ দিগে নিল ॥  
 চারি সখী সগে কন্যা অতি গ্রাস পাইয়া<sup>১০</sup> ।  
 রহিলা ছিকল<sup>১১</sup> ধরি মোহাশ্চিত হইআ<sup>১২</sup> ॥  
 ভাসিতে ২ কন্যা<sup>১৩</sup> সমুদ্র ভিতবে ।  
 কুলে লাগাইল<sup>১৪</sup> নিসি প্রবল লহবে ॥  
 জোয়ারে লাগিল তিরে পরি গেল ভাটী ।  
 সেই স্থানে<sup>১৫</sup> রহিল মাজোসে পাই মাটী ॥

লহরের জল যদি উপরে পড়য় ।  
 রশ্মপশ্খ দিয়া ততক্ষণে নিঃসরয় ॥  
 রহিবার লক্ষ্য আছে করেছে ধরিয়া ।  
 পদ্মাবতী দিলা নূপে তাহাত তুলিয়া ॥  
 আর চারি মূখ্যসখী পরম বোধিত ।  
 ধরি ধরি নূপ তাক তুলিল তুরিত ॥  
 আর এক সখী ধরি তুলিতে সঙ্ঘর ।  
 লহরে তুলিয়া কৈল মাজস অন্তর ॥  
 আর এক পাটে ধরি নূপতি ভাসিল ।  
 উদ্দেশ নাহিক কাব্যে কোন দিগে নিল ॥  
 চারি সখী সগে কন্যা অতি গ্রাস পাইয়া ।  
 রহিলা শিকল ধরি মোহাশ্চিত হৈয়া ॥  
 ভাসিতে ভাসিতে কন্যা সমুদ্র ভিতরে ।  
 কুলে লাগাইল নিয়া প্রবল লহরে ॥  
 জোয়ারে লাগিল ভীরে পড়ি গেল ভাটী ।  
 সেই স্থানে রহিল মাজসে পাই মাটী ॥ (জা.১০)

১ ততক্ষণে ২ রহিবর লৈক্ষ ৩ মৈক্ষ ৪ বোধিত ৫ ধবি ২ নূপ  
 তাকে ৬ শ্বস্তব ৭ মাঝিআ কৈল ৮ পাট ৯ কর ১০ কৈন্যা মহগ্রাস  
 পাই ১১ ছিকল ১২ মোহাশ্চিত হই ১৩ কৈন্যা ১৪ বাজাইল ১৫  
 সেই স্থানে

মন্তব্য : দশম শতবকের অনুবাদে মূলের সগে শেষপর্যন্ত অনেকখানি ঘটনাগত পার্থক্য ঘটে গেছে । সমুদ্রবক্ষে  
 রকপাখীর আকস্মিক আবির্ভাব এবং 'রাক্ষসকে নিয়ে উড়ে যাওয়ার মূল ঘটনাটি উভয়ক্ষেত্রে মোটামুটি এক, কিন্তু এর  
 প্রতিক্রিয়া ভিন্ন । মূলে আছে পাখীর পাখার ঝাপটের প্রবলঝড়ে বহিষ্ঠগুঁলি চূর্ণ হওয়ায় পৃথক পৃথক পাটাতন আশ্রয় করে  
 রাজা রাণীর ভেসে যাওয়ার চিত্র । আর অনুবাদে পাখীর অলৌকিক গায়ায় হঠাৎ জেগে ওঠা চরে আঘাত লেগে রাজবহিত্রের  
 নিমস্জন ( অন্য বহিষ্ঠগুঁলি আগেই নিমস্জিত ) এবং একটি কাঠের মাজসে ( মনসামঙ্গলের কলার মান্দাসের অনুসরণে )  
 চার সখীসহ পদ্মাবতীকে তুলে দিয়ে ( পঞ্চম সখীকে তুলে দেবার সময় তরণের দোলায় মাজস ভেসে গেল ) অবশেষে  
 একটি কাঠের পাটাতনকে আশ্রয় করে রাজার নিরুদ্দেশ যাত্রা । মূলের তুলনায় অনুবাদে ঘটনা-চমৎকারিণ্ড বোধী, যদিও  
 সম্ভাব্যতা কম ।

দশম শতবকের দোহা অংশে রাজা ও রাণীর বিচ্ছিন্নতার প্রসঙ্গে দেহ ও আত্মার বিচ্ছেদ মিলনের যে তত্ত্বকথা আছে আলাওল  
 অনুবাদে তা বাদ দিয়ে সখীসহ মূর্চ্ছিতা পদ্মাবতীর নিরুদ্দেশ ভেসে যাওয়া এবং ভাটার টানে তাদের ভীরে আগমন  
 ইত্যাদি ঘটনা ব্যাপারেই ব্যাপৃত থেকেছেন ।

## পদ্মা-সমুদ্র খণ্ড

কন্যারে পেলিল<sup>১</sup> জথা                      জ্বলেব মাজারে তথা  
 দিব্য<sup>২</sup> পদীর শমুদ্র<sup>৩</sup> মাজার ।  
 অতি মনুহর দেশ                      নাহি তথা দক্ষ ক্লেস  
 শম্ব ধর্ম সদ শদাচার<sup>৪</sup> ॥  
 সমুদ্র নৃপতি যত্নতা                      পশ্মা নামে গুণযত্নতা  
 সিন্দুতীরে দেখী দিব্যস্থান ।  
 উপরে পর্বত এক                      ফল ফুলে অতিরেক  
 তার পাছে<sup>৫</sup> রছিল উদ্যান<sup>৬</sup> ॥  
 নানা পুষ্ক মনুহর                      যুগান্ধি শৌরবতর<sup>৭</sup>  
 নানা ফল<sup>৮</sup> বৃক্ষ সুলক্ষণ<sup>৯</sup> ।  
 তাহাতে বিচিত্র টিঙ্গ                      হেগরস্ত্রে নানা রিঙ্গ  
 তথা কন্যা থাকে সর্বক্ষণ ॥  
 পিতৃপুত্রে<sup>১০</sup> ছিল নিসি                      নানা যুকে খেলি হাসি  
 জদি হইল সমআ<sup>১১</sup> প্রউস ।  
 সখী গণ করি সঙ্গ                      হাসীতে<sup>১২</sup> উদ্যানে রঙ্গ  
 সিন্দুতীরে রছিল মাঙ্গোস<sup>১৩</sup> ॥  
 মনেত কতক<sup>১৪</sup> বাসি                      তুরিত গমনে আসি  
 দেখী চারি সখী চারিভিত<sup>১৫</sup> ।  
 মধ্যেত<sup>১৬</sup> জে বন্যা<sup>১৭</sup> খানি                      রূপে বতি<sup>১৮</sup> রশভা জিনি  
 নিপতিত<sup>১৯</sup> চেতন রহিত ॥  
 দেখীয়া রূপের কলা                      বিস্মাইত<sup>২০</sup> হৈল বালা  
 অনুমান করে নিজ চিতে ।  
 ইন্দ্র শাপে বিদ্যাধারি                      কিবা যুগ<sup>২১</sup> ব্রষ্ট করি  
 অচেতন্য পরিছে ভূমীতে ॥

কন্যারে ফেলিল যথা                      জ্বলের মাঝারে তথা  
 দিব্য পদরী সমুদ্র মাঝার ।  
 অতি মনোহর দেশ                      নাহি তথা দক্ষ ক্লেস  
 সত্য ধর্ম সদা সদাচার ॥  
 সমুদ্র নৃপতি সত্নতা                      পশ্মা নামে গুণযত্নতা  
 সিন্দুতীরে দেখি দিব্যস্থান ।  
 উপরে পর্বত এক                      ফল ফুলে অতিরেক  
 তার পাশে রছিল উদ্যান ॥  
 নানা পুষ্ক মনোহর                      সুগান্ধি শৌরভতর  
 নানা ফল বৃক্ষ সুলক্ষণ ।  
 তাহাতে বিচিত্র টিঙ্গ                      হেম রস্ত্রে নানা রিঙ্গ  
 তথা কন্যা থাকে সর্বক্ষণ ॥  
 পিতৃপুত্রে ছিল নিশি                      নানাসুখে খেলি হাসি  
 যদি হৈল সময় প্রত্নাষ ।  
 সখিগণ করি সঙ্গ                      আসিতে উদ্যানে রঙ্গ  
 সিন্দুতীরে রহিছে মাঙ্গোস ॥  
 মনেতে কৌতুক বাসি                      তুরিত গমনে আসি  
 দেখে চারি সখী চারি ভিত ।  
 মধ্যেতে যে কন্যাখানি                      রূপে অতি রশভা জিনি  
 নিপতিত<sup>২০</sup> চেতন রহিত ॥  
 দেখীয়া রূপের কলা                      বিস্মিত হইল বালা  
 অনুমান করে নিজ চিতে ।  
 ইন্দ্রশাপে বিদ্যাধারি                      কিবা স্বর্গ<sup>২১</sup> ব্রষ্ট করি  
 অচেতন্য পরিছে ভূমিতে ॥ (জা. ১)

১ কৈন্যারে ফেলিল ২ দিব্য ৩ সমুদ্র ৪ সৈন্তধর্ম সদা শব্দাচার  
 ৫ পাশে ৬ উদ্যান ৭ শৌরব বব ৮ ফুলে ৯ সুলক্ষণ ১০ পিতৃ  
 গ্রহে ১১ সমএ ১২ আসীতে ১৩ বহিছে মাঙ্গোস ১৪ কতক ১৫  
 চতুর্ভিত ১৬ মৈলখেতে ১৭ কৈন্যা ১৮ অতি ১৯ নৃপতিঅ  
 ২০ বিস্মিত

শব্দার্থ টীকা : পশ্মা নামে গুণযত্নতা—আলাওলের কাণ্ড সমুদ্র-  
 কন্যার নাম পশ্মাবতী কিন্তু জায়গীতে লক্ষ্মী ।  
 টিঙ্গ—প্রাসাদ  
 রশভা—স্বর্গের অঙ্গরী

মন্তব্য : প্রথম শব্দের অনুবাদে মূলের সঙ্গে পার্থক্যগুণিল লক্ষণীয় । মূলে সমুদ্র কন্যার নাম লক্ষ্মী । কিন্তু  
 অনুবাদে পশ্মা । মূলে সমুদ্রতীরের বালুকাবেলায় সখীদের সঙ্গে তিনি খেলাছিলেন, কিন্তু অনুবাদে রূপকথার সমুদ্রপদরী  
 থেকে সিন্দুতীরের উদ্যানে সখীদের সঙ্গে আসবার সময় সমুদ্রকন্যা সখীসহ অচেতন্য পশ্মাবতীকে দেখতে পেলেন ।

বেকত দেখাএ আঁখি	তেন সবসন সাক্ষী <sup>১</sup>	বেকত দেখিখে আঁখি	তেন স-বসন সাক্ষী
বেথানিত <sup>২</sup> হৈছে কেস বেস <sup>৩</sup> ।		বেথানিত হৈছে কেশ বেশ ।	
বৃদ্ধি সমুদ্রের নাও	ভাণ্ডিগল প্রবল বাও	বৃদ্ধি সমুদ্রের নাও	ভাণ্ডিগল প্রবল বাও
মোহিত <sup>৪</sup> পাইয়া সিদ্ধ-ক্লেস ॥		মোহিত পাইয়া সিদ্ধ-ক্লেস ॥	
চিত্রের পোতালি সমা	নির্পাতিত মনুরমা	চিত্রের পোতালি সমা	নির্পাতিত মনোরমা
কিঞ্চিৎ জে আছে <sup>৫</sup> মাত্র শ্বাস ।		কিঞ্চিৎ আছয় মাত্র শ্বাস ।	
অতি স্নেহ ভাবি মনে	বোলে পশ্চা ততক্ষণে <sup>৬</sup>	অতি স্নেহ ভাবি মনে	বলে পদমা ততক্ষণে
বিধি মোবে না কর নৈরাস ॥		বিধি মোলে না কর নৈবাস ॥	
পিতার <sup>৭</sup> পুন্যের ফলে	মোহর ভাগের বলে	পিতার পুণ্যের ফলে	মোহর ভাগের বলে
বাহুবক <sup>৮</sup> কন্যাব <sup>৯</sup> জিবন ।		বাহুবক কন্যাব জীবন ।	
চিকিৎসি <sup>১০</sup> প্রাণপণ	কৃপা কর নিবজন	চিকিৎসি <sup>১০</sup> প্রাণপণ	কৃপা কর নিবজন
দুই তিরে দিয়া বস রন <sup>১১</sup> ॥		দুইখিনীনে কবিদ্যা স্বর্ণ ॥	
সখী তবে <sup>১২</sup> আশা দিল	উদ্যানের মাঝে <sup>১৩</sup> নিল	সখী তবে আশা দিল	উদ্যানের মাঝে নিল
পশুচরনে বসনে চাকিয়া ॥		পশুচরনে বসনে চাকিয়া ॥	
অগ্নি জ্বালি ছৌকি <sup>১৪</sup> গাও	কেহ সবে কেহ পাও	অগ্নি জ্বালি ছৌকি <sup>১৪</sup> গাও	বেহ শিবে কেহ পাও
তন্ত্র মন্ত্রে মৌসি <sup>১৫</sup> দিয়া ॥		তন্ত্র মন্ত্রে মৌসি <sup>১৫</sup> দিয়া ॥	
দণ্ড চাবি এই মতে	বহু জন্তে চিকিৎসিতে	দণ্ড চাবি এই মতে	বহু মন্ত্রে চিকিৎসিতে
		পশুচরনা পাইলা চেতনা ॥	
শ্রীমুত <sup>১৬</sup> মাগন গুণি	মহন্ত আবিতি ষুনি	শ্রীমুত মাগন গুণি	মোহ ও আরতি ষুনি
হিন আলাজল <sup>১৭</sup> ষুরচন <sup>১৮</sup> ॥		হিন আলাজল <sup>১৭</sup> ষুরচন <sup>১৮</sup> ॥	

১ তিল সবে সব সখী ২ বিতর্কিত ৩ সীব কেস ৪ মুহিত ৫ আহু ৬ ততক্ষণে ৭ সীতাল ৮ বাহুবক ৯ বৈন্যাব ১০ চিকিৎসি ১১ দুইখিনীনে কবিদ্যা স্বর্ণ ১২ গণ ১৩ উদ্যানের মাঝে ১৪ ছৌকি ১৫ মহাষুদি ১৬ চিকিৎসিতে ১৭ বৈন্যা ১৮ শ্রীমন্ত ১৯ গালাওলে ২০ ষুরচন

\* এতদপ 'বা' পদার্থিতে অতিরিক্ত পংক্তি—

যুধ বৃদ্ধি ষুরচন কামদ আলিজন  
পোতা দেখে আবুল হোচন ।

হিববী সংস্করণে ছাপা এইতে শেষে অতিরিক্ত পংক্তি—

সুখ অবশেষে দুঃখ দুঃখ অবশেষে সুখ  
বিধি বসে আহুয় নিকট ।

বাবে বিধি রক্ষা কবে কে তারে মারিতে পাবে  
তিলে তার সহস্র সংকট ॥

সার্থ টীকা : তেন স-বসন সাক্ষী—তবে কাপড়ের সাফে  
বেথানিত—বিতর্কিত বা অসম্মত  
বাহুবক—বিধি আসক্ত  
ছেবে গাও—গা সে কে

ম-তবা : দ্বিতীয় শতকের অনুবাদে শূদ্র-বা-ঘটনাটুকু ছাড়া মূলের সঙ্গে অনুবাদের অনেক পার্থক্য । মূলে পদ্মাবতীর লক্ষ্মীব শূদ্র-বা-ঘটনানালাভ এবং 'প্রিয়' উচ্চারণ করে জলপ্রার্থনা আর অনুবাদে পদ্মাবতীসহ পশুজনকে সমুদ্রকন্যা ও তারি সখীদের চারদশ ধরে সেবা ও অবশেষে ঠেতনানালাভ । মূলের দোহা অংশটি অনুবাদে নেই । দোহা অংশে আছে লক্ষ্মী কর্তৃক পদ্মাবতীর পবিচয় জিজ্ঞাসা । এর পরিবর্তে অনুবাদে আছে মাগন-প্রশান্তি । শূদ্র-বা কবের মধ্যেও পার্থক্য আছে ।

রাগ—করুণা ভাটিয়াল

ষমক ছন্দ

চারিদিকে চাহে কন্যা<sup>১</sup> পাইয়া<sup>২</sup> চেতন ।  
 পাশে না দেখএ পতি নিজ শখীগন<sup>৩</sup> ॥  
 চন্দ্রপ্রভা বিজয়া রুহিনি বিধুমলা<sup>৪</sup> ।  
 চারি শখী দেখে মাত্র সব ভিন্ন মেলা ॥  
 শ্বামীর বিউগ দৃঃখ<sup>৫</sup> আনল জালিয়া<sup>৬</sup> ।  
 দহিতে লাগিল চিত্ত হৃদে প্রবেশীয়া<sup>৭</sup> ॥  
 দুই হাতে<sup>৮</sup> হিয়া কটু কান্দে উগ্ৰ রাএ ।  
 চুল ছিরে<sup>৯</sup> নির ধনে আছারিয়া<sup>১০</sup> কাএ ॥  
 হা হা<sup>১১</sup> প্রভু কথা গেলা আনারে ছাড়িয়া<sup>১২</sup> ।  
 বির হইয়া নিজ নারি দৃঃখ হাতে দিয়া<sup>১৩</sup> ॥\*  
 পুনঃবস্ত দেখী তোমা রাখিল সাগরে ।  
 পার্শ্বিনী দেখিয়া সিন্দূর ন ইচ্ছাল মোরে ॥  
 হেন চান্দমুখ কোন<sup>১৪</sup> মতে পার্শ্বিনী ।  
 মৃত্যুর উপাএ<sup>১৫</sup> নাহি কি বৃষ্টি করিমু<sup>১৬</sup> ॥†  
 জেন মত বিনাইয়া<sup>১৭</sup> কান্দে পশ্চাবতী ।  
 চারি সখী কান্দে তেন করিয়া মিনতি<sup>১৮</sup> ॥  
 দৃঃখের কান্দনে হএ পাসান বিদার ।  
 সমুদ্র দুহিতা কান্দে কান্দনে তাহার ॥  
 ব্যথিত হৃদয় কান্দে সব সখী গনে ।  
 শমুদ্র দুহিতা আশী ধরিল আপনে<sup>১৯</sup> ॥  
 সবে মিলি ধরিল তুলিল পণ্ডজন ।  
 শান্তাইয়া প্রিয় বাক্যে<sup>২০</sup> পুছিল কারণ ॥

চারিদিকে চাহে কন্যা পাইয়া চেতন ।  
 পাশে না দেখয় পতি নিজ সখীগণ ॥  
 চন্দ্রপ্রভা বিজয়া রোহিণী বিধুমলা ।  
 চারি সখী দেখে মাত্র সব ভিন্ন মেলা ॥  
 শ্বামীর বিয়োগ দৃঃখ আনলে জ্বলিয়া ।  
 দহিতে লাগিল চিত্ত হৃদে প্রবেশিয়া ॥  
 দুই হাতে হিয়া কটু কান্দে উচ্চরায় ।  
 চুল ছিঁড়ি শির ধনে আছারিয়া কায় ॥  
 আহা প্রভু কোথা গেলা আমারে ছাড়িয়া ।  
 বীর হইয়া নিজ নারী দৃঃখ হাতে দিয়া ॥  
 তেজিয়া বান্ধব সব বাপ মাও পুরী ।  
 তোমা সঙ্গে দৃঃখিনী আইলু<sup>২১</sup> একেশ্বরী ॥  
 কি দোষ পার্শ্বিনী কৈল রাতুল চরণে ।  
 আমা পরিহার প্রভু গেলা তে কারণে ॥  
 পুনঃবস্ত দেখি তোমা রাখিল সাগরে ।  
 পার্শ্বিনী দেখিয়া সিন্দূর না ইচ্ছল মোরে ॥  
 হেন চান্দমুখ কোন মতে পার্শ্বিনী ।  
 মৃত্যুর উপায় নাহি কি বৃষ্টি করিমু ॥  
 যেন মত বিনাইয়া কান্দে পশ্চাবতী ।  
 চারি সখী কান্দে তেন করিয়া মিনতি ॥  
 দৃঃখের কান্দনে হয় পাষণ বিদার ।  
 সমুদ্র দুহিতা কান্দে কান্দনে তাহার ॥  
 ব্যথিত হৃদয়ে কান্দে সব সখীগণে ।  
 সমুদ্র দুহিতা আসি ধরিল আপনে ॥  
 সবে মিলি ধরিল তুলিল পণ্ডজন ।  
 শান্তাইয়া প্রিয়বাক্যে পুছিল কারণ । (জা. ৩)

১ কন্যা ২ পাইয়া ৩ সৈন্যগন ৪ চন্দ্রপ্রভা নিজস্বাখী বিধেয়া চণ্ডলা  
 ৫ শ্বামীর বিউক দৃঃখ ৬ জালিয়া ৭ বালা চিত্তে প্রভেসীয়া ৮ হতে  
 ৯ ছিঁড়ি ১০ আচারিয়া ১১ আহা ১২ ছাড়িয়া ১৩ দৃঃখ হস্ত দিয়া  
 \* 'বা' পুথিতে অভিহিত পংক্তি—

তেজিয়া বান্ধব সব বাপ মাও পুরী ।  
 তোমা সঙ্গে দৃঃখিনী আইলুম একেশ্বরী ॥  
 কি দোষ পার্শ্বিনী কৈলাম রাতুল চরণে ।  
 আমা পরিহার প্রভু গেলা তে কারণ ॥

১৪ কন ১৫ উগ্রাএ ১৬ করিমু ১৭ বিলাপীয়া ১৮ কাঙ্কুতি  
 ১৯ সমুদ্র দুহিতা কান্দে জেন করি পান ২০ প্রিয় বাক্যে

† এরপর ছবিবই সংস্করণের ছাপা বইতে তিন চার পৃষ্ঠা জুড়ে  
 পশ্চাবতীর এক দীর্ঘ বিলাপ আছে যা কোনো পুথিতেই নেই ।

মন্তব্যঃ মূলের তৃতীয় শব্দক অবলম্বনে অনুবাদটি নোতুন-  
 ভাবে রচিত । মূলে পশ্চাবতী নিজেকে একাকিনী দেখে  
 বিষ্ময় বোধ করেছে, আর অনুবাদে চন্দ্রপ্রভা, রোহিণী,  
 বিজয়া ও বিধুমলা প্রভৃতি সখীদের নিয়ে পশ্চাবতী  
 বিনিয়ে বিনিয়ে যে মেলাড্রামাটিক বিলাপ শব্দে  
 তার সঙ্গে সমুদ্রকন্যা ও তার সখীরাও যোগ দিয়েছে ।



ন কাম্প ২ কন্যা<sup>১</sup> স্থির কর মন ।  
 পরান বিদবে<sup>২</sup> য়ুনি তোমার কাম্পন ॥\*  
 করতারে<sup>৩</sup> জেই করে সেই মাত্র হএ ।  
 বৃন্দাম<sup>৪</sup>তজনে তারে ক্ষেমা আচরণ ॥  
 জ্বথেক রহস্য<sup>৫</sup> কথা কহ আপনার ।  
 মোর মন বাঞ্ছিত তোমার উপকার ॥  
 কি নাম তোমার তুমি কাহার দুহিতা ।  
 কোন গতি<sup>৬</sup> এথা আইলা কাহার বনিতা ॥  
 আপনা বৃত্তান্ত মোরে কহ শঙ্ক<sup>৭</sup> করি ।  
 উপকার তোমার করিব<sup>৮</sup> জ্বথ পারি ॥  
 কন্যা<sup>৯</sup> বোলে এক শ্বপ<sup>১০</sup> সিংগল নগর ।  
 নৃপতি গন্ধর্ষসেন তথা রাজশ্বর ॥  
 তান কন্যা<sup>১১</sup> মৃগে অভাগিনি পদ্মাবতী ।  
 জন্ম শ্বপ<sup>১২</sup> রত্নশেন চিতউর পতি ॥  
 যুক মূখে মোর বার্তা য়ুনি নৃপবর ।  
 যুগীভেস ধবি আইল সিংগল নগর ॥  
 পূর্ব<sup>১৩</sup> তপশ্যাব<sup>১৪</sup> ফলে পাইল<sup>১৫</sup> হেন বর ।  
 বৎসরেক<sup>১৬</sup> মোহাষুখে ছিল<sup>১৭</sup> পিঠিঘর ॥  
 পক্ষিমূখে য়ুনিয়া দেশেব বিবরণ ।  
 আমা লৈয়া<sup>১৮</sup> নিজ দেশে কবিলা গমন ॥  
 হয় হস্তি হেমরত্ন সত শংখ্যা<sup>১৯</sup> নাও ।  
 ভরিয়া চাঁলিলা পশ্চে বাহিল য়ুবাও<sup>২০</sup> ॥  
 লহরে মারিয়া সব ছত্রকার কল্য ।  
 নিশ্চএ<sup>২১</sup> ন জানি কারে কোন দিগে নিল ॥  
 নৃপতি চরন ডিগ্গা ভাগিতে তরণ ।  
 মাগেসে তুঁলিলা মোবে চাঁবি শখী শঙ্গ ॥  
 আর এক সখীরে তুঁলিতে নৃপবর ।  
 লহরে মারিয়া কল্য মাগ্গাস অন্তর ॥

না কাম্প না কাম্প কন্যা স্থির কর মন ।  
 পরাণ বিদরে শূনি তোমার কাম্পন ॥  
 করতারে যেই করে সেই মাত্র হয় ।  
 বৃন্দাম<sup>৪</sup>তজনে তারে ক্ষেমা আচরণ ॥  
 যতেক রহস্য কথা কহ আপনার ।  
 মোর মন বাঞ্ছিত তোমার উপকার ॥  
 কি নাম তোমার তুমি কাহার দুহিতা ।  
 কোন গতি এথা আইলা কাহার বনিতা ॥  
 আপনা বৃত্তান্ত মোরে কহ সত্য করি ।  
 উপকার তোমার করিব যত পারি ॥  
 কন্যা বোলে এক শ্বপ সিংহল নগর ।  
 নৃপতি গন্ধর্ষসেন তথা রাজ্যশ্বর ॥  
 তান কন্যা মৃগে অভাগিনী পদ্মাবতী ।  
 জন্ম শ্বপ রত্নসেন চিতউর পতি ॥  
 শুকমূখে মোর বার্তা শূনি নৃপবর ।  
 যোগীবেশ ধরি আইল সিংহল নগর ॥  
 পূর্ব<sup>১৩</sup> তপস্যার ফলে পাইল হেন বর ।  
 বৎসরেক মহাসুখে ছিল পিঠিঘর ॥  
 পক্ষিমূখে শূনিয়া দেশের বিবরণ ।  
 আমা লৈয়া নিজ দেশে করিলা গমন ॥  
 হয় হস্তী হেমরত্ন শত শংখ্যা নাও ।  
 ভরিয়া চাঁলিলা পশ্চে বাহিল সুবাও ॥  
 লহরে মারিয়া সব ছত্রাকাব কৈল ।  
 নিরণ্য না জানি কারে কোন দিগে নিল ॥  
 নৃপতি চরন ডিগ্গা ভাগিতে ভরণ ।  
 মাগসে তুঁলিলা মোরে চাঁবি সখী শঙ্গ ॥  
 আর এক সখীরে তুঁলিতে নৃপবর ।  
 লহরে মারিয়া কৈল মাগস অন্তর ॥ (জা.৪)

১ কৈন্যা ২ বিধরে \* অভাবিত্ত পর্যট—

শংকটে স্বরণ প্রভু জেই মোহাজন

৩ করতএ ৪ রোহাশ্ব ৫ কাশ্জ ৬ সৈত্য ৭ কনিম্ব ৮ কৈন্যা ৯ দিপ  
 ১০ কৈন্যা ১১ জ্ঞপদ্ব দিপে ১২ তৈয়ারসর ১৩ পাইলুম ১৪ বৎসরেক  
 ১৫ ছিলুম ১৬ লই ১৭ সংকা ১৮ বাহিল বিবাও ১৯ নিলাএ ২০ কন

মন্তব্য : চতুর্থ শতকের অননুবাদ মূলের তদুপায়  
 অনেক বিশ্লেষণ। মূলে আছে অভিসংক্ষেপে  
 পদ্মাবতী-প্রাপ্তির বিবরণ এবং পদ্মাবতীর সংহত  
 শোকোচ্ছ্বাস, কিন্তু অননুবাদে আছে সমুদ্রকন্যার পরিচয়  
 জিজ্ঞাসার উত্তরে পদ্মাবতীর দীর্ঘ আত্মপরিচয়দান ।

পদ্মাবতীর অতীত ইতিহাস ও বর্তমান সংকট বর্ণনার ফলে আলাওলের  
 রচনা এক্ষেত্রে মূলের অননুবাদ না হয়ে স্বতন্ত্র বিবরণ হয়ে পড়েছে ।

এক পাট ধরিয়া ভাষিল নরপতি ।  
 কিবা মরে কিবা জিএ ন জানি কি গতি<sup>১</sup> ॥  
 শ্বিসহস্র সখী মোর প্রানের বেথীত<sup>২</sup> ।  
 শোল শত নৃপসদুত আছিল শহিত ॥  
 একবারে সকল মরিল সিন্দু নিরে ।  
 কি লাগি রাখিল বিধি মদুই অভাগীয়ে ॥  
 বজ্র হোস্তে দর<sup>৩</sup> অতি হৃদয় আক্ষার<sup>৪</sup> ।  
 এমত দারুণ দুঃখে<sup>৫</sup> না হৈল বিদার ॥  
 কি লাগিয়া পাপিষ্ঠেরে<sup>৬</sup> মারিতে<sup>৭</sup> না দিলা ।  
 পাইতে অজস্র দুঃখ রত্ন<sup>৮</sup> জিআইলা ॥  
 এবে এই<sup>৯</sup> দান মাগি তোমাব চরণে ।  
 প্রভু বিনে মন সান্ত নহে কদাচনে<sup>১০</sup> ॥  
 বিস দান কর<sup>১১</sup> মোবে দেহ করি যদুনা<sup>১২</sup> ।  
 মোব বাণ্ডা পবাও পাইবা বর পদুনা ॥  
 শেই মোহাদাতা জেই<sup>১৩</sup> দেএ মন ইচ্ছা ।  
 আর মনভিষ্ট<sup>১৪</sup> দানে পদুবে<sup>১৫</sup> নিজ মন বাণ্ডা ॥  
 নিদারুণ বিধি দিল দুঃখের একান্ত ।  
 মবন উপাএ<sup>১৬</sup> দিয়া প্রাণ<sup>১৭</sup> কর শান্ত ॥

যদুনিয়া সমুদ্রসুতা সজল নয়ানে ।  
 শান্তাইয়া কহে কথা মধুর বচনে ॥  
 মোব নাম পশ্চাবতী তুমি<sup>১৮</sup> মোর শই ।  
 চিত্ত স্থিব কর আসী<sup>১৯</sup> উপদেশ কহি ॥  
 স্বামী<sup>২০</sup> তোর নহি মরে জানিল<sup>২১</sup> কারণ ।  
 চান্দ্রমা জিনিয়া দেখী<sup>২২</sup> উবল বদন ॥  
 আইহা<sup>২৩</sup> লক্ষন তোর<sup>২৪</sup> সরিরে প্রকটে ।  
 ধুইল<sup>২৫</sup> সিন্দুব জলে বস<sup>২৬</sup> নহি টুটে ॥  
 মদু<sup>২৭</sup> তনু বালা তুমী আছ স্বজিবন<sup>২৮</sup> ।  
 কৃষ্ণ তনু পদুধের না হৈছে নিধন ॥  
 এই সমুদ্রেত মোর পিতা অধিকারী<sup>২৯</sup> ।  
 শাগরেত জে কম্ব<sup>৩০</sup> করিতে আমি পারি<sup>৩১</sup> ॥

১ কিবা জিএ কিবা মরে না বুদ্ধিলাম গতি ২ বোঁতত ৩ দড় ৪ আমার  
 ৫ দৃষ্কে ৬ পাপীনিকে ৭ মারিতে ৮ কেনে ৯ আমি ১০ মোর মন  
 সান্ত নহে বেগর মরনে ১১ দেও ১২ করি প্রান সৈন্য ১৩ বহু  
 ১৪ জেবা ১৫ আন মনভুট ১৬ পুরাও ১৭ উফাএ ১৮ মন  
 ১৯ তুমী ২০ রানি ২১ স্বামী ২২ জানিলুম ২৩ তোমায় ২৪ আইশি  
 লৈক্ষন তোমা ২৫ তিভুছে ২৬ বিন্দু ২৭ মদু ২৮ আছ স্বজিবন  
 ২৯ অধিপতি ৩০ সাগরের জখ কম্ব ধরএ সফতি

এক পাট ধরিয়া ভাষিল নরপতি ।  
 কিবা মরে কিবা জিয়ে না জানি কি গতি ॥  
 শ্বিসহস্র সখী মোর প্রাণের ব্যথিত ।  
 যোলশত নৃপসদুত আছিল সহিত ॥  
 একবারে সকল মরিল সিন্দু নীরে ।  
 কি লাগি রাখিল বিধি মদুই অভাগীয়ে ॥  
 বজ্র হোস্তে দঢ় অতি হৃদয় আমার ।  
 এমত দারুণ দুঃখে না হৈল বিদার ॥  
 কি লাগিয়া পাপিষ্ঠেরে মারিতে না দিলা ।  
 পাইতে আজস্র দুঃখ কনে জিয়াইলা ॥  
 এবে এই দান মাগি তোমার চরণে ।  
 মোর মন শান্ত নহে বেগর মরণে ॥  
 বিষ দান দাও মোরে প্রাণ করি শূন্য ।  
 মোর বাণ্ডা পুরাও পাইবে বহু পদুণ্য ॥  
 সেই মহাদাতা যেই দেয় মন ইচ্ছা ।  
 আন মনভিষ্ট দান পদুরে মনোবাঙ্ক্ষা ॥  
 নিদারুণ বিধি দিল দুঃখের একান্ত ।  
 মরণ উপায দিয়া মন কর শান্ত ॥

শুনিয়া সমুদ্রসুতা সজল নয়ানে ।  
 শান্তাইয়া কহে কথা মধুর বচনে ॥  
 মোর নাম পশ্চাবতী তুমি মোর সুই ।  
 চিত্ত স্থিব কর আমি উপদেশ কই ॥  
 স্বামী তোর নাহি মরে জানিল<sup>৩২</sup> কারণ ।  
 চান্দ্রমা জিনিয়া দেখি উজ্জ্বল বদন ॥  
 আইশিত লক্ষণ তোর শরীরে প্রকটে ।  
 ধুইলে সিন্দুব জলে বর্ণ নাহি টুটে ॥  
 মদুতনু বালা তুমি আছ সজীবন ।  
 কৃষ্ণতনু পদুধের না হৈছে নিধন ॥  
 এই সমুদ্রেত মোর পিতা অধিকারী ।  
 সাগরের মত কম্ব করিবারে পারি ॥

মন্তব্য : মূলের পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্তবকে পশ্চাবতীর  
 বেদনা-বিলাপের মধ্যে প্রথমটিতে আছে যদুগল প্রেমের  
 অশ্বেতভাবনার দার্শনিকতা এবং পরেরটিতে আছে  
 রত্নসেনের বিচ্ছেদে সতী হবার সংকল্প । কিন্তু অনূবাদে  
 মূলের এই স্তবক দুটির পরিবর্তে আছে একঘেন্নে  
 বেদনারিলাপ এবং আত্মহননের জন্য সমুদ্রকন্যার নিকটে  
 গরল প্রার্থনা ।

বাপের চরণে<sup>১</sup> ধরি জন্তনে<sup>২</sup> কহিমু<sup>৩</sup> ।  
 জথা থাকে<sup>৪</sup> শ্বামী তোর আনি মিলাইমু ॥  
 জদি জিববস্ত থাকে ষুশ্বামী<sup>৫</sup> পাইবা ।  
 মইলে শ্বামীর শঙ্গে শঙ্কমসি<sup>৬</sup> জাইবা ॥  
 দেখীতে তোমার ভিতে দহে মোর প্রাণ ।  
 শাস্ত হও প্রভু ভাবি হইব কল্যাণ<sup>৭</sup> ॥  
 পীতা পাশে<sup>৮</sup> জাই আমি স্থির কর মন ।  
 মোর দিব্য লাগে শই<sup>৯</sup> না কর কামদন ।  
 এ বলিয়া কন্যা শাস্ত হইয়া সিদ্ধুবালা<sup>১০</sup> ।  
 চলিলা পিতার পাশে<sup>১১</sup> গমন চণ্ডলা ॥

বাপের চরণে ধরি যতনে কহিমু ।  
 যথা থাকে শ্বামী তোর আনি মিলাইমু ॥  
 যদি জীববস্ত থাকে নিজ শ্বামী পাইবা ।  
 মৈলে শ্বামীর সঙ্গে সহমৃত্যু যাইবা ॥  
 দেখিতে তোমার ভিতে দহে মোর প্রাণ ।  
 শাস্ত হও প্রভু ভাবি হইব কল্যাণ ॥  
 পিতা পাশে যাই আমি স্থির কর মন ।  
 মোর দিব্য লাগে সই না কর কামদন ॥  
 এ বলিয়া কন্যা শাস্ত হইয়া সিদ্ধুবালা ।  
 চলিলা পিতার আগে গমন চণ্ডলা ॥ (জা. ৭)

১ চরণ ২ জন্তত ৩ করিমু ৪ কথা আছে ৫ নিজ শ্বামী ৬ মৈলে  
 শ্বামীর সনে সমারিদি ৭ কৈল্যান ৮ পাশে ৯ মোব সীর দিব্য সই  
 ১০ এ বলিয়া কন্যা শাস্ত হইয়া সিদ্ধুবালা ১১ আগে

শব্দার্থ টীকা : সহমৃত্যু—সহমরণ । পুঁথিপাঠ ভুল

মন্তব্যঃ সপ্তম শতকের অনুবাদে আলাওল মুলের ঘটনাটুকু ছাড়া আর কিছুই অনুসরণ করেন নি। পদ্মাবতীর জন্য পিতা সমুদ্রের কাছে কন্যার আর্জি-সংকল্পের প্রতিশ্রুতি দৃষ্টিতেই বর্তমান। কিন্তু মূলে লক্ষ্মী যেভাবে পদ্মাবতীকে সাস্থনা দিয়ে আহাৰ্য্য এনে ধবেছে এবং বিরহিণী পদ্মাবতী তা প্রত্যাখ্যান করেছে, অনুবাদে তা বর্জন করে সাস্থনাবাক্যকেই প্রধান কবে তোলা হয়েছে। মূলের সমুদ্রকন্যা লক্ষ্মী যথার্থই লক্ষ্মীস্বরূপা সুখসৌভাগ্যদাত্রী, এবং সমুদ্রের আদুরে মেয়ে। অনুবাদের সমুদ্রকন্যা যেন পদ্মাবতীর এক মানবী সখী, পদ্মাবতীর এযোতির্চক্ষু দেখে রত্নসেনের বেঁচে থাকা সম্পর্কে প্রত্যয় থাকলেও সম্পূর্ণ নিঃসংশয় নয়, সমুদ্রের প্রতি তার প্রভাব নেই, আনুগত্য আছে মাত্র।

কন্যার<sup>১</sup> নিকটে বালা থাই<sup>২</sup> সখীগণ ।  
 বাপের<sup>৩</sup> সমুদ্রে গেলা সজল নয়ন ॥  
 অশ্রুদ্রুখী কন্যা<sup>৪</sup> দেখী শমুদ্র<sup>৫</sup> নৃপতি ।  
 পদুছিল<sup>৬</sup> মধুর বাক্যে<sup>৭</sup> শ্বেহ করি অতি ॥\*  
 কাহার পরাগ তোমা কি বদলিতে পারে ।  
 কি দঃখ পাইছ মনে<sup>৮</sup> কহত আমারে ॥  
 কন্যা<sup>৯</sup> বলে তোমার প্রসাদে মোহরাজ ।  
 কোণে<sup>১০</sup> কি বদলিব হেন আছে খিতাজ<sup>১১</sup> ॥  
 কিস্ত<sup>১২</sup> আজি প্রভাতে উদ্যানে<sup>১৩</sup> রণে জাইতে ।  
 সিন্দু<sup>১৪</sup>স্থরে মাজেস দেখীল<sup>১৫</sup> আচন্দ্র<sup>১৬</sup>মতে<sup>১৭</sup> ॥  
 নিকটে দেখীল<sup>১৮</sup> গিয়া কন্যা পণ্ডজনি<sup>১৯</sup> ।  
 এক কন্যা<sup>২০</sup> তার মাঝে<sup>২১</sup> তিলক্ষ মোহিনি<sup>২২</sup> ॥  
 লহরে পেলিছে করি<sup>২৩</sup> জিবন নৈরাস ।  
 মূর্হাশ্চিত<sup>২৪</sup> শরীর কিঞ্চিৎ আছে শ্বাস<sup>২৫</sup> ॥  
 তার দঃখ অনল দহিল মোর মন ।  
 চেতন করাইল<sup>২৬</sup> করি বহুল জন্তন ॥  
 শ্বেচেন হইআ কন্যা<sup>২৭</sup> হইল অশ্বুর ।  
 তনু আছাজল আঁখি বহএ রুধির ॥  
 তাহার কারণে<sup>২৮</sup> মোর অস্ত জলি গেল<sup>২৯</sup> ।  
 বহু জন্মে শাস্তাইয়া<sup>৩০</sup> রহাশ্য পদুছিল ॥  
 পশ্চাবর্তী মূখে তবে শূনিল<sup>৩১</sup> বৃত্তান্ত<sup>৩২</sup> ॥  
 পিঠি আগে সৌন্দর্যি কহিল আদি অস্ত<sup>৩৩</sup> ॥  
 মরিবার<sup>৩৪</sup> তরে মোরে করে পরার্থন ।  
 তাকে আসা দিয়া আইল<sup>৩৫</sup> তোমার চরণ ॥  
 কন্যা<sup>৩৬</sup> বোলে মোরে জদি দয়া থাকে মনে ।  
 আনিয়া তাহার শ্বামি মিলিও এখনে ॥

কন্যার নিকটে বালা রাখি সখীগণ ।  
 বাপের সমুদ্রে গেলা সজল নয়ন ॥  
 অশ্রুদ্রুখী কন্যা দেখি সমুদ্রে নৃপতি ।  
 পদুছিল মধুর বাক্যে শ্বেহ করি অতি ॥  
 কাহার পরাগ তোমা কি বদলিতে পারে ।  
 কি দঃখ পাইছ মনে কহত আমারে ॥  
 কন্যা বলে তোমার প্রসাদে মহারাজ ।  
 কোনে কি বদলিব হেন আছে ক্ষিত মাক ॥  
 কিস্ত আজি প্রভাতে উদ্যানে রণে যাইতে ।  
 সিন্দুতীরে মাজেস দেখিল<sup>১৫</sup> আচন্দ্রমতে ॥  
 নিকটে দেখিল<sup>১৮</sup> গিয়া কন্যা পণ্ডজনি ।  
 এক কন্যা তার মাঝে শ্বেলোকামোহিনী ॥  
 লহরে ফেলিছে করি জীবন নৈবাশ ।  
 মোর্হাশ্চিত শরীর কিঞ্চিৎ আছে শ্বাস ॥  
 তার দঃখ অনল দহিল মোর মন ।  
 চেতন করাইল করি বহুল যতন ॥  
 চেতন হইআ কন্যা হইল অশ্বুর ।  
 তনু আছাড়ল আঁখি বহয় বৃধির ॥  
 তাহার কারণে মোর অস্তর জরিলা ।  
 বহু যন্মে শাস্তাইয়া রহস্য পদুছিল ॥  
 পশ্চাবর্তী মূখে যত শূনিল বৃত্তান্ত ।  
 পিতৃ আগে সুন্দরী কহিল আদি অস্ত ॥  
 মরিবার তরে মোরে করে পরার্থন ।  
 তারে প্রবোধিয়া আইল তোমার চরণ ॥  
 কন্যা বোলে মোরে যদি দয়া থাকে মনে ।  
 আনিয়া তাহার শ্বামী মিলিও এখনে ॥

১ কৈন্যার ২ রাধী ৩ পীতার ৪ কৈন্যা ৫ সমুদ্র ৬ পদুচিলা ৭ বাক্যে

\* 'বা' পদুধিতে অতিরিক্ত পংক্তি—

কি দক্ষ মনেত মাগ কার সনে দন্ত  
 ঘটে মোর প্রান ধর কহ আদি অস্ত

৮ চিন্তিতে আছে ৯ কৈন্যা ১০ কনে ১১ ক্ষতি মাজ ১২ উস্থানে  
 ১৩ সীন্দুস্থরে মাজেস দেখীল<sup>১৫</sup> আচন্দ্রমতে ১৪ মাজেস অস্তরে ছিল  
 কৈন্যা পণ্ডজনি ১৫ কৈন্যা ১৬ মাজে ১৭ তিলক্ষমহিনি ১৮ করিছে  
 ফেলি ১৯ মর্হাশ্চিত ২০ শ্বাস ২১ করাইল<sup>২৩</sup> ম ২২ চেতন হইআ কৈন্যা  
 ২৩ কালসে ২৪ অস্তরে জরিলা ২৫ সান্তসীআ  
 ২৬ জন্ম বৃত্তান্ত শূনিল ২৭ এসব কহিল ২৮ মরিবার ২৯ পণ্ডনিআ  
 আইল<sup>৩৫</sup> ৩০ কৈন্যা

শব্দার্থ টীকা : পরার্থন—প্রার্থনা

মন্তব্য : মূলে এই বিস্তারিত বিবরণ নেই । সপ্তম  
 শতকের দোহা অংশের প্রথম চরণ অবলম্বনে অনুবাদে এই  
 বিস্তৃত ঘটনা বিবরণ দেওয়া হয়েছে । মূলে যা ছিল কবির  
 অতিসংক্ষিপ্ত একছন্দের বিবৃতি, অনুবাদে তা ছাট্টা চরণের  
 কাহিনী বিবরণ ।

স্বামী<sup>১</sup> ন পাইলে বালা মরিব শস্তর<sup>২</sup> ।  
 রহিব তাহার বধ আমার উপর ॥  
 তাহান আমার বাপ হই এক নাম<sup>৩</sup> ।  
 শতা কল্য<sup>৪</sup> তাহার পুত্রাইতে<sup>৫</sup> মনস্কাম ॥  
 তার দক্ষ দেখী মোর দঃখ অতিসএ ।  
 তাহার মরনে মূই<sup>৬</sup> মরিম<sup>৭</sup> নিশ্চএ ॥  
 আসা দিয়া ন পুত্রাইলে হৈলে শতাল্পট<sup>৮</sup> ।  
 নিষ্ফল জীবন তার শত হৈলে<sup>৯</sup> নষ্ট ॥  
 এ বুলিয়া ধরিলেক পিতার চরণে ।  
 কাশ্দি ২ বিস্তর করিলা পরাস্তনে ॥  
 মধুর বচনে নুপে কন্যা<sup>১০</sup> সান্তাইলা ।  
 রত্নসেন নহে<sup>১১</sup> মরে হাসিয়া কহিলা ॥  
 দ্রব্য গর্ভ মনে হৈল<sup>১২</sup> চিতাউব নাথ<sup>১৩</sup> ।  
 বিঘ্ননাস<sup>১৪</sup> হৈতে দান মাগিল তাহাত<sup>১৫</sup> ।\*  
 তথাপিহ না বুলিল মনের ভরম ।  
 কোনে খন্ডাইতে পাবে জে য়াছে করম ॥  
 বিলম্বে ফলে মক্ষে কল্যে অপকর্ম ।  
 তত মাত্র<sup>১৬</sup> ফলে কল্যে পশ্চাতে অধর্ম ॥  
 নিবন্ধ পুত্রিল আসী মৈল সর্বাঙ্গন ।  
 ছয় জন ন মরিল আউর কারণ ॥  
 চারি সখী সগে কন্যা রাখ সান্তাইয়া ।  
 জথা আছে রত্নসেন আনি আমি গিয়া ॥  
 কন্যাবে<sup>১৭</sup> এমত কহি<sup>১৮</sup> সমুদ্রের পতি ।  
 রত্নসেন আনিতে চলিলা সির্গগতি<sup>১৯</sup> ॥  
 পুনি উদ্যান বালা চলিলা সস্তরে ।  
 পিঠির সন্বাদে কহি সান্তাএ কন্যারে ॥

স্বামী না পাইলে বালা মরিব সস্তর ।  
 রহিব তাহার বধ আমার উপর ॥  
 তাহার আমার বাপ হয় এক নাম ।  
 সত্য কৈল তাহার পুত্রাইতে মনস্কাম ॥  
 তার দঃখ দেখি মোর দঃখ অতিশয় ।  
 তাহার মরণে মূঞি মরিম নিশ্চয় ॥  
 আশা দিয়া না পুত্রাইলে হৈলে সত্যল্পট ।  
 নিষ্ফল জীবন তার সত্য হৈলে নষ্ট ॥  
 এ বুলিয়া ধরিলেক পিতার চরণে ।  
 কাশ্দি কাশ্দি বিস্তর করিলা পরাথনে ॥  
 মধুর বচনে নুপে কন্যা শান্তাইলা ।  
 রত্নসেন নাহি মরে হাসিয়া কহিলা ॥  
 দ্রব্য দেখি গর্ভ কৈল চিতাউর নাথ ।  
 বিঘ্ননাস হৈতু দান মাগিল তাহাত ॥  
 তথাপিহ না বুলিল মনের ভরমে ।  
 কোনে খন্ডাইতে পারে যে আছে করমে ॥  
 বিলম্বে ফলে মর্খে কৈলে অপকর্ম ।  
 ততমাত্র ফলে কৈলে পশ্চাতে অধর্ম ॥  
 নিবন্ধ পুত্রিল আসি মৈল সর্বাঙ্গন ।  
 ছয়জন না মরিল আয়ুর কারণ ॥  
 চারি সখী সগে কন্যা রাখ শান্তাইয়া ।  
 যথা আছে রত্নসেন আনি আমি গিয়া ॥  
 কন্যারে এমত বুলি সমুদ্রের পতি ।  
 রত্নসেন আনিতে চলিলা শীঘ্রগতি ॥  
 পুনি উদ্যানে বালা চলিলা সস্তরে ।  
 পিতুর সন্বাদে কহি শান্তায় কন্যারে ॥

১ স্বামী ২ সস্তর ৩ মোব নামে মূন বাপ সেই কৈন্যা নাম ৪ সৈতা  
 কৈলুম ৫ পুত্রিতে ৬ আমী ৭ মরিব ৮ সৈতাভট ৯ সৈতা হৈল  
 ১০ কৈন্য ১১ নাই ১২ দৈব দেখী গর্ভ কৈল ১৩ নাতে ১৪  
 বিন নাস ১৫ মাগিলুম তাহাতে \* 'বা' পুত্রিতে অতিরিক্ত অংশ—  
 বিপ্র ভেস মায়া ধরি গেলুম তান স্থান ।  
 ধনগর্ভ না বিনিয়া না গিলেক দান ॥  
 ১৬ তাও ষিক ১৭ কৈন্যারে ১৮ বুলি ১৯ সীর্গগতি

লক্ষ্যার্থ টীকা : ততমাত্র—তৎক্ষণাৎ  
 নিবন্ধ—নিয়তি

মন্তব্যঃ বর্তমান অনুবাদ শ্তবকটি মূলের সপ্তম শ্তবকের দোহা অংশের ম্ভবতীয়া ছত্রের পঙ্কজিত সম্প্রসারণ । মূলে একটি মাত্র  
 চরণে সমুদ্রের অতি সংক্ষিপ্ত উক্ত্যটি অনুবাদে চতুর্দশ পংক্তিতে বিস্তারিত । অনুবাদ শ্তবকের শেষাংশ আছে রত্নসেন প্রসঙ্গে  
 পরবর্তী ঘটনা বিষয়ের উত্থাপন, মূলে তা নেই ।

ষমক ছন্দ

এবে কহি যদন রত্নসেন দৃঃখ বানি<sup>১</sup> ।  
 জেন মতে সাগরেত রহিল পরানি<sup>২</sup> ॥  
 জ্ব্বনে ভাণ্ডিগল ডিঃগা<sup>৩</sup> বাউ<sup>৪</sup> খরতর ।  
 পাট এক লক্ষ<sup>৫</sup> করি ভাশীলা সাগর ॥  
 ভাসিতে ২ রত্নশেন এক<sup>৬</sup> পাটে ।  
 লহর প্রবল মারি লাগাইল তটে<sup>৭</sup> ॥  
 অতি সমুদ্রের ক্লেসে ছিল শম্মহন<sup>৮</sup> ।  
 যর্ষ্য রবি তাপে<sup>৯</sup> নৃপ পাইলা চেতন ॥  
 চারি ভিতে<sup>১০</sup> চাহে নৃপ কেহ নাহি সাতে ।  
 রত্নে<sup>১১</sup> সখরিলা দ্রব্য<sup>১২</sup> ন লাগিল হাতে ॥  
 কথা গেল রত্ন মনি যদুঃখ<sup>১৩</sup> ভাঃডার ।  
 কথা মোর হয় হাঁস্থ বাহিনী অপার ॥  
 কথাত কুমারগন মোব হিত কারি ।  
 কথা গেল সখিগন পাম্বনী সন্দরি<sup>১৪</sup> ॥  
 কথা গেল পম্বাবতি প্রানের অধিক ।  
 জাহা বিন্দু ঘটে প্রানি ন বহে খানিক ॥  
 কথা গেল দ্রব্য ধন<sup>১৫</sup> বলা<sup>১৬</sup> জার গর্ব<sup>১৭</sup> ।  
 মোর ২ করি সেসে<sup>১৮</sup> হারাইল<sup>১৯</sup> সর্বা<sup>২০</sup> ॥

একবারে সর্বাশাস হইল আমার ।  
 রহিল দারুন প্রান দৃঃখ দেখীবার ॥  
 পশুপক্ষি নাহি বার্তা<sup>২১</sup> কাহাত কাহিমু<sup>২২</sup> ।  
 হাহা কৃপাময় বিধি কেনে হেন কল্যা<sup>২৩</sup> ।  
 প্রান হরি যুনা<sup>২৪</sup> তনু কি লাগে রাখিলা ॥  
 মনেব ভরম দিয়া কল্যা<sup>২৫</sup> সর্বাশাস ।  
 তুমি সে পদুরাইতে পার নৈরাসেব আস ॥

১ বিবরণ ২ জিবন ৩ জেখনে বৃহদ্র ভাণ্ডি ৪ হৈল ৫ সৈক্ষ  
 ৬ সেই ৭ টটে ৮ সান্বাহিন ৯ যুক্তের তাপেতে ১০ পাসে ১১ জরে  
 ১২ দৈশ্ব ১৩ সবেনা ১৪ সোঙ্গরি ১৫ দৈশ্বখন ১৬ কৈলা ১৭ আজে  
 ১৮ হারাইলুম ১৯ রাও

২০ 'বা' পদ্বিতে ছাড় পংক্তিটি—

উশ্বস নাহিক কিহু কথা চলি জাইমু

২১ কৈলা ২২ সৈন্য ২৩ কৈলা

রত্নসেনের শরীরে রৌদ্রতাপের উষ্ণতা চৈতন্যলাভের কথা আছে, মূলে এই শ্বাভাবিক বর্ণনাটি অনুপস্থিত । বিলাস; অংশটি মোটামুটি এক । মূলের নবম ও দশম স্তবকে পম্বাবতীর জন্য রাজার সন্দীর্ঘ বিলাপের মধ্যে সংকল্প ও প্রার্থনাটুকু আলাওল পরবর্তী স্তবকে দু'একটি চরণে মাত্র ধরে রাখার চেষ্টা করেছেন । মূলে আছে রাজার প্রতিভূন অনুসম্পানের সংকল্প, অনুবাদে আছে অসহায়তা । মূলে আছে শ্রিদ্বেব-স্মরণ, অনুবাদে একেশ্বর-প্রার্থনা ।

এবে কহি শদন রত্নসেন দৃঃখ বাণী ।  
 যেন মতে সাগরেত রহিল পরাণী ॥  
 যখনে ভাণ্ডিগল ডিঃগা বায়ু<sup>১</sup> খরতর ।  
 পাট এক লক্ষ করি ভাসিলা সাগর ॥  
 ভাসিতে ভাসিতে রত্নসেন এক পাটে ।  
 লহর প্রবলে মারি লাগাইল তটে ॥  
 সমুদ্রের ক্লেসে অতি ছিল সম্মোহন ।  
 সূর্যের তাপেতে নৃপ পাইল ক্রতন ॥  
 চারিভিতে চাহে নৃপ কেহ নাহি সাথে ।  
 যত্নে সখরিলা দ্রব্য না লাগিল হাতে ॥  
 কোথা গেল রত্ন মনি যদুঃখ<sup>১</sup> ভাঃডার ।  
 কোথা মোর হয় হস্তী বাহিনী অপার ॥  
 কোথাত কুমারগন মোর হিতকারী ।  
 কোথা গেল সখীগণ পাম্বনী সন্দরী ॥  
 কোথা গেল পম্বাবতী প্রানের অধিক ।  
 যাহা বিনে ঘটে প্রাণী না রহে খানিক ॥  
 কোথা গেল দ্রব্য ধন কৈল যাব গর্বা<sup>১</sup> ।  
 মোব মোব করি শেষে হারাইল সর্বা ॥ (জা. ৮)

একবারে সর্বাশাস হইল আনাব ।  
 রহিল দারুণ প্রাণ দৃঃখ দেখিবার ॥  
 পশু পক্ষী নাহি বার্তা কাহাত কাহিমু ।  
 উঃশ নাহিক কিহু কোথা চলি যামু ॥  
 হা হা কৃপাময় বিধি কেনে হেন কৈলা ।  
 প্রাণ হরি শদন তনু কি লাগি রাখিলা ॥  
 মনের ভরম দিয়া কৈলা সর্বাশাস ।  
 তুমি সে পদুরাইতে পার নিরাশের আশ ॥

মতব্য : অষ্টম স্তবকের অনুবাদের শেষাংশ অনেকখানি মূলানুগ । দোহা অংশটিও অনুবাদে রক্ষিত । কিন্তু মূলে রত্নসেনকে রাবণের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, অনুবাদে সঙ্গত কারণেই তা বর্জিত । মূলে আছে কপূর ও প্রবাল পূর্ণ এক পর্বতের টিলা, যার উপর রত্নসেন উঠে দাঁড়ালেন । অনুবাদে আছে সমুদ্রতীর । অনুবাদে সমুদ্রক্লিষ্ট সংজ্ঞাহীন

তোমার দয়াল নাম ব্যাপিত জগতে ।  
 দক্ষ নাসি তুমি মাত্র পার স্খ<sup>১</sup> দিতে ॥  
 আপনার মস্ত গর্বে<sup>২</sup> মূই হৈল<sup>৩</sup> নাস ।  
 তোমার কৃপার নামে পারিগব বিশ্বাস ॥  
 তোমার আংগাএ হএ<sup>৪</sup> স্খ হোস্তে দ্ধ<sup>৫</sup> !  
 জদি দেও<sup>৬</sup> দিতে পার দ্ধ<sup>৭</sup> হোস্তে স্খ<sup>৮</sup> ॥  
 এই মতে কান্দিত<sup>৯</sup> কল্যা<sup>১০</sup> বাবে বার ।  
 আখি লোহে হই সিন্দু<sup>১১</sup> ভাটীতে জোয়ার ॥  
 মর্জিল সমুদ্র নিবে প্রানের ইশ্বরী ।  
 আমার উচিত এই সিন্দু<sup>১২</sup> নিরে<sup>১৩</sup> মরি ॥  
 শ্বামি নারি<sup>১৪</sup> একত্রে না মৈল মদুদ<sup>১৫</sup> ।  
 সমুদ্র উপবে গিয়া দেও মোবে বদ ॥  
 মস্ত<sup>১৬</sup> দরাইল বসি সমুদ্রের স্থিবে<sup>১৭</sup> ।  
 দহ তেআগিতে<sup>১৮</sup> হেতু নামিলেক নিবে ॥

#### রাগ ভাটিয়াল : দীর্ঘ ছন্দ

তোমার কৃপাব বলে                      আপনাব পাপ ফলে  
 মস্ত<sup>১৯</sup> গর্বে<sup>২০</sup> পাছে ন চিন্তিল<sup>২১</sup> ।  
 অখনে সংকট হৈল                      সমন নিঃটে আইল  
 উশ্বাবহ কাতব হইল<sup>২২</sup> ॥  
 প্রভুর দয়া ন হরে<sup>২৩</sup>                      দিয়া রস অনাথেরে<sup>২৪</sup>  
 তুমি প্রভু পরম কাবন ।  
 ভুলিয়া সংসার রসে                      বান্দ হইল<sup>২৫</sup> মায়া ফাসে<sup>২৬</sup>  
 ন ভিজিল<sup>২৭</sup> তোমার চরণে ।  
 এবে শ্রিজগত সার্গে                      তুমি বিনে গতি নাই  
 তরাও আপনা নাম গুনে ॥  
 তোমারে বিভোর হৈল<sup>২৮</sup>                      আপনে আপনা খাইল<sup>২৯</sup>  
 তেকাবনে লাগিল বিদসা ।  
 হিন আলাওলে ভনে                      জেই ভাবে দর মনে  
 অবশ্য<sup>৩০</sup> পদরএ তার আসা ॥

১ খ ১ ২ তোমার লিলাএ হৈল ৩ হস্তে দক্ষ ৪ চাও ৫ দক্ষ নাসী  
 ৬ কৈল ৭ আখি নিরে হৈল সিন্দু ৮ ডিরে ৯ শ্বামী ডিরি  
 ১০ সে মদুদ ১১ ডিরে ১২ ত্যাগীতে ১৩ মন ১৪ না চিন্তিল<sup>১৫</sup>  
 ১৬ হইল<sup>১৭</sup> ১৮ প্রভুর দয়ার তার ১৯ অনাতের দিআ তার ২০  
 হৈল<sup>২১</sup> ২২ পাশে ২৩ ভিজিল<sup>২৪</sup> ২৫ ভবন হৈল<sup>২৬</sup> ২৭ খাইল<sup>২৮</sup>  
 ২৯ আটবশ

মন্তব্য: মূলের একাদশ ও শ্বাদশ শ্লোক অবলম্বনে পয়ার শ্লোকদুটি রচিত, শ্লিপদী শ্লোকটি নতুন রচনা। মূল শ্লোক দুটিতে  
 যে সূক্ষ্ম সর্বেশ্বরবাদ আছে, অনুবাদে তা লীলাবাদে পরিণত। ঘটনার ক্ষেত্রেও পার্থক্য দেখা দিয়েছে। মূলে আছে পদ্মাবতীর  
 বিরহে রাজার শিরোচ্ছেদে আশ্বত্থ্যার সংকল্প, আর অনুবাদে সমুদ্রকে দায়ী করে জলে ডুবে আশ্বত্থ্যহনের প্রয়াস।

তোমার দয়াল নাম ব্যাপিত জগতে ।  
 দ্ধ<sup>৩১</sup> নাসি তুমি মাত্র পার স্খ<sup>৩২</sup> দিতে ॥  
 আপনাব মস্ত গর্বে<sup>৩৩</sup> মূই হৈল<sup>৩৪</sup> নাশ ।  
 তোমার কৃপার নামে পারিগব বিশ্বাস ॥  
 তোমার লীলায় হয় স্খ হোস্তে দ্ধ<sup>৩৫</sup> ।  
 যদি দাও দিতে পার দ্ধ<sup>৩৬</sup> হোস্তে স্খ<sup>৩৭</sup> ॥(জা.১১)  
 এই মতে কান্দিত<sup>৩৮</sup> কৈলা বারে বার ।  
 আখি লোহে হৈল সিন্দু<sup>৩৯</sup> ভাটিতে জোয়ার ॥  
 মর্জিল সমুদ্রনীরে<sup>৪০</sup> প্রানের ইশ্বরী ।  
 আমার উচিত এই সিন্দু<sup>৪১</sup> নিরে<sup>৪২</sup> মরি ॥  
 শ্বামী নারী একত্রে না মৈল সে মদুদ<sup>৪৩</sup> ।  
 সমুদ্র উপবে গিয়া দেও মোরে বধ ॥  
 মস্ত<sup>৪৪</sup> দরাইল বসি সমুদ্রের তীরে ।  
 দেহ তেবারিতে<sup>৪৫</sup> নৃপ নামিলেক নীরে ॥ (জা.১২)

তোমার কৃপার বলে                      আপনাব পাপ ফলে  
 মস্ত<sup>৪৬</sup> গর্বে<sup>৪৭</sup> পাছে না চিন্তিল<sup>৪৮</sup> ।  
 অখনে সংকট হৈল                      শমন নিকটে আইল  
 উশ্বাবহ কাতব হইল<sup>৪৯</sup> ॥  
 প্রভুর দয়া না হবে                      দিয়া বস অনাথেরে  
 তুমি প্রভু পবম কারণ । (ধূয়া)  
 ভুলিয়া সংসার পাশে                      বন্দী হৈল মায়া ফাসে  
 না ভিজিল<sup>৫০</sup> তোমাব চরণে ॥  
 এবে শ্রিজগত সার্গে                      তুমি বিনে গতি নাই  
 তরাও আপনা নাম গুনে ।  
 তোমারে ভরম হৈল<sup>৫১</sup>                      আপনে আপনা খাইল<sup>৫২</sup>  
 তেকারণে লাগিল বিদসা ।  
 হীন আলাওলে ভণে                      যেই ভাবে দঢ়মনে  
 অবশ্য<sup>৫৩</sup> পদরএ তার আশা ॥

শব্দার্থ টীকা : আঁখিলোহে—অশ্রুজলে  
 সার্গে—শ্বামী

রাগ ধমক ছন্দ

ভক্তিভাবে এক চিন্তে করএ কামনা<sup>১</sup> ।  
 জন্মান্তরে পাও জেন সে চন্দ্রবদন<sup>২</sup> ॥  
 এই বর মাগিয়া ডুবিতে কল্যা<sup>৩</sup> চিত ।  
 হেনকালে সমুদ্র হইল<sup>৪</sup> উপাশ্বিত ॥  
 ধরিয়া ব্রাহ্মন রূপে আইল নিয়র ।  
 বলিলা নৃপতি কহৌ অবধান<sup>৫</sup> কর ॥  
 তোমার সরিরে<sup>৬</sup> পাপ খাঁড়ল এখন<sup>৭</sup> ।  
 পুনি আশ্রুবাতে পাপ কর কি কাবন ॥  
 আগে পদস্তর তুমি দেওত<sup>৮</sup> আমারে ।  
 মরিতে চাহিলে কোনে<sup>৯</sup> রাখিবারে পারে ॥

নৃপ বোলে কি উত্তর দিমু তোমা আগে ।  
 এ পাপ জীবনে মোর<sup>১০</sup> অতি দুঃখ<sup>১১</sup> লাগে ॥  
 জন্মদ্বিপে<sup>১২</sup> চিতাউরে ছিল<sup>১৩</sup> নৃপবর ।  
 জুগি হইয়া আইল<sup>১৪</sup> মৃগী সিংহল নগর ॥  
 পশ্চাৎ বিধা কল্যা<sup>১৫</sup> মনের হরিশে<sup>১৬</sup> ।  
 শত সংখ্যা ডিগা পুর্ন আইল<sup>১৭</sup> হরিশে<sup>১৮</sup> ॥  
 হেমহস্তি হএ রত্ন কটক অপার ।  
 শোল শত নৃপসুত শঙ্গে পরিবার ॥  
 শ্বিসহস্র সখী মোর পরম সৌন্দরী ।  
 প্রাণের দুঃলভ মোব পশ্চাবতী নারী ॥  
 তিলেক<sup>১৯</sup> সমুদ্র মাঝে<sup>২০</sup> ডুবিল সকল ।  
 একেশ্বর রাজার<sup>২১</sup> জীবনে কোন<sup>২২</sup> ফল ॥

ব্রাহ্মনে উত্তর দিল যখন রাজন ।  
 জ্ঞানবন্ত হইয়া<sup>২৩</sup> কেনে না বুঝ আপন<sup>২৪</sup> ॥

১ কামনা ২ জন্মান্তরে পাপ ক্ষএ সে চন্দ্রবদনা ৩ কৈল ৪ নৃপতি  
 ৫ কহি অবধান ৬ শরির ৭ এখন ৮ দেও জে ৯ কনে ১০ দুঃখ  
 ১১ বর ১২ জন্মদ্বিপে ১৩ ছিলম ১৪ আইলম ১৫ কৈলম  
 ১৬ কতুকে ১৭ সত সংখ্যা ডিগা পুর্ন আনিলম জন্তুকে  
 ১৮ তিলেকে ১৯ নিবে ২০ একেশ্বর আমার ২১ কন ২২ হই  
 ২৩ না বুঝ রাজন

ভক্তিভাবে একচিন্তে করয় কামনা ।  
 জন্মান্তরে পাও যেন সে চন্দ্রবদনা ॥  
 এই বর মাগিয়া ডুবিতে কৈল চিত ।  
 হেনকালে সমুদ্র হইল উপাশ্বিত ॥  
 ধরিয়া ব্রাহ্মণ রূপে আইল নিয়র ।  
 বলিলা নৃপতি কহৌ অবধান কর ॥  
 তোমার শরীরে পাপ খাঁড়ল এখন ।  
 পুনি আশ্রুবাতে পাপ কব কি কারণ ॥  
 আগে পদস্তর তুমি দেওত আমারে ।  
 মরিতে চাহিলে কোনে রাখিবারে পারে ॥ (জা.১৩)

নৃপে বোলে কি উত্তর দিমু তোমা আগে ।  
 এ পাপ জীবনে মোব অতি দুঃখ লাগে ॥  
 জন্মদ্বীপে চিতাওবে ছিল নৃপবর ।  
 যোগী হইয়া আইল মৃগী সিংহল নগর ॥  
 পশ্চাবতী বিভা কৈল মনের কৌতুকে ।  
 শত সংখ্যা ডিগা পুর্ন আইল যৌতুকে ॥  
 হয় হস্তী হেম রত্ন কটক অপার ।  
 ষোলশত নৃপসুত সঙ্গে পরিবার ॥  
 শ্বিসহস্র সখী মোর পরম সুন্দরী ।  
 প্রাণের দুঃলভ মোর পশ্চাবতী নারী ॥  
 তিলেক সমুদ্র মাঝে ডুবিল সকল ।  
 একেশ্বর আমার জীবনে কোন ফল ॥ ( জা. ১৪ )

ব্রাহ্মণে উত্তর দিল শুনহ রাজন ।  
 জ্ঞানবন্ত হইয়া কেনে না বুঝ আপন ॥

শব্দার্থ টীকা : নিয়র—নিকট  
 আশ্রুবাতে—আশ্রুহত্যা  
 বিভা—বিয়ে

মন্তব্যঃ গ্রন্থাদেশ শতবকের অনুবাদে মূলের সঙ্গে অনেক পার্থক্য আছে । মূলে আছে নিজকণ্ঠে কাটারি দিয়ে আত্মহননের চেষ্টা, অনুবাদে জন্মান্তরে প্রিয়তমাকে পাবার আকাঙ্ক্ষা করে জলে ডুবে আত্মহত্যাব প্রস্তুতি । উভয় ক্ষেত্রেই সমুদ্রের ব্রাহ্মণবেশে আবির্ভাব, কিন্তু মূলের ব্রাহ্মণবেশীর বিস্তৃত রূপচিহ্নটি অনুবাদে অনুপাশ্বিত । মূলের দোহা অংশটিও অংশ-বিশেষ অনুবাদে অতি সংক্ষিপ্তভাবে ছুঁয়ে আছে ।

চতুর্দশ শতবকের অনুবাদ অনেকটাই মূলানুগ । সংখ্যাচ্যক শব্দগূলিতে কিছু কিছু ব্যত্যয় ঘটেছে । যেমন মূলে সখীদের সংখ্যা দুঃলক্ষ, অনুবাদে হয়েছে দুঃহাজার ; মূলে ছিল রত্ন বহিষ্ট, অনুবাদে তা শত সংখ্যায় নির্দিষ্ট রূপ লাভ করেছে ।



শভান<sup>১</sup> ইশ্বর আছে এক দয়াময় ।  
 কর্ম<sup>২</sup> অনুরূপ মাত্র সংসারে বিসয় ॥  
 সকল হরিয়া নিল<sup>৩</sup> বস্ত্র ছিল জার ।  
 চিন্তেত ভাবিয়া চাহো<sup>৪</sup> তুমি বা কাহার ॥  
 এমত<sup>৫</sup> সঙ্কট প্রভু তরাইল তোমারে ।  
 তার স্তূতি না করিয়া চাহ মরিবারে ॥  
 পুরুষের আশ্রিত সযা খন জন<sup>৬</sup> ।  
 কথবার<sup>৭</sup> আইসে জ্ঞাএ থাকিলে জিবন ॥  
 প্রান সেনে<sup>৮</sup> থাকিলে তাহার থিক পাইবা<sup>৯</sup> ।  
 আশ্রযাতি করি<sup>১০</sup> কেনে মোহাপাশি হৈবা<sup>১১</sup> ॥

নূপে বোলে সত্ত্ব<sup>১২</sup> পুরুষের কিবা<sup>১৩</sup> হানি ।  
 জদি জিববস্ত পাও<sup>১৪</sup> পদ্মাবতি রানি ॥  
 প্রাণাথিক দিল<sup>১৫</sup> মোব প্রান কিবা কাম ।  
 দুরে থাকি জিবনের কাটি পরনাম ॥

ব্রাহ্মনে কাহলা শুন নূপসিরমানি ।  
 শ্বজিবনে আছে তোরা<sup>১৬</sup> পদ্মাবতি রানি ॥  
 চারি সখী সগে মোর কন্যার উদ্যানে<sup>১৭</sup> ।  
 তোমার বিচ্ছেদে কন্যা<sup>১৮</sup> না জিএ পরানে ॥  
 তোমা নিতে আইল আমি শুন নরপতি ।  
 তুরিতে দিবাম নিয়া জখা পদ্মাবতি ॥  
 শুন পল্লিকিত<sup>১৯</sup> অগ্নি হরিস অস্তর ।  
 সেই সিদ্ধ হৈল জেন আনন্দ সাগর ॥\*  
 এক দিগে পদ্মাবতি নিরক্ষয় বাট ।  
 তিলে মাত্র নূপ লৈয়া আইল সেই<sup>২০</sup> ঘাট ॥

বুদ্ধিতে নূপতি মর্ম করিয়া চাতুরি ।  
 শমদ্র দূহিতা পদ্মাবতি রূপ ধরি ॥  
 প্রভু ২ করি রামা আইসে সমুখে<sup>২১</sup> ।  
 গমন ভাগ্যমা নূপ তেমত না দেখে ॥

১ শভান ২ এ সকল হরি নিল ৩ চাহ ৪ এথেক ৫ পুরুষের  
 অশ্রুত আশ্রিত জে খন ৬ কথবারে ৭ ধরে ৮ পাইব ৯ হই  
 ১০ মহাপাশি হৈব ১১ সৈন্ত ১২ নহে ১৩ পাই ১৪ যিনে ১৫ জিবনে  
 আছে তোরা ১৬ কৈন্যার উদ্যানে ১৭ বিশেষ কৈন্যা ১৮ শুনিতে  
 পল্লিক ১৯ সীদ্ধ ২০ সমুখে \* 'বা' পুথিতে আভির্গত পঞ্চি—

করজোরে সীয়ে আসী ব্রাহ্মন নিয়র ।  
 সৈন্ত কিবা ভাশ্ড মোরে কহ নূপবর ॥  
 বিপ্র বোলে ছলি তোকে কি ফল আমার ।  
 আমার নিচনি নূপ হৈল দক্ষ ভার ॥  
 এ বুলিয়া রয়সেন লইয়া সর্গতি ।  
 নিজ রূপে চলি জ্ঞাএ সমুদ্রের পতি ॥

শভান ইশ্বর এক আছে দয়াময় ।  
 কর্ম<sup>২</sup> অনুরূপ মাত্র সংসার বিষয় ॥  
 সকল হরিয়া নিল<sup>৩</sup> বস্ত্র ছিল যার ।  
 চিন্তেত ভাবিয়া চাহ তুমি বা কাহার ॥  
 এমত সঙ্কট প্রভু তরাইল তোমারে ।  
 তার স্তূতি না করিয়া চাহ মরিবারে ॥  
 পুরুষের অশ্রুত আশ্রিত যে খন ।  
 কথবার আইসে যায় থাকিলে জীবন ॥  
 প্রাণ শেষ থাকিলে তাহার অধিক পাইবা ।  
 আশ্রযাতি করি কেনে মহাপাশি হইবা ॥(জা.১৫)

নূপে বোলে সত্য পুরুষের কিবা হানি ।  
 যদি জীববস্ত পাও পদ্মাবতী রাণী ॥  
 প্রাণাথিক বিনে মোর প্রাণে কিবা কাম ।  
 দুরে থাকি জীবনের কোটি পরনাম ॥ ( জা.১৬ )

ব্রাহ্মণে কাহলা শুন নূপ শিরোমণি ।  
 স-জীবনে আছে তোরা পদ্মাবতী রাণী ॥  
 চারি সখী সগে মোর কন্যার উদ্যানে ।  
 তোমার বিচ্ছেদে কন্যা না জিয়ে পবাণে ॥  
 তোমা নিতে আইল আমি শুন নরপতি ।  
 তুরিতে দিবাম নিয়া যখা পদ্মাবতী ॥  
 শুন পল্লিকিত অগ্নি হরিষ অস্তর ।  
 সেই সিদ্ধ হৈল যেন আনন্দ সাগর ॥  
 এক দৃষ্টে পদ্মাবতী নিরক্ষয় বাট ।  
 তিলেমাত্র নূপ লইয়া আইল সেই ঘাট ॥ (জা.১৭)

বুদ্ধিতে নূপতি মর্ম করিয়া চাতুরী ।  
 সমুদ্র-দূহিতা পদ্মাবতী রূপ ধরি ॥  
 প্রভু প্রভু করি রামা আইসে সমুখে ।  
 গমন ভাগ্যমা নূপ তেমত না দেখে ॥

মন্তব্য : পঞ্চদশ শতকের অনূবাদ মূলের তুলনায়  
 সংস্কৃত হলেও অনেকটা মূলানুগ । যদিও অনূবাদের  
 কর্মফলবাদ মূলে নেই । আবার মূলের মায়াবাদ অনূবাদে  
 অনুপস্থিত । ষোড়শ শতকের মধ্যে মূলে পদ্মাবতী সম্পর্কে  
 রাজার যে প্রেম-প্রশাসিত আছে অনূবাদে তা বর্জিত । কেবল  
 মূলের প্রথম দুলাইন আছে । সপ্তদশ শতকের অনূবাদ  
 আমূল পরিবর্তিত । মূলে আছে ঘটনার নাটকীয় চমৎ-  
 কারিত্ব । আর অনূবাদে আছে ঘটনার বিবৃতিধর্মিতা ।

কিঞ্চিৎ শব্দেহ মনে আইল তান পাসে<sup>১</sup> ।  
 না পাইল পদ্মাবতীর অঙ্গের যুবাসে<sup>২</sup> ॥  
 মৃদু ফিরাইয়া<sup>৩</sup> নৃপ রহিল তখন ।  
 ছল করি শিন্দুযুতা<sup>৪</sup> যদ্রিল কান্দন ॥  
 তেজিয়া নাইয়ের<sup>৫</sup> ঘর বাপ মাও পদরি ।  
 তোমা শঙ্গে দুর্গিন আইল<sup>৬</sup> এক্ষরী ॥  
 পরিল শমুদ্র মাঝে<sup>৭</sup> না হৈল মরণ ।  
 তোমার কারনে ধক ২ পোরে মন<sup>৮</sup> ॥  
 বহু পরার্থন<sup>৯</sup> করি পাইল<sup>১০</sup> তোমাতে ।  
 কোন দোশে অসন্তোষ<sup>১১</sup> হইলা আমারে ॥  
 হেনকালে তুমি জদি ফিরাও বদন ।  
 সাগরে পরিয়া মূই মরিম<sup>১২</sup> এখন ॥  
 নৃপে বোলে সত্য নহি কহ পদ্মাবতি<sup>১৩</sup> ।  
 আশিতে দেখিল আমি<sup>১৪</sup> নহে সেই গতি ॥  
 তথাপিহ ভরমে আইল<sup>১৫</sup> তোমা পাশ ।  
 সেই পদুম<sup>১৬</sup> হেন দেখি<sup>১৭</sup> নহে সেই<sup>১৮</sup> বাশ ॥  
 বচন প্রকাশে মাঠ জানিল<sup>১৯</sup> নিশ্চিতে ।  
 পর অঙ্গ<sup>২০</sup> অঙ্গ পরশিম<sup>২১</sup> কোন মতে ॥  
 তোমার কন্তুকে<sup>২২</sup> হএ আমার প্রানআশ<sup>২৩</sup> ।  
 মিলাইয়া পদ্মাবতি প্রান কর শাস্ত<sup>২৪</sup> ॥  
 তবে শিন্দুযুতা<sup>২৫</sup> হাশি<sup>২৬</sup> বালিলা বচন ।  
 বিচারি বর্জিল<sup>২৭</sup> সত্য<sup>২৮</sup> তুমি মোহাজন<sup>২৯</sup> ॥

কিঞ্চিৎ শব্দেহ মনে আইল তার পাশ ।  
 না পাইল পদ্মাবতীর অঙ্গের সুবাস ॥  
 মৃদু ফিরাইয়া নৃপ রহিল তখন ।  
 ছল করি শিন্দুযুতা জুড়িল কান্দন ॥  
 তেজিয়া নাইয়ের ঘর বাপ মাও পদুরী ।  
 তোমা সঙ্গে দুর্গিনী আইল এক্ষরী ॥  
 পড়িল সমুদ্রমাঝে না হৈল মরণ ।  
 তোমার কারণে ধক ধক পোড়ে মন ॥  
 বহু পরার্থন করি পাইল তোমাতে ।  
 কোন দোষে অসন্তোষ হইলা আমারে ॥  
 হেনকালে তুমি যদি ফিরাও বদন ।  
 সাগরে পড়িয়া মূই মরিম এখন ॥ ( জা. ১৯ )  
 নৃপ বোলে সত্য নহি কহ পদ্মাবতী ।  
 আশিতে দেখিল আমি নহে সেই গতি ॥  
 তথাপিহ ভরমে আইল তোমা পাশ ।  
 সেই পদুম হেন দেখি নহে সেই বাস ॥  
 বচন প্রকাশ মাঠ জানিল নিশ্চিতে ।  
 পরাঙ্গনা অঙ্গ পরশিম কোন মতে ॥  
 তোমার কৌতুকে হয় আমার প্রাণান্ত ।  
 মিলাইয়া পদ্মাবতী প্রাণ কর শাস্ত ॥ ( জা. ২০ )  
 তবে শিন্দুযুতা হাসি বালিলা বচন ।  
 বিচারি বর্জিল সত্য তুমি মহাজন ॥

১ তাব পাস ২ যুবাস ৩ পাইরাইয়া ৪ শিন্দুযুতে ৫ নাওর  
 ৬ পরিলাম সমুদ্র মাঝে ৭ ধক ২ তোমার কারনে পোরে মন ৮ পরার্থনা  
 ৯ পাইল ১০ কন দোশে অসন্তোষ ১১ নৃপ বোলে তুমি সৈন্ত  
 নহে পদ্মাবতি ১২ মূই ১৩ আসীল ১৪ দেখি ১৫ হেন ১৬ জানিল  
 ১৭ পবননা ১৮ কন্তুকে ১৯ পরান্ত ২০ সান্ত ২১ শিন্দুযুতা  
 ২২ হাসি ২৩ বর্জিল আমি ২৪ মহাজন

শব্দার্থ টীকা : নাইয়ের ঘর—বাপের বাড়ী  
 সেই পদুম—মূলে মালতী ফুলের কথা আছে  
 পরাঙ্গনা—পর নারী

মন্তব্যঃ মূলের অষ্টাদশ শতবর্ষটিতে বিরহিণী পদ্মাবতীর যে আলংকারিক চিত্রটি বর্তমান, অনুবাদে তা বর্জিত। সপ্তদশ শতকের রামসীতার প্রসঙ্গসূত্রে ধরে অষ্টাদশ শতকে পদ্মাবতীর বিরহিণী সীতামূর্তি অঙ্কিত হয়েছে। মূলের এই চমৎকার বিরহবর্ণনার শতবর্ষটি বাদ দিয়ে আলাওল পরবর্তী ঘটনাধারায় প্রবেশ করেছেন। উনিবংশ শতকে পদ্মাবতীর ছন্দবেশে লক্ষ্মী কন্তুক রত্নসেনকে ছলনা করার মধ্যে যে ঘটনা-চমৎকারি আছে আলাওল তাকে অনুসরণ করলেও যথার্থ অনুসরণ করেন নি। মূলে আছে প্রথমেই ছন্দবেশী পদ্মাবতীকে বসে থাকতে দেখে ধাবমান রত্নসেনের ভয়তুল্য ব্যাকুলতা। অনুবাদে রত্নসেনকে দেখে ছন্দবেশী পদ্মাবতীর ধাবমানতা। মূলে পদ্মগন্ধ না পাওয়ার রত্নসেনের সন্দেহ, অনুবাদে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে গমনভঙ্গিমার বৈসাদৃশ্য। রত্নসেনের বিমুগ্ধতায় লক্ষ্মীর বিলাপ মূলে সংক্ষিপ্ত, অনুবাদে তা তরল ও বিস্তৃত। বিংশ শতকের অনুবাদ মূলের তুলনায় নীতি-নীতি এবং বিবৃতি-বিরস। মূলে ভয় ও মালতীর প্রতীকে যে কাব্যসুন্দরিতা সৃষ্টি করা হয়েছে অনুবাদে একটিমাত্র চরণে তার আভাসমাত্র আছে। এর পরিবর্তে অনুবাদে পরনারী স্পর্শের পাপ ও নীতিচেনাই প্রবল।

এ বদলিআ নিজ রূপ ধরিয়া ত্বরিত ।  
 নৃপ লৈয়া<sup>১</sup> গেল পদ্মাবতির শমিপ<sup>২</sup> ॥  
 অশ্বকের<sup>৩</sup> তলে থাকি শিতা<sup>৪</sup> পাইল রাম ।  
 তেনমতে শিখি পদ্মাবতি মনস্কাম ॥  
 জেন দায়মাস্তি পতি<sup>৫</sup> পাইল পদনবার ।  
 তাহার অধিক হৈল আন্দ অপার ॥  
 শ্বামীর<sup>৬</sup> চরণে ধরি<sup>৭</sup> কান্দে পদ্মাবতি ।  
 অতি শিগ্রে বৃকে<sup>৮</sup> লাগাইল নরপতি ॥  
 গলাগালি দুইজন বিস্তর কান্দিল ।  
 জলরূপে দুখ<sup>৯</sup> আখি পস্তে নৃশ্বরিল<sup>১০</sup> ॥  
 চারি শিখি সঙ্গে দোহো<sup>১১</sup> কান্দিল জথেক<sup>১২</sup> ॥  
 শে সব কহিতে কথা বারে অতিবেক ॥  
 প্রিয় বাক্য কন্যা শান্তাইল<sup>১৩</sup> নৃপমনি ।  
 তুমি আমি রক্ষ্যা পাইল<sup>১৪</sup> কিছু নহে হানি ॥  
 মক্ষ<sup>১৫</sup> দয়াশিল আছে মক্ষ<sup>১৬</sup> চাবি শিখি ।  
 পার্শরিল<sup>১৭</sup> শব দুখ তার মক্ষ<sup>১৮</sup> দেখি ॥  
 সব এই দুখে মৈল<sup>১৯</sup> কুমার সকল<sup>২০</sup> ।  
 কি করিতে পারে তাকে নিবন্ধ প্রবল ॥  
 বিধি কৃপা হতে<sup>২১</sup> চিতাওবে জাই জবে ।  
 তাতাধিক অসজ্য<sup>২২</sup> পাইব পদনি তবে ॥  
 করহ প্রভুর<sup>২৩</sup> স্তূতি হৈয়া<sup>২৪</sup> একমন ।  
 জীববস্ত রাখি মিলাইল ছএ জন<sup>২৫</sup> ॥  
 সমুদ্র দুহিতা প্রিয়বাক্য<sup>২৬</sup> শান্তাইল ।  
 দুই মিলনে<sup>২৭</sup> শমস্ত রক্ষ্যা পাইল ॥  
 গ্নিভাবনে<sup>২৮</sup> পতি নারি বিচ্ছেদ না হৌক ।  
 জদি হএ পদনরক্ষি<sup>২৯</sup> বিধি মিলাওক<sup>৩০</sup> ॥

১ লই ২ বিদিত ৩ অসকের ৪ সীতা ৫ জেন মত আছিল ৬ শ্বামীর  
 ৭ পরি ৮ বৈকেতে ৯ দুখ ১০ নিশ্বরিল ১১ দেহ ১২ জতেক  
 ১৩ প্রিয় বাক্য কন্যা শান্তসীল ১৪ রক্ষ্যা পাইলে ১৫ মৈক্ষ  
 ১৬ আসরহ ১৭ তা সভান ১৮ জান ১৯ সকল ২০ হস্তে ২১ তা  
 ২২ অধিক অসজ্য ২৩ হই ২৪ দুইজন ২৫ বাস ২৬ তুমি দুই মীলনে  
 ২৭ গ্নিভাবনে ২৮ পদনবারি ২৯ বিদিত মীলাউক

মন্তব্যঃ একবিংশ শতকের অন্তিমাব্দ মূলের তুলনায় অনেক সংক্ষিপ্ত । মূলের ঘটনাটুকুই আছে কিন্তু সমুদ্রকন্যার  
 মূখে রত্নসেনের রূপবর্ণনাটি অনুবাদে অনুপস্থিত । নল-দময়ন্তী প্রসঙ্গটি মূলে আছে, কিন্তু মূলের কৃষ্ণ গোপী প্রসঙ্গটি  
 অনুবাদে নেই । অনুবাদের সামসীতার প্রসঙ্গটি মূলের সপ্তদশ শ্লোক থেকে গৃহীত । মূলের দোহা অংশটি অনুবাদে  
 অনুপস্থিত । উপমাগুঢ়িগু বর্জিত । শ্বাবিশেষ শতকের অন্তিমাব্দ মূলের তুলনায় অনেকখানি পৃথক । রত্নসেনের পায়ে  
 পড়ে পদ্মাবতীর কামার ঘটনাটুকু ছাড়া মূলের সঙ্গে অনুবাদের আর কোনো মিল নেই । মূলে আছে সর্ব-কমল, মালতী-  
 কুমর ইত্যাদির রূপকাবেষ্টনে যুগল মিলনের আনন্দরূপ বর্ণনা আর অনুবাদে আছে সখীসহ পদ্মাবতীর বিলাপ এবং রত্নসেন  
 ও সমুদ্রকন্যার সাংসারিক সান্ত্বনা দান ।

এ বদলিআ নিজ রূপ ধরিয়া ত্বরিত ।  
 নৃপ লইয়া গেল পদ্মাবতীর বিদিত ॥  
 অশ্বকের তলে থাকি সীতা পাইল রাম ।  
 তেন মতে সিখি পদ্মাবতী মনস্কাম ॥  
 যেন দময়ন্তী পতি পাইল পদনবার ।  
 তাহার অধিক হইল আনন্দ অপার ॥ ( জা. ২১)  
 শ্বামীর চরণে পাড়ি কান্দে পদ্মাবতী ।  
 অতি শীঘ্র বৃকে লাগাইল নরপতি ॥  
 গলাগালি দুইজন বিস্তর কান্দিল ।  
 জলরূপে দুখ আখিপস্তে নিশ্বরিল ॥  
 চারি সখী সঙ্গে দোহ কান্দিল যতেক ।  
 সে সব কহিতে কথা বাড়ে অতিরেক ॥  
 প্রিয়বাক্যে কন্যা শান্তাইল নৃপমনি ।  
 তুমি আমি রক্ষ্যা পাইল কিছু নহে হানি ॥  
 দয়াশীল আছে মূখ্য চারি মক্ষসখী ।  
 পার্শরিল সব দুখ তা সবাবে দেখি ॥  
 সব এই দুখে মৈল কুমার সকল ।  
 কি করিতে পারে তাকে নিবন্ধ প্রবল ॥  
 বিধি কৃপা হোস্তে চিতাওর যাই যবে ।  
 ততোধিক ঐশ্বর্য পাইব পদনি তবে ॥  
 করহ প্রভুর স্তূতি হৈয়া এক মন ।  
 জীববস্ত রাখি মিলাইল ছয়জন ॥  
 সমুদ্রদুহিতা প্রিয়বাক্যে শান্তাইল ।  
 তুমি দুই মিলনে সমস্ত রক্ষ্যা পাইল ॥ ( জা. ২২)  
 গ্নিভাবনে পতি নারী বিচ্ছেদ না হৌক ।  
 যদি হয় পদনরপি বিধি মিলাওক ॥

শব্দার্থ টীকা : দময়ন্তী—বিদিত রাজকন্যা, নল-পত্নী  
 পার্শরিল—ভুলে গেল

কায়া<sup>১</sup> প্রান মৈশ্বে<sup>২</sup> বিধি করএ বিচ্ছেদ ।  
না হৈলে না হৈত তবে<sup>৩</sup> ইশ্বরের ভেদ ॥  
শেই শে মারিয়া শার<sup>৪</sup> করিয়া মিটাএ ।  
শেই শে জিয়াএ পূর্নি আনিয়া ভেটাএ ॥  
মনের বাস্বব মিত্র প্রভু দেউক<sup>৫</sup> আনি ।  
সম্পদে বিপদে কিবা লাভ কিবা<sup>৬</sup> হানি ॥

ছএ জন বাশা<sup>৭</sup> দিল বিচিত্র মন্দিরে ।  
ভৈক্ষ্য জল রাজর্নাত নানা উপহারে<sup>৮</sup> ॥  
নানামত সশৌরব বিচিত্র অক্ষর<sup>৯</sup> ।  
পরিপূর্ণ থাইল আনি মন্দির অন্তরে<sup>১০</sup> ॥  
এক শত শাখি তথা রাখিল শূন্দারি<sup>১১</sup> ।  
নূপ কন্যা<sup>১২</sup> আগে বহে ভক্তি স্তূতি<sup>১৩</sup> করি ॥  
আপনার গ্রিহ হেন মনেত ভাবিবা ।  
জেই মনে শ্রমা হএ<sup>১৪</sup> ইঙ্গিতে কহিবা ॥  
পূন্যফলে পাইল আমি তোমা<sup>১৫</sup> দরশন ।  
ভিন্ন ন ভাবিয় আমি<sup>১৬</sup> তোমা<sup>১৭</sup> পরিজন ॥  
নূপে বোলে মন্তু<sup>১৮</sup> দেহে তুমি দিলা প্রান ।  
তোমার প্রশাদে হৈল সংবন্ধে কল্যান<sup>১৯</sup> ॥  
তুমি কল্যা হেন ঘোর সংকট উদ্ধার ।  
এই জন্মে তোমার যুধিতে<sup>২০</sup> নারি ধার ॥  
তোমার কার্জে<sup>২১</sup> জদি লাগে মোর<sup>২২</sup> প্রান ।  
তথাপিহ সম<sup>২৩</sup> নহে কি বুলিমু আন ॥  
তুমি মোর ভণী নরপতি মোর পিতা ।  
মোর দোশ খেমিতে কহিঅ ষুচারিতা ॥  
আপনার প্রতিফল<sup>২৪</sup> পাইল<sup>২৫</sup> আপনে ।  
বুলিয় নূপতি মোরে তুষ্ট হোক মনে ॥  
তাহান শাক্ষাতে লাঞ্জে ন নিশ্বরে বানি<sup>২৬</sup> ।  
আমারে খেমিতে ভাগি কহিবা<sup>২৭</sup> আপনি ॥

১ কায়া ২ মাজে ৩ দাস ৪ ছার ৫ সৌক ৬ লাভ হএ ৭ দুই জন  
বাস ৮ ভৈক্ষ্য দৈব নানা রাজর্নাত উপহার ৯ নানা বর্ণ যুবর্ণ  
বিচিত্র পাটশ্বর ১০ ভিতর ১১ এক সত সখী দিল পরম সোল্লারি  
১২ কৈন্যা ১৩ স্তূতি ভক্তি ১৪ করে ১৫ তোমার ১৬ মনে  
১৭ আমি ১৮ মন্তু ১৯ সম্বন্ধে কৈল্যান ২০ যুধিতে ২১ কার্জে  
২২ নিজ ২৩ সোজো ২৪ পতিফল ২৫ পাইলুম ২৬ তাহান  
শাক্ষাতে না নিশ্বরে মোর বানি ২৭ কহিঅ

কায়া প্রাণ মধ্যে বিধি করায় বিচ্ছেদ ।  
না হৈলে না হৈত দাস ঈশ্বরের ভেদ ॥  
সেই সে মারিয়া ছার করিয়া মিটায় ।  
সেই সে জিয়ায় পূর্নি আনিয়া ভেটায় ॥  
মনের বাস্বব মিত্র প্রভু দেউক আনি ।  
সম্পদে বিপদে কিবা লাভ কিবা হানি ॥ (জা.২৩)

ছয়জন বাসা দিল বিচিত্র মন্দিরে ।  
ভক্ষ্যদ্রব্য নানা রাজর্নাত উপহারে ॥  
নানা বর্ণ সুসৌরভ বিচিত্র অক্ষর ।  
পরিপূর্ণ থাইল আনি মন্দির ভিতর ॥  
একশত সখি তথা রাখিল সুন্দরী ।  
নূপকন্যা আগে কহে ভক্তি স্তূতি করি ॥  
আপনার গৃহ হেন মনেত ভাবিয়া ।  
যেই মনে শ্রমা হয় ইঙ্গিতে কহিবা ॥  
পূন্যফলে পাইল আমি তোমা দরশন ।  
ভিন্ন না ভাবিয় আমি তোমা পরিজন ॥  
নূপে বোলে মন্তুদেহে তুমি দিলা প্রাণ ।  
তোমার প্রসাদে হৈল সর্বত্র কল্যাণ ॥  
তুমি কৈলা হেন ঘোর সংকট উদ্ধার ।  
এই জন্মে তোমার শূধিতে নারি ধার ॥  
তোমার কার্জে বদি লাগে মোর প্রাণ ।  
তথাপিহ সম নহে কি বুলিমু আন ॥  
তুমি মোর ভণী নরপতি মোর পিতা ।  
মোর দোষ খেমিতে কহিয় সুচারিতা ॥  
আপনার প্রতিফল পাইল আপনে ।  
বুলিয় নূপতি মোরে তুষ্ট হোক মনে ॥  
তাহান শাক্ষাতে লাঞ্জে ন নিঃসরে বাণী ।  
আমারে খেমিতে ভণী কহিবা আপনি ॥

মন্তব্য : শ্রোয়াবিশেষ শবকের অনুবাদটি মূলের  
তুলনায় সংক্ষিপ্ত । মূলের ঈশ্বর-মহিমা-স্তূতি অনুবাদে  
যথাযথ । দোহা অংশটুকুও অনূদিত । কিন্তু মূলে শবকের  
মধ্যাংশে পদ্মাবতী ও রত্নসেনের পারস্পরিক চরণ ধারণ ও  
ক্রন্দন অনুবাদে অনুপস্থিত । অনুবাদে আগের শবকে  
অবশ্য পদ্মাবতী কন্তুক রত্নসেনের পদধারণ প্রসঙ্গ আছে ।  
রত্নসেন কন্তুক পদ্মাবতীর পদধারণ অনুবাদে নেই । মূলে  
রত্নসেন প্রেমিক, অনুবাদে 'পতি পরম গুরু' ।

প্রান দান দিলা<sup>১</sup> পুরাইলা মনস্কা<sup>২</sup> ।  
 দেশেত জাইতে মনে রব হাবিলাশ<sup>৩</sup> ॥  
 আপনে কহিবা ভাশি পিতার শাক্ষাতে<sup>৪</sup> ।  
 দেশে জাইতে উপাএ করোক নরনাতে<sup>৫</sup> ॥  
 ইশ্বিত হাশিআ কন্যা<sup>৬</sup> দিল পদন্তর ।  
 দেশে জাইতে<sup>৭</sup> কেনে চিন্তা<sup>৮</sup> কর নৃপবর ॥  
 শমুদ্রের ক্রেশে হৈছে নিরবলি শরীর<sup>৯</sup> ।  
 দিন কথ শাস্ত<sup>১০</sup> এথা হও মোহাবির ॥  
 একদিনে তুলি দিব জথা জগন্নাথ ।  
 দিন কথ রণে<sup>১১</sup> থাকি পদ্মাবতি স্তাতি ॥  
 এ বুলিয়া কন্যা গেলা শমুদ্রের পুরে<sup>১২</sup> ।  
 কহিল সকল কথা পিতার গোচরে ॥  
 মোহাসুখে তথা আছে চিতাউর পতি ।  
 সর্ব দৃশ্য<sup>১৩</sup> পাসরিলা পাই পদ্মাবতি ॥  
 প্রভাতে উদ্যানে<sup>১৪</sup> আইসে সমুদ্রের বালা ।  
 পদ্মাবতি সগে রণে খেলে নানা খেলা ॥  
 দুই জন মধ্যে জুদি<sup>১৫</sup> বাবিল পিরিত ।  
 এক নাম দুই সখী<sup>১৬</sup> হৈল এক চিত ॥  
 সমুদ্র নৃপতি অতি গোরব করিয়া ।  
 নিত্য ২ জাএ রত্নসেন সন্বাসীয়া ।  
 মনুসা সবিরে<sup>১৭</sup> জাইতে নারে সিন্দু জলে ।  
 সিন্দু নাথে<sup>১৮</sup> আসীয়া বোলাএ কতহলে ॥  
 এই মতে এক মাস তথা<sup>১৯</sup> আছিল ।  
 আর দিন রত্নসেন বিদায় মাগিলা ॥  
 এক নৌকা<sup>২০</sup> ভারি হেম রত্ন বহুতর ।  
 নানা রত্ন<sup>২১</sup> বিচিত্র বসন মনুহর ॥  
 আর পঞ্চনখ<sup>২২</sup> দিল শ্বিপ যুতি তুল ।  
 এক ২ রত্ন এক ২ রাযা<sup>২৩</sup> মূল ॥

প্রাণদান দিয়া পুরাইল মন আশ ।  
 দেশেত যাইতে মনে বড় অভিলাষ ॥  
 আপনে কহিবা ভাশী পিতার শাক্ষাতে ।  
 দেশে যাইতে উপায় করুক সিংধনাথে ॥  
 দ্বিধং হাসিয়া কন্যা দিল পদন্তর ।  
 দেশে যাইতে চিন্তা কেন কর নৃপবর ॥  
 সমুদ্রের ক্রেশে হৈছে নিবলী শরীর ।  
 দিন কত শাস্ত এথা হও মহাবীর ॥  
 একদিনে তুলি দিব যথা জগন্নাথ ।  
 দিন কত রণে থাকি পদ্মাবতী সাথ ॥  
 এ বুলিয়া কন্যা গেলা সমুদ্রের পুরে ।  
 কহিল সকল কথা পিতার গোচরে ॥  
 মহাসুখে তথা আছে চিতাওর পতি ।  
 সর্ব দৃশ্য পাসরিলা পাই পদ্মাবতী ॥  
 প্রভাতে উদ্যানে আইসে সমুদ্রের বালা ।  
 পদ্মাবতী সগে রণে খেলে নানা খেলা ॥  
 দুইজন মধ্যে অতি বাড়িল পিরীত ।  
 এক নামে দুই সখী হৈল এক চিত ॥  
 সমুদ্র নৃপতি অতি গোরব করিয়া ।  
 নিত্য নিত্য যায় রত্নসেন সম্ভাষিয়া ॥  
 মনুষ্য শরীরে যাইতে নারে সিংধ জলে ।  
 সিংধনাথে আসিয়া বোলায় কতহলে ॥  
 এই মতে একমাস তথা আছিল ।  
 আর দিন রত্নসেন বিদায় মাগিলা ॥  
 এক নৌকা ভারি হেম রত্ন বহুতর ।  
 নানা বর্ণ বিচিত্র বসন মনোহর ॥  
 আর পঞ্চরত্ন দিল দীপজ্যোতি তুল ।  
 এক এক রত্ন এক এক রাজ্য মূল ॥ (জা. ২৫)

১ দিলা ২ মন আস ৩ হাবিলাস ৪ শাক্ষাত ৫ করক সীন্দুনাত  
 ৬ কৈন্যা ৭ চিন্তা ৮ কেন ৯ সমুদ্রের ক্রেশে হৈছে নিবলী শরীর  
 ১০ শাস্ত ১১ সগে ১২ এ বুলিয়া চাঁল গেল কৈন্যা নিজ পুরে  
 ১৩ সব দৃশ্য ১৪ উদ্যানে ১৫ মৈখে অতি ১৬ সই ১৭ মনিস্ব  
 ১৮ সীন্দুনাত ১৯ তথাতে ২০ নাএ ২১ নানা ২২ পঞ্চ নগ  
 ২৩ বাহু

মন্তব্য : চতুর্বিংশ শতকের পরিবর্তে সন্দীর্ঘ ঐন্দুবাদ  
 শতকটিতে সমুদ্রকন্যার আতিথ্য বর্ণনা এবং রত্নসেনের  
 কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের যে বর্ণনা আছে মূলে তা নেই। মূলে  
 চতুর্বিংশ শতকে নির্মাঙ্কিত সঙ্গী-সাথীদের ফিরিয়ে দেবার  
 জন্য লক্ষ্মীর কাছে পদ্মাবতীর অনুরোধ এবং লক্ষ্মীর  
 অনুরোধে সমুদ্রের প্রত্যর্পণ অলৌকিকতার জন্যই আলাওল  
 বাদ দিয়েছেন। পঞ্চবিংশ শতকের অনুরোধে রত্নসেনকে  
 সমুদ্রের রত্নপানের ঘটনাটি বাদিও মূল্যানুগ, কিন্তু মূলের রত্ন-  
 বর্ণনা ও ঐশ্বৰ্যের নৈতিক মূল্যায়নের অনুরোধে নেই।

জন দশ সমুদ্র মনিষ দিল শাতে ।  
শিগ্র করি তুলি নিয়া দিল জগন্নাথে<sup>১</sup> ॥  
শমুদ্র রাজারে নৃপ করিয়া ভগতি ।  
হরিশিতে নৌকাতে চলিল<sup>২</sup> নরপতি ॥  
গলাগালি দুই শই কাপিয়া<sup>৩</sup> বিস্তর ।  
পশ্চাবতি উটিলেক নৌকার<sup>৪</sup> উপর ॥  
সমস্ত রজনী নৌকা বাহি কর্তৃহলে ।  
ছএ জন তুলি দিল জগন্নাথ<sup>৫</sup> করলে ॥

এক গ্রিহ পানাই রহিল নরনাথ<sup>৬</sup> ।  
রত্ন ভাণ্ডাইয়া<sup>৭</sup> বহুতংকা কল্যা<sup>৮</sup> হাত ॥  
হয়ে হাশি<sup>৯</sup> কিনিল যুরিল বহু শন্য<sup>১০</sup> ।  
দেখিয়া শকল<sup>১১</sup> লোকে বোলে ধন্য ২ ॥<sup>১২</sup>  
রত্নসেন আইল<sup>১৩</sup> য়নিয়া সর্বাঙ্গন ।  
আসিয়া মিলিল চতুর্দিক<sup>১৪</sup> নৃপগণ ॥  
বহুল মাতঙ্গ বাজি সন্য<sup>১৫</sup> বহুতর ।  
চিতাউরে হারসে আইল<sup>১৬</sup> নৃপবর ॥  
পাস্ত ২ নৃপগণ মিলিল আসিয়া<sup>১৭</sup> ।  
হস্তি ঘোরা হেম রত্ন নানা জাতি লইয়া<sup>১৮</sup> ॥

সীগ্রগতি তুলিআ দিবালে জগন্নাথে ২ চলিলা ৩ কান্দিল ৪ ডিম্বাব  
৫ জগন্নাথে ৬ নবনাত ৭ বিকাইসা ৮ কৈল ৯ হএ হস্তি ১০ সৈন্য  
১১ সকল ১২ ধৈন্য ১৩ আসীল ১৪ আসীয়া মীলিল চতুর্দিক  
১৫ সৈন্য ১৬ চলিল ১৭ মীলিল আসীয়া ১৮ নানা ডালি নিয়া

জন দশ সমুদ্র-মনিষ্য দিল সাথে ।  
শীগ্র করি তুলিয়া দিবারে জগন্নাথে ॥  
সমুদ্ররাজারে নৃপ করিয়া ভকতি ।  
হরসিতে নৌকাতে চলিলা নরপতি ॥  
গলাগালি দুই সই কাপিলা বিস্তর ।  
পশ্চাবতী উটিলেক নৌকাব উপর ॥  
সমস্ত রজনী নৌকা বাহি কর্তৃহলে ।  
ছয়জনে তুলি দিল জগন্নাথ করলে ॥ (জা. ২৬)

এক গৃহ পাই রহিল নরনাথ ।  
রত্ন বিকাইয়া বহু তংকা কৈল হাত ॥  
হয় হস্তী কিনিয়া জুড়িল বহু সৈন্য ।  
দেখিয়া সকল লোকে বোলে ধন্য ধন্য ॥  
রত্নসেন আইল শূনিয়া সর্বাঙ্গন ।  
আসিয়া মিলিল চতুর্দিকে নৃপগণ ॥  
বহুল মাতঙ্গ বাজী সৈন্য বহুতর ।  
চিতাওরে হবিষে আইল নৃপবর ॥  
পশ্বে পশ্বে নৃপগণ মিলিল আসিয়া ।  
হস্তী ঘোড়া হেম বস্ত্র নানা ডালি নিয়া (জা. ২৮)

শব্দার্থ টীকা : জগন্নাথে—ত্রীক্ষেত্রে । মনের সপ্তবিংশ শতকে  
জগন্নাথদেবের ভোগ্যমন্ত্রের কথ্য আছে ;  
অনুবাদে প্রসঙ্গটি অনূপস্থিত ।  
বহুল মাতঙ্গ বাজী—অনেক হাতী ঘোড়া  
পদাতি—পদাতিক  
রাজরীতি সাজ বাজ—রাজকীয় সজ্জা ও বাঘ

মন্তব্য : ষষ্ঠবিংশ শতকটি অনুবাদে সংক্ষিপ্ত এবং পরিবর্তিত । সমুদ্রকন্যার সঙ্গে পশ্চাবতীর বিদায় আলিঙ্গন এবং  
পথনির্দেশকরূপে জলচর মনুষ্যদের সহগমন ঘটনা দুটি ছাড়া আর কিছুই মূলানুগ নয় । পৃথক ভাবে সমুদ্র কর্তৃক  
পশ্চাবতীকে রত্নদান মূলে আছে, অনুবাদে নেই । পঞ্চবস্ত্রও মূলেই আছে । আলাওলের কাব্যে পঞ্চরত্নের উল্লেখমাত্র আছে,  
কিন্তু জায়গীতে বর্তমান খণ্ডের ছাংশ শতকে আছে পঞ্চবস্ত্রের কথা, যথা—অমৃত, হংস, ব্যাগ্রশাবক, পক্ষীবিশেষ এবং  
স্পর্শমণি । সপ্তবিংশ শতকটি অনুবাদে সম্পূর্ণ বিজ্ঞিত । অষ্টবিংশ শতকেরও অনেকটাই বাদ পড়েছে । বিজ্ঞিত অংশ দুটিতে  
রত্নসেনের এবং পশ্চাবতীর মূখে ধনতত্ত্ব ও সপ্তরত্ন সম্পর্কে যে সাংসারিক সুবচনগুলি আছে, আলাওল তা সম্পূর্ণ বর্জন করে  
রত্নবিজ্ঞীত ধনের সাহায্যে তাঁদের চিত্তের প্রত্যাবর্তনের মূল ঘটনাধারাকেই সংক্ষেপে অনুসরণ করেছেন ।

## চিতোর আগমন খণ্ড

চিতাউর নিকটে হইল আসি জবে ।  
 আগদুবারি নিতে আইল পাঠ মিত্র সবে ॥  
 ঘোটক সহস্র সংখ্যা<sup>১</sup> শত সংখ্যা<sup>২</sup> হাতি ।  
 লক্ষে ২ সংখ্যা<sup>৩</sup> আসি মিলিল পদার্থিত<sup>৪</sup> ॥  
 জথেক নৃপতি গন আসিয়া মিলিল ।  
 সতে ২ গংগা জেন সমুদ্রে মিশাইল<sup>৫</sup> ॥  
 রাজনিতি<sup>৬</sup> সাজ বাজ সব ছিল<sup>৭</sup> দেশে ।  
 আসিয়া মিলিল সব<sup>৮</sup> নৃপতির পাশে ॥  
 দেখিয়া অপর সন্যাস<sup>৯</sup> বহুল উল্লাস ।  
 পুনরপি দৃষ্টি দিয়া<sup>১০</sup> লাগিল আকাশ ॥  
 এই মন দশা<sup>১১</sup> বক্র নহে স্বধর্মতি ।  
 দেখিলে সম্পদ বৃথ পাশবে বিপত্তি ॥  
 শত অশ্ব দক্ষ জাঁদ পাএ অতিশয় ।  
 পাইলে টুকেক বৃথ সব পাশরএ<sup>১২</sup> ॥  
 এই লাগি দৃষ্টি ফিরি আইসে বারেবার ।  
 বিনি দৃষ্টি ন<sup>১৩</sup> চিনে ইশ্বর আপনার ॥  
 মোহানন্দে চিতাউবে আইল নৃপবর ।  
 ঘরে ২ মোহশব<sup>১৪</sup> কল্যা<sup>১৫</sup> বহুতর ।

চিতাওব নিকটে হৈল আসি যবে ।  
 আগদুবাড়ি নিতে আইল পাঠমিত্র সবে ॥  
 ঘোটক সহস্র সংখ্যা শত সংখ্যা হাতি ।  
 লাখ লাখ সৈন্য আসি মিলিল পদার্থিত ॥  
 যতেক নৃপতিগণ আসিয়া মিলিল ।  
 শতে শতে গংগা যেন সমুদ্রে মিশাইল ॥  
 রাজরীতি সাজ বাজ সব ছিল দেশে ।  
 আসিয়া মিলিল সব নৃপতির পাশে ॥  
 দেখিয়া অপর সৈন্য বহুল উল্লাস ।  
 পুনরপি দৃষ্টি গিয়া লাগিল আকাশ ॥  
 এই মন দশা বক্র নহে স্বধর্মতি ।  
 দেখিলে সম্পদ বৃথ পাশবে বিপত্তি ॥  
 শত অশ্ব দক্ষ জাঁদ পাএ অতিশয় ।  
 পাইলে টুকেক বৃথ সব পাশরয় ॥  
 এই লাগি দৃষ্টি ফিরি আইসে বারেবার ।  
 বিনি দৃষ্টি না চিনে ইশ্বর আপনার ॥  
 মহানন্দে চিতাওব আইল নৃপবর ।  
 ঘরে ঘরে মহোৎসব কৈল বহুতর ॥ (জা. ১)

১ সংখ্যা ২ সংখ্যা ৩ লাখ ২ সৈন্য ৪ পদার্থিত ৫ মীসীল ৬ রাজনিতি  
 ৭ মীলে ৮ ঘনি ৯ সৈন্য ১০ পুনরপি দৃষ্টি গীয়া ১১ সন্যাস  
 ১২ বিশ্বরএ ১৩ না ১৪ মউশব ১৫ কৈল

শব্দার্থ টীকা : আগদুবাড়ি—আগ বাড়িতে  
 বাজ—বাদ  
 টুকেক—একটুক,

মন্তব্য : প্রথম স্তবকের অনুবাদ যতদূর সম্ভব মূলানুগ। মূলে রত্নসেনের চিতোর প্রত্যাবর্তনের রাজকীয় উৎসব ও ক্রেশ্বর্গ বর্ণনার পাশাপাশি আছে পশ্চিমবর্তীর গগন-প্রসারী দৃষ্টি-বৈরাগ্য। অনুবাদেও মূলানুযায়ী প্রথমে আছে উৎসব শোভা-যাত্রার বর্ণনা, পরে সূত্রদৃষ্টির আবর্তন বর্ণনা উপলক্ষে দৃষ্টির তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা। তবে মূলের দোহা অংশের তাত্ত্বিকতা অনুবাদে অনুপস্থিত।

রত্ন চতুর্দোলে চাঁড়<sup>১</sup> রানি পম্বাবতি ।  
 সতে ২ সখী পদ্বিন আইল<sup>২</sup> সংগতি ॥  
 অতি মোহাসন্দ করি যুভক্ষন<sup>৩</sup> জ্ঞানি ।  
 নৃপ সগ্গে পাটেত উটীল গিয়া রানি ॥  
 পম্বাবতি সগ্গে নৃপ হরসীত মনে ।  
 নমস্কার কল্যা আসি<sup>৪</sup> মাটির চরণে ॥  
 কাম্বি ২ ছিল চক্ষু<sup>৫</sup> যুর্ভিহিন ।  
 রত্ন মদুখ দরসনে<sup>৬</sup> হইল নবিন ॥  
 ধরিয়া পদ্বনের গলে বিস্তর কাম্বিল ।  
 দেখিয়া বধুর মদুখ আনন্দ জাম্বিল ॥  
 থালভরি হেমরত্ন নিছি দোহানেরে ।  
 পরিপূর্ণ দান কল্যা ভিক্ষুক সবেরে ॥  
 ইষ্ট মিত্র শকলে আসিয়া বলাইলা<sup>৭</sup> ।  
 দহকে নিছিয়া বহু<sup>৮</sup> বিধি দান কল্যা<sup>৯</sup> ॥  
 পম্বাবতি দেখিয়া সবে বহুল বাথানে<sup>১০</sup> ।  
 এ মত শোন্দর<sup>১১</sup> বিধি শ্রীজিল ভোবনে<sup>১২</sup> ॥  
 যুর্গে<sup>১৩</sup> এমত রূপ আছে কিবা নাই ।  
 রূপের একান্ত তারে শ্রীজিল গোসাম্বি<sup>১৪</sup> ॥  
 নৃপতির পুরে হইল আনন্দ<sup>১৫</sup> বহুল ।  
 নিত্য গিদ নানা বাদ্য দেসে হুল্লু<sup>১৬</sup>তুল ॥

রত্ন চতুর্দোলে চাঁড় রাণী পম্বাবতী ।  
 শতে শতে সখি পদ্বিন আসিল সংগতি ।  
 অতি মোহাশন্দ করি শুবক্ষণ জ্ঞানি ।  
 নৃপসগ্গে পাটেত উটীল গিয়া রানী ॥  
 পম্বাবতী সগ্গে নৃপ হরষিত মনে ।  
 নমস্কার কৈল আসি মাতুর চরণে ॥  
 কাম্বিতে কাম্বিতে হৈল চক্ষু জ্যোতিহীন ।  
 রত্নমদুখ দরশনে হইল নবীন ॥  
 ধরিয়া পদ্বনের গলে বিস্তর কাম্বিল ।  
 দেখিয়া বধুর মদুখ আনন্দ জাম্বিল ॥  
 থাল ভরি হেম রত্ন নিছে দোহানেরে ।  
 পরিপূর্ণ দান কৈল ভিক্ষুক সবেরে ॥  
 ইষ্ট মিত্র সকলে আসিয়া বোলাইলা ।  
 দোহাকে নিছিয়া বহুবধি দান কৈলা ॥  
 পম্বাবতী দেখি সবে বহুল বাথানে ।  
 এমত সুন্দর বিধি সৃজিল ভুবনে ॥  
 স্বর্গে<sup>১৩</sup> এমত রূপ আছে কিবা নাই ।  
 রূপের একান্ত তারে সৃজিল গোসাই ॥ (জা. ৫)  
 নৃপতির পুরে হৈল উৎসব বহুল ।  
 নৃত্য গীত নানাবাদ্য দেশে হুল্লু<sup>১৬</sup>তুল ॥

১ চরি ২ আসীল ৩ যুভক্ষন ৪ কৈল আসী ৫ কাম্বিতে ৬ ছিল  
 চোক্ষ ৭ রত্নসেন মদুখ দ্রাস ৮ বোলাইল ৯ দোহাকে নিচিয়া নানা  
 ১০ কৈল ১১ পম্বাবতি দেখি সবে দেখিয়া ২ বোলে ১১ সর্ব ১২  
 দিল নবকলে ১৩ স্বর্গে ১৪ গোসাই ১৫ উৎসব

শব্দার্থ টীকা : দোহানেবে—দৃষ্টির জন্যে  
 সঙ্গতি—সঙ্গে  
 নিছিয়া—অর্থাৎ দিখে  
 বাথানে—ব্যথ্যা বা প্রশংসা করে  
 গোসাই—ঈশ্বর

মন্তব্য : মূলের স্বিতীয় ও তৃতীয় শব্দের নিসর্গ-জড়িত নাগর্মাতি-উল্লাস প্রসঙ্গটি অনুবাদে বির্জিত । মূলের স্বিতীয়, তৃতীয়  
 ও চতুর্থ শব্দক তিনটি জুড়ে স্বামীর আগমন সম্ভাবনার যে পূর্বসংকেত নাগর্মাতি অনুভব করেছেন এবং সখীদের কাছে তা  
 নিয়ে উল্লাস করেছেন তার বিস্তৃত বিবরণের মধ্যে না গিয়েও তার মূল সূত্রটি আলাওল ধরে দিয়েছেন বৈষ্ণব পদাবলীর  
 ভাবোচ্চাস পদের অনুসরণে একটি পদ রচনা করে । পদটি কিছুর পরেই সংযোজিত । চতুর্থ শব্দের দোহা অংশের  
 উপমাটি প্রথম শব্দের অনুবাদের মধ্যে অনূপ্রবিষ্ট । অবশিষ্ট অংশ অদৃশ্য । পঞ্চম শব্দের অনুবাদে রত্নসেনের নববধুসহ  
 মাতৃসম্ভাষণ চিত্রটি মূলের তুলনায় সম্প্রসারিত, যদিও মূলের রামায়ণের অনুসঙ্গটি অনুবাদে বির্জিত । মূলের দোহা অংশে  
 বির্ণিত পম্বাবতীর রূপখ্যাতির জনরব উপমাবির্জিত হয়ে অনুবাদে প্রবিষ্ট ।



জথেক ভিক্ষুক<sup>১</sup> ছিল তিলে হইল ধনি ।  
 পলাইল<sup>২</sup> দরিদ্র নৃপতি আইল যুনি ॥  
 লক্ষ রূপ<sup>৩</sup> পদ্মাবতী প্রবেশিল দেশ<sup>৪</sup> ।  
 অলক্ষ ধাইল লৈয়া<sup>৫</sup> জথ দঃখ ক্রেস ॥  
 বিচিত্র মন্দির আছে পুষ্পের উদ্যানে<sup>৬</sup> ।  
 পদ্মাবতী লৈয়া<sup>৭</sup> নৃপ গেল সেইস্থানে<sup>৮</sup> ॥  
 সমস্ত বিবস দুই<sup>৯</sup> এক শগে<sup>১০</sup> ছিলা ।  
 সন্ধ্যাকালে<sup>১১</sup> নৃপ নাগমতি গৃহে গেলা ॥  
 দেখী নাগমতি না করিল সমাদিষ্ট<sup>১২</sup> ।  
 ফিরিয়া বাসিল নৃপ দিগে দিয়া পৃষ্ঠী<sup>১৩</sup> ॥  
 পুয় বাক্য কল্যা নৃপ কবি পরার্থন<sup>১৪</sup> ॥  
 নিশ্বাস<sup>১৫</sup> ছারিয়া রামা বলিলা তখন<sup>১৬</sup> ॥  
 গিভবনে হেন কভু নাহি দেখী যুনি<sup>১৭</sup> ॥  
 পতি মন আনন্দিত দঃখীত রমনি ॥\*  
 সীষু হোশেত সেবা কল্যা<sup>১৮</sup> হৈয়া এক মন ।  
 তিলে পাসারিলা যুনি আনের কথন ॥  
 সেই মদুর্গাধিনী<sup>১৯</sup> রামা বরিল তোমারে ।  
 যুনিলে আনের বাক্ত<sup>২০</sup> পাসারিব তাবে ॥  
 অবোধ<sup>২১</sup> করএ অলি<sup>২২</sup> পদুরন বিশ্বাস<sup>২৩</sup> ॥  
 নানা ফুলে<sup>২৪</sup> মধু পিয়ে ন<sup>২৫</sup> পদুরএ আস ॥  
 আনের কারণে তুমি হইয়া<sup>২৬</sup> গেলা যুগী ।  
 কুরিয়া ২ আমি মারি তোমা লাগী ॥  
 এথেক সে<sup>২৭</sup> আপনারে বুলিএ আঙ্গান ।  
 জ্ঞানে<sup>২৮</sup> কি করিব হৈলে উচাটন প্রান ॥  
 অঙ্গান নররে ন<sup>২৯</sup> রাখিত কদাচিত ॥  
 জদি ন<sup>৩০</sup> হইত পাপ আশ্রয়ত ভিত ॥  
 পরম আনন্দ তুমি ছিলা খেল হাসি ।  
 কাম্দিয়া ২ আমি গোমাইয়া নিসি ॥<sup>৩০</sup>

১ ভিকারি ২ পোলাইন ৩ রূপে ৪ দেশে ৫ লই ৬ উদ্ভান ৭ লই  
 ৮ স্থান ৯ দোহ ১০ স্থানে ১১ সন্ধ্যাকালে ১২ পৃষ্ঠী ১৩ প্রিঅ  
 বাক্ষ নৃপে বহু কৈল পরার্থন ১৪ নিশ্বাস ১৫ বচন ১৬ গিভবনে  
 হেন নাই দেখী হেন যুনি \* 'বা' পুথিতে অতিবিক্ত পংক্তি—

এথেক যুগলা জদি নাগমতি বানি ।

কপট প্রকারে কহে প্ৰিয়ামী সঙ্গে ধানি ॥

১৭ কৈলুম ১৮ মর্গাধিনী ১৯ কথা ২০ অবোধে ২১ আনি ২২  
 বিশ্বাস ২৩ পদুক্ষে ২৪ না ২৫ হই ২৬ এথেকহ ২৭ জ্ঞানি ২৮  
 অজ্ঞানে প্রানের না ২৯ না ৩০ কাম্দি ২ আমি গোমাইলাম অহিনসী

যতক ভিক্ষুক ছিল তিলে হৈল ধনী ।  
 পলাইল দারিদ্র্য নৃপতি আইল শূনি ॥  
 লক্ষ্মীরূপে পদ্মাবতী প্রবেশিল দেশ ।  
 অলক্ষ্যী ধাইল লৈয়া যত দঃখ ক্রেশ ॥  
 বিচিত্র মন্দির আছে পুষ্পের উদ্যানে ।  
 পদ্মাবতী লৈয়া নৃপ গেল সেই স্থানে ॥ (জা. ৬)  
 সমস্ত দিবস দৌহে এক সগে ছিলা ।  
 সন্ধ্যাকালে নৃপ নাগমতি গৃহে গেলা ॥  
 দেখি নাগমতি না করিল সমাদৃষ্টি ।  
 ফিরিয়া বাসিল নৃপ দিগে দিয়া পৃষ্ঠি ॥  
 প্রিয় বাক্যে কৈল নৃপ বহু পরার্থন ।  
 নিশ্বাস ছাড়িয়া রামা বলিল বচন ॥  
 গিভবনে হেন নাহি দেখি নাহি শূনি ।  
 পতি মন আনন্দিত দঃখিত রমণী ॥  
 শিশু হোশেত সেবা কৈল হই এক মন ।  
 তিলে পাসারিলা শূনি আনের কথন ॥  
 সেই মদুর্গাধিনী রামা বরিল তোমারে ।  
 শূনিলে আনের কথা পাসারিব তারে ॥  
 অবোধে করয় অলি পদুব বিশ্বাস ।  
 নানা ফুলে মধু পিয়ে না পদুর আস ॥  
 আনের কারণে তুমি হইয়া গেলা বোগী ।  
 কুরিয়া কুবিয়া আমি মারি তোমা লাগি ॥  
 এতক সে আপনারে বুলিএ অজ্ঞান ।  
 জ্ঞানে কি করিব হৈলে উচাটন প্রাণ ॥  
 অজ্ঞান প্রাণীরে না রাখিত কদাচিত ।  
 যদি না হইত পাপ আশ্রয়ত ভিত ॥  
 পরম আনন্দে তুমি ছিলা খেল হাসি ।  
 কাম্দি কাম্দি আমি গোমাইলু অহিনসী ॥

মন্তব্য : ষষ্ঠ শতকের অনুবাদ মূলের অতি সামান্য  
 অংশকেই অনুসরণ করেছে। উৎসব সংগীত এবং দান বর্ণনা  
 ছাড়া আর কিছুই মূলানুসারী নয়। মূলে যেখানে আছে  
 রাজ্য রাজসভায় আগমন ও তাঁর অভ্যর্থনা-চিত্র, অনুবাদে  
 সেখানে পদ্মাবতীর সঙ্গে উদ্যান মন্দিরে রাজার নিজস্ব  
 দিবস-যাপনের কথা বর্ণিত হয়েছে। রত্নসেনের রাজসভার  
 রাজকীয় আড়ম্বর চিত্রটি অনুবাদে অশ্রুত। মূলের  
 দোহা অংশটিও অনুবাদে বাদ পড়েছে।

তোমার বদনে জিব<sup>১</sup> চমকে সঘন ।  
মোর মূখে<sup>২</sup> হএ অবিরত বরিসন ॥  
প্রলাপ করিতে<sup>৩</sup> কেনে আইলা মোর এথা<sup>৪</sup> ।  
যদ্য অব লৈয়া প্রাণ থুইয়া তথা<sup>৫</sup> ॥  
কি ফল বাবাইয়া<sup>৬</sup> প্রেম কপটের সনে ।  
দূরে থাকি নমস্কার<sup>৭</sup> তোমার চরনে ॥

নূপে বোলে প্রাণপ্রিয়া যদু নিবেদন ।  
পদরুস ভমব<sup>৮</sup> তুল্য শ্বরূপ বচন ॥  
নানা ফুলে মধু পিএ ভমর<sup>৯</sup> চরিত ।  
মালতির স্নেহ<sup>১০</sup> ন ছারএ কদাচিত ॥  
শ্রবনে যদুনিলে অতি রূপের কথন ।  
কেমন পদরুসে পারে ধবাইতে মন<sup>১১</sup> ॥  
দিন দস<sup>১২</sup> বিচ্ছেদে<sup>১৩</sup> বিসের<sup>১৪</sup> কর বোস ।  
বিচুটী মিলিলে বব অধিক সন্তোষ<sup>১৫</sup> ॥  
জ্যোতিচত যদু হএ সতত মিলন ।  
বিছরি মিলিলে জেন খধার ভোজন ॥  
তোমা ছারি দূবে গেলে জদি হএ দোশ<sup>১৬</sup> ।  
নিকটে আইলে<sup>১৭</sup> কেনে হও অসন্তোষ ॥  
দূর হসে<sup>১৮</sup> পতি জদি আইসে বিদ্যমান<sup>১৯</sup> ।  
হাসিয়া বোলাএ<sup>২০</sup> রামা হৃদয় পামান ॥  
ঙ্দিবা<sup>২১</sup> করিলু দোস ক্ষেমহ এখনে<sup>২২</sup> ।  
এ বলিয়া<sup>২৩</sup> করে ধরি চন্দ্রাবলা বয়ানে<sup>২৪</sup> ॥  
সজল নয়ানে রামা ধরিল চরণ ।  
কণ্ঠে লাগাইয়া নূপে দিলা আলিঙ্গন ॥  
পতির পরসে<sup>২৫</sup> সতি অতি আনন্দিত ।  
রসভবে পতি<sup>২৬</sup> অঙ্গ হৈল পদূলিকত ॥

১ বিজ ২ চোক্ষে ৩ করিয়া ৪ এখানে আসীলা ৫ সৈন্য অব ২  
লৈয়া প্রাণ বধা থুইয়া ৬ বাই ৭ নমস্কার ৮ ভোমর ৯ ভোমর  
১০ গধ ১১ কেমনে পদরুসে ধবাইতে পারে মন ১২ কথ ১৩ বিচ্ছেদে  
১৪ কি লাগি ১৫ বিস্বরী মীলিলে জেন খাঁদাব ভোজন ১৬ দোস  
১৭ আসীলে ১৮ বিশ্বমন ১৯ হাসিয়া বোলাএ ২০ সে ২১ এখন  
২২ বলিয়া ২৩ চন্দ্রাবলা বয়ান ২৪ পতি পরসনে ২৫ প্রতি

অনুযোগ-বচন যা কদাচিত অনুবাদে অনুসৃত, অনুবাদে আছে নাগমতির পদাবলী সুলভ খণ্ডিতা বিলাপ । দোহাটি বর্তমান ।

অষ্টম শতকের অনুবাদ করতে গিয়ে আলাওল মূলের বাক্যবৈদ্য ও নৈসর্গিক উপমা ত্যাগ করে রাজার মূখে পদরুসের  
ভ্রমরবৃষ্টির যে আত্মগত সমর্থনমূলক যুক্তি প্রয়োগ করেছেন তা মধ্যযুগের পদরুসপ্রধান সমাজের দৃষ্টান্ত । মিলনচিহ্নটিও  
মূলানুগ নয় । জায়সীরা নাগমতি প্রেসসী, আলাওলের নাগমতি পতি-অনুগতা দাসী । দোহা অংশটি অনুপস্থিত ।

তোমার বদনে বিজ চমকে সঘন ।  
মোর মূখে হয় অবিরত বরিসণ ॥  
প্রলাপ করিতে কেনে আইলা মোর এথা ।  
শূন্য অবয়ব লই প্রাণ থুইয়া তথা ॥  
কি ফল বাড়াই প্রেম কপটীর সনে ।  
দূরে থাকি নমস্কার তোমার চরণে ॥ (জা. ৭)

নূপে বোলে প্রাণপ্রিয়া শূন্য নিবেদন ।  
পদরুস ভ্রমরতুল্য শ্বরূপ বচন ॥  
নানা ফুলে মধু পিয়ে ভ্রমর চরিত ।  
মালতীর স্নেহ না ছাড়ি কদাচিত ॥  
শ্রবণে শুনিলে অতি রূপের কথন ।  
কেমনে পদরুসে পারে ধরাইতে মন ॥  
দিন দশ বিচ্ছেদে কি লাগি কর বোষ ।  
বিচ্ছেদ মিলিলে বাড়ে অধিক সন্তোষ ॥  
যথোচিত সুখ হয় সতত মিলনে ।  
বিছরি মিলনে জেন শৃংখার ভোজনে ॥  
তোমা ছারি দূরে গেলে যদি হয় দোষ ।  
নিকটে আসিলে কেনে হও অসন্তোষ ॥  
দূর হোসে<sup>৩</sup> পতি যদি আইসে বিদ্যমান ।  
হাসি না বোলায় রামা হৃদয় পাষণ ॥  
যদি বা করিলু দোষ ক্ষেমহ এখনে ।  
এ বলিয়া করে ধরি চন্দ্রাবলা বয়ানে ॥  
সজল নয়ানে রামা ধরিল চরণ ।  
কণ্ঠে লাগাইয়া নূপে দিল আলিঙ্গন ॥  
পতি পরশনে সতী অতি আনন্দিত ।  
রসভরে পতি অঙ্গ হৈল পদূলিকত ॥ (জা. ৮)

মন্তব্য : সপ্তম শতকের অনুবাদে প্রথম থেকেই মূলের  
সঙ্গে পার্থক্য দেখা দিয়েছে । মূলে সারাদিন রাজসভার  
কাজ শেষ করে সন্ধ্যাকালে নাগমতির সঙ্গে বসুসেনের মিলন-  
ক্ষণে নাগমতির অভিমান বর্ণিত । আর অনুবাদে সারাদিন  
উদ্যানভবনে পদ্মাবতী বসুসেনের সঙ্গে কাটিয়ে সন্ধ্যাকালে নাগমতির  
কাছে বসুসেনের আগমন হলে পদাবলীর রাখার মতো  
নাগমতির খণ্ডিতাবচন । মূলে আছে নাগমতির নিসর্গখচিত

## গীত—রাগ সূহি

আজি ষুখ নাহি<sup>১</sup> ওর  
 আনন্দ মন<sup>২</sup> বিভোর ॥  
 চির<sup>৩</sup> পতি আসে চিত্তের মানসে  
 নাগর সদনে<sup>৪</sup> মোর ॥ ধূয়া ।  
 ষুধা রসময় নিধি  
 আনি মলাইল বিধি ।  
 বহুল জন্তনে<sup>৫</sup> দেব আরাধনে<sup>৬</sup>  
 ভেল মনুহর<sup>৭</sup> সিঁধি ॥  
 বাত পিক শব্দধর<sup>৮</sup>  
 চন্দন ফুল ভর<sup>৯</sup> ।  
 আছিল অহিত<sup>১০</sup> এবে ভেল মিত<sup>১১</sup>  
 সিতল মদন সর<sup>১২</sup> ॥  
 বিরহে মস্ত মাতঙ্গ  
 জথেক বাহিনী শঙ্গ<sup>১৩</sup> ।  
 হরি দরশনে অঙ্গ পবসনে  
 সসন্য<sup>১৪</sup> হইল ভঙ্গ ॥  
 রসিক বর ষুজ্ঞন<sup>১৫</sup>  
 রূপে ভ্রমী<sup>১৬</sup> পণ্ডবান  
 শ্রীযুত<sup>১৭</sup> মাগন আরতি কারণ  
 হিন আলাওল ভান ॥\*

আজি সুখের নাহি ওর  
 আনন্দে মন বিভোর ।  
 চির পতি আশে চিত্তের মানসে  
 নাগর সদনে মোর ॥ ধূয়া ।  
 সুধা রসময় নিধি  
 আনি মলাইল বিধি ।  
 বহুল যতনে দেব আরাধনে  
 ভেল মনোরথ সিঁধি ॥  
 বাত পিক শব্দধর  
 চন্দন ফুল ভর ।  
 আছিল অহিত এবে ভেল মিত  
 শীতল মদনশর ॥  
 বিরহ মস্ত মাতঙ্গ  
 যথেক বাহিনী সঙ্গ ।  
 হরি দরশনে অঙ্গ পরশনে  
 সসৈন্য হইল ভঙ্গ ॥  
 রসিক বর সুজ্ঞান  
 রূপে জিনি পণ্ডবাণ ।  
 শ্রীযুত মাগন আরতি কারণ  
 হীন আলাওল ভান ॥

১ নাই ২ আনন্দ মনে ৩ চিরকালে ৪ সাধন ৫ বহুযয়ে ৬ আবাধন  
 ৭ মনুহর ৮ তাতে পীঠ সচেবাধর ৯ ভোমর ১০ অশ্বিত ১১ সীত  
 ১২ স্বর ১৩ সঙ্গ ১৪ সসৈন্য ১৫ জন ১৬ রসে ভুলি ১৭ ছিরি  
 জোত \*বা' পুথিতে অতিরিক্ত পংক্তি—

আবুল হোসেন পঞ্চালি লেখন  
 ছিরিজোত কামদর আলি ।

শব্দার্থ টীকা : ওর—শেষ ।

সদনে—গৃহে, ভবনে

বাত পিক শব্দধর—বাতাস, কোকিল ও চন্দ্র

হরি দরশনে—কৃষ্ণ দর্শনে, এক্ষেত্রে রত্নসেনকে দেখে

পণ্ডবাণ—পণ্ডশর ; এক্ষেত্রে মদন । পুস্তকপাঠক মাগনকে

মদনের সঙ্গে তুলনাটি লক্ষণীয় ।

মন্তব্য : গীতিটিতে পদাবলীর বিশেষত্ব বিদ্যাপতির নিশ্চলিত ভাবোপাস পদের প্রভাব উল্লেখযোগ্য—

কি কহব রে সখী আনন্দ ওর ।

চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর ॥

রাগ ষমক ছন্দ

দুঃখ কথা অবসেসে নানা<sup>১</sup> যুঃখরঙ্গে ।  
 আছিল সমস্ত নিশি নাগমতি সঙ্গে ॥\*  
 প্রভাত সময়ে আইলা জেথা<sup>২</sup> পশ্চাবতী ।  
 মূখ ফিরাইয়া কন্যা<sup>৩</sup> দেখিয়া নৃপতি<sup>৪</sup> ॥  
 শমস্ত রজনী কথা ছিল যুঃখরসে ।  
 প্রান বান্দা থুই এথা আইস<sup>৫</sup> দিবসে ॥  
 স্থলে<sup>৬</sup> পিন্দন বাস গলিত চিকুর ।  
 দেখহ শোন্দর<sup>৭</sup> মূখ আনিয়া মূকুর ॥  
 আজি<sup>৮</sup> কেনে বিপরীত তোমার বন্দন<sup>৯</sup> ।  
 অধরে আজ্ঞা আখি খাইয়াছি<sup>১০</sup> পান ॥  
 রজনী থাকিয়া<sup>১১</sup> দুঃখ পাই অতিশয় ।  
 ঘূমিয়া ২ পব প্রভাত<sup>১২</sup> সময়ে ॥  
 আপনার পিত বস্ত হারাই কথাএ ।  
 কোন রমণীর নিল বাস দিছ গায় ॥  
 পীণ্টেত কক্ষণ দাগি হার চিহ্ন<sup>১৩</sup> উরে ।  
 মাজিছ বয়ান চন্দ্র<sup>১৪</sup> যুরগে সিন্দরে ॥  
 চরণে পড়িয়া মান হৈতে অতিশয় ।  
 নৃপদর আনট চিহ্ন<sup>১৫</sup> ললাটে উদয় ॥

দুঃখকথা অবশেষে নানা সূঃখরঙ্গে ।  
 আছিল সমস্ত নিশি নাগমতি সঙ্গে ॥ (জা. ৯)  
 প্রভাত সময়ে আইলা যথা পশ্চাবতী ।  
 মূখ ফিরাইল কন্যা দেখিয়া নৃপতি ॥  
 সমস্ত বজনী কোথা ছিল সূঃখরসে ।  
 প্রাণ বান্দা থুই এথা আইলা দিবসে ॥  
 স্থলিত পিন্দনবাস গলিত চিকুর ।  
 দেখহ সুন্দর মূখ আনিয়া মূকুর ॥  
 আজি কেনে বিপরীত তোমার বদন ।  
 অধরে আজ্ঞা আখি খাইয়াছে পান ॥  
 রজনী জাগিয়া দুঃখ পাই অতিশয় ।  
 ঘূমিয়া ঘূমিয়া পড় প্রভাত সময়ে ॥  
 আপনার পিত বস্ত হারাই কোথাএ ।  
 কোন রমণীর নিল বাস দিছ গায় ॥  
 পৃষ্ঠেত কক্ষণদাগ হাবিচিহ্ন উবে ।  
 মাজিছ বয়ানচন্দ্র সুবর্ণ সিন্দরে ॥  
 চরণে পড়িয়া মানাইতে অতিশয় ।  
 নৃপদর আনট চিহ্ন ললাটে উদয় ॥

১ মন ২ জথা ৩ মূখ ফিরাইল কন্যা ৪ এর পব 'পা' পৃষ্ঠেত অভিরক্ত পংক্তি—

আল আঁকি নৃপ দিনে হেঁচি যুঃখনি ।  
 মূকুরতা ঝরএ ধাবা যুঃগ চৌক পানি ॥  
 প্রানস্বরি বিমূখ দেখীয়া নিপংব ।  
 বিনএ বচনে পুণে মধুর উত্তর ॥  
 পুনি ২ নৃপ বানি যুনিয়া সোন্দরি ।  
 কপট প্রলাপে কহে ক্রোধ মন করি ॥

৫ আইলা ৬ যুনেত ৭ সোন্দর ৮ আব ৯ বদন ১০ খাইয়াছ

\* হবিবি সংস্করণে এর পর অভিরক্ত কয়েকটি পংক্তি—

বৃষ্ণ সূতে দেহে অঙ্গ করি ছিল ভাব ।  
 যাব যেই মনোবাঙ্গা খাঁড়ি সাঙ্গার ॥  
 রঙ্গসেন সিংহলেব যতেক ব্যাখ্যান ।  
 আদি অন্ত কহিলেক নাগমতি স্থান ॥  
 পশ্চাবতী সনে সেই বিহারিল কোঁল ।  
 রাত্তিরসে নাগমতি নিশি রৈল জালি ॥

১১ জাগীয়া ১২ প্রবত ১৩ চিহ্ন ১৪ মাজিছ নয়ান চন্দ্র ১৫ নৃপদর আনট দাগ

শব্দার্থ টীকা : পিন্দন বাস—পবনের বস্ত্র ।

গলিত চিকুর—এলোমেলো চুল ।

আনট চিহ্ন—পদাঙ্গুবীরের দাগ ।

মানাইতে—মানভাঙাতে বা প্রসন্ন করতে। পশ্চাবতীর এই মানবর্ণনার মধ্যে পদাঙ্গুবীর খন্ডিতা পর্যায়ের প্রভাব লক্ষণীয় ।

মন্তব্য : জায়সাঁর নবম স্তবকে রত্নসেনের কাছে নাগমতির সিংহল দেশ সম্পর্কে যে কৌতূহল এবং পশ্চাবতী সম্পর্কে সপত্নীসুলভ বিতর্ক প্রকাশ পেয়েছে সে সব প্রসঙ্গ বর্জন করে আলাওল অতি সংক্ষেপে মাত্র দু'লাইনে শেষ করেছেন । দশম স্তবকের অননুবাদ মূল অপেক্ষা অনেকবেশী বৈষ্ণব পদাবলীর অননুগামী । খন্ডিতা পশ্চাবতীর ব্যঙ্গোক্তি জায়সাঁকে অবলম্বন না করে চণ্ডীদাসের খন্ডিতা পদের ব্যঙ্গবাণীকেই অননুসরণ করেছে ।

মন সান্ত নাহি হএ প্রাণ থুই তথা<sup>১</sup> ।  
 বেসর উচ্ছ্রষ্ট লগে<sup>২</sup> লৈয়া আইলা এথা ॥  
 তথা পিয়া<sup>৩</sup> ষ্ঠতি<sup>৪</sup> থাক এথাতৈ কি কাজ ।  
 সখীগনে এ বেসে<sup>৫</sup> দেখিলে পাইবা লাজ ॥  
 জথা ইচ্ছা তথা গিয়া থাক ষ্ঠ<sup>৬</sup> রগে ।  
 আমার পরান কেনে<sup>৭</sup> লৈয়া জাও সগে ॥  
 এথ বুলি নয়ানে গলাএ জলধার ।  
 মধুর বচনে নূপে বোলে পরিহার ॥  
 কেনে অসন্তোষ<sup>৮</sup> হও প্রাণের ইশ্বরী ।  
 নিবেদন যদ্ন মোর অবদান করি ॥  
 ষ্ঠনিয়া তোমার কথা এরি গেল<sup>৯</sup> জারে ।  
 কদাচিত তোমা সম দয়া নাহি<sup>১০</sup> তাবে ॥  
 তোমা লাগি এরি গেল ঐ বিবাহিতা<sup>১১</sup> ।  
 আমার বিচ্ছেদে<sup>১২</sup> অতি হইছে দুর্গন্ধতা ॥  
 লোক ধর্ম চাহি তার পাসে জাই আমি ।  
 প্রান বাস্ধা দিতে কেবা আছে বিন্দু তুমি ॥  
 আপনে পশ্চিত তুমি বৃদ্ধ হিতাহিত ।  
 সমাচিত<sup>১৩</sup> কর্ম<sup>১৪</sup> রোস নাহএ<sup>১৫</sup> উচিত ॥  
 বহু প্রিয় বাক্যে<sup>১৬</sup> নূপ প্রিয়া<sup>১৭</sup> সান্তাইলা ।  
 জথা জগ্য ষ্ঠনি যমে<sup>১৮</sup> দোহাকে রাখিল ॥\*  
 দুই শতিনির মধ্যে<sup>১৯</sup> বারিল পীরিত ।  
 ষ্ঠামি<sup>২০</sup> সেবা করে দুহ<sup>২১</sup> হইয়া<sup>২২</sup> এক চিত ॥  
 জম্ভবীপে<sup>২৩</sup> দেসে ২ পদমে<sup>২৪</sup> রব হৈল ।  
 পশ্চিনী ষ্ঠন্দরী<sup>২৫</sup> রত্নসেনে লৈয়া<sup>২৬</sup> আইল ॥†

১ মন সান্ত না হইয়া প্রাণ থুইলা তথা ২ ভেসর উচ্ছ্রষ্ট সগে  
 ৩ গীয়া ৪ ষ্ঠতি ৫ ভেসে ৬ ষ্ঠক ৭ তবে ৮ অসান্তস ৯ গেলুম  
 ১০ দয়া নাই ১১ তোমা লাগি ছার গেলুম আথা বিবাহিতা  
 ১২ বিচ্ছেদে ১৩ সমাচিত ১৪ কর্ম নাহএ ১৫ বহু প্রিয়া বাক্যে ১৬ বান  
 ১৭ জথা জগ্য ষ্ঠনি নূপ

• বিবাহী সংস্করণে এরপর আঁতরিষ চার পংক্তি--

পদ্মাবতী নাগমাত কাছে চলি গেলা ।  
 ষ্ঠপপদে ভূমিগতে প্রণাম করিলা ॥  
 নাগমাত করে খরি কোলে বসাইল ।  
 প্রিয় বাক্য কাহি ললাটেতে চন্দ্র দিল ॥

২০ দোহ ২১ হই ২২ এই ১৮ মার্জে ১৯ শ্বামী বাক ২০ পূর্ণ  
 ২৪ সোন্দরি ২৫ লই

† হিবাহী সংস্করণে আঁতরিষ চার পংক্তি  
 কছে হীন আলাওলে এসব বারতা ।  
 চার্বিনকে চলি গেল পদ্মাবতী কথা ।  
 তাট বিপ্র যোগী আদি শূদ্রদুপী আন ।  
 পদ্মাবতী রূপকথা শূনিল বাখান ॥

মন সান্ত নাহি হয় প্রাণ থুই তথা ।  
 বেশর উচ্ছ্রষ্ট অগ লৈয়া আইলা এথা ॥  
 তথা গিয়া ষ্ঠতি থাক এথাতে কি কাজ ।  
 সখীগনে এ বেষে দেখিলে পাইবা লাজ ॥  
 যথা ইচ্ছা তথা গিয়া থাক ষ্ঠ<sup>৬</sup> রগে ।  
 আমার পরাণ কেনে লইয়া যাও সগে ॥  
 এত বুলি নয়ানে গলয়ে জলধার ।  
 মধুর বচনে নূপে বোলে পরিহার ॥( জা. ১০ )  
 কেনে অসন্তোষ হও প্রাণের ঈশ্বরী ।  
 নিবেদন শূন মোর অবধান করি ॥  
 ষ্ঠনিয়া তোমার কথা এড়ি গেল যাবে ।  
 কদাচিত তোমা সম দয়া নাহি তারে ॥  
 তোমা লাগি ছাড়ি গেল আদ্য বিবাহিতা ।  
 আমার বিচ্ছেদে অতি হইছে দুর্গন্ধতা ॥  
 লোকধর্ম চাহি তার পাশে যাই আমি ।  
 প্রাণ বাস্ধা দিতে কেবা আছে বিনে তুমি ॥  
 আপনে পশ্চিত তুমি বৃদ্ধ হিতাহিত ।  
 সমাচিত কর্ম<sup>১৪</sup> রোষ না হয় উচিত ॥  
 বহু প্রিয়বাক্যে নূপ প্রিয়া সান্তাইলা ।  
 যথাযোগ্য ষ্ঠনি নূপ দোহাকে রাখিলা ॥  
 দুই সতিনের মধ্যে<sup>১৯</sup> যাঁড়িল পিরীত ।  
 শ্বামীসেবা কবে দোহ হইয়া এক চিত ॥  
 জম্ভবীপে দেশে দেশে পূর্ণ<sup>২৩</sup> রব হৈল ।  
 পশ্চিনী সূন্দরী রত্নসেনে লইয়া আইল ॥

মন্তব্য : পদ্মাবতী রত্নসেনেব উক্ত প্রত্যুক্তিগুলি একে-  
 বারেই মলান্দুসারী নয় ; বরং মূলকে অস্বীকার কবে  
 পদাবলীর অনুসরণে নতুন রচনা । বিশেষত রত্নসেনের  
 মধ্যস্থতায় পদ্মাবতী ও নাগমতীর মধ্যে যে সৌহার্দ্র্য  
 সম্পর্কের চিত্র দেখানো হয়েছে তা মূলে এখনই ঘটে নি ।  
 জায়সীর কাব্যে এর পরে একটি পুরো খণ্ড জুড়ে নাগমাত-  
 পদ্মাবতীর যে সপত্নী-বিবাদ দেখানো হয়েছে তার শেষে  
 এই মিলন আছে । জায়সীতে তারপর রত্নসেন সন্ততি খণ্ডে  
 রত্নসেনের ঔরসে নাগমাত ও পদ্মাবতীর একটি করে সন্তান  
 জন্মের কথা আছে । আলাওল পূর্বোক্ত দুটি খণ্ড বাদ দিয়ে  
 অতঃপর রাঘব চৈতন নির্বাসন খণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করেছেন ।

## রাঘব চেতন নির্বাসন খণ্ড

দীর্ঘ ছন্দ

নানা ষড়্কে <sup>১</sup> কথ কাল রত্নসেন চক্রবর্তি রাজা ।	গোয়াইলা <sup>২</sup> অতি ভাল	নানা সূত্রে কত কাল রত্নসেন চক্রবর্তী <sup>৩</sup> রাজা ।	গোয়াইলা অতি ভাল
সুধন্য <sup>৪</sup> সকল দেশ নৃপগনে করে নিত্য পূজা ॥	নাহিক অকস্ম লেস <sup>৫</sup>	সুধন্য সকল দেশ নৃপগনে করে নিত্য পূজা ॥	নাহিক অকস্ম লেশ
আর দিন দিউ <sup>৬</sup> এক রাঘব চেতন নাম তার ।	বিপ্র <sup>৭</sup> গুনে অতিরেক	আব দিন শ্বিজ এক রাঘব চেতন নাম তার ।	বিদ্যাগুণে অতিরেক
কশ্ঠে সরস্বতি বাস <sup>৮</sup> নৃপপাসে আইল বহিবার ॥	কাব্যেত শ্বিতেষ ব্যাস <sup>৯</sup>	কশ্ঠে সরস্বতী বাস নৃপ পাশে আইল বহিবার ॥	বাক্যেত শ্বিতীয় ব্যাস
নানাগুণে শ্বিজবর <sup>১০</sup> বিস্তি দিয়া রাখিল সাদরে ।	দেখী চিতাউরে <sup>১১</sup> বর	নানা গুণে শ্বিজবর বৃষ্টি দিয়া রাখিল সাদরে ।	দেখি চিতাউরে <sup>১২</sup> বর
আগের পশ্চিমত সব ষড়্শিত বিন্দু রাঘব গোচরে ॥	ন নিশ্বরে আন <sup>১৩</sup> রব	আগের পশ্চিমত সব শুভ্রুতি বিনে রাঘব গোচরে ॥ (জা. ১)	না নিঃসরে আন রব
তিথি প্রতিপদ দিনে <sup>১৪</sup> চন্দ্র উদয় <sup>১৫</sup> হৈব কবে ।	জিঃগাসিল রত্নসেনে	তিথি প্রতিপদ দিনে চন্দ্র উদয় হইব কবে ।	জিঃগাসিল রত্নসেনে
বিচারি মনে না বৃষ্টি <sup>১৬</sup> কালি যে <sup>১৭</sup> বৃষ্টিল ধীর সবে ॥	রাঘবে বৃষ্টিল আজি	বিচারি মনে না বৃষ্টি কালি সে বৃষ্টিল ধীর সবে ॥	রাঘবে বৃষ্টিল আজি
ছিদ্র পাইয়া বিপ্র গণ <sup>১৮</sup> জার বাক্য ব্রের্থ <sup>১৯</sup> হয় তাতে <sup>২০</sup> ।	বলিল করিয়া পণ <sup>২১</sup>	ছিদ্র পাই গুণীগণ যার বাক্য ব্যর্থ হয় তাতে ।	বলিল করিয়া পণ
বহু অপমান পাইব মিত্যা জেন ন বেকলে পশ্চিমতে ॥	দেশ হোশ্বেত <sup>২২</sup> নিশ্বরিব	বহু অপমান পাইব মিত্যা যেন না বোলে পশ্চিমতে ॥	দেশ হোশ্বেত নিঃসরিব
রাঘবে বিচারি চাহে <sup>২৩</sup> মোহাজন বাক্য ন উলটে <sup>২৪</sup> ।	প্রদীপিত <sup>২৫</sup> হেন পাই	রাঘবে বিচারি চায় মহাজন বাক্য না উলটে ।	প্রদীপিত হেন প্রায়
হস্ত হোশ্বেত <sup>২৬</sup> সর গেলে কদাচিত পুনি ন পলটে ॥	করি <sup>২৭</sup> দন্ত নিশ্বরিলে	কর হোশ্বেত শর গেলে কদাচিত পুনি না পালটে ॥	করিদন্ত নিঃসরিলে

১ নানাষুখে ২ গোয়াইল ৩ ষড়্ধৈয়া ৪ ক্রেস ৫ শিজ ৬ বিশ্বা  
৭ শ্বরসতি বৈসে ৮ বাক্যেত শ্বিতেষ ভ্যাস ৯ শিজবর ১০ মূকে ১১  
ভীত প্রতি পুনিমাল ১২ ওনএ ১৩ ন বিচারি নই বৃষ্টি ১৪ সে  
১৫ ছিদ্র পাই গুনি গনে ১৬ বৃষ্টিল কবিঅ পনে ১৭ রাজ্যাক  
বৃথা হএ তরে ১৮ হশ্বেত ১৯ চাহে ২০ প্রদীবেতে ২১ মহাজন  
বাক্য না উলটে ২২ কর হশ্বেত ২৩ কব

শব্দার্থ টীকা : বাক্যেত শ্বিতীয় ব্যাস—রাঘব চেতন বাক্যে শ্বিতীয়  
বেদব্যাস তুল্য । জায়সীতে এ ছাড়া সহদেৱ, ববরুচি  
ও ভোজের সঙ্গে তুলনা আছে ।

চন্দ্র উদয় হৈব কবে—মূলে এ প্রশ্ন ছিল না ।  
মূলে ছিল 'কবে শ্বিতীয়'—এই প্রশ্ন ।

মন্তব্য : প্রথম শব্দকের অনুবাদে আছে ঘটনার বিবৃতি, কিন্তু মূলে রাঘব চেতনের যে গুণ-বর্ণনা আছে অনুবাদে তা  
সংক্ষিপ্ত । শ্বিতীয় শব্দকের অনুবাদে মূলের সঙ্গে ঘটনাগত ঐক্য থাকলেও মূলের রাজপ্রশ্নটি অনুবাদে রূপান্তরিত হওয়ার  
সময় অর্থবিস্তারিত ঘটেছে । এছাড়া হস্তচ্যুত শর ও গজদন্তের উপমা দুটি মূলে অনুপস্থিত ।

বাথবে জে ভক্তি<sup>১</sup> ভাবে                      নিত্য ২ জক্ষ<sup>২</sup> সেবে  
 বাক্যসিদ্ধি<sup>৩</sup> আছিল তাহাব ।  
 দেখাইল মায়া চন্দ্র<sup>৪</sup>                      গুণিগনে হৈল ধন্দ  
 বোলে বেদ<sup>৫</sup> হইল অসাব ॥  
 বেদ মীত্যা হৈল জবে                      সমদ্র যুখাইব তবে  
 উলটী'র শংসারেবে নিত ।  
 খেলি আছে দৃষ্টি বন্দ                      প্রদীপত<sup>৬</sup> উগে চান্দ  
 কালি সব হইব উদিত<sup>৭</sup> ॥  
 আর দিন চন্দ্র দেখী                      পাই শিব ...য়ার সাক্ষ  
 আসিষর্বাদি করিয়া বাজাব ।  
 পন্ডিত শকলে<sup>৮</sup> বোলে                      কালিকার চন্দ্র হইলে  
 আজি হইত যুতি ত্রিতয়ার<sup>৯</sup> ॥  
 জেই করে দৃষ্টিবন্দ                      দেখাএ কিস্তিম চন্দ্র<sup>১০</sup>  
 ভাবি বন্ধ নৃপ মোহাসএ ।  
 হেন কর্ম জেবা করে                      আর কি কবিতে নারে  
 রাজসভাসদ যুগ্য<sup>১১</sup> নহে ॥  
 যদনি নৃপ ক্রোধ মনে                      আংগা কল্য ততক্ষনে<sup>১২</sup>  
 দেশ হোন্ডে<sup>১৩</sup> বিপ্র নিকালিতে ।  
 মহন্ত মাগণ ধীর                      আরতি করিয়া স্থির  
 হিন আলাওল বিবিচিত ॥  
 জে জন পন্ডিত হএ                      বিমর্শিয়া কথা কহে  
 জেন নহে গতানুসোচন<sup>১৪</sup> ॥  
 বিধি বএ হএ জবে                      ধিকার্থিক হএ তবে  
 কর্মলিখা ন জাএ খণ্ডন ॥\*

১ ভগতি ২ জৈক্ষ ৩ জৈক্ষ সীম্বা ৪ চান্দ্র ৫ দেব ৬ প্রদীবেতে  
 ৭ বিদিত ৮ সকল ৯ দ্বিতয়ার ১০ দিখাএ চান্দ্র ১১ জৈগ্য  
 ১২ ভিতক্ষনে ১৩ হন্তে ১৪ জেন নহে গতান্তসোচন

\* এরপর 'বা' পদ্বিধিতে অতিরিক্ত পংক্তি—

হেন মত নিতি আছে                      কর্মলিখা মীটীতেছে  
 উপলক্ষে করাএ ঘটন ॥  
 ধীর স্থির অনূপাম                      ছিবমন্ত কাম্পব নাম  
 মোকে আশ্বা করিল হারিসে ।  
 খন্দ্র বৃদ্ধি অম্পদান                      আবুল হোচন জান  
 পোতা লিখি কামদর আসেসে ॥

রাঘবে ভকতি ভাবে                      নিত্য নিত্য যক্ষ সেবে  
 বাক্যসিদ্ধি আছিল তাহাব ।  
 দেখাইল মায়া চান্দ্র                      গুণীগণ হৈল ধন্দ  
 বোলে বেদ হইল অসার ॥ (জা ২)  
 বেদ মিথ্যা হইল যবে                      সমদ্র শুখাইব তবে  
 উলটিব সংসারেব রীত ।  
 খেলিয়াছে দৃষ্টিবন্দ                      প্রদীপিত উগে চান্দ্র  
 কালি সব হইব বিদিত ॥  
 আর দিন চন্দ্র দেখি                      পাই শিবতীয়ার সাক্ষী  
 আশীর্বাদি কবিয়া রাজার ।  
 পন্ডিত সকলে বোলে                      কালিকা চন্দ্র হইলে  
 আজি হইত জ্যোতি তৃতীয়াব ॥  
 যেই কবে দৃষ্টিবন্দ                      দেখায় কৃত্রিম চান্দ্র  
 ভাবি বন্ধ নৃপ মহাশয় ।  
 হেন কর্ম যোবা করে                      আব কি করিতে নারে  
 রাজসভাসনযোগ্য নয় ॥ (জা. ৩)  
 শূনি নৃপ ক্রোধ মনে                      আজ্ঞা ফেল ততক্ষণে  
 দেশ হোন্ডে বিপ্র নিকালিতে ।  
 মোহন্ত মাগন ধীর                      আরতি কবিয়া স্থির  
 হীন আলাওল বিবিচিত ॥  
 যে জন পন্ডিত হয়                      বিমর্শিয়া কথা কয়  
 যেন নহে গতানুসোচন ।  
 বিধি বক্র হব যবে                      ধিকার্থিক হয় তবে  
 কর্মলিখা না বায় খণ্ডন ॥ (জা. ৪)

শব্দার্থ টীকা : দৃষ্টিবন্দ—চোখের ধাঁধা  
 বিমর্শিয়া—বিচার করে  
 গতানুসোচন—পশ্চাত্তাপ

মন্তব্য : তৃতীয় শতবর্ষের অনুবাদ মূল্যবান হয়েও মূলের তুলনায় সংক্ষিপ্ত। মূলে রাঘব চৈতনের বিরুদ্ধে রাজ্য কাছে পন্ডিতদের বিয়োগ্যর আবণ্ড তীর, এছাড়া অগস্ত্যর সমদ্র শোষণ, কাঁচ কাণ্ডের তুলনা ইত্যাদি প্রসঙ্গ মূলে থাকলেও অনুবাদে নেই। চতুর্থ শতবর্ষের অনুবাদও অনেক সংক্ষিপ্ত। মূলেব অনেক প্রসঙ্গই বির্জিত। দোহা অংশেব সঙ্গে অনেক কিছুই বাদ গেছে। মূলের ঘটনাটুকু অনুবাদে একটি ত্রিপদীছরে বলে নিয়ে আলাওল নীতি-বচনসহ পৃষ্ঠপোষক মাগন ঠাকুরকে প্রাণ করেছেন।

রাগ ধমক ছন্দ

দেস হস্তে নিঃসারিল<sup>১</sup> রাঘব চৈতন ।  
 পশ্চাবতী শূনিল এসব বিবরণ ॥  
 মনে ভাবে নরপতি ভাল না করিল ।  
 এমত গুণীরে দেস ত্যাগ আশ্যা দিল<sup>২</sup> ॥  
 প্রদীপত দিনে চন্দ্র জেই দরশাএ<sup>৩</sup> ।  
 তা হস্তে অধিক ফল পাইত<sup>৪</sup> রাজ্যএ ॥  
 কবিজন জিহ্না<sup>৫</sup> তিখন খণ্ড দই ধারে<sup>৬</sup> ।  
 এক দিগে জল<sup>৭</sup> অগ্নি আর দিগে তারে<sup>৮</sup> ॥  
 কদাচিত একপা<sup>৯</sup> কবিষ জদি কতপে ।  
 বহু জস হএ নাস অপজস অতপে ॥  
 বাজারে কাইএ<sup>১০</sup> জদি রাখীএ ব্রাহ্মন ।  
 মনভগ্ন হইব সকল<sup>১১</sup> গুণীগন ॥  
 দানে বাক্যে তুষ্টি<sup>১২</sup> করি ব্রাহ্মণের চিত ।  
 সন্তোষ করিয়া মান্য করিতে<sup>১৩</sup> উচিত ॥  
 এথেক ভাবিয়া নূপ অনুমতি লৈষা ।  
 দাণ দিতে রাখণেরে আনেন<sup>১৪</sup> ডাকিয়া ॥  
 ব্রাহ্মণ পশ্চিডত সে শূদ্রের পূজ্যমান ।  
 অন্তঃপূরে জাইতে পারে রানি দিতে দান ॥  
 দান্ডাইল<sup>১৫</sup> গিয়া বিপ্র ধরারহর পাশে ।  
 ব্রহ্ম ন জানিল বসে<sup>১৬</sup> বিষয়াল আকাশে ॥  
 চিক শ্বারে আসি পশ্চাবতী দান্ডাইল<sup>১৭</sup> ।  
 চন্দ্রযুতি তুল্য রশ্মিপশ্চে নিঃসারিল ॥  
 প্রতি রশ্মি যুতি হেরি বিপ্র অনুমানে ।  
 দিবসে প্রদীপ জালাইল কি কারণে ॥

দেশ হোস্তে নিঃসারিল রাঘব চৈতন ।  
 পশ্চাবতী শূনিল এ সব বিবরণ ॥  
 মনে ভাবে নরপতি ভাল না করিল ।  
 এমত গুণীরে দেশত্যাগ আশ্যা দিল ॥  
 প্রতিপদ দিনে যেবা চন্দ্র দরশায় ।  
 তা হোস্তে অধিক ফল পাইব রাজ্যয় ॥  
 কবিজন জিহ্না তীক্ষ্ণ খণ্ড দই ধার ।  
 এক দিগে জল অগ্নি আর দিকে তার ॥  
 কদাচিত কুবাক্য কবিষে যদি কতপে ।  
 বহু যশ হয় নাশ অপযশ অতপে ॥  
 রাজ্যরে কাইয়া যদি রাখি এ ব্রাহ্মণ ।  
 মনোভগ্ন হইব যতেক গুণীগণ ॥  
 দানে বাক্যে তুষ্টি কবি ব্রাহ্মণের চিত ।  
 সন্তোষ করিয়া মান্য পাঠাইতে উচিত ॥  
 এতেক ভাবিয়া নূপ অনুমতি লইয়া ।  
 দান দিতে রাখণেরে আনিল ডাকিয়া ॥  
 ব্রাহ্মণ পশ্চিডত সে শূদ্রের পূজ্যমান ।  
 অন্তঃপূরে যাইতে পারে রাণী দিতে দান ॥  
 দান্ডাইল গিয়া বিপ্র ধরারহর পাশে ।  
 ব্রহ্ম না জানিল বসে বিজ্ঞান আকাশে ॥ (জা.৫)  
 চিক শ্বারে আসি পশ্চাবতী দান্ডাইল ।  
 চন্দ্রজ্যোতি তুল্য রশ্মি পশ্চে নিঃসারিল ॥  
 প্রতি রশ্মি জ্যোতি হেরি বিপ্র অনুমানে ।  
 দিবসে প্রদীপ জালাইল কি কারণে ॥

১ নিঃসারিব ২ 'বা' পুথিতে অতিরিপ পংক্তি—

সমুদ্র নূপতি নিম্নি সর্বনাস কৈল ।  
 ভাল মন্দ গুন তার বিচার না কৈল ॥

৩ প্রদীপ দিনেতে জেবা চন্দ্র দরশাএ ৪ পাইব ৫ জিহ্না ৬ ধার  
 ৭ জলে ৮ তার ৯ কুবাক্য ১০ কাইয়া ১১ জথেক ১২ বাক্যে বস  
 ১৩ পাঠাইতে ১৪ আনিল ১৫ দান্ডাইল ১৬ ব্যাস ১৭ দান্ডাইল

শব্দার্থ টীকা : চিক্—জাফরী, মূলে বরোখা বা বাজারন  
 নিঃসারিল—বের হল  
 ধরারহর—ধোরারহর বা রাজপ্রাসাদ

মন্তব্য : পঞ্চম শতকের অনুবাদটি মূলের তুলনায় বিস্তারিত । মূলে আছে রাণীর সংক্ষিপ্ত চিত্তবিশ্লেষণ । অনুবাদে তাকে আরও বিস্তৃত করা হয়েছে । যেমন, রাজাকে অনুরোধ করে রাঘব চৈতনকে রাজসভার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলে ব্রাহ্মণদের অপমান হবে—রাণীর এইসব বিচার বিবেচনা মূলে নেই । আবার রাঘব চৈতন শূদ্রপূজ্য ব্রাহ্মণ, অতএব রাণীর দান নিতে সে অন্তঃপূরে যেতে পারে—মধ্যযুগের পর্দানসীন সমাজপ্রথায় আলাওলের এই জাতীয় নৈতিক কৈফিয়ৎও মূলে অনুপস্থিত । এ সম্বন্ধে রাজার অনুমতি নিয়েই রাণী ব্রাহ্মণকে আহ্বান করেছে, মূলে এ জাতীয় সংবাদ নেই । আবার মূলে আছে সূর্য-গ্রহণের রূপকধর্মী আলংকারিকতা যা অনুবাদে অনুপস্থিত ।



আশীর্বাদ কলা<sup>১</sup> বিপ্র হেটেত থাকিয়া ।  
 প্রনামিয়া কহে রানি ভক্তি আচারিয়া<sup>২</sup> ॥  
 মোহন<sup>৩</sup> পশ্চিম তুমি সকল পাপন ।  
 ভোগবসে জথা তথা আনন গমন<sup>৪</sup> ॥  
 জ্বল দিন এখাত আছিল অন্ন পানি ।  
 আনন্দে বশিলা<sup>৫</sup> কেহ ন করিল হানি ॥  
 এবে জথা ভোগ আছে তথা চলি যাও ।  
 ভবিষ্য গতাগতি তাও<sup>৬</sup> বৃজি চাও ॥  
 কর্ম নিযুক্তন<sup>৭</sup> আছে কাবে দিবা দোস ।  
 নৃপতির প্রতি ন হইও অসন্তোস<sup>৮</sup> ॥  
 পশ্চিমের কাছে থাকে দরিদ্র সদাএ ।  
 যুথের সমএ মাত্র সেই সে ক্রমাএ ॥  
 প্রার্থিবিতে মহাদাতা বৃন্দিলএ তাহারে ।  
 পশ্চিমতে দরিদ্র খণ্ডাইতে জেই পারে ॥  
 মোর দানে খণ্ডিব তোমার কর্মদুঃখ<sup>৯</sup> ।  
 পরিবার শহিতে ভুঞ্জহ হেন যুথ ॥  
 আর দান দিলে হৈব ভার গুরুতর ।  
 রত্নের কঙ্কন লও আলপে বিস্তর<sup>১০</sup> ॥  
 আমার নৃপতি প্রতি তুচ্ছ কর মন ।  
 আশীর্বাদ দিয়া কর হারিষে গমন ॥  
 এ বৃন্দিলয়া ফেলি দিল<sup>১১</sup> রত্নের<sup>১২</sup> কঙ্কন ।  
 চন্দ্রপাত হৈল জেন লৈয়া তারাগন ॥  
 রাঘব উপরে জেন পরিলা বিবৃন্দিল ।  
 কঙ্কণ পেলিলি বালা বামহস্ত তুন্দিল<sup>১৩</sup> ॥  
 নিষ্কলংক পদ্মচন্দ্র জিনিয়া বয়ান ।  
 বাজিল অলকা ফাঁসে চকোর নয়ান<sup>১৪</sup> ॥

১ কৈল ২ আচারিয়া ৩ মহন ৪ হএ আগমন ৫ ভক্তিলা ৬ ভবিষ্য  
 গতাগতি ৭ কর্ম নিযুক্তন ৮ না হইও অসন্তোস ৯ কর্ম দক্ষ  
 ১০ অশ্রুপাত বিস্তর ১১ ফেলি দিলা ১২ রতন ১৩ কঙ্কন ফেলিল  
 বাম হস্তে চিক তুলি ১৪ বাজিল অলকা ফাঁসে চকোর নয়ান

মন্তব্য : ষষ্ঠ শতকের অনুবাদ মূলের তুলনায় বিস্তারিত শব্দ নয়, মূলে থেকে অনেকটাই পৃথক । রাঘব চৈতনের  
 সম্মুখে পদ্মাবতীর দর্শনদান এবং কঙ্কণ নিক্ষেপের মূলে ঘটনাটি এক হলেও মূলে সৌন্দর্যপ্রতিমারূপে পদ্মাবতীর নিঃশব্দ  
 আবির্ভাব এবং তাঁকে দেখে বিদ্রোহপূর্ণ রাঘবের মূর্ছার যে রোমাঞ্চক চিত্ররূপ রচনা করেছে অনুবাদে তা নেই । অনুবাদে  
 রাঘব চৈতনের উদ্দেশ্যে কঙ্কণ দানের প্রাক্কালে পদ্মাবতীর সাংসারিক অভিজ্ঞা মূলের সৌন্দর্যমায়াকে বিনষ্ট করেছে । অনুবাদে  
 কিছু কিছু পরিবর্তনও ঘটেছে । মূলে আছে রাজপ্রাসাদের বরোখা, অনুবাদে চিক বা জাফরী । মূলে পদ্মাবতীর রূপটি  
 নিসর্গমণ্ডিত আর অনুবাদে তাঁকে দেখে মনে হল দিবসে এত প্রদীপ জ্বালা হয়েছে কেন ? শেষ পর্যন্তটি নবসংযোজন ।

আশীর্বাদ কৈল বিপ্র হেটেত থাকিয়া ।  
 প্রণামিয়া কহে রাণী ভক্তি আচারিয়া ॥  
 মোহন পশ্চিম তুমি সকল পাপন ।  
 ভোগ বশে যথা তথা হয় আগমন ॥  
 যতদিন এখাত আছিল অন্ন পানি ।  
 আনন্দে বশিলা কেহ না করিল হানি ॥  
 এবে যথা ভোগ আছে তথা চলি যাও ।  
 ভবিষ্য গতাগতি তুমি বৃজি চাও ॥  
 কর্ম নিযোজন আছে করে দিবা দোষ ।  
 নৃপতির প্রতি না হইও অসন্তোষ ॥  
 পশ্চিমের কাছে থাকে দরিদ্র সদায় ।  
 সুখের সময় মাত্র সেই সে ক্রমায় ॥  
 পৃথিবীতে মহাদাতা বৃন্দিলয়ে তাহারে ।  
 পশ্চিমের দরিদ্র খণ্ডাইতে যেই পারে ॥  
 মোর দানে খণ্ডিব তোমার কর্মদুঃখ ।  
 পরিবার সহিতে ভুঞ্জহ হেন সুখ ॥  
 আর দান দিলে হইব ভার গুরুতর ।  
 রত্নের কঙ্কণ লও অশ্রুপত বিস্তর ॥  
 আমার নৃপতি প্রতি তুচ্ছ কর মন ।  
 আশীর্বাদ দিয়া কর হারিষে গমন ॥  
 এ বৃন্দিলয়া ফেলি দিল রতন কঙ্কণ ।  
 চন্দ্রপাত হৈল যেন লৈয়া তারাগণ ॥  
 কঙ্কণ ফেলিল বামহস্তে চিক তুলি ।  
 রাঘব উপরে যেন পড়িল বিবৃন্দিল ॥  
 নিষ্কলংক পূর্ণচন্দ্র জিনিয়া বয়ান ।  
 বাজিল অলকা ফাঁসে চকোর নয়ান ॥ (জা.৬)

শব্দার্থ টীকা : হেটেত—নীচে

কর্ম নিযোজন—কর্মফল

অলকা ফাঁসে—অলকা পাশে

অচেতন হইয়া বিশ্বজ্ঞ<sup>১</sup> পরিণত ভূমিত ।  
 য্বারে চিক দিল কন্যা হাসীয়া ইসীত ॥  
 ফান্দেত ব্যাকিল পক্ষি<sup>২</sup> করে ধরফর ।  
 দেখীয়া বিস্মিত<sup>৩</sup> মনে বোলে কন্যা<sup>৪</sup>বর ॥  
 কি হইল ব্রাহ্মণের<sup>৫</sup> না বদ্বি<sup>৬</sup> কারণ ।  
 তুলি ধরি জন্তে চিকিৎসিল<sup>৭</sup> সখীগণ ॥  
 তুলি বসাইল<sup>৮</sup> সখী চক্ষু<sup>৯</sup> দিল পানি ।  
 চেতনের চেতন কি লাগি হৈলা হানি ॥  
 কেহ বোলে ব্রাহ্মণেরে পাইল প্রেত-ভূতে ।  
 কেহ বোলে অগ্নি তার কাপে সান্নিবাতে<sup>১০</sup> ॥  
 কেহ বোলে মৃত্যু লাগি হৈল<sup>১১</sup> অচেতন ।  
 পদ্বিছতে<sup>১২</sup> লাগিলা সবে করিয়া জন্তন ॥  
 কেণে অচেতন হৈলা কহ কথা শার ।  
 কিবা কার দৃষ্টি<sup>১৩</sup> কি<sup>১৪</sup> বাধির<sup>১৫</sup> সমগাব ॥  
 ততক্ষণে অচেতন হইল ব্রাহ্মণ ।<sup>১৬</sup>  
 টক ২ ধ্যান করি<sup>১৭</sup> রহিল নয়ান ॥  
 সখীর বচন শ্রুনি উন্মত্তের<sup>১৮</sup> মত ।  
 লাজ ভয় তেজি কহে নিজ মনুরত ॥<sup>১৯</sup>  
 এই চিতাউরে বৈসে মোহা<sup>২০</sup> বাটআর ।\*  
 জ্বারে দেখে তারে মারে<sup>২১</sup> না করি বিচার ॥  
 কেহ নাহি রক্ষক<sup>২২</sup> গোহারি নাহি লাগে ।  
 সর্ব ধন থাকিতে পরাণি লণ্ড<sup>২৩</sup> আগে ॥  
 এহারে ন করে জর<sup>২৪</sup> হেণ টগ এথা ।  
 ভিখারি ন এরাএ<sup>২৫</sup> আনের কিবা কথা ॥  
 অস্তরে অনিল জসে হ্রদে লাগে বাণ ।  
 গ্ৰীবাতে পরএ<sup>২৬</sup> ফান্দ শজল নয়ান ॥

অচেতন হইয়া বিশ্বজ্ঞ পড়িল ভূমিত ।  
 য্বারে চিক দিল কন্যা হাসীয়া ঈষণ ॥  
 ফান্দেত ব্যাকিল পক্ষী করে ধড়ফড় ।  
 দেখীয়া বিস্মিত মনে বোলে কন্যাবর ॥  
 কি হইল ব্রাহ্মণের না বদ্বি কারণ ।  
 তুলি ধরি যন্তে চিকিৎসিল সখীগণ ॥  
 তুলি বসাইল সখী চক্ষে দিল পানী ।  
 চেতনের চেতন কি লাগি হৈলা হানি ॥  
 কেহ বোলে ব্রাহ্মণেরে পাইল প্রেত ভূতে ।  
 কেহ বোলে অগ্নি তার কাপে সান্নিপাতে ॥  
 কেহ বোলে মৃত্যু লাগি হৈল অচেতন ।  
 পদ্বিছতে লাগিলা সবে করিয়া যতন ॥  
 কেনে অচেতন হইলা কহ কথা সার ।  
 কিবা কার দৃষ্টি কিবা ব্যাধির সগার ॥ (জা. ৭)

ততক্ষণে সচেতন হইল ব্রাহ্মণ ।  
 টক টক ধ্যান করি রহিল নয়ান ॥  
 সখীর বচন শ্রুনি উন্মত্তের মত ।  
 লাজ ভয় তেজি কহে নিজ মনোরথ ॥  
 এই চিতাউরে বৈসে মহা বাটোয়ার ।  
 যারে দেখে তারে মারে না করি বিচার ॥  
 কেহ নাহি রক্ষক গোহারি নাহি লাগে ।  
 সর্ব ধন থাকিতে পরাণী লয় আগে ॥  
 এহারে না করে ডর হেন ঠগ এথা ।  
 ভিখারি না এড়ায় আনের কি কথা ॥  
 আস্তরে অনিল জ্বলে হ্রদে লাগে বাণ ।  
 গ্ৰীবাতে পরয় ফান্দ সজল নয়ান ॥

১ হই বিশ্বজ্ঞ ২ ফান্দেত ব্যাকিল পাখী ৩ বিস্মিত ৪ কন্যা ৫ বিশ্বজ্ঞ  
 ৬ চিকিৎসক ৭ বৈসাইল ৮ চোক্ষে ৯ কাপে সান্নিবাতে ১০ হৈতে  
 ১১ পদ্বিছতে ১২ রাখে ১৩ ব্যাধির ১৪ ততক্ষণে চেতন হইল ব্রাহ্মণ  
 ১৫ ধরি ১৬ উন্মত্তের ১৭ মনুরত ১৮ মহা ১৯ মাঝে ২০ রৈক্ষক  
 ২১ নিল ২২ ধর্মের নাহিক ২৩ ২৪ ভিকারি না এরে এথা  
 ২৫ গীর্ষবাতে পরিণত

• হবিষী সংস্করণে অতিরিক্ত পংক্তি—

কাহারে করিব বাক্য কেবা জানে তারে ।  
 সন্দেহ হৈ কামদৃষ্টি ছরিতে তক্ষরে ॥

লক্ষার্থ টীকা : গোহারি—আবেদন  
 বাটোয়ার—বাটপার  
 সান্নিপাত—বিকার রোগ

মন্তব্য : সপ্তম শতাব্দের অনুবাদ মূলের তুলনায় সংক্ষিপ্ত । মূলে রাঘবের অবস্থা দেখে সখীদের সন্দেহ-ভালিকাটি আরও অনেক বড় । অনুবাদে এর কয়েকটি মাত্র গ্রহণ করা হয়েছে । অন্তিম শতাব্দের অনুবাদটি মূলের দোহাসমেত অনেকটাই মূলানুগ । তবে মূলে চেতনালব্ধ রাঘব চেতনের উন্মত্ত আচরণগুলি আরও অনেক স্পষ্ট । অনুবাদে তার চিত্রপট্ট নেই, সংবাদটুকু আছে । অনুবাদের শেষ চরণ দুটি মৌলিক, মূলে এর সম্মান নেই ।

চরণে নিগর পারে মগ হএ বন্দী ।  
 কে পারে বৃদ্ধিতে হেন বধিকের শম্ভি<sup>১</sup> ॥২  
 সখী বোলে চতন চতন মগ মাজ ।  
 সেই শে কহিতে যুগ্য<sup>২</sup> রহে প্রাণ লাজ ॥৩+  
 জেন<sup>৩</sup> মনে ইচ্ছা হএ জাঁন নরে পাইত ।  
 নৃপতি হইত সবে কেহ ন মরিত ॥  
 কথ ২ জন্তু করি ন পাই মরএ ।  
 জার ভাগ্যে ধরে জন্তু করিলে ঘটএ ॥  
 প্রবল জাহার কক্ষ<sup>৪</sup> বিনি জন্তু পাএ ।  
 কক্ষ<sup>৫</sup>হিগ কথ আছে পাই যাহা জ্ঞাএ<sup>৬</sup> ॥  
 আপনে পশ্চিডত তুমী শভাকে<sup>৭</sup> বৃদ্ধাও ।  
 তোমা বৃদ্ধাইব কোণে<sup>৮</sup> বিমর্শিয়া চাও ॥  
 রাখবে আপনা মনে বিচারি রহস্য ।<sup>৮</sup>  
 রহিতে নারিব এথা চলন আবস্য<sup>৯</sup> ॥X  
 দেখীএ উঞ্চল পন্ত চলিএ সকালে ।  
 বর বাএ মোহা দৃষ্ণ<sup>১০</sup> সমএ বিকালে ॥  
 আন স্থানে ন মাগি মাগন যুগ্য<sup>১১</sup> তথা ।  
 ভক্তিভাবে মাগনে নৈরাসে<sup>১২</sup> নহে জথা ॥  
 ছোলতান আলাউদ্দীন দিল্লীর ইম্বর ।<sup>১৩</sup>  
 তান স্থানে মাগী গিয়া কক্ষণ দোশর ॥  
 মোর উপদেশ হেন কথ<sup>১৪</sup> যদি পাএ ।  
 অজস্ম দারিদ্র মোর খাঁড়ব লিলাএ ॥

১ বিধির এ শম্ভি ২ জৈগ্য ৩ সেই ৪ ভাগ্য ৫ হারাএ ৬ সবাকৈ  
 ৭ তোমাকে বৃদ্ধাইব কণে ৮ রোহাস্য ৯ আবেস্য ১০ বর বাও  
 মহাদৃক ১১ জৈগ্য ১২ নৈরাস ১৩ ছোলতান য়ালাওদ্দীন দিল্লীর  
 ১৪ কৈন্যা

\* হবিবী সংস্করণে অতিরিক্ত পংক্তি—

কি দেখিল কি দেখিল করি সখী সঙ্গ ।  
 মহা ধনঞ্জয় মাঝে দাঁহিল পতঙ্গ ॥

+ হবিবী সংস্করণে অতিরিক্ত পংক্তি—

হস্তপদ দাঁহিয়া যে অঙ্গ হৈব ভঙ্গ ।  
 জবে বিপ্র চক্ৰ ভারি দেখিয়া মানস ॥

X হবিবী সংস্করণে অতিরিক্ত পংক্তি—

উন উন নম নম শত শত কই ।  
 মনে চিন্তি এই লিখি চলে ভ্রম হই ॥  
 ছাটি চলে চলি চলি অর্থাৎ শে প্রকাশ ।  
 চক্ষে পোরে মগ কুঞ্জে নিকট আকাশ ॥

চরণে নিগড় পারে মন হয় বন্দী ।  
 কে পারে বৃদ্ধিতে হেন বধিকের শম্ভি ॥ (জা.৮)  
 সখী বোলে চতন চতন মন মাঝ ।  
 সেই সে কহিতে যোগ্য রহে প্রাণে লাজ ॥  
 যেই মনে ইচ্ছা হয় যদি নরে পাইত ।  
 নৃপতি হইত সবে কেহ না মরিত ॥  
 কত কত যন্তু করি না পাই মরয় ।  
 যার ভাগ্যে ধরে যন্তু করিলে ঘটয় ॥  
 প্রবল যাহার ভাগ্য বিনি যন্তু পায় ।  
 ভাগ্যহীন কত আছে পাইয়া হারায় ॥  
 আপনে পশ্চিডত তুমি সবাকৈ বৃদ্ধাও ।  
 তোমা বৃদ্ধাইব কোনে বিমর্শিয়া চাও ॥ (জা.১০)  
 রাখবে আপনা মনে বিচারি রহস্য ।  
 রহিতে নারিব এথা চলন অবস্য ॥  
 দেখিয়া উঞ্চল পন্ত চলিয়ে সকালে ।  
 বড় বায় মহা দৃষ্ণ সময় বিকালে ॥  
 আন স্থানে না মাগি মাগন যোগ্য যথা ।  
 ভক্তিভাবে মাগনে নৈরাশ নহে তথা ॥  
 ছোলতান আলাউদ্দীন দিল্লীর ইম্বর ।  
 তান স্থানে মাগি গিয়া কক্ষণ দোশর ॥  
 মোর উপদেশে হেন কন্যা যদি পায় ।  
 অজস্ম দারিদ্র্য মোর খাঁড়ব লীলায় ॥ (জা. ১১)

শব্দার্থ টীকা : বিমর্শিয়া—বিচার বা বিবেচনা করে ।  
 বধিকের শম্ভি—হত্যাকারীর মতলব

মন্তব্য : নবম স্তবকের রাখব-কচনটি অনুবাদে বিজ্ঞিত ।  
 দশম স্তবকের সখী-কচনটি অনুবাদে অনেক সংক্ষিপ্ত । মূলের  
 নীতিবচনগুলি অনুবাদে ছেঁকে তুলে নেওয়া হয়েছে ।  
 দোহা অংশটি অনুবাদে রক্ষিত । একাদশ স্তবকের অনূ-  
 বাদটিও মূলের সংক্ষিপ্তসার । মূলে কাদতে কাদতে আসা  
 যাওয়ার মধ্যে এ জগতে প্রবেশ-প্রস্থান তথা জন্ম-মৃত্যুর  
 যে দার্শনিকতা আছে অনুবাদে তা বিজ্ঞিত । এর পরিবর্তে  
 অনুবাদে জীবন-প্রত্যয়ের সূত্র এবং অপরাহ্নের দৃষ্ণ-  
 দূর্ব্যেগের চিত্র এসেছে । মূলে আছে দিল্লীর ঐশ্বর্যময়  
 টাকশালার সূবর্ণচিত্র, অনুবাদে তা অনূপস্থিত । দোহা  
 অংশের আলংকারিকতা অনুবাদে নেই ।

## রাঘব চেতন দিল্লীগমন খণ্ড

এসব<sup>১</sup> ভাবিয়া মনে রাঘব চেতন ।  
 ধীরে ২ তথা হোশ্তে করিল গমন ॥  
 জাইতে ২ গেল দিল্লির মাজার ।  
 দেখিলেক দেশ অতি অলঙ্গ অপার ॥  
 অতিসয় উত্তর দিল্লিসর নাট ।<sup>২</sup>  
 ছত্রপতি গণে ভূমী ধরাএ ললাটে ॥  
 পনর ছত্রিস লক্ষ<sup>৩</sup> দিব্য অশ্ববার ।  
 ময়মন্ত গজ<sup>৪</sup> ধ্বারে বিংশতি হাজার ॥  
 সহস্র ২ অশ্ব সতে ২ হাতি ।  
 লক্ষ সংখ্যা<sup>৫</sup> তার পাশে আছয় পদাতি ॥  
 সতে ২ হেন মত উমরা মহন্ত ।  
 করজোবে সাহা আগে<sup>৬</sup> দান্ডাই থাকন্ত ॥  
 দোহাজারি তেহাজারি হাজারে হাজার ।  
 পঞ্চসতি শশুশতি গণিতে অপার ॥  
 আর নানা দেশী চতুর্দিকে<sup>৭</sup> নৃপগন ।  
 ধ্বাব না<sup>৮</sup> পাএ কেহ করিয়া জন্তন ॥  
 নিপ্রে বোলে নৃপ কদলে ন<sup>৯</sup> পায়ন্ত দেখা ।  
 ব্রাহ্মন ভিখারী খদ্দ মোর কিবা লিখা ॥  
 কেমতে পাইব আমি সাহা দরসন<sup>১০</sup> ।  
 ভাবিয়া চিন্তিয়া মনে বৃজিল ব্রাহ্মন ॥

- ১ এথেক ২ দিল্লিশ্বর পাট  
 ৩ প্রবল চত্রিস লৈক্ষ  
 ৪ সদা মন্ত ৫ লৈক্ষে ২  
 ৬ পাশে ৭ চতুর্দেসী  
 ৮ নাই ৯ না ১০ সাহাব দ্রসন

এতেক ভাবিয়া মনে রাঘব চেতন ।  
 ধীরে ধীরে তথা হোশ্তে করিল গমন ॥  
 যাইতে যাইতে গেল দিল্লীর মাঝার ।  
 দেখিলেক দেশ অতি অলঙ্ঘ্য অপার ॥  
 অতিশয় উচ্চতর দিল্লীশ্বর পাট ।  
 ছত্রপতিগণ ভূমি ধরয় ললাট ॥  
 প্রবল ছত্রিশ লক্ষ দিব্য অশ্ববার ।  
 ময়মন্ত গজধ্বাবে বিংশতি হাজার ॥  
 সহস্র সহস্র অশ্ব শতে শতে হাতি ।  
 লক্ষ সংখ্যা যার পাশে আছয় পদাতি ॥  
 শতে শতে হেন মত উমরা মোহন্ত ।  
 করজোড়ে সাহা আগে দান্ডাই থাকন্ত ॥  
 দো-হাজারি তে-হাজারি হাজারে হাজার ।  
 পঞ্চশতী সশুশতী গণিতে অপার ॥  
 আর নানা দেশী চতুর্দিকে নৃপগন ।  
 ধ্বাব নাহি পায় কেহ করিয়া যতন ॥  
 বিপ্রে বোলে নৃপকদলে না পায়ন্ত দেখা ।  
 ব্রাহ্মন ভিখারী খদ্দ মোর কিবা লেখা ॥  
 কেমতে পাইব আমি সাহা দরশন ।  
 ভাবিয়া চিন্তিয়া মনে বৃজিল ব্রাহ্মন ॥ (জা. ১)

- ব্রাহ্মণ টীকা : ভূমি ধরয় ললাট—মাটিতে কপাল ছুঁইয়ে  
 কনিষ্ঠ করে  
 উমরা মোহন্ত—ওমবাহ প্রভৃতি মহাজন  
 দো-হাজারী তে-হাজারী—দু হাজারী তিন হাজারী  
 মনসবদার, মূলে এদের কথা নেই ।

মন্তব্য : প্রথম স্তবকের অনুবাদ হুবহু মূলানুগ না হলেও অনেকটা মূলনিষ্ঠ । তবে দিল্লী-দরবার বর্ণনা করতে গিয়ে জায়সী যেখানে শেরশাহের পাঠান রাজসভাকে আদর্শ করেছেন আলাওলের আদর্শ সেক্ষেত্রে সমকালীন যোগল দরবার । আলাওলের দরবার বর্ণনায় সংখ্যাগত বিশ্কার আরও বেশী । তবে দরবার দেখে রাঘব চেতনের উৎকণ্ঠা-ব্যাকুলতা মূলে যেতখানি সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে, অনুবাদে ততটা স্পষ্ট নয় ।

একশ্বর লেছে জেই<sup>১</sup> সংসারের ভার ।  
 কাল আখি<sup>২</sup> দেখে শেই সকল সংসার ॥  
 যুজ্জগণে হৈল চিত্তে<sup>৩</sup> নৃপ অধিপতি ।  
 কোণ মতে পালাএ সকল বসুমতি ॥  
 অতি উণ্ড সিংগাসনে বসি দেএ বার<sup>৪</sup> ।  
 সকল উপরে দৃষ্টি<sup>৫</sup> পরএ তাহার ॥  
 সর্বাদিন রাজকায্য<sup>৬</sup> যুখ<sup>৭</sup> বিলাসএ ।  
 উদাসীন রূপে<sup>৮</sup> নিসী নগর ভ্রমএ ॥  
 কিবা রাও<sup>৯</sup> কিবা রক্ষ<sup>১০</sup> দেশে জুথ জাতি ।  
 সকলের বার্তা<sup>১১</sup> দূতে কহে দিন<sup>১২</sup> রাত ॥  
 পশ্চিক বিদেশী আইলে দেশের মাজার ।  
 ততক্ষনে<sup>১৩</sup> কহএ সভাব<sup>১৪</sup> সমাচার ॥  
 সাহা আগে এক দূতে কল্যা<sup>১৫</sup> নিবেদন ।  
 এক বিপ্রে<sup>১৬</sup> য্বারে করে রত্নেব<sup>১৭</sup> কংকন ॥  
 সাহার মনেত মায়ী শূনিয়া ভিকারি ।  
 পরদেশী জন কথা পুছন্ত<sup>১৮</sup> হাংকারি ॥  
 কংকন পদরুস করে শূনি দিল্লীনাথ ।  
 কতুকে আদেশ কলা<sup>১৯</sup> আনিতে সাক্ষাত ॥  
 রাঘব চেতন মনে আছিল নৈরাস ।  
 সাহার আদেশ হৈল অত্যন্ত<sup>২০</sup> উল্লাস ॥

১ জেবা ২ জ্ঞান আখী ৩ সজাগন হৈছে চিত্ত ৪ অতি উণ্ডো  
 উপরে বসীয়া অনিবার ৫ দৃষ্টি ৬ কাজে ৭ যুখে ৮ উদাসীনে  
 ৯ রাও ১০ রক্ষ ১১ বার্তা ১২ দিবা ১৩ তখনে ১৪ সবানবে  
 ১৫ কৈল ১৬ বিপ্র ১৭ রতন ১৮ পুছন্ত ১৯ কৈল ২০ অত্যন্ত

একেশ্বর লইছে যেবা সংসারের ভার ।  
 জ্ঞান আখি দেখে সেই সকল সংসার ॥  
 সজাগ না হইলে চিত্ত নৃপ অধিপতি ।  
 কোনমতে পালায় সকল বসুমতি ॥  
 অতি উচ্চ সিংহাসনে বসিয়া অনিবার ।  
 সকল উপরে দৃষ্টি পড়য় তাহার ॥  
 সর্বাদিন রাজকাজে সুখ বিলাসয় ।  
 উদাসীন রূপে নিশি নগর ভ্রময় ॥  
 কিবা রাও কিবা রক্ষ দেশে যত জাতি ।  
 সকলের বার্তা দূতে কহে দিবা রাত ॥  
 পশ্চিক বিদেশী আইলে দেশের মাঝার ।  
 ততক্ষণে কহয় সভার সমাচার ॥  
 সাহা আগে এক দূতে কৈল নিবেদন ।  
 এক বিপ্র য্বারে করে রত্নের কংকণ ॥ (জা. ২)  
 সাহার মনেত মায়ী শূনিয়া ভিখারী ।  
 পরদেশী জন কোথা পুছন্ত হাংকারি ॥  
 কংকণ পদরুস করে শূনি দিল্লীনাথ ।  
 কৌতুকে আদেশ কৈল আনিতে সাক্ষাৎ ॥  
 রাঘব চেতন মনে আছিল নৈরাশ ।  
 সাহার আদেশে হইল অত্যন্ত উল্লাস ॥ (জা. ৩)

শব্দার্থ টীকা : রাও—রাজা  
 রক্ষ—ভিক্ষুক  
 পুছন্ত হাংকারী—চিৎকার ক'বে জিজ্ঞাসা করে

মন্তব্য : ঐতিহাসিক প্ৰবন্ধের অনুবাদ যতদূর সম্ভব মূলানুসারী । তৃতীয় প্ৰবন্ধের অনুবাদ মূলের তুলনায় যথাসংক্ষিপ্ত ।  
 মূলে সুলতানের বচনের মধ্যে একদিকে তাঁর পরবর্তী দিব্বিজয় যাত্রার অনেক ঐতিহাসিক ইঙ্গিত যেমন বর্তমান তেমন  
 জগতের নব্বত্তা সম্পর্কে জায়সীর দার্শনিকতাও প্রতিফলিত । জায়সীর আলাউদ্দীন কবির মতোই দার্শনিক । এই জগৎ  
 তাঁর কাছে দুখের সরের মতো । দুখ থেকে সর তুলে তুলে যেমন ঘি করা হয় এবং দাঁধ মশ্নন করে যেমন মাখন তোলা হয়  
 তেমন সুলতানও এই জগৎ মশ্নন করে সাম্রাজ্যকে গড়ে তুলেছেন । কিন্তু তিনি জ্ঞানের এর আগেও অনেকে এমন অনেক  
 দাঁধ মশ্নন করেছিলেন তাঁরা কেউই অবশিষ্ট নেই, তাঁদের গর্ব ধুলো হয়ে মাটিতে মিশে গেছে । জগতের নব্বত্তা সম্পর্কে  
 আলাউদ্দীনের এই দার্শনিক মনোভাবের মধ্যে জায়সীর সুফী মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছে । অনুবাদে এই সব তাত্ত্বিক  
 ও দার্শনিক সংকেতগুলি বর্জন করে ঘটনাটুকুই বিবৃত । আলাওল যে অমাত্যসভায় অনুবাদ করছিলেন, দার্শনিকতার  
 বদলে ঘটনার উল্লেখজন্য তাঁদের আগ্রহ ছিল বেশী ।

পরম হারিসে বিপ্র নিকটে আসিয়া ।  
 আসিম্বাদ কল্যা থিাত ভালে পরসিয়া<sup>১</sup> ॥  
 শতত<sup>২</sup> তোমার প্রতি তদুষ্টি হৈক<sup>৩</sup> বিধি ।  
 জোগ্যে<sup>৪</sup> ২ বাধ্য কর মনুরত সিম্বি ॥  
 হস্ত তুলি আসিম্বাদ করিতে ব্রাহ্মন ।  
 চমক<sup>৫</sup> কঙ্কন নগ লাগিয়া কিরন ॥  
 আঙ্গা কল্যা ছোলতানে হরসীত মন ।  
 ব্রাহ্মন ভিকারি কথা পাইলা কঙ্কন ॥  
 পুনরফি<sup>৬</sup> ভূমী সির ধরি শ্বজবর<sup>৭</sup> ।  
 উদগুস্ত বস হৈক রাজরাজেশ্বর<sup>৮</sup> ॥  
 পশ্বিনি নিগল শ্বপে গিলক মহনি<sup>৯</sup> ॥  
 চিতাউরে আনিল রঙ্গসেন নৃপমানি ॥  
 কমল সৈবব জিনি অগের স্ববাস ।  
 অনুক্শন গধুকর<sup>১০</sup> ভ্রমে তার পাস ॥  
 স্বর সিসি জিনি স্বদিত<sup>১১</sup> নয়ন বয়ান<sup>১২</sup> ।  
 দেখিলে গোরক্ষ সিম্বা মূর্নি হরে জ্ঞান<sup>১৩</sup> ॥  
 সচি<sup>১৪</sup> রাত রশভ, নহে রূপের তুলনা ।  
 সেই কন্যা<sup>১৫</sup> দিল মোরে কঙ্কন দক্ষিণা ॥  
 পেলিতে<sup>১৬</sup> কঙ্কন মূর্নি বেকত দেখিল<sup>১৭</sup> ॥  
 স্বদিতএ ভাবিল আখি লক্ষিতে নারিল<sup>১৮</sup> ॥  
 অচেতন হই আমি পরিল ধরনি ।  
 চেতাইল সখীগনে চক্ষ<sup>১৯</sup> দিয়া পানী ॥  
 ব্রাহ্মণ তপসি ধির ন পারি ধরিতে<sup>২০</sup> ।  
 অন্য জনে দেখি চিত্ত ধরাইব কেমতে ॥  
 এক করে<sup>২১</sup> কঙ্কন পরিল সেই ক্ষণে ।<sup>২২</sup>  
 দোসর কঙ্কন আর মাগি সাহা স্থানে<sup>২৩</sup> ॥

পরম হারিষে বিপ্র নিকটে আসিয়া ।  
 আশীর্বাদ কৈল ক্রিাত ভালে পরশিয়া ॥  
 সতত তোমার প্রতি তদুষ্টি হৌক বিধি ।  
 যুগে যুগে রাজ্য কর মনোরথ সিম্বি ॥  
 হস্ত তুলি আশীর্বাদ করিতে ব্রাহ্মণ ।  
 চমকে কঙ্কণ নগ লাগিয়া কিরণ ॥  
 আঞ্জা কৈল ছোলতানে হরষিত মন ।  
 ব্রাহ্মণ ভিখারি কোথা পাইলা কঙ্কণ ॥  
 পুনর্বাণ ভূমি শিব ধরি শ্বজবর ।  
 উদগুস্ত বশ হৌক রাজরাজেশ্বর ॥  
 পশ্বিনী সিংহলশ্বীপে ত্রৈলোক্যমোহিনী ।  
 চিতউরে আনিল রঙ্গসেন নৃপমাণি ॥  
 কমল সৌরভ জিনি অগের স্ববাস ।  
 অনুক্শণ গধুকর ভ্রমে তার পাশ ॥  
 সূর শশী জিনি জ্যোতি নয়ান বয়ান ।  
 দেখিলে গোরক্ষসিমা মূর্নি হবে জ্ঞান ॥  
 শচী রীঃ রশভ নহে রূপের তুলনা ।  
 সেই কন্যা দিল মোবে কঙ্কণ দক্ষিণা ॥  
 ফেলিতে কঙ্কণ মূর্নি বেকত দেখিল<sup>১৬</sup> ।  
 জ্যোতিতে<sup>১৬</sup> ভাবিল আখি লখিতে নারিল<sup>১৮</sup> ॥  
 অচেতন হই আমি পড়িল ধরণী ।  
 চেতাইল সখীগণে চক্ষে দিয়া পানী ॥  
 ব্রাহ্মণ তপস্বী ধীর না পারি ধরিতে ।  
 অন্য জনে দেখি চিত্ত ধরাইব কেমতে ॥  
 এক কবে কঙ্কণ পরিল সেই ক্ষণে ।  
 দোসর কঙ্কণ আর মাগি সাহা স্থানে ॥

১ আসীর্বাদ করিলেক ভূমী পরসীয়া ২ সতত ৩ হৌক ৪ জোগ্যে ৫  
 ৬ চমকে ৭ পূর্নি করি ৮ দিয়া শ্বজবর ৯ রাজা রাজেশ্বর ১০ পশ্বিনি  
 সীংগল দিপে গিলেকমহনি ১০ গধুকর ১১ রূপ ১২ নয়ান  
 বয়ান ১৩ হারাএ জে পান ১৪ সসী ১৫ সেই কৈন্যা ১৬ ফেলিতে  
 ১৭ দেখিল<sup>১৬</sup> ১৮ স্বদিতএ ভাবিল মূর্নি দেখিতে নারিল<sup>১৮</sup> ১৯ চোকে  
 ২০ ব্রাহ্মণ তপসী ধিক নারি ধরাইতে ২১ একাকারে ২২ পরিল<sup>১৮</sup>  
 তেঁকারণ ২৩ স্থান

শব্দার্থ টীকা : শচী—ইন্দ্রানী ;  
 বতি—মদনপ্রিয়া ,  
 রশভা—শ্বর্গের অঙ্গস্বী  
 চেতাইল—চেতন করাল

মন্তব্য : চতুর্থ শতকের অন্তিমাব্দে অনেকখানি মূলানুগ হলেও মূলের তুলনায় দীর্ঘ । কোথাও কোথাও কিছু অতিরিক্ত  
 সংযোজন আছে । পশ্চিমবর্তীকে দেখলে মূর্নির ধ্যানভঙ্গ হওয়ার কথা মূলে যেমন নেই, তেমনি পশ্চিমবর্তীর রূপের তুলনা করতে  
 গিয়ে শ্বর্গের হিন্দু অঙ্গস্বীদের নাম করে করে টেনে আনাও মূলে হয় নি । মূলের তুলনায় কাছাকাছি শ্বর্গীয় কঙ্কণ প্রার্থনা মূলে  
 নেই, আবার প্রথম কঙ্কণলাভের ঘটনা বিবরণও মূলে অন্তর্ভুক্ত । অন্তিমাব্দে শতকের শেষ দৃষ্টি লাইনও নবসংযোজন ।

সাহার সেবার ষ্ণ্য<sup>১</sup> এমন<sup>২</sup> সোন্দরী ।  
 ইন্দ্র পাশে থাকিতে উচিত অপছারি<sup>৩</sup> ॥  
 শ্বিজ বাক্য<sup>৪</sup> ষ্ণিনি শাহা হাসিয়া ইস্ত<sup>৫</sup> ।  
 বৃজিল ব্রাহ্মণ কিছু উমত<sup>৬</sup> চরিত ॥  
 কাচ জোগ্য<sup>৭</sup> ভিক্ষুকে কাণ্ডন জদি পায় ।  
 ভূমীতে থাকিয়া তবে<sup>৮</sup> ষ্ণমেব্ চালায় ॥  
 পশ্চিমত তপস্যা সত্য<sup>৯</sup> কহিতে উচিত ।  
 তোমার বচনে জেন<sup>১০</sup> ন লাগে পতিত ॥  
 কথা হেন নারী আছে প্রার্থিব<sup>১১</sup> ভিতর ।  
 ষ্ণর শশী নহে জার রূপের দোসর ॥  
 আশ্চর্য<sup>১২</sup> সেবাএ কথ আছেএ পশ্বিনি<sup>১৩</sup> ।  
 ভোষণ বিচারি লক্ষ হোস্তে<sup>১৪</sup> এক আনি ॥  
 সোল শত মধ্যে<sup>১৫</sup> জদি দেখে<sup>১৬</sup> এক দাসী ।  
 তাহার শতক গুনে<sup>১৭</sup> কহিব প্রকাশী ॥  
 ব্রাহ্মণে বৃজিল<sup>১৮</sup> সাহা দিল্লব ইশ্বর ।  
 সংসারের ছত্রপতি তোমার কিঙ্কর ॥  
 জথেক দুল্লভ বস্ত্র আছে প্রার্থিব<sup>১৯</sup> ।  
 তোমার সাক্ষাতে সত্য<sup>২০</sup> আইসে নিত্য নিত ॥  
 তোমার সমান আর কে আছে ভোবনে ।  
 তোমা সম থাকিবেক তাহার সদনে<sup>২১</sup> ॥  
 ব্রাহ্মণ ভিকারি দুই<sup>২২</sup> চতুর্বেদগোতা ।  
 শাহা আগে মীত্যা বাক্য<sup>২৩</sup> কি মোর জোগ্যতা<sup>২৪</sup> ॥  
 শশ্বীশ্বপ ভ্রমী আছে<sup>২৫</sup> বিশ্বার কারণ ।  
 তেকারণে নাম ধরি রাখব চেতন ॥  
 নানা রূপ দেখী আছি ভ্রমী নানা দেশ ।  
 সাম্প্রহো জানিছো<sup>২৬</sup> জখ ভাল মন্দ লেস<sup>২৭</sup> ॥  
 হস্তিনী চিহ্নিত<sup>২৮</sup> আর শিখিনী<sup>২৯</sup> ষ্ণবতি ।  
 এ সকল শ্বিপে জন্মে<sup>৩০</sup> এ সকল<sup>৩১</sup> জাতি ॥

১ ষ্ণ্য ২ এমত ৩ সহচরী ৪ শ্বিজবাক্য ৫ উমত ৬ জৈগ্য  
 ৭ থাকিতে ভার ৮ সৈন্ত ৯ মোর ১০ প্রার্থিব ১১ আমার  
 ১২ পশ্বিনি ১৩ লক্ষ হস্তে ১৪ মৈত্রে ১৫ দেখ ১৬ গুণ  
 ১৭ বোলএ ১৮ প্রার্থিবত ১৯ সব ২০ সাধনে ২১ দুই ২২ কথা  
 ২৩ জৈগ্যতা ২৪ আছি ২৫ সাম্প্রহো জানিছি ২৬ ক্রেস  
 ২৭ চিহ্নিত ২৮ শিখিনী ২৯ দিপে জন্ম ৩০ এই তিন

মন্তব্য : পঞ্চম শ্লোকের অনুবাদে বিষয়গত মূলানুগত্য থাকলেও চরিত্রগত মূলানুগামিতা ঘটে নি। মূলের আলাউদ্দীন অনেক স্পর্ধিত, অনুবাদে সেই রাজকীয় শ্লাঘা ফুটে ওঠে নি। বিশেষতঃ দোহা অংশটিতে সুলতানের যে আশ্বাসাধা প্রকাশিত অনুবাদে তা বিজ্ঞত। ষষ্ঠ শ্লোকের অনুবাদ মোটামুটি মূলানুগ। কেবল সিংহলের চতুর্বিধ দুল্লভ বস্ত্রের উল্লেখ করতে গিয়ে জায়সীর রাখব অমৃত, হংস, শাম্দল এবং পশ্বিনীর নাম করেছে, অনুবাদে শৃঙ্গ শেখেরটিই উল্লিখিত।

সাহার সেবার যোগ্য এমন সুন্দরী ।  
 ইন্দ্রপাশে থাকিতে উচিত অসরী ॥ (জা. ৪)  
 শ্বিজবাক্য ষ্ণিনি সাহা হাসিয়া ষ্ণৎ ।  
 বৃজিল ব্রাহ্মণ কিছু উমত চরিত ॥  
 কাচযোগ্য ভিক্ষুকে কাণ্ডন যদি পায় ।  
 ভূমিতে থাকিয়া তবে সুমেব্ চালায় ॥  
 পশ্চিমত তপস্বী সত্য কহিতে উচিত ।  
 তোমার বচনে যেন না লাগে প্রতীত ॥  
 কোথা হেন নারী আছে পৃথিবী ভিতর ।  
 সুর শশী নহে যার রূপের দোসর ॥  
 আমার সেবায় কত আছে পশ্বিনী ।  
 ভুবন বিচারি লক্ষ হোস্তে এক আনি ॥  
 ষোলশত মধ্যে যদি দেখ এক দাসী ।  
 তাহার শতক গুণ কহিব প্রকাশি ॥ (জা. ৫)  
 ব্রাহ্মণে বৃজিল সাহা দিল্লীর ষ্ণব ।  
 সংসারের ছত্রপতি তোমার কিঙ্কর ॥  
 যতেক দুল্লভ বস্ত্র আছে পৃথিবীত ।  
 তোমার সাক্ষাতে সব আইসে নিত্য নিত ॥  
 তোমার সমান আর কে আছে ভুবনে ।  
 তোমা সম থাকিবেক তাহার সদনে ॥  
 ব্রাহ্মণ ভিখারি দুই চতুর্বেদজ্ঞাতা ।  
 সাহা আগে মিথ্যাবাক্য কি মোব যোগ্যতা ॥  
 সশ্বীশ্বপ ভ্রমীয়াছি বিদ্যার কারণ ।  
 তেকারণে নাম ধরি রাখব চেতন ॥  
 নানারূপ দেখিয়াছি ভ্রমি নানা দেশ ।  
 শাম্প্রহো জানিছি যত ভালমন্দ লেশ ।  
 হস্তিনী চিহ্নিত আর শিখিনী ষ্ণবতী ।  
 এ সকল শ্বীপে জন্মে এই তিন জাতি ॥ (জা. ৬)

শব্দার্থ টীকা : হস্তিনী চিহ্নিত আর শিখিনী ষ্ণবতী--চারপকার  
 নারীর মধ্যে তিনজাতীয় রমণী ;  
 জায়সীর পদমাঝে এই প্রসঙ্গে স্ত্রী ভের বর্ণন  
 নামে একটি পরিচ্ছেদ আছে যা আলাওলে নেই ।

## পদ্মাবতী-রূপচর্চা খণ্ড

সিংহল শ্বিপেত জন্মে<sup>১</sup> সমপদম পান্থিনি ।  
 বিধিবসে জন্মে তথা শ্রোলক্ষমোহনি<sup>২</sup> ॥  
 ঘরে ২ তথাৎ দেখীল<sup>৩</sup> ভালমন্দ ।  
 পদ্মাবতী আগে সব দিবসের চান্দ ॥  
 বদর শশী দরশনে বদুশ্বি শ্বির রহে<sup>৪</sup> ।  
 দেখীলে বদন তার মদুশ্চাগত হএ ॥  
 চারি জাতি রমনি<sup>৫</sup> জাহার জেন<sup>৬</sup> রিত ।  
 শ্লোকবন্দে বাখানিল শাহার বিদিত ॥  
 সেসব কাহিতে কথা বারে অতিসএ ।  
 রতিশাস্ত্রে আদি<sup>৭</sup> নানা পদুস্তকে<sup>৮</sup> আছএ ॥  
 পদ্মাবতী রূপে সেসে কাহিল বাখানি<sup>৯</sup> ।  
 শ্বনিতে ২ শাহা বোলে ধনি ২<sup>১০</sup> ॥  
 কনক কটীন অতি<sup>১১</sup> তনু বদুকমল ।  
 অধিক কমল<sup>১২</sup> গন্দ দর্পন উবল ॥  
 নবনি পোতলি তনু শ্রীজি বেদানন ।  
 কচ ঘন<sup>১৩</sup> নিশ্বী<sup>১৪</sup> ত তপন নিবারন ॥  
 দেখীতে বয়ান<sup>১৫</sup> নিশ্বলক্ষ পদু চান্দে ।  
 নয়ন চকোর<sup>১৬</sup> বাজে অলকার<sup>১৭</sup> ফান্দে ॥  
 ফান্দে বাজাইয়া পদুনি ন রহে খানিক ।  
 পরান থাকিয়া<sup>১৮</sup> মা...কটাক্ষ বিসিক ॥  
 মধুবাক্য মধুহাসে শ্বধা বরিসএ ।  
 বিজুলি ছটকে পদুনি মারিয়া জিয়াএ ॥  
 মদুদশ্বর মদুদহাসী মদুদমন্দগতি ।<sup>১৯</sup>  
 মদুদ<sup>২০</sup> বদুকমল তনু মদুদমন্দ<sup>২১</sup> ভাতি ॥  
 সকল কমল মাত্র হৃদয় কটীন ।  
 তেই সে হৃদয়ফল যুগ কণ্ট পীন ॥  
 পান্থিনির চিন অগে পশ্বের শ্ববাস ।  
 মধুলোভে ভোমর<sup>২২</sup> ভয় চারিপাস ॥  
 দান দিতে চিকশ্বারে আইল কলাবতি ।

প্রতিরূপে পশ্বে নিশ্বরিল অগুজ্যোতি ॥

১ সীঙ্গল দিপেতে জন্মে ২ শ্রীলৈক্ষমহানি ৩ দেখীলুম ৪ তির নএ  
 ৫ রমনির ৬ জে ৭ আর ৮ পোশুক ৯ বাখানি কাহিল ১০ ধম্ব হৈল  
 ১১ কচ ১২ নিলপশ্ব ভেল ১৩ কোচ ঘন ১৪ বয়ান ১৫ নয্যান  
 চকর ১৬ অলেখার ১৭ থাকিতে ১৮ মধুবাক্যে মধুহাসী ১৯ মধু  
 হাসী মদুদশ্বর মধু মন্দগতি ২০ মধু ২১ মধুরিত ২২ ভোমরা

মুলের প্রথম শ্বতবর্কটি অনুবাদে অনেকাংশই বিজ্ঞত। মুলের পান্থনী-বর্ণনা অনেক রোমান্টিক, অনুবাদ সেক্ষেত্রে  
 আলাঙ্কারিক। অলক ফাঁসে নয়ন চকোরকে বন্দী করে কটাক্ষশরে হৃদয় বিম্ব করে হত্যা করার আলাঙ্কারিক চিত্রটি মুলে নেই।  
 শ্বিতীয় শ্বতবর্কের অনুবাদের প্রথম দিকে মুলানুসরণ থাকলেও শেষাংশ শ্বাধীন। দোহা অংশটি অনুবাদে নেই।

সিংহল শ্বীপেত জন্মে সম্পূর্ণ পান্থনী ।  
 বিধিবশে জন্মে তথা শ্রৈলোক্যমোহনী ॥  
 ঘরে ঘরে তথাৎ দেখিল ভাল-মন্দ ।  
 পদ্মাবতী আগে সব দিবসের চান্দ ॥  
 সদর শশী দরশনে বদুশ্বি শ্বির রয় ।  
 দেখিলে বদন তার মচ্ছাগত হয় ॥  
 চারি জাতি রমণী যাহার যেন রীত ।  
 শ্লোকবন্দে বাখানিল সাহার বিদিত ॥  
 সে সব কাহিতে কথা বাড়ে অতিশয় ।  
 রতিশাস্ত্র আদি নানা পদুস্তকে আছয় ॥  
 পদ্মাবতী রূপে শেষে কাহিল বাখানি ।  
 শ্বনিতে শ্বনিতে সাহা বোলে ধনি ধনি ॥  
 কনক কাঠন অতি তনু সুকোমল ।  
 অধিক কমল গম্ব দর্পণ উজ্জ্বল ॥  
 নবনী পোতলি তনু সুজি দেবানন ।  
 কচ ঘন নিশ্বিত তপন নিবারণ ॥  
 দেখিতে বয়ান নিশ্বলক্ষ পূর্ণ চান্দে ।  
 নয়ন চকোর বাজে অলকার ফান্দে ॥  
 ফান্দে বাজাইয়া পদুনি না রহে খানিক ।  
 পরাণ তাকিয়া মারে কটাক্ষ বিশিখ ॥ (জা.১)  
 মধুবাক্য মধুহাসি শ্বধা বরিসয় ।  
 বিজুলী ছটকে পদুনি মারিয়া জিয়ায় ॥  
 মদুদশ্বর মদুদহাসি মদুদমন্দ গতি ।  
 মদুদ সুকোমল তনু মদুদমন্দ ভাতি ॥  
 সকল কোমল মাত্র হৃদয় কাঠন ।  
 তেই সে হৃদয়ফল যুগ কণ্ট পীন ॥  
 পান্থনীর চিন অগে পশ্বের শ্ববাস ।  
 মধুলোভে ভোমরা ভয় চারিপাশ ॥ (জা.২)

দান দিতে চিক শ্বারে আইল কলাবতী ।

প্রতি রূপশ্বে নিঃসরিল অগুজ্যোতি ॥

মন্তব্য : অনুবাদের প্রথম শ্বতবর্কটি মুলে নেই। মুলের শ্ব্রী-  
 ভেদখন্ডটি বর্জন করে আলাওল পরবর্তী পদ্মাবতী রূপচর্চা  
 খণ্ডে উপনীত। পদুস্তকের কলেবর বদুশ্বির ভয়েই আলাওল  
 শ্ব্রী-ভেদ-খন্ডটি বর্জন করেছেন বলে কৈফিয়ৎ দিয়েছেন।



কোণে মতে চিত্রকরে লিখিব তুলন<sup>১</sup> ।  
 ভাগমা লাবণ্য লিলা ন জাএ লিখন<sup>২</sup> ॥  
 গজগতি মধুবাক্য কটাক্ষ অতুল<sup>৩</sup> ।  
 লিখী ২ চিত্রকর<sup>৪</sup> ন পাইল কুল<sup>৫</sup> ॥  
 একান্ত রূপের লিলা ন জাএ কহন ।  
 জেই দেখে পাতিয়া আমার বচন ॥  
 দিব্য বস্ত্র অঙ্গে ঢাকি থাকে নিশি দিন<sup>৬</sup>  
 রাঘব চেতন কণ্ঠে বৈসে সরসতি ।  
 যদনি ২ বসি সাহা পতা হৈল অতি<sup>৭</sup> ॥

কোন মতে চিত্রকরে লিখিব তুলন ।  
 ভাগমা লাবণ্যলীলা না যায় লিখন ॥  
 গজগতি মধুবাক্য কটাক্ষ অতুল ।  
 লোখি লোখি চিত্রকরে না পাইল কুল ॥  
 একান্ত রূপের লীলা না যায় কহন ।  
 যেই দেখে পাতিয়ায় আমার বচন ॥  
 দিব্যবস্ত্র অঙ্গে ঢাকি থাকে নিশিদিন ।  
 বায়ুলগ্নে হয় যেন মৃকুর মলিন ॥  
 রাঘব চেতন কণ্ঠে বৈসে সরস্বতী ।  
 শূনি শূনি রসে সাহা ভুলিলেক অতি । (জা.৩)

গীত : রাগ, শ্রী গান্ধার

কুটীল কবরি<sup>১</sup> কৃষ্ণম<sup>২</sup> শাজ ।  
 তারক মন্ডলে<sup>৩</sup> জলধর মাজ ॥  
 যদ শশী দহ<sup>৪</sup> শিল্পব ভাল ।  
 বোরি বিধস্তদ অলকা জাল<sup>৫</sup> ॥  
 শোন্দরি<sup>৬</sup> কামিনী কাম<sup>৭</sup> বিমোহে ।  
 ঞ্জন গজন নরানে ছোহে ॥ ধুয়া ॥  
 মদন ধনুক ভুরু বিভগ<sup>৮</sup> ।  
 অপাঙ্গ ইগতে বান রগ<sup>৯</sup> ॥  
 নাশা খগপতি নহে সমতুল ।  
 যদরগ অধর বন্দুলি<sup>১০</sup> ফুল ॥  
 দশম মৃকুতা বিযুলি হাস ।  
 অমিয়া বরিখে<sup>১১</sup> মধুর ভাস ॥  
 উরুজ কটীন হেম কঠোর ।  
 হোরি মূনি জন মন<sup>১২</sup> বিভোর ॥  
 হরি করি দহু কৃষ্ণ কটি<sup>১৩</sup> নিতম্ব ।  
 রাজ হংসী জিনি গতি বিলম্ব ॥  
 কবি আলাঅলে মধুর গায় ।  
 মাগন কবিবিকৃতি<sup>১৪</sup> রহু<sup>১৫</sup> শদাএ ॥

কুটীল কবরী কৃষ্ণম শাজ ।  
 তাবকমন্ডলি জলধর মাঝ ॥  
 সুর শশী দোহ সিন্দুর ভাল ।  
 বৌড়ি বিধস্তদ অলকা জাল ॥  
 সূন্দরী কামিনী কাম বিমোহে ।  
 ঞ্জন গজন নরানে শোহে ॥  
 মদন ধনুক ভুরু বিভগ ।  
 অপাঙ্গ ইগতে বাণ রগ ॥  
 নাসা খগপতি নহে সমতুল ।  
 সুরগ অধর বান্দুলি ফুল ॥  
 দশম মৃকুতা বিজুলি হাস ।  
 অমিয়া বরিখে মধুর ভাস ॥  
 উরুজ কঠিন হেম কঠোর ।  
 হোরি মূনিজন মন বিভোর ॥  
 হরি করি কৃষ্ণ কটি নিতম্ব ।  
 রাজহংসী জিনি গতি বিলম্ব ॥  
 কবি আলাওলে মধুর গায় ।  
 মাগন কবিবিকৃতি রহু সদায় ॥

১ কন ২ চিত্রকরে ৩ তখন ৪ ভাগমা লাবণ্য লিলা না জাএ কখন  
 ৫ মধু বানি ৬ আতুল ৭ চিত্রকালে ৮ না পাইব মূলে ৯ পরবর্তী  
 ছাড় পংক্তি—বাউ লগ্নে হএ জেন মৃকুর মলিন ১০ যদনি ২ রসে  
 সাহা ভুলিলেক অতি ১১ কএববি ১২ কৃষ্ণম ১৩ মন্ডলি ১৪ দোহ  
 ১৫ কজ বিধন্য দব্য কাঙ্গল ১৬ সোলম্ব ১৭ কামে ১৮ ভুরুক ভক  
 ১৯ মদন উরুজ ২০ বান্দুলি ২১ বরিক্কে ২২ জনম ২৩ জিনিয়া  
 ২৪ কৃতি ২৫ রোক

মন্তব্য : তৃতীয় স্তবকের অনুবাদে মূলানুসারী নয় ।  
 মূলে এরপর পনেবোটি স্তবক জুড়ে পদ্মাবতীর অঙ্গ  
 প্রত্যঙ্গের রূপ বর্ণনা আছে । আলাওল নখাশিখ খণ্ডের  
 পদনরুক্তি দোষ এড়াবার জন্য তাকেই একটি নিজস্ব  
 পদাবলী গানের মধ্যে সংহত রূপে দান করেছেন । ভূনিতায়  
 মাগনের চন্দ্রাবতী কাব্যরচনার ইঙ্গিতটি লক্ষণীয় ।

রাগ মঞ্জরী, ষমক ছন্দ

ব্রাহ্মণের বাক্য<sup>১</sup> শাহা হৃদে প্রবেশীল ।  
 আনল পরসে জেন ঘৃত উনাইল ॥  
 জেন সেই মূর্তি আনি দেখাইল বিদিত ।  
 জ্ঞানদৃষ্টে হেরি শাহা হইল মোহিত<sup>২</sup> ॥  
 অন্তঃপূরে নারিগণ<sup>৩</sup> মনেত ন<sup>৪</sup> ভাএ ।  
 মন অলি পশ্ব<sup>৫</sup> বিন্দু অন্যায়ে ন চাহে<sup>৬</sup> ॥  
 চন্দ্রের রূপের ভাবে য়র ভেল লিন<sup>৭</sup> ।  
 অন্যদৃষ্টে তারাগন হইল মলিন ॥  
 ব্রাহ্মণেরে পদ্বনি জিঙ্গাসিল দিল্লীশ্বর ।  
 পদ্বনি কহ কোণ মত<sup>৮</sup> দেখীলা গোচর ॥  
 ব্রাহ্মণে বলিল শাহা রাখ্য<sup>৯</sup> অর্থাশুভ ।  
 আর পণ্ডনগ আছে পশ্বিনী<sup>১০</sup> শহিত ॥  
 সমুদ্র নৃপতি তারে দিআছে বেভার<sup>১১</sup> ।  
 অশ্বকারে জলে জেন প্রদীপ<sup>১২</sup> আকার ॥  
 প্রার্থিবিত<sup>১৩</sup> হেন নগ কেহ নহি পাএ ।  
 শাহা পাশে হেন বশ্ত<sup>১৪</sup> থাকিতে জোয়াএ<sup>১৫</sup> ॥  
 য়নিতে চপলা<sup>১৬</sup> চিত্ত হৈল দিল্লীশ্বর ।  
 পক্ষী<sup>১৭</sup> হৈলে তিলে জাএ চিতাউ<sup>১৮</sup> নগর ॥  
 রাখবেরে দানবশ্ত<sup>১৯</sup> দিল ছোলতানে<sup>২০</sup> ।  
 দশ হস্তি শত ঘোরা দিল শিগ্ৰ দাগে<sup>২১</sup> ॥  
 দোসর কংকণ আনি<sup>২২</sup> দিলেক তখন ।  
 ত্রিশ কটী মূল্য তক্ষা<sup>২৩</sup> লাগিছে রক্তন ॥  
 লক্ষ<sup>২৪</sup> হেম তক্ষা দিল ভক্ষের কারণ<sup>২৫</sup> ।  
 মোহন্ত শেবাএ তিলে দরিদ্র মচন<sup>২৬</sup> ॥  
 শাহা বোলে পশ্বিনী<sup>২৭</sup> পাইমু জেই দিন<sup>২৮</sup> ।  
 চিতাউর করি দিমু তোমার অধিন ॥

ব্রাহ্মণেব বাক্য সাহা-হৃদে প্রবেশিল ।  
 আনল পরশে যেন ঘৃত উনাইল ॥  
 যেন সেই মূর্তি আনি দেখাইল বিদিত ।  
 জ্ঞানদৃষ্টে হেরি সাহা হইল মোহিত ॥  
 অন্তঃপূরে নারীগণ মনেত না ভায় ।  
 মন অলি পশ্ব বিনে অন্যত্র না চায় ॥  
 চন্দ্রের রূপের ভাবে সুর ভেল লীন ।  
 অন্য দৃষ্টে তারাগণ হইল মলিন ॥  
 ব্রাহ্মণেরে পদ্বনি জিঙ্গাসিল দিল্লীশ্বর ।  
 পদ্বনি কহ কোন মতে দোঁখলা গোচর ॥ (জা.২০)  
 ব্রাহ্মণে বলিল সাহা রাজ্য অর্থাশুভ ।  
 আর পণ্ডনগ আছে পশ্বিনী সহিত ॥  
 সমুদ্র নৃপতি তারে দিয়াছে বেভার ।  
 অশ্বকারে জ্বলে যেন প্রদীপ আকার ॥  
 পৃথিবীত হেন নগ কেহ নাহি পায় ।  
 সাহা পাশে হেন বশ্ত থাকিতে জুয়ায় ॥ (জা.২১)  
 শূন্যিতে চপলচিত্ত হইল দিল্লীশ্বর ।  
 পক্ষী হৈলে তিলে যায় চিতাউব নগর ॥  
 রাখবেরে ধনরত্ন দিল ছোলতান ।  
 দশ হস্তী শত ঘোড়া দিল শীঘ্র দান ॥  
 দোসর কংকণ আনি দিলেক তখন ।  
 ত্রিশ কোটি মূল্য তক্ষা লাগিছে রতন ॥  
 লক্ষ হেম তক্ষা দিল ভক্ষের কারণ ।  
 মোহন্ত সেবায় তিলে দরিদ্র্য মোচন ॥  
 সাহা বোলে পশ্বিনী পাইমু যেই দিন ।  
 চিতাউর করি দিমু তোমার অধীন ॥

১ বাক্য ২ মূর্তি ৩ নারিগণ ৪ না ৫ পশ্ব ৬ না জাএ ৭  
 নিল ৮ পদ্বনি বোলে কন মতে ৯ রাজ ১০ পশ্বিনী ১১ বেভার ১২  
 দিবস ১৩ প্রার্থিবিতে ১৪ নগ ১৫ য়আএ ১৬ চপল ১৭ পাখা  
 ১৮ চিতাওর ১৯ ধনরত্ন ২০ ছোলতান ২১ সীগ্রে দান ২২ দান ২৩  
 ত্রিশ কটী তক্ষা মূল্য ২৪ লক্ষ ২৫ আনি ততৈকন ২৬ মোছন ২৭  
 পশ্বাবিত ২৮ জেদিন

শব্দার্থ টীকা : উনাইল—উস্তাপে গলে গলে ।  
 মনেত ন ভাষ—মনে লাগে না বা পছন্দ হয় না  
 সুর—সূর্য ;  
 পণ্ডনগ—পাটবয় ।  
 বেভার—যোতুক ।  
 জুয়ায়—যোগ্য বা উঁচত

মন্তব্য : বিংশ শতকের অন্তিমাব্দে অনেকটাই মুসলমানগণ । কেবল শতক শেষে আলাউদ্দীনের উর্জাটি অন্তিমাব্দে রূপান্তরিত ।  
 দোহা অংশটি অন্তিমাব্দে নেই । একবিংশ শতকে মূল্যে পাঁচটি বস্তুর উল্লেখ আছে, যথা হংস, অমৃত, পরশ পাথর, শাম্দুল  
 এবং রাজপক্ষী । অন্তিমাব্দে এর পরিবর্তে পণ্ডরকের উল্লেখ আছে ।

পিরিতে না দিলে কন্যা? হৈব হেন কৰ্ম ।  
 প্রথমে লইতে যুক্ত<sup>২</sup> রত্নসেন মৰ্ম ।।  
 শ্রীজা<sup>৩</sup> নামে এক বিপ্র পরম চতুর ।  
 অতিবর কথেক<sup>৪</sup> সংগ্রামে মহাবীর ।।  
 তার প্রীতি ছোলতানে করিল আদেশ ।  
 সিংহে চিতাউরে তুমী করিয়া প্রবেশ<sup>৫</sup> ।।  
 রত্নসেন স্থানে গিয়া মাগহ পৰ্ম্মনি<sup>৬</sup> ।  
 সমুদ্র নৃপতি দিছে জেই পঞ্চমনি ।।  
 তোমা সগে<sup>৭</sup> কন্যারত্ন পাঠাও<sup>৮</sup> শতর ।  
 তার দেশ হোস্তে<sup>৯</sup> আমি খন্ডাইব কর ।।  
 দ্বুওজে যুদ্ধদি<sup>১০</sup> দিমু তার রাযা<sup>১১</sup> তুল ।  
 ত্রিতিএ প্রশাদ<sup>১২</sup> পাইব শৰ্জন<sup>১৩</sup> বহুল ।।  
 পিরিতে না দেএ জদি কাইও তাহারে ।  
 শযা হউক<sup>১৪</sup> মোর শগে যুদ্ধ করিবারে ।।  
 বৃদ্ধি জদি থাকে তবে<sup>১৫</sup> শমপদ পাইবা ।  
 নহে মোর ক্রোধে তিলে<sup>১৬</sup> শৰ্বনাস হৈবা ।।  
 পত্র দিয়া শ্রীজারে<sup>১৭</sup> জে সিংহে পাটাইল ।  
 তুরিত গমনে চিতাউর দেশে গেল ।।\*

১ কৈন্যা ২ জোক্ত ৩ শ্রীজা ৪ কথক ৫ তুরিতে চলিয়া জাও  
 চিতাওর দেশ ৬ পৰ্ম্মনি ৭ সনে ৮ পাটাউক ৯ হস্তে ১০ দোওজে  
 সোন্দরি ১১ কাঞ্চ ১২ সনমান ১৩ প্রসাদ ১৪ সৈম্বজ হোক ১৫  
 তার ১৬ ক্রোধানলে ১৭ পত্র লেখী শ্রীজাকে জে

\* 'বা' পুথিতে এর পঃবতী<sup>১</sup> অতিবিত্ত কয়েকটি পংক্তি—

সাহার রাএবার বিপ্র দেশে আইল য়নি ।  
 আগদ্বারি নিতে আশা দিল নৃপমনি ।।  
 নৃপতি আদেশে বহু সৈন্য চলি গেল ।  
 বিপ্র পাসে গীআ সবে সম্বাসীআ দিলা ।।  
 নৃপতি সম্মুখে জদি সেই বিপ্র গেল ।  
 উস্থেসে প্রণামী সাহা রিতালত পুঁচিলা ।।  
 বিপ্র বোলে বরসেন য়ন আদি আম্ত ।  
 পত্র লেখী ছোলতানে মোকে পাটাইছন্ত ।।  
 এ বৃলিআ বিপ্রবর পত্র দিলে আনি ।  
 চমকিত সোভাখণ্ড হৈল কানাকানি ।।

পিরিতে না দিলে কন্যা হইব হেন কৰ্ম ।  
 প্রথমে লইতে যুক্ত রত্নসেন মৰ্ম ।।  
 শ্রীজা নামে এক বিপ্র পরম চতুর ।  
 অতি বড় কথক সংগ্রামে মহা শুর ।।  
 তার প্রীতি ছোলতানে করিল আদেশ ।  
 তুরিতে চলিয়া যাও চিতাউর দেশ ।।  
 রত্নসেন স্থানে গিয়া মাগহ পৰ্ম্মনী ।  
 সমুদ্র নৃপতি দিছে যেই পঞ্চমণি ।।  
 তোমা সগে কন্যারত্ন পাটাউক সস্তর ।  
 তার দেশ হোস্তে আমি খন্ডাইব কর ।।  
 দ্বুওজে চাম্পেরী দিমু তার রাজ্য তুল ।  
 তৃতীয়ে সম্মান পাইবা প্রসাদ বহুল ।।  
 পিরিতে না দেয় যদি কাইও তাহারে ।  
 সজ্জা হউক মোর সগে যুদ্ধ করিবাবে ।।  
 বৃদ্ধি যদি থাকে তবে সম্পদ পাইবা ।  
 নহে মোর ক্রোধানলে সর্বনাশ হইবা ।।  
 পত্র লেখি শ্রীজারে যে শীঘ্র পাটাইল ।  
 তুরিত গমনে চিতাউর দেশে গেল ।। (জা.২২)

শৰ্ম্মার্থ টীকা : শ্রীজা—মূল পদ্যাবতে এন নাম সরজা  
 খন্ডাইব কব—কর মস্ত করব ।  
 দ্বুওজে—শিবতীয়ত

মন্তব্য : শ্বাবিংশ শতকের অনুবাদের বিষয় অনেকখানি  
 মূলানুগ । তবে মূলে সুলতানের দূতের নাম সরজা, সে  
 সাপের চাবুক নিয়ে সিংহে চড়ে বেড়ায়, অনুবাদে সে হয়েছে  
 ব্রাহ্মণ শ্রীজা । এছাড়া মূলে সুলতানের মৌখিক নির্দেশের  
 বিস্তারিত বিবরণ নেই, অনুবাদে আছে শ্রীজার প্রীতি বিস্তৃত  
 নির্দেশ । মূলে আছে সংক্ষিপ্ত আদেশ পত্রলিপি । 'বা'  
 পুথিতে শ্রীজার রায়বার প্রসঙ্গে যে অতিরিক্ত বিবরণ আছে  
 তা মূলে না থাকায় বাহুল্য বিবেচনায় সম্পাদনা<sup>১</sup> পাঠে  
 বর্জন করা হল ।

## বাদশাহ আক্রমণ খণ্ড

নৃপ করে পঠ দিল চাহিল পড়িয়া<sup>১</sup> ।  
 মেঘ প্রায়ে রত্নশেনে উঠিল গর্জিয়া ॥  
 য়ুনিয়া সিংগেব-শব্দ ডরাএ<sup>২</sup> মাতঙ্গ ।  
 কদাচিত সিংগ দেখী সিংগ নহে<sup>৩</sup> ভঙ্গ ॥  
 ভাল শাহা প্রিথিবির<sup>৪</sup> পতি শিতর চিত ।  
 পুরুরেশের<sup>৫</sup> নারি মাগে চঞ্চল-চরিত ॥  
 খিতিপাল জোগ্য হএ ধির শিতর জন<sup>৬</sup> ।  
 এ মত আরতি<sup>৭</sup> মাত্র খলের লক্ষন<sup>৮</sup> ॥  
 ইন্দ্র পাশে অপচরা থাকএ শদাএ ।  
 অন্য জনে<sup>৯</sup> কর্ণে য়ুনে দেখীতে ন পাইএ ॥  
 রমনি শহস্র শোল<sup>১০</sup> গোপালে রমিল<sup>১১</sup> ।  
 নারদে মাগিয়া একজন ন পাইল ॥  
 জদি শীর<sup>১২</sup> মাগীত শঙ্কবে কাঠী দিতৌ ।  
 শাহার আদেশ হোস্তে মদুখ ন ফিরাইতৌ<sup>১৩</sup> ॥  
 কর্ণে<sup>১৪</sup> ন শহএ হেন অজগ্য বচন<sup>১৫</sup> ।  
 ঘরের রমনি দেএ কাপুরস জন ॥  
 বিপ্র বলি<sup>১৬</sup> মোর আগে কহসী কখন<sup>১৭</sup> ।  
 আনের পরান<sup>১৮</sup> ন রহিত এতক্ষন ॥  
 বিপ্রে বোলে হেন কাযে<sup>১৯</sup> আইশে জেই জন ।  
 মরনের ভএ তার নাহি কদাচন<sup>২০</sup> ॥  
 মৃত্তু ডবে কথা ন কহিলে রাএবারে ।  
 পুরুরসে<sup>২১</sup> অধম তাবে বলিএ সংশারে ॥  
 ইশ্বরের কায্যেত জাহার প্রাণ জাএ ।  
 তার ভাট্রিষ্মতে সতগুনে পদ পাইএ ॥  
 একে রাএবাব আমি দয়ুজে<sup>২২</sup> ব্রাহ্মণ ।  
 জশ পদ্য দই আছে আমার বধন<sup>২৩</sup> ॥  
 একদিন মৃত্তু আছে আবশ্য<sup>২৪</sup> মরিব ।  
 তথাপিহ তোমা কায্য<sup>২৫</sup> উচিত করিব ॥

১ পরিয়া ২ ডরাই ৩ সীঙ্গ না দে ৪ প্রিথিবির ৫ পুরুরসের  
 ৬ খোতি জৈগ্য ধির শিতর হএ নিপঞ্জর ৭ আকর্ষিত ৮ লৈক্ষন  
 ৯ আনজনে ১০ সংকা ১১ গোপালের ছিল ১২ সীর ১৩ নহে রাঙ্ক  
 ধন রত্ন ন মাগীল মস্ত ১৪ কর্ণে ন য়ুনে জেই আজৈগ্য বচন  
 ১৫ বিপ্র বোলে ১৬ কহসী বচন ১৭ জিবন ১৮ কাঙ্ক ১৯ নহে  
 কদাচন ২০ পুরুরস ২১ দোওজে ২২ বচন ২৩ আবশ্য ২৪ তথাপি  
 ইশ্বর কাঙ্ক

নৃপকরে পঠ দিল চাহিল পড়িয়া ।  
 মেঘপ্রায় রত্নসেন উঠিল গর্জিয়া ॥  
 শূনিয়া সিংহের শব্দ ডরায় মাতঙ্গ ।  
 কদাচিত সিংহ দেখি সিংহ নহে ভঙ্গ ॥  
 ভাল সাহা পৃথিবীর পতি স্থির-চিত ।  
 পুরুরুষের নারী মাগে চঞ্চল চরিত ॥  
 ক্ষিতিপাল যোগ্য হয় ধীর স্থির জন ।  
 এমত আরতি মাত্র খলের লক্ষণ ॥  
 ইন্দ্রপাশে অস্ববা থাকয় সদায় ।  
 অন্যজনে কর্ণে শূনে দেখিতে না পায় ॥  
 রমণী সহস্র বোল গোপালের ছিল ।  
 নারদে মাগিয়া একজন না পাইল ॥  
 যদি শির মাগিত সত্তরে কাটি দিতৌ ।  
 সাহার আদেশ হোস্তে মদুখ না ফিরাইতৌ ॥  
 কর্ণে না সহয় হেন অযোগ্য বচন ।  
 ঘরের রমণী দেয় কাপুরয় জন ॥  
 বিপ্র বলি মোর আগে কহসি কখন ।  
 আনের পরাণ না রহিত এতক্ষণ ॥ (জা-১)  
 বিপ্রে বোলে হেন কার্ণে আইসে যেই জন ।  
 মরণের ভয় তার নাহি কদাচন ॥  
 মৃত্তুডরে কথা না কহিলে রায়বারে ।  
 পুরুরুষ অধম তারে বোলয়ে সংসারে ॥  
 ঈশ্বরের কার্ণেত যাহার প্রাণ যায় ।  
 তার দ্বাতু সূতে শতগুণ পদ পায় ॥  
 একে রায়বার আমি দয়ুজে ব্রাহ্মণ ।  
 যশপূর্ণ হইয়াছে আমার বচন ॥  
 একদিন মৃত্তু আছে অবশ্য মরিব ।  
 তথাপি ঈশ্বরকার্য উচিত করিব ॥

মন্তব্য : প্রথম শতবকের অননুবাদে কয়েকটি পরিবর্তন  
 লক্ষণীয়। প্রথমত রাজার দশভািক্তিতে সিংহ-মাতঙ্গের  
 প্রসঙ্গটি মূলে নেই, মূলে আছে ব্যাঘ্র-সিংহের প্রসঙ্গ।  
 দ্বিতীয়তঃ পৌরাণিক দৃষ্টান্ত উপলক্ষে মূলের কংস-  
 প্রসঙ্গটি অননুবাদে নারদ প্রসঙ্গে পরিবর্তিত। মূলের  
 দোহা অংশটিও অননুবাদে রূপান্তরিত।

পাছে ন চিহ্নিতয়া নৃপ কহ অনর্দচিত ।  
 বিমর্শিয়া বদ্বহ আপনা হিতাহিত ॥  
 নক্ষত্র<sup>১</sup> বিষ্ঠীত যদ্বিতমশ্ত নিসাকর ।  
 ভাবি দেখ<sup>২</sup> কোণ মত যুয্যের গোচর ॥  
 বিলম্ব নাহিক হৈতে যুয্যের উদয় ।  
 জাহার প্রচণ্ড তাপে সংসার দহয় ॥  
 সাহার মণেত জাঁদ ক্রোধ<sup>৩</sup> উপর্জিব ।  
 প্রস্বত উফারি তিলে<sup>৪</sup> সমুদ্র ভারিব ॥  
 চিতাউর গর গব্ব<sup>৫</sup> জেবা কর মনে ।  
 ধূলি হৈয়া উরিবেক শাহা দরশনে<sup>৬</sup> ॥  
 জাহার ইংগতে গাঁরি সিন্দু হএ এক ।  
 অনর্দচিত তার শণে<sup>৭</sup> বাক্য<sup>৮</sup> অতিরেক ॥  
 মনের শ্রবনে নৃপ<sup>৯</sup> যদন মোর কথা ।  
 আপনার সর্বনাশ না কর শব্ব<sup>১০</sup>থা ॥  
 সহজে ব্রাহ্মণ আমি চাহি তোমা হিত ।  
 শাহা আংগা ভগ্ন না করিও কদাচিত ॥  
 চিতাউর হোন্তে শাহা<sup>১১</sup> খন্ডাইব কর ।  
 দ্বয়জে চান্দ্ররে দিব এ রায্য দোসর<sup>১২</sup> ॥  
 কোণ কার্য্য জগ্যা পম্বার্মিন<sup>১৩</sup> এক দাসি ।  
 পরিবার শাহিতে আপনা প্রাণ আশী<sup>১৪</sup> ॥  
 আর বহু শর্ঘ্যা ন<sup>১৫</sup> পাইবা নরপতি ।  
 জেই রায্য মা মাগ দিয়া পদুৱাইব মতি<sup>১৬</sup> ॥  
 (পরিবার শাহিতে আপনা প্রান নাশী<sup>১৭</sup> ।  
 কোণ কার্য্য পম্বার্মিন<sup>১৮</sup> জোগ্য এক<sup>১৯</sup> দাশী ॥)\*  
 নৃপে বোলে বিপ্র জাঁতি প্রাণের কাতর ।  
 তাহার কারনে কহ এ মত উত্তর ॥  
 ঘরের রমণি দিয়া সমপদ শয্যান<sup>২০</sup> ॥  
 এ মত ইশ্বর কোনে অধম অংগান<sup>২১</sup> ॥  
 বল গিয়া<sup>২২</sup> তরুকেরে না কর বিলম্ব ।  
 জথ শক্তি থাকে আইশউক রনার<sup>২৩</sup> ॥

১ নক্ষত্র ২ বৃক্ষ ৩ কোষ ৪ পশ্বত করিআ রেন্দু ৫ সাহার দ্রসনে  
 ৬ সন্দে ৭ বাক্য ৮ সাহা ৯ তোমা ১০ দোঅজে চন্দ্রানি দেস সমস্বর  
 ১১ পম্বার্মিন ১২ নাসী ১৩ সম্মান ১৪ পদুৱিব আরতি ১৫ পরিবার  
 সম্পদ কে জাইবেক নাসী ১৬ পম্বার্মিন ১৭ একজন ১৮ সম্মান  
 ১৯ এ মত ইশ্বিব কনে অধম যংগান ২০ বোল গাঁআ \*শিবরুত্ত চরণ

পাছে না চিহ্নিতয়া নৃপ কহ অনর্দচিত ।  
 বিমর্শিয়া বদ্বহ আপন হিতাহিত ॥  
 নক্ষত্র বেষ্টিত জ্যোতিষ্মন্ত নিশাকর ।  
 ভাবি দেখ কোন মত সুর্ষের গোচর ॥  
 বিলম্ব নাহিক হৈতে সুর্ষের উদয় ।  
 যাহার প্রচণ্ড তাপে সংসার দহয় ॥  
 সাহার মনেত যদি ক্রোধ উপর্জিব ।  
 পর্বত উপাড়ি তিলে সমুদ্র ভারিব ॥  
 চিতাউর গড় গব্ব<sup>৫</sup> যেবা কর মনে ।  
 ধূলি হই উড়িবেক সাহা দরশনে ॥  
 যাহার ইংগতে গাঁরি সিন্দু হয় এক ।  
 অনর্দচিত তার সণে বাক্য অতিরেক ॥  
 মনের শ্রবণে নৃপ শুন মোর কথা ।  
 আপনার সর্বনাশ না কর সর্ব<sup>১০</sup>থা ॥  
 সহজে ব্রাহ্মণ আমি চাহি তোমা হিত ।  
 সাহা-অজ্ঞা ভগ্ন না করিও কদাচিত ॥  
 চিতাউর হোন্তে সাহা খন্ডাইব কর ।  
 দ্বয়জে চান্দ্ররী দিব এ রাজ্য দোসর ॥  
 কোন কার্য্যযোগ্য পম্বার্মিনী এক দাসী ।  
 পরিবার সহিতে আপন প্রাণ নাশি ॥  
 আর বহু সম্মান পাইবা নরপতি ।  
 যেই রাজ্য মাগ দিয়া পদুৱিব আরতি ॥ (জা. ২)  
 নৃপ বোলে বিপ্র জাঁতি প্রাণের কাতর ।  
 তাহার কারণে কহ এমত উত্তর ॥  
 ঘরের রমণী দিয়া সম্পদ সম্মান ।  
 এমত ইচ্ছবে কোন অধম অজ্ঞান ॥  
 বল গিয়া তরুকেরে না করে বিলম্ব ।  
 যত শক্তি থাকে আইসউক রণার<sup>২৩</sup> ॥

মন্তব্য : শ্বিতীয় স্তবকের অনূবাদের শেষাংশ যথাসম্ভ  
 মূলানুগ, কিন্তু প্রথমাংশে যথেষ্ট ব্যতিক্রম আছে। মূলে  
 সুলতানের দত্ত রূপে সরঞ্জার গর্বিত ভাব আছে, অনূবাদের  
 বিস্তৃত ব্রাহ্মণের পরামর্শদাতার মনোভাব। অনূবাদের প্রথম-  
 দিকে কিছু সংযোজনও লক্ষণীয়। প্রভুকার্যে দোতা  
 করতে গিয়ে নিহত হলে লাভা বা পদুৱের শতগুণ শ্রেষ্ঠ পদ-  
 পদুরস্কারের কথা মূলে নেই, এটা কি রোসংগ রাজসভার  
 অভিজ্ঞতা?

পাশ্বিনীর শ্রম্বা হৈলে জাউক সিংগলে ।  
 যুদ্ধ শ্রম্বা হৈলে এথা আইশউক বলে<sup>১</sup> ॥  
 কালি যদি আসিবারে শ্রম্বা থাকে মনে ।  
 কহিয় আইসক<sup>২</sup> আজি আমার বচনে ॥  
 চিতাউর গর মোর য়মেরু য়সর<sup>৩</sup> ।  
 কার প্রানে লাঘিবেক<sup>৪</sup> ভোবন<sup>৫</sup> ভিতর<sup>৬</sup> ॥

পলটী<sup>৭</sup> আইল শ্রিজ শার বিদিত ।  
 পদন্তর বচন কহিল জথচিত<sup>৮</sup> ॥  
 য়নি ক্রোধে<sup>৯</sup> জলিয়া উটীল ছোলতান ।  
 প্রচন্দ কিরন জেন নিদাগের ভাব<sup>১০</sup> ॥  
 ক্রোধ হই বলিলে<sup>১১</sup> প্রচন্দ প্রতাব<sup>১২</sup> ।  
 এই য়দ্র শীন্দ<sup>১৩</sup> জদি আগা নহি গানে ।  
 প্রিথিবিতে মোরে ডরাইব কোণ জনে<sup>১৪</sup> ॥  
 আমার চরিত্র<sup>১৫</sup> শবে জানে ভালে ২ ।  
 পিপীলিকা পাখ হএ মরিবার<sup>১৬</sup> কালে ॥  
 আদেশীল ছোলতানে ক্রোধ<sup>১৭</sup> করি অতি ।  
 শখ্য হএ চিতাউরে চল<sup>১৮</sup> শীগ্ৰ গতি ॥

জথেক উনবাগে আছে নানা দেশে<sup>১৯</sup> ।  
 অতিশীগ্ৰে শকল আইশক মোর পাসে<sup>২০</sup> ॥  
 পত্র লই<sup>২১</sup> ধাবা পাটাইল চারি ভিতে ।  
 নানা দেশ হোন্তে জথ<sup>২২</sup> উমরা আনিতে ॥  
 বাজাই চলিল সাহা<sup>২৩</sup> মনে করি রোশ ।  
 প্রথমের পয়ান হইল ত্রিশ কোশ<sup>২৪</sup> ॥  
 চিতাউর শমুখে টাইল নব গীরি<sup>২৫</sup> ।  
 আশ্বর<sup>২৬</sup> মন্ডলি হইল শব্দ শন্য<sup>২৭</sup> ভারি ॥  
 অতি উত্ত<sup>২৮</sup> শাহার আমপকে<sup>২৯</sup> দলাদল ।  
 হিগুলা পবর্ত জিনি উদগ<sup>৩০</sup> উখল ॥  
 সেই মোহানবগীরি জবে উখ<sup>৩১</sup> করে ।  
 উপরে উটীয়া বাশ্বে<sup>৩২</sup> শতে ২ নরে ॥

১ আইসক সকালে ২ আসীতে ৩ য়স্বর ৪ লাগিবেক ও ভুবন  
 ৫ 'বা' পদ্বিধেত এবপর অতিরিক্ত দৃপান্তি—

একে ২ কথা জৈগ্য সকল কহিল ।  
 যনে বশ্বে সামন্তসীমা বিপ্র পাটাইল ॥

৭ পলটীয়া ৮ জথচিত ৯ ক্রোধে ১০ বান ১১ পংক্তিটি  
 অতিরিক্ত, 'বা' পদ্বিধেত নেই । ১২ হিন্দু ১৩ প্রিথিবিতে মোহরে  
 মানিব কন জনে ১৪ আটপ ১৫ মরনে ১৬ ক্রোধ ১৭ সাজ হও  
 চিতাউর জাই ১৮ দেস ১৯ পাস ২০ দিয়া ২১ সব ২২ জাঠা  
 করি চলে সাহা ২৩ লইল তিন কোশ ২৪ চিতাউর সাক্ষাতে টানাইল  
 বর গীরি ২৫ ওমরা ২৬ সখ্য সৈন্য ২৭ উত্ত অতি ২৮ আসক  
 ২৯ উত্তগ ৩০ থাকে

পাশ্বিনীর শ্রম্বা হৈলে যাউক সিংহলে ।  
 যুদ্ধ শ্রম্বা হৈলে এথা আইসউক বলে ॥  
 কালি যদি আসিবারে শ্রম্বা থাকে মনে ।  
 কহিয় আইসক আজি আমার বচনে ॥  
 চিতাউর গড় মোর স়মেরু স়সব ।  
 কার প্রাণে লাঘিবেক ভুবন ভিতর ॥ (জা.৩,৬)

পলটি আইল শ্রীজা সাহার বিদিত ।  
 পদন্তর বচন কহিল যথোচিত ।  
 শয়নি ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল ছোলতান ।  
 প্রচন্দ বিরণ যেন নিদাঘের তান ॥  
 এই ক্ষুদ্র হিন্দু যদি আস্তা নাহি গানে ।  
 পৃথিবীতে মোরে ডরাইব কোন জনে ॥  
 আমাব চরিত্র সবে জানে ভালে ভালে ।  
 পিপীলিকা পাখা হয় মরিবার কালে ॥  
 আদেশীলা ছোলতানে ক্রোধ করি অতি ।  
 সাজ হও চিতাউরে খাই শীগ্ৰগতি ॥ (জা ৬)

যতেক উনবাগণ আছে নানা দেশে ।  
 অতি শীঘ্ৰে সকল আইসক মোর পাশে ॥  
 পত্র লই ধাবা পাটাইল চারিভিতে ।  
 নানা দেশ হোন্তে যত উমরা আনিতে ॥  
 বাজাই চলিল সাহা মনে করি বোষ ।  
 প্রথমের পয়ান হইল ত্রিশ কোশ ॥  
 চিতাউর সমুখে টানাইল নব গিরি ।  
 অশ্বব মন্ডলী হৈল সর্ব সৈন্য ভারি ॥  
 অতি উচ্চ সাহার তাম্বুলী দলাদল ।  
 হিগুলা পবর্ত জিনি উত্তগ উখল ॥  
 সেই মহানভাগরি যবে উখর্দ করে ।  
 উপরে উঠিয়া বাশ্বে শতে শত নরে ॥

মন্তব্য : মুলের তৃতীয় ও পঞ্চম শতকের সাবাংশটুকু  
 নিয়ে বর্তমান অনুবাদ শতকটি রচিত । মুলের পৌরাণিক  
 (অজুর্ন) ও ঐতিহাসিক (সেকেন্দার শাহ) দৃষ্টান্তগুলি বাদ  
 দিয়ে অনুবাদে মুলে বস্তবাটুকু মাত্র গৃহীত । বাজার প্রভুস্বতর  
 শব্দের মাঝখানে চতুর্থ শতকে সবজাল উল্লিখিত অনুবাদে  
 বিজিত । ষষ্ঠ শতকের অনুবাদ মুলের তুলনায়  
 সর্বাঙ্গীণ । মুলে ইহুদীরাঙ্গ সুলতানের প্রসঙ্গ আছে  
 অনুবাদে তা বিজিত । মুলের দোহা অংশে আল্লাউদ্দীনের  
 রণশব্দের জয়ের ঐতিহাসিক ইংগিতটিও অনুবাদে  
 অনুপস্থিত । অপর দিকে অনুবাদে ক্রুধ সুলতানের সঙ্গে  
 মধ্যাহ্ন সূর্যের উপমাটি মুলে নুগ হলেও চিতোর-রাজ  
 প্রসঙ্গে সুলতানের মন্তব্য পিপীলিকা পাখা হয় মরিবার  
 কালে মুলে বিহিত এবং বঙ্গীয় প্রবচনের অন্তর্গত ।

তারে<sup>১</sup> বোর শন্য<sup>২</sup> ভরি বস্ত গৃহমএ ।  
 গগন মন্ডল ভরি জেন মেঘচএ<sup>৩</sup> ॥  
 শম্ব্যাকাল<sup>৪</sup> দেখী জেন পশ্চিমের ঘন ।  
 নানা বন ধরে লাগি<sup>৫</sup> ষড়্বেষ কিরণ ॥  
 সেই স্থানে তিনদিন বিশ্রাম করিলা ।  
 হস্তি ঘোরা অস্ত শন্য<sup>৬</sup> আসিয়া মিলিলা ॥  
 শত সংখ্যা<sup>৭</sup> বাছি সব করিছে প্রধান ।  
 বিংশতি সহস্র হস্তি পর্বত প্রমাণ ॥  
 লোহ অরক্ষক আর<sup>৮</sup> জগমগ জুড়তি ।  
 দূরে থাকি দেখে জেন আইশে মেঘপাতি<sup>৯</sup> ॥  
 গজপদভরে খিতি<sup>১০</sup> করে টলমল ।  
 ন সহে মকটে ভর<sup>১১</sup> হৈতে চাহে তল ॥  
 শরির গন্দ পাইলে<sup>১২</sup> করি কুল ধাএ ।  
 চক্ষে আশ্বিনারি দিয়া<sup>১৩</sup> রাখন্ত শদাএ ॥  
 নানা বনে নানা যুতি<sup>১৪</sup> তুরগে তুখার ।  
 উত্তকা<sup>১৫</sup> কর্ণিজম শগে<sup>১৬</sup> শ্রীত শোভাকার ॥  
 হিরার হাজার মোখি শুবন<sup>১৭</sup> জিরাই ।  
 চলিতে চরন জেন ন পরসে মই ।  
 এরািক তুরিক কশ্চিম জক<sup>১৮</sup> চুতাজি<sup>১৯</sup> ।  
 আরবি ভোথার<sup>২০</sup> রুমী আর হরমুজি<sup>২১</sup> ॥  
 পঞ্চকলে আনচলে মমাছি চৌধর<sup>২২</sup> ।  
 ছমুন্দ আরকালি লকুম একেহর<sup>২৩</sup> ॥  
 বোরখি কুশর্কি আর লৌকলা পিলগ<sup>২৪</sup> ।  
 যুরখম অবরস কুরগ<sup>২৫</sup> ২ ২৪ ॥  
 নানা বনে তুরি কারি<sup>২৬</sup> অশ্ব বাউ গতি ।  
 আরহন মাত্র হএ রিস জোস্ত অতি ॥\*

১ তার ২ সৈন্য ৩ মেঘ ছএ ৪ সৈম্ব্যাকালে ৫ নানা বর্ণে  
 লাগীজাছে ৬ সৈন্য ৭ সত সৈসকা ৮ মোহামএ ব্রজা অণ ৯ দূরে  
 থাকি আইসে জেন দেখে মেঘপাতি ১০ খেঁত ১১ না সহস্ত  
 মোহাভার ১২ কেসরির গন্দে পাই ১৩ চৌক আশ্বিনারি দিয়া  
 ১৪ জাতি ১৫ উর্খকা ১৬ অণে ১৭ সোবৈন্য ১৮ এবাকি কসমীরি  
 আর হিন্দী চোতাজি ১৯ গোখারি ২০ হরমুজি ২১ পঞ্চকালে  
 যানল মগচি জৈচাধর ২২ য়মস্ত আকবণ নিলা কুমএ নেহর  
 ২৩ বরখীগ সীপী আর নৈকাল পীলগ ২৪ যুরখম আর রস  
 কুবগ যুরগ ২৫ করি \* স্তবকটিব অনেক অংশ দূর্বোধ্য ।

তারে বোর সৈন্য ভরি বস্ত গিরিমর ।  
 গগন মন্ডল ভরি যেন মেঘচর ॥  
 সন্ধ্যাকাল দেখি যেন পশ্চিমের ঘন ।  
 নানা বর্ণ লাগিয়াছে সূর্যের কিরণ ॥  
 সেই স্থানে তিন দিন বিশ্রাম করিলা ।  
 হস্তী ঘোড়া অস্ত সৈন্য আসিয়া মিলিলা ॥  
 শত সংখ্যা বাছি সব করিছে প্রধান ।  
 বিংশতি সহস্র হস্তী পর্বত প্রমাণ ॥  
 লোহ আরক্ষক অণে জগমগ জ্যোতি ।  
 দূরে থাকি দেখে হেন আইসে মেঘপতি ॥  
 গজপদভারে কবে ক্ষিতি টলমল ।  
 না সহস্ত মহাভার হইতে চাহে তল ॥  
 কেশরীর গুণ্ড পাইলে করীকুল ধায় ।  
 চক্ষে আশ্বিনারি দিয়া রাখন্ত সদায় ॥ (জা. ৭ )  
 নানা বর্ণে নানা জ্যোতি তুবগ তুখার ।  
 উত্তম কাজম অণে সৃজি শোভাকার ॥  
 হীরার হাজার মোকি সূবর্ণ জিরাই ।  
 চলিতে চরণ যেন না পরশে মই ॥  
 ইরাকী কাশ্মিরী আর হিন্দী চোতাজি ।  
 আরবি বোখারি রুমি আর হরমুজি ॥  
 পঞ্চমাল আনচাল মমাছি চৌধর ।  
 সূমুন্দ আরকালি লকুম একহর ॥  
 ব্দলাকী মূশকী আর নূকরা পিলগ ।  
 সূরকম আর সব সূরগ তুরগ ॥  
 নানা বর্ণে তুরিকারি অশ্ব বায়ুগতি ।  
 আরোহণ মাত্রে হয় রিসযুক্ত অতি ॥ (জা. ৮)

মন্তব্য : সপ্তম স্তবকের অনূবাদ মূলের তুলনায় বিস্তৃত ।  
 মূলের দোহা অংশে আছে পঞ্চপালতুল্য সৈন্যদের ধাব-  
 মানতা । অনূবাদে তা সিংহভীত হস্তীযুথের ছোটোছোটো  
 পরিণত । মূলের অন্তিম স্তবকটি অশ্ব-তালিকা । অনূবাদটি  
 মূলানুগ হলেও এখানে এমন কিছু অশ্বের নাম আছে যা  
 মূলে নেই । আবার মূলের অনেক অশ্বনামও অনূবাদে  
 বাদ গেছে । সংযোজিত অশ্বনামগুলি কবি আলাওলের  
 ব্যক্তিগত জীবিকার অভিজ্ঞতা থেকে আহৃত ।

লক্ষ সংগে<sup>১</sup> কামান চলিল অশ্ৰুধাতি ।  
 এক ২ কাছি<sup>২</sup> চলে লক্ষ<sup>৩</sup> ২ হাতি ॥  
 শতে ২ মনে<sup>৪</sup> এক ২ পিব ।  
 নিঃশ্বাস<sup>৫</sup> ছারিতে মরে লক্ষ কোটী<sup>৬</sup> জিব ॥  
 উগ্ৰ নিচ নন্দ বন বেহর দরু<sup>৭</sup> ম ।<sup>১</sup>  
 চলিল শকল পশত করি এক শম ॥

শাহার গমন কথা য়নিয়া বিসেসে ।  
 জথেক উমরাগণ আছে দেশে ২ ॥  
 নিদ্রাকালে গৃহে জেন লাগিল আনল ।  
 তেহেন চমকি উঠী চলিল শকল ॥  
 পশ্চিমে<sup>৮</sup> খান্দার পদে<sup>৯</sup> কাগরূপ বণে<sup>১০</sup> ।  
 উত্তরে নেপাল সীমা দক্ষিণে তেলংগ ॥  
 তিনশত শতী চুবা<sup>১১</sup> শাহা অধিকারি ।  
 প্রতি চুবা<sup>১২</sup> প্রতি এক পণ্ডম হাজারি ॥  
 তার সংগে আছে বহু ওমরার গন ।  
 মাজে ২ নৃপকুল ন জাএ কহন ॥  
 একবারে সর্বাঙ্গন চলিল শস্তর ।  
 শকলে চাহএ পদনি<sup>১৩</sup> আগে ভেটীবার ॥  
 ভূমিকম্প শম প্রার্থিবিত<sup>১৪</sup> হৈল হুল ।  
 আশীয়া মিলিল সব ওমরার কুল<sup>১৫</sup> ॥  
 চতুর্দিকে পদ<sup>১৬</sup> জেন বরিসার জল ।  
 সমুদ্রে<sup>১৭</sup> আশীয়া সিগ্রে মিলিল শকল ॥  
 পাট হোস্তে ছোলতান জবে নিঃসরিল ।  
 য়নিয়া নৃপতিকুল অস্তরে কা কাশিপল<sup>১৮</sup> ॥  
 ন জানি কথাত শাজি<sup>১৯</sup> জাএ দিল্লিশ্বর ।  
 চিন বাসি নৃপকুল মনে পাইল ডর ॥<sup>২০</sup>

লক্ষ সংখ্যা কামান চলিল অশ্ৰুধাতি ।  
 এক এক খেচি চলে লক্ষ লক্ষ হাতি ॥  
 শতে শতে মগ দার<sup>২১</sup> এক এক পীব ।  
 নিঃশ্বাস ছাড়িতে মরে লক্ষ কোটি জীব ॥  
 উচ্য নীচ নদী বন বিহড় দরু<sup>২২</sup> ম ।  
 চলিল সকল পশত করি এক সম ॥ ( জা.১৮ )

সাহার গমন কথা শূনিয়া বিশেষে ।  
 যতেক উমরাগণ আছে দেশে দেশে ॥  
 নিদ্রাকালে গৃহে যেন লাগিল আনল ।  
 তেহেন চমকি উঠি চলিল সকল ॥  
 পশ্চিমে খান্দার পদে<sup>২৩</sup> কামরূপ বণে ।  
 উত্তরে নেপাল সীমা দক্ষিণে তেলংগ ॥  
 তিনশত শতী সূবা সাহা অধিকারী ।  
 প্রতি সূবা প্রতি এক পণ্ডম হাজারি ॥  
 তার সংগে আছে বহু উমরার গণ ।  
 মাঝে মাঝে নৃপকুল না যায় কহন ॥  
 একবারে সর্বাঙ্গন চলিল সস্তর ।  
 সকলে চাহয় পদনি আগে ভেটীবার ॥  
 ভূমিকম্প সম প্রার্থিবিত হৈল হুল ।  
 আসিয়া মিলিল সব উমরার কুল ॥  
 চতুর্দিকে পূর্ণ যেন বরিসার জল ।  
 সমুদ্রে আসিয়া শীঘ্রে মিলিল সকল ॥ ( জা.১০ )  
 পাট হোস্তে ছোলতান যবে নিঃসরিল ।  
 শূনিয়া নৃপতিকুল অস্তরে কাশিপল ॥  
 না জানি কোথাত শাজি যায় দিল্লীশ্বর ।  
 চিহ্ন বাসি নৃপকুল মনে পাইল ডর ॥ ( জা.১২ )

১ লক্ষ সংখ্যা ২ কাছি ৩ সতে ৪ ৪ সতে ২ মগ দার ৫ নিঃশ্বাস  
 ৬ লক্ষ কোটী ৭ উগ্ৰ নিগ্ৰ ভার বাশের ধুম ২ ৮ পণ্ডমে  
 ৯ পদে ১০ ভণ ১১ সূবা ১২ সূবা ১৩ হৈতে ১৪ ভূমিকম্প  
 মান জেন ১৫ ওমরা বহুল ১৬ পদে ১৭ সমুদ্রে ১৮ কম্পমান  
 হৈল ১৯ চলি ২০ চিন রাই নৃপ সবে মনে ভাসে ডর

শব্দার্থ টীকা : অশ্ৰুধাতি—অশ্ৰুধাতু, দার—বারুদ, মলে দাব, বিহড়—কধুরুল, মলে বীহড়, খান্দার—কান্দাহার, উমরা—ওমরাহ, মলে উমরা, তেলংগ—অন্ধ্র, সূবা—আকবরের আমলে করেকটি সরকার বা জেলা নিয়ে একটি সূবা বা প্রদেশ গঠিত হত। ভেটীবারে—পৌছাতে। হুল—হুলস্থল।

নবম স্তবকটি অনুবাদে বিজ্ঞিত। মুলের নবম স্তবকের পরিবর্তে অষ্টাদশ স্তবকটি অনুবাদে এগিয়ে এসেছে। দশম স্তবকের অনুবাদে নানাপ্রকার ব্যতিক্রম লক্ষণীয়। মুলের ঐতিহাসিক স্থাননামগুলির অধিকাংশই অনুবাদে নেই। অনুবাদে আলাউদ্দীনের রাজ্যসীমা উক্ত হয়েছে। এছাড়া অনুবাদে যে দুটি উৎপ্রেক্ষা ব্যবহৃত হয়েছে যথা—‘বরে আগুন লাগা’ এবং ‘সমুদ্রে বরির জল এসে পড়া’—এও নতুন সংযোজন।



ধন্য<sup>১</sup> ২ ছোলাতান হিন্দুস্থান পাত।  
 জার শব্দে কম্পমান<sup>২</sup> সব বসুমতি ॥  
 ট্রিসকোস চলে নিষ্ক সত্তর<sup>৩</sup> গমনে।  
 পাছের কটক আসি মিলে পঞ্চদিনে ॥  
 নব লক্ষ<sup>৪</sup> আসোয়ার নানা অস্তধারি।  
 ওষ্ট গারি খাচর<sup>৫</sup> লেখীতে কথ পারি ॥  
 আর বার হএ দশ সহস্র কুঞ্জর।  
 জোগল<sup>৬</sup> কামান এক হস্তির উপর ॥  
 বর ২ কামানের গারি পাত ২।  
 এক ২ টানি চলে সতে ২ হাতি ॥<sup>৭</sup>

রত্নসেন স্থানে দতে কহিল আশীয়া।<sup>৮</sup>  
 শাজি আইসে তরুকে অশংক শন্য লৈয়া<sup>৯</sup> ॥  
 হস্তি যোরা ওষ্ট খাচরের<sup>১০</sup> নাহি লেখা।  
 পদাতি জথেক<sup>১১</sup> আইশে<sup>১২</sup> কোনে জানে শংখ্যা<sup>১৩</sup> ॥\*

ধন্য ধন্য ছোলাতান হিন্দুস্থান-পাত।  
 যার শব্দে কম্পমান সব বসুমতি ॥  
 ট্রিশ ক্রোশ চলে নিত্য সত্তর গমনে।  
 পাছের কটক আসি মিলে পঞ্চদিনে ॥  
 নব লক্ষ আসোয়ার নানা অস্তধারী।  
 উষ্ট্র গাধা খচ্চর লেখিতে কত পারি ॥  
 আর বার হয় দশ সহস্র কুঞ্জর।  
 যুগল কামান এক হস্তীর উপর ॥  
 বড় বড় কামানের গাড়ি পাত পাত।  
 এক এক টানি চলে শতে শতে হাতি ॥ (জা.১১)

রত্নসেন স্থানে দতে কহিল আশিয়া।  
 শাজি আইসে তরুকে অসংখ্য সৈন্য লইয়া ॥  
 হস্তী খোড়া উষ্ট্র খচ্চরের নাহি লেখা।  
 পদাতি যতেক আইসে কোনে জানে সংখ্যা ॥

১ ধৈন্য

২ জাহার সবলে কাম্প

৩ সঠিতর

৪ সৈকে ২

৫ উট গাধা খচ্চর

৬ যুগল

৭ 'বা' পদাতিতে এরপর অতিরিক্ত পংক্তি—

অনন্ত অলেখ্য সৈন্য সপ্তাতি শাজিয়া।

দিগ্গম্বর চলে চিত্তাউর উৎসেসীয়া ॥

৮ রত্নসেন স্থানে চরে কহিলেক গীয়া

৯ শাজি আইল তরুকে অক্ষয় সৈন্য লইয়া

১০ ও'ট খচ্চরের

১১ কথেক

১২ আছে

১৩ সৈখা

\* এরপর 'বা' পদাতিতে অতিরিক্ত পংক্তি—

রত্নসেন আগে চরে জদি নিবোধিয়া।

খনিয়া সাহার গতি হাসকোত্ত হৈলা ॥

শব্দার্থ টীকা : পাছের কটক—পিছনের সৈন্য  
 আসোয়ার—অশ্বারোহী  
 কুঞ্জর—হাতি  
 পাত পাত—সারি সারি

মন্তব্য : মূলের স্বাদশ শ্লোকটি অনুবাদে মাত্র চারটি পংক্তিতে সংক্ষিপ্ত। মূলে যে সব ঐতিহাসিক দুর্গের নাম আছে তা জায়সীর সমকাল চেতনার পরিচয় বহন করে। আলিগঞ্জ তাঁর অনুবাদে ইতিহাসের তথ্যগুলিকে বর্জন করে সাধারণ বিবরণ দিয়েছেন মাত্র। একাদশ শ্লোকের অনুবাদও ঠিক মূলানুসারী নয়। আরম্ভাংশের মূলানুগত্য সত্ত্বেও মূলে যেখানে সৈন্য-বর্ণনার সৈন্যদের বৈচিত্র্যের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, অনুবাদে সেক্ষেত্রে জোর দেওয়া হয়েছে সংখ্যার উপরে। কামানের প্রসঙ্গটি মূলের বর্তমান শ্লোকে নেই। এছাড়া অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলের পারম্পর্বিও লক্ষিত হয়েছে।

রক্তসেনে য়ুনিয়া চিহ্নিত হৈল মনে<sup>১</sup> ।  
 পাটাইল দত্ত জখ<sup>২</sup> হিন্দু নৃপ স্থানে ॥  
 আমারে<sup>৩</sup> পদবি দিছ তোমারা সকল ।  
 বিনি সোসে তুরূকে করিতে<sup>৪</sup> আইসে বল ॥  
 সমুদ্র ব্যাম্বিয়া কোনে<sup>৫</sup> রাখিবারে পারে ।  
 কুলখম<sup>৬</sup> চাহিয়া ইচ্ছিল<sup>৭</sup> মরিবারে ॥  
 জাতি ভাতি<sup>৮</sup> হও জদি সোহাএ আমার ।  
 তোমার বড়াই মাত্র কি বলিব<sup>৯</sup> আর ॥\*  
 একদিন মতু আছে নাহিক শংশএ ।  
 শখা করি<sup>১০</sup> মরিলে শংশারে কিস্তি রহে<sup>১১</sup> ॥  
 কুল ন শ্মরিয়া জদি আমা ভাব ভিন ।  
 সকলের উপরে আছয় এই<sup>১২</sup> দিন ॥  
 জ্বারে জেই ইচ্ছা হএ তুরূকে করিব ।  
 হিন্দু নাম জখ আছে মহও টুটীব ॥  
 সিল অনুরুমে আমি পাটাইল পাতি<sup>১৩</sup> ।  
 সতির মরণ কালে শ্বামি মাত্র শাধি<sup>১৪</sup> ॥

রক্তসেন পত্র হিন্দু নৃপগনে পাইয়া ।  
 সসন্য<sup>১৫</sup> শাজিয়া সিগ্রে মিলিল আসিয়া ॥  
 সাহার সেবাএ জখ হিন্দু<sup>১৬</sup> নরপতি ।  
 একত্রে মিলিল সবে<sup>১৭</sup> হৈয়া<sup>১৮</sup> একমতি ॥  
 শাহার শাক্ষাতে খেতি পরসীয়া ভালে<sup>১৯</sup> ।  
 ভক্তভাবে নিবেদন নৃপতি সকলে<sup>২০</sup> ॥

১ তবে রক্তসেন রাজ্য চিহ্নিত নিজ মনে ২ সব ৩ আমাকে ৪ করিয়া  
 ৫ কনে ৬ চাহি আইসহ ৭ ভাবি ৮ বলিব ৯ সাহাসীক ১০ কৃতি  
 রএ ১১ এক ১২ অনুরুমে আমি পাটাইল পাতি ১৩ : ১৪ সতি  
 ১৫ সসৈন্যে ১৬ হিন্দু ১৭ আসী ১৮ হই ১৯ সাহার শাক্ষাতে  
 আসী খেতি পরসীয়া ২০ ভক্তভাবে নিবেদন সাহা সম্বন্ধিয়া  
 \* এরপর হবিবী সংস্করণে অতিরিক্ত পংক্তি—

তুমি আমি হিন্দু জাতি অল্প পরাণ ।  
 ভয়িপাল হই করে লোভত অজ্ঞান ॥

রক্তসেন শ্বুনিয়া চিহ্নিত হৈল মনে ।  
 পাটাইল দত্ত যত হিন্দুনৃপ স্থানে ॥  
 আমারে পদবী দিছ তোমারা সকল ।  
 বিনাদোষে তুরূকে করিতে আইসে বল ॥  
 সমুদ্র ব্যাম্বিয়া কোনে রাখিবারে পারে ।  
 কুলখম<sup>৬</sup> চাহিয়া ইচ্ছিল মরিবারে ॥  
 জাতি ভাবি হও যদি সহায় আমার ।  
 তোমার বড়াই মাত্র কি বলিব আর ॥  
 একদিন মতু আছে নাহিক সংশয় ।  
 সাহসিক মরিলে সসোরে কীর্তি রয় ॥  
 কুল না শ্মরিয়া যদি আমা ভাব ভিন ।  
 সকলের উপরে আছয় এই দিন ॥  
 ধারে যেই ইচ্ছা হয় তুরূকে করিব ।  
 হিন্দু নাম যত আছে মহশ্ব টুটিব ।  
 শীল অনুরুমে আমি পাটাইল পাতি ।  
 সতীর মরণকালে শ্বামী মাত্র সাধী ॥ (জা.১৩) ।

রক্তসেন-পত্র হিন্দু নৃপগণে পাইয়া ।  
 সসৈন্য শাজিয়া শীঘ্র মিলিল আসিয়া ॥  
 সাহার সেবার যত হিন্দু নরপতি ॥  
 একত্রে মিলিল সবে হইয়া এক মতি ।  
 সাহার শাক্ষাতে ক্ষিত পরশিয়া ভালে ।  
 ভক্তভাবে নিবেদন নৃপতি সকলে ॥

শব্দার্থ টীকা : পদবী—সম্মান  
 বড়াই—গৌরব  
 পাতি—পত্র

মন্তব্য : প্রয়োজন্য শব্দকেন্দ্র অনন্যবাদ বিস্তৃত হয়েও অনেকখানি মূলানুগত । কিন্তু মূলে রক্তসেনের পত্রলিপিতে যে  
 বৈশিষ্ট্য আছে অনন্যবাদে তা হিন্দুস্বামির ঘোষণায় চাপা পড়েছে। মূলের দোহা অংশের সতী প্রসঙ্গটি অনন্যবাদে থাকলেও পানের  
 উপমাটি বাদ গেছে। এছাড়া মূলে প্রথমেই চিতোর ও কন্দলনের দুর্গের মধ্যে যে বিশ্বমেরু-ব্যবধানের তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত  
 আছে, অনন্যবাদে তা অনন্যপাশ্চিত ।

দিগ্ভীর ইশ্বর তুমি সংসার পালক ।  
 প্রার্থিবর<sup>১</sup> নৃপকুল তোমার সেবক ॥  
 আমি সব মধ্যে শ্রেষ্ঠী চিতাউর রাজা<sup>২</sup> ।  
 পশ্যক্রমে হিন্দু সবে করে তার পূজা ॥  
 বিনি অপরাধে রোসাইলা ছোলতানে ।  
 পদরুস হইয়া নারি দিব কোণ<sup>৩</sup> মনে ॥  
 আমি সব সেবকেরে জদি কব ক্ষেমা<sup>৪</sup> ।  
 সংসার ভারিয়া রহে আমার<sup>৫</sup> মহিমা ॥  
 আমি সবে চাহিলা খেমিলে অপরাধ<sup>৬</sup> ।  
 হাস্য<sup>৭</sup> মূখে দেও শাহা তাম্বুল প্রশাদ<sup>৮</sup> ॥  
 সাহার<sup>৯</sup> লবনে মূখ নারি ফিরাইতে ।  
 কুলক্রম জাতিধর্ম<sup>১০</sup> না পারি তেজিতে ॥  
 আঙ্গা কর আমি চিতাউরে অনুসরি ।  
 রঙ্গসেন সঙ্গ<sup>১১</sup> হইয়া সবে মরি ॥  
 হাশী দিগ্ভীশ্বরে সভানেরে দিলা পান ।  
 হও বস্ত দিলা<sup>১২</sup> বহুল সম্মান ॥  
 ধন্য ২ বলি<sup>১৩</sup> বাখানিলা পূর্নি ২ ।  
 কুলের নিমিত্তে চাহ<sup>১৪</sup> তেজিতে পরানি ॥  
 জেই প্রভু আমারে করিছে খোঁত পতি ।  
 তাহানে ভাবিএ<sup>১৫</sup> মনে আন নাহি গতি ॥  
 মোছলমান<sup>১৬</sup> জাতির মনেত করি আশা ।  
 কদাচিত না করিব হিন্দুর বরশা<sup>১৭</sup> ॥  
 দিন মোহাম্মদ<sup>১৮</sup> আছে মোর সিরে<sup>১৯</sup> ছত্র ।  
 তাহার প্রশাদে হৈব বিজয় সর্বত্র ॥  
 এ বলি<sup>২০</sup> বিদায় দিলা হিন্দু নৃপগণ ।  
 সবে চলি গেলা রঙ্গসেনের সদন<sup>২১</sup> ॥

দিগ্ভীর ইশ্বর তুমি সংসার পালক ।  
 পৃথিবীর নৃপকুল তোমার সেবক ॥  
 আমি-সব মধ্যে শ্রেষ্ঠ চিতাউর রাজা ।  
 পদরুমানক্রমে হিন্দু করে তার পূজা ॥  
 বিনা অপরাধে রোসাইলা ছোলতানে ।  
 পদরুস হইয়া নারী দিব কোন মনে ॥  
 আমি সব সেবকেরে যদি কর ক্ষেমা ॥  
 সংসার ভারিয়া রহে তোমার মহিমা ॥  
 আমি সব চাহিলা ক্ষেমিলে অপরাধ ।  
 হাস্যমূখে দেও সাহা তাম্বুল প্রসাদ ॥  
 সাহার লবণে মূখ নারি ফিরাইতে ।  
 কুলক্রম জাতিধর্ম না পারি ত্যজিতে ॥  
 আঙ্গা কর আমি চিতাউরে অনুসরি ।  
 রঙ্গসেন সঙ্গীত হইয়া সব মরি ॥  
 হাসি দিগ্ভীশ্বরে সভানেরে দিলা পান ।  
 হয় বস্ত দান কৈল বহুল সম্মান ॥  
 ধন্য ধন্য বলি বাখানিলা পূর্নি পূর্নি ।  
 কুলের নিমিত্ত চাহ ত্যজিতে পরানী ॥  
 যেই প্রভু আমারে করিছে ক্ষতিপতি ।  
 তাহানে ভাবিয়ে মনে আন নাহি গতি ॥  
 মোছলমান জাতির মনেত করি আশা ।  
 কদাচিত না করিব হিন্দুর ভরসা ॥  
 দীন মোহাম্মদ আছে মোর শিরে ছত্র ।  
 তাহার প্রসাদে হইব বিজয় সর্বত্র ॥  
 এ বলি বিদায় দিলা হিন্দু নৃপগণ ।  
 সবে চলি গেলা রঙ্গসেনের সদন ॥ (শ্লো. ১৪)

১ প্রার্থিবর ২ আমি সব মাঝে শ্রেষ্ঠ রঙ্গসেন রাজা ৩ কন ৪ খেমা  
 ৫ তোমার ৬ অপরাধ ৭ হাস্য ৮ প্রসাদ ৯ সাহার ১০ সঙ্গীত  
 ১১ আন কৈল ১২ ধন্য ১৩ বলি ১৪ চাহে ১৫ তাহানে ভাবিয়া  
 ১৬ মোছলমান ১৭ ভরসা ১৮ মোহাম্মদ ১৯ সীর ২০ বলি  
 ২১ সাধন

শব্দার্থ টীকা : দীন মহাম্মদ—হজরত মহাম্মদ

মন্তব্য : চতুর্দশ শতবকের অনুবাদেই শেষাংশ মূলবাহিত। বাদশাহী পান দেওয়া পর্যন্ত ঘটনাটি মূলানুগ, কিন্তু বিদায়ী রাজপুত্র-রাজাদের উদ্দেশ্যে আলাউদ্দীনের বিদায়-অভিভাষণটুকু আলাওলের নিজস্ব। বিশেষত মূলসম্মান সম্প্রদায়ের প্রতি ভরসা রেখে আলাউদ্দীনের হিন্দুর প্রতি কটাক্ষপাত গলে একেবারেই নেই। এটা সুলতান আলাউদ্দীনের জবানীতে আলাওলের মন্তব্য কিনা ভেবে দেখার বিষয়।

চিতাউরে সাজিলেক<sup>১</sup> রত্নসেন রায় ।  
 জখ হিন্দু নরপতি মিলিল<sup>২</sup> তথাএ ॥  
 পৰ্বত উপরে সেই চিতাউর গর ।  
 বজ্র সিলে বান্দ কল্য<sup>৩</sup> অতি উত্তর ॥  
 বিক্রম উপরে খিক<sup>৪</sup> কল্য অতি বগ্যা ।  
 লিঙ্গবारे काज<sup>৫</sup> নাহি দেখী লাগে শংকা ॥  
 খণ্ডে ২ চৌখণ্ড বদ্রুজ বহুতর ।  
 বিশম<sup>৬</sup> কামান ধুইল তাহার উপর ॥  
 অগ্নুল প্রমান গর দিলেক মাটিআ<sup>৭</sup> ।  
 পিপিলিকা শস্তরিতে<sup>৮</sup> ন পারে হাটীআ ॥  
 একেক কঙ্গুরা রক্ষ বন্দুকী শতেক<sup>৯</sup> ।  
 ধনুকী কামানী<sup>১০</sup> জখ কহিব কথেক ॥  
 বজ্রশম কাষ্ঠ শিলা শত শংখা মানী<sup>১১</sup> ।  
 স্থানে ২ মাতোয়ালি টাঙ্গিলেক আনি ॥  
 ভক্ষ বশত<sup>১২</sup> আনিআ থুইল রাশি ২ ।  
 বিংশতি বৎসর<sup>১৩</sup> খাইতে পারে ঘরে বশী ॥  
 দাবর<sup>১৪</sup> গোলাগুঁড়ি শব অস্ত্র বহুতর ।  
 পরিপূর্ণ করি থুইল ঘরের<sup>১৫</sup> উপর ॥  
 রজনী প্রভাত<sup>১৬</sup> শম আগে জাগোআল ।  
 স্থানে ২ গান্দা ফিরে ডাকে ডাকোআল<sup>১৭</sup> ॥  
 গম্ভীর<sup>১৮</sup> শবদে বাজে বহুল বাজন ।  
 নানা মতে কল্য গরে<sup>১৯</sup> শমপূর্ণ শাজন ॥

চিতাউরে সাজিলেক রত্নসেন রায় ।  
 যত হিন্দু নরপতি মিলিল তথায় ॥ (জা. ১৫)  
 পৰ্বত উপরে সেই চিতাউর গড় ।  
 বজ্রশিলা বান্দ কৈল অতি উচ্চতর ॥  
 বিক্রম উপরে খিক কৈল অতি বশ্কা ।  
 লিঙ্গবारे शक्ति नाहि देखि लागे शंका ॥  
 খণ্ডে খণ্ডে চৌখণ্ড বদ্রুজ বহুতর ।  
 বিষম কামান ধুইল তাহার উপর ॥  
 অগ্নুলি প্রমাণ গড়ে দিলেক বাঁটিয়া ।  
 পিপীলিকা সস্তরিতে না পারে হাঁটিয়া ॥  
 একেক কঙ্গুরা রক্ষী বন্দুকী শতেক ।  
 ধনুকী কামানী যত কহিব কতেক ॥  
 বজ্রশম কাষ্ঠ শিলা শত সংখ্যা মানি ।  
 স্থানে স্থানে মাতোয়ালি টাঙ্গিলেক আনি ॥  
 ভক্ষাবশত আনিয়া থুইল রাশি রাশি ।  
 বিংশতি বৎসর খাইতে পারে ঘরে বাসি ॥  
 দাবর গোলাগুঁড়ি সব অস্ত্র বহুতর ।  
 পরিপূর্ণ করি থুইল গড়ের উপর ॥  
 রজনী দিবস সম জাগে জাগোয়াল ।  
 ঘন ঘন হাংকারে ফিরয় নিশিপাল ॥  
 গম্ভীর শবদে বাজে বহুল বাজন ।  
 নানামতে কৈল গড়ে সম্পূর্ণ শাজন ॥ (জা. ১৬)

১ সাজিলেক ২ মীলীল ৩ কৈল ৪ অতি ৫ সক্তি ৬ নাই ৭ সংকা  
 ৮ বিসম ৯ কাটীআ ১০ পীপীলিকা সস্তরিতে ১১ একেক কাঙ্গুরা  
 রক্ষী বন্দুকী সতেক ১২ কামান ১৩ বজ্রশিলা সম কাণ্ট সত্ত সংকা  
 মানি ১৪ ভৈক্ষবস্ত্র ১৫ বস্ত্র ১৬ দাবর ১৭ গরেব ১৮ দিবস  
 ১৯ জাগে ২০ ঘন ২ হাংকারে ফিরয় নিশীপাল ২১ ঘরির  
 ২২ গর কৈল

শব্দার্থ টীকা : বদ্রুজ—গম্ভীর  
 কঙ্গুরা—দক্ষীণী  
 মাতোয়ালি—উন্নত হস্তী  
 জাগোয়াল—জাগত প্রহরী  
 নিশিপাল—নৈশরক্ষী

মন্তব্য : পঞ্চদশ শতবকের অনুবাদ দৃ-লাইনে সমাপ্ত । মূলে রাজপুত্র-সৈন্য বর্ণনার বিচিত্র রাজপুত্রজাতির যে উল্লেখ আছে এখানে তা নেই । ষোড়শ শতবকের অনুবাদ অনেকখানি মূলানুগ, কেবল দোহা অংশটি অনুবাদে অনুপস্থিত ।

ক্রোধ করি' সাজিয়া চলিল ছোলতান ।  
 দোলএ মন্দার' মেরু খেতি ক'ম্পমান' ॥  
 জেই মোহানন্দে' ছিল হস্তির শগর' ॥  
 অশ্ব ধাবাইয়া তাহে' চলে অশ্ববার ॥  
 বনবৃক্ষ ন রহিল পশুর কি কথা ।  
 শন্য' মাজে প্রাস্ত' পক্ষি পরে জথা তথা ॥  
 কর্মে' তালি লাগে য়নি কর্ম্মালের শব্দ ।  
 দৃমদৃমি নিসান বোলে' রিপু হএ তব্দ ॥  
 অশ্বে উশ্বে'০ ভরিল পরসি আন দিষ্টী' ॥  
 লোহময় শমপদ'১ হইল সব শ্রিষ্টী'২ ॥  
 দিন অশ্বকার চক্র'৩ বানের ছায়াএ ।  
 চক্র'৪ আর হৈলে হস্তি বিচারি'৫ না পাএ ॥  
 এই মতে নিস্ত ২ করিতে পয়ান ।  
 চিতাউর নিকটে আইল'৬ ছোলতান ॥  
 ধরাহরে থাকিয়া দেখাএ সব রানি'৭ ।  
 বোলে ধন্য ২ জার হেণ ছোলতানি'৮ ॥  
 কিবা ধন্য'৯ রত্নশেন হেন মহারাজ ।  
 জাহার কারণে হএ হেণ শন্য'১০ সাজ ॥  
 দেখীয়া অপার শন্য অতুল শাজন'১১ ।  
 রত্নশেন যুক্তি করে লৈয়া নৃপগণ'১২ ॥  
 দেখহ তরুদক আশি'১৩ হইল'১৪ নিকট ।  
 বিমর্শি' না কল্যে কর্ম্ম'১৫ পরিব শঙ্কট'১৬ ॥

১ এথা ক্রোধে ২ মন্দার ৩ এরপর 'বা' পুঁথিতে অতিবিশ্ত পংক্তি—

পশ্বত ভাঙ্গিয়া পরে নন্দানন্দি ভরে ।  
 ধূলি অশ্বকার য়র না দেখি গোচরে ॥  
 রেণু হই প্রিথিম্বি উরিল এক খণ্ড ।  
 ধরনি সশ্টম হৈল অশ্টম ব্রহ্মাণ্ড ॥

৪ মহানদি ৫ শগর ৬ তবে ৭ সৈন্য ৮ শ্রমে ৯ দৃমদৃমির সখ এ জে  
 ১০ আহিখ উশ্ব ১১ লোহামএ সপদ্য ১২ সীষ্টী ১৩ হৈল  
 ১৪ চৌক ১৫ ডাকাই ১৬ আসীল ১৭ নারি ১৮ ছোলতারি  
 ১৯ ধৈন্য ২০ সৈন্য ২১ সৈন্য অতুল সাজন ২২ হিন্দগন ২৩ সাজি  
 ২৪ আসীল ২৫ কাজ ২৬ সশ্বকট

মন্তব্য : মঙ্গের সশ্বদশ স্তবক থেকে খ্যাবিংশ স্তবক পর্যন্ত সুলতানী অভিযানের বিস্তৃত আড়ম্বরপূর্ণ বর্ণনা অনুবাদে একাট্মান্ত স্তবকে সংক্ষিপ্ত । চরোবিংশ স্তবকটিও যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত । দোহা অংশগুলি সর্বত্র বর্জিত ।

ক্রোধ করি সাজিয়া চলিল ছোলতান ।  
 দোলয় মন্দার মেরু ক্ষিতি ক'ম্পমান ॥  
 পশ্বত ভাঙ্গিয়া পড়ে নদনদী ভরে ।  
 ধূলি অশ্বকার সুর না দেখি গোচরে ॥  
 রেণু হই পৃথিবী উড়িল এক খণ্ড ।  
 ধরণী ষষ্ঠম হৈল অশ্টম ব্রহ্মাণ্ড ॥  
 যেই মহানদী ছিল হস্তীর শগর ।  
 অশ্ব ধাবাইয়া তবে চলে অশ্ববার ॥  
 বন বৃক্ষ না রহিল পশুর কি কথা ।  
 সৈন্য মাঝে প্রাস্ত পক্ষী পড়ে যথাযথা ॥  
 কর্ণে' তালা লাগে শূনি কর্ণালের শব্দ ।  
 দৃমদৃমি নিসান রোলে রিপু হয় স্তব্দ ॥  
 উশ্বে' অশ্বে ভরি না পরশে আন দৃষ্টি ।  
 লোহময় সম্পূর্ণ হইল সব সৃষ্টি ॥  
 দিন অশ্বকার হইল বাণের ছায়ায় ।  
 চক্র' অধা হৈলে হস্তী বিচারি না পায় ॥ (জা. ১৭-২২)

এইমতে নিত্য নিত্য করিতে পয়ান ।  
 চিতাউর নিকটে আসিল ছোলতান ॥  
 ধরাহরে থাকিয়া দেখয় সব রাণী ।  
 বোলে ধন্য ধন্য যার হেন ছোলতানি ॥  
 কিবা ধন্য রত্নসেন হেন মহারাজ ।  
 যাহার কারণে হয় হেন সৈন্যসাজ ॥ (জা. ২০)

দেখিয়া অপার সৈন্য অতুল সাজন ।  
 রত্নসেন যুক্তি করে লৈয়া নৃপগণ ॥  
 দেখহ তরুদক সৈন্য আসিল নিকট ।  
 বিমর্শি' না কৈলে কর্ম্ম' পড়িব সশ্বকট ॥

শব্দার্থ' টীকা : ধরণী ষষ্ঠম... অশ্টম ব্রহ্মাণ্ড—সাত খণ্ড ধরণীর  
 ষষ্ঠ খণ্ড রহিল এবং অবশিষ্ট খণ্ড আকাশে উড়ে গিয়ে অশ্টম ব্রহ্মাণ্ড  
 হল । ফারসীসীর শাহনামা থেকে এই অতিশয়োক্তি অলংকারটি  
 জায়সী একবিংশ স্তবকে গ্রহণ করেছেন ।

কর্ণালের শব্দ—ভেরী ধনি । মন্দার মেরু—মন্দার ও সুরমেরু পর্বত

ঘরের ভিতরে থাকি যুদ্ধকর<sup>১</sup> হবে ।  
 বিরহের শ্ৰান বৈরি ন করিব তবে<sup>২</sup> ॥  
 বলিবেক ভয় পাই গরুত<sup>৩</sup> রিহল ।  
 দেখিয়া আন্ধার দর্প<sup>৪</sup> কাতর হইল ॥  
 প্রথমে বাহির হইয়া জুঝিতে<sup>৫</sup> উচিত ।  
 জয় পরাজয় মাত্র দৈব নিযুক্তিত ॥  
 প্রাণপন করি সবে যুদ্ধ করি চাই<sup>৬</sup> ।  
 বিধি নশ<sup>৭</sup> কিবা জস কিবা যুগ<sup>৮</sup> পাই ॥  
 এই যুক্তি ভাবি আশ্চর্য কল্য নৃপবর<sup>৯</sup> ।  
 হস্তি ঘোরা সন্য শাজি চলিল শস্তর<sup>১০</sup> ॥  
 জথেক নৃপতি সব সশন্য<sup>১১</sup> সাজিল ।  
 রত্নশেন নিজ সন্য<sup>১২</sup> অগ্রগণ্য<sup>১৩</sup> হইল ॥  
 লোহময় ব্রহ্মঅস্ত<sup>১৪</sup> অশ্ব ২ বার ।  
 পোবন জিনিয়া গতি তদ্বংগ তদুখার ॥  
 চলিল হস্তির ঠাট<sup>১৫</sup> জেন মেঘ চএ<sup>১৬</sup> ।  
 ময়মত<sup>১৭</sup> সরিরে জিরাই লোহময় ॥  
 শন্য<sup>১৮</sup> বাছি লৈল পঞ্চলক্ষ<sup>১৯</sup> আছোয়ার<sup>২০</sup> ।  
 মস্তকরি লইলেক<sup>২১</sup> চতুর্থ<sup>২২</sup> হাজার ॥  
 লক্ষে ২ পদাতি চলিল<sup>২৩</sup> রাজপদ<sup>২৪</sup> ।  
 নানা অস্ত্রধারি শব বিক্রমে অস্ত্রদূত ॥  
 চারিদিকে<sup>২৫</sup> জথ দুরে মিলি একবারে ।  
 মোহাবেগে<sup>২৬</sup> সকল চলিল যুদ্ধিবারে<sup>২৭</sup> ॥  
 বাজয় দৃশ্যদৃশি বহু<sup>২৮</sup> তরল নিশাগ ।  
 ভেউর কণাল<sup>২৯</sup> সন্দে ভূমি কম্পমান ॥  
 অশ্বদল গজদল পদাতি বহুল ।  
 রাজা সব আদি শাজি চলে হিন্দুকুল ॥  
 রত্নের মূকুটী<sup>৩০</sup> সিরে রত্ন<sup>৩১</sup> বিরাজিত ।  
 নৃপতি শহস্র শংখ্য<sup>৩২</sup> চলিল তুরিত ॥  
 ঢালি সবে ঢালি গাএ বাহ<sup>৩৩</sup> পরে চারু ।  
 শতে ২ সানাই যুদ্ধেরে বাজি মারু<sup>৩৪</sup> ॥

গড়ের ভিতরে থাকি যুদ্ধ করি হবে ।  
 বীর হেন জ্ঞান করি না বুলিব তবে ॥  
 বলিবেক ভয় পাই গড়েত রিহল ।  
 দেখিয়া আমার দর্প কাতর হইল ॥  
 প্রথমে বাহির হইয়া যুদ্ধিতে উচিত ।  
 জয় পরাজয় মাত্র দৈব নিয়োজিত ॥  
 প্রাণপণ করি সবে যুদ্ধ করি চাই ।  
 বিধিবশ কিবা যশ কিবা স্বর্গ পাই ॥  
 এই যুক্তি ভাবি আশ্চর্য কৈল নৃপবর ।  
 হস্তী ঘোড়া সৈন্য শাজি চলিল সস্তর ॥  
 যথেক নৃপতি সব সসৈন্য শাজিল ।  
 রত্নসেন নিজ সৈন্য অগ্রগণ্য হইল ॥  
 লোহময় ব্রহ্মঅস্ত্র অশ্ব হ্রস্ববার ।  
 পবন জিনিয়া গতি তদ্বংগ তদুখার ॥  
 চলিল হস্তীর ঠাট যেন মেঘচয় ।  
 ময়মস্ত শরীরে জিরাই লোহময় ॥  
 সৈন্য বাছি লইল পঞ্চলক্ষ আছোয়ার ।  
 মস্ত করী লইল বাছি চতুর্থ হাজার ॥  
 লক্ষে লক্ষে পদাতি চলিল রাজপদ ।  
 নানা অস্ত্রধারি সব বিক্রমে অস্ত্রদূত ॥  
 চারিদিকে যত দূরে মিলি একবারে ।  
 মহাবেগে সকল চলিল যুদ্ধিবারে ॥ (জা. ২৪-২৬)  
 বাজয় দৃশ্যদৃশি বহু তরল নিশান ।  
 ভেউর কণাল শব্দে ভূমি কম্পমান ॥  
 অশ্বদল গজদল পদাতি বহুল ।  
 রাজা সব আদি শাজি চলে হিন্দুকুল ॥  
 রত্নের মূকুট শিরে ছত্র বিরাজিত ।  
 নৃপতি সহস্র শংখ্য চলিল তুরিত ॥  
 ঢালি সবে ঢালি গায় বাহুপরে চারু ।  
 শতে শতে সানাই সূক্ষ্মেরে বাজি মারু ॥ (জা. ২৭)

১ করি ২ বির হেন জ্ঞান করি না বুলিব তবে ৩ ঘরেতে ৪ আমার  
 প্রপ ৫ যুক্তিতে ৬ চাই ৭ বসে ৮ নৃপমণি ৯ আইল বাহান  
 ১০ সপন্যে ১১ সৈন্য ১২ অগ্রগণ্য ১৩ রত্না সর ১৪ চলিলেক  
 হস্তি টাট ১৫ মেঘছএ ১৬ সমতুল ১৭ সৈন্য ১৮ লৈল ১৯ রত্নবর  
 ২০ লৈল বাছি ২১ চারি ভিতে ২২ মোহাবেগে ২৩ যুদ্ধিবারে ২৪ জথ  
 ২৫ ভেউর কন্যা ২৬ মূকুর ২৭ ছত্র ২৮ লক্ষ সশা ৩০ বারে  
 ৩১ বাজে মেরু

শব্দার্থ টীকা : তুখার—তুখোড়  
 জিরাই—বর্ম  
 আছোয়ার—অশ্বারোহী সৈন্য  
 ভেউর—ভেবী  
 কণাল—বায়ুবেশ  
 বাজিমারু—বাদক

মন্তব্য : চতুর্বিংশ শতকটির অনুবাদ মূলের তুলনায় কিছুটা পৃথক । বিশেষ করে রত্নসেনের যুক্তিগুলি মূলে অনুপস্থিত । এছাড়া মূলে যুদ্ধাশ্ব বর্ণনায় যে গুরুত্ব পেয়েছে অনুবাদে তা নেই । মূলে পঞ্চবিংশ ও ষড়বিংশ শতকদুটি অশ্ব ও হস্তী বর্ণনা, অনুবাদে তা দুটি করে চরণে সীমাবদ্ধ । সপ্তবিংশ শতকটিও মূলের যথার্থ অনুসারী নয় । মূলে নক্ষত্রসহ চন্দ্র ও সূর্যের রূপকে রত্নসেন ও সুলতানের সৈন্য সম্মুখীন হবার যে চিত্রটি বর্তমান অনুবাদে তা অনুপস্থিত ।

## রাজা-বাদশাহ যুদ্ধ খণ্ড

এই মতে মোহাবেগে<sup>১</sup> হিন্দু সন্যাসন<sup>২</sup> ।  
 শাহার সম্মুখে সন দিল আসি রন<sup>৩</sup> ॥  
 শতে ২ কামান বন্দুক লাকে ২ ।  
 লেখা নাহি জখ সর পরে ঝাকে ২ ॥  
 শহস্রে ২ দম<sup>৪</sup> ছোট্টে চন্দ্রবান ।  
 হস্তি ঘোরা সন্য<sup>৫</sup> ভেদি করে খান ২ ॥  
 একবারে হৈল গোলাগুলি মোহাবিন্টি<sup>৬</sup> ।  
 ধনু অশ্বকার কিছুর না পরএ দৃষ্টি<sup>৭</sup> ॥  
 হস্তি ঘোরা আদি পরে<sup>৮</sup> লাখে ২ শন্য<sup>৯</sup> ।<sup>১০</sup> ।  
 খন্ড ২ হৈল জখ ছিল অগ্রগন্য<sup>১১</sup> ॥  
 শাহার ওমরাগনে<sup>১২</sup> ছিল আগদুআন ।  
 জুধ<sup>১৩</sup> পরিছিল সব হইয়া সাবদান ॥  
 আরবার হস্তি আনি সম্মুখে রাখিল ।<sup>১৪</sup>  
 গুলি তিরে<sup>১৫</sup> চন্দ্রবানে প্রিথিবী ভরিল ॥  
 ডাকোআলে ডাকিয়া কাহিল সব বলে<sup>১৬</sup> ॥  
 হেন মতে যুদ্ধ আসি মিলে পদ্য ফলে<sup>১৭</sup> ॥  
 জিনিলে সারনি<sup>১৮</sup> আগে বহু মান্য<sup>১৯</sup> পাইবা ।  
 মরিলে কাফের হাতে সাহীদ হইবা ॥  
 এই ভাবি যুদ্ধ দেও<sup>২০</sup> করি প্রাণপন ।  
 খন্দ্র হিন্দু সম্মুখে রহিব কতক্ষন<sup>২১</sup> ॥

১ মোহা ভেগে ২ নৃপগণ ৩ সাহার সৈন্যের আগে আসি দিল রণ  
 ৪ সহস্র ২ ধার ৫ সৈন্য ৬ মহা গোলাগুলি সিন্টি ৭ না দেখএ  
 সিন্টি ৮ জখ ১ সৈন্য ১০ অগ্রগৈন্য ১১ সাহার ওমরাগন ১২  
 যুদ্ধ ১৩ করিল ১৪ তির ১৫ সবলে ১৬ হেন যুদ্ধ আসিআ  
 মালিল পদ্য ফলে ১৭ সাহার ১৮ পদ্য ১৯ দেএ ২০ কইতক্ষন

এই মতে মহাবেগে হিন্দু সৈন্যগণ ।  
 সাহার সম্মুখে সব দিল আসি রণ ॥  
 শতে শতে কামান বন্দুক লাখে লাখে ।  
 লেখা নাহি যত শর পড়ে ঝাকে ঝাকে ॥  
 সহস্র সহস্র ধার ছুটে চন্দ্রবাণ ।  
 হস্তী ঘোড়া সৈন্য ভেদি করে খান খান ॥  
 একবারে হইল গোলাগুলি মহাবিন্টি ।  
 ধনু অশ্বকার কিছুর না পড়য দৃষ্টি ॥  
 হস্তী ঘোড়া আদি পড়ে লাখে লাখে সৈন্য ॥  
 খন্ড খন্ড হইল যত ছিল অগ্রগন্য ॥  
 সাহার উমরাগনে ছিল আগদুআন ।  
 যুদ্ধোপরি ছিল সব হইয়া সাবদান ॥  
 আরবার হস্তী আনি সম্মুখে রাখিল ।  
 গুলি তীরে চন্দ্রবাণে পৃথিবী ভরিল ॥ (জা.১)  
 ডাকোআলে ডাকিয়া কাহিল সবলে ।  
 হেনমতে যুদ্ধ আসি মিলে পদ্যফলে ॥  
 জিনিলে সাহার আগে বহু মান্য পাইবা ।  
 মরিলে কাফের হাতে শহীদ হইবা ॥  
 এই ভাবি যুদ্ধ দেও করি প্রাণপন ।  
 ক্ষুদ্র হিন্দু সম্মুখে রহিব কতক্ষন ॥

শব্দার্থ টীকা : কাফের—বিধর্মী ; এক্ষেত্রে হিন্দু ।

মন্তব্য : যুদ্ধক্ষেত্রে অন্তর্বাদে প্রথম থেকেই আলাওল যতোটা স্বাধীন, ততোটা মুলান্দসারী নন । প্রথম স্তবকে মূলে উভয়পক্ষের সেনাদের অপরাধের বিরুদ্ধে আড়ম্বরপূর্ণ চিত্র আছে । কিন্তু অন্তর্বাদের শেষাংশে মুলতানী সৈন্যদের প্রতি ডাকোআলের উৎসাহ নির্দেশগুলি মূলে অন্তর্পাঙ্খিত ।

এথেক বদনিনা<sup>১</sup> মুল্লমান সন্যাকুল<sup>২</sup> ।  
 মারিয়া হিন্দুর সন্য<sup>৩</sup> করন্ত নিমুল<sup>৪</sup> ॥  
 গোলাগদুলি সরবন্ধ করিয়া অপার ।  
 মিসার্মিসি দুই বলে<sup>৫</sup> হৈল মার ২<sup>৬</sup> ॥  
 অশ্ব ২ গজে ২ পদাতি ২ ।  
 নানা অশ্ব প্রহারন্ত ক্রোধ হইয়া<sup>৭</sup> অতি ॥  
 খর্গ চর্ম ছেল টাঙ্গি মদগুর বিশাল ।  
 নারাচ তব্দর আদি ভলদ<sup>৮</sup> ভিন্দিপাল<sup>৯</sup> ॥  
 গুরুল্ল জমর<sup>১০</sup> আর খাপদা<sup>১১</sup> জমধর<sup>১২</sup> ॥  
 দস্তাদিস্ত কেসাকেসী জুন্ধ ঘোরতর ॥  
 টেলাটেসি মটুকা মটুকা লাথালিথি ।  
 প্রাণ নিরপেক্ষ যুদ্ধ না চাহন্ত সাথি<sup>১৩</sup> ॥  
 রস্ত্রে শ্রেত বহে নদি<sup>১৪</sup> মাংসে হৈল পক্ষ ।  
 আনন্দ জম্বুক কাক নাচে গৃধ কক্ষ ॥  
 ডাকিনি যুগিনি মনে হইল আনন্দ ।  
 খেত্রপাল দৃষ্টি<sup>১৫</sup> উটে নাচএ কবন্দ ॥  
 জেন মতে পর মাংস খাই<sup>১৬</sup> মোহামুখে ।  
 তেগ আনি নিজ মাংস ভক্ষএ কস্তুকে ॥  
 চরে গিয়া শাহা আগে কহিল বৃত্তান্ত ।  
 অগ্রগন্য<sup>১৭</sup> সগে হিন্দু জুন্ধএ<sup>১৮</sup> একান্ত ॥  
 হস্তি যোরা ওষ্ঠ<sup>১৯</sup> শন্য<sup>২০</sup> পিরল বিস্তর ।  
 জথেক ওয়ারাগন ইছিল সমর<sup>২১</sup> ॥

এতেক শুনিনা মুল্লমান সৈন্যাকুল ।  
 মারিয়া হিন্দুর সৈন্য করন্ত নিমুল ॥  
 গোলাগদুলি শরবন্ধ করিয়া অপার ।  
 মিসার্মিসি দুই সৈন্য বলে মার মার ॥  
 অশ্ব অশ্ব গজে গজে পদাতি পদাতি ।  
 নানা অশ্ব প্রহারন্ত ক্রোধ করি অতি ॥  
 খর্গ চর্ম ছেল টাঙ্গি মদগুর বিশাল ।  
 নারাচ তব্দর আদি ভল্ল ভিন্দিপাল ॥  
 গুরুল্ল জমর আর খাপদা বামর ।  
 দস্তাদিস্ত কেসাকেসি যুদ্ধ ঘোরতর ॥  
 টেলাটেসি মটুকা মটুকা লাথালিথি ।  
 প্রাণ নিরপেক্ষ যুদ্ধ না চাহন্ত সাথী ॥  
 রস্ত্রে শ্রেত বহে নদী মাংসে হৈল পক্ষ ।  
 আনন্দে জম্বুক কাক নাচে গৃধ কক্ষ ॥  
 ডাকিনী যোগিনী মনে হইল আনন্দ ।  
 ক্ষেত্রপানে দৃষ্টি উঠি নাচয় কবন্দ ॥  
 যেন মতে পর মাংস খায় মহাসুখে ।  
 তেন আনি নিজ মাংস ভক্ষয় কৌতুকে ॥  
 চরে গিয়া সাহা আগে কহিল বৃত্তান্ত ।  
 অগ্রগন্য সগে হিন্দু যুদ্ধএ একান্ত ॥  
 হস্তী যোড়া উণ্ট সৈন্য পাড়িল বিস্তর ।  
 যতেক উয়ারাগন ইছিল সমর ॥ (জা. ২-৪)

১ ভাবিআ ২ মোছলমান সৈন্যাকুল ৩ সৈন্য ৪ নিমুল ৫ সৈন্য  
 ৬ মহামার ৭ করি ৮ জুসান্ডি ৯ বিন্দিপাল ১০ জমর ১১ খাপদা  
 ১২ বামর ১৩ সান্তি ১৪ অতি ১৫ খেত্রপাল দৃষ্টি ১৬ খাএ  
 ১৭ অগ্রগন্য ১৮ যুদ্ধএ ১৯ উট ২০ সৈন্য ২১ সমর

শব্দার্থ টীকা : মদগুর—মুগুর ; নারাচ—লৌহবাণ, ছেল—শেল ;  
 তব্দর—তোমর ; ভল্ল—বর্শা ; ভিন্দিপাল—ক্ষেপণাস্ত্র ;  
 গুরুল্ল—গদা ; খাপদা—ক্ষেপণাস্ত্র ; জমর—জুরপন ;  
 বামর—শান-পাথর । মুলে এডরকম অস্তবর্ণনা নেই ।  
 সেখানে আছে তরবারী, বর্শা, বাণ, ধ্বজ আর কামানের  
 গোলা । প্রাণ নিরপেক্ষ—প্রাণের অপেক্ষা না করে ।  
 জম্বুক—শিয়াল ; গৃধ—শকুন ; কক্ষ—হাড়িগলে পাখী ;

মন্তব্য : ঐতিহাসিক, তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দির অন্তর্ভুক্ত হিন্দু-মুসলমান যুদ্ধের  
 বাংলা কাব্যের যুদ্ধবর্ণনার ঐতিহাসিকই অনুসরণ করেছে। বিশেষ করে সৈন্যদের মধ্যে ঠেলাঠেলি চুলোচুলি লাথালিথির  
 ব্যাপারগুলি মুলে একেবারেই নেই। মুলে আছে যুদ্ধবর্ণনার ক্ষেত্রে সংস্কৃত কাব্যের ঐতিহ্য ও আলাকারিক আদর্শ।  
 অন্তর্ভুক্ত অনেকক্ষেত্রে তা থাকলেও বর্ণনায় সীমিত ও অনুসৃত। মুলের তাত্ত্বিক দোহা অংশগুলি অন্তর্ভুক্ত।



আদেশীল ছোলতানে হৈয়া ক্রোধমন<sup>১</sup> ।  
 মোহর শাক্কাতে হিন্দু জুঝ এতক্ষন<sup>২</sup> ॥  
 দস বিস পঞ্চাস হাজারি চলি জাও ।  
 মন্ত<sup>৩</sup> ২ হস্তি জুথ বলেত<sup>৪</sup> চালাও ॥  
 সাহার আদেশ পাইয়া মধ্যমের সন্য<sup>৫</sup> ।  
 হস্তি জুথ লৈয়া আসি হৈল অগ্রগন্য<sup>৬</sup> ॥  
 মেঘপুঞ্জ আইল শঙ্গে জেন বিক্টিধার<sup>৭</sup> ।  
 হিন্দুসন্য উপরে পরিল মোহামার<sup>৮</sup> ॥  
 হিন্দুশন্য হস্তি জুথ ছিল আগুয়ান ।  
 আরবার গোলাঘাতে হৈল খান ২ ॥  
 শহশ্রে<sup>৯</sup> ২ আনি পাতিল কামান ।  
 এক শ্বাসে হরে জার লক্ষ জিব প্রাণ<sup>১০</sup> ॥  
 হেণ মতে শতে ২ ছুটে একবারে ।  
 উরাইয়া হিন্দুশন্য<sup>১১</sup> নিল দিগাস্তরে<sup>১২</sup> ॥  
 রত্নশেণ হস্তি জুথ ছিল আগুয়ান ।  
 এক পরে আইল দশ গজ বান<sup>১৩</sup> ॥  
 ভগ্ন দিল গজকুল না দেখীয়া বাট ।  
 প্রাণ লৈয়া ধাইল সগ্ন<sup>১৪</sup> আনি<sup>১৫</sup> নিজ টাট ॥  
 মোহাভগ্ন<sup>১৬</sup> পরিল ধাইল সর্বজন ।  
 সেনাপতি বচন ন শুনৈ সন্যগন<sup>১৭</sup> ॥  
 বাপে পুত্রে ন চাহে ২ ভাই ২ ।  
 রত্নসেন সরনে<sup>১৮</sup> সকল গেলা ধাই ॥  
 হস্তি হোস্তে<sup>১৯</sup> হএ চলি রত্নশেণ বির ।  
 আশ্বাসিয়া সকল বাহিনী কল্যা স্থির<sup>২০</sup> ॥

আদেশীল ছোলতানে হইয়া ক্রোধ মন ।  
 মোহর শাক্কাতে হিন্দু যুঝে এতক্ষন ॥  
 দশ বিশ পঞ্চাশ হাজারি চলি যাও ।  
 মন্ত মন্ত হস্তী যত রুগেতে চালাও ॥  
 সাহার আদেশ পাইয়া মধ্যমের সৈন্য ।  
 হস্তী যত লইয়া আসি হইল অগ্রগন্য ॥  
 মেঘপুঞ্জ সঙ্গে যেন আইল বিক্টিধার ।  
 হিন্দুসৈন্য উপরে পড়িল মহামার ॥  
 হিন্দুসৈন্য হস্তী যত ছিল আগুয়ান ।  
 আরবার গোলাঘাতে হৈল খান খান ॥  
 সহস্রে সহস্রে আনি পাতিল কামান ।  
 এক শ্বাসে হরে যার লক্ষ জীব প্রাণ ॥  
 হেনমতে শতে শতে ছুটে একবারে ।  
 উড়াইয়া হিন্দুসৈন্য নিল দুরাস্তরে ॥  
 রত্নসেন হস্তী যত ছিল আগুয়ান ।  
 এক পরে আইল দশ গজ বলবান ॥  
 ভগ্ন দিল গজকুল না দেখিয়া বাট ।  
 প্রাণ লই ধাইল হিন্দু লইয়া নিজ টাট ॥  
 মহাভগ্ন পড়িল ধাইল সর্বজন ।  
 সেনাপতি বচন না শুনৈ সৈন্যগণ ॥  
 বাপে পুত্রে না চাহে না চাহে ভাই ভাই ।  
 রত্নসেন শরণে সকল গেল ধাই ॥  
 হস্তী হোস্তে হয় চড়ে রত্নসেন বীর ।  
 আশ্বাসিয়া সকল বাহিনী কৈল স্থির ॥

১ আদেশীল ছোলতানে ক্রোধ করি মন ২ যুঝে এতক্ষন ৩ মন্ত ২  
 ৪ রনেতে ৫ মধ্যমের সৈন্য ৬ করে অগ্রগন্য ৭ মেঘ পুঞ্জ সঙ্গে  
 জেন আইল বিক্টিধার ৮ মহামার ৯ সহস্র ১০ এক শ্বাসে হরে  
 সহস্রেক লৈল প্রাণ ১১ সৈন্য ১২ দুরাস্তরে ১৩ এক পরে দস  
 আইল গজ বলবান ১৪ হিন্দু ১৫ লৈয়া ১৬ মহাভগ্ন ১৭ সৈন্যগণ  
 ১৮ সরনে ১৯ হস্তে ২০ কৈল স্থির

পদার্থ টীকা : মোহর—আমার

মন্তব্যঃ বর্তমান শতকটি আলাওলের নিজস্ব সংযোজন অথবা মূল্যের অন্য কোনো পাঠ থেকে অনূদিত । মূল্যের পঞ্চম  
 শতকে সুলতানের রত্নসেন-নিপাতের প্রতিজ্ঞার কথা থাকলেও বর্তমান অনূবাদ শতকে সুলতান-আদিল্ট তুর্কিসৈন্যদের  
 প্রবল আক্রমণের সম্মুখীন হয়ে হিন্দুসৈন্যদের পরাভব এবং রত্নসেনের উৎসাহে উদ্বেগ হয়ে পুনরাগমন ইত্যাদি বর্ণনা  
 মূলে একেবারেই নেই ।

উচ্চস্বরে ডাকি বোলে জখ নৃপগন<sup>১</sup> ।  
 বিয় পদ্য হৈয়া<sup>২</sup> ভঙ্গ দেও কি কারণ ॥  
 রনে ভঙ্গ মস্ত<sup>৩</sup> খিক<sup>৪</sup> রহএ অক্ষাতি ।  
 জন্ম করি মরিলে হইব স্বর্গগতি<sup>৫</sup> ॥  
 রাজপদ্য কুলধর্ম সাখা কিবা জ্ঞএ ।  
 রন দেখী বিমদুখ বিরের ধর্ম নহে<sup>৬</sup> ॥  
 একত্র হইয়া জন্ম দেও স্বর্ভ<sup>৭</sup> বিয় ।  
 কার শক্তি হইব জে তোমা<sup>৮</sup> আগে স্থির<sup>৯</sup> ॥  
 রত্নসেন বচন শূনিয়া বিরগন<sup>১০</sup> ।  
 প্রানপন করিয়া জে<sup>১১</sup> পরিহিলা রন ॥  
 হস্তি শরণে<sup>১২</sup> হস্তির বাঝল দরমরি<sup>১৩</sup> ॥  
 জেন দুই পর্বতে<sup>১৪</sup> ২ জরাজরি ॥  
 দস্তে দস্ত বাঝি<sup>১৫</sup> দস্ত ভাঙ্গিয়া উরাএ ।  
 জার গাএ লাগে সেই ভূমিত পরএ ॥  
 এক গজে আর গজে<sup>১৬</sup> ঠেলি লৈয়া জাএ ।  
 চরম কৃত<sup>১৭</sup> হএ নর তার পদ ঘাএ ॥  
 ভূষণ্ডে<sup>১৮</sup> ধরিয়া হস্তি অশ্ব পেলে দুর<sup>১৯</sup> ॥  
 জাহার উপরে পরে হএ হস্তি চর<sup>২০</sup> ॥  
 দুই দিকে থাকি সব পরে ঝাকে ২ ।  
 হস্তি ঘোরা আদি সন্য<sup>২১</sup> পরে লাখে ২ ॥  
 কোণ হস্তি গোলাঘাতে শ্রমি ২ পরে ।  
 সরশয্যা হৈয়া কথা ভূমিতলে গরে<sup>২২</sup> ॥  
 কোণ হস্তি শ্রমে শূন্ড<sup>২৩</sup> বাঝি কন্ডদেশে ।  
 নাচিতে অপাঙ্গ<sup>২৪</sup> জেন বাজাএ গণেশে ॥

উচ্চস্বরে ডাকি বোলে যত নৃপগণ ।  
 বীরপদ্য হই ভঙ্গ দেও কি কারণ ॥  
 রণে ভঙ্গ মৃত্যুধিক রহয় অখ্যাতি ।  
 যন্ম করি মরিলে হইব স্বর্গগতি ॥  
 রাজপদ্য কুলধর্ম সাখা কিবা যায় ।  
 রণ দেখি বিমদুখ বীরের ধর্ম নয় ॥  
 একত্র হইয়া যন্ম দেও সর্ব বীর ।  
 কার শক্তি হইব তোমার আগে স্থির ॥  
 রত্নসেন বচন শূনিয়া বীরগণ ।  
 প্রাণপণ করি সবে করিছিলো রণ ॥  
 হস্তী শরণে হস্তীর বাজিল ডুমুড়ি ।  
 যেন দুই পর্বতে পর্বতে জড়া জড়ি ॥  
 দস্তে দস্তে বাজি দস্ত ভাঙ্গিয়া উড়ায় ।  
 যার গায়ে লাগে সেই ভূমিত পড়য় ॥  
 এক গজে আর গজে ঠেলি লইয়া যায় ।  
 চর্ণীকৃত হয় নর তার পদঘায় ॥  
 ভূষণ্ডে ধরিয়া হস্তী অশ্ব ফেলে দুর ।  
 যাহার উপরে পড়ে অশ্ব হয় চর ॥  
 দুই দিকে থাকি শর পড়ে ঝাকে ঝাকে ।  
 হস্তী ঘোড়া আদি সৈন্য পড়ে লাখে লাখে ॥  
 কোন হস্তী গোলাঘাতে শ্রমি শ্রমি পড়ে ।  
 শরশয্যা হইয়া কত ভূমিতলে গড়ে ॥  
 কোন হস্তী শ্রমে শূন্ড বাজি কন্ডদেশে ।  
 নাচিতে উপাঙ্গ যেন বাজায় গণেশে ॥

১ সব সৈন্যগণ ২ হই ৩ রনধিক মস্ত, ভঙ্গে ৪ হৈব স্বর্গগতি  
 ৫ নএ ৬ সব ৭ তোমার ৮ স্থির ৯ নিপর্গণ ১০ করি সবে ১১ সপ্তে  
 ১০ করি সবে ১১ সপ্তে ১২ বাজিল ধরমরি ১৩ লাগি ১৪ করি  
 ১৫ ছুর্নাঘোড়া ১৬ ভূষণ্ডি ১৭ ফেলে দুরে ১৮ অস্তি হএ চর  
 ১৯ অশ্ব সৈন্য ২০ সর সৈন্ধ্য হই কেহ ভূমীস্থলে গরে ২১ সৈন্য  
 ২২ উপাঙ্গ

স্বার্থ টীকা : ভূষণ্ডে—পাষণ্ড প্রকৃৎপক বন্দ  
 উপাঙ্গ—শূন্ড

মন্তব্য : পলায়নপর রাজপদ্য সৈন্যদের উৎসাহ দিয়ে রত্নসেনের উৎসাহবাজক ভাষণটি মূলে নেই, আলাওলের নিজস্ব  
 সযোজন। পরবর্তী যুদ্ধবর্ণনাও কৃষ্ণবাসী রামায়ণ বা কাশীরাম দাসের মহাভারতের যুদ্ধবর্ণনার অনুরূপ। বিশেষত  
 হস্তীর কন্ডদেশে শূন্ডঘাতের বর্ণনায় গণেশের নৃত্য এবং শূন্ডদেশে উপমাটি একেবারেই নিজস্ব যোজনা।

কার সিরে ভিন্দিপাল<sup>১</sup> হানে কোণ বির ।  
 খর্গ হানি কেহ কারে করে দই চির ॥  
 কার উরু ভেদি হস্তি তোলে দস্ত পর<sup>২</sup> ।  
 তথাৎ থাকিয়া কন্দু হানে জমধর<sup>৩</sup> ॥  
 গুরুজের ঘাতে কার ভাঙ্গাএ পাজর<sup>৪</sup> ।  
 কার মন্ড ভাঙ্গি<sup>৫</sup> কেহ হানি পরম্পর<sup>৬</sup> ॥  
 কেহ কার হস্ত কাটে কেহ কাটে<sup>৭</sup> পাও ।  
 কেহ কার মন্ড কাটে কেহ কার গাও ॥  
 শতে ২ হস্তি অশ্ব হাজারে হাজার ।  
 লক্ষে ২ হস্তি<sup>৮</sup> পরে গনিতে অপার ॥  
 রণক্ষেত্রে সমপদ<sup>৯</sup> রুধিরে বহে নদি ।  
 কোরব পাণ্ডব জিনি যুদ্ধের অবধি ॥  
 ধ্বংস অশ্বকার কেহ কাহাকে ন দেখে ।  
 শহস্রে ২ পরে আইশে লাখে ২ ॥  
 দই দিগে উৎসল শংগ্রামে<sup>১০</sup> তরণ ।  
 প্রাণ নিরপেক্ষ যুদ্ধে<sup>১১</sup> কেহ না দে ভঙ্গ ॥  
 আসম পরিম<sup>১২</sup> হিন্দু দেখী ছোলতানে ।  
 মেঘ রেণবতে<sup>১৩</sup> চরি চলিল পন্নানে<sup>১৪</sup> ॥  
 শাহারে<sup>১৫</sup> দেখীয়া পাছে জবনের শন্য<sup>১৬</sup> ।  
 একবারে সকল<sup>১৭</sup> হইল অগ্রগণ্য<sup>১৮</sup> ॥  
 হস্তিদল লৈয়া শন্য<sup>১৯</sup> হৈল<sup>২০</sup> আগুয়ান ।  
 একের উপরে দশ ধায় বলবান ॥  
 অবশীষ্ট<sup>২১</sup> আছিল হিন্দুর জথ হাতি ।  
 নিজদল লালিয়া ধাইল শিগ্রগতি ॥  
 তার পাছে ধাইল শাহার<sup>২২</sup> হস্তি টাট ।  
 পলাএ হিন্দুর<sup>২৩</sup> না দেখএ<sup>২৪</sup> বাট ॥  
 প্রচণ্ড তপণ শাহা<sup>২৫</sup> দেখীএ প্রবিন<sup>২৬</sup> ।  
 হিন্দুনা<sup>২৭</sup> মন্ডচন্দ্র হইল মালিন ॥  
 বিধু সগো<sup>২৮</sup> ছিল জথ নক্ষত্র<sup>২৯</sup> মন্ডল ।  
 সুর দরশনে মাত্র লুকাইল সকল<sup>৩০</sup> ॥

১ বিস্টিপাল ২ পরে ৩ জমধরে ৪ পাণ্ডর ৫ কাটে ৬ আসমসের  
 ৭ কার ৮ সৈন্য ৯ সন্দন্য ১০ সংগ্রাম ১১ নিরপেক্ষ যুদ্ধ  
 ১২ সাহাস ১৩ মেঘা ঐরাবতে ১৪ রূপন ১৫ সাহারে ১৬ সৈন্য  
 ১৭ সকল ১৮ অগ্রগণ্য ১৯ সৈন্য ২০ হই ২১ রবসীপট ২২ সাহার  
 ২৩ পলাটাএ হিন্দু সৈন্য ২৪ দেখীএ ২৫ সাহা ২৬ দেখীয়া  
 প্রবিন ২৭ বিধু সগো ২৮ নক্ষত্র ২৯ লুকাইল সকল

কার শিরে ভিন্দিপাল হানে কোন বীর ।  
 খর্গ হানি কেহ কারে করে দই চির ॥  
 কার উরু ভেদি হস্তী তোলে দস্তপরে ।  
 তথাৎ থাকিয়া কন্দু হানে জম ঘরে ॥  
 গুরুজের ঘাতে কার ভাঙ্গায়ে পাজর ।  
 কার মন্ড ভাঙ্গি কেহ হানি পরম্পর ॥  
 কেহ কার হস্ত কাটে কেহ কাটে পাও ।  
 কেহ কার মন্ড কাটে কেহ কার গাও ॥  
 শতে শতে হস্তী অশ্ব হাজারে হাজার ।  
 লক্ষে লক্ষে সৈন্য পড়ে গনিতে অপার ॥  
 রণক্ষেত্রে সম্পূর্ণ<sup>১</sup> রুধিরে বহে নদী ।  
 কোরব পাণ্ডব জিনি যুদ্ধের অবধি ॥  
 ধ্বংস অশ্বকার কেহ কাহাকে না দেখে ।  
 সহস্রে সহস্রে পড়ে আইসে লাখে লাখে ॥  
 দই দিগে উৎসল সংগ্রাম তরণ ।  
 প্রাণ নিরপেক্ষ যুদ্ধে কেহ না দে ভঙ্গ ॥  
 অসম সাহস হিন্দু দেখি ছোলতান ।  
 মেঘ ঐরাবতে চাঁড় করিল পন্নান ॥  
 সাহারে দেখীয়া পাছে যবনের সৈন্য ।  
 একেবারে সকল হইল অগ্রগণ্য ॥  
 হস্তীদল লইয়া সৈন্য হইল আগুয়ান ।  
 একের উপরে দশ ধায় বলবান ॥  
 অবশিষ্ট আছিল হিন্দুর যত হাতি ।  
 নিজদল লালিয়া ধাইল শিগ্রগতি ॥  
 তার পাছে ধাইল সাহার হস্তী ঠাট ।  
 পলায় হিন্দুর সৈন্য না দেখয় বাট ॥  
 প্রচণ্ড তপণ সাহা দেখীয়া প্রবীণ ।  
 হিন্দুনা<sup>১</sup> মন্ডচন্দ্র হইল মালিন ॥  
 বিধু সগো ছিল যত নক্ষত্র মন্ডল ।  
 সুর দরশনে মাত্র লুকাইল সকল ॥

মন্তব্য : তুর্কি ও রাজপুত্র সৈন্যদের আঘাত প্রত্যাহাতে  
 বর্ণনায় আলাওল মুলান্দসারিতার পরিবর্তে পুনরুজ্জি-  
 প্রবণতাকে প্রচ্ছন্ন দিলেছেন। হিন্দুসৈন্যের প্রবল পরাক্রম  
 দেখে সুলতানের স্বয়ং সংগ্রামে অবতরণ এবং তার ফলে  
 উৎসাহিত তুর্কিসৈন্যদের বিক্রমের কাছে হিন্দুসৈন্যদের  
 পরাজয় ও পলায়ন ইত্যাদি বিস্তৃত বর্ণনা মূল  
 অনুপস্থিত।

সন্যস্তগা? দিল্লী দেখী নরপতিগন ।  
 রাখিতে নারিল জাঁদ করিয়া জন্তন ॥  
 সবে বোলে শূদ্র রত্নসেন মোহাসএ ।  
 গরপতি বাহিতে জুঁঝিতে<sup>১</sup> যোগ্য নহে<sup>২</sup> ॥  
 গরপতি জুঁঝিবেক<sup>৩</sup> গরের ভিতরে ।  
 কাহার পরানে তারে কি করিতে পারে ॥  
 শিগ্গ<sup>৪</sup> করি গরে উঠ<sup>৫</sup> না করি বিলম্ব ।  
 ক্ষেত্রযুদ্ধে<sup>৬</sup> কে সহিব সাহার আরম্ভ ॥  
 এই জুঁঝি মনে ভাবি নৃপতি চলিল ।  
 অবশিষ্ট সন্য শগ্গে গরতে উঠিল<sup>৭</sup> ॥

মোহাসন্দ জয়বাদ্য বাজে সাহা বলে<sup>১</sup> ।  
 বহুল প্রশাদ পাইল উমরা সকলে<sup>২</sup> ॥  
 সাহার কটকে গর<sup>৩</sup> চৌদিগে বোরিল ।  
 শ্বার বাশি<sup>৪</sup> রত্নসেন উপরে রহিল ॥  
 ছোলতান শন্য গর<sup>৫</sup> রহিল বোরিয়া ।  
 ওমরা সবেরে দিল আলগা মেটিয়া<sup>৬</sup> ॥\*  
 প্রভাত হইল<sup>৭</sup> জখ<sup>৮</sup> ওমরা মোহস্ত ।  
 শ্বসন্য সাজিয়া আসি পরেত লাগন্ত<sup>৯</sup> ॥  
 পর্বত উপরে ঘর অভি উগ্গতর ।  
 জখ করি উঠীবারে ন পারে উপর ॥  
 কিছ্র লক্ষ নাহিক করিতে পদ শ্বির<sup>১০</sup> ।  
 উপরে থাকিয়া মারে<sup>১১</sup> গোলাগুদালি তির ॥  
 বহুল কহুক বান<sup>১২</sup> দবা চন্দ্রবান<sup>১৩</sup> ।  
 মারিয়া জবন সন্য<sup>১৪</sup> করে খান ২ ॥

সৈন্য ভগ্ন দিল দৌধ নরপতিগণ ।  
 রাখিতে নারিল সৈন্য করিয়া যতন ॥  
 সবে বোলে শূদ্র রত্নসেন মহাশয় ।  
 গড় ভাগী বাহিরে যুঁঝিতে যুঁঝি নয় ॥  
 গড়পতি যুঁঝিবেক গড়ের ভিতরে ।  
 কাহার পরাণে তারে কি করিতে পারে ॥  
 শীঘ্র করি গড়ে উঠ না করি বিলম্ব ।  
 ক্ষেত্রযুদ্ধে কে সহিব সাহার আরম্ভ ॥  
 এই যুঁঝি মনে ভাবি নৃপতি চলিল ।  
 অবশিষ্ট সৈন্য লই গড়ে উঠিল ॥ (জা.৬)

মহাশয়ে জয়বাদ্য বাজে সাহা দলে ।  
 বহুল প্রসাদ পাইল উমরা সকলে ॥  
 সাহার কটকে গড় চৌদিগে বোড়িল ।  
 শ্বার বাশি রত্নসেন উপরে রহিল ॥  
 ছোলতানে সেই গড় রহিল বোড়িয়া ।  
 উমরা সবেরে দিল আলগা বাটিয়া ॥ (জা.৭)  
 প্রভাত হইল খত উমরা মোহস্ত ।  
 সসৈন্যে সাজিয়া আসি গড়েত লাগন্ত ॥  
 পর্বত উপরে গড় অতি উচ্চতর ।  
 যখ করি উঠীবারে না পারে উপর ॥  
 কিছ্র লক্ষ নাহিক করিতে পদ শ্বির ।  
 উপরে থাকিয়া মারে গোলাগুদালি তীর ॥  
 বহুল কহুক আদি ধাম চন্দ্রবাণ ।  
 মারিয়া যবন সৈন্য করে খান খান ॥

১ রণস্তগ ৩ ঘর ত্যাগী বাহিরে যুঁঝিতে জ্যোত নএ ৪ গরপতি  
 যুঁঝিবেক ৫ সীগ্র ৬ ঘরে উঠ ৭ খেদি যুদ্ধ ৮ তার সেসে সৈন্য  
 লই ঘরেতে উঠিল ৯ মহাসন্দ সাহাসৈন্য বাজে জএ ঢোল  
 ১০ ওমরা সকলে পাইলা প্রসাদ বহুল ১১ ঘর ১২ বাশি  
 ১৩ ছোলতানে সেই ঘর ১৪ বাটীয়া ১৫ সমএ ১৬ হৈল ১৭ সসৈন্য  
 সাজিয়া গর সীগে লাগাওন্ত ১৮ স্তির ১৯ মারে ২০ আদি  
 ২১ ধাব চন্দ্র বান ২২ সৈন্য

\* হাবী সঙ্করণে অতিরিক্ত শব্দ—

চারিধিকে টিঙ্গ প্রায় বাশিয়া সুসার ।  
 সাহার সসৈন্যে রহে করিয়া প্রকার ॥

সূর্য, নক্ষত্র আকাশ ইত্যাদি সাধারণ পদের ব্যবহার, অনুবাদে আছে প্রত্যক্ষ বস্তুধর্মী যুদ্ধবর্ণনা। সপ্তম শতকের অনুবাদে মুলের চৌপাঠের শেষাংশ ছাড়া অনেক কিছুই বিজ্ঞিত। বিশেষ করে বাদশাহী সৈন্যের বিপুলতা অনুবাদে ফোটে নি। রত্নসেনের রণক্ষেত্র ত্যাগ করে দুর্গে ফিরে যাওয়ায় সুলতান সৈন্যদের জয়বাদ্যধ্বনি অনুবাদে সংযোজিত, ওমরাহদের বাদশাহী প্রসাদ লাভের সংবাদও অনুবাদে নবযোজিত। মুলের সোহা অংশটি অনুপস্থিত।

শব্দার্থ টীকা : আলগ—পৃথক পৃথক। মূলে অলাগে

মন্তব্য : ষষ্ঠশতকের অনুবাদের প্রথম দিকে মূলানুবর্তিতা লক্ষণীয়। সূর্যের দীপ্তিতে চন্দ্রের স্নান হবার রূপকে সুলতানের পরাক্রমের কাছে রত্নসেনের স্নানতার চিত্রটি মূলানুসারী। অবশ্য মূলে রত্নসেন নিজ বিবেচনায় দুর্গের অভ্যন্তরে আশ্রয় নিয়েছেন, কিন্তু অনুবাদে পলায়মান সৈন্যদের দেখে অপরের যুঁঝিতে রত্নসেন চিত্তের দুর্গের নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে গেলেন। মূলে আছে চন্দ্র,

অসম শাহাস করি<sup>১</sup> উটীবারে জ্ঞাএ ।  
 উশ্ব থাকি মোহাকান্ত<sup>২</sup> পাশাণ পেলাএ ॥  
 সতে ২ চম করি মাতেজালি পলে<sup>৩</sup> ।  
 লণ্ডভণ্ড হৈয়া সব<sup>৪</sup> ভূমিতলে গরে<sup>৫</sup> ॥\*  
 হেটেত থাকিয়া জ্বথ অশ্ব বরিখএ<sup>৬</sup> ।  
 গোলাগদুলি আদি সব পৰ্বতে পরএ<sup>৭</sup> ॥  
 একবারে পরএ বিসিক<sup>৮</sup> লাখে ২ ।  
 পদনি কিবা পৰ্বতের গাছাইল পাখ<sup>৯</sup> ॥  
 উপরেত মোহাভার জবে<sup>১০</sup> ন হইত ।  
 সন্ন পরে বাউ লাগি অচল তদ্রিত<sup>১১</sup> ॥  
 এই মতে নিথ্য ২ গরেত<sup>১২</sup> লাগএ ।  
 শাহার কটক পরে কাব্য<sup>১৩</sup> কিছু নহে ॥  
 সাহার সাক্ষাতে আসী ওমরার গন ।  
 ভালে খেঁত পরসিয়া করে নিবেদন ॥  
 অতি উশ্ব মোহাঘর পৰ্বত উপরে ।  
 বহুল প্রকার করি নারি উটীবারে ॥  
 দুর্গম পৰ্বত সিদ্ধ<sup>১৪</sup> দিতে নাহি<sup>১৫</sup> শ্বল ।  
 জ্বথ অশ্ব বরিসএ<sup>১৬</sup> নিশ্বফল সকল ॥  
 নিথ্য ২ জ্বশ্ব করি সন্য<sup>১৭</sup> হৈল ক্ষএ<sup>১৮</sup> ।  
 গরগজ বাশ্বিলে হইব<sup>১৯</sup> রন<sup>২০</sup> জ্ঞএ ॥

অসম সাহসে যেবা উঠিবারে যায় ।  
 উশ্বের থাকি মহাকান্ত পাষণ ফেলায় ॥  
 শতে শতে মাতোমাল চূর্ণ হই পড়ে ।  
 লণ্ডভণ্ড হইয়া সব ভূমিতলে গড়ে ॥  
 হেটেত থাকিয়া যত অশ্ব বরিখয় ।  
 গোলাগদুলি আদি সব পৰ্বতে পড়য় ॥  
 একবারে পড়য় বিশিখ লাখে লাখ ।  
 পদনি কিবা পৰ্বতের গাছাইল পাখ ॥  
 উপরেত মহাভার যবে না হইত ।  
 শরপরে বায়ু লাগি অচল উড়িত ॥  
 এই মতে নিত্য নিত্য গড়েত লাগয় ।  
 সাহার কটক পরে কাব্য<sup>১৩</sup> কিছু নয় ॥  
 সাহার সাক্ষাতে আসি উমরার গণ ।  
 ভালে ক্ষিত পরিশিয়া করে নিবেদন ॥  
 অতি উচ মহাগড় পৰ্বত উপরে ।  
 বহুল প্রকার করি নারি উঠিবারে ॥  
 দুর্গম পৰ্বত সিদ্ধ দিতে নাহি শ্বল ।  
 যত অশ্ব বরিষয় নিশ্বফল সকল ॥  
 নিত্য নিত্য যদ্বশ্ব করি সৈন্য হৈল ক্ষয় ।  
 গরগজ বাশ্বিলে হইব<sup>১৯</sup> রণে জয় ॥ ( জা. ৯ )

১ অসম সাহসে জেবা ২ উশ্বের থাকি মোহাকান্ত ৩ সতে ২  
 মাতআল চূর্ণ হই পরে ৪ তবে ৫ ভূমীশ্বলে  
 \* 'বা' পদ্বিধিতে অতিরিষ্ত দৃ পংক্তি—  
 উট বৃষ শ্বচর লেখীতে কথ পারি ॥  
 মোহায়াসজোত সাহা হৈল ধরমরি ।  
 ৬ বরিসএ ৭ লাগএ ৮ বিসীখ ৯ সাখ ১০ জদি ১১ উরিষ্ত ১২ গরিষ্তে  
 ১৩ কাষ ১৪ হিন্দ ১৫ নাই ১৬ বরিসএ ১৭ সৈন্য ১৮ খএ  
 ১৯ সে হৈব ২০ রণে

শব্দার্থ টীকা : গরগজ—কেল্লার কামান বসাবার স্তম্ভ । মূলে আছে  
 গরগজ । কিন্তু 'ঢা' পদ্বিধিতে একজায়গায়  
 ছাড়া সর্বত্র লেখা হয়েছে গক্'জ । পদ্বিধির  
 মার্জনে সংশোধন করে একজায়গায় লেখা আছে  
 গরদজ । 'বা' পদ্বিধিতে শব্দটি সঠিক  
 বানানে আছে ।

মন্তব্য : মূলের অন্তিম শব্দকটিতে বর্ণিত রাত্রিকালে সুলতান সৈন্যদের যুদ্ধবর্ণনায় বিবরণগদুলি বাদ দিয়ে  
 অনুবাদে আলাওল একেবারে নকম শব্দের প্রভাতকালীন দুর্গ-অবরোধ বর্ণনায় চলে এসেছেন ।

নকম শব্দের অনুবাদে আলাওল সুলতান-সৈন্যদের দুর্গ-আক্রমণ বর্ণনায় মোটামুটি মূলানুগ হলেও কয়েকটি ক্ষেত্রে  
 স্বাতন্ত্র্য দেখিয়েছেন । মূলে আছে সৈন্যদের বাণ নিক্ষেপ, অনুবাদে এর সঙ্গে গোলাগদুলিও চলেছে । মূলে শরবিষ্ম দুর্গকে  
 বলা হয়েছে শজার, অথবা উদ্যতপক্ষ গরুড়পক্ষী, অনুবাদে প্রথম উপমাটি বাদ গেছে, দ্বিতীয়টি কিছু পরিবর্তিত করে বলা  
 হয়েছে পৰ্বতের যেন পাখা গজিয়েছে । শব্দের শেষদিকে মূলের দোহাটিতে কেবল দুর্গের দুর্ভেদ্যতার কথা বলেই ছেড়ে  
 দেওয়া হয়েছে, কিন্তু অনুবাদে দুর্গ ভেদ করতে না পেরে ওমরার দল সুলতানকে গরগজ বাধবার পরামর্শ দিয়েছে ।

যুঁনি সাহা আঙ্গা দিলা<sup>১</sup> তেমত করিতে<sup>২</sup> ।  
কটী ২ সন্য দিলা<sup>৩</sup> পাসান আনিতে ॥  
শহস্র ২ হস্তি লক্ষ<sup>৪</sup> ২ পরি<sup>৫</sup> ।  
ওষ্ঠ বৃস খাচর<sup>৬</sup> লোখিতে কথ পাৰি ॥  
নিশী দিন<sup>৭</sup> অবিপ্রাম গকর্জ<sup>৮</sup> বাস্খিল ।  
বহুল কামান বাছি তাহাত তুলিল ॥  
মেঘের গর্জন<sup>৯</sup> প্রাএ ছুটএ কামান ।  
ফুটীয়া রাজার ঘর হএ খান ২ ॥

রাজার থুইএ লাগি রহে নিরন্তর<sup>১০</sup> ।  
জথ ভাঙ্গা পুঁনি বান্দে<sup>১১</sup> রাশির ভিতর ॥  
জথ দুৱ উচ করি ঘর জে<sup>১২</sup> বান্দএ ।  
নূপতি বাস্খিয়া ধর<sup>১৩</sup> উপরে তোলাএ ॥  
এথ জানি<sup>১৪</sup> আঙ্গা কল্যা<sup>১৫</sup> দিগ্লির ইশ্বর ।  
ধুরধানি<sup>১৬</sup> তোলা নিয়া গকর্জ<sup>১৭</sup> উপর ॥  
ধুরধানি<sup>১৮</sup> কামান সহজে অতিবর ।  
চারি লোকে<sup>১৯</sup> বশি<sup>২০</sup> পারে খোলিতে চৌপর ॥  
আর বহু মোহা ২ কামান তুলিল ।  
সতে ২ মন দারু ভবিয়া মারিল ॥  
মুক্তিকার পাঠ পাএ ফুটী গেল ঘর<sup>২১</sup> ।  
পাশানের গৃহ ভাঙ্গি ফেলে বর<sup>২২</sup> ॥  
সহস্র ২ জন নিল উরাইয়া ।  
তাহার ধমকে পৈল গকর্জ<sup>২৩</sup> ভাঙ্গিয়া :।  
প্রলএ ঘটীল<sup>২৪</sup> জেন লোক হৈল স্তব্দ<sup>২৫</sup> ।  
কর্নে তালি লাগিল যুঁনিয়া ঘোর সন্দ ॥

শুঁনি সাহা আঙ্গা দিলা গরগজ বাস্খিতে ।  
কোটি কোটি সৈন্য দিলা পাষণ আনিতে ॥  
সহস্র সহস্র হস্তী লক্ষ লক্ষ গাড়ি ।  
উশ্ঠ বৃস খাচর লোখিতে কত পারি ॥  
নিসি দিসি অবিপ্রাম গরগজ বাস্খিল ।  
বহুল কামান বাছি তাহাত তুলিল ॥  
মেঘের গর্জন প্রায় ছুটএ কামান ।  
ফুটীয়া রাজার গড় হয় খান খান ॥ ( জা. ১০ )

রাজগড়ে থুই সবে থাকে নিরন্তর ।  
যত ভাঙ্গে পুঁনি বাস্খে রাশির ভিতর ॥  
যত দুৱ উচ করি গরগজ বাস্খয় ।  
নূপতি বাস্খিয়া গড়ে উপরে তোলায় ॥  
এত জানি আঙ্গা কৈল দিগ্লির ইশ্বর ।  
ধুরধানি তোলা নিয়া গরগজ উপর ॥  
ধুরধানি কামান সহজে অতি বড় ।  
চারিজন বসি পারে খোলিতে চৌপর ॥  
আর বহু মহা মহা কামান তুলিল ।  
শতে শতে মন্দার ভারিয়া মারিল ॥  
মুক্তিকার পাঠ প্রায় ফুটী গেল গড় ।  
পাষণের গৃহ ভাঙ্গি পড়ে বরাবর ॥  
সহস্র সহস্র জন নিল উড়াইয়া ।  
তাহার ধমকে পৈল গরগজ ভাঙ্গিয়া ॥  
প্রলয় হইল হেন লোক হৈল স্তব্দ ।  
কর্ণে তালি লাগিল শুঁনিয়া ঘোর শব্দ ॥ (জা.১১)

১ কৈল ২ গরগজ বাস্খিতে ৩ সৈন্য দিন ৪ সহস্র ৫ হাত কটী ৬  
গারি ৭ উট বৃস খাচর ৮ দিসী ৯ গরগজ ১০ গরজন ১১ রাজঘরে থুই  
সবে থাকে নিরন্তর ১২ করে ১৩ গরগজ ১৪ গর ১৫ যুঁনি  
১৬ কৈল ১৭ ধোরধানি ১৮ গরগজ ১৯ ধোরধানি ২০ জন ২১ বসী  
২২ মুক্তিকার পরে ফুটী পরিলেক গর ২৩ পরে বরাবর ২৪ গরগজ  
২৫ হইল ২৬ তন্দ

শব্দার্থ টীকা : থুই—ছপতি ; মূলে থবই  
ধুরধানি—কামানের নাম , মূলে নেই  
চৌপর—চারপ্রহর  
মন্দার—পর্বতবিশেষ

মন্তব্য : দশম স্তবকের অনূবাদটি মূলের তুলনায় অনেক সংক্ষিপ্ত । মূলে আছে দুর্গ পর্বত সড়ঙ্গ নির্মাণের অতিরিক্ত  
সংবাদ । এছাড়া মূলে হাবসী, রুমী এবং ফিরিঙ্গী গোলান্দাজের উল্লেখ আছে অনূবাদে এক্ষেত্রে তা নেই । আবার অনূবাদে গর-  
গজ বা কামানস্তম্ভ নির্মাণের জন্য প্রস্তরবাহী বিভিন্ন পশুর উল্লেখ আছে, মূলে তা নেই । মূলে গোলানিষ্ক্ষেপের চিত্রটি অনেক  
বাস্তব, অনূবাদে তা অস্পষ্ট । মূলের দোহা অংশটিতে লক্ষাদহনের চিত্রটি অনূবাদে অনুপস্থিত । একাদশ স্তবকের  
অনূবাদে মলান্দগত্য সম্বন্ধে কিছু কিছু নতুন কথা আছে । সুলতানের আঙ্গায় গরগজের উপর বৃহৎ ধুরধানি কামান  
তুলে গোলাবর্ষণের কথা অনূবাদে থাকলেও মূলে নেই । মন্দার পর্বত নিয়ে গোলানিষ্ক্ষেপও অনূবাদে নতুন সংবাদ ।  
মূলের দোহা অংশটি অনূবাদে অনুপস্থিত ।

কথ ২ গর্ভপাত<sup>১</sup> হইল তখনে ।  
 মোহান্তর উপজ্জল ঘর-বাসি<sup>২</sup> মনে ॥  
 মনেত সাহাস করি রত্নসেন বির ।  
 আশ্বাস বচনে সব সন্য কল্যা স্থির<sup>৩</sup> ॥  
 তুরুরকের গর্ভ<sup>৪</sup> জে পরিল ভাঙ্গিয়া ।  
 তুমি সবে আর চিন্তা কর কি লাগিয়া ॥  
 পদ্বিন জবে হেন মত গর্ভ<sup>৫</sup> বাসিব ।  
 তখনে জে করে বিধি<sup>৬</sup> সেই সে হইব ॥  
 জথ ২ ঘর<sup>৭</sup> ফুটী আছে গোলাঘাতে ।  
 পদ্ব<sup>৮</sup>প্রায় গর<sup>৯</sup> করি ঘটীল<sup>১০</sup> তুরিতে ॥  
 ছোলতানে শ্বদ্বিনলেক গর্ভ<sup>১১</sup> ভাঙ্গিল<sup>১২</sup> ॥  
 ওমরা সবেরে আনি ভার্জিয়া বদ্বিল<sup>১৩</sup> ॥  
 আমারে ভাশ্বডতে সবে ন কহএ<sup>১৪</sup> কাজ ।  
 নাহিক মরণ ভএ<sup>১৫</sup> অপমান লাজ ॥  
 আপনা ভালাই জদি চাহ তুমি সবে ।  
 সিগ্র করি গর্ভ<sup>১৬</sup> বাস্বএ পদ্বিন তবে ॥  
 হেনমত গর্ভ<sup>১৭</sup> বাস্ব সিগ্রগতি<sup>১৮</sup> ॥  
 উপরে উঠিতে পারে শতে ২ হাতি<sup>১৯</sup> ॥  
 সাহার আদেশ শ্বদ্বিন আমন্ত<sup>২০</sup> সকল ।  
 গর্ভ<sup>২১</sup> বাস্বিতে হেতু হইল বিকল ॥  
 জেমত<sup>২২</sup> আরশে পদ্ব<sup>২৩</sup> আছিলেক<sup>২৪</sup> সিল ।  
 তার দসগদ্বন করি শন্য<sup>২৫</sup> নিজদ্বিজল ॥  
 মোহা ২ পাশান চরকে তদ্বিল আনে ।  
 একেক পদ্ব<sup>২৬</sup>ত খণ্ড সত হস্তি টানে ॥  
 লক্ষে ২ ওষ্ঠ বৃস বহুল খাচর ।  
 কৈটী ২ মনিস্য বহএ নিরাম্তর<sup>২৭</sup> ॥

১ গর্ভপাত ২ রত্নসেন ৩ আশ্বাস বচনে কৈল সৈন্য সব স্থির  
 ৪ গরগজ ৫ গরগজ ৬ প্রাত ৭ গর ৮ দর ৯ বাস্বিল ১০ সাহাএ  
 শ্বদ্বিন জদি গরগজ ভাঙ্গিল ১১ কহিল ১২ কর হেন ১৩ ধিক  
 ১৪ গরগজ ১৫ হেনমতে গরগজ বাস্বহ সীগ্রকরি ১৬ করি  
 ১৭ আটমন্ত ১৮ গরগজ ১৯ জেমন ২০ আনিলেক ২১ সৈন্য  
 ২২ অনিব্যার

শতবকে বর্ণিত । অবশ্য মূলের প্রাকারনির্মাণবর্ণনা আরও অনেকবেশী রাজকীয় ও আড়ম্বরপূর্ণ, অনুবাদে ভারবাহী  
 পদ্বদের সংখ্যাবাশ্ব ঘটলেও উপমা ও বর্ণনার সেই জাঁক-জমক নেই । মোহা অংশের অনুবাদ যথারীতি অনুপস্থিত ।

কত কত গর্ভপাত হইল তখনে ।  
 মহান্তর উপজ্জল গড়বাসী মনে ॥  
 মনেত সাহস করি রত্নসেন বীর ।  
 আশ্বাস বচনে সব সৈন্য কৈল স্থির ॥  
 তুরুরকের গরগজ পড়িল ভাঙ্গিয়া ।  
 তুমি সবে আর চিন্তা কর কি লাগিয়া ॥  
 পদ্বিন যবে হেনমত গরগজ বাস্বিব ।  
 তখনে যে করে বিধি সেই সে হইব ॥  
 যথা যথা গড় ফুটীয়াছে গোলাঘাতে ।  
 পদ্ব<sup>১</sup>প্রায় দঢ় করি গঠিল তুরিতে ॥  
 ছোলতানে শ্বদ্বিনলেক গরগজ ভাঙ্গিল ।  
 উমরা সবারে আনি ভার্জিয়া বদ্বিল ॥  
 আমারে ভাশ্বডতে সবে কর হেন কাজ ।  
 নাহিক মরণ ভয় অপমান লাজ ॥  
 আপনা ভালাই যদি চাহ তুমি সবে ।  
 শীঘ্র করি গরগজ বাস্বহ পদ্বিন তবে ॥  
 হেনমত গরগজ বাস্ব শীঘ্র গতি ।  
 উপরে উঠিতে পারে শতে শতে হাতি ॥  
 সাহার আদেশ শ্বদ্বিন অমাত্য সকল ।  
 গরগজ বাস্বিতে হেতু হইল বিকল ॥  
 যেমত আরশে পদ্ব<sup>১</sup> আনিলেক শিলা ॥  
 তার দশগদ্বন করি সৈন্য নিযদ্বিজলা ॥  
 মহা মহা পাষাণ চড়কে তদ্বিল আনে ।  
 একেক পদ্ব<sup>২</sup>তখণ্ড শতহস্তী টানে ॥  
 লক্ষে লক্ষে উষ্ট্র বৃষ বহুল খচর ।  
 কোটি কোটি মনুষ্য বহয়ে নিরাম্তর ॥

মন্তব্য : একাদশ শতবকের পর অনুবাদে মূলের  
 বোড়শ শতবকটি স্থান পেয়েছে । রত্নসেনের আশ্বাস,  
 সুলতানের ক্রোধ এবং ওমরাহদের প্রতি পদ্বনরায় গরগজ বা  
 শ্বস্ত্র নির্মাণের আদেশ ইত্যাদি ব্যাপার মূলে অনুপস্থিত ।  
 তবে দৃগের চারদিকে পাষাণপ্রাচীরনির্মাণ মূলের বোড়শ

দুই সন্ন ভূমি কল্য হেতেত পাতন<sup>১</sup> ।  
 এক সবে সোধে হেন উপরে গঠন<sup>২</sup> ॥  
 হেন মত গরগজ বাসিল<sup>৩</sup> নিরাস্তর ।  
 রঙ্গশেন ঘর বাসি<sup>৪</sup> তোলাএ উপর ॥  
 কৈটী<sup>৫</sup> ২ নব জস্ত<sup>৬</sup> হাজারে ২ ।  
 মোহাশীল<sup>৭</sup> শৈল খন্দ<sup>৮</sup> আনে অনিবার ॥  
 দিনে ২ গরগজ হৈল পণ্ডতর<sup>৯</sup> ।  
 রঙ্গশেন গর<sup>১০</sup> হৈল কাঙ্কানি সোসর<sup>১১</sup> ॥

উচ্চ শিখাসনে<sup>১২</sup> সাহা বশী মোহামুকে<sup>১৩</sup> ।  
 ঘর অখাস্তরে<sup>১৪</sup> সব দেখন্ত কতরুকে ॥  
 মোহা ২ অষ্ট ধাতু<sup>১৫</sup> কামান তুলিয়া ।  
 জাহারে দেখএ তারে মারয় তাকিয়া<sup>১৬</sup> ॥  
 ঘরের বাহির হৈতে নারে কোণ জন<sup>১৭</sup> ।  
 ঘরের ভিতরে জেন পশীল সমন ॥  
 সিলগুহ তাকিয়া<sup>১৮</sup> হানএ যোলাঘাত<sup>১৯</sup> ।  
 উপরে থাকিয়া জেন হএ বজ্রঘাত<sup>২০</sup> ॥  
 গৃহের<sup>২১</sup> চাপনে মরে<sup>২২</sup> শতে ২ লোক ।  
 ঘরবাসি মনেত<sup>২৩</sup> জাম্বল মোহাশোক ॥  
 জীবনের আসা না দেখিয়া হিন্দুগন ।  
 করতারে শ্বরি মনে ইচ্ছিয়া মরন ॥

নূপগন পাতগন লৈয়া রঙ্গশেনে<sup>২৪</sup> ।  
 দহিয়া মরিতে যুক্তি দরাইল মনে<sup>২৫</sup> ॥  
 বিরের সমভাব<sup>২৬</sup> এই না হএ কাতর ।  
 কার জয় কার মৃত্যু শাহসে ঘৃশ্বর<sup>২৭</sup> ॥  
 ফাগুয়া খোলিতে হৈলে চাচর নিগ্রাস্ত ।  
 হুজি জালাইলে হএ পুজার একান্ত<sup>২৮</sup> ॥

১ দুই বিংশ হতি কৈল ভূমীতে পাতন ২ একাধর সোধে জেন উপর  
 ঘটন ৩ হেন মতে গরগজ বাসিল ৪ হস্তে ৫ কটী ৬ মোহাসীলা  
 ৭ সৈন্যখন্ড ৮ উচ্চতর ৯ ঘর ১০ কাকানি সমস্বর  
 ১১ সীলাসনে ১২ বসী মনবুখে ১৩ অব্যাস্তরে ১৪ ধাতু ১৫ বসীআ  
 ১৬ কনজন ১৭ সীলাগ্রহে থাকিয়া ১৮ গোলাঘাত ১৯ বজ্রপাত  
 ২০ গিহের ২১ মারে ২২ ঘরে বসী মনেতে ২৩ লই রঙ্গসেন ২৪ মন  
 ২৫ সভাব ২৬ দুই সমস্বর ২৭ শেখরগম্বর 'বা' পুথিতে নেই ।

দুইশত হস্তী কৈল ভূমিত পাতন ।  
 একশত সোধ হেন উপরে গঠন ॥  
 হেন মত গরগজ বাসিল নিরাস্তর ।  
 রঙ্গসেন গড় বাসি তোলায় উপর ॥  
 কোটি কোটি নর জস্ত<sup>১</sup> হাজারে হাজার ।  
 মহাশিলাখন্ড সৈন্য আনে অনিবার ॥  
 দিনে দিনে গরগজ হৈল উচ্চতর ।  
 রঙ্গসেন গড় হৈল কাঙ্কানি সোসর ॥ (জা. ১৬)

উচ্চ সিংহাসনে সাহা বসি মহাসুখে ।  
 গড় অভাস্তরে সব দেখন্ত কৌতুকে ॥  
 মহা মহা অষ্টধাতু কামান তুলিয়া ।  
 যাহারে দেখয় তারে মারয় তাকিয়া ॥  
 গড়ের বাহির হৈতে নারে কোনজন ।  
 গড়ের ভিতর যেন পশিল শমন ॥  
 শিলাগুহ তাকিয়া হানয় গোলাঘাত ।  
 উপরে থাকিয়া যেন হয় বজ্রঘাত ॥  
 গৃহের চাপনে মরে শত শত লোক ।  
 গড়বাসী মনেত জাম্বল মহাশোক ॥  
 জীবনের আশা না দেখিয়া হিন্দুগন ।  
 করতারে শ্মরি মনে ইচ্ছিল মরণ ॥ (জা. ১০)

নূপগন পাতগন লৈয়া রঙ্গসেনে ।  
 দহিয়া মরিতে যুক্তি দড়াইল মনে ॥  
 বীরের স্বভাব এই না হয় কাতর ।  
 কার জয় কার মৃত্যু দুই সমস্বর ॥  
 ফাগুয়া খোলিতে হইলে চাচর নিগ্রাস্ত ।  
 হুজি জালাইলে হয় পুজার একান্ত ॥

লক্ষার্থ টীকা : ফাগুয়া—ফাগ  
 চাচর—চাঁচর উৎসব  
 হুজি—হোলির বহুৎসব

মন্তব্য : ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের অন্তর্বর্তী শতকটি মুলের দশম শতকের অনুরূপী । মুলতানের গরগজ আর দুর্গের  
 উচ্চতার ক্রমবর্ধমানতা এবং গরগজের শীর্ষ থেকে দুর্গের অভ্যন্তরে গোলাবর্ষণ মুলে থাকলেও গড়বাসীদের শোক ইত্যাদি  
 ব্যাপার আলাপেলের নবসংযোজন ।



এথেক ভাবিয়া মনে<sup>১</sup> জুড়িত্ত কল্যা সার ।  
 পরিবার সহিতে দাঁহিয়া মরিবার ॥  
 নৃপগণে<sup>২</sup> চিত্তাকান্ঠ চন্দন আগরে ।  
 পদুজে ২ করিলেক আনি ধ্বারে ২<sup>৩</sup> ॥\*

এসব শূনিয়া<sup>৪</sup> সাহা মনে অননুমানি ।  
 ন পাইব পশ্চিনি রানি নষ্ট বহু প্রানি<sup>৫</sup> ॥  
 কি ফল মারিয়া হিন্দু সিতল বিক্রম ।  
 পশ্চিনি ন পাইলে বেথ<sup>৬</sup> এথ পরিশ্রম ॥  
 হাবশী ফরিঙ্গি<sup>৭</sup> রুমি গোলন্দাজ জ্বথ ।  
 জ্বারে তাকে তারে মারে অতুল মহত<sup>৮</sup> ॥  
 তা সবাকে আজ্ঞা দিলা গোলা ন মারিও<sup>৯</sup> ।  
 জবে আজ্ঞা দেও অস্ত্র তখনে ধরিও<sup>১০</sup> ॥  
 পশ্চিনি পাইব আসে জুন্ধ দিল থেমা ।  
 প্রানিবধে সাংগ সাহা অতুল মহিমা ॥  
 এই মতে ঘর বোরি দাঁহির ইশ্বর ।  
 আছন্ত পরম বুখে অষ্টম বৎসর<sup>১১</sup> ॥  
 ঘরবাসি গনে মনে চিন্তিত হইয়া ।  
 আছন্ত বিস্বত<sup>১২</sup> মনে মরণ ইচ্ছিয়া ॥  
 দেশের বারতা কোন<sup>১৩</sup> নৃপতি ন পাই ।  
 ঘর<sup>১৪</sup> মাজে আছন্ত পাজরে পক্ষি প্রাএ ॥  
 রূপিয়া খাইল ফল অন্ন<sup>১৫</sup> কাটয়াল ।  
 ন মারন্ত ন জাওন্ত আছন্ত<sup>১৬</sup> কথকাল ॥

১ সবে ২ রত্নসেন ৩ পদুজে ২ কৈল আনি জার জেই ধ্বারে

• 'যা' পদুথতে এরপর অভির্কিত্ত পদুথ—

এ সব রোহাশ্ব জাদি সাহা আগে গেল ।  
 শূনি ধর্মসীল সাহা গুনিতে লাগীল ॥  
 এ সকল লোক মারি কাজের কুসল ।  
 এক লাগী নিজ হানি করি এ সকল ॥  
 সৈন্য<sup>২</sup> সৈন্যকুল নৃপতি সকল ।  
 সৈন্য ছারি মান ভাএ মরিব সকল ॥  
 এ সব হইলে নষ্ট মোর বলহানি ।  
 কি করিব এক নারি পশ্চাবতি আনি ॥

৪ জানিয়া ৫ না পাইব পশ্চিনি জে নষ্ট হৈব পুনি ৬ রেখে

৭ ফেরাতি ৮ মহন্ত ৯ মারিতে ১০ ধরিতে ১১ বছর ১২ বিস্বতি

১৩ কিছু ১৪ গর ১৫ আম ১৬ আছে

মন্তব্য : সপ্তদশ শতবকের অননুবাদ মূলের তুলনার সর্বাঙ্গিক । মূলে রত্নসেনের রাজসভায় সভাসদদের যুক্তি-পরামর্শগূর্ণি বিস্তৃতভাবে আছে, অননুবাদে তা আংশিক ও সর্বাঙ্গিক । কিছু নতুন কথাও অননুবাদে আছে । যথার্থ বীরের এমনই অকাতর স্বভাব হবে যে জয় এবং মৃত্যু তার কাছে সমান,—মূলে এধরণের প্রৌঢ়োক্তি নেই । মূলে এর পরিবর্তে আছে সত্য বাদের স্বরূপে বর্তমান তাদের চোখে অশ্রু কোথায় ? মূলের সোহা অংশটি অননুবাদে অননুপস্থিত ।

এতেক ভাবিয়া মনে শূনিত্ত কৈলা সার ।  
 পরিবার সহিতে দাঁহিয়া মরিবার ॥  
 নৃপগণে চিত্তাকান্ঠ চন্দন আগরে ।  
 পদুজে পদুজে কৈল আনি ধার যেই ধ্বারে ॥ (জা.১৭)

এসব শূনিয়া সাহা মনে অননুমানি ।  
 না পাইব পশ্চিনী রাণী নষ্ট বহু প্রাণী ॥  
 কি ফল মারিয়া হিন্দু শীতল বিক্রম ।  
 পশ্চিনী না পাইলে বৃথা এত পরিশ্রম ॥  
 হাবশী ফরিঙ্গি রুমি গোলন্দাজ যত ।  
 যারে তাকে তারে মারে অতুল মহন্ত ॥  
 তা সবাকে আজ্ঞা দিল গোলা না মারিও ।  
 যবে আজ্ঞা দেও অস্ত্র তখনে ধরিও ॥  
 পশ্চিনী পাইব আশে যুন্ধ দিল ক্ষেমা ।  
 প্রাণীবধে সাংগ সাহা অতুল মহিমা ॥  
 এই মতে গড় বেড়ি দিল্লীর ঈশ্বর ।  
 আছন্ত পরম সুখে অষ্টম বৎসর ॥  
 গড়বাসীগণে মনে চিন্তিত হইয়া ।  
 আছন্ত বিস্মিত মনে মরণ ইচ্ছিয়া ॥  
 দেশের বারতা কোন নৃপতি না পায় ।  
 গড় মাঝে আছন্ত পাজরে পক্ষীপ্রায় ॥  
 রূপিয়া খাইল ফল আন্ন কাটয়াল ।  
 না মারন্ত না জাওন্ত আছে কত কাল ॥

শব্দার্থ টীকা : কাটয়াল—কাঁটাল

রূপিয়া—রোপণ করিয়া ; মূলে আছে আটবছরের মধ্যে সাহ বো  
 আমের গাছ লাগিয়েছিলেন তা থেকে ফল পেকে য়ে পড়ল ।

হাবশী—আর্বির্সিনিয়ার সেনা ।

ফরিঙ্গি—ইরোপীয় সেনা ।

রুমি—রোমদেশীয় সৈন্য ।

মূলের দশম স্তবকে এদের উল্লেখ আছে ।

হেনকালে আইল<sup>১</sup> দিল্লির আরদাস ।  
 সকল দেশের বাস্তা<sup>২</sup> হইল প্রকাশ ॥  
 দুরান্তর দেশ<sup>৩</sup> জখ পূর্বে<sup>৪</sup> দিল কর ।  
 সাহা আঙ্কা পালিমা আছিল নিরান্তর ॥  
 সাহার বিলম্ব দেখী<sup>৫</sup> সে সকল দেশ ।  
 উখসির করি মনে ন মানে বিশেষ<sup>৬</sup> ॥  
 এসব যুদিনমা সাহা মনে বিচলিত ।  
 দুই দিগে শাহার হইল এক চিত<sup>৭</sup> ॥  
 পশ্বিনীরে ন পাইলে মন সান্ত নহে ।  
 পাটেত না আইলে শব<sup>৮</sup> রাখ্য নষ্ট হএ ॥  
 চিন্তায় জরিল চিন্তে হইল উচাটন ।  
 কি যুদ্বি করিব শাহা ভাবে মনে মন ॥<sup>৮</sup>

হেনকালে আসিলে<sup>১</sup>ত দিল্লীর আদাস ।  
 সকল দেশের বাস্তা<sup>২</sup> হইল প্রকাশ ॥  
 দুরান্তর দেশ যত পূর্বে<sup>৩</sup> দিল কর ।  
 সাহা আঙ্কা পালিমা আছিল নিরান্তর ॥  
 সাহার বিলম্ব দেখি সে সকল দেশ ।  
 উখর্শির করি মনে না মানে বিশেষ ॥  
 এ সব যুদিনমা সাহা মনে বিচলিত ।  
 দুই দিকে সাহার হইল একচিত ॥  
 পশ্বিনীরে না পাইলে মন শান্ত নয় ।  
 পাটেত না আইলে সব রাজ্য নষ্ট হয় ॥  
 চিন্তায় জরিল চিন্তে হইল উচাটন ।  
 কি যুদ্বি করিব সাহা ভাবে মনে মন ॥ (জা. ১৮)

১ আসিলে<sup>১</sup> ২ কথা ৩ দুরান্ত দেশের ৪ যুদিন ৫ মানি উখসীর  
 করে না মানি বিশেষ ৬ দুই দিগে হইল মন সাহার এক চিত  
 ৭ পাটেতে না আইলে জরি

৮ এরপর 'বা' পুদ্বিতে অতিরিক্ত পংক্তি—

লোভেতে আছএ পাপ সাম্র দিছে সাক্ষি ।  
 শম্ব সাম্র চিন্তে সাহা সকল উপাক্ষি ॥  
 রয়সেন সম্বাসীআ সঙ্গে নৃপগন ।  
 নিজ পাটে জাইবারে ইচ্ছিলেক মন ॥

শব্দার্থ<sup>১</sup> টীকা : আরদাস—আজি<sup>১</sup> । মূলে আরদাসে<sup>১</sup>

মন্তব্য : অষ্টাদশ শতকের অনন্যবাদ মোটামুটি মুলান্দসারী । তবে মূলে আলাউদ্দীনের চিতোর অবরোধকালে পশ্চিম-  
 সীমান্তে মোগল আক্রমণের যে ঐতিহাসিক ইঙ্গিত আছে, অনন্যবাদে তা নেই, অনন্যবাদে আছে সামন্ত নৃপতিদের অভ্যুত্থানের  
 প্রসঙ্গ । মূলের দোহা অংশ অনন্যবাদে নেই । তার পরিবর্তে অনন্যবাদে আছে আলাউদ্দীনের চিত্তবদনের প্রসঙ্গ । অষ্টাদশ  
 শতকেই মূলের অধ্যায়-সমাপ্তি । কিন্তু অনন্যবাদে মূলের ঘটনার মের পৌর্বাগম্য<sup>১</sup> লিখিত হয়েছে ।

## রাগ দীর্ঘ হৃদয় লাচারি

তবে রাজা রত্নসেনে <sup>১</sup> আবস্যা <sup>৩</sup> মরন আছে তসে ।	বিচারি বৃজ্জয়া মনে <sup>২</sup> জীবনে যদফল পাএ	তবে রাজা রত্নসেনে অবশ্য মরণ আছে তসে ।	বিচারি বৃজ্জয়া মনে জীবন সূফল পায়
জ্যেদিন আনন্দে জাএ যুধের সমএ ভালে শস্তে <sup>৪</sup> ॥	জিবনে যদফল পাএ যুধের সমএ ভালে শস্তে <sup>৪</sup> ॥	যেদিন আনন্দে যায় সুখভোগ ভালমন্দ শস্তে <sup>৪</sup> ॥	জীবন সূফল পায় সুখভোগ ভালমন্দ শস্তে <sup>৪</sup> ॥
ভাবিতব্যে <sup>৬</sup> থাকে জেই বৃদ্ধিবলে নাহিক এরান ।	আবস্যা <sup>৩</sup> হইব সেই <sup>১</sup> বৃদ্ধিবলে নাহিক এরান ।	ভাবিতব্যে থাকে যেই বৃদ্ধিবলে নাহিক এড়ান ।	অবশ্য হইব সেই অবশ্য হইব সেই
অস্ত্রানে ভাবএ দৃখ সদানন্দ <sup>৮</sup> সাহাস প্রমান ॥	জাম্বিতে বরিব যুখ সদানন্দ <sup>৮</sup> সাহাস প্রমান ॥	অস্ত্রানে ভাবয় দৃখ সদানন্দ সাহসে প্রমাণ ॥	জাম্বিতে বরিব সুখ সদানন্দ সাহসে প্রমাণ ॥
এথেক ভাবিয়া চিন্তে রাজস্বারে রচিতল <sup>৭</sup> নিত্যশালা ।	রত্নসেনে আনন্দিতে রাজস্বারে রচিতল <sup>৭</sup> নিত্যশালা ।	এতেক ভাবিয়া চিন্তে রাজস্বারে রচিত নৃত্যশালা ।	রত্নসেনে আনন্দিতে রাজস্বারে রচিত নৃত্যশালা ।
হরশীত সভাজন <sup>১০</sup> পঞ্চ সন্দে করি এক মেলা ॥	নাচে নিত্যকালিগণ <sup>১১</sup> পঞ্চ সন্দে করি এক মেলা ॥	হরশীত সর্বজন পঞ্চসন্দে করি এক মেলা ॥	নাচয় নর্তকীগণ পঞ্চসন্দে করি এক মেলা ॥
সাত <sup>১২</sup> রাগ উৎকারিয়া মধুস্বরে কল্যা <sup>১৩</sup> আলাপন ।	ছন্তিস রাগিনি লৈয়া মধুস্বরে কল্যা <sup>১৩</sup> আলাপন ।	ছয় রাগ হাম্কারিয়া মধুস্বরে কৈল আলাপন ।	ছত্রিশ রাগিণী লইয়া মধুস্বরে কৈল আলাপন ।
দক্ষিণাস্ত অঙ্গ গোলা <sup>১৪</sup> সাধনা হস্তক যদলক্ষন <sup>১৫</sup> ॥	নানা কাতে <sup>১৫</sup> নাচে <sup>১৬</sup> ভালা সাধনা হস্তক যদলক্ষন <sup>১৫</sup> ॥	দক্ষিণাস্ত অঙ্গ বালা সাধনা হস্তক সূদলক্ষন ॥ (জা. ১২)	নানা কাচে নাচে ভালা সাধনা হস্তক সূদলক্ষন ॥ (জা. ১২)
কহিতে নিশ্চের <sup>১৮</sup> কথা না কহিলে সান্তি নাহি মনে <sup>১০</sup> ।	বারএ বহুল পোথা <sup>১১</sup> না কহিলে সান্তি নাহি মনে <sup>১০</sup> ।	কহিতে নৃতের কথা না কহিলে শান্ত নহে মনে ।	বহুল বাড়য় পোথা না কহিলে শান্ত নহে মনে ।
অলপ ন কহো <sup>১২</sup> জবে এই কবি সঙ্কপ্ত ন জানে ॥	বলিব <sup>১২</sup> পশ্চিডত সবে এই কবি সঙ্কপ্ত ন জানে ॥	অলপ না কহোঁ যবে এই কবি সঙ্কগীত না জানে ॥	বলিব পশ্চিডত সবে এই কবি সঙ্কগীত না জানে ॥
কহিমু কিপ্ত <sup>১৩</sup> অঙ্গপ বৃদ্ধহ রসীক ধির জনে ।	মনেত করিয়া কঙ্গপ বৃদ্ধহ রসীক ধির জনে ।	মনেত করিয়া কঙ্গপ বৃদ্ধহ রসিক ধীর জনে ।	কহিমু কিপ্ত <sup>১৩</sup> অঙ্গপ বৃদ্ধহ রসিক ধীর জনে ।
রসাসিন্দু গুণীশ্বর <sup>১৪</sup> আজ্ঞা পাই আলাওলে ভনে ॥	শ্রীষুত মাগন বর <sup>১৫</sup> আজ্ঞা পাই আলাওলে ভনে ॥	রসাসিন্দু গুণীশ্বর আজ্ঞা পাই আলাওলে ভনে ॥	শ্রীষুত মাগন বর আজ্ঞা পাই আলাওলে ভনে ॥

১ রত্নসেন ২ মন ৩ আটবেস্ব ৪ তস্তে ৫ ভবভৈষে ৬ আটবেস্ব ৭ সেই  
৮ সদা এতে ৯ রচিত ১০ সর্বাঙ্গ ১১ নাচে নিত্যকালি গন ১২ সেই  
১৩ কৈল ১৪ অঙ্গ বালা ১৫ কাচে ১৬ নাচে ১৭ সাবধানে হস্তে  
সূদলক্ষণ ১৮ নিত্যের ১৯ বহুল বারএ পোথা ২০ সান্ত নহে মন  
২১ আলাপ না কাহি ২২ বুলিব ২৩ সঙ্কপ্ত ২৪ ছিন্নি জোত মাগন  
বর ২৫ রস সীন্দু গুণধর

শব্দার্থ টীকা : পঞ্চশব্দ—তত, বিভূত, সুধির, ঘন, অনাহত ।  
মূলে অনেকপ্রকার বাস্যশব্দের কথা আছে ।  
কাচে—বেশে  
পোথা—পুত্রক

মন্তব্য : মূলের শ্বাদশ শব্দের অনুরূপে আলাওলে অনেকখানি মূলানুসারী হলেও মূলের নানাবিধ বাদ্যশব্দের ঐক্যতানকে পঞ্চশব্দে ধরিয়ে দিলেছেন । শব্দকশেষে নৃত্যগীতের কিছুর কিছুর বর্ণনার কৈফিয়তরূপে যেসব কথা বলেছেন তা যতখানি পাশ্চাত্যের পরিচায়ক ততখানি কবিদের সূচক নয় । শ্বাদশ শব্দের দোহাটি দৃষ্টান্ত-পরবর্তী শ্বিপদী শব্দকে অনুরূপিত ।

যমক ছন্দ

প্রথমে গনেশ<sup>১</sup> সন্দ ব্রহ্ম<sup>২</sup> সব লৈয়া ।  
 গিদের আরম্ভ জরকারি<sup>৩</sup> উচ্চারিয়া ॥  
 অতিসব<sup>৪</sup> চালি<sup>৫</sup> বাচি ধরিল উরুপ ।  
 কুরার কলাপ দোসি<sup>৬</sup> লইল সরুপ ॥  
 বৈপাতাঙ্ক কটুরি পরস পরিয়ার<sup>৭</sup> ।  
 ছিন্দধর সরমটো নাচএ ব্দসার<sup>৮</sup> ॥  
 তিউট জরকারি<sup>৯</sup> ধরুপদ বিষ্ণুপদ ।  
 কোচট<sup>১০</sup> নাছিল মিলি তিউট<sup>১১</sup> সবদ ॥  
 জতি তিওশ্চর সন্দে<sup>১২</sup> স্লেোক মিসাইয়া ।  
 জথেক সাধনা লএ<sup>১৩</sup> কহ<sup>১৪</sup> নাম লৈয়া ॥  
 সমুখ বিমুখ হুইল<sup>১৫</sup> মাজান<sup>১৬</sup> নিসঙ্ক ।  
 জটে হুর মই যাদি তিরি পরা রুগ<sup>১৭</sup> ॥  
 দুর্মাচি বিমুখ সগে মুরর টম্বর<sup>১৮</sup> ।  
 কুম্ভকার চক্র জিনি ফিরে ঘোটাচর<sup>১৯</sup> ॥  
 ভাল বিমি নগ জিনিলা তুরাগিনি<sup>২০</sup> ।  
 হংসি মূর্গ<sup>২১</sup> খঞ্জনি শঙ্কম পতি জিনি<sup>২২</sup> ॥  
 অগে অবলম্ব গিত<sup>২৩</sup> হস্ত অর্থ<sup>২৪</sup> লএ ।  
 চক্ষে<sup>২৫</sup> ভাব পদে করি তালের নির্মাএ ॥  
 জথা হস্ত<sup>২৬</sup> তথা দৃষ্টি<sup>২৭</sup> দৃষ্টি<sup>২৮</sup> মন বস ।  
 জথা ভাব<sup>২৯</sup> তথা মন<sup>৩০</sup> জথা ভাব<sup>৩১</sup> রস ॥  
 ভাব রস কথা এবে কহত<sup>৩২</sup> কিঞত ।  
 সমস্ত কহিতে শক্তি<sup>৩৩</sup> নহে মোর চিত ॥

প্রথমে গণেশ শব্দ ব্রহ্মা শব্দ লইয়া ।  
 গীতের আরম্ভ করে রাগ উচ্চারিয়া ॥  
 প্রতি শব্দ চালি বাঁছি ধরিল সরুপ ।  
 ক্রীড়ার কলাপ দেখি লইল স্বরুপ ॥  
 বিপক্ষেত করিয়া পরম পরিহার ।  
 চিহ্নি ধরাপরে অন্ট নাচর স্দসার ॥  
 তিউট বঙ্কার ধরুপদ বিষ্ণুপদ ।  
 চৌষট নাচিল মেলি তিউট শব্দ ॥  
 যতি তিউটের শব্দে স্লেোক মিশাইয়া ।  
 যতেক সাধনা হেন কহি নাম লৈয়া ॥  
 বিমুখ সমুখ হইল উল্লাস নিঃশঙ্ক ।  
 উঠে হুরি মই আদি তিরিপানা রুগ ॥  
 দুর্লে শির মুখ সগে মুররু ডম্বরু ।  
 কুম্ভকার চক্র জিনি ফিরে গোটাচারু ॥  
 তাগেত কিঙ্কণী বাজে লীলা তরলিগণী ।  
 হংস মূগ খঞ্জন শঙ্কম গতি জিনি ॥  
 অগে অবলম্ব গতি হস্তে অর্থ লয় ।  
 চক্ষে ভাব পদে করি তালের নির্ণয় ॥  
 যথা হস্ত তথা দৃষ্টি দৃষ্টি মনবশ ।  
 যথা মন তথা ভাব আছে নয় রস ॥  
 ভাব রস কথা এবে কহিব কিঙ্কত ।  
 সমস্ত কহিতে শক্তি নাহি মোর চিত ॥

১ গনাস ২ ব্রহ্মা ৩ করে রাগ ৪ অতিসঙ্গে ৫ চারি ৬ খোরারাসী  
 কলাবাসী ৭ বৈপাতাঙ্ক নাটরি পবস পরিয়ার ৮ চিন্দধর স্বর মাটা  
 নাচাএ ব্দসার ৯ চিঅট জরকারি ১০ কৈচেট ১১ চিঅট ১২ জৈতি  
 থিওটের শব্দ ১৩ হেন ১৪ কহে ১৫ হৈলম ১৬ আউল ১৭ উটে  
 হুরি মই আদি তিরিপানা রুগ ১৮ দুর্মাচি বিমুখ সগে মুর বটম্বর  
 ১৯ গোটাচর ২০ ভাব মেল গজ জিনি লিলা তুরাগিনি ২১ হংসী  
 মূর্গ ২২ জিনি ২৩ গতি ২৪ অর্থ ২৫ চোক্ষে ২৬ হস্তী ২৭ কর  
 ২৮ মন ২৯ ভাব ৩০ মন ৩১ কহিতে ৩২ শক্তি

শব্দার্থ টীকা : গণেশ শব্দ—সিদ্ধদাতা গণেশের নাম উচ্চারণ  
 করে সঙ্গীতের আরম্ভ ।  
 ব্রহ্মা শব্দ—ব্রহ্মার নাম । ক্রীড়ার কলাপ—তানের কিতার ।  
 ধরুপদ বিষ্ণুপদ—ধরুপদ ও কীর্তন ;  
 চৌষট নাচিল—চৌষটি প্রকার নৃত্যকলা নাচিল ।  
 তিউট বঙ্কার—তেওট ভাল । কীর্তনে একে তেওড়া বলে ; এটি ১৪  
 মাত্রার ভাল । যতি—আর একপ্রকার ভাল । গীতগোবিন্দে এই  
 তালের উল্লেখ আছে । বিমুখ সমুখ—প্রতিকূল শ্রোতাও অনুকূল  
 হল । হুরি—হুরি বা হুইলুধনি  
 তিরিপানা রুগ—লাসা । গোটাচারু—মসোহর মেথলা, কটিভূষণ ।  
 কুম্ভকার...চারু—নৃত্যের বেগে নর্তকীর মনোহর কটিভূষণ  
 কুম্বোলের চাকার চেয়ে দ্রুত ঘুরছে ।

মন্তব্য : সঙ্গীতের রাগ ও তাল সম্পর্কিত বর্তমান মতবকটি মূল্যে নেই, অনুবাদকের সংযোজন । মূল্যের প্রয়োজন চতুর্দশ  
 শতক জুড়ে বিচিত্র ধ্রুপদী সঙ্গীতের বর্ণনা আছে, কিন্তু অনুবাদে আলাওলের সময়কার বর্ণনায় সঙ্গীতচর্চার বিশেষত  
 কীর্তনের ভাল নিদর্শনটি লক্ষণীয় । নর্তকীর নৃত্যগতি বর্ণনায় মেথলার সগে কুম্বোলের চাকার উপমাটি আলাওলের নিজস্ব ।

বিন্দু ভাবে কাব্য<sup>১</sup> নাহি বিন্দু ভাবে রস ।  
 বিন্দু ভাবে নিত্য নাহি<sup>২</sup> নহে জগৎ বশ ॥  
 সঙ্গিতা পঞ্চম সারো<sup>৩</sup> নারদে কহিল ।  
 সংসারে ত্রিবিধ<sup>৪</sup> ভাব প্রচার হইল ॥  
 স্থাই<sup>৫</sup> আর সগারী<sup>৬</sup> সাত্তিক<sup>৭</sup> অন্দুপাম ।  
 কার কোন ভাব বদলি শুন তার নাম ॥  
 প্রথমে আসিয়া জেই অস্তত<sup>৮</sup> দশাএ ।  
 কিবা অর্থে<sup>৯</sup> কিবা নিখে<sup>১০</sup> অস্ত সম জ্ঞাএ<sup>১১</sup> ॥  
 তার স্থাইভাব বলি<sup>১২</sup> শুন মো...জন ।  
 এবে কহো<sup>১৩</sup> বিচারিয়া<sup>১৪</sup> ভাবের লক্ষণ<sup>১৫</sup> ॥  
 স্থাই ভাবে আসি জেবা হএ উপকারি<sup>১৬</sup> ।  
 জেন আইসে তেন জ্ঞাএ সেই সে সগারী<sup>১৭</sup> ॥  
 অত্যন্তের<sup>১৮</sup> স্থির<sup>১৯</sup> চিত্ত হস্তে সত্ত্বগুণ<sup>২০</sup> ।  
 উপজিলে নিবর্তিলে<sup>২১</sup> সাত্তিক<sup>২২</sup> নিপদন ॥  
 তিরি বিধি<sup>২৩</sup> ভাবের কথা কহিব<sup>২৪</sup> রচিয়া ।  
 কোণ ভাবে কোণ রস<sup>২৫</sup> শুন মন দিয়া ॥  
 রতি উচ্চ ভয় ক্রোধ জুগুৎসা<sup>২৬</sup> বিশ্বএ ।  
 সোক রৌদ্র সাস্তি হাস্য জ্ঞানিও নিশ্চএ ॥  
 স্থাই ভাবে এই নব রস নিল শুন ।  
 সাস্তিক<sup>২৭</sup> ভাবের রস<sup>২৮</sup> শুন মোহাজন ॥  
 বে...থো রোমাঞ্চ অস্তত<sup>২৯</sup> শ্বরভঙ্গ আর<sup>৩০</sup> ।  
 বৈবর্ণ্য তাপেদ<sup>৩১</sup> অপ্র জ্ঞানিয় বিচার ॥  
 এই অষ্ট রস জ্ঞান সাত্তিক<sup>৩২</sup> প্রকৃতি<sup>৩৩</sup> ।  
 কহিল<sup>৩৪</sup> ত্রিবিধি<sup>৩৫</sup> ভাব রস জেন রিতি<sup>৩৬</sup> ॥

১ বাক্য ২ নহে ৩ সুরে ৪ ত্রিভেদ ৫ স্থাই ৬ সাগারী ৭ সাত্তিক  
 ৮ হস্ত ৯ আশ্র ১০ নিত্য ১১ জমরাএ ১২ তারে স্থাইভাব বদলি  
 ১৩ কহি ১৪ বিবিচারি ১৫ লক্ষণ ১৬ উপকারি ১৭ সাগারি  
 ১৮ সৈন্তের ১৯ স্থির ২০ সত্ত্বগুণ ২১ উপজিলে নিবর্তিলে  
 ২২ সাত্তিক ২৩ ত্রিবিধি ২৪ কহিব ২৫ কন ভাবে কন রস ২৬ উচ্চহা  
 ২৭ সাত্তিক ২৮ কথা ২৯ ব্যাপতা রমান্য হস্ত শ্বরভঙ্গ আর ৩০ তাপ  
 ৩১ সাত্তিক ৩২ প্রকৃতি ৩৩ কহিল ৩৪ ত্রিবিধি ৩৫ নিত্য

বিন্দু ভাবে বাক্য নাহি বিন্দু ভাব রস ।  
 বিন্দু ভাবে নৃত্য নাহি নহে জগৎ বশ ॥  
 সঙ্গিত পঞ্চম স্বর নারদে কহিল ।  
 সংসারে ত্রিবিধ ভাব প্রচার হইল ॥  
 স্থায়ী আর সগারী সাত্তিক অন্দুপাম ।  
 কার কোন ভাব বদলি শুন তার নাম ॥  
 প্রথমে আসিয়া যেই হস্তেত দর্শায় ।  
 কিবা অর্থে<sup>৯</sup> কিবা নৃত্যে অস্তর মজায় ॥  
 তারে স্থায়ীভাব বলি শুন মহাজন ।  
 এবে কহি বিচারিয়া ভাবের লক্ষণ ॥  
 স্থায়ীভাবে আসি যেবা হয় উপকারী ।  
 যেন আইসে তেন যায় সেই সে সগারী ॥  
 আদ্যন্তর স্থির চিত্ত হোস্তে সত্ত্ব গুণ ।  
 উপজিলে নিবর্তিলে সাত্তিক নিপদন ॥  
 ত্রিবিধ ভাবের কথা কহিব রচিয়া ।  
 কোন ভাবে কোন রস শুন মন দিয়া ॥  
 রতি ভয় ক্রোধ উৎসাহ জুগুৎসা বিশ্বয় ॥  
 শোক আর শান্ত হাস্য জ্ঞানিও নিশ্চয় ॥  
 স্থায়ীভাবে এই নব রস নিল শুন ।  
 সাত্তিক ভাবের কথা শুন মহাজন ॥  
 বেপথু রোমাঞ্চ স্তম্ভ শ্বরভঙ্গ আর ।  
 বৈবর্ণ্য শ্বেদাশ্রু মূর্ছা জ্ঞানিয় বিচার ॥  
 এই অষ্টরস জ্ঞান সাত্তিক প্রকৃতি ।  
 কহিল ত্রিবিধ ভাব রস যেন রীতি ॥

শব্দার্থ টীকা : স্থায়ীভাব—যে ভাবকে বিরুদ্ধ বা অবিরুদ্ধ ভাব  
 কখনও মূর্ছে ফেলাতে পারে না, তাকে স্থায়ী ভাব বলে । যথা—  
 রতিহীন শোকস্ত ক্রোধোৎসাহো ভয়ং তথা ।  
 জুগুৎসা কিম্বলশ্বেদাশ্রু মূর্ছা প্রোক্তাঃ শ্বেদাশ্রু চ ॥

সগারী ভাব—স্থায়ীভাবের পরিপোষক অস্থায়ী বা তারাতারকারী ভাবনিচর  
 যথা—নির্বেদ, লক্ষ্মা, অসুয়া, হর্ষ, বিবাদ ইত্যাদি ভেদিশটি ভাব  
 সাত্তিক ভাব—ভাবের উৎসেধন ঘটলে যে শারীরিক সাত্তিক বিকার  
 ঘটে তাকেই সাত্তিক ভাব বলে । সাত্তিক ভাব আট প্রকার যথা—  
 স্তম্ভ, শ্বেদ, রোমাঞ্চ, শ্বরভঙ্গ, বেপথু, বৈবর্ণ্য, অশ্রু, প্রলয় বা মূর্ছা ।

মন্তব্য : সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র এবং বৈষ্ণব অলঙ্কার শাস্ত্র অনুসরণে আলাওলের স্থায়ীভাব সগারীভাব ও সাত্তিকভাবের  
 এই আলোচনা বলাবাহুল্য মূলে নেই । মূলে আছে বিচিত্র রাগমাল্য বা এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক । কিন্তু সভাসদদের কাছে পার্শ্বভা-  
 প্রদর্শনের জন্য সঙ্গীত প্রসঙ্গে আলাওলের এই রসশাস্ত্র আলোচনা ততটা প্রাসঙ্গিক নয় । স্থায়ী ও সাত্তিকভাব বর্ণনার  
 পদ্ধতিপাঠের দ্বারা সম্পাদিত পাঠে সংশোধিত ।

হস্তকের আদ্য আর<sup>১</sup> জ্বথ অবিদ্যে ।  
সে সব কহিতে পোখা<sup>২</sup> বহুল বারএ ॥  
বিজ্ঞাপদুর নিত্য কালি<sup>৩</sup> পরম সৌন্দর্যি ।  
মোহন সৌষ্ঠবে<sup>৪</sup> নাচে জেন বিদ্যাধারি ॥  
পঞ্চপাঠে নানা সন্দে<sup>৫</sup> নাচে এক মিলি ।  
সাহা ঘর বেরিল নৃপতি নিত্য ভুলি ॥

গর্কুর্জ<sup>৬</sup> উপরে শাহা উচ সিংগাসনে ।  
বসীয়া দেখন্ত রংগ<sup>৭</sup> হরসীত মনে ॥  
এক গোলান্দাজে ডাকি আংগা দিলা তারে ।  
ওই জে<sup>৮</sup> নাচএ পাঠ<sup>৯</sup> নৃপতি গোচরে ॥  
এক গোলা মারিয়া উরাও সহসাত<sup>১০</sup> ।  
ন মরৌক<sup>১১</sup> রত্নসেন চিতাউর নাথ<sup>১২</sup> ॥  
ছোলাতান আঞ্জাএ চতুর গোলান্দাজ ।  
দারু গোলা ভারিয়া কামান করি সাজ ॥\*  
গোলাঘাতে উরাইয়া নিল ততক্ষনে<sup>১৩</sup> ।  
বজ্রপাত হৈল জেন<sup>১৪</sup> মানে সর্বজনে<sup>১৫</sup> ॥  
রংগ বংগ<sup>১৬</sup> হইল অন্তবে পাইল ডর ।  
গৃহমাজে প্রবেসীলা সবে দিয়া রড় ॥  
অষ্ট ২ হারিস<sup>১৭</sup> সাহা বসি সিংগাসনে ।  
মোহাভয় উপজিল<sup>১৮</sup> রত্নসেন মনে ॥

হস্তকের আদ্য আর বত অভিনয় ।  
সে সব কহিতে পোখা বহুল বাড়য় ॥  
বিজ্ঞাপদুর নৃত্যকালি পরম সন্দর্যি ।  
মোহন সৌষ্ঠবে নাচে যেন বিদ্যাধরী ॥  
পঞ্চপাঠে নানা শব্দে নাচে এক মিলি ।  
সাহা গড় বোড়স নৃপতি নৃত্যে ভুলি ॥ (জা.১২)

গরগজ উপরে সাহা উচ্চ সিংহাসনে ।  
বসিয়া দেখন্ত রংগ হরষিত মনে ॥  
এক গোলান্দাজে ডাকি আঞ্জা দিলা তারে ।  
ওই যে নাচয় পাঠ নৃপতি গোচরে ॥  
এক গোলা মারিয়া উড়াও সহসাত ।  
না মরৌক রত্নসেন চিতাউর নাথ ॥  
ছোলাতান আঞ্জায় চতুর গোলান্দাজ ।  
দারু গোলা ভারিয়া কামান করি সাজ ॥  
গোলাঘাতে উড়াইয়া নিল ততক্ষণে ।  
বজ্রপাত হইল হেন মানে সর্বজনে ॥  
রংগ ভংগ হইল অন্তরে পাইল ডর ।  
গৃহমাজে প্রবেশিলা সবে দিয়া রড় ॥  
অট্ট অট্ট হাসে সাহা বসি সিংহাসনে ।  
মহাভয় উপজিল রত্নসেন মনে ॥ ( জা. ১৫ )

১ অশ্বসার ২ পোতা ৩ নিজ পদুর নিত্যকালি ৪ সৌষ্ঠবে ৫ ছন্দে  
৬ গরগজ ৭ নিত্য ৮ এ জন ৯ নিত্য ১০ সহসাত ১১ মৌরক ১২ নাথ  
\* 'বা' পদ্যেতে অর্ডারি পঞ্চ—

গোলাঘাতে নিত্যকি উরাইল সহসাত ।  
না মরিল চিতাওব নৃপ নরনাথ ॥

১৩ গোলাঘাতে নীতকি উরাইল ততক্ষন ১৪ হেন ১৫ সর্বজন  
১৬ রংগভংগ ১৭ ষল হাসে ১৮ মহাভয় উপজিল

শব্দার্থ টীকা : হস্তকের আদ্য—হাতের মদ্রা প্রভৃতি ;

বিজ্ঞাপদুর নৃত্যকালি—বিজ্ঞাপদুরী নৃত্যভঙ্গী,  
মূলে 'বীজ্ঞানগব' বা বিজ্ঞানগর ।  
রড়—দৌড়

মন্তব্য : মূলের প্রয়োদশ শব্দকটি অনুবাদে অনুপস্থিত । মূলে বিচিত্ররাজের সংগীতালাপ আছে, অনুবাদে তা বাদ দেওয়া হয়েছে । মূলের চতুর্দশ শব্দকটি সম্পূর্ণই রাগরাগিণীর তালিকা, অনুবাদে শব্দকটি বর্জিত । পঞ্চদশ শব্দকের অনুবাদের বিষয়বস্তু মূলানুসারী হলেও হুবহু এক নয় । মূলে আছে কনৌজরাজ জাহাঙ্গীরের শরাঘাতে নর্তকী-নিধনের বর্ণনা, অনুবাদে গোলান্দাজের কামানের গোলায় সুলতানের নির্দেশে নর্তকী-হত্য। এছাড়া মূলে নর্তকীর নাটকীয় নৃত্যমুহূর্তে সুলতানের যে উক্তিগুলি আছে অনুবাদে তা যেমন অনুপস্থিত, তেমনই অনুবাদ-শব্দকের শেষাংশে সিংহাসনে বসে সাহর নিষ্ঠুর অট্টহাসি বা রত্নসেনের ভয় পাওয়ার কথা মূলে নেই । দোহা অংশ অনুবাদে নেই ।

প্রভাতে রচিয়া চিতা সব<sup>১</sup> শ্বারে ২ ।  
 মোহা ২ সকলে<sup>২</sup> করএ ঘরে ২ ॥  
 নারীগনে স্ববেশ রচিল<sup>৩</sup> শ্বান<sup>৪</sup> করি ।  
 দিব্যবস্ত্র অলংকার স্বসৌরভ পড়ি<sup>৫</sup> ॥  
 নানাবিধি স্বভোজন কৈল সবে মিলি ।  
 শ্বামি<sup>৬</sup> সঙ্গে রামাগনে করে নানা কৈলি ॥  
 নানা সৌরভের ধূম<sup>৭</sup> ভরিল আকাশ ।  
 এ সব সাহার আগে হইল প্রকাশ ॥

প্রভাতে রচিয়া চিতা প্রতি শ্বারে শ্বারে ।  
 নৃত্য গীত সকলে করয় ঘরে ঘরে ॥  
 নারীগণে স্ববেশ রচিল শ্বান করি ।  
 দিব্যবস্ত্র অলংকার স্বসৌরভ পড়ি ॥  
 নানাবিধি স্বভোজন কৈল সবে মিলি ।  
 শ্বামী সঙ্গে রামাগণে করে নানা কৈলি ॥  
 নানা সৌরভের ধূম্ভে ভরিল আকাশ ।  
 এ সব সাহার আগে হইল প্রকাশ ॥ ( জা. ১৭ )

১ প্রতি ২ নিত্য গীত সকল ৩ করিল ৪ প্রাণ ৫ পরি ৬ শ্বামী  
 ৭ সৌরভ ধূম

মন্তব্য : সপ্তদশ শতকের প্রথমাংশ ইতিপূর্বেই অনূদিত । শেষাংশ এখানে অধ্যায়-শেষে অনূদিত হয়েছে । মূলের  
 দোহা অংশ অনূদিত হয় নি । মূলে আছে জহররত অনূদনের প্রস্তাতি । অনূবাদে আছে উৎসব আড়ম্বর । মৃত্যুকে  
 সামনে রেখে জীবনের উৎসব-চিত্রটি অনূবাদে অতিরিক্ত সংযোজন ।

## রাজা-বাদশাহ সন্ধি খণ্ড

মনে যদ্বিত্তি ভাবি সাহা শ্রীজাকে ডাকিলা ।  
 রত্নসেন সমুদখে<sup>১</sup> জাইতে আগা<sup>২</sup> দিলা ॥  
 বল গিয়া<sup>৩</sup> রত্নসেন পদ্বি ন মরোক ।  
 প্রাণদান দিল<sup>৪</sup> তাকে আনন্দে খাউক<sup>৫</sup> ।  
 এথ প্রানি জলিয়া মরিলা<sup>৬</sup> একবারে ।  
 দেখী পদ্বি দয়া লাগে খেমিল<sup>৭</sup> তাহারে ॥  
 কাঁহয় ন মাগে তার<sup>৮</sup> নারি<sup>৯</sup> পশ্চাবতি ।  
 মোর সেবা মানিয়া খাউক নরপতি ॥  
 নিস্কণ্টকে আপনা রাখ্য বাসি খাউক<sup>১০</sup> ।  
 দ্বয়জে চন্দ্রের দি পশ্চনগ দেউক ॥<sup>১১</sup>  
 পশ্চনগ লৈয়া আইসক মোর পাস ।  
 প্রসাদ শস্মান<sup>১২</sup> পাইব ন করোক টাস<sup>১৩</sup> ॥  
 ভয় বাসি<sup>১৪</sup> ন রাসীলে আমার বিদিত<sup>১৫</sup> ।  
 তোমা স্থানে রত্ন দিয়া পাঠাউক তুরিত<sup>১৬</sup> ॥  
 নৃপতি ন আইসে জদি আমি তথা জাইব ।  
 তাহাব গৃহেত আমি অতিথ<sup>১৭</sup> হইব ॥  
 অভ্যাগত ভাবে নৃপ নিমন্ত্রএ মোরে<sup>১৮</sup> ।  
 কস্তুরকে দেখিব গিয়া ঘরের ভিতরে ॥  
 শাহার আদেশে শ্রীজা চলিল শস্তর ।  
 শ্বারিআনে জানাইল<sup>১৯</sup> নৃপতি গোচর ॥  
 শ্রীজা রাএবার আইল শ্বানি নৃপবরে<sup>২০</sup> ।  
 বহুল আদরে নিল ঘরের ভিতরে<sup>২১</sup> ॥

মনে যদ্বিত্তি ভাবি সাহা শ্রীজাকে ডাকিলা ।  
 রত্নসেন পাশে যাইতে পদ্বি আস্ত্রা দিলা ॥  
 বল গিয়া রত্নসেন পদ্বি না মরোক ।  
 প্রাণদান দিল<sup>৪</sup> তাকে আনন্দে খাউক ॥  
 এত প্রাণী জলিয়া মরিলা একবারে ।  
 দেখি পদ্বি দয়া লাগে খেমিল<sup>৭</sup> তাহারে ॥  
 কাঁহয় না মাগে তার রাণী পশ্চাবতী ।  
 মোর সেবা মানিয়া খাউক নরপতি ॥  
 নিস্কণ্টকে আপনার বাজ্যে বাসি খাউক ।  
 দ্বয়জে চন্দ্রের দি পশ্চনগ দেউক ॥  
 পশ্চনগ লইয়া আইসক মোর পাশ ।  
 প্রসাদ সস্মান পাইব না হউক টাস ॥  
 ভয় বাসি না আসিলে আমার বিদিত ।  
 তোমা স্থানে রত্ন দিয়া পাঠাউক তুরিত ॥  
 নৃপতি না আইসে যদি আমি তথা যাইব ।  
 তাহার গৃহেত আমি অতিথ হইব ॥  
 অভ্যাগতভাবে নিমন্ত্রয় যদি মোরে ।  
 কোতুরকে দেখিব গিয়া গড়ের ভিতরে ॥ (জা.১)  
 শাহার আদেশে শ্রীজা চলিল সস্তর ।  
 শ্বারি জানাইল গিয়া নৃপতি গোচর ॥  
 শ্রীজা রায়বার আইল শ্বানি নৃপবরে ।  
 বহুল আদরে নিল গড়ের ভিতরে ॥

১ পাসে ২ পদ্বি আগা ৩ বোল গীআ ৪ দিলুম ৫ আনন্দ থাকক  
 ৬ মরিব ৭ খেমিলুম ৮ মাগে তার ৯ রানি ১০ আপনার রত্নসেনে  
 নিস্কণ্টকে বাসি খাউক ১১ তাহার রত্নসেন রাসীক মানি হউক ১২  
 সম্পদ ১৩ নাহুক হুতাস ১৪ ভএ ভাসী ১৫ সাক্ষাত ১৬ তোমা  
 সঙ্গে জয়ে পাঠাউক সহসাত ১৭ অতিথ ১৮ অভ্যাগত ভাবে নিমন্ত্রয়  
 জদি মোরে ১৯ শ্বারি জানাইল গীয়া ২০ রত্নসেন ২১ ঘরের ভিতরে  
 নিল বহুল সনমান

শব্দার্থ টীকা : পশ্চনগ—পশ্চর

মন্তব্য : প্রথম শতকের অনূবাদে মূলের সঙ্গে কিছু কিছু পার্থক্য ঘটেছে। অনূবাদের প্রথমেই মূলতানের মনে যে  
 যদ্বিত্তি চিন্তার কথা বলা হয়েছে মূলে তার বিস্তৃত বিবরণ আছে। অনূবাদে সেগুলি বর্জিত। এ ছাড়া অনূবাদে রত্নসেনের  
 গৃহে মূলতানের যেচে আতিথ্য গ্রহণের প্রসঙ্গটিও নুতন, মূলে সরজ্ঞান কাছে মূলতানের আদেশের মধ্যে এ প্রসঙ্গটি নেই।



আসি'বাদ করি শ্রীজ্ঞা বলিল<sup>১</sup> বচন ।  
 আমার বচন পূর্বে করিলা লঙ্ঘন<sup>২</sup> ॥  
 তার প্রতিফল দেখ এখ দূর<sup>৩</sup> ঘটে ।  
 শাহা সপ্তে সংগ্রামে সংসারে<sup>৪</sup> কেবা আটে ॥  
 পূরিয়া মরিতে যুক্তি দড়াইলা<sup>৫</sup> তুমি ।  
 এখ জানি সাহা আগে নিবেদিল আমি ॥  
 মোর নিবেদনে সাহা হইল সম্মতি ।  
 পশুরত্ব দেয় ন মাগএ পদ্মাবতি<sup>৬</sup> ॥  
 মোর সপ্তে আইস তুমি শাহা বিদ্যমান ।  
 প্রসাদ চন্দ্রীর রাখ্য দিল<sup>৭</sup> ছোলতান ॥  
 মনে ভয় করিয়া ন জাও জদি তথা ।  
 নিমন্ত্রিয়া আন<sup>৮</sup> সাহা আসিবেক এথা ॥  
 আপনার সর্বনাশ না কর নৃপতি ।  
 অখনেহ য়ন<sup>৯</sup> নৃপ আমার বারতি<sup>১০</sup> ॥\*

শ্রীজ্ঞার বচনে নৃপ হৈল হবশী<sup>১১</sup> ৩<sup>১২</sup> ।  
 ধন্য ২ সোলতান<sup>১৩</sup> ২ দআল চরিত ॥  
 তোমা সপ্তে রাএবার পাঠাইম<sup>১৪</sup> সকালে ।  
 পশুরত্ব দিব<sup>১৫</sup> পশু প্রানের বদলে ॥  
 সাক্ষাতে<sup>১৬</sup> জাইতে লাজ ভএ জুস্ত মন ।  
 নিমন্ত্রিয়া নিয়া<sup>১৭</sup> এথা পূর্জিব চরন ॥  
 এ বলিয়া মোহাপাঠ সিপ্তে হাফ্কারিল ।  
 পশুরত্ব আনিয়া তাহার হস্তে দিল ॥  
 করিলা শ্রীজ্ঞার সপ্তে শাহা পাসে জাও<sup>১৮</sup> ।  
 পশুরত্ব<sup>১৯</sup> দিয়া মোর প্রণাম জানাও ॥

আশী'বাদ করি শ্রীজ্ঞা বলিল কচন ।  
 আমার বচন পূর্বে করিলা লঙ্ঘন ॥  
 তার প্রতিফল দেখ এত দূর ঘটে ।  
 সাহা সপ্তে সংগ্রামে সংসারে কেবা আটে ॥  
 পূড়িয়া মরিতে যুক্তি দড়াইলা তুমি ।  
 এত জানি সাহা আগে নিবেদিল আমি ॥  
 মোর নিবেদনে সাহা হইল সম্মতি ।  
 পশুরত্ব দেও না মাগয় পদ্মাবতী ॥  
 মোর সপ্তে আইস তুমি সাহা বিদ্যমান ।  
 প্রসাদ চান্দ্রেরী রাজ্য দিব ছোলতান ॥  
 মনে ভয় করিয়া না যাও যদি তথা ।  
 নিমন্ত্রিয়া আন সাহা আসিবেক এথা ॥  
 আপনার সর্বনাশ না কর নৃপতি ।  
 এখনেহ শূন রাজা আমার য়ুগতি ॥ ( জা.২,৪ )

শ্রীজ্ঞার বচনে নৃপ হইল হরষিত ।  
 ধন্য ধন্য ছোলতান দয়াল চরিত ॥  
 তোমা সপ্তে রায়বার পাঠাইম<sup>২০</sup> সকালে ।  
 পশুরত্ব দিব পশুপ্রাণের বদলে ॥  
 সাক্ষাতে যাইতে লাজ-ভয়-যুক্ত মন ।  
 নিমন্ত্রিয়া আনি হেথা পূর্জিম<sup>২১</sup> চরণ ॥  
 এ বলিয়া মহাপাঠ শীঘ্রে হাফ্কারিল ।  
 পশুরত্ব আনিয়া তাহার হস্তে দিল ॥  
 করিলা শ্রীজ্ঞার সপ্তে সাহা পাশে যাও ।  
 পশুরত্ব দিয়া মোর প্রণাম জানাও ॥

১ বলিলা ২ লঙ্ঘন ৩ দূর ৪ সাহা আগে সংসারে সংগ্রামে ৫ দড়াইলা  
 ৬ মাগম পদ্মাবতি ৭ প্রসাদ চন্দ্রীয়া রাজ্য দিব ৮ লও ৯ এখনে য়নহ  
 ১০ য়ুগতি ১১ হই হরষীত ১২ ধৈর্য ২ ছোলতান ১৩ পাটউক  
 ১৪ দিয়া ১৫ সাহা আগে ১৬ আনি ১৭ করিলা সাহা আগে সীপ্তে  
 ১৮ জাও ১৯ পশুরত্ব

• 'বা' পূর্বেতে আর্ভারিত পংক্তি—

তোমা সঙ্গে হেন মন্দি নাহিক বৃদ্ধন ।  
 সাহা সপ্তে কলাহল কর কি কারণ ॥  
 তিক্কা ক ব্রাহ্মন সেই রাখব চেতন ।  
 সান্তাইল রাখী রাজ্য ভাগ কি কারণ ॥  
 সেই বিপ্র এই দেশ ত্যাগ না হইত ।  
 একে বিবাদ সাহা সপ্তে না হইত ॥  
 অশ্বাপাই ভাল নৃপ বৃদ্ধি কর তির ।  
 কার সত্তি বাশ্বি রাখে সমুদ্রের নির ॥

শব্দার্থ' টীকা : রায়বার—রাজপুত্র

মন্তব্য : মূলের শ্বিতীয় ও চতুর্থ শ্লোকের বিষয়বস্তু  
 নিয়ে অনুবাদ শ্লোকটি রচিত । তৃতীয় শ্লোকটি বর্জিত ।  
 মূলে সরজা এবং রত্নসেনের মধ্যে যে আত্মস্বাধীনত্ব  
 সূচক বাক্যবিনিময় আছে এখানে তা নেই । এখানে  
 রত্নসেন অনেক বেশী বিনয়ান্বিত । মূলের দার্শনিক সরজাও  
 এখানে বিনীত শ্রীজ্ঞা । মূলে সিংহে চড়ে সরজার আগমন-  
 চিত্র আছে, অনুবাদে তা নেই । সরজা ও রাজার উক্তি-  
 প্রত্যুত্তর মধ্যে মূলে যে বীরসেনের উদ্বেগনা আছে অনুবাদে  
 তা অনুপস্থিত ।

কহিও শাহার আগে মিম্নিত আমার ।  
 জখ দোস করিলু মাগিল<sup>১</sup> পরিহার ॥  
 হিনে অপরাধ করে মোহশেত খেমএ ।  
 অতুল মহিমা সাহা দয়াল হৃদএ ॥\*  
 লাজ ভয় মনে বাসি<sup>২</sup> ন আইল সাক্ষাতে<sup>৩</sup> ।  
 সেবকেরে দয়া হৈলে আইসক এথাতে<sup>৪</sup> ॥  
 স্বর্গের<sup>৫</sup> উপরে নরে জাইতে ন<sup>৬</sup> পারে ।  
 দেব আরাধন করি গৃহে পূজা করে ॥  
 কমল চরণ রেনু জ্বদি পরে এথা ।  
 বসতি পবিত্র মোর হইব সর্বথা ॥  
 এথেক বচন নূপ কহি পাশবরে<sup>৭</sup> ।  
 শ্রীজ্ঞা সগে পাটাইল সাহার গোচরে<sup>৮</sup> ॥  
 সাহা আগে শ্রীজ্ঞা রাএবার লইলা<sup>৯</sup> ।  
 ভালে মহি পরশী পগ্নর দিলা<sup>১০</sup> ॥  
 নূপতির নিবেদন কহিল গোচর ।  
 য়নি বদ্বিলেক শাহা<sup>১১</sup> দিল্লর ইশ্বর ॥  
 খেমিল<sup>১২</sup> নূপাত দোস মনে অনুমানি ।  
 এক লাগি বধ<sup>১৩</sup> হএ বহুল পরানি ॥  
 জ্বদি নূপ নিমন্তিল কৃপা করি মনে ।  
 প্রভাতে জাইব আমি নূপতি সদনে<sup>১৪</sup> ॥  
 পদনি ভালে খিতি<sup>১৫</sup> পবাসিয়া রাএবাব ।  
 নিবেদন<sup>১৬</sup> শাহা আগে করি পরিহার ॥

কহিও সাহার আগে মিনতি আমার ।  
 যত দোষ করিলু মাগিল<sup>১</sup> পরিহার ॥  
 হীনে অপরাধ করে মোহশেত ক্ষেময় ।  
 অতুল মহিমা সাহা দয়াল হৃদয় ॥  
 লাজ ভয় মনে বাসি ন আইল সাক্ষাত ।  
 সেবকেরে দয়া হৈলে আইসক এথাত ॥  
 স্বর্গের উপরে নরে যাইতে নাহি পারে ।  
 দেব আরাধন করি গৃহে পূজা করে ॥  
 কমল চরণ রেণু যদি পড়ে এথা ।  
 বসতি পবিত্র মোর হইব সর্বথা ॥  
 এতেক বচন নূপ কহি পাশবর ।  
 শ্রীজ্ঞা সগে পাটাইল সাহার গোচর ॥ (জা. ৫)  
 সাহা আগে শ্রীজ্ঞা রায়বার লই গেল ।  
 ভালে মহী পরশিয়া পগ্নন দিল ॥  
 নূপতির নিবেদন কহিল গোচর ।  
 শূনি বদ্বিলেক হাসি দিল্লরী ঈশ্বর ॥  
 খেমিল নূপতি দোষ মনে অনুমানি ।  
 এক লাগি বধ হয় বহুল পরাণী ॥  
 যদি নূপ নিমন্তিল কৃপা করি মনে ।  
 প্রভাতে যাইব আমি নূপতি সদনে ॥  
 পদনি ভালে ক্ষিতি পরশিয়া রায়বার ।  
 নিবেদিল সাহা আগে করি পরিহার ॥ (জা. ৬)

১ করিলুম মাগিলুম

\* 'বা' পদ্বিধে অতিরিক্ত পংক্তি—

আমী ফল সাহা মুলে জানিম নিশ্চএ ।  
 দারুন ফলের ভার মূলে নিবারএ ॥  
 হিনে অপরাধ করে মহশেত খেমএ ।  
 আমার মহশত সাহা রাখীবারে পারে ।  
 তুরিতে জ্ঞাপিতে পারে জ্বদি মনে করে ॥  
 জ্বদি মোর সীর মাগী পাটাইত তখন ।  
 সীয়ে পাটাইত কাটী সাহার চরন ॥  
 ধম্বডএ লোকসচা নিজ মনে স্বরি ।  
 লাজল সাহার আঙ্গা না দি নিজ নারি ॥  
 জাহা লাগী মোর প্রতি সাহা করে রোস ।  
 প্রান দান দেও আমা হইসা সম্ভাষ ॥

২ ভাসী ৩ সাক্ষাত ৪ এথাত ৫ স্বর্গের ৬ নাহি ৭ বর ৮ গোচর  
 ৯ লই গেল ১০ পগ্নন দিল ১১ হাসি ১২ খেমিলুম ১৩ বধ  
 ১৪ সোধন ১৫ খেতি ১৬ নিবেদিল

মন্তব্য : পগ্নম শবকের অনুবাদ ঠিক মূলানুসারী নয় ।  
 শবকটিতে মূলে দারা-সিকন্দরের প্রসঙ্গ আছে অনুবাদে  
 তার পরিবর্তে প্রতিমাপূজার অনুষণ রয়েছে ।  
 মূলে আছে সম্মানজনক সন্ধিযুক্ত রক্তসেনের রাজার মতো  
 ব্যবহার, আর অনুবাদে আছে রক্তসেনের সেবকের মতো  
 আচরণ । এ ছাড়া মূলের ষষ্ঠ শবকে সুলতানকে দেবার  
 জন্য সরঞ্জাম হাতেই তুলে দেওয়া হল সমুদ্র-প্রদত্ত রক্তসেনের  
 পাচিটি দুর্লভ দ্রব্য । অনুবাদে সুলতানকে পগ্নর দেবার  
 জন্য শ্রীজ্ঞার সগে রক্তসেনের এক অমাত্য অগ্নসর হল ।  
 উপহার দ্রব্যগুলিও মূলে ও অনুবাদে পৃথক । মূলে আছে  
 হংস, জম্বুত, স্পর্শমাগি, সমুদ্রপক্ষী, শাদ্দুল ; অনুবাদে  
 এর পরিবর্তে আছে পগ্নর উল্লেখ । দোহা অংশের  
 অনুবাদ উভয় শবকেই অনুপস্থিত ।

দিগ্গির ইশ্বর শাহা জগত পুঞ্জিত ।  
 জয় লক্ষ্মী দুই আছে তোমার সহিত<sup>১</sup> ॥  
 জাহারে করহ কৃপা মোহা<sup>২</sup> পদ পাএ ।  
 কিঞ্চিত রুসীলে গৃহে<sup>৩</sup> ধরনি মিলাএ ॥  
 কৃপার উর্দাধি<sup>৪</sup> সাহা দয়াল<sup>৫</sup> চরিত ।  
 জে জন সরন<sup>৬</sup> লএ খেমিতে উঁচিত ॥  
 তুসীলেক রাএবার হয় বশ্তদানে ।  
 প্রসাদ চন্দ্রানিরে<sup>৭</sup> পাইল<sup>৮</sup> রত্নসেনে ॥  
 করিল ভোজন চেষ্টা বিবিধ বিধানে ।  
 মোহাতুন্ট রাএবার সাহা বিদ্যামানে<sup>৯</sup> ॥  
 বিদা পাই নিজ স্থানে ফিরি চলি আইল<sup>১০</sup> ।  
 রত্নসেন স্থানে গীয়া রহস্য কাহিল<sup>১১</sup> ॥  
 সন্তরসে<sup>১২</sup> নানা উপহার নানা ভোগ ।  
 বহু চেষ্টা<sup>১৩</sup> অনুরমে করিল সংযোগ ॥  
 বিবেচিয়া কহো<sup>১৪</sup> জদি রত্নসেনের কথা ।  
 নানাবিধি প্রকারে বহুল বারে পোথা<sup>১৫</sup> ॥  
 সোনাময় চন্দ্রতপ<sup>১৬</sup> মোহা নব গিরি ।  
 পুরি ভারি স্বন্দর<sup>১৭</sup> টানাইল উশ্ব করি ॥  
 চতুসম<sup>১৮</sup> চন্দনে লোপিল সব খাঁতি<sup>১৯</sup> ।  
 কোস পথ লংহি<sup>২০</sup> জাএ যুসোরব অতি<sup>২১</sup> ॥  
 বিচিত্র মোহন শয্যা<sup>২২</sup> অতি যুকোমল<sup>২৩</sup> ।  
 বিছাইল নানা বসে<sup>২৪</sup> যুচারু নির্মল ॥  
 ঘরেত<sup>২৫</sup> আসিব সাহা জখ দর হোস্তে<sup>২৬</sup> ।  
 জয়রুসী<sup>২৭</sup> বশ্ত বিছাইল সব পশ্তে<sup>২৮</sup> ॥

১ বিদিত ২ মৃষ্ণ ৩ সীর ৪ অর্দাধি ৫ দয়াল ৬ স্বরন ৭ চন্দ্রানিরি দেস  
 ৮ দিব ৯ নৃপ আগে গেল ১০ সাহার রোহাস্য জখ সকল কাহিল  
 ১১ প্রভাতে আসাব সাহা যুনি রত্নসেনে ।  
 করিল ভোজন চেষ্টা আনন্দ বিদানে ॥  
 ১২ সোররস ১৩ বহুবিধি ১৫ পোতা ১৬ সৈন্যমএ চন্দ্রতোপ  
 ১৭ সোল্পর ১৮ চতুসম ১৯ খেতি ২০ কোষ পশ্ত লিঙ্গি ২১ রতি  
 ২২ সৈঞ্জা ২৩ যুকমল ২৪ বনী ২৫ গরেতে ২৬ হস্তে ২৭ জর-  
 কাশী ২৮ বিচাইল পশ্তে

মন্তব্য : মূলের ষষ্ঠ ও অষ্টম শ্তবকাটির অনুবাদ ষষ্ঠাধক নয় । সপ্তম শ্তবকাটি অনুবাদে বিজ্ঞিত । মূলে অতিরিষ্ট চতুরতা দেখাতে গিয়ে সপ্তম শ্তবকে সূত্রতানের কাছে সরঞ্জা ভবঁসিত হয়েছে । ষষ্ঠ শ্তবকে সূত্রতানের কাছে সরঞ্জার নিবেদন-চাতুর্ঘ্য এবং অষ্টম শ্তবকে রত্নসেনের কাছে সরঞ্জার দোতাচাতুর্ঘ্য অনুবাদে নেই । মূলের সরঞ্জা চরিত্রের তুলনায় অনুবাদের শ্রীজ্ঞা অনেক সাধারণ । অনুবাদের সর্বশেষ শ্তবকাটিতে পুস্তকের কলেবর-বৃষ্টির ভয়ে জয়রুসীর বাদশাহ-ভোজ খর্ডাটি বজ্রনের কৈফিয়ৎ আছে । সূত্রতানের আগমন পথটিকে এর পরিবর্তে চন্দ্রলোপিত ও বশ্তাবৃত করে আলাওল অনুবাদে নতুনত্ব এনেছেন ।

দিগ্গীর ইশ্বর সাহা জগত পুঞ্জিত ।  
 জয় লক্ষ্মী দুই আছে তোমার সহিত ॥  
 যাহারে করহ কৃপা মহাপদ পায় ।  
 কিঞ্চিৎ রুসীলে গৃহ ধরণী মিলায় ॥  
 কৃপার উর্দাধি সাহা দয়াল চরিত ।  
 যে জন শরণ লয় খেমিতে উঁচিত ॥  
 তুর্ষিলেক রায়বার হয়-বশ্তদানে ।  
 প্রসাদ চন্দ্রেরী পাইল রত্নসেনে ॥  
 মহাতুন্ট মনে রায়বার ফিরি গেল ।  
 রত্নসেন স্থানে গিয়া রহস্য কাহিল ॥  
 প্রভাতে আসিব সাহা যুনি রত্নসেনে ।  
 করিল ভোজন চেষ্টা বিবিধ বিধানে ॥  
 ষট্ রস নানা উপহার নানা ভোগ ।  
 বহু চেষ্টা অনুরমে করিল সংযোগ ॥  
 বিবেচিয়া কাহি যদি রত্নসেনের কথা ।  
 নানাবিধি প্রকারে বহুল বাড়ে পোথা ॥  
 স্বর্ণময় চন্দ্রাতপ মহানব গিরি ।  
 পুরী ভারি স্বন্দর টানাইল উর্দ করি ॥  
 চতুসম চন্দনে লোপিল সব খাঁতি ।  
 ক্রোশ পশ্ব লক্ষ্মি যায় সুসোরভ অতি ॥  
 বিচিত্র মোহন শয্যা অতি সুকোমল ।  
 বিছাইল নানা বর্ণ সূচারু নির্মল ॥  
 গড়েত আসিব সাহা যতদর হোস্তে ।  
 জয়রুসী বশ্ত বিছাইল সব পশ্তে ॥

শব্দার্থ টীকা : উর্দাধি—সমুদ্র ; জয়রুসী—স্বর্ণখচিত বস্ত্র ;  
 ষট্ রস—টক, ঝাল, তেতো, কষা, মিশ্র, লবণ ।  
 মূলে পরবর্তী বাদশাহভোজ খণ্ডে এগারোটি শ্তবক জুড়ে যে বিস্তারিত  
 রত্নন বর্ণনা আছে তাকে অনুবাদে ষট্ রস বলে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে ।

## চিতোর গড় বর্ণন খণ্ড

রশ্মন সম্পূর্ণ হৈল<sup>১</sup> প্রত্যুৎ<sup>২</sup> সময় ।  
 চলিল দেখিতে ঘর<sup>৩</sup> সাহা মোহাসএ<sup>৪</sup> ॥  
 রক্তময় বিমানে চলিলা সো...তান<sup>৫</sup> ।  
 গজারোহ<sup>৬</sup> রাখব চেতন আগুয়ান ॥  
 ঘর ম্বার<sup>৭</sup> মৌলি দিলা সাহা প্রবেসীল<sup>৮</sup> ।  
 জেহেন উদয়াচলে অস্ত ন উীগল<sup>৯</sup> ॥  
 উঝল<sup>১০</sup> হইল ঘর<sup>১১</sup> সাহার পরসে ।  
 জেন লোহা য়ুবিএ<sup>১২</sup> পরস পরসে ॥  
 সপ্তম্বারে শপ্তবর্ণ<sup>১৩</sup> সূবর্ণ কেয়ার<sup>১৪</sup> ।  
 বিচিত্র মূরতি সব গটীছে অপার<sup>১৫</sup> ॥  
 খণ্ডে ২ চড়বারি বকটে কটাউ<sup>১৬</sup> ।  
 বাক্ষম উপরে ষিক বাক্ষম কটাউ ॥  
 প্রথম ম্বারেত সাহা প্রভেসীলা জবে ।  
 রক্তসেন নূপতি মিলিল আসি তবে ॥  
 প্রনাম করিয়া খিতি<sup>১৭</sup> পরসী ললাটে ।  
 চলিল ওমরাগন<sup>১৮</sup> বিমানের হেটে ॥  
 হেম রজতের তুংকা<sup>১৯</sup> একত্র করিয়া ।  
 পশ্চে ২ ছিটী জাএ সাহারে নিছিয়া<sup>২০</sup> ॥  
 সব খিতি পদতলে দেখী ছোলতান ।  
 বাখানিল সেই ধন্য<sup>২১</sup> জার হেন ফন<sup>২২</sup> ॥  
 পূরীর বসতি জেন দেখী চন্দ্রালএ<sup>২৩</sup> ।  
 ধন্য ২ বাখানিলা সাহা মোহাসএ ॥

রশ্মন সম্পূর্ণ হৈল প্রত্যুৎ সময় ।  
 চলিল দেখিতে গড় সাহা মহাশয় ॥  
 রক্তময় বিমানে চড়িয়া ছোলতান ।  
 গজারোহে রাখব চেতন আগুয়ান ॥  
 গড় ম্বার মৌলি দিলা সাহা প্রবেশিল ।  
 যেহেন উদয়াচলে অরুণ উীগিল ॥  
 উজ্জ্বল হইল গড় সাহার দরণে ।  
 যেন লোহা শোভয়ে পরশ পরশে ॥  
 সপ্তম্বারে সপ্তবর্ণ সূবর্ণ কেয়ার ।  
 বিচিত্র মূরতি সব গটিছে অপার ॥  
 খণ্ডে খণ্ডে চৌবারির নিকটে চড়াউ ।  
 বাক্ষম উপরে ষিক বাক্ষম কটাউ ॥ (জা.১)  
 প্রথম ম্বারেত সাহা প্রবেশিলা যবে ।  
 রক্তসেন নূপতি মিলিল আসি তবে ॥  
 প্রনাম করিল ক্ষিতি পরশি ললাটে ।  
 চলিল উমরাগন বিমানের হেটে ॥  
 হেম রজতের তুংকা একত্র করিয়া ।  
 পশ্চে পশ্চে ছিটি যায় সাহারে নিছিয়া ॥  
 সব খিতি পদতলে দেখি ছোলতান ।  
 বাখানিল সেই ধন্য যার এই স্থান ॥  
 পূরীর বসতি দেখি যেন ইন্দ্রালয় ।  
 ধন্য ধন্য বাখানিল সাহা মহাশয় ॥ (জা. ২)

১ জাঁদ ২ প্রত্যুৎ ৩ গর ৪ মহাসএ ৫ চরিআ ছোলতান ৬ গজ  
 আবোহে ৭ গর ম্বারে ৮ প্রভেসীলা ৯ জেহেন উনএ অস্ত অরুণ  
 উগীলা ১০ উঝল ১১ গর ১২ জেন লোহা পরিদ্রএ ১৩ সোবৈন্য  
 কেওয়ারি ১৪ বিচিত্র মূরতি এ করিছে উপস্কারি ১৫ খণ্ডে ২  
 চৌবারির নিকটে চড়াউ ১৬ খোতি ১৭ মেলে ১৮ হেম বজ তুংকা সব  
 ১৯ নিচিমা ২০ ধম্ম ২১ জেই স্থান ২২ পূরীর বসতি দেখী জেন  
 ইন্দ্রালএ

শব্দার্থ টীকা : বিমান—রথ  
 উীগিল—উদিত হল  
 কেয়ার—ঝাড়, কেয়ারী  
 পরশ পরশে—স্পর্শমণির স্পর্শে ; মূলে উপমাটি নেই ।  
 চৌবারি—চতুর্ভাষী । চড়াউ—খাড়াই বা চড়াই ।  
 কটাউ—কটাছ বা কড়াই-এর মতো অসমতল ।

\* মন্তব্য : প্রথম শ্তবকের অনুবাদ যতদূর সম্ভব মূলানুসারী । কেবল স্থানে স্থানে কিছু নতুন আছে । সূত্রতানের  
 আবির্ভাব প্রসঙ্গে উদয়াচলে সূর্যোদয়ের উপমাটি মূলানুগত । কিন্তু তাঁর উজ্জ্বল প্রকাশে দুর্গ যেন স্পর্শমণির স্পর্শে সোনা  
 হয়ে গেল—এই উৎপ্রেক্ষাটি নতুন । শ্বিতীয় শ্তবকের অনুবাদে মূলের অনেক কিছুই বর্জিত । মূলে চিতোর দুর্গের অভ্যন্তর  
 ভাগের বিস্তৃত বর্ণনা আছে । সপ্তম্বাটা যুক্ত সিংহম্বার, শন্ন পালঙ্ক, বসার আসন, অমৃতকুণ্ড ইত্যাদি বর্ণনা অনুবাদে  
 অনুপস্থিত । অপরদিকে অনুবাদে কিছু কিছু নতুন কথা আছে । সূত্রতানকে রক্তসেনের প্রণাম, স্বর্ণ ও রৌপ্য মূদ্রা ছাড়িয়ে  
 ওমরাহদের পদযাত্রা এসব প্রসঙ্গ মূলে নেই । প্রথম শ্তবকের দোহাটি অনুবাদে নেই, শ্বিতীয় শ্তবকের দোহাটি বর্তমান ।

স্থানে ২ নিত্য গীত<sup>১</sup> আনন্দ বাজাই ।  
 জেন ঘর বেরি লঞ হনুমাণে পাই<sup>২</sup> ॥  
 জাইতে ২ শাহা গেল অধ্যাত্তরে<sup>৩</sup> ।  
 পদ্মাবতী ধরাহর দেখিলা গোচরে ॥  
 অতিরম্য সব উপবন চারিপাশ ।  
 মন্দিরের মধ্যে<sup>৪</sup> জেন লাগিছে আকাশ ॥  
 চারিভিতে পদ্মপবন স্দ্বাস স্দ্বন্দর<sup>৫</sup> ।  
 সোবর্ণ<sup>৬</sup> মেদিনী তথা সোবর্ণ<sup>৭</sup> অশ্বর ॥  
 তার মাঝে স্থাপিছে বস্তুর<sup>৮</sup> সিংহাসন ।  
 তাহাত বসিল সাহা প্রচণ্ড তপন ॥  
 জেই দিগে হেবে শাহা মন কতহলে<sup>৯</sup> ।  
 নিজ মূর্ত্তি দরসাঞ দর্পন উঝলে<sup>১০</sup> ।  
 মোহন্ত<sup>১১</sup> ওমরাগণে ভক্তি আচরিয়া ।  
 করজোরে দাণ্ডাইলা<sup>১২</sup> সাহারে<sup>১৩</sup> বেরিয়া ॥  
 হেনকালে রত্নসেন সমুখে আসিয়া ।  
 প্রণাম করিল ভালে মহি পরিসিয়া ॥  
 করজোরে নিবেদিল<sup>১৪</sup> করিষা ভগতি ।  
 আজি সে উঝলে<sup>১৫</sup> হৈল আমার বসতি ॥  
 আজি ধন্য ২ মূই শাফল্য<sup>১৬</sup> জীবন ।  
 মোর পুরি প্রবেশিল<sup>১৭</sup> শাহাব<sup>১৮</sup> চরণ ॥  
 তুমি সে ইশ্বর মোর<sup>১৯</sup> জগত পূজিত ।  
 জখেক ওমরাগণ আমার অতিত ॥  
 আঞ্জা<sup>২০</sup> কর এসবেরে বশী কতহলে ।  
 জেই কিছু ছাক<sup>২১</sup> অন্ন খাউক সকলে ॥  
 ছোলতান<sup>২২</sup> আদেশে বশীয়া সর্বজনে<sup>২৩</sup> ।  
 পরিসয়া<sup>২৪</sup> কে করিব রাজা ভাবে মনে<sup>২৫</sup> ॥

১ স্থানে ২ নিত্য গীত ২ জেন বেরি গর নহে অনুমান পাই  
 ৩ অভ্যাত্তরে ৪ পদ্মাবতী ৫ অতি রম্য বস ৬ মৈত্রেয় ৭ চতুর্ভিতে  
 পদ্মক সোভে ষড়াস সোন্দর ৮ সোবর্ণ ৯ সোবর্ণ ১০ রত্ন  
 ১১ কতহলে ১২ প্রণ উঝলে ১৩ মহন্ত ১৪ ডাণ্ডাইল  
 ১৫ সাহাকে ১৬ নিবেদিল ১৭ উঝলে ১৮ শাফল ১৯ পরিল জে  
 ২০ সাহার ২১ মূই ২২ আঞ্জা ২৩ সাক ২৪ ছোলতান ২৫ বসিল  
 সর্বজনে ২৬ পরিসয়া ২৭ নূপ ভাবে মন

শেষে সুলতানকে ঘিরে ওমরাহগণের করবোড়ে দণ্ডায়মান হবার চিত্রটি অনুবাদে নতুন । মূলের চতুর্থ শতকে লক্ষ্য  
 রাজোদ্যানে সুলতানকে বেষ্টন করে দশ হাজার কুমারীর ( পাঠান্তরে দু লক্ষ রাজকুমার ) করবোড়ে দাঁড়িয়ে থাকার ছবি  
 আছে । পঞ্চম শতকের দোহা অংশটি অনুবাদে বর্জিত । বিশেষত পশ্চিমী-নিবিন্ট সুলতানের চিত্রশিল্পতার অলঙ্কার সৌন্দর্য  
 অনুবাদে নেই । শেষশতকে রত্নসেনের আতিথ্য কর্তা মূলে দলাইনে সংক্ষিপ্ত, অনুবাদে তা আড়ম্বরপূর্ণ ।

স্থানে স্থানে নৃত্য গীত আনন্দ বাজাই ।  
 যেন গড় বেড়ি নয় অনুমান পাই ॥ ( জা. ৩ )  
 যাইতে যাইতে সাহা গেল অভ্যাত্তরে ।  
 পদ্মাবতী ধরাহর দেখিলা গোচরে ॥  
 অতি রম্য সব উপবন চারিপাশ ।  
 মন্দিরের মধ্য যেন লাগিছে আকাশ ॥ ( জা. ৪ )  
 চারিভিতে পদ্মপবন স্দ্বাস স্দ্বন্দর ।  
 স্দ্বর্ণ মেদিনী তথা স্দ্বর্ণ অশ্বর ॥  
 তার মাঝে স্থাপিছে রত্নের সিংহাসন ।  
 তাহাত বসিল সাহা প্রচণ্ড তপন ॥  
 যেই দিগে হেরে সাহা মন কতহলে ।  
 নিজ মূর্ত্তি দবশায় দর্পণ উজলে ॥  
 মোহন্ত উমরাগণে ভক্তি আচরিয়া ।  
 করজোড়ে দাণ্ডাইল সাহারে বেড়িয়া ॥ ( জা. ৫ )  
 হেনকালে রত্নসেন সমুখে আসিয়া ।  
 প্রণাম করিল ভালে মহী পরিশিয়া ॥  
 করজোড়ে নিবেদিল করিষা ভগতি ।  
 আজি সে উজ্জ্বল হইল আমার বসতি ॥  
 আজি ধন্য ধন্য মূই সফল জীবন ।  
 মোর পুরী পরিশিল সাহার চরণ ॥  
 তুমি সে ইশ্বর মোর জগৎ-পূজিত ।  
 যতেক উমরাগণ আমার অতিথ ॥  
 আঞ্জা কর এসবেরে বসি কতহলে ।  
 যেই কিছু শাক অন্ন খাউক সকলে ॥  
 ছোলতান আদেশে বসিল সর্বজনে ।  
 পরিচর্যা কে করিব রাজা ভাবে মনে ॥ ( জা. ৬ )

মন্তব্য : তৃতীয় শতকের অনুবাদটি দলাইনে সংক্ষিপ্ত ।  
 মূলের রাজপুরী বর্ণনার বিস্তৃত আয়োজন অনুবাদে  
 বর্জিত হয়ে দোহা অংশের অনুবাদে পর্বেবাসিত । চতুর্থ  
 শতকের অনুবাদ মূলের প্রথম চার পংক্তি মাত্র অবলম্বন  
 করেছে । মূলের অবশিষ্ট পংক্তিগুলি অনুবাদে বর্জিত ।  
 পঞ্চম শতকের অনেক অংশই মূলানুসারী । কেবল শতক-

নবশত সখি পম্বাবতি অনুরী ।  
 সচির<sup>১</sup> সম্পাসে জেন থাকে অপচরি ॥  
 তাহা হশেত দুই শত আনিল বাছিয়া ।  
 নানা অলংকার ষ্‌বসন পৌদ্রাইয়া<sup>২</sup> ॥  
 নবীন বয়সী সব বিলোকন বাঁক<sup>৩</sup> ।  
 গৃহ<sup>৪</sup> হশেত নিঃসারিল জেন চুয়া ঝাঁক ॥  
 জেন ষ্‌বর্গ<sup>৫</sup> হশেত আইল অপচরাগন ।  
 দান্ডাইলা<sup>৬</sup> পাতি ২ সেবার কারণ ॥  
 ষ্‌বর্গটন উবজ<sup>৭</sup> কটাক অনুরপাম ।  
 দেখী জরাজীর্ণ<sup>৮</sup> চিত্তে প্দলকিত কাম ॥  
 আর আখি হেরে সাহা তা সবার<sup>৯</sup> ভিত্তে ।  
 মন উচ্চাটন<sup>১০</sup> ধরাহর নিবর্কিতে ॥  
 হেন গৃহ<sup>১১</sup> জাহার এমত সখীগন ।  
 ন জানি ইশ্বরি তার হইব কেমন ॥  
 বেকত রাজার সপেগ কথা কহে হাসে ।  
 গোপতে পৈসএ গন পম্বাবতি<sup>১২</sup> পাসে ॥  
 নানা দেশ<sup>১৩</sup> নিঃক<sup>১৪</sup> আনিয়া নরপতি ।  
 নিত্য<sup>১৫</sup> করে সাহা আগে নানামত ভাতি ॥  
 জার ভাবে লোখ<sup>১৬</sup> সাহা তথা মন বান্দা ।  
 নিত্য গিদ সমস্থ দেখএ সব ধান্দা ॥

নব শত সখি পম্বাবতী অনুরী ।  
 শচীর সম্পাসে যেন থাকে অসরী ॥  
 তাহা হোশেত দুই শত আনিল বাছিয়া ।  
 নানা অলংকার ষ্‌বসন পরাইয়া ॥  
 নবীন বয়সী সব বিলোকন বাঁক ।  
 গৃহ হোশেত নিঃসারিল যেন শূয়া ঝাঁক ॥  
 যেন ষ্‌বর্গ হোশেত আইল অসরাগণ ।  
 দান্ডাইল পাতি পাতি সেবাব কারণ ॥  
 ষ্‌বর্গটন উবজ কটাক অনুরপাম ।  
 দেখি জরাজীর্ণ চিত্তে প্দলকিত কাম ॥ (জা.৯)  
 আর আখি হেরে সাহা তা সবার ভিত্তে ।  
 মন উচ্চাটন ধরাহর নিবর্কিতে ॥  
 হেন গৃহ যাহাব এমত সখীগণ ।  
 না জানি ঈশ্বরী তার হইব কেমন ॥  
 বেকত রাজার সপেগ কথা কহে হাসে ।  
 গোপতে বৈসয় মন পম্বাবতী পাশে ॥  
 নানা দেশী নৃত্যক আনিয়া নরপতি ।  
 নৃত্য করে সাহা আগে নানামত ভাতি ॥  
 যার ভাবে লুখ সাহা তথা মন বান্দা ।  
 নৃত্য গীত সমস্থ দেখয সব ধান্দা ॥ ( জা.৬ )

১ সসীর ২ পৈরাইয়া ৩ বিলুকিত কাক ৪ গ্রিহ ৫ ষ্‌বর্গ ৬ ডান্ডাইল  
 ৭ ষ্‌বর্গটন উবজ ৮ সোভার ৯ উচ্চাটন ১০ গ্রিহে ১১ পাম্বিনর  
 ১২ দেশী ১৩ নিঃক ১৪ নিত ১৫ লোড

পম্বাব<sup>১</sup> টীক : সম্পাসে—নিবটে । বিলোকন বাঁক—বক্র কটাক ।  
 পাতি পাতি—সাবি সারি  
 উবজ—স্তন । নৃত্যক—নর্তক । ধান্দা—মিথ্যা ।  
 শূয়া ঝাঁক—এক ঝাঁক শূক পাখী ; মূলে আছে রায়মুনী পাখী

মন্তব্য : ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝেই নবম শতাব্দীর অনুরূপ আছে । মূলের দোহা অংশের সুলতানী জিজ্ঞাসাটুকু ছাড়া পম্বাবতীর সখীদের বর্ণনায় বর্ণনাটি মোটামুটি অনুরূপ । কেবল মূলে যেখানে রাজার ঘোলাশত দাসীদের মধ্যে চরুশিঞ্জনের নিবর্চনের কথা আছে অনুরূপে সেক্ষেত্রে পম্বাবতীর নয়শত অনুরূপীদের মধ্যে নিবর্চিত দুশো জনের কথা বলা হয়েছে । পম্বাবতী ষষ্ঠশতাব্দীর অনুরূপ শতবর্কটি শেষাংশে মূলানুগ । দোহা অংশটিও আংশিক অনুরূপ । অনুরূপ-শতাব্দীর প্রথমদিকের একটি সংযোজন লক্ষণীয় । মূলের নবমশতাব্দীর পম্বাবতীর দাসীদের রূপ দেখেই জায়সীর আলাউদ্দীন এত বিদ্রাস্ত হলেছেন যে এদের মধ্যে পাম্বিনী কোনজন জানতে চেয়েছেন । এই প্রশ্নের উত্তরে রাঘব চেতন পরবর্তী দশম শতাব্দীর বিদ্যমান ভঙ্গীতে সুলতানের কৌতূহল নিরসন করে বলেছেন যে এরা পাম্বিনীর সৌবিকা মাত্র, পাম্বিনী এদের চেয়ে আরও সুন্দরী । মূলের এই নাটকীয়তা বর্জন করে আলাওল সুলতানের চিন্তার মধ্যে ব্যাপারটি ষষ্ঠশতাব্দীর প্রথমদিকে সংযোজিত করে মূলের দশম শতাব্দী এড়িয়ে গেছেন ।

আছন্ন<sup>১</sup> বাদিলা গোরা নৃপতির ঠাই<sup>২</sup> ।  
 মোহাধির<sup>৩</sup> বৃন্দামশত<sup>৪</sup> পাঠ দই ভাই ॥  
 নৃপতির কৰ্মে লাগি কহে দইজন<sup>৫</sup> ।  
 জদি ভাল হৈব ধর আমার বচন<sup>৬</sup> ॥  
 তরুকে চরিত্র আমি বৃন্ডিল সকল<sup>৭</sup> ।  
 মূখে<sup>৮</sup> মাত্র মিলন অস্তরে আছে ছল ॥  
 বৈড়জন<sup>৯</sup> পঞ্চম<sup>১০</sup> বৃন্দামশ নহে কৰ্ম ।  
 সময় পাইলে সত্রু ন কিচরে ধৰ্ম ॥  
 কপটে মারিব সত্রু আছে শাস্ত্রীরত ।  
 শৰ্ব্বথা<sup>১১</sup> উচিত চিন্তিতে নিজ হিত ॥  
 এথাও আসিছে অল্প সন্য সগ্গে করি ।  
 জেন মতে আজ্ঞা দেও করিবারে পারি ॥  
 তুমি ন মারিলে সত্রু করিয়া কপট ।  
 সে পদনি সাধিব কায<sup>১২</sup> কহিলু<sup>১৩</sup> প্রকট ॥

নৃপে বোলে হেন কৰ্ম উচিত না হএ ।  
 অতিথ<sup>১৪</sup> আসিছে সাহা আমার আলএ ॥  
 ঘূনাএ ন মারি আমি দিল প্রাণদান<sup>১৫</sup> ।  
 বহু জিব রক্ষা<sup>১৬</sup> করি সাধিল<sup>১৭</sup> সম্মান ॥  
 জেবা বোল অল্প সন্য<sup>১৮</sup> সাহার শৰ্গাত ।  
 লক্ষ বাছি এক আনি আছে দিল্লীপতি<sup>১৯</sup> ॥  
 কদাচিত আন কৰ্ম করিতে নারিব ।  
 জদিবা করিতে পারি কলঙ্ক রহিব<sup>২০</sup> ॥  
 লবণ খাইতে মোর<sup>২১</sup> আসিআছে এথা ।  
 বিশেষ মারন<sup>২২</sup> ধিক না হএ<sup>২৩</sup> শৰ্ব্বথা ॥  
 জেই মন্দ করে সেই<sup>২৪</sup> মন্দ ফল পাএ ।  
 ভালাই করিলে অশেত ভাল শৰ্ব্বথাএ ॥

আছিলো বাদিল গোরা নৃপতির ঠাই ।  
 মহাবীর বৃন্দামশত পাঠ দই ভাই ॥  
 নৃপতির কৰ্মে লাগি কহে দই জন ।  
 যদি ভাল হইব ধর আমার বচন ॥  
 তরুকে চরিত্র আমি বৃন্ডিল সকল ।  
 মূখে মাত্র মিলন অস্তরে আছে ছল ॥  
 বৈরীজন প্রত্যয় বৃন্দামশ নহে কৰ্ম ।  
 সময় পাইলে সত্রু না বিচারে ধৰ্ম ॥  
 কপটে মারিব সত্রু আছে শাস্ত্রীরীত ।  
 শৰ্ব্বথায় উচিত চিন্তিতে নিজ হিত ॥  
 এথাও আসিছে অল্প সৈন্য সগ্গে করি ।  
 যেন মতে আজ্ঞা দেও করিবারে পারি ॥  
 তুমি ন মারিলে সত্রু করিয়া কপট ।  
 সে পদনি সাধিব কাৰ্য কহিলু প্রকট ॥ ( জা.৭ )

নৃপে বোলে হেন কৰ্ম উচিত না হয় ।  
 অতিথ আসিছে সাহা আমার আলয় ॥  
 ঘূণায় না মারি আমা দিল প্রাণদান ।  
 বহু জীব রক্ষা করি সাধিল সম্মান ॥  
 যেবা বোল অল্প সৈন্য সাহার সগ্গাত ।  
 লক্ষ বাছি এক আনিয়াছে দিল্লীপতি ॥  
 কদাচিত আন কৰ্ম করিতে নারিব ।  
 যদিবা করিতে পারি কলঙ্ক রহিব ॥  
 লবণ খাইতে মোর আসিয়াছে এথা ।  
 বিশেষ মারণ ধিক না হয় শৰ্ব্বথা ॥  
 যেই মন্দ করে সেই মন্দ ফল পায় ।  
 ভালাই করিলে অশেত ভাল শৰ্ব্বথায় ॥

১ আছিল ২ টাই ৩ মোহাবির ৪ বৃন্দামশত ৫ কহিল কখন ৬ কপট  
 লাহার মায়া ধরহ বচন ৭ বৃন্ডিল সকল ৮ মূখে ৯ বিরজন  
 ১০ পৈতাদ ১১ শৰ্ব্বথাএ ১২ কৰ্ম ১৩ কহিলুম ১৪ অতিথ  
 ১৫ আমা প্রাণ দিল দান ১৬ রৈক্ষা ১৭ সাধিল ১৮ সৈন্য ১৯ লৈক্ষ  
 জন হস্তে এক আছিল দিল্লীপতি ২০ হইব ২১ পদনি ২২ লবন  
 ২৩ মরন ২৪ পদনি

মন্তব্য : সপ্তম শতবকের অনুবাদে গোরা বাদলের মূল  
 বস্তব্যটুকু যদিও মূলানুসারী কিন্তু বলায় ভণ্ডি মূলানুগ  
 নয় । মূলের বাগধারা, বৈদন্য এবং অলঙ্কার অনুবাদে  
 অনুসৃত হয় নি । দোহা অংশটিতে কৃষ্ণবস্তুক বলিরাঙ্গাকে

বন্দী করার প্রসঙ্গটি অনুবাদে বিজ্ঞিত । অনুবাদে গোরা-বাদলের বস্তব্য অনলঙ্কৃত সাধারণ নৈতিক ভণ্ডীতে বিবৃত ।  
 অনুবাদ শতবকের শেষদিকে কিছুর নতুন কথা আছে । অল্প সৈন্য নিয়ে সুলতান এখানে এলে তাকে কপট কৌশলে হত্যা  
 করার পরামর্শ অনুবাদে স্পষ্টভাবে উচ্চারিত । মূলে গোরা বাদলের মূখে এধরণের কোনো গঢ় অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়নি ।

পান্ডবে ভালাই কল্যা<sup>১</sup> করু কল্যা<sup>২</sup> ছল ।  
 তেকারণে পান্ডু জয়<sup>৩</sup> করু<sup>৪</sup> হৈল তল ॥  
 অপকারে<sup>৫</sup> উপকার মো( )জন ধর্ম ।  
 উপকারে ২ জ্ঞথোচিত কর্ম<sup>৬</sup> ॥  
 উপকারে অপকর্ম<sup>৭</sup> কাপুরুস আস ।  
 জয় পাইলে অধর্ম অজয়<sup>৮</sup> সর্বনাস ॥  
 জেই জনে ছল করে করু<sup>৯</sup> ফল পাইব ।  
 সব<sup>১০</sup> ধর্ম ছারি আমি অন্যা<sup>১১</sup> ন করিব ॥  
 আর এক কথা শুন অবদান করি ।  
 সাহা পাস হস্তে আমি দুরে জাইতে নারি ॥  
 আন চেষ্টা দেখিলে মাঝিবে আগে আমা<sup>১২</sup> ।  
 শভার<sup>১৩</sup> অধিক কর্ম সত্য<sup>১৪</sup> ধর্ম থেমা ॥  
 এথ শূনি দুই ভাই হইয়া<sup>১৫</sup> ক্রোধ মন ।  
 নৃপ পাস হোস্তে কল্যা<sup>১৬</sup> গৃহেত গমন ॥  
 অথান্তর হোস্তে আইল জথ শখীগণ ।  
 চারিপাশে দান্ডাইল<sup>১৭</sup> সেবার কারণ ॥  
 কেহ হস্ত খোলাএ লইয়া রত্নঝারি ।  
 পানআর পানিয়া বিছাএ কোন নারি<sup>১৮</sup> ॥  
 কেহ আনি<sup>১৯</sup> নানান পদার্থ আগে রাখে ।  
 শূর্গান্দ সীতল জল কেহ লৈয়া থাকে ॥  
 অস্ত্র তিস্ত্র সকল লবন মিশ্র কটু ।  
 সজরস<sup>২০</sup> পরসে পদার্থ আনি পটু ॥  
 জথবার আনি অন্ন<sup>২১</sup> ব্যজন পরসে ।  
 বস্ত্র অলঙ্কার ফিরাইয়া পূনি<sup>২২</sup> আইসে ॥  
 সেই কিবা আন কেহ লক্ষিতে<sup>২৩</sup> ন পায় ।  
 ভেদ নাহি অপচরা<sup>২৪</sup> কিবা নর নারি ॥

পান্ডবে ভালাই কৈল করু<sup>১</sup> কৈল ছল ।  
 তেকারণে পান্ডু জয় করু<sup>২</sup> হৈল তল ॥  
 অপকারে উপকার মহাজন ধর্ম ।  
 উপকারে উপকার যথোচিত কর্ম ॥  
 উপকারে অপকার কাপুরুষ আশ ।  
 জয় পাইলে অধর্ম অজয় সর্বনাশ ॥  
 যেই জন ছল করে ছল ফল পাইব ।  
 সত্য ধর্ম ছাড়ি আমি অন্য না করিব ॥  
 আর এক কথা শুন অবধান করি ।  
 সাহা পাশ হোস্তে আমি দুরে যাইতে নারি ॥  
 আন চেষ্টা দেখিলে মাঝিবে আগে আমা ।  
 সভার অধিক কর্ম সত্যধর্ম ক্ষেমা ॥  
 এত শূনি দুই ভাই হইয়া ক্রোধ মন ।  
 নৃপ পাস হোস্তে কৈল গৃহেত গমন ॥ (জা.৮)  
 অথান্তর হোস্তে আইল যত সখীগণ ।  
 চারিপাশে দান্ডাইল সেবার কারণ ॥  
 কেহ হস্ত খোলায় লইয়া রত্নঝারি ।  
 পানোয়্যারে পানিয়া বিছায় কোন নারী ॥  
 কেহ আনি নানান পদার্থ আগে রাখে ।  
 শূর্গান্দ শীতল জল কেহ লইয়া থাকে ॥  
 অস্ত্র তিস্ত্র ঝাল লবণ মিশ্র কটু ।  
 যটরস পরশে পদার্থ আনি পটু ॥  
 যতবার আনি অন্ন ব্যজন পরশে ।  
 বস্ত্র অলঙ্কার ফিরাইয়া পূনি আইসে ॥  
 সেই কিবা আন কেহ লক্ষিতে না পায় ।  
 ভেদ নাহি অসরা কিবা নরনারী ॥ ( জা. ১১ )

১ কৈল ২ কোরবে কৈল ৩ তেকাছে পান্ডব জএ ৪ করব ৫ উপকারে  
 ৬ উপকারে অপকার কাপুরুস কর্ম ৭ অপকার ৮ রজস ৯ ছল  
 ১০ সৈন্ত ১১ আন ১২ রামা ১৩ সবেখ ১৪ সৈন্ত ১৫ হই ১৬ কৈল  
 ১৭ ডান্ডাইল ১৮ পলকে যানিয়া কায়াল কোন নারি ১৯ অসী  
 ২০ সরসে ২১ আনা ২২ পৈরি ২৩ লক্ষিতে ২৪ অপচার

মূলানুসারী হলেও রাজার উক্তি যতটা নীতিগর্ভ ততটা কবিত্বগর্ভ নয় । এছাড়া মূলে রাজার মহত্ব পৌরুষদীপ্ত, কিস্তি অনুবাদে রাজার মহত্ব দুর্বলতাসূচক । রাজা সুলতান সম্পর্কে ভীত বলেই আক্রমণ-বিমুখ । মূলের নবম দশম শ্লোককে পান্ডবী সম্পর্কে সুলতান ও রাঘবচ্যতনের প্রশ্ন ও উত্তরটি অনুবাদে বর্জিত ।

একাদশ শ্লোকের অনুবাদ মোটামুটি মূলানুসারী । তবে মূলে ভাত, পূরি, চাপাটি প্রভৃতি বিশেষ অন্নের উল্লেখ আছে, অনুবাদে আছে অম্বব্যঞ্জনের নির্বিশেষ উল্লেখ । মূলের দোহা অংশটি অনুবাদে অনুপস্থিত ।

মন্তব্য : অষ্টম শ্লোকের অনুবাদ মূলের তুলনায় বিস্তৃত । মূলে রাজার নীতিবচন বাগবৈদগ্ধ্য, উপমা অলঙ্কারে, পৌরাণিক ও লৌকিক আখ্যান-অনুসরণে সরস ও কাব্যময়, অনুবাদে কোঁরব পান্ডবের পৌরাণিক অনুসরণটি



সাংগ হৈল ভোজন ফিরল<sup>১</sup> খোর খানি ।  
 কপূর সংযোগে পাকা<sup>২</sup> পান দিল আনি ॥  
 চতুঃসম আগর জে জাফর<sup>৩</sup> স্বঃগন্দ ।  
 পৈড়িয়া<sup>৪</sup> গোলাপ চুয়া হইল আনন্দ ॥  
 রত্নখাল ভরি রত্নসেন নরপতি ।  
 গলে পাশ দিয়া করে শাহারে মিনতি<sup>৫</sup> ॥  
 জখ অপরাধ কৈল<sup>৬</sup> মনে ছিল ভিত ।  
 দিনমানি পরসে খিঞ্চল তম সিত<sup>৭</sup> ॥  
 অভয় প্রসাদ মোরে দিলা দিল্লীশ্বর ।  
 সেবক বশীল শ্বামি কৃপার শাগর ॥  
 প্রাণদান দিলা মোরে রাজ রাজেশ্বর<sup>৮</sup> ।  
 দিলেক তোমার কার্য লাগাইমু তারে<sup>৯</sup> ॥  
 পদুস্তর দিলা শাহা হাসিয়া ইশীতে<sup>১০</sup> ।  
 স্বয়্য সেবা করিলে কথাএ রহে সিত<sup>১১</sup> ॥  
 মোর সেবা কল্যা রাজা ন জাইব বিফলে ।  
 মোর রাজ্য দিল রাজা<sup>১২</sup> ভুঞ্জ কতুহলে ॥  
 এথ স্বানি<sup>১৩</sup> শাহা সতরঞ্জ খেলা<sup>১৪</sup> আনি ।  
 নূপ আমি খেলিয়া<sup>১৫</sup> বিশ্রাম করি খানি ॥  
 বেলা দুই প্রহরে আলশ্য লাগে গায় ।  
 খেলি ছলে তিলে এক বিশ্রামী এথাএ<sup>১৬</sup> ॥  
 রত্নের মূকুর এক শাহার দক্ষিণে ।  
 নূপ সনে খেলে শাহা<sup>১৭</sup> হরশীত মনে ॥

সাংগ হৈল ভোজন ফিরাই খোরাখানি ।  
 কপূর সংযোগে পাকা পান দিল আনি ॥  
 চতুঃসম আগর যে জাফরান সুঃগন্দ ।  
 পৈরিয়া গোলাপ চুয়া হইল আনন্দ ॥  
 রত্নখাল ভরি রত্নসেন নরপতি ।  
 গলে বাস দিয়া করে সাহারে মিনতি ॥  
 যত অপরাধ কৈল মনে ছিল ভিত ।  
 দিনমাণ পরশে খিঞ্চল তম শীত ॥  
 অভয় প্রসাদ মোরে দিলা দিল্লীশ্বর ।  
 সেবক বসিল শ্বামী কৃপার শাগর ॥  
 প্রাণদান দিলা মোরে রাজরাজেশ্বর ।  
 দিলেক তোমার কার্য লাগাইমু তার ॥ (জা.১৪)  
 পদুস্তর দিলা সাহা হাসিয়া ঈষৎ ।  
 সুর্ষসেবা করিলে কোথায় রহে শীত ॥  
 মোর সেবা কৈলে রাজা না যাইব বিফলে ।  
 মোর রাজ্য দিল রাজা ভুঞ্জ কতুহলে ॥ (জা.১৫)  
 এত বুলি সাহা সতরঞ্জ খেলা আনি ।  
 নূপ আমি খেলিয়া বিশ্রাম করি খানি ॥  
 বেলা দুই প্রহরে আলস্য লাগে গায় ।  
 খেলি ছলে তিলে এক বিশ্রামী এথায় ॥  
 রত্নের মূকুর এক সাহার দক্ষিণে ।  
 নূপ সনে খেলে সাহা হরষিত মনে ॥ (জা.১৬)

১ ফিরাই ২ কপূর সাংগো পাকা ৩ ফুলের ৪ পরিআ ৫ সাহারে  
 মীমতি ৬ কৈলম ৭ সব সীত ৮ রাজরাজেশ্বর ৯ তার ১০ ইস্বীত  
 ১১ কথাতে রাহে সীত ১২ নূপ ১৩ বুলি ১৪ খেলে ১৫ খেলিব  
 ১৬ খেলি ছলি তিল তিল এরি বিশ্রামএ ১৭ রাজা সনে ছোলতানে

শব্দার্থ টীকা : খোবা—খালা ; মূলে আছে খঁড়বানী বা শরবত  
 আগর—অগবু ; মূলে আছে অরগজা  
 গলে বাস—গলবন্দ  
 সতরঞ্জ—দাবাখেলা

মন্তব্য : মূলের স্বাদশ ও ত্রয়োদশ শব্দের অনুবাদ করা হয় নি । স্বাদশ শব্দকে অজপ্র ভোজন সামগ্রীর সামনে বসে  
 পদ্মাবতীর অদর্শনে সুলতানের ভোজনে অনীহা এবং ত্রয়োদশ শব্দকে সুলতানের ভীষ রূপতৃষ্ণা মূলে যে বাসনাময় আবেগ  
 সৃষ্টি করেছে অনুবাদে তার চিহ্ন নেই । আলাওল মূলের এইসব ভাবাবেগময় শব্দকগুলি বর্জন করে চতুর্দশ শব্দকে মধ্যে  
 প্রবেশ করেছেন । চতুর্দশ শব্দের অনুবাদে সুলতানের প্রতি রত্নসেনের বিনয়বাক্যগুলির বস্ত্য মূলানুগ হলেও মূলের  
 বাকভঙ্গী আরও বৈদম্ব্যপূর্ণ । মূলের দোহা অংশটি অনুবাদে অনুপস্থিত । ভোজনশেষে মূলে আছে সুগন্ধী জল  
 পরিবেষণ, অনুবাদে বশীর রীতি অনুযায়ী কপূর সংযুক্ত পান-পরিবেষণ । অনুবাদ শব্দের শেষ চারটি পর্যন্তে রত্ন-  
 সেনের দৈন্য মূলে অনুপস্থিত । পঞ্চদশ শব্দের চার পর্যন্ত অনুবাদ মূলের তুলনায় অতি সংক্ষিপ্ত । মূলের প্রথম আট  
 পর্যন্ত স্রোটামুদ্রি অনুবাদ থাকলেও পরবর্তী অংশে রত্নদানের কপট ছলনায় সুলতানের দুঃখভিস্মিধর ইংগিত অনুবাদে  
 বর্জিত । ষোড়শ শব্দের অনুবাদও মূলের তুলনায় সংক্ষিপ্ত । রত্নসেন ও সুলতানের দাবাখেলায় প্রসঙ্গে মূলে আছে  
 দাবার চালের স্বার্থবোধক সংক্ষেপ, অনুবাদে সে সব ইংগিত নেই । মূলে সাহকর্তৃক দর্পণ স্থাপনের কথা আছে, অনুবাদে  
 তা নেই ।

সেবা হেতু আনি ছিল জ্ঞথ সখীগণ ।  
 পম্বাবতি<sup>১</sup> পাসে গীয়া কহে সর্ষজন ॥  
 য়্‌নিছিল প্রবনে দিল্লর সোলতান<sup>২</sup> ।  
 আজি চক্ষুে দেখীল প্রচন্ড জেন ভান<sup>৩</sup> ॥  
 জগত ভিতরে ছএ উতগ<sup>৪</sup> তাহার ।  
 প্রিখিবর<sup>৫</sup> নৃপগন তান<sup>৬</sup> পরিচার ॥  
 উচ্চ সিংহাসনে বশী<sup>৭</sup> আছে সিংগ<sup>৮</sup> প্রাএ ।  
 সূর্ষপ্রাএ শমদৃষ্টি<sup>৯</sup> চাহন ন জাএ ॥  
 জধেক নৃপতি গণ ওমরা মোহস্ত ।  
 করঞ্জোরে নল্ল সিরে দান্ডা আছেস্ত<sup>১০</sup> ॥  
 ভাগ্যমনি ললাটে উবল অনুরুক্ষন ।  
 সংসারে দ্রিভিম<sup>১১</sup> নাহি রুপের তুলন ॥  
 শাফল্য<sup>১২</sup> হইল আজি আমার নয়ান ।  
 পরশে পরশ জেন খণ্ড<sup>১৩</sup> দসবান ॥  
 হেন দিল্লীশ্বর আইল শ্বারেত তোমার ।  
 নিজ শাক<sup>১৪</sup> সাফল্য না কল্যা একবার ॥  
 এমত স্দন্দর<sup>১৫</sup> রূপ জবে না দেখীবা ।  
 জন্মবাধি অনুরুক্ষ করিতে রহিবা<sup>১৬</sup> ॥  
 য়্‌নিতে চপল চিত্ত হৈল পম্বাবতি ।  
 কোণ হেতু<sup>১৭</sup> দেখীতে পাইব দিল্লিপতি ॥\*

সেবা হেতু আনি ছিল যথ সখীগণ ।  
 পম্বাবতী পাশে গীয়া কহে সর্ষজন ॥  
 শূর্নিছিল প্রবণে দিল্লীর সোলতান ।  
 আজি চক্ষুে দেখিল প্রচন্ড যেন ভান ॥  
 জগৎ ভিতরে ছয় উতগ তাহার ।  
 পৃথিবীর নৃপগন তান পরিচার ॥  
 উচ্চ সিংহাসনে বসি আছে সিংহ প্রায় ।  
 সূর্ষপ্রায় সমদৃষ্টি চাহন না যায় ॥  
 যতেক নৃপতিগণ উমরা মোহস্ত ।  
 করঞ্জোড়ে নল্লিশরে দান্ডাই আছেস্ত ॥  
 ভাগ্যমণি ললাটে উজলে অনুরুক্ষণ ।  
 সংসারে দোসর নাহি রুপের তুলন ॥  
 সাফল্য হইল আজি আমার নয়ান ।  
 পরশে পরশে যেন ধরে দশবাণ ॥  
 হেন দিল্লীশ্বর আইল শ্বারেত তোমার ।  
 নিজ আঁখি সাফল্য না কৈল একবার ॥  
 এমত স্দন্দর রূপ যবে না দেখীবা ।  
 জন্মবাধি অনুরুক্ষ করিতে রহিবা ॥ (জা.১৭)  
 শূর্নিতে চপল চিত্ত হইল পম্বাবতী ।  
 কোন মতে দেখিতে পাইব দিল্লীপতি ॥

১ পম্বাবতি ২ য়্‌নি ছিলাম ছোলতান দিল্লর ইশ্বর ৩ আজি চোক্ষে দেখীলাম প্রচন্ড গোচর ৪ উবল ৫ প্রিখিম্বিতে ৬ তার ৭ সিংহাসনে বসী ৮ সিংগ ৯ সমদৃষ্টি ১০ ডান্ডাই আচেস্ত ১১ দোসর ১২ সাফল্য ১৩ খণ্ড ১৪ আঁখি ১৫ সোন্দর ১৬ অনুরুক্ষ করিয়া মরিবা ১৭ কন মতে

\* হবিবী সংস্করণে এরপর আঁতিরক্ত করেক পংক্তি—  
 সিংহলের রাজসুতা পম্বাবতী রাই ।  
 পদন্তর দিল কন। সখীগণ ঠাই ॥  
 মোর হেতু দেখ সখী নিত্য বে বগর ।  
 লক্ষ লক্ষ মৃত্যু হৈল সংগ্রাম ভিতর ॥  
 মোর হেতু সাজি আইল দেশ দেশান্তর ।  
 আর মোরে বল দেখিবারে দিল্লীশ্বর ॥  
 শূর্নিতে পরানে মোর না রাখিব রাজ ।  
 দেখিবারে দিল্লীশ্বর ত্রিমি কহ কাজ ॥

শম্বার্থ টীকা : ভান—ভানু বা সূর্ষ  
 পরিচার—পরিচারক  
 উতগ—উত্তম  
 দশবান—দশবণ

মন্তব্য : সংস্করণে শবকের অনুরূপ যতদূর সম্ভব মূলানুগ । দোহা অংশটিও মোটামুটি অনূদিত । শেষাংশে হবিবী সংস্করণের আঁতিরক্ত পাঠটি পম্বাবতীর পরবর্তী আচরণের সঙ্গে অসঙ্গত বিবেচনায় বর্জিত হল ।

সেই ভিতে আছে এক খিরিকি<sup>১</sup> ম্বার ।+  
 তথাত আইল কন্যা<sup>২</sup> সাহা দেখাবার ॥  
 ম্বার<sup>৩</sup> মৌলি চন্দ্রাতপ তুলি বাম করে ।  
 শম দৃষ্টি<sup>৪</sup> মৃন্দরি শাহার<sup>৫</sup> মৃথ হেরে ॥  
 প্রকাশ কমল ভেল<sup>৬</sup> অরন দরসে ।  
 অপদূর্বে<sup>৭</sup> আদিত্য হেটে অশ্বজ্ঞ আকাশে ॥  
 নৃপ সগে<sup>৮</sup> খেলে সাহা শ্রাস্ত নাহি<sup>৯</sup> চিন্তে ।  
 অবিরত<sup>১০</sup> দৃষ্টি কবে দর্পণের<sup>১১</sup> ভিতে । †  
 মৃকুরে মোহন রূপ দেখা শহশাত ।  
 মূর্হাশিত শোলতান পরে অকস্মাত<sup>১২</sup> ॥  
 সিংহাসনে পাই সাহা করে ছটফট ।  
 হাহাকার<sup>১৩</sup> করে সবে কি হৈল সংকট ॥  
 বাঘব চেতন বোলে লাগিল চুব্বারি<sup>১৪</sup> ॥  
 সয়ন করাইল নিয়া সয্যার উপরী<sup>১৫</sup> ॥  
 ওমরা সকলে মিলি তুলিয়া সঙ্ঘরে<sup>১৬</sup> ॥  
 সয়ন করাইল নিয়া খাটের উপরে<sup>১৭</sup> ॥  
 দন্দ এক অচেতন ছিল দিল্লীশ্বর ।  
 সেই মূর্তি<sup>১৮</sup> দেখে জ্ঞান নয়ান গোচর<sup>১৯</sup> ॥\*

+ হবিবী সংস্করণে এর আগে দুটি পংক্তি—

সখি বলে বিরলে মেলিয়া টঙ্কিবারে ।  
 কেহ যেন না দেখে নিরাক সাহারে ॥

১ খীরিকির ২ তথাতে আসীল কৈন্যা ৩ আরে ৪ সমাদৃষ্টি সৌন্দর্য  
 সাহার ৫ মৃথ ৬ সপর্ণ ৭ সবে ৮ সাস্ত নহে ৯ অবিরত ১০ প্রপনের

+ হবিবী সংস্করণে এরপর অতিরিক্ত পংক্তি—

সমস্ত শরীর রূপ দর্পণের পরে ।  
 ঘনের সকলি প্রায় ঝলমল করে ॥  
 উর্ধ্বভে সূক্ষ্মবী রয়ে নিয়রে সে রূপ ।  
 নির্মল দর্পণে অশ্ব ঝলকায় ধূপ ॥

১১ মূর্তি পরিল সাহা খেতি দিয়া মাত ১২ হাহাকার ১৩ চুব্বারি  
 ১৪ গীআ সৈম্জার উপরি ১৫ সঘর ১৬ উপর ১৭ মৃথ ১৮ ভিতর

• 'বা' পুঙ্খিতে অতিরিক্ত পংক্তি—

রয়সেন নৃপ হেরি ছোলতান মৃথ ।  
 নিসীর কমলপ্রাণে প্রভা ভালে মৃথ ॥  
 মোর রাঙ্কপাট এবে হৈল ছটকার ।  
 অকিচরে মোরে এবে করিব সপ্গার ॥  
 আএ প্রভু নিরাজ্ঞন ক্রিপালি ইশ্বর ।  
 মোরে দয়া রাখা সাহা প্রাণিরেক্ষা কর ॥  
 এই ভক্তি আচারিআ প্রভু গোর ।  
 জ্বাি ইন্দ্র মোকে মার সাহারে রৈক্ষা কর ॥  
 এই মতে স্ততি ভক্তি পূর্নি ভূমীগন্ত ।  
 কাতর হইআ মাগে ইশ্বর অগ্রেস্ত ॥  
 কাতর নৃপতি ভবে যুগি কৃপামিএ ।  
 সাহা প্রতি দায়্য দিষ্টে হইআ সন্যএ ॥

সেই ভিতে আছে এক খিরিকির ম্বার ।  
 তথাত আইল কন্যা সাহা দেখাবার ॥  
 ম্বার মৌলি চন্দ্রাতপ তুলি বাম করে ।  
 সমদৃষ্টি সূন্দরী সাহার মৃথ হেরে ॥  
 প্রকাশ কমল ভেল অরুণ দরণে ।  
 অপদূর্বা আদিত্য হেটে অশ্বজ্ঞ আকাশে ॥  
 নৃপ সগে খেলে সাহা শ্রাস্ত নাহি চিন্তে ।  
 অবিরত দৃষ্টি করে দর্পণের ভিতে ॥  
 মৃকুরে মোহনরূপ দেখি সহসাত ।  
 মোর্হাশিত শোলতান পড়ে অকস্মাৎ ॥  
 সিংহাসনে পাড় সাহা করে ছটফট ।  
 হাহাকার করে সবে কি হইল সংকট ॥  
 বাঘব চেতন বোলে লাগিল সুপারি ।  
 শয়ন করাইল নিয়া শয্যার উপরি ॥  
 উমরা সকলে মিলি তুলিয়া সঙ্ঘরে ।  
 শয়ন করাইল নিয়া খাটের উপরে ॥  
 দন্দ এক অচেতন ছিল দিল্লীশ্বর ।  
 সেই মূর্তি দেখে যেন নয়ান গোচর ॥ (জা. ১৮ )

শব্দার্থ টীকা : খিরিকি—পশ্চাৎম্বাব ; মূলে ঝরোখা  
 আদিত্য—সূর্ষ  
 অশ্বজ্ঞ—পশু  
 মোর্হাশিত—মূর্ছিত  
 সুপারি—মুকুনা , মূলে 'সোপাবী' ।

মন্তব্য : অষ্টাদশ শতকের অনুবাদে কিছু কিছু ব্যতিক্রম আছে। মূলে আছে সুলতানকে দেখার জন্য কৌতূহলী পদ্মাবতীর ঝরোখায় আগমন, অনুবাদে তা বর্ণনায় খিড়কি-দুয়ারে রূপান্তরিত। মূলে ঝরোখায় আসা-মাত্র মৃকুর মধ্যে সুলতানের পদ্মাবতী দর্শন ঘটেছে। অনুবাদে ম্বারের পর্দা তুলে পদ্মাবতীর সুলতানকে দর্শন-কালে আয়নাব মধ্যে সুলতানের পদ্মাবতী-দর্শন হয়েছে। মূলে দর্শন হতেই সুলতানের চিন্তাবিশ্ববৎ ও মূর্ছা অনুবাদে দাবা খেলতে খেলতে সুলতানের সম্মুখবর্তী মৃকুরের প্রতি অবিরত দৃষ্টিপাত এবং সহসা মৃকুরে প্রতিফলিত পদ্মাবতীর রূপ দেখে সুলতানের সংজ্ঞাহীনতা। পদ্মাবতী-দর্শনের চিত্তপ্রতিক্রিয়ারূপে মূলে আছে স্পর্শমাণের লাভণ্য ধরণী ও আকাশ সোনা হয়ে ওঠার রোমাঞ্চিক উপমা, আর অনুবাদে আকাশের সূর্য-দর্শনে মাটিতে পদ্মাবিকাশের গতানুগতিক অলঙ্কার। মূলের দোহা অংশের বক্তব্যটুকু অলঙ্কারসৌন্দর্য বাদ দিয়ে অনুবাদে উপস্থিত।

রাঘব চ্ৰতনে গিন্না চাঁপলেক পাও ।  
 চৌক্ষ্য প্রকাশিল<sup>১</sup> সাহা মোরাইয়া<sup>২</sup> গাও ॥  
 রাঘবে বোলেন<sup>৩</sup> সাহা কেনে হেন রিত ।  
 ভিন্নস্থানে নিদ্রা নহে তোমার উচিত ॥  
 সংসারের ভার তুমি লইছ একেশ্বর<sup>৪</sup> ।  
 রাত্তি নিদ্রা নাহি লোকপালন অস্তর<sup>৫</sup> ॥  
 হেনস্থানে দিবসে নিশ্চিন্তে নিদ্রা কেনে ।  
 তুমি বৃদ্ধিশ্বর তোমা বৃদ্ধাইব কোনে<sup>৬</sup> ॥

পদসুত্তর দিল সাহা ষড়নহ রাঘব ।  
 দর্পনে দেখীলু মূই<sup>৭</sup> ভোবন দুল্লভ ॥  
 বৃদ্ধি বৃদ্ধি সমস্ত সঁরির ষড়না<sup>৮</sup> করি ।  
 কটাক্ষে বিসিক হানি প্রাণ নিল হরি ॥  
 জেবা বোলে<sup>৯</sup> চ্ৰতন মনের অনূচর ।  
 সেবক না রহে স্থান তেঁজলে ইশ্বর ॥  
 মোহন মূর্খত মোর চিন্তে কলা বাসা ।  
 জাঁদ বিধি পূরাএ পূরিব মন আসা ॥  
 জেন মত কহিলা দেখীল<sup>১০</sup> সত গদন ।  
 অতি রূপে সত্বধর্ম<sup>১১</sup> ন সহে<sup>১২</sup> নিগদন ॥

ভালে মাই<sup>১৩</sup> পরসী রাঘবে বোলে বাণী ।\*  
 নিশ্চয় দেখীলা সাহা পশ্চাবতী<sup>১৪</sup> রাণী ॥  
 দেখীলে ধৈর্জতা হরে না রহে চ্ৰতন<sup>১৫</sup> ।  
 পৈত্যাএ হইল আজ আমাব বচন<sup>১৬</sup> ॥  
 জেহেন কপটে বলি ছলিল মূরারি ।  
 কথা<sup>১৭</sup> সৈন্ত ধর্ম আছে<sup>১৮</sup> হেন রূপ হেরি ॥  
 সাফল্য জিবন মোর এ<sup>১৯</sup> রূপ পাইলে ।  
 জে হোক সে হোক বিদি<sup>২০</sup> সৈন্ত নষ্ট<sup>২১</sup> হৈলে ॥

১ প্রকাশীয়া ২ মোরাইল ৩ বোলএ ৪ একেশ্বর ৫ পালাঅস্ত নর  
 ৬ বৃদ্ধি দিব কনে ৭ প্রপনে দেখীলু মূর্খত ৮ সৈন্য ৯ বোল  
 ১০ দেখীলুম ১১ নাশাএ ১২ ভূমী

\* এরপর কয়েকটি পৃষ্ঠা 'ঢা' পৃষ্ঠিতে খণ্ডিত । পরবর্তী অংশ  
 'গা' পৃষ্ঠি অনুযায়ী ।

হাবিবী সংস্করণ থেকে পরবর্তী পাঠান্তর দেওয়া হল ।

১৩ পশ্চাবতী ১৪ জীবন ১৫ মোর নিবেদন ১৬ কোথা ১৭ রহে  
 ১৮ সে ১৯ বিধি ২০ নাশ

শ্রাবিংশ শতকে রাঘব চ্ৰতন কত্বক পশ্চাবতী-রূপরহস্যের ব্যাখ্যাগুলিও অনুবাদে অনুপস্থিত । অনুবাদ শতকটি  
 মূলের তুলনায় সংক্ষিপ্ত । সাহা অংশটি অনুবাদে নেই । অনুবাদে পশ্চাবতী কত্বক মূলের চিত্তহরণের উপমা প্রসঙ্গে  
 মূরারির বল-সমনের পৌরাণিক প্রসঙ্গটি মূলে নেই । সাহা অংশের পরিবর্তে অনুবাদের শেষে সিদ্ধান্ত-বাক্যটি সংযোজিত ।

রাঘব চ্ৰতন গিন্না চাঁপলেক পাও ।  
 চক্ষু প্রকাশিল সাহা মোড়াইয়া গাও ॥  
 রাঘবে বোলেন সাহা কেনে হেন রীত ।  
 ভিন্নস্থানে নিদ্রা নহে তোমার উচিত ॥  
 সংসারের ভার তুমি লইছ একেশ্বর ।  
 রাত্তি নিদ্রা নাহি লোক পালন অস্তর ॥  
 হেন স্থানে দিবসে নিশ্চিন্তে নিদ্রা কেনে ।  
 তুমি বৃদ্ধিশ্বর তোমা বৃদ্ধাইব কোনে ॥ (জা. ১৯)

পদসুত্তর দিল সাহা শূনহ রাঘব ।  
 দর্পণে দেখীলু মূই ভুবন দুল্লভ ॥  
 শূদ্ধি বৃদ্ধি সমস্ত শরীর শূন্য করি ।  
 কটাক্ষে বিশিখ হানি প্রাণ নিল হরি ॥  
 যেবা বোলে চ্ৰতন মনের অনূচর ।  
 সেবক না রহে স্থান তেঁজলে ইশ্বর ॥  
 মোহন মূর্খত মোর চিন্তে কৈল বাসা ।  
 যদি বিধি পূরায় পূরিব মন আশা ॥  
 যেন মত কহিলা দেখিল শতগুণ ।  
 অতি রূপে সত্যধর্ম<sup>১১</sup> না শয়ে নিপুণ ॥ (জা. ২০)

ভালে মাই পরশি রাঘবে বোলে বাণী ।  
 নিশ্চয় দেখীলা সাহা পশ্চাবতী রাণী ॥  
 দেখীলে ধৈর্জতা হরে না রহে চ্ৰতন ।  
 প্রত্যয় হইল আজ আমার বচন ॥  
 যেহেন কপটে বলি ছলিল মূরারি ।  
 কথা সত্যধর্ম<sup>১১</sup> রহে হেন রূপ হেরি ॥  
 সফল জীবন মোর এ রূপ পাইলে ।  
 যে হোক সে হোক বিধি সত্য নষ্ট হৈলে ॥ (জা. ২২)

মন্তব্য : উর্নাবংশ শতকের অনুবাদ মূলের তুলনায়  
 সংক্ষিপ্ত, সাধারণ ও বিবৃতিধর্মী । বিংশ শতকে মূলে  
 যে সাংকেতিক দৃশ্য আছে তার মধ্যে জায়সীর সূক্ষ্মভাবনা  
 বর্তমান । অনুবাদে এইধরণের ভাষ্যবর্ণনাটি দৃশ্যসংকেত  
 অনুপস্থিত ।

মূলের একবিংশ শতকটিতে বর্ণিত সুলতানের মূখে  
 পশ্চিমী আলক্ষারিক রূপবর্ণনাটি অনুবাদে বিজ্ঞিত ।

## রত্নসেন বন্ধন খণ্ড

এই যুদ্ধ করি সাহা আনাইল<sup>১</sup> ভিমান ।  
আরহন হইয়া চলিল ছোলতান ॥  
অতিথের রহন নাহিক কন স্থল ।  
বৃষ্টিবস্ত পশত দেখী চলএ সকল ॥  
স্নেহ করি রত্নসেন ভাবিয়া<sup>২</sup> নিকট ।  
কান্দে হস্ত দিয়া মীশট বোলএ কপট ॥  
মধুবাক্য পৈত্যএ করিলা নরপতি ।  
বারাইয়া দিতে জ্ঞাএ সাহার সর্গতি ॥

ভিমানে চরিয়া সব ওমরার গণ ।  
নীকটে নাহিক নৃপতির একজন ॥  
প্রতিশ্বারে সাহার কটক বারি জ্ঞাএ ।  
নৃপতির মনিস্ব ঘনাইতে নাই পাএ ॥  
হেন<sup>৩</sup> মতে সপ্তম্বার বাহির হইল ।  
সাহার ইঙ্গিতে ধরি নৃপতি বান্দিল ॥

এই জগ মহা টক<sup>৪</sup> নাই যুদ্ধ ভাব ।  
বাজাএ বিসম ফান্দে দেখী আইয়া<sup>৫</sup> লাভ ॥  
আগে মদু দরসাএ পাছে দেএ বিস ।  
বিসাদের উপলক্ষে জন্মাএ হরিস ॥  
বৃষ্টিজন না ভোলক সত্তর আশ্বাসে ।  
সর্বনাশ হএ তিলে বরির নিশ্বাসে<sup>৬</sup> ।  
হেন সিন্দ হস্তে ভাল জানিঅ মরণ ।  
স্বর্গ হস্তে ভূমীপরে নৃপতি চরণ ॥  
আহার দেখীয়া<sup>৭</sup> জেন বিন্দ হএ<sup>৮</sup> মীন ।  
সলিল তেজিলে স্নেকটের মৃত্যু চিন<sup>৯</sup> ॥

এই যুদ্ধ করি সাহা মাণ্ডল বিমান ।  
আরোহণ হইয়া চলিল ছোলতান ॥  
অতিথের রহন নাহিক কোন স্থল ।  
বৃষ্টিবস্ত পশত দেখি চলয়ে সকল ॥  
স্নেহ করি রত্নসেন ভাবিয়া নিকট ।  
কান্দে হস্ত দিয়া মিশট বোলয় কপট ॥  
মধুবাক্য প্রত্যয় করিলা নরপতি ।  
বাড়াইয়া দিতে যায় সাহার সর্গতি ॥ (জা.১)

বিমান চাড়িয়া সব উমরার গণ ।  
নিকটে নাহিক নৃপতির একজন ॥  
প্রতিশ্বারে সাহার কটক বাড়ি যায় ।  
নৃপতির মনিস্ব ঘনাইতে নাহি পায় ॥  
এই মতে সপ্তম্বার বাহির হইল ।  
সাহার ইঙ্গিতে ধরি নৃপতি বান্দিল ॥ (জা.২)

এই জগ মহাঠগ নাহি শূন্যভাব ।  
বাজায় বিসম ফান্দে দেখাইয়া লাভ ॥  
আগে মধু দরশায় পাছে দেয় বিষ ।  
বিসাদের উপলক্ষে জন্মায় হরিশ ॥  
বৃষ্টিজন না ভোলক শত্রুর আশ্বাসে ।  
সর্বনাশ হয় তিলে বৈরী মায়াফাসে ॥  
হেন সিন্দ হোস্তে ভাল জানিয় মরণ ।  
স্বর্গ হোস্তে ভূমিপরে নৃপতিচরণ ॥  
আহার দেখিয়া যেন বন্দী হয় মীন ।  
সলিল তেজিলে মকরের মৃত্যু চিন ॥

১ ভাবি ২ মাণ্ডল ৩ আসিয়া ৪ এই ৫ ঠগ ৬ দেখাইয়া ৭ বরি  
মায়া ফাসে ৮ দেখাই ৯ কৈল ১০ সলিল তেজিলে হয় মরণের চিন্

শব্দার্থ টীকা : সর্গতি—সপ্না

ঘনাইতে—জড় হতে

মকরের মৃত্যু চিন্—মাছের মৃত্যুলক্ষণ ।

মূলে আছে কব্ধের প্রসঙ্গ ।

মন্তব্য : রত্নসেন বন্ধনখণ্ডের প্রথম স্তবকের অনুবাদে ঘটনাবস্তুরূটুকু মূলানুগ । সংক্ষেপে ঘটনাসারাংশ অনুবাদে থাকলেও মূলের বর্ণনাভঙ্গী-বৈদম্ব্য অনুবাদে নেই । দোহা অংশটুকুও অনুপাঙ্খিত । দ্বিতীয় স্তবকের অনুবাদে রত্নসেন-বন্ধন ঘটনাটুকু ছাড়া আর কিছুই মূলানুগত নয় । মূলে এক একটি তোরণে এক একটি করে উপহার দেবার পর সপ্তম তোরণে আকস্মিকভাবে সুলতানের হস্তে রত্নসেনের বন্দীদশা বর্ণিত । অনুবাদে প্রত্যেক তোরণে সুলতানের সৈন্যসংখ্যা বৃষ্টি এবং সপ্তম্বারে রত্নসেনের বন্ধন চিহ্নিত । মূলের নাটকীয়তা অনুবাদে অনুপাঙ্খিত ।

অশ্ব চরি ছোলতান আনটীন<sup>১</sup> হৈআ ।  
আরগজ আরে<sup>২</sup> গেল অশ্ব ধাবাইআ ॥

নৃপ বন্দী পরিলা শূর্ন ঘরবাসী ।  
পদ্রিশ্বার বাসিল বাদিলা গৈরা আসী ॥  
হস্তে গলে নৃপতিতর লোহার নিগার ।  
চরণে দারুকা তুইলা পাজর মাজার ॥

রত্নসেন আনিল সাক্ষাতে দিল্লীশ্বর ।  
বহুজ্ঞ করি সাহা পদুছিল উত্তর ॥  
এবেহ পশ্চিমনি দেও জিবন রাখীমু ।  
কহিহি চন্দ্রানি<sup>৩</sup> আর দুই রাজ্য দিমু ॥  
নহেতো পরাণে ন মারিমু একবারে<sup>৪</sup> ।  
প্রচাতে<sup>৫</sup> মারিব পদুনি নানান প্রকারে<sup>৬</sup> ॥  
নৃপ বোলে জে কহিলা সব জোক্ত<sup>৭</sup> হএ ।  
তোমার আশ্বাসে মুই<sup>৮</sup> করিলুম ঠৈত্যএ<sup>৯</sup> ॥  
কহিল বাদিলা গৈরা কনৌ না শূর্নিলুম ।  
করিয়া মহন সেবা তার ফল পাইলুম<sup>১০</sup> ॥  
সবাস্থবে মরিতে চাহিল আমি আগে ।  
আশ্বাসীআ জে কর<sup>১১</sup> তোমার সব লাগে ॥  
এবে মোর করগত<sup>১২</sup> নাহিক পশ্চিমনি ।  
জদি সত খন্ড করি বদহ পরানি ॥  
মোর বাক্যে কদাপী পশ্চিমনি না পাইব<sup>১৩</sup> ॥  
জদি যুদ্ধ কর সব দহিয়া মরিব<sup>১৪</sup> ॥  
এ বুলিয়া মৌন ধরি রহিল নৃপতি ।  
বিস্তর পদুছিল সাহা না দিল সনমতি ॥

অশ্ব চাড়ি ছোলতান আনন্দিত হইয়া ।  
গরগজের আড়ে গেল অশ্ব ধাবাইয়া ॥ (জা. ৩)

নৃপ বন্দী পড়িল শূর্ন গড়বাসী ।  
পদ্রিশ্বার বাসিল বাদিলা গৌরা আসি ॥  
হস্তে গলে নৃপতির লোহার নিগর ।  
চরণে দারুকা তুইলা পাজর মাঝার ॥ (জা. ৪)

রত্নসেন আনিল সাক্ষাতে দিল্লীশ্বর ।  
বহু যজ্ঞ করি সাহা পদুছিল উত্তর ॥  
এবেহ পশ্চিমনী দেও জীবন রাখিমু ।  
কহিহি চন্দ্রপত্নী মারু দুই রাজ্য দিমু ॥  
নহে তোমা প্রাণে না মারিমু একবারে ।  
পশ্চাতে মারিব পদুনি নানান প্রকারে ॥  
নৃপ বোলে যে কহিলা সব যুক্ত হয় ।  
তোমার আশ্বাসে মুই করিলুম প্রত্যয় ॥  
কহিল বাদিলা গৌরা করণে না শূর্নিলুম ।  
সেবা করি মহত্তের যোগ্য ফল পাইলুম ॥  
সবাস্থবে মরিতে চাহিল আমি আগে ।  
আশ্বাসিযা যে কর তোমার সব লাগে ॥  
যদি শতখন্ড করি বধহ পরানী ।  
এবে মোর কর-গত নাহিক পশ্চিমনী ॥  
মোর বাক্যে কদাপি পশ্চিমনী না পাইব ।  
যদি যুদ্ধ কর সব দহিয়া মরিব ॥  
এ বুলিয়া মৌন ধরি রহিল নৃপতি ।  
বিস্তর পদুছিল সাহা না দিল সন্মতি ॥

১ আনন্দিত ২ গরগজের আগে ৩ বহুল যতন ৪ চন্দ্রপত্নী ৫ নহে তোমা প্রাণে না মারিব একবারে ৬ পশ্চাতে ৭ প্রকারে ৮ যোগ্য ৯ যদি ১০ করিয়া প্রত্যয় ১১ সেবা করি মহত্তের যোগ্যফল পাইলুম ১২ আশ্বাসি যে করিলা ১৩ করতলে ১৪ মারিবে ১৫ সব জীবন তেজবে

শব্দার্থ টীকা : দারুকা—শৃংখল  
পাজর—পিজর বা কারাগার  
মারু—মাড়োয়ার

দিল্লীশ্বর—আলাউদ্দীন । মূলে আছে দুজন কারারক্ষীর নিষ্ঠুরভাবে পীড়ন ও লাঞ্ছনা করতে করতে রত্নসেনকে জিন্দাসাবাদ ।

মন্তব্য: তৃতীয় শতকের অনুবাদে বিষয়বস্তুটুকুই মূলানুগ, বর্ণনাভঙ্গী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র । মূলে মাছেব উপমা প্রসঙ্গে কচ্ছপেরও উপমা আছে । অনুবাদে মাছের উপমাটি নিয়ে কচ্ছপের উপমাটি বাদ দেওয়া হয়েছে । এছাড়া বন্দী রাজার প্রসঙ্গে মূলে ঝাঁপবন্ধ সাপ এবং বন্ধমূগের তুলনা দুটিও অনুবাদে বির্জিত । মূলের দোহা অংশে আছে রাজদ্রোহীর নাম রাজাকে শৃংখলাবন্ধ করার চিত্র, অনুবাদে আছে আনন্দিতচিন্তে মূলতানের গরগজের দিকে অশ্ব-ধাবমানতা । চতুর্থ শতকের অনুবাদ মূলের তুলনায় অতি সর্বাঙ্গী । গোরা বাদলের দৃগম্বার রুদ্ধ করার ঘটনা মূলে নেই । শৃংখলিত রাজার পিজরাবন্ধ হবার ঘটনাটি মূলানুগ, কিন্তু মূলের পৌরাণিক তালিকাগুলি অনুবাদে নেই । পরবর্তী শতকটি মূলে অনুপস্থিত ।

বহুল প্রকার করি পদ্বিন জিহ্বাসীল ।  
 রহিল অচল প্রাণ কিছদ না বদলিল ॥  
 বদ্বিজ্ঞা তাহার মতি সাহা গুণবান ।  
 নিজ মনে বিমর্শিতে লাগিল সম্পান ॥  
 সাহা ভাবে পদ্বিনরাবি জর্দি করি রণ ।  
 সবে মীলি অনী জালি মরিব তখন<sup>১</sup> ॥  
 আমি পাটে জাই স্তির হউক সংসার<sup>২</sup> ।  
 আপনে পশ্চিনি দিব করিলে প্রহার ॥

এথ ভাবি ছোলতান দিল্লিতে চলিল ।  
 ষদ্বিনয়া এসব কথা চৌখণ্ড কাশ্পিল ॥  
 রত্বসেন ধরিল আনের কিবা কথা ।  
 জে জথা<sup>৩</sup> আছিল সবে নামাইল মাতা<sup>৪</sup> ॥  
 দিল্লিশ্বর আসীয়া বসীল জর্দি পাটে ।  
 সব নৃপকুল সীর ধরিল ললাটে ॥

শ্রীজ্যোত মগন ধীর রসিক নাগর ।  
 সত্রদ্বিজত মিত্রপাল দয়ার<sup>৫</sup> সাগর ॥  
 দান মান বচনে তদ্বসীল যামা প্রতি<sup>৬</sup> ।  
 জিহ্বাসীল সেই কথা<sup>৭</sup> মধুর ভারতি ॥  
 তবে দিল্লিশ্বর আর কি কর্ম করিল ।  
 কন মতে রত্বসেন মোছন হইল ॥  
 সে সকল বাক্য সীগ্রে করি বিরচন<sup>৮</sup> ।  
 বিঘট উখারি পদ্বিন সান্ত করি মন<sup>৯</sup> ॥  
 তাহান আশ্বেস মাল্য<sup>১০</sup> সীরেতে পদ্বিনআ<sup>১১</sup> ।  
 হিন আলাওলে কহে পণ্ডালি<sup>১২</sup> রচিয়া ॥

বহুল প্রকার করি পদ্বিন জিহ্বাসীল ।  
 রহিল অচল প্রাণ কিছদ না বদলিল ॥  
 বদ্বিজ্ঞা তাহার মতি সাহা গুণবান ।  
 নিজ মনে বিমর্শিতে লাগিল সম্পান ॥  
 সাহা ভাবে পদ্বিনরাবি যদি করি রণ ।  
 সর্বলোক মরিবে না হবে একজন ॥  
 আমি পাটে যাই স্থির হউক সংসার ।  
 আপনি পশ্চিনী দিব করিলে প্রহার ॥  
 এত ভাবি ছোলতান দিল্লীতে চলিল ।  
 শূনিয়া এসব কথা চৌখণ্ড কাশ্পিল ॥  
 রত্বসেনে ধরিল আনের কিবা কথা ।  
 যে যেথা আছিল সবে নামাইল মাথা ॥  
 দিল্লিশ্বর আসিয়া বসিল যদি পাটে ।  
 সব নৃপকুল ভূমি ধরিল ললাটে ॥ (জা. ৫)

শ্রীযুক্ত মগন ধীর রসিক নাগর ।  
 শত্রুদ্বিজত মিত্রপাল দয়ার সাগর ॥  
 দান মান বচনে তদ্বসিল আমা প্রতি ।  
 জিহ্বাসীল সেই কথা মধুর ভারতী ॥  
 তবে দিল্লিশ্বর আর কি কর্ম করিল ।  
 কোন মতে রত্বসেন মোচন হইল ॥  
 সে সকল বাক্য শীঘ্র করি বিরচন ।  
 বিঘট উখারি পদ্বিন শান্ত কর মন ॥  
 তাহান আদেশ মাল্য শিরেতে ধরিয়া ।  
 হীন আলাওলে কহে পণ্ডালি রচিয়া ॥

১ সর্বলোক মরিতে না হবে একজন ২ সংসার ৩ যেথা ৪ হেট কৈল  
 মাথা ৫ কৃপার ৬ পতি বিনে কেমতে বশিল পদ্মাবতী ৭ জিহ্বাসে  
 সকল কথা ৮-৯ হাবিবী সংকরণে পংক্তি দুটি নেই । ১০ মাল্য  
 ১১ ধরিল ১২ পয়ারে

মন্তব্য : চতুর্থ শতকের পরবর্তী দুটি শতক জুড়ে বন্দী রত্বসেনের সঙ্গে আলাউদ্দীনের সাক্ষাৎকার ও  
 কথোপকথনের যে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে তা আলাওলের নিজস্ব সংযোজন । নিরন্তর রত্বসেনকে দেখে আলাউদ্দীনের চিন্তা-  
 গদ্বলিও নতন । পঞ্চমশতক অনুবাদের আগের ও পরের শতক দুটি মূলে অনুপস্থিত । পঞ্চম শতকের অনুবাদ মূলের  
 তুলনায় সংক্ষিপ্ত । মূলের ঐতিহাসিক রাজ্যনামগদ্বলি অনুবাদে নেই । দোহা অংশটি অনূদিত । শেষশতকে মগন  
 ঠাকুরের প্রানগদ্বলি লক্ষণীয় । বাংলা একাডেমীর পদ্বিনিতে এইখানে দু পাতা ধরে রত্বসেন-পদ্মাবতী কাহিনীর যে সংক্ষিপ্তসার  
 আছে তা মূলে ও হাবিবী সংকরণে অনুপস্থিত । বর্জিত অংশটি অপ্রাসংগিক বিবেচনার পরিপাশ্বে দেওয়া হবে ।

রাগ করুণা ভাটিয়াল স্বরক ছন্দ

হাবসী পদ্রুস এক সাহার সেবাএ ।  
 বক্রভদ্রু ক্রোধ মধু থাকএ সদাএ ॥  
 উপরের ওষ্ঠ তার নাসীক উপর ।  
 চিবুক ঢাকিচে প্রদ্বষ্ট<sup>১</sup> লম্বিত অধর ॥  
 কোটোর নয়ানষুগ বোণ্য মদমস্ত ।  
 সতরংগ ঢেগ হাস্ব নাই কদাচিত ॥  
 বক্রকেশ গোপ দারি পীগল বরণ ।  
 শ্যাম অঙ্গ লোমাবলি হ্রুবক<sup>২</sup> লক্ষণ ॥  
 নারিরে না বোলে পীউ সতেত কিল্লাএ ।  
 ভিকারি শ্বারেতে গেলে টেঙা লই ধাএ ॥  
 পশ্মিনি মাগিতে রত্নসেন তারে দিলা ।  
 ব্যাগ্র হস্তে জেহেন বৃশ্বক<sup>৩</sup> সমরপীলা<sup>৪</sup> ॥  
 জল জদি মাগে মধুখে আনল লাগাএ ।  
 নিঘাত মদগুর বারি মারএ মাথাএ ॥

মূর্তিকা খুদিয়া তাহে কটক বিচাএ ।  
 রাশি হৈলে নৃপতিরে তথাতে শূতাএ ॥  
 বিছা বিছু<sup>৫</sup> সর্প আনি তাহাতে ফেলাএ ।  
 উপরে বিচাএ পাট শূতি<sup>৬</sup> নিদ্রা জাএ ॥  
 এক পাস চারি অঙ্গ লারিতে না পারে ।  
 নয়ান মূদিতে ঘন ২ খোছা মারে<sup>৭</sup> ॥  
 চক্ষু মূদি রত্নসেন ভাবি নিরাজন ।  
 জেই কিছু দৃশ্ব<sup>৮</sup> মধুখ বিধির প্রিজন<sup>৮</sup> ॥

১ পদ্বষ্ট ২ উল্লুক ৩ মৃগকে

৪ হাবসী সংস্করণে এর পর অতিরিক্ত পংক্তি—

মহাক্রুধা পঙ্করাজে লৈ ধার ঐরাবত ।  
 বিধার করিতে যেন ঝাণে পায়রাবত ॥  
 ক্রুধাতি<sup>৮</sup> বাজের হস্তে সর্পিলেক পাইক ।  
 কে বলিবে কর্মলেখা আপনার ভাইক ॥

৫ বিছা বিছু ৬ শূতি ৭ নয়ন মূদিতে দণ্ড মস্তকেতে মারে

৮ তোমার কারণ

হাবসী পদ্রুস এক সাহার সেবায় ।  
 বক্রভদ্রু ক্রোধমধু থাকয়ে সদায় ॥  
 উপরের ওষ্ঠ তার নাসিকা উপর ।  
 চিবুক ঢাকিছে পদ্বষ্ট লম্বিত অধর ॥  
 কোটর নয়ানষুগ ঘণে মদমস্ত ।  
 শতরংগ ঢেগে হাস্য নাহি কদাচিত ॥  
 বক্রকেশ গৌফি দাড়ি পিঙ্গল বরণ ।  
 শ্যাম অঙ্গ রোমাবলি উল্লুক লক্ষণ ॥  
 নারীরে না বোলে পিউ সতত কিলায় ।  
 ভিক্রুক শ্বারেতে গেলে ঠেঙা লই ধায় ॥  
 পশ্মিনী মাগিতে রত্নসেন তারে দিলা ।  
 ব্যাগ্র হস্তে যেহেন মৃগকে সমর্পীলা ॥  
 জল যদি মাগে মধুখে আনল লাগায় ।  
 নিঘতি মদগুর বাড়ি মারয় মাথায় ॥ (জা. ৬)

মূর্তিকা খুদিয়া তাহে কটক বিছায় ।  
 রাশি হৈলে নৃপতিরে তথাতে শূতায় ॥  
 বিছা বিছু সর্প আনি তাহাতে ফেলায় ।  
 উপরে বিছায় পাট শূতি নিদ্রা যায় ॥  
 একপাশ চারি অঙ্গ নাড়িতে না পারে ।  
 নয়ান মূদিতে ঘন ঘন খোঁচা মারে ॥  
 চক্ষু মূদি রত্নসেন ভাবে নিরজন ।  
 যেই কিছু দৃশ্ব মধুখ তোমার কারণ ॥

শব্দার্থ টীকা : হাবসী—কাফি, আর্বািসিনিয়ার অধিবাসী ।

মদগুর—মৃগদূর

শূতার—শোমায়

মন্তব্য : হাবসী বর্ণনা মূলে নেই, এটি আলাওলের সংযোজন । মূলের ষষ্ঠস্তবকের রত্নসেন-পীড়নের প্রসংগটি অন্তর্বাদে থাকলেও রাজার প্রতি হাবসী কারারক্ষীর স্পর্শসূচক উক্তিগুলি অন্তর্বাদে নেই । শপথ স্তবকে অপর দুজন কারারক্ষীর রত্নসেনের প্রতি ভীতিপ্রদর্শনমূলক যে শ্লাঘ্যোক্তিগুলি মূলে বর্তমান, অন্তর্বাদে তা বর্জন করা হয়েছে ।



তোমা কি বদলিব প্রভু নিজ কুম্ভ দোস ।  
 জেই প্রভু করে কিছু আছয় সন্তোস ॥  
 আর দিন আসীআ<sup>১</sup> সাহার অনূচর ।  
 রত্নসেন নৃপস্থানে পদুচিতে উত্তর ॥  
 দূতে বোলে এই বাক<sup>২</sup> করিলা বিবাদ ।  
 আপনা উপরে আপ পরিলা প্রমাদ ॥  
 আপনা সম্পদ রাষ্ট্র<sup>৩</sup> এখনেহ চাও ।  
 পশ্বিনীরে দিয়া সূখে নিজ রাজ্য খাও ॥  
 জথেক করিলা রাজা না দিলা উত্তর ।  
 বহুল প্রহার<sup>৪</sup> কৈল তাহার উপর<sup>৫</sup> ॥  
 সূনি সাহা বোলে নিশ্চ প্রহার কবৌক ।  
 সামান্যের ঠেক দেও প্রাণে না মরৌক ॥  
 এই মতে নানা দূক্ষে রহিল নৃপতি ।  
 অথা<sup>৬</sup> স্বামী বিচ্ছেদে কাম্বে পদ্মাবতী ॥

তোমা কি বদলিব প্রভু নিজ কর্মদোস ।  
 যেই প্রভু কর কিছু আছয় সন্তোস ॥ (জা. ৮)  
 আর দিন আসিল সাহার অনূচর ।  
 রত্নসেন নৃপস্থানে পদুচিতে উত্তর ॥  
 দূতে বোলে এই মূখে করিলা বিবাদ ।  
 আপনা উপরে আপ পড়িলা প্রমাদ ॥  
 আপনা সম্পদ আয়ু এখনেহ চাও ।  
 পশ্বিনীরে দিয়া সূখে নিজ রাজ্য খাও ॥  
 যথেক করিলা রাজা না দিলা উত্তর ।  
 বহুল প্রকার কৈল তাহার গোচর ॥  
 সূনি সাহা বোলে নিত্য প্রহার কবৌক ।  
 সামান্যের ভক্ষ দেও প্রাণে না মরৌক ॥  
 এই মতে নানা দূখে রহিল নৃপতি ।  
 অথা স্বামী বিচ্ছেদে কাম্বে পদ্মাবতী ॥ (জা. ৭)

১ আসিল ২ মূখে ৩ আয়ু ৪ প্রকার ৫ গোচর

মন্তব্য : অষ্টম শতকটি রত্নসেনের শাস্তিভোগদৃশ্য । অনুবাদ শতকটি আংশিক মূলানুসারী । মূলের শাস্তিবর্ণনা আরও বিস্তৃত । অনুবাদে তা সংক্ষিপ্ত । মূলে সড়িাশী দিয়ে রাজাকে চেপে ধরার কিংবা ছুঁচালো বাঁখার দিয়ে বিম্ব করার প্রসঙ্গ আছে, অনুবাদে এগুলা বর্জিত । মূলের শাস্তিবর্ণনা অনুবাদে কোথাও কোথাও পরিণত । যথা, মূলে আছে মাটি খুঁড়ে তার মধ্যে রাজার পা পুঁতে দেবার দৃশ্য । অনুবাদে মাটিতে কাঁটা পুঁতে তার উপর রত্নসেনের শয়নের ব্যবস্থা বর্ণিত । মূলে আছে রত্নসেনের নিঃশব্দে শাস্তিভোগের অনমনীয় পৌনঃপুন্য, অনুবাদে শাস্তিভোগকালে রাজার চোখ বুজে ঈশ্বর স্মরণ । মূলের দোহা অংশটিতে দুঃখভোগের তৎকথাটি অনুবাদে অনুপস্থিত ।

বর্তমান পরিচ্ছেদের শেষশতকটি মূলে ঠিক নেই, অনুবাদকের সংযোজন । মূলের সপ্তম শতকের ক্ষীণ আভাস সাহার অনূচরের মধ্যে থাকলেও, মূলে আছে পীড়নভীতি ও ঔখত্য আর অনুবাদে প্রলোভন প্রদর্শন ও হিতোপদেশ । অনুবাদ শতকের শেষদিকে রাজার বশ্যতার অভাব দেখে সাহা কস্তুক রত্নসেনকে ক্ষীণ আহারে বাঁচিয়ে রেখে পীড়নের আদেশ মূলে অনুপস্থিত ।

## পদ্মাবতী-নাগমতি বিলাপ খণ্ড

দীর্ঘ ছন্দ

আহা প্রভু প্রাণেশ্বর নানা মতে <sup>১</sup> প্রেম বারাইয়া ।	মোকে কৈলা একেশ্বর নানা মতে প্রেম বাড়াইয়া ।	আহা প্রভু প্রাণেশ্বর নানা মতে প্রেম বাড়াইয়া ।	মোরে কৈলা একেশ্বর নানা মতে প্রেম বাড়াইয়া ।
কেমতে ধরাইমু হিআ কথা গেল নিদয়া হইয়া ॥	তুমি প্রভু না দেখীয়া কথা গেল নিদয়া হইয়া ॥	কেমতে ধরাইমু হিআ কথা গেল নিদয়া হইয়া ॥	তুমি প্রভু না দেখীয়া কথা গেল নিদয়া হইয়া ॥
পরিলা সত্তর হাতে হিত বোলে হেন কেহ নাহি <sup>২</sup> ।	বান্দব নাহিক সাতে হিত বোলে হেন কেহ নাহি ।	পাড়িলা সত্তর হাতে হিত বোলে হেন কেহ নাহি ।	বান্দব নাহিক সাতে হিত বোলে হেন কেহ নাহি ।
শ্বরিতে তোমার দখ <sup>৩</sup> সর্ব দখ বঞ্জিল <sup>৪</sup> গোসাইঞ <sup>৫</sup> ॥	বিদরে দারুন বৃক সর্ব দখ বঞ্জিল গোসাইঞ ॥	শ্বরিতে তোমার দখ সর্ব দখ বঞ্জিল গোসাইঞ ॥	বিদরে দারুন বৃক সর্ব দখ বঞ্জিল গোসাইঞ ॥
মৃদু স্বকমল গাও হেন মৃদু অভাগিনী ভাষ্যা ।	মোর লাগি দঃখ পাও হেন মৃদু অভাগিনী ভাষ্যা ।	মৃদু স্বকমল গাও হেন মৃদু অভাগিনী ভাষ্যা ।	মোর লাগি দঃখ পাও হেন মৃদু অভাগিনী ভাষ্যা ।
জদি পাথা হএ জাম দঃখ কালে করৌ <sup>৬</sup> পরিসয্যা ॥	কিবা কার সগে <sup>৭</sup> পাম দঃখ কালে করৌ পরিসয্যা ॥	জদি পাথা হয় যাম দঃখ কালে করৌ পরিসয্যা ॥	কিবা কার সগী পাম দঃখ কালে করৌ পরিসয্যা ॥
মৃদু নারি হএ ভাগী <sup>৮</sup> কেনে মোরে না দিলা <sup>৯</sup> তরুকে ।	দঃখ <sup>১০</sup> পাও মোর লাগি কেনে মোরে না দিলা তরুকে ।	মৃদু নারী হতভাগী কেনে মোরে না দিলা তরুকে ।	দঃখ পাও মোর লাগি কেনে মোরে না দিলা তরুকে ।
মোর কমে জে থাকিত তোমার থাকিত অগমুখে <sup>১১</sup> ॥	আবস্য জে সেই হৈত <sup>১২</sup> তোমার থাকিত অগমুখে ॥	মোর কমে যে থাকিত তোমার থাকিত অগমুখে ॥	অবশ্য সেই সে হইত তোমার থাকিত অগমুখে ॥
রমনি পাদুকা পাএ <sup>১৩</sup> নিজ অগে <sup>১৪</sup> প্রহার সহিতে ।	তার লাগি না য়ুয়াএ নিজ অগে প্রহার সহিতে ।	রমণী পাদুকা প্রায় নিজ অগে প্রহার সহিতে ।	তার লাগি না য়ুয়াএ নিজ অগে প্রহার সহিতে ।
আমি হেন কটী নারি প্রানি ফাটে তোমারে <sup>১৫</sup> শ্বরিতে ॥	বলাই জইয়া মরি প্রানি ফাটে তোমারে শ্বরিতে ॥	আমি হেন কোটী নারী প্রানী ফাটে তোমারে শ্বরিতে ॥	বলাই জইয়া মরি প্রানী ফাটে তোমারে শ্বরিতে ॥
জেই জাএ সেই দেসে কার টাই পাই <sup>১৬</sup> বার্তা সার ।	বাহুরিয়া নই আইসে <sup>১৭</sup> কার টাই পাই বার্তা সার ।	যেই যায় সেই দেশে কার টাই পাই বার্তা সার ।	বাহুরিয়া নাহি আইসে কার টাই পাই বার্তা সার ।
সে পূনি কিছু নাহি জানে <sup>১৮</sup> ন পাইলু <sup>১৯</sup> তত্ত সমচার <sup>২০</sup> ॥	জেবা আছে সেই স্থানে ন পাইলু তত্ত সমচার ॥	যেবা আছে সেই স্থানে ন পাইলু তত্ত সমচার ॥ (জা. ১)	সেই কিছু নাহি জানে ন পাইলু তত্ত সমচার ॥ (জা. ১)

১ এখান থেকে আবার মূলপাঠ 'টা' পুঁথি থেকে এবং পাঠান্তর 'বা' পুঁথি থেকে নেওয়া হল। ২ নাই ৩ বৃক ৪ বঞ্জিলা ও গোসাই ৬ সর্ষ ৭ করি ৮ মৃদু নারি হতভাগী ৯ ক্রস ১০ দিআ ১১ আবেব সেই সে হৈত ১২ সঙ্গে শ্বখ ১৩ প্রাএ ১৪ অল ১৫ তোমাকে ১৬ সে পূনি বাহুরি আইসে ১৭ পাইমু ১৮ সেই কিছু নই জানে ১৯ পাইলুম ২০ সমচার

শব্দার্থ টীকা : বাহুরিয়া—ঘরে

মন্তব্য : পদ্মাবতীর এই দ্বিপদী ছন্দে বিলাসিত লয়ের বিলাপ যতটা বঙ্গীয় ঠিক ততটাই মূল থেকে দূরবর্তী। অনুবাদের প্রথম শব্দের প্রায় কোনো কথাই মূলে নেই। মূলে যেখানে আছে অভিম্যানিনী পদ্মাবতী নরনের অবিয়াম প্রস্রবণের বর্ণনা অনুবাদে সেখানে পাথা পেলে প্রিয়তমের কাছে পাখী হয়ে উড়ে যাবার প্রচলিত ও গতানুগতিক বিলাপ প্রসঙ্গ। মূলে আছে রত্নসেন সম্পর্কে দিল্লীতে বিলাসের অলীক জল্পনা, অনুবাদে রত্নসেনের নিগ্রহ জল্পনা করে ভূরূকের কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে না পারার জন্য পদ্মাবতীর অতিনাটকীয় বিলাপ। শব্দের শেষ চরণ চতুর্দশের সঙ্গে মূলের মিল আছে।

আমা লাগি দঃখ সাত <sup>১</sup>	প্রথমে বাসিন্দা হাত <sup>২</sup>	আমা লাগি পাইলা তাপ	প্রথমে বাসিন্দা বাপ
দঃখজ্ঞে <sup>৩</sup> সাগরে পাইলা ক্রেশ ।		দঃখজ্ঞে সাগরে পাইলা ক্রেশ ।	
প্রসন্ন <sup>৪</sup> হইল বিধি	পাইল্দু অমিলা নিধি	প্রসন্ন হইল বিধি	পাইল্দু <sup>৫</sup> অমিলা নিধি
এবে সে হইল প্রাণ শেষ ॥		এবে সে হইল প্রাণ শেষ ॥	
বিমরিয়া <sup>৬</sup> কান্দে রাএ	ধরনি খেঁপিয়া কাএ	বিলাপিয়া কান্দে রায়	ধরণী <sup>৭</sup> ক্ষেঁপিয়া কায়
আঁখি বহে শ্রবনের <sup>৮</sup> ধার ।		আঁখি বহে শ্রাবণের ধার ।	
নিদারুণ হিয়া দঃখ <sup>৯</sup>	পাশাণ অধিক <sup>১০</sup> কষ্ট	নিদারুণ হিয়া দঃখ	পাশাণ অধিক কষ্ট
এথ দঃখেরে না হএ বিধার <sup>১১</sup> ॥		এত দঃখে না হয় বিদার ॥	
থেনে হএ অচেতন	চমকি উটএ ঘন	থেনে হয় অচেতন	চমকি উঠয় ঘন
থেনে ২ করএ বিলাপ ।		থেনে থেনে করয় বিলাপ ।	
বিস ভেল ষুখভোগ	প্রবল বিরহে রোগ	বিস ভেল সুখভোগ	প্রবল বিরহ রোগ
দিনে ২ বারএ সন্তাপ ॥		দিনে দিনে বাড়য় সন্তাপ ॥	
বদন ঝাপিল কেশ	বিতুরিত হৈল ভেস	বদন ঝাপিল কেশ	বিথরিও হইল বেশ
অতি দঃখেরে বদন মলিন ।		অতি দঃখে বদন মলিন ।	
জেন পদুমমার সসী	বিরহ বিধুস <sup>১২</sup> আসী	বেন পদুমমার শশী	বিরহ বিধুস <sup>১৩</sup> আসি
গ্রাসীয়া করিল প্রভাহিন ॥		গ্রাসিয়া করিল প্রভাহীন ॥	
গুনমনি রসালএ	ভাগ্যবস্ত সদাসএ	গুনমনি রসালয়	ভাগ্যবস্ত সদাশয়
শ্রীধৃত মাগন পদুমবস্ত <sup>১৪</sup> ।		শ্রীধৃত মাগন পদুমঅঙ্গ ।	
তনভুগী মনধুগী	প্রভুভাবে অনুরাগি	তনু ভোগী মন যোগী	প্রভুভাবে অনুরাগী
কৃপাসীল দানের তরঙ্গ ॥		কৃপাশীল দানের তরঙ্গ ॥	
তাহান আদেশ ধরি	হৃদএ প্রসন্ন <sup>১৫</sup> করি	তাহান আদেশ ধরি	হৃদয় প্রসন্ন করি
আলাওলে রচিল পন্নার ।		আলাওলে রচিল পন্নার ।	
সুগাখি চন্দন জস <sup>১৬</sup>	অন্ত দিগ করি বস	সুগাখি চন্দন যশ	অন্তদিগে করি বস
পরিপদুম রহুক সংসার ॥*		পরিপদুম <sup>১৭</sup> রহুক সংসার ॥	

১ পাইলা তাপ ২ বাপ ৩ দোঅজ্ঞে ৪ প্রসেন্য ৫ বিমরসীয়া  
 ৬ শ্রাবণের ৭ হইয়া ৮ বিদার ৯ বিধেয় ১০ পদুম অঙ্গ ১১ প্রসেন্য  
 ১২ রস \* 'বা' পদুমিতে অতিরিক্ত পদুমিকা—

শ্রীজ্যোত কামন্দর আলি      আশ্যা বলে এ পঞ্জালি  
 লোখিলেক আবুল হোচন ।  
 পদমেতে অক্ষর উন      জাঁদ হএ কলাচন  
 ষুধি দিতে আরতি বচন ॥

শব্দার্থ টীকা : কান্দে রায়—চিৎকার করে কাঁদে  
 ধরণী ক্ষেঁপিয়া কায়—মাটিতে নিজ সেহ  
 নিক্ষেপ করে ।  
 বিথরিত—বিশত্মল  
 বিরহ বিধুস<sup>১৩</sup>—বিরহরূপ রাহু  
 অন্তদিগে—দিগন্তে ; হৃদবী সংস্করণে আছে  
 অন্তদিগে করি বস ।

মন্তব্য : জায়সীর পদ্মাবতীর বিলাপের প্রথম শতকের শেষাংশের সঙ্গে ক্ষীণ সাদৃশ্য থাকলেও বিলাপের পরবর্তী অংশ  
 আলাওলের নিজস্ব । দ্বিপদী শতকের শেষদিকে আলাওলের মাগন-প্রশস্তিটি লক্ষণীয় ।

ষমক ছন্দ

বিরহে দাহনে হিরা হৈল সত চির<sup>১</sup> ।  
কথা গেল প্রভু নির সিতল গভীর<sup>২</sup> ॥  
জলিয়া স্নিগ্ধ মোর কৈলে ভঙ্গরাশি ।  
পোবনে উরাইতে পিয়া<sup>৩</sup> জল ছিড়ে<sup>৪</sup> আসী ॥

প্রিয়া স্নিগ্ধমনি ছিল<sup>৫</sup> মূই হতভাগী ।  
মরিয়া জাইমু আর স্বামি দৃঃখ লাগি ॥  
এ বুলিয়া চুল ছিড়ে<sup>৬</sup> আছারএ কাএ ।  
ধরাহর হোন্তে পনি মরিবারে চাহে<sup>৭</sup> ॥  
সখীগনে অস্তে বেস্ত ধরিয়া রাখিল ।  
মহাশক্ত<sup>৮</sup> হইয়া বালা ধরনি পরিল ॥  
নানামতে চতন্য<sup>৯</sup> করাইল সখীগনে<sup>১০</sup> ।  
কদাচিত সান্তাইল প্রবোধ বচনে<sup>১১</sup> ॥  
বোলে কন্যা<sup>১২</sup> ধির ধর ন কাণ্ডিয় আর ।  
পুনি নিজ পতি পাইবা ভাব করতার ॥  
বহুশ্রুতি কল্যা প্রভু ভাবিয়া হৃদএ ।  
পুনি স্বামি দান কর তুমি কপামএ ॥  
বারে ২ তোমারে<sup>১৩</sup> ভাবিয়া পাইল<sup>১৪</sup> পতি ।  
দৃঃখিনির তোমা বিন্দু নাই আন গতি<sup>১৫</sup> ॥

নাগমতি জ্বলেক কাণ্ডিল পতি লাগি ।  
জেই যুনে চিত্ত জলে অস্তরে আনি লাগি<sup>১৬</sup> ॥  
সখীগন কান্দনে পাশান দুবি জাএ ।  
সর্ব দেশ পুন্ম সোক<sup>১৭</sup> কান্দনের রাএ ॥

বিরহ দহনে হিরা হইল শত চির ।  
কোথা গেল প্রভু নীর শীতল গভীর ॥  
জ্বলিয়া শরীর মোর কৈলে ভঙ্গ রাশি ।  
পবনে উড়াইতে পিয়া জল ছিটে আসি ॥ (জা.২)

প্রিয়া শিরোমাণি ছিল<sup>১৮</sup> মূই হতভাগী ।  
মরিয়া যাইমু আমি স্বামী-দৃঃখ লাগি ॥  
এ বুলিয়া চুল ছিড়ে আছাড় কায় ।  
ধরাহর হোন্তে পড়ি মরিবারে চায় ॥  
সখীগণ আশ্বেতবোস্তে ধরিয়া রাখিল ।  
মোহাশিত হইয়া বালা ধরণী পড়িল ॥  
নানামতে চৈতন্য করাইল সখীগণে ।  
কদাচিত সান্তাইল প্রবোধ বচনে ॥  
বোলে কন্যা ধৈর্ষ ধর না কাণ্ডিয় আর ।  
পুনি নিজ পতি পাইবা ভাব কবতার ॥  
বহু শ্রুতি কৈলা প্রভু ভাবিয়া হৃদয় ।  
পুনি স্বামী দান কর তুমি কপাময় ॥  
বারে বারে তোমারে ভাবিয়া পাইল পতি ।  
দৃঃখিনীর তোমা বিনে আন নাই গতি ॥ (জা.৩)

নাগমতি যতেক কাণ্ডিল পতি লাগি ।  
যেই যুনে তাহার অস্তরে লাগে আগি ॥  
সখীগণ কান্দনে পাশাণ দুবি যায় ।  
সর্বদেশ পুর্ণ হইল কান্দনের রাগ ॥ ( জা. ৪ )

১ চির ২ গম্বীর ৩ প্রিয়া ৪ ছিটে ৫ ছিলুম ৬ কেস হিণ্ড ৭ চাএ  
৮ মহাশক্ত ৯ চৈতন ১০ সখীগণ ১১ সান্তাই রাখিল বালা প্রবোধ  
বচন ১২ কন্যা ১৩ তোমাকে ১৪ পাইলুম ১৫ দৃঃখিনির তুমি  
বিনে আন নাই গতি ১৬ জেই যুনে তাহার অস্তরে লাগে দাগি  
১৭ হৈল

শব্দার্থ টীকা : আগি—আগুন

মন্তব্য : নাগমতি-পদ্মাবতীর বিলাপ অংশগুলি অনেকক্ষেত্রেই জায়সীর থেকে পৃথক। মূলের সঙ্গে অনুবাদের তুলনা-  
ক্ষেত্রে স্বভাবী, তৃতীয় ও চতুর্থ শব্দের সাদৃশ্য নামমাত্র। মূলের তুলনায় পদ্মাবতীর বিলাপ অতিনাটকীয়, কয়েকটি  
ক্ষেত্রে মূলানুসারিতা সত্ত্বেও ত্রিপদী শব্দকগুলি তো বটেই স্বপদী শব্দকও অতিভরলিত। নাগমতির বিলাপ আবার মূলের  
তুলনায় অতিসংক্ষিপ্ত। মূলে নাগমতির বিলাপ শব্দকগুলিতে একদিকে প্রকাশ পেয়েছে পদ্মাবতীর প্রতি সপত্নীসুলভ বিতৃষ্ণা  
অন্যদিকে আছে রক্তসেনের প্রতি স্দৃগভীর প্রেম। রক্তসেনের মৃত্তির জন্য নাগমতি ঘোবন-যোগিনী হতে চেয়েছেন, সুলতানের  
কাছে গিয়ে স্বামী-ভিক্ষা করার অভিপ্রায় জানিয়েছেন। আলাওল নাগমতি-বিলাপের গুরুত্বকে উপেক্ষা করে মাত্র চারপাঠিতে  
তা সংক্ষেপে বিবৃত করেছেন। মূলে পদ্মাবতী ও নাগমতির বিলাপশব্দকগুলিতে যে সমানুপাত লক্ষ করা যায় অনুবাদে তা  
ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েছে।

## বাদশাহ-দূতী খণ্ড

পতিমুক্ত<sup>১</sup> পাইতে মনেত ভাবি বালা ।  
 পম্বাবতি রচিলেক এক ধর্মসালা ॥  
 পরদেশী জথেক পশিতক যুগী জাতি ।  
 অম জল দান করে বিশেষ ভগতি ॥  
 ধন বস্ত্র দিয়া অননুক্ষণ করে পূজা ।  
 আশীর্বাদ করে শবে মৃত্ত হৈক<sup>২</sup> রাজা ॥  
 দানের বাখান তার পদুরিল সংসার ।  
 সাহা আগে এই বাক্তি<sup>৩</sup> হইল প্রচার ॥  
 নিশ্চকি চতুরি<sup>৪</sup> এক ছিল শাহা স্থানে<sup>৫</sup> ।  
 নানা কাছে নিস্ত করে নানা গুন জানে ॥  
 কল কণ্ঠ<sup>৬</sup> জিনি কণ্ঠ বুলালিত গাএ ।  
 ভোবন মোহন রূপ নানা জস্ত্র বাহে<sup>৭</sup> ॥  
 তাহারে আনিয়া সাহা করিলা আদেশ ।  
 চিতাউরে জাও ধরি জুগীনীর<sup>৮</sup> ভেস ॥  
 ধর্মসালা এক রচি<sup>৯</sup> আছে পম্বাবতি<sup>১০</sup> ॥  
 বহু ভক্তি করে তথা গেলে জোগী<sup>১১</sup> জাতি ॥  
 বিউগীনী রূপে<sup>১২</sup> তথা প্রবেস<sup>১৩</sup> করিল ।  
 কান্দ গীত গাহি জস্ত্র<sup>১৪</sup> বিউগ বাজাইয়<sup>১৫</sup> ॥  
 গাহন বাজন তথা হইলে<sup>১৬</sup> প্রকাশ ।  
 বিউগিনি নারি<sup>১৭</sup> তোমা নিব নিজ<sup>১৮</sup> পাশ ॥  
 তাহার পতির বাক্তি<sup>১৯</sup> কহি কথা লেসে ।  
 জদি পার ভোলাইয়া নিতে এই দেশে ॥  
 ছল করি পম্বাবতি জদি আন এথা ।  
 এক মোহাদেবী তোরে করিমু সর্বথা ॥

পতি মৃত্ত পাইতে মনেত ভাবি বালা ।  
 পম্বাবতী রচিলেক এক ধর্মশালা ॥  
 পরদেশী যতেক পশিতক যোগী জাতি ।  
 অম জল দান করে বিশেষ ভগতি ॥  
 ধন বস্ত্র দিয়া অননুক্ষণ করে পূজা ।  
 আশীর্বাদ করে সবে মৃত্ত হৌক রাজা ॥  
 দানের বাখান তার পদুরিল সংসার ।  
 সাহা আগে এই বার্তা হইল প্রচার ॥  
 নর্তকী চতুরি এক ছিল সাহা স্থানে ।  
 নানা কাছে নৃত্য করে নানা গুণ জানে ॥  
 কলকণ্ঠ জিনি কণ্ঠ সুলালিত গায় ।  
 ভুবনমোহন রূপ নানা যন্ত্র বায় ॥  
 তাহারে আনিয়া সাহা করিলা আদেশ ।  
 চিতাউরে যাও ধরি যোগিনীর বেশ ॥  
 ধর্মশালা এক রচিয়াছে পম্বাবতী ।  
 বহু ভক্তি করে তথা গেলে যোগী জাতি ॥  
 বিয়োগিনী রূপে তথা প্রবেশ করিও ।  
 কান্দ গীত গাহি যন্ত্রে বিয়োগ বাজাইও ॥  
 গাহন বাজন তথা হইলে প্রকাশ ।  
 বিয়োগিনী নারী তোমা নিব নিজ পাশ ॥  
 তাহার পতির বার্তা কহি কথা লেশে ।  
 যদি পার ভোলাই আনিতে এই দেশে ॥  
 ছল করি পম্বাবতী যদি আন এথা ।  
 এক মহাদেবী তোবে করিমু সর্বথা ॥

১ পতিমুক্ত ২ হৈতে ৩ কথা ৪ চতুর ৫ সাহা স্থানে ৬ নিল কণ্ঠ  
 ৭ বাএ ৮ যুগীনীর ৯ রছি ১০ পম্বাবতি ১১ যুগী ১২ জেসে  
 ১৩ প্রভেস ১৪ তথা ১৫ বাহিআ ১৬ হইল ১৭ দেখী ১৮ তার  
 ১৯ বাত্যা

স্বার্থ টীকা : কাচে—বেশে  
 কিলরী—সারেন্দী

মন্তব্য : জায়সীতে প্রথমে দেবপাল দূতী খণ্ড, পরে বাদশাহ দূতী খণ্ড ; আলাওল মুলের বিন্যাস পরিবর্তিত করে প্রথমে বাদশাহ দূতী খণ্ড এবং পরে দেবপাল দূতী খণ্ড বর্ণনা করেছেন । এর ফলে মুলের ঘটনাগত পৌর্বাণব লিপিত হয়েছে ।

সাহার আদেশে জুগী নিজ<sup>১</sup> ভেসে ধরি ।  
কিন্দুর হাতেত<sup>২</sup> করি চলিল যুগ্মপরি<sup>৩</sup> ॥  
শেই ভেসে চারি দাশী দিল তার সঙ্গে ।  
পঞ্চাস পদাতি দিল করি আন<sup>৪</sup> রঙ্গে ॥  
অন্তরে থাকিয়া তার<sup>৫</sup> জাএ আগে পাছে ।  
তার সঙ্গে নহে হেন থাকে তার কাছে ॥  
জাইতে ২ গেল চিতাউর গর ।  
প্রবেশীল<sup>৬</sup> গীয়া ধর্মশালার ভিতর ॥

ভক্তি করি দিল তারে ভক্ষ আশ্বাজন<sup>৭</sup> ।  
জম্ব গিত<sup>৮</sup> যুনিয়া মূহিত<sup>৯</sup> শব্দজন ॥  
ধর্মশালা ধর্ম<sup>১০</sup> কর্মে আছে জেই সখী ।  
পশ্চাবতী স্থানে গীয়া কহে সসিমুখী ॥  
ধর্মশালা মধ্যে<sup>১১</sup> এক আসিছে জোগীনি<sup>১২</sup> ॥  
লীলিত সূচারু রূপ নবীন জৈবনি<sup>১৩</sup> ॥  
বিরহে বিভূতি অঙ্গে প্রেম বিউগিনি ।  
কর্ণে মূদ্রা সাজ<sup>১৪</sup> লক্ষি<sup>১৫</sup> অতি বৈরাগীনি ॥  
মধুর স্বেদ কণ্ঠে যুলীলিত গাএ ।  
যুনিতে কিন্নর স্তম্ভ<sup>১৬</sup> সীলা দ্রাবি জাএ ॥\*  
বিউগীনি<sup>১৭</sup> চরিত্র যুনিয়া বিউগীনি ।  
অন্তঃপদরে লৈয়া<sup>১৮</sup> গেল পদাছিতে<sup>১৯</sup> কাহিনি ॥

১ যুগীনির ২ কিন্নর হস্তেত ৩ সোমদির ৪ তার ৫ সব ৬ প্রভেসীলা  
৭ ভৈক্ষ আয়জন ৮ গীদ ৯ মূহিত ১০ মাঝে ১১ মাছএ যুগীনি  
১২ জৌবনি ১৩ সন ১৪ যামা ১৫ সখ ১৬ বিরহিনি ১৭ লই  
১৮ পদাছিতে

\* হাবিনী সংস্করণে এরপর অতিরিক্ত কয়েক পংক্তি—

চন্দ্র আর উশ্বরু যে বাজায় সেতার ।  
ধর্মশালা হুলস্থূল এসব বেহার ॥  
এত শূনি পশ্চাবতী হই হরষিত ।  
সখী তারে আজ্ঞা দিল আনিতে ত্বরিত ॥  
রাশীর আদেশ পাই সখী ডাকি নিল ।  
কি লাগি আসিছ যোগী দেবী জিজ্ঞাসিল ॥

মন্তব্য : বাদশাহ-দ্বিতীয়খণ্ডের প্রথম স্তবকের অনুবাদে ঘটনাগত মূলানুগত্য সত্ত্বেও কিছু কিছু পার্থক্য বর্তমান । মূলে নর্তকীর প্রতি বাদশাহের আদেশ খুবই সংক্ষিপ্ত, কিন্তু অনুবাদে সাহার আদেশ পরিকল্পনা-প্রগলভ । মূলে যোগিনী-বেশী নর্তকীর একাকিনী চিতোর-আগমনের বৃত্তান্ত আছে, কিন্তু অনুবাদে তার সঙ্গে চারজন ছদ্মবেশিনী দাসী এবং পঞ্চাশজন পদাতিকের সংযোগে ব্যাপারটিকে অনুচিতভাবে বাদশাহী ব্যাপার করে তোলা হয়েছে । মূলের তুলনায় অনুবাদ বিস্তারিত । শ্বিতীয় স্তবকের অনুবাদ মূলের তুলনায় সংক্ষিপ্ত । মূলে চৈতন্যমুখে যোগিনী বর্ণনা আরও অনেক বিস্তৃত । যোগাচারের কৃষ্ণতা ফুটে উঠেছে সেই বর্ণনায় । অনুবাদে সখীমুখের বৈরাগিনী বর্ণনায় যোগিনীর ছদ্মবেশ নববোবনা নর্তকীর রূপকে আবৃত করতে পারে নি । মূলের দোহা অংশের প্রথম পংক্তির অনুবাদ থাকলেও শেষ চরণের অনুবাদ নেই ।

সাহার আদেশে যোগিনীর বেশ ধরি ।  
কিঙ্গরী হাতেত করি চলিল সুন্দরী ॥  
সেই বেশে চারি দাসী দিল তার সঙ্গে ।  
পঞ্চাশ পদাতি দিল করি আন রঙ্গে ॥  
অন্তরে থাকিয়া সব যায় আগে পাছে ।  
তার সঙ্গী নহে হেন থাকে তার কাছে ॥  
যাইতে যাইতে গেল চিতাউর গড় ।  
প্রবেশিল গীয়া ধর্মশালার ভিতর ॥ ( জা. ১ )

ভক্তি করি দিল তারে ভক্ষা আয়োজন ।  
যন্ত্র গীত শূনিয়া মোহিত সর্বজন ॥  
ধর্মশালা ধর্ম কর্মে আছে যেই সখী ।  
পশ্চাবতী স্থানে গীয়া কহে শশীমুখী ॥  
ধর্মশালা মধ্যে এক আসিছে যোগিনী ।  
লীলিত সূচারু রূপ নবীন যৌবনী ॥  
বিরহে বিভূতি অঙ্গে প্রেম বিয়োগিনী ।  
কর্ণে মূদ্রা মালা দোখি অতি বৈরাগিনী ॥  
মধুর স্বেদ কণ্ঠে সুলীলিত গায় ।  
শূনিতে কিঙ্গরী শব্দ শিলা দ্রাবি যায় ॥ ( জা.২ )  
বিয়োগিনী চরিত্র শূনিয়া বিয়োগিনী ।  
অন্তঃপদরে লইয়া গেল পদাছিতে কাহিনী ॥

রানি বোলে কথা হস্তে আইলা জুগীনি<sup>১</sup> ।  
 প্রথম জীবনে<sup>২</sup> কেনে হৈলা বিউগীনি ॥\*  
 কহিলে বিরহ দঃখ<sup>৩</sup> পাতিআইব কোনে<sup>৪</sup> ।  
 জে জনে এ দঃখে দঃখী<sup>৫</sup> সেই মাএ জানে ॥†  
 সীষুকালে যামি তেজি<sup>৬</sup> গেল পরদেশে<sup>৭</sup> ।  
 পতি অন্য সনে ফিরি<sup>৮</sup> ধরি জুগী ভেগে<sup>৯</sup> ॥  
 স্বামি<sup>১০</sup> মূল গৃহ বাসে স্বামি মূল বৃক ।  
 স্বামী বিন্দু গৃহ বাস আর নাহি দঃখ<sup>১১</sup> ॥  
 বৃকে কিবা রায়<sup>১২</sup> জার স্বামি<sup>১৩</sup> ছারি জাএ ।  
 পটবস্ত ছারি কাথা<sup>১৪</sup> পৈদ্রিতে<sup>১৫</sup> বয়্যাএ ॥  
 অলংকার পৈড়িলে<sup>১৬</sup> দেখিব কোণ জন ।  
 জেই পৈড়ি<sup>১৭</sup> স্বামি ছারি জার অন্যজন<sup>১৮</sup> ॥

মুদ্রা কমে দিল্লু কর্ণফুল দেখি পাপ ।  
 হার তেজি রুদ্রাক্ষ করিতে নাম<sup>১৯</sup> জাপ ॥  
 চন্দন তেজিয়া ভব বৈরাগিনি হৈয়া ।  
 বৃদি ২ জস্ত বাহি স্বামি গুন গাইয়া ॥  
 গকুল মথুরা আদি চাহিলু<sup>২০</sup> স্বারিকা ।  
 গুয়া মনিকামিকা খাভাম বদরিকা<sup>২১</sup> ॥  
 বারানশী চাহিলু উন্দেসি প্রাণপিউ<sup>২২</sup> ।  
 প্রয়াগে করাত বাস্প পড়িহারি জিউ<sup>২৩</sup> ॥  
 পুনি ভাব<sup>২৪</sup> দেশে ২ বিচারিয়া চাম ।  
 ভিক্ষা ছলে স্মিতে প্রভুরে<sup>২৫</sup> জদি পাম ॥

১ যুগীনি ২ জীবনে

\* 'বা' পুথিতে দুটি অতিরিক্ত পংক্তি—

এথেক পুছিলো জদি পম্বাবতি বাল্য ।

যুগীনি বিউক দঃখ কহিতে লাগীলা ॥

† হাবিবী সংস্করণে অতিরিক্ত দুপংক্তি—

বিরোগিনী বলে শুন পাটের প্রধান ।

বলিব কাহার স্থানে মর্মদঃখ বাণী ॥

০ দঃখ ৪ কনে ৫ জে জন এ দঃখর দুক্ষি ৬ মোর ৭ পরদেশে  
 ৮ মই ৯ ফিরি যুগী ভেস ১০ স্বামী ১১ সম নাই দঃখ ১২ কাজ  
 ১৩ স্বামী ১৪ পতি ১৫ পৈদ্রিতে ১৬ পরিল ১৭ সেই ধরি ১৮ অন্য  
 মন ১৯ মালা ২০ চাহিলুম ২১ প্রিয় মায়া কর কায়া প্রেম  
 বদরিকা ২২ বার নিসী চাহি না পাইলুম প্রাণপিউ ২৩ প্রজা  
 আগে করি জপী পরিহারি জিউ ২৪ ভাবি ২৫ স্বামীরে

রাণী বোলে কোথা হোস্তে আইলা যোগিনী ।  
 প্রথম যৌবনে কেনে হইলা বিরোগিনী ॥  
 কহিল বিরহ দঃখ পাতিআইব কোনে ।  
 যে জন এ দঃখে দঃখী সেই মাত্র জানে ॥  
 শিশুকালে স্বামী তেজি গেল পরদেশ ।  
 পতি অশেষণে ফিরি ধরি যোগী বেশ ॥  
 স্বামী মূল গৃহবাস স্বামী মূল সূখ ।  
 স্বামী বিনে গৃহবাস আর নাহি দঃখ ॥  
 সূখে কিবা কার্ব যার স্বামী ছাড়ি যায় ।  
 পাটবস্ত ছাড়ি কাথা পৈরিতে জুয়ায় ॥  
 অলংকার পৈরিলে দেখিব কোনজন ।  
 সেই পরে স্বামী ছাড়ি যার অন্যমন ॥ ( জা.৩ )

মুদ্রা কর্ণে দিল্লু কর্ণফুল দেখি পাপ ।  
 হার তেজি রুদ্রাক্ষ করিতে নাম জপ ॥  
 চন্দন তেজিয়া ভস্ম বৈরাগিনী হইয়া ।  
 বৃদি বৃদি বস্ত বাহি স্বামী গুন গাইয়া ॥  
 গোকুল মথুরা আদি চাহিলু স্বারিকা ।  
 গুয়া মণিকামিকা যাবাম বদরিকা ॥  
 বারানশী চাহি না পাইলু প্রাণ পিউ ।  
 প্রয়াগে করাত বাস্প পরিহারি জীউ ॥  
 পুনি ভাবি দেশে দেশে বিচারিয়া চাম ।  
 ভিক্ষা ছলে স্মিতে প্রভুরে যদি পাম ॥

স্বার্থ টীকা : পাতিআইব কোনে—কে প্রভার বা বিম্বাস  
 করবে ।

করি বৃদি বস্ত বাহি—কে'দে কে'দে বাণ্য  
 বাজাই ।

মন্তব্য : তৃতীয় শতকটি মূলানুগত হলেও মূলে আছে যোগিনীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার হুম্বহলনা । আর অনুবাদে  
 প্রোথিতভক্তৃকা যোগিনীর মূখে স্বামী-বিরহিত জীবনব্যাপনের কপট নীতিনির্দেশ ।

তবে পরিপ্রম মোর সাফল্য হইব ।  
 জদি কশ্মে<sup>১</sup> ন ধরে প্রিয়া<sup>২</sup> আগে জাম্প<sup>৩</sup> দিব ॥  
 তবে অন্যান্সিল্দ<sup>৪</sup> নানা তির্থ<sup>৫</sup> নানা দেসে ।  
 জথ দুব গতাগত করএ মানসে<sup>৬</sup> ॥

দিগ্লি দেসে<sup>৭</sup> দেখীল্দ<sup>৮</sup> জথেক তুরুকান ।  
 সাহার পোথাএ<sup>৯</sup> জথ আছে বন্দি আন ॥  
 কোন স্থানে<sup>১০</sup> ন পাইল<sup>১১</sup> স্বামির উদ্দেশ<sup>১২</sup> ।  
 চিতাউরে প্রবেসীল্দ<sup>১৩</sup> হত অবশেষ ॥  
 ব্যাগ্র<sup>১৪</sup> অজাগর মুখে জদি সে দেখিত<sup>১৫</sup> ।  
 আপনে আহার হৈয়া<sup>১৬</sup> স্বামি ছোরাইত<sup>১৭</sup> ॥  
 জদি কার বরনে দেখীত<sup>১৮</sup> প্রাণপতি ।  
 আপনে হইয়া বন্দ করাইত<sup>১৯</sup> মর্কতি ॥  
 সিন্দুপরে স্বামি আছে বার্তা পাই<sup>২০</sup> জবে ।  
 সাগরেত জাম্প দিয়া অন্যান্সিম<sup>২১</sup> তবে ॥  
 দেখীল্দ<sup>২২</sup> তোমার স্বামি সাহার পোথাএ ।<sup>২৩</sup>  
 জথেক<sup>২৪</sup> লাঘব দঃখ<sup>২৫</sup> কহন<sup>২৬</sup> ন জাএ ॥  
 সমস্ত দিবসে<sup>২৭</sup> কবে নানান প্রহার<sup>২৮</sup> ।  
 তিন অর্ধ<sup>২৯</sup> রজনী না দেএ বৃতিবার<sup>৩০</sup> ॥  
 মর্ম<sup>৩১</sup> খন্ড ২ তান আনল দাহনে ।  
 রাজপাট নারি পত্র কিসের কারণে ॥  
 জাহার ইশ্বর অণেগ হেনমত দঃখ ।  
 কেমতে বাস্ধবে<sup>৩২</sup> তার ধরাইছে বৃক<sup>৩৩</sup> ॥  
 হেনমতে অভাগিনি পতি পাম জবে ।  
 সব দঃখ আপনা সারিরে লৈত তবে ॥  
 পরিসম্যা করি তথা<sup>৩৪</sup> গিয়া<sup>৩৫</sup> সেই ঠাই ।  
 আপনে মরিতৌ<sup>৩৬</sup> লৈয়া<sup>৩৭</sup> প্রভুর<sup>৩৮</sup> বলাই ॥

তবে পরিপ্রম মোর সাফল্য হইব ।  
 যদি কশ্মে<sup>১</sup> না ধরে প্রিয়া আগে জাম্প দিব ॥  
 তবে অশ্বেষিল্দ<sup>২</sup> নানাতির্থ<sup>৩</sup> নানাদেশে ।  
 যতদুর গতাগত করয় মানসে ॥ ( জা.৫-৫ )

দিগ্লী দেশে দেখিল্দ<sup>৪</sup> যতেক তুরুকান ।  
 সাহার পোথায় আছে যত বন্দী আন ॥  
 কোনো স্থানে না পাইল<sup>৬</sup> স্বামীর উদ্দেশ ।  
 চিতাউরে প্রবেশিল্দ<sup>৭</sup> হত অবশেষ ॥  
 ব্যাগ্র অজাগর মুখে যদি সে দেখিত<sup>৯</sup> ।  
 আপনে আহার হইয়া স্বামী ছাড়াইত<sup>১০</sup> ॥  
 যদি কার বন্ধনে দেখিত<sup>১২</sup> প্রাণপতি ।  
 আপনে হইয়া বন্দী করাইত<sup>১৩</sup> মর্কতি ॥  
 সিন্দুপারে স্বামী আছে বার্তা পাই যবে ।  
 সাগরেত জাম্প দিয়া অশ্বেষিত তবে ॥  
 দেখিল্দ<sup>১৫</sup> তোমার স্বামী সাহার পোথায় ।  
 যতেক লাঘব দঃখ কহন না যায় ॥  
 সমস্ত দিবসে করে নানান প্রহার ।  
 তিন অর্ধ<sup>১৭</sup> রজনী না দেয় শৃতিবার ॥  
 মর্ম<sup>১৯</sup> খন্ড খন্ড তান আনল দাহনে ।  
 রাজপাট নারী পত্র কিসের কাণে ॥  
 যাহার ঈশ্বর অণেগ হেনমত দঃখ ।  
 কেমত বাস্ধব তার ধরাইছে বৃক ॥  
 হেনমতে অভাগিনী পতি পাম যবে ।  
 সব দঃখ আপনা শরীরে লইত তবে ॥  
 পরিসম্যা করি তথা গিয়া সেই ঠাই ।  
 আপনে মরিতৌ লইয়া প্রভুর বলাই ॥

১ পীউ ২ জাম্প ৩ মানসে ৪ দেসে ৫ পোতাএ ৬ স্থানে ৭ পাইল্দ  
 ৮ উদ্দেশ ৯ প্রবেসীল্দ ১০ ব্যাগ্র ১১ দেখীত ১২ হই ১৩ স্বামী  
 ছোরাইত ১৪ বন্দনে দেখীত ১৫ করাইত ১৬ বাজা পাম  
 ১৭ অন্যান্সীতাম ১৮ পোতাএ ১৯ কতেক ২০ সহন ২১ সমস্ত দিবস  
 ২২ প্রহারে ২৩ তিলেক রজনী তবে না দে বৃতিবারে ২৪ কেমত  
 বাস্ধব ২৫ বৃক ২৬ করিত ২৭ থাকিত ২৮ মরিত ২৯ লই  
 ৩০ ইশ্বর

শব্দার্থ টীকা : পোথা—ভৃগভৃহ কারণার

মন্তব্য : চতুর্থ ও পঞ্চম শতকের অনুবাদ একটি শতকেই সংক্ষিপ্ত । মূলে যোগিনীর তীর্থভ্রমণের তালিকায় সারা ভারতের তীর্থগুলি যেভাবে স্থান পেয়েছে তাতে একটা মহাকাব্যিক বিস্তার আছে । অনুবাদে ভারততীর্থের অনেক নামই বাদ পড়েছে । মূলে আছে সর্বভারতীয় তীর্থের উল্লেখ, অনুবাদে আছে সেকালের বাঙ্গালীর জনপ্রিয় তীর্থগুলির নাম । মূলে যোগিনীর প্রেমভিমনয় বাকচাতুর্ঘের যে ছলনাজাল বিস্তার করেছে অনুবাদে তা এতখানি প্রত্যাক হলে উঠতে পারে নি ।



এ বদলিয়া জলধার নন্নানে বহএ ।  
 সদাচিন্ত উচ্চাটন<sup>১</sup> বৈরাগ্য<sup>২</sup> বাজ্ঞাএ ॥  
 পদ্মাবতী শুনিল<sup>৩</sup> পতির দ্বন্দ্ব<sup>৪</sup> গতি ।  
 আনলেত ঘৃত জেন ঠৈপল সিগ্নগতি ॥  
 কান্দ ২ ধরিলেক যুগীনির পাও ।  
 সিব্য<sup>৫</sup> করি অভাগিনে<sup>৬</sup> শপেগ লৈয়া জাও<sup>৭</sup> ॥  
 মোর লাগি এথ দ্বন্দ্ব<sup>৮</sup> পাও<sup>৯</sup> প্রানপতি ।  
 তোমার প্রসাদে দেখী স্বামির কি গতি ॥  
 গরু হইয়া<sup>১০</sup> অভাগিনে পস্ত দরসাও ।  
 স্বামি দরসন পস্ত<sup>১১</sup> উদ্দেশে<sup>১২</sup> জানাও ॥  
 চরণের রেন্দু দেও নয়নে লাগাম ।  
 জীবন নিছনি করো<sup>১৩</sup> য়নে স্বামি নাম ॥  
 যুগীপস্ত দেও মোরে<sup>১৪</sup> দৈবে বিউগীনি ।  
 পতি দরসনে জাম হইয়া<sup>১৫</sup> উদাসীনি ॥  
 মোর পতি<sup>১৬</sup> কৃপা কর ধরিলু চরণ<sup>১৭</sup> ।  
 অনুগত ন ছারিও লইলু শ্বরন ॥  
 যুগীনির সঙ্গে জাইতে দরাইল মনে ।  
 শখীগনে নিবারএ<sup>১৮</sup> প্রবোধ<sup>১৯</sup> বচনে ॥  
 রাজ মোহাদেবি তুমী কমল সরির ।  
 তিলেক হাটীলে পদে<sup>২০</sup> শ্রবির রুধির ॥  
 মোহাজগ পতিক<sup>২১</sup> বিউগ<sup>২২</sup> জাদি শহে ।  
 জেই মত রাখে<sup>২৩</sup> স্বামি সেই মত রহে ॥  
 পতি ভাবি<sup>২৪</sup> কর মনে<sup>২৫</sup> গৃহেত উদাস ।  
 আঞ্জল কাপর কর সিগ্না বাজে শ্বাস<sup>২৬</sup> ॥

১ উচ্চাটন ২ বৈরাগ্য ৩ পদ্মাবতী শুনিল ৪ দ্বন্দ্ব ৫ অভাগীনি  
 ৬ করি লেও ৭ পাও ৮ গরু হই ৯ হেত ১০ উদ্দেশ ১১ করি  
 ১২ মোরে ১৩ হই ১৪ প্রতি ১৫ চরণে ১৬ অনুগত ছারিও লইলুম  
 স্বরনে ১৭ শখীগনে নিবারিল ১৮ প্রবোধ ১৯ পশ্বে ২০ মোহাজোগ  
 পতির ২১ বিউক ২২ জেই মতে রাখে ২৩ ভাবে ২৪ মন ২৫ শ্বাস

মন্তব্য : ষষ্ঠস্তবকের মূলে ও অনুবাদের বস্তব্য যদিও এক কিন্তু বস্তব্যের রূপায়ণ পৃথক । মূলে যোগিনী স্বীয় স্বামীর অশ্বেষণে স্থানব্যাধির উল্লেখ করে অবশেষে দিল্লীর কারাগারে রক্তসেনের সম্মান দিয়েছে । সেখানে রক্তসেনের শাস্ত-বর্ণনার সঙ্গে অনুবাদের শাস্তিবর্ণনার পার্থক্য আছে, যোগিনীকে দেখে রক্তসেনের যোগিনীর পায়ে পড়ার দৃশ্য মূলে থাকলেও অনুবাদে নেই । পদ্মাবতীর প্রতি যোগিনীর কপট অনুযোগ-ভঙ্গী মূলে থাকলেও অনুবাদের হৃদয় ভৎসনা-ভঙ্গী মূলে অনুপস্থিত ।

সপ্তম স্তবকের অনুবাদে যোগিনীর প্রতি পদ্মাবতীর নিবেদন স্বতন্ত্রসম্ভব মূলানুগ, কিন্তু মূলের দোহা অংশটিতে শখী-নিবারণের মধ্যে সংক্ষিপ্ত যোগাচারনির্দেশের সুস্বয়ভাষ্যনা অনুবাদে প্রসঙ্গান্তরের ফলেই শিথিল হয়ে পড়েছে । অনুবাদে শখী-নিবারণের বাস্তব যুক্তি হল কোমলচরণ পদ্মাবতীর মাটিতে পা পড়লে রক্তপাতের আশংকা । চিন্তাসংকটের মূহুর্তে মূলে যে এরকম অবাস্তব যুক্তি দেখা দেয় নি তা বলাই বাহুল্য ।

এ বদলিয়া জলধার নন্নানে বহয় ।  
 সদা চিন্ত উচ্চাটন বৈরাগ্য বাজ্ঞায় ॥ ( জা.৬ )  
 পদ্মাবতী শুনিল পতির দ্বন্দ্ব অতি ।  
 আনলেত ঘৃত যেন ঠৈপল শীঘ্রগতি ॥  
 কান্দ কান্দ ধরিলেক যোগিনীর পাও ।  
 শিব্য করি অভাগিনে সঙ্গে লইয়া যাও ॥  
 মোর লাগি এত দ্বন্দ্ব পায় প্রাণপতি ।  
 তোমার প্রসাদে দেখি স্বামীর কি গতি ॥  
 গরু হইয়া অভাগীবে পস্ত দরসাও ।  
 স্বামী দরশন হেতু উদ্দেশ জানাও ॥  
 চরণের রেগু দেও নয়নে লাগাম ।  
 জীবন নিছনি করি শুনি স্বামী নাম ॥  
 যোগীপস্ত দেও মোবে দৈবে বিয়োগিনী ।  
 পতি দরশনে যাম হই উদাসিনী ॥  
 মোর প্রতি কৃপা কর ধরিলু চরণ ।  
 অনুগত না ছাড়িও লইলু শরণ ॥  
 যোগিনীর সঙ্গে যাইতে দড়াইল মনে ।  
 শখীগনে নিবারয় প্রবোধ বচনে ॥  
 রাজ-মহাদেবী তুমি কোমল শরীর ।  
 তিলেক হাটীলে পদে শ্রবির রুধির ॥ ( জা.৭ )  
 মহাযোগ পতির বিয়োগ যদি সহে ।  
 যেইমতে বাখে স্বামী সেইমত রহে ॥  
 পতি ভাবি কর মন গৃহেত উদাস ।  
 অঞ্জলি খাপর কব সিগ্না বাজে শ্বাস ॥

শব্দার্থ টীকা : খাপর—খপর বা নবকপাল যা যোগীর পানপাত্র-রূপে ব্যবহৃত হয় । পুথিতে আছে বস্ত্রাঙ্কলে খাপর করার কথা, কিন্তু মূলে আছে করপট বা অঞ্জলির কথা । সম্পাদিত পাঠটি মূলে অনুবাদী সংশোধিত ।

প্রেম ফান্দে বাঝাইয়া<sup>১</sup> মন<sup>২</sup> কর নটা ।  
 শংসার<sup>৩</sup> ধান্দারি বিরহিনি কেস জটা ॥  
 নয়ন জুগলে<sup>৪</sup> হের চক্র পিউ পস্তা ।  
 অগেত পিন্দন<sup>৫</sup> বস্ত বিরহিনি কাথা<sup>৬</sup> ॥  
 ধরনি আছএ ছালা<sup>৭</sup> সগেগে সিরে<sup>৮</sup> ছাতা ।  
 হ্রদএ কমল কর পহু শগেগে<sup>৯</sup> রাতা ॥  
 মনে<sup>১০</sup> মালা ফিরী ২ জুপ স্বামি নাম ।  
 গিভুত করহ পণ্ডভুত এক ঠাম ॥  
 স্বামির সন্দেহ<sup>১১</sup> কথা শ্রবনে কন্দুল ।  
 দান ধর্ম জুগ নিশ্ব স্বামির কুসল ॥  
 জুগিনিরে বহুধন রত্ন দান ।<sup>১২</sup>  
 আসির্বাদ করউক স্বামির কল্যান<sup>১৩</sup> ॥  
 যুগিনির সগে কন্যা<sup>১৪</sup> জাইতে ন পারি ।  
 বিস্তর কাশ্চিলা কন্যা<sup>১৫</sup> দঃখ মনে স্বরি ॥  
 তপে জুপে ধর্মে থাকে<sup>১৬</sup> দিবস রজনী ।  
 মন ছাড়ি গৃহেত হইল উদাসিনী ॥<sup>১৭</sup> ॥

১ বাজাইয়া ২ প্রান ৩ সংসার ৪ নয়ান জোগলে ৫ সলিল ৬ পস্তা  
 ৭ ছালা ৮ সীর ৯ রত্ন ১০ মন ১১ স্বামীর সন্দেহ ১২ যুগিনিরে  
 বহুধন বস্ত দেও দান ১৩ কৈলান ১৪ কৈন্যা ১৫ বালা ১৬ স্বরি  
 ১৭ থাক ১৮ 'বা' পুথিতে অতিরিক্ত দু পংক্তি—  
 আব এক প্রসঙ্গ বনহ রসীক জন ।  
 এহাবে বিছা কাই তাহাব বচন ॥

প্রেম ফান্দে বাজাইয়া মন কর নটা ।  
 শংসার ধান্দারি বিরহিনি কেশ জটা ॥  
 নয়ন যুগলে হের চক্র পিউ পস্তা ।  
 অগেত পিন্দন বস্ত বিরহিনি কাথা ॥  
 ধরণী আছয় ছালা স্বর্গ শিরে ছাতা ।  
 হ্রদয় কমল কর প্রভু রণ রাতা ॥  
 মন-মালা ফিরি ফিরি জুপ স্বামী নাম ।  
 বিভূতি করহ পণ্ডভুত এক ঠাম ॥  
 স্বামীর সন্দেহ কথা শ্রবণে কন্দুল ।  
 দান ধর্ম যোগ নিত্য স্বামীর কুশল ॥ (জা.৮)  
 যোগিনীরে বহু ধন বস্ত দেও দান ।  
 আশীর্বাদ করউক স্বামীর কল্যান ॥  
 যোগিনীর সগে কন্যা যাইতে না পারি ।  
 বিস্তর কাশ্চিলা বালা দঃখ মনে স্বরি ॥  
 তপে জুপে ধর্মে থাকে দিবস রজনী ।  
 মন ছাড়ি গৃহেত হইল উদাসিনী ॥

শব্দার্থ টীকা : মন কর নটা—মনকে নষ্ট কর  
 ধরণী আছয় ছালা—পৃথিবীর মাটি হোক বাঘছাল  
 বিভূতি—ছাই

মন্তব্য : জায়সীতে এই খণ্ডের শেষে গোবা বাদলের নিকট আশ্রয় গ্রহণের জন্য পশ্চিমবর্তী প্রাতি সখীনীর্দেশ আছে । খণ্ড  
 পরিবর্তনের জন্য আলাওলে তা নেই । অষ্টম শতকের অনুবাদ মূলনিষ্ঠ, মূলে পশ্চিমবর্তী অগপ্রত্যগ্গদুলিকে যেভাবে  
 যোগাচাব-উপকরণ করে তোলার কাব্যময় সখীনীর্দেশ আছে অনুবাদে তাকেই যথাসম্ভব অনুসরণের চেষ্টা আছে । অষ্টম  
 শতকে মূলের দোহা অংশে গোরাবাদলের কাছে গিয়ে যোগদন্ড বা আশ্রয়গ্রহণের নির্দেশ আছে, অনুবাদে খণ্ডান্তরের জন্য  
 তা বিজ্ঞিত । এর পরিবর্তে অনুবাদে বর্তমান অধ্যায়ের শেষে যোগিনীকে স্বামীর কল্যাণে ধনবস্ত দান করে আশীর্বাদ যাওয়ার  
 যে সখীনীর্দেশ আছে মূলে তা অনুপস্থিত ।

আলাওল দেবপাল-দৃতীখণ্ডের আগে বাদশাহ-দৃতী খণ্ড অনুবাদের কোনো কারণ দেখান নি । এক্ষেত্রে একটা  
 কারণ অনুমান করা যেতে পারে । বাদশাহ-দৃতী পশ্চিমবর্তীকে প্রতারণা করার চেষ্টা করলেও সেই প্রতারণা ধরা পড়ে নি এবং  
 পশ্চিমবর্তীও অপমানিতা হন নি । কিন্তু দেবপাল-দৃতীর কটনীবৃতি ধরা পড়ে যাওয়ার সেও যেমন লাঞ্চিতা হয়েছে, পশ্চিমবর্তীও  
 তেমনি তীর মর্মযাতনা পেয়েছেন । সেক্ষেত্রে বাদশাহ-দৃতী খণ্ডের পর গোরা-বাদলের কাছে পশ্চিমবর্তীর আশ্রয় ভিক্ষার চেষ্টে  
 দেবপাল-দৃতীখণ্ডের পরই পশ্চিমবর্তীর আশ্রয়-যাত্রা আরও মনস্তুষ্মসঙ্গত ভাবে সম্ভবত আলাওল খণ্ডবিপর্যয় ঘটিয়েছেন ।

## দেবপাল-দৃতী খণ্ড

যমক ছন্দ : নৃদিহ রাগ

কুম্ভলানরের রাজা নামে দেওপাল ।  
 রত্নসেন নৃপতি রহিল হৃদে শাল ॥<sup>১</sup>  
 জেদিন ষড়নিল নৃপ<sup>২</sup> পরিল বন্দনে ।  
 পূর্বে বৈরি<sup>৩</sup> স্বরিয়া ছিন্তিল<sup>৪</sup> নিজ মনে ॥  
 শত্রু হেন সাল হিয়া হোস্তে তবে খসে ।  
 বীরর রমনি জদি আনি নিজ পাসে<sup>৫</sup> ॥  
 ভিন্ন এক রমনি আনিয়া সেই ঠাম ।  
 ব্রাহ্মণ কুলেত জন্ম কুম্ভদিনি<sup>৬</sup> নাম ॥\*  
 তাকে হাংকারিয়া<sup>৭</sup> মান্য করি দিলা পান ।  
 কহিল নিছনি তোর মোহর পরান ॥  
 কুম্ভদিনি নাম তোর কর মোর হিত ।  
 স্বর্গে<sup>৮</sup> বৈসএ চন্দ্র সেই<sup>৯</sup> তোর মিত ॥  
 চিতাউর গরে আছে পশ্বাবতি রানি ।  
 ছল করি মোরে<sup>১০</sup> জদি দিতে পার আনি ॥  
 জগত মহন রূপ ষড়নছো<sup>১১</sup> শ্রবনে ।  
 কোটী দ্রব্য<sup>১২</sup> দিব তোকে দেখিলে নয়ানে ॥

কুম্ভদিনি হাসি লৈল নৃপতির পান ।  
 দর করি বহি<sup>১৩</sup> দেওপাল বিদ্যমান ॥  
 কোন রাখ্য<sup>১৪</sup> লাগে মোত মনে তুমী<sup>১৫</sup> শতি ।  
 দেবতা মোহিতে<sup>১৬</sup> পারৌ মস্তের সর্কতি ॥  
 জেন কামরূপে<sup>১৭</sup> ছিল চার্মারিন লোনা<sup>১৮</sup> ।  
 জগত মোহনি তাত<sup>১৯</sup> ধিক মোর টোনা ॥  
 মস্ত হোস্তে ব্রহ্ম<sup>২০</sup> চলে উলটএ<sup>২১</sup> নদি ।  
 পশ্বত<sup>২২</sup> টলএ তিলে মস্তের অবধি ॥

১ রত্নসেন নৃপতির হৃদে ছিল সাল ২ সে জদি ষড়নিল রাজা ৩ বরি

৪ ভাবিল ৫ নিকটেত আইসে ৬ কুম্ভদিনি

\* 'বা' পুথিতে অতিরিক্ত পংক্তি—

নবিন বঅসী রামা অতি যলৈক্ষন ।

নানা বিদাগত জৈগ্যা কন রচন ॥

৭ তাকে হাংকারি ৮ স্বর্গেতে ৯ মোকে ১০ ষড়নিছ ১১ কটী দৈব

১২ কহে ১৩ কন কাঙ্খে ১৪ মতি ১৫ মৃদিহে ১৬ কামরূপী

১৭ চার্মার মীলনা ১৮ তাতে ১৯ ব্রহ্মা ২০ উলটাই

মন্তব্য : দেবপাল-দৃতী খণ্ডের প্রথম শতকের অনুবাদ হুবহু মূলানুগ । অনুবাদে মূলের খণ্ডক্রমভঙ্গটুকুই লক্ষণীয় ।

কুম্ভলানরের বাজা নামে দেওপাল ।  
 রত্নসেন নৃপতি রহিল হৃদে শাল ॥  
 যৌদিন শড়নিল নৃপ পড়িল বন্দনে ।  
 পূর্বে বৈরী<sup>৩</sup> স্বরিয়া চিন্তিল নিজ মনে ॥  
 শত্রু হেন সাল হিয়া হোস্তে তবে খসে ।  
 বৈবীর রমণী যদি আনি নিজ পাশে ॥  
 বৃন্দা এক রমণী আছিল সেই ঠাম ।  
 ব্রাহ্মণ কুলেত জন্ম কুম্ভদিনী নাম ॥  
 তাকে হাংকারিয়া মান্য করি দিলা পান ।  
 কহিল নিছনি তোর মোহর পরান ॥  
 কুম্ভদিনী নাম তোর কব মোর হিত ।  
 স্বর্গে<sup>৮</sup> বৈসয় চন্দ্র সেই<sup>৯</sup> তোর মিত ॥  
 চিতাউর গড়ে আছে পশ্বাবতী রাণী ।  
 ছল করি মোবে যদি দিতে পার আনি ॥  
 জগৎ মোহন রূপ শড়নিছ শ্রবণে ।  
 কোটি দ্রব্য দিব তোকে দেখিলে নয়ানে ॥ (জা.১)

কুম্ভদিনী হাসি লৈল নৃপতির পান ।  
 দর করি কহে দেওপাল বিদ্যমান ॥  
 কোন কার্য লাগে মোত মোহনিতে সতী ।  
 দেবতা মোহিতে পারৌ মস্তের শর্কতি ॥  
 যেন কামরূপী ছিল চার্মারিনী লোনা ।  
 জগতমোহিনী ততোধিক মোর টোনা ॥  
 মস্ত হইতে বৃক্ষ চলে উলটয় নদী ।  
 পশ্বত<sup>২২</sup> টলএ তিলে মস্তের অবধি ॥

শব্দার্থ টীকা : চার্মারিনী লোনা—কামরূপের যাদুকরী, মূলে আছে 'চর্মারিন লোনা' ।

টোনা—বশীকরণ মন্ত্র

কুম্ভলানর—রাজস্থানে কুম্ভলগড় নামে যে দুর্গ, অথবা তা এই ঘটনার ভেড়শো বছরের পরবর্তী ।  
 দেওপাল—ইতিহাসে এর কোনো উল্লেখ নেই ।

মস্ত্র কালে<sup>১</sup> সর্প ধরি পেটারিত রাখে ।  
সাক্ষাতে লুকায় যদি দিবশ<sup>২</sup> না দেখে ॥  
মস্ত্রে ভোলাইতে পারোঁ মোহাজ্ঞানী প্রাণ ।  
স্তিগ্না চিস্তে কিশে দ্রব্য পারএ পাশান<sup>৩</sup> ॥  
অতি গম্ভীর কটুটনি করিল বর বোলে ।  
বিধি জ্বারে সস্ত্র রাখে যুসেরু না ভুলে<sup>৪</sup> ॥

নৃপ স্থানে<sup>৫</sup> দর্শিত বহু ধন মাগি লৈয়া ।  
নানান প্রকারে লৈল সন্দেস বাস্পিয়া ॥  
মোক্ত নারু পাপর মোকর্দক<sup>৬</sup> গগোজল ।  
খীর পদ্বলি<sup>৭</sup> মনুহরা খন্ড নারিকল ॥  
পিঠমনি সন্তোষক<sup>৮</sup> এসব সামলি ।  
মিস্টফেনি<sup>৯</sup> হাজার পলোট দিব্য পদ্বলি<sup>১০</sup> ॥  
আর বহু প্রকারে লইলা পাকয়ান<sup>১১</sup> ।  
পৈত্রিয়া<sup>১২</sup> দর্শিত<sup>১৩</sup> বস্ত্র হৈল আগুয়ান<sup>১৪</sup> ॥\*  
বৃশকালে হাটীয়া জাইতে নারে বেগে<sup>১৫</sup> ।  
দর্শিতে চারিয়া চলে মন অনুরাগে ॥  
তনু মাত্র বৃশ<sup>১৬</sup> হএ মন বৃশ নহে<sup>১৭</sup> ।  
শক্তি টুটে নিখ্য ২ আশি না টুটে ॥  
এ হেন জীবন কাল কথা গেল চলি ।  
চিনিতে নারিল<sup>১৮</sup> অগে কেবা ছিল<sup>১৯</sup> বলি ॥  
কথা গেল রূপ বঙ্গ জ্ঞাএ মনরাতা<sup>২০</sup> ।  
কথা গেল গরব<sup>২১</sup> গজেন্দ্র জেন মাতা ॥  
সেই চক্ষু<sup>২২</sup> আছে যদুতি রত্ন কেনে হিন ।  
জথেক দুল্লভ বস্ত্র জীবন অধিন ॥  
বৃশ কেনে<sup>২৩</sup> নহি চলে ভূমি টোলাইয়া<sup>২৪</sup> ।  
হারাইল<sup>২৫</sup> জীবন রত্ন চাহ<sup>২৬</sup> বিচারিয়া ॥

মস্ত্রজালে সর্প ধরি পেটারিত রাখে ।  
সাক্ষাতে লুকায় যদি দিবসে না দেখে ॥  
মস্ত্রে ভোলাইতে পারোঁ মহাজ্ঞানী প্রাণ ।  
স্তিগ্নাচিস্তে কিসে লাগি দ্রব্য পাষণ ॥  
অতিগম্ভীর কটুটনি করিল বড় বোলে ।  
বিধি যারে সত্যে রাখে সুমেরু না টলে ॥ (জা.২)

নৃপস্থানে দৃতী বহু ধন মাগি লইয়া ।  
নানান প্রকারে লইল সন্দেশ বাস্পিয়া ॥  
মোক্তনাড়ু পাপর মোকর্দক গগোজল ।  
ক্ষীরপদ্বলি মনোহরা খন্ড নারিকল ॥  
পিঠা মণি সন্তোষক এসব সামলি ।  
মিস্টাফেনি হাজার পরোটা দিব্যপদ্বলি ॥  
আর বহু প্রকারে লইলা পাক আন ।  
পৈত্রিয়া দৃতীর বস্ত্র হইল আগুয়ান ॥  
বৃশকালে হাটীয়া যাইতে নারে বেগে ।  
দর্শিতে দর্শিতে চলে মন অনুরাগে ॥  
তনু মাত্র বৃশ হয় মন বৃশ নহে ।  
শক্তি টুটে নিত্য নিত্য আশি না টুটে ॥  
এহেন যৌবনকাল কোথা গেল চলি ।  
চিনিতে নারিল অগে কেবা ছিল বলি ॥  
কোথা গেল রূপরঙ্গ যাহে মন রাতা ।  
কোথা গেল গোরব গজেন্দ্র যেন মাতা ॥  
সেই চক্ষু আছে জ্যোতি-রত্ন কেন হীন ।  
যথেক দুল্লভ বস্ত্র যৌবন অধীন ॥  
বৃশকালে কেন চলে ভূমি লোটাইয়া ।  
হারাই যৌবনরত্ন চাহে বিচারিয়া ॥

১ জ্বালে ২ দিবসে ৩ স্তিগ্না চিস্ত কিসে লাগে দ্রব্য পাশান ৪ টলে  
৫ স্থানে ৬ মোকর্দক ৭ পদু ৮ সান্তসীক ৯ মীষ্ট ফল ১০ পলটা  
নিত্য পদ্বলি ১১ পাক আন ১২ পিঠা ১৩ নানান ১৪ আগুয়ান

\* 'বা' পদ্বলিতে অতিরিক্ত পংক্তি—

ব্রহ্মারূপে চলে রামা হইয়া তুলিত ।

চলিতে বৃশ্বর ভেসে দেখি বিপরিত ॥

১৫ ভেগে ১৬ তনু মাত্র বৃশ ১৭ নএ ১৮ না পারে ১৯ হিন  
২০ মনুরাতা ২১ গরব ২২ চোক্ষে ২৩ বৃশকালে ২৪ লোটাইয়া  
২৫ হারাই ২৬ চাহে

শব্দার্থ টীকা : মোক্ত নাড়ু—মোক্তচর  
মোকর্দক—মিছরি  
সামলি—মৃগসামলি, পিঠে  
আশি—আসক্তি  
মন বাতা—মন রাগরক্তি মন হয ।  
মাতা—মস্ত

মন্তব্য : দ্বিতীয় শতকের অননুবাদ মূলের তুলনায় কিছুটা সংকীর্ণ । মূলে মন্ত্রশাস্ত্রের আরও ব্যাপক প্রভাবের কথা আছে । দেবতার উপর মন্ত্রের প্রভাবের কথা মূলে আছে, অননুবাদে তার পরিবর্তে মহাজ্ঞানীচিস্তে মন্ত্রের প্রভাবের কথা বলা হয়েছে । মূলে মন্ত্র-প্রজ্ঞাবে আকাশ থেকে বৃষ্টি নামানোর কথা আছে, অননুবাদে তা অননুপস্থিত । দোহা অংশের অননুবাদ বর্তমান ।

এই সে দারুন মনে লাগে অতি দ্রুত<sup>১</sup> ।  
 পলটীয়া ন পাএ<sup>২</sup> জীবন হেন<sup>৩</sup> বৃক<sup>৪</sup> ॥

শ্রীযুত মাগন রশীক সিরমনি ।  
 সতত<sup>৫</sup> দ্রবএ চিত্ত তত্ত্বকথা বৃদি ॥  
 নিরঞ্জন ভাবে মন শতত<sup>৬</sup> তরল ।  
 সংসার নিয়মে অংগ স্বমেরু নিচল<sup>৭</sup> ॥  
 ভক্তিভাবে এই বর মাগ<sup>৮</sup> প্রভু স্থানে<sup>৯</sup> ।  
 শতবিংশ দীর্ঘ আউ<sup>১০</sup> হউক জীবনে<sup>১১</sup> ॥  
 অরুণ্য<sup>১২</sup> সরির অতি অশ্বর্ষ্য<sup>১৩</sup> বারোক<sup>১৪</sup> ॥  
 প্রভু বিনে মাগনে<sup>১৫</sup> অন্যত্র ন মাগোক ॥  
 মন বাঞ্ছা<sup>১৬</sup> সিদ্ধি কর প্রভু নিরঞ্জন ।  
 কৃতি রোক পদ্মভাব এ তিন ভাবন<sup>১৭</sup> ॥

এই সে দারুণ মনে লাগে অতি দ্রুত ।  
 পালটিয়া না পায় যৌবন হেন স্দুখ ॥ ( জা. ৩ )

শ্রীযুত মাগন রসিক শিরোমাণি ।  
 সতত দ্রবয় চিত্ত তত্ত্বকথা শৃদি ॥  
 নিরঞ্জন ভাবে মন সতত তরল ।  
 সংসার নিয়মে অংগ স্দুমেরু নিচল ॥  
 ভক্তিভাবে এই বর মাগি প্রভুস্থানে ।  
 শতবিংশ দীর্ঘ আয়ু হউক যৌবনে ॥  
 আরোগ্য শরীর অতি ঐশ্বর্ষ্য<sup>১৩</sup> বাড়াউক ।  
 প্রভু বিনে মাগনে অন্যত্র না মাগোক ॥  
 মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি কর প্রভু নিরঞ্জন ।  
 কীর্তি রোক পদ্মভাব এ তিন ভাবন ॥

### রাগ দীর্ঘ ছন্দ

চিতাউরে কুমুদিনী                      প্রবেসীয়া<sup>১৩</sup> মনে গুনি  
 রাজম্বারে হৈল উপস্থিত ।

যদু স্মারপাল তুর্মা<sup>১৭</sup>                      সিংগল দিপের আমি<sup>১৮</sup>  
 কহ গিয়া রানির বিদিত ॥                      •

জানাইল রানি আগে                      বৃদি বহু অনুরাগে  
 জাইতে আংগা দিলা অন্তঃপুরে ।

জোহান মনিহো তন্ত<sup>১৯</sup>                      টোনা ছলে মূল অশ্র  
 বিস্তারিয়া<sup>২০</sup> চাঁললা গোচরে ॥

দেখা পদ্মাবতী রানি                      বৃদিয়া জুগল পানি<sup>২১</sup>  
 আসির্বাদ করিলা নারিত<sup>২২</sup> ।

মোর নাম কুমুদিনী                      পিতা মোর দুরবনি<sup>২৩</sup>  
 গন্দর্ব সেনের পুরোহিত ॥

চিতাউরে কুমুদিনী                      প্রবেশিয়া মনে গুনি  
 রাজম্বারে হৈল উপস্থিত ।

শদু স্মারপাল তুর্মা                      সিংহল শ্বীপের আমি  
 কহ গিয়া রাণীর বিদিত ॥

জানাইল রাণী আগে                      শৃদি বহু অনুরাগে  
 যাইতে আঙ্কা দিলা অন্তঃপুরে ।

জোহান মোহন তন্ত                      টোনা ছলে মূল মন্ত  
 বিস্তারিয়া চাঁললা গোচরে ॥

দেখি পদ্মাবতী রাণী                      জুড়িয়া যুগল পাণি  
 আশীর্বাদ করিলা তুরিত ।

মোর নাম কুমুদিনী                      পিতা মোর দূবে বেণী  
 গন্দর্বসেনের পুরোহিত ॥

১ দ্রুত ২ না পাইব ৩ জীবনব ৪ সতেত ৫ সতেত ৬ অচল ৭ মাগী  
 ৮ স্থান ৯ আইউ ১০ হৌক সাজবন ১১ অবোগ ১২ অসৈঞ্জ বারউক  
 ১৩ মনেতে ১৪ বাণ্ডা ১৫ পীরিত রহক পূদি জাবতে জিবন  
 ১৬ প্রভেসীয়া ১৭ শ্বাবিপাল তুর্মা ১৮ আমী ১৯ জেহেন বৃদিহিত  
 ২০ বিস্তারিয়া ২১ ফানি ২২ আসীর্বাদ করি মানাথরে  
 ২৩ দুরমনি

শব্দার্থ টীকা : জোহান মোহন—জনমোহন  
 টোনা—বশীকরণ মন্ত  
 দূবে বেণী—মূলে আছে বেনী দূবে; পৃথিপাঠ ভুল

মন্তব্য : তৃতীয় শতকের অনন্যবাদের যৌবনভঙ্গের দার্শনিকভাটুকু মূলানুগ, কিন্তু আহাৰ্ম্যবস্তুর তালিকার মধ্যে অনেক নতুন উপকরণ সংযুক্ত হয়েছে। মূলে আছে মোতিচরু, খাঁড়, মঠ, মন্ডা, ফেশী পাঁপের ও পুরী, কিন্তু অনন্যবাদের সম্প্রদায়, মনোহরা, নারিকেল খন্ড, পিঠা সামলি ইত্যাদি বঙ্গীয় মিশ্রিতব্য যোজিত। যৌবন-খেদ প্রসঙ্গে তৃতীয় শতকের উপাস্ত শব্দকটিতে মাগন ঠাকুরের জন্য স্দুদীর্ঘ আয়ুস্কামনা আলাওলের নব সংযোজন।

আমি পদ্রহিত কন্যা<sup>১</sup> তোমার জননি ধন্যা<sup>২</sup>  
 বহু স্নেহে পদসীল<sup>৩</sup> তোমারে ।...†  
 \*বামি মোর কদুপাণ্ডিত<sup>৪</sup> আসি হৈল পদ্রহিত  
 কদুশলনিরের<sup>৫</sup> নৃপতির ।  
 সকল বান্দব অথা<sup>৬</sup> একশ্বর আইল<sup>৭</sup> এথা  
 শ্বরিতে হ্রদএ জ্ঞাএ চির ॥  
 নৃপে তোমা বিবা কৈল চিতাউরে লৈআ<sup>৮</sup> আইল  
 শূনি অতি সানন্দিত হৈয়া<sup>৯</sup> ।  
 তোমারে দেখীতে লাগি হৈল<sup>১০</sup> অতি অনুরাগি  
 পতি মোবে<sup>১১</sup> না দিল ছাড়িয়া<sup>১২</sup> ॥  
 \*বামি<sup>১৩</sup> পদ্র মৈল জবে অনাথিনি হইল<sup>১৪</sup> তবে<sup>১৫</sup>  
 কথ কান্দি গোমাইল<sup>১৬</sup> ।... X  
 শূনিয়া নঅর<sup>১৭</sup> কথা উপজিল মনে বেথা  
 বিসেস খাইচ স্তন পাণ<sup>১৮</sup> ।  
 ধরি কদুদিন গলা বহু স্নেহ করি বালা  
 জল পল্ল বহএ নয়ান ॥  
 শ্রীযুত মাগন বর শথ্য শিব ধরাহর<sup>১৯</sup>  
 আঙ্গা পাই আলাওলে গাএ ।  
 বিধি জাবে<sup>২০</sup> সথ্য<sup>২১</sup> রাখে টলাইতে নাবে তাকে  
 জদি শত কদুটনি<sup>২২</sup> ভোলাএ ॥\*

১ কৈন্যা ২ ধৈন্যা ৩ পদসীলম ৪ কে পণ্ডিত ৫ কদুশলনিব ৬ তথা  
 ৭ আইলম ৮ লই ৯ ভেল ১০ হৈলম ১১ মোরে ১২ ছারিবা  
 ১৩ শ্যামী ১৪ অনাথিনি হৈল তবে ১৫ কথকাল গোমাইলম  
 কান্দিআ ১৬ নাওর ১৭ বিসেস খাইছ তান পান ১৮ সৈস্ত ধম্ম  
 সলাচার ১৯ জাকে ২০ সৈস্ত ২১ কদুটনি

+ এর পব দ্দুটো পদ্রিথেই একটি পংক্তি ছাড় আছে ।

সেই জায়গায় হাবিবী সংস্করণে আছে—

আমি ছিল পদ্রবতী তুমি ছিলা শিশুমতি  
 বহু দ্বন্দ্ব দিয়াছি তোমারে ।

X এর পব দ্দুটো পদ্রিথেই এক লাইন চাড় আছে ।

হাবিবী সংস্করণে সেই জায়গায় আছে—

শূনিয়া তোমার দ্বন্দ্ব বিদরে দাবরণ বৃক  
 স্নেহভাবে দেখিতে আইলম ।

\* 'বা' পদ্রিথে এরপর অতিরিক্ত পংক্তি—

গদ্যে জ্ঞানে হৃদহস্ত কামধরয়ালি গদ্যবস্ত  
 আঙ্গা পাই আবুল হোচনে ।

পদয়াট মহাক্ষট না বৃজিলম সপরাট  
 লেখীলম শূনিয় গদ্যগনে ।

মন্তব্য : চতুর্থ স্তবকের অনুরূপে কিছু কিছু ব্যতিক্রম লক্ষণীয় । প্রথমতঃ স্ৱপাল প্রসঙ্গটি অনুরূপে নতন, শ্বিতীয়তঃ মূলে আছে পশ্চিমবর্তীকে দেখে কদুদিনীর ছুটে এসে আলিঙ্গন, অনুরূপে আশীর্বাদ ; মূলে কদুদিনীর শ্বামী ও পদ্রের প্রসঙ্গ অনুরূপস্থিত, অনুরূপে শ্বামী পদ্র নিয়ে সংক্ষিপ্ত কাহিনী জল্পনা । পঞ্চম স্তবকের অনুরূপে মূলের তুলনায় খুবই সংক্ষিপ্ত । মূলের প্রথম দ্দুটি চরণেরই অনুরূপ আছে । মূলের পরবর্তী অংশে পশ্চিমবর্তীর নিসর্গখচিত বিলাপ-কনগদলি এক্ষেত্রে অনুরূপস্থিত । পারিবারিক অনুরূপের শেখস্তবকে সত্যবীর মাগনের প্রশান্ত উপলক্ষে সত্যবীর নীতিবচন উচ্চারিত ।

আমি পদ্রোহিত-কন্যা তোমার জননী ধন্যা  
 বহু স্নেহে পৌষিল আমারে ।  
 আমি ছিল পদ্রবতী তুমি ছিলা শিশুমতি  
 বহু দ্বন্দ্ব দিয়াছি তোমারে ॥  
 শ্বামী মোর স্দুপাণ্ডিত আসি হইল পদ্রোহিত  
 কদুশলনিরের নৃপতির ।  
 সকল বাশ্বব তথা একেশ্বরী আইল এথা  
 শ্বরিতে হৃদয় যায় চির ॥  
 নৃপে তোমা বিভা কৈল চিতউরে লইয়া আইল  
 শূনি অতি সানন্দিত হইয়া ।  
 তোমাবে দেখিতে লাগি হইল অতি অনুরাগী  
 পতি মোরে না দিল ছাড়িয়া ॥  
 শ্বামী পদ্র মৈল যবে অনাথিনি হইল তবে  
 কতকাল কান্দি গোঙাইল ।  
 শূনিয়া তোমার দ্বন্দ্ব বিদরে দাবরণ বৃক  
 স্নেহভাবে দেখিতে আইল ॥ ( জা. ৪ )  
 শূনিয়া নাগর কথা মনে উপজিল বেথা  
 বিশেষ খাইছে স্তনপান ।  
 ধরি কদুদিনী গলা বহু স্নেহ করি বালা  
 জলপূর্ণ বহয় নয়ান ॥ ( জা. ৫ )  
 শ্রীযুত মাগন বর সত্য শিব ধরাধর  
 আঙ্গা পাই আলাওলে গায় ।  
 বিধি যারে সত্যে রাখে টলাইতে নারে তাকে  
 যদি শত কদুটনী ভোলায় ॥

শ্বাধর্ টীকা : চির—বিদীর্ণ

শ্বামী পদ্র মৈল যবে—মূলে কদুদিনীর শ্বামী পদ্রের প্রসঙ্গ নেই ।

নাগর—বাপের বাড়ীর লোক ; মূলে 'নৈহর' ।

আসার ১ শ্রাবনে যেন বহে জলধার ।  
 জলপূর্ণ ২ আখীজোগ ৩ ভেল অন্দকার ॥  
 কিবা চিপ হোস্তে যেন মৃত্তা পরে খসি ৪ ।  
 কিবা রাহু দলনে ৫ অমৃত প্রবে সসি ॥  
 জনমিতে বাপে মাএ কেনে ন মাৰিল ।  
 অজন্ম বিচ্ছেদে দঃখ ৬ অভাগীরে দিল ॥  
 বাশ্বব বিচ্ছেদে দঃখ ৭ স্বামিরে ৮ দেখিয়া ।  
 পাসরিলা দঃখ ৯ বিধি ১০ লৈ গেল হরিয়া ॥  
 এথেক বিরহে ১১ দঃখ ন সহে সরিরে ১২ ০ ।  
 শূনিয়া স্বামির কেস ১৩ পরান বিদবে ১৪ ২ ॥  
 এবে মোর জিবনে লাগএ মোহাভার ।  
 বৃঝিলু মরন বিনু হিত নাহি আর ১৫ ০ ॥  
 এহার অধিক দঃখ কিবা আছে ১৬ মনে ।  
 ধন্য গৃহে যুখে আছে স্বামির বন্দনে ॥  
 কুহকি ১৭ কামএ কন্যা হইয়া বিভোর ।  
 অখনেহ কুহকে চাতক পিক মোর ॥

আষাঢ় শ্রাবণে যেন বহে জলধার ।  
 জলপূর্ণ আখিযুগ ভেল অন্দকার ॥  
 কিবা সিপী হোস্তে মৃত্তা পড়ে খসি খসি ।  
 কিবা রাহু দলনে অমৃত প্রবে শশী ॥  
 জনমিতে বাপে মায়ে কেনে না মারিল ।  
 আজন্ম বিচ্ছেদ দঃখ অভাগীরে দিল ॥  
 বাশ্বব বিচ্ছেদ দঃখ স্বামীরে দেখিয়া ।  
 পাসরিলা দঃখ বিধি লই গেল হরিয়া ॥  
 এতেক বিরহ দঃখ না সহে শরীরে ।  
 শূনিয়া স্বামীর ক্রেশ পরাণ বিদরে ॥  
 এবে মোর জীবনে লাগয় মহাভার ।  
 বৃঝিলু মরণ বিনে হিত নাহি আর ॥  
 এহার অধিক দঃখ কিবা আর মনে ।  
 ধন্য গৃহসুখে আছে স্বামীর বন্দনে ॥  
 কুহকি কাময় কন্যা হইয়া বিভোর ।  
 অখনেহ কুহরে চাতক পিক মোর ॥ ( জা. ৫ )

### রাগ সূহি গীত

বর আতি লোচন অমোধরে ঘন ১৩  
 আর কি বহন সব কেসা ১৪ ।  
 জীবন বচন পহু বিনু নাহি ভাএ  
 এবে ভেল মরন সন্দেসা ॥  
 সজনি বাম এ সন বিহনে ভেলা ১৫ ২ ০  
 নিঘটন নাথ ১৬ অনাথিনি ভৈলি ছোঁ ১৭ ০  
 জনম বিফলে মোর গেলা ॥ ( ধু )  
 মৃগমদ চান্দ ১৮ পয়ফুল মর ১৯ ০  
 অব ২ ধিক জাকা ২০ ৪ ।  
 চাতক অলি পিক ২১ মোরর পুত করব ২২ ০  
 শ্রুতি কৃপীট বিসাল ২৩ ১ ॥  
 হিন আলাওলে কহে বিরহিনি বেদন ২৪ ৫  
 শূনি ২ দ্রবই বখানে ২৫ ২ ০  
 শ্রী জোত ২৬ মাগন রসীক শূনাহিঅর ২৭ ০  
 মহি পর কৃতির ২৮ বাখানে ॥

বারিখে লোচন অশ্বজ সঘন  
 আর কি বহন সব কেশা ।  
 জীবন বচন পহু বিনে নাহি ভায়  
 এবে ভেল মরণ সন্দেশা ॥  
 সজনি বাম এসব বিহনে ভেলা ।  
 নিঘটন নাথ অনাথিনি ভৈলী  
 জনম বিফলে মোর গেলা ॥ ( ধু )  
 মৃগমদ চান্দ নবফুল পবন  
 অবয়ব অধিক জ্বালা ।  
 অলি পিক চাতক মোরগ কপোত বক  
 শ্রুতি কৃপীট বিশালা ॥  
 হীন আলাওল কহে বিরহিণী বেদন  
 শূনি শূনি প্রবয় পাষণ ।  
 শ্রীঘুত মাগন রসিক সূনামর  
 মহী পুরি কীর্তির বাখান ॥

১ আসারে ২ নিরপূন্য ৩ আখীষণে ৪ কিবা চিপী হোস্তে মৃত্তা পরে  
 খসী ৫ ৬ মসনে ৬ বিশেষে দঃখ ৭ বিশেষে দঃখ স্বামীর ৮ পাসরি-  
 লায় যুখ নিধি ৯ বিরহ ১০ অস্তরে ১১ দঃখ ১২ বধরে ১৩ দিব-  
 সেতে লাগে মোর যুগ অন্দকার ১৪ আর ১৫ কুহকিঅ ১৬ অমর  
 বগন ১৭ কন্যা ১৮ বিনএ নাহিক বহু ১৯ সাজনি বাম এ মেলা  
 এসব বিরহে ভেসা ২০ নাভএ ২১ অভাগিনী বৈমী ২২ ২২ চান্দপ  
 ২৩ অকুল মনরব ২৪ ৫ ধর জলে চাতক অলি ২৫ পিক মোর অপুত  
 ২৬ করব প্রতি কৃপীট ২৭ প্রত্যেক শ্রুতি বিলা ২৮ বেদন বল  
 ২৯ শূনি ২ দ্রবে হিঅ ৩০ ছিরি জোত ৩১ রসীক নাগর ৩২ কৃতি

শব্দার্থ টীকা : সিপী—শূনি  
 মোর—ময়ুর  
 অশ্বজ—পদু  
 কৃপীট—কাম

মন্তব্য : মূলের পঞ্চম শ্লোককে পদ্মাবতী-বিলাপের

অংশবিশেষ এক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত। মূলের অলংকারগুণি অন্তর্ভুক্ত  
 পরিবর্তিত। অন্তর্ভুক্তের বিলাপ বাণীও মূলানুসারী নয়। পরিবর্তী গীতাংশ পদকার আলাওলের মৌলিক সংযোজন।

যমক ছন্দ

কণ্ঠে লাগী কুমুদিনী বিস্তর কাম্ভিল ।  
 তবে জল লই আঁখি<sup>১</sup> মৃৎ<sup>২</sup> ধোলাইল ॥  
 খসাইয়া<sup>৩</sup> নিজ কেশ নিছিল<sup>৪</sup> শরীর ।  
 বলিতে<sup>৫</sup> বচন আঁখী ঘন শ্রবে নির ॥  
 তোর দৃঃখ দেখিতে বিদরে<sup>৬</sup> মোর হিয়া ।  
 চক্ষু<sup>৭</sup> খাইতে<sup>৮</sup> অভাগিনী আইল<sup>৯</sup> কি লাগিয়া ॥  
 বলাই লইয়া তোর মূই জাম মরি ।  
 তোমার সারির দৃঃখ<sup>১০</sup> শহিতে ন পারি ॥  
 কন্যাক সান্তাই<sup>১১</sup> দূতি কাম্ভএ আপনে<sup>১২</sup> ।  
 হিত উপদেশ ছলে কহএ দূর্জনে<sup>১৩</sup> ॥  
 কেনে শোক ভাব কন্যা<sup>১৪</sup> স্থির<sup>১৫</sup> কর মন ।  
 কদাচিত কর্ম<sup>১৬</sup> লিখা<sup>১৭</sup> ন জ্ঞাএ খণ্ডন ॥  
 নানা জস্ত<sup>১৮</sup> কবোক ধাউক নানা বাটে ।  
 সেই প্রাপ্তি<sup>১৯</sup> হএ সেই<sup>২০</sup> লেখীছে ললাটে ॥  
 বিধিবসে দৃঃখ যুক<sup>২১</sup> খণ্ডন ন জ্ঞাএ ।  
 বৃশ্চিকমন্ত হৈলে ধির ধরিতে জোয়াএ<sup>২২</sup> ॥  
 মনবাঞ্ছা<sup>২৩</sup> জদি পাএ কাম্ভন শোচনে ।  
 একজন কি যুক<sup>২৪</sup> কাম্ভন লক্ষ জনে<sup>২৫</sup> ॥  
 নিরঞ্জে<sup>২৬</sup> জেই করে সন্তোষে<sup>২৭</sup> থাকিব ।  
 জ্ঞানবশ্তে তাহে অনুশোচ ন করিব ॥  
 মোর পিতা তোমার বাপের পুরোহিত<sup>২৮</sup> ।  
 বিসেস তোমাতে দৃক্ষ<sup>২৯</sup> দিয়াছি নিশ্চিত ॥  
 হিত নহি<sup>৩০</sup> তোমার অহিত না করিব ।  
 তোমার কার্যে<sup>৩১</sup> নিজ প্রান<sup>৩২</sup> লাগাইব ॥

কণ্ঠে লাগি কুমুদিনী বিস্তর কাম্ভিল ।  
 তবে জল লই আঁখি মৃৎ ধোলাইল ॥  
 খসাইয়া নিজ কেশ নিছিল শরীর ।  
 বলিতে বচন আঁখি ঘন শ্রবে নীর ॥  
 তোর দৃঃখ দেখিতে বিদরে মোর হিয়া ।  
 চক্ষু খাইতে অভাগিনী আইল কি লাগিয়া ॥  
 বলাই লইয়া তোর মূই যাম মরি ।  
 তোমার শরীর-দৃঃখ সহিতে না পারি ॥  
 কন্যাকে সান্তাই দৃতী কাম্ভয় আপনে ।  
 হিত উপদেশ ছলে কহয় দূর্জনে ॥  
 কেনে শোক ভাব কন্যা স্থির কব মন ।  
 কদাচিত কর্মলেখা না যায় খণ্ডন ॥  
 নানা যন্ত্র করোক ধাউক নানা বাটে ।  
 সেই প্রাপ্তি হয় যেই লেখীছে ললাটে ॥  
 বিধিবসে দৃঃখ সূখ খণ্ডন না যায় ।  
 বৃশ্চিকমন্ত হইলে ধৈর্য ধরিতে জুয়ায় ॥ (জা. ৬)  
 মনোবাঞ্ছা যদি পায় কাম্ভন শোচনে ।  
 এক লাগি হরিষে কাম্ভন লক্ষজনে ॥  
 নিরঞ্জে যেই করে সন্তোষে থাকিব ।  
 জ্ঞানবশ্তে তাহে অনুশোচ না করিব ॥  
 মোর পিতা তোমার বাপের পুরোহিত ।  
 বিশেষ তোমাতে দৃক্ষ দিয়াছি নিশ্চিত ॥  
 হিত বই তোমার অহিত না করিব ।  
 তোমার কার্যে নিজ প্রাণ লাগাইব ॥

১ মৃৎ ২ আঁখি ৩ খসাইয়া ৪ নিছিল ৫ বলিতে ৬ বিদরে  
 ৭ চোক ৮ আঁখি ৯ আইল ১০ কন্যাকে সান্তাই ১১ আপনি  
 ১২ দূর্জনে ১৩ কন্যা ১৪ স্থির ১৫ কর মন ১৬ সেই  
 প্রাপ্তি ১৭ হএ সেই ১৮ লেখা ১৯ ললাটে ২০ এক  
 লাগি হরিষে ২১ লক্ষ জনে ২২ নিরঞ্জে ২৩ সন্তোষে ২৪ পুরোহিত  
 ২৫ বই ২৬ প্রান

শব্দার্থ টীকা : ধোলাইল—ধৌত করল

নিছিল—নির্মূল্য করল বা মূছে ফেলল

মন্তব্য : ষষ্ঠ শতাব্দীর অনুবাদে বিধিলাপের প্রসঙ্গটি মূলানুসারী । কিন্তু কুমুদিনীর সাম্বন্ধনাদানের বাণীভঙ্গীতে মূলের সঙ্গে অনুবাদ পৃথক । মূলে আছে রূপোর থালায় জল এনে পশ্চিমবর্তী মৃৎ ধোয়ানোর প্রসঙ্গ । অনুবাদে রূপোর থালাটি নেই । আবার অনুবাদে কুমুদিনীর চুল আলুলায়িত করে পশ্চিমবর্তীর সিদ্ধহেই নির্মূল্যনের চিত্রটি মূলে নেই । মূলে কুমুদিনীর নিসর্গ-খচিত সাম্বন্ধন-বাণীর বাগ্‌বৈদ্য অনুবাদে অনুপস্থিত । মূলের দোহা অংশ অনুদিত হয় নি ।



আনন্দে<sup>১</sup> সরূপে থাক প্রভুক ভাবিয়া<sup>২</sup> ।  
 নিবন্ধ পদ্রিলে<sup>৩</sup> শ্বামি<sup>৪</sup> মিলিব আসিয়া<sup>৫</sup> ॥  
 এ বুলি সন্দেহ পিটা<sup>৬</sup> আনিলা গোচরে<sup>৭</sup> ।  
 চিন্তায়ুক্ত<sup>৮</sup> পদ্মাবতী না ছদ্মস্ত করে<sup>৯</sup> ॥  
 শ্বামি দক্ষ মোহর অন্তরে মোহাভার<sup>১০</sup> ।  
 পান ফুল হাদি<sup>১১</sup> করি তেজল<sup>১২</sup> আহার ॥  
 পলটীয়া শ্বামিমুখ জেখনে<sup>১৩</sup> দেখিমু ।  
 মিষ্টা দ্রব্য<sup>১৪</sup> শুভোজন তখনে করিমু ॥  
 প্রভু দরসনে আসে ভাবি করতার ।  
 কায়ারক্ষা<sup>১৫</sup> হেতু করো<sup>১৬</sup> কিণ্ডিত আহার ॥  
 শুভুজন<sup>১৭</sup> শুবসন লাগে বিস প্রাএ ।  
 সুসৌভ পদুপে জেন লাগে অগ্নি গাএ<sup>১৮</sup> ॥  
 এথ শূনি<sup>১৯</sup> সখারে কাহিল সখীববে<sup>২০</sup> ।  
 স্যান শুভুজন কিছু<sup>২১</sup> করাও ধাঞরে ॥  
 শূর্গাশি কুমকুম আদি<sup>২২</sup> কবিয়া মস্তন<sup>২৩</sup> ।  
 ব্রাহ্মণীবে কবাইলা স্যান শুভুজন<sup>২৪</sup> ॥\*  
 পাটবস্ত্র পৈট্রাইয়া<sup>২৫</sup> বহুল আদরে ।  
 বাখিলেক কুমুদিনী<sup>২৬</sup> আপনা দাসরে ॥  
 কুমুদিনী ভাবিলেক আপনা হৃদএ ।  
 আমার বচনে রানি হইল পথ্যএ<sup>২৭</sup> ॥  
 মূঞ হেন ধাঞ কন্যা ভাবিলেক মনে<sup>২৮</sup> ।  
 মোর হস্ত হোন্তে<sup>২৯</sup> আব এরাইব কেমনে ॥

১ আনন্দ ২ শ্বামি ৩ শ্বামী ৪ আসিয়া ৫ পীটা ৬ গোচর  
 ৭ চিন্তায়ুক্ত ৮ না ছদ্মস্ত কব ৯ অতিভাব ১০ আদি ১১ তেজলম  
 ১২ জেখনে ১৩ মীষ্টাহাব ১৪ কায়ারক্ষা ১৫ করি ১৬ শুভোজন  
 ১৭ অগ্নি লাগে গাএ ১৮ বুলি ১৯ বৈন্যায়বে ২০ প্রান শুভোজন  
 নিজা ২১ জল ২২ মস্তন ২৩ প্রান শুভোজন ২৪ পৈট্রাইল  
 ২৫ কুমুদিনী ২৬ আমার বচন হৈল বানিতে পৈট্রাএ ২৭ মূঞ ধাই  
 হেন করি মানিলেক মনে ২৮ হস্ত

• হবিবী সন্দেহবে পরবতী<sup>১</sup> কয়েকটি অতিরিক্ত পংক্তি—  
 আপনার পিতাব দেশেব পুবোহিত ।  
 আর ধিক কুল বিপ্র মনে বাখি ভিত ॥  
 আর মনে ভাবে দেশে না দেখেছ তার ।  
 পিতা রাজ্য পক্ষী আইলে প্রাণ দিতে সার ॥

মন্তব্য : বর্গ ও সপ্তম স্তবকের অন্তর্বর্তী<sup>১</sup> অনুবাদ-স্তবকটি মূলে নেই । পদ্মাবতীর প্রতি কুমুদিনীর এই ঈশ্বর-স্মারক  
 হিতবচন-স্তবকটি আলাওলের নবসংযোজন । সপ্তম স্তবকের পরবর্তী<sup>২</sup> স্তবকও মূলে নেই । সপ্তম স্তবকের অনুবাদ বস্তব্য-বিষয়ে  
 মূলানুসারী, কিন্তু বচনভঙ্গীতে স্বতন্ত্র । মূলে পদ খাদ্যদ্রব্যের প্রসঙ্গ থাকলেও অনুবাদে তা সম্পূর্ণ ও পিঠা জাতীয়  
 বর্ণগীর খাদ্যরূপে বিশেষীকৃত । মূলে পদ্মাবতীর আহারবর্জনের প্রসঙ্গটি অলঙ্কৃত বাকবৈদ্যে রমণীয়, অনুবাদে তা  
 সাধারণভাবে ব্যক্ত । অনুবাদে শরীররক্ষার জন্য ঈশ্বরকে স্মরণ করে সামান্য কিছু আহার গ্রহণের যে স্বীকারোক্তি আছে  
 মূলে তা কোথাও নেই । মূলের দোহা অংশটি অনুবাদে যথার্থীভূত অনুপস্থিত । পরবর্তী<sup>৩</sup> স্তবকটি অনুবাদে নূতন ।

আনন্দ শ্বরূপে থাক প্রভুক ভাবিয়া ।  
 নিবন্ধ পদ্রিলে শ্বামী মিলিব আসিয়া ॥  
 এ বুলি সন্দেহ পিঠা আনিলা গোচরে ।  
 চিন্তায়ুক্ত পদ্মাবতী না ছদ্মস্ত করে ॥  
 শ্বামিদুঃখ মোহর অন্তরে মহাভার ।  
 পান ফুল আদি করি তেজল আহার ॥  
 পলটীয়া শ্বামীমুখ যখনে দেখিমু ।  
 মিষ্টাহার সুভোজন তখনে করিমু ॥  
 প্রভু দরশন আশে ভাবি করতার ।  
 কায়ারক্ষা হেতু করো কিণ্ডিত আহার ॥  
 সুভোজন সুবসন লাগে বিস প্রায় ।  
 সুসৌভ পদুপে যেন লাগে অগ্নি গায় ॥ (জা.৭)  
 এত বুলি সখারে কাহিলা কন্যাবরে ।  
 স্যান শুভোজন কিছু করাও ধাঞবে ॥  
 শূর্গাশি কুমকুম আদি কবিয়া মাজন ।  
 ব্রাহ্মণীবে কবাইলা স্যান শুভোজন ॥  
 পাটবস্ত্র পৈট্রাইয়া বহুল আদবে ।  
 বাখিলেক কুমুদিনী আপনা বাসরে ॥  
 কুমুদিনী ভাবিলেক আপনা হৃদয়ে ।  
 আমার বচনে রাণী হইল প্রত্যয় ॥  
 মূঞ হেন ধাঞ কন্যা ভাবিলেক মনে ।  
 মোর হস্ত হোন্তে আর এড়াইব কেমনে ॥

শ্বার্থ টীকা : নিবন্ধ—নিবর্ত

কমলের নিকটে রহিল কুমুদিনী ।  
 নানা কথা কহিবাম<sup>১</sup> দিবস রজনী ॥  
 নানান প্রসঙ্গ<sup>২</sup> ছলে বস কথা কহে ।  
 বিরহে<sup>৩</sup> বেদনা কন্যা<sup>৪</sup> হরশীত নহে ॥  
 ঠেঠ মাসে নৃপতিরে<sup>৫</sup> নিল ষড়ভানে<sup>৬</sup> ।  
 জ্যৈষ্ঠেত যুগনি আইল রানী বিদ্যমানে<sup>৭</sup> ॥  
 শ্রাবণেত কুমুদিনী বালা<sup>৮</sup> পাশে আসি ।  
 অস্তরে কপট কহে মূখে মিস্টবাসী<sup>৯</sup> ॥  
 কি কারণে বালা তোর বদন মলিন ।  
 জগ অশ্বকার হৈলে চন্দ্র প্রভাহিন ॥  
 মধুপম্ম কেনে তোর সতত<sup>১০</sup> ঝামর ।  
 কমলে সম্ভাট<sup>১১</sup> সেবা হিন সরবর<sup>১২</sup> ॥  
 কি কারণে কর নিখা খিন তোর তনু ।  
 মদনক লতা জেন ষড়সি জল বিনু<sup>১৩</sup> ॥  
 নবীন জৌবন তোর পুষ্পের কোরক<sup>১৪</sup> ।  
 পল্লবিত হএ<sup>১৫</sup> জ্বদি সপ্রএ উদক ॥  
 আসন ভূসন তৈলা<sup>১৬</sup> তাম্বুল বাজান ।  
 শতত ভুজন<sup>১৭</sup> আনন্দিত রাজমন ॥  
 জৌবন ধনে<sup>১৮</sup> রামা ধনি নাম পাএ ।  
 জৌবন বিহনে শ্বামি<sup>১৯</sup> ফিরিয়া না চাহে<sup>২০</sup> ॥  
 গাঠীত থাকিলে ধন জগ হএ বস ।  
 জৌবন বিহনে জান জীবন করুস ॥  
 পদুপগম্ম থাকিলে সে মধুকর ধাএ ।  
 নিরস কদম্বেশ<sup>২১</sup> অলি ভ্রমহ ন জাএ<sup>২২</sup> ॥  
 ভোবন মোহন রূপ জৌবন রঞ্জিত<sup>২৩</sup> ।  
 কি কারণে হেন তনু ষড় বিবর্জিত ॥  
 ভোজন করিয়া অগে ষড়বেস রাছিয়া<sup>২৪</sup> ।  
 আনন্দিতে সিংহাসনে থাক হরশীয়া<sup>২৫</sup> ॥  
 জৌবন বাখান জ্বদি কুটনী কহিল ।  
 কি বাস<sup>২৬</sup> না হৈয়া পম্ম সপটে<sup>২৭</sup> রহিল ॥

কমলের নিকটে রহিল কুমুদিনী ।  
 নানাকথা কহি বহু দিবস রজনী ॥  
 নানান প্রসঙ্গ ছলে রসকথা কহে ।  
 বিরহ বেদনে কন্যা হরষিত নহে ॥  
 ঠেঠমাসে নৃপতিরে নিল সোলতান ।  
 জ্যৈষ্ঠেত যোগিনী আইল রাণী বিদ্যমান ॥  
 শ্রাবণেত কুমুদিনী বালা পাশে আসি ।  
 অস্তরে কপট কহে মূখে মিস্টভাষী ॥  
 কি কারণে বালা তোর বদন মলিন ।  
 জগ অশ্বকার হৈলে চন্দ্র প্রভাহীন ॥  
 মধুপম্ম কেনে তোর সতত ঝামর ।  
 কমল সম্ভাসে শোভাহীন শশধর ॥  
 কি কারণে হয় নিতা ক্ষীণ তোর তনু ।  
 কমলের লতা যেন শূক জলবিনু ॥  
 নবীন যৌবন তোর পুষ্পের কোবক ।  
 প্রক্ষুটিত য যদি সপ্তারে উদক ॥  
 আসন ভূষণ তৈল তাম্বুল বাজান ।  
 সতত ভোজন আনন্দিত যার মন ॥  
 যৌবন ধনেতে রামা ধনি নাম পায় ।  
 যৌবন বিহনে শ্বামী ফিরিয়া না চায় ॥  
 গাঠিত থাকিলে ধন জগ হয় বশ ।  
 যৌবন বিহনে জান জীবন করুশ ॥  
 পদুপগম্ম থাকিলে সে মধুকর ধায় ।  
 নীরস কদম্বে অলি ভ্রমহ না যায় ॥  
 ভূবনমোহন রূপ যৌবনরঞ্জিত ।  
 কি কারণে হেন তনু সূখ-বিবর্জিত ॥  
 ভোজন করিয়া অগে সূবেশ করিয়া ।  
 আনন্দিতে সিংহাসনে থাক বসিয়া ॥ (স্কা. ৮)  
 যৌবন বাখান যদি কুটনী কহিল ।  
 বিকাশ না হই পম্ম সপটে রহিল ॥

১ কহি বহু ২ প্রসঙ্গ ৩ বিরহ ৪ কন্যা ৫ ঠেঠেতে নৃপতি বালি  
 ৬ সোলতান ৭ বিদ্যমান ৮ কন্যা ৯ মায়াজাসী ১০ সতত  
 ১১ কমল সম্ভাটে ১২ প্রভাহিন সরবর ১৩ মদন বমল তা জে পদুম  
 জলবিনু ১৪ কৈরক ১৫ পম্মাবতী হটে ১৬ আপনে ভোজন তৈল  
 ১৭ সতত ভোজন ১৮ ধানেতে ১৯ শ্বামী ২০ চাহে ২১ বিরস  
 কদম্ব ২২ না চাহে ২৩ সপ্ত ২৪ ষড়বেস করিয়া ২৫ থাকে  
 বসিয়া ২৬ বিকাশ ২৭ সে পাটে

শব্দার্থ টীকা : ঝামর—শুক  
 কোবক—কুণ্ড  
 উদক—জল  
 গাঠিত—গ্রাম্মিতে বা কথিতে

মন্তব্য : অষ্টম স্তবকের অন্তর্ভুক্ত অনেক নতুন কথা আছে । প্রথমতঃ কালনির্দেশ । ঠেঠমাসে রক্তসেন-বন্দন, জ্যৈষ্ঠ-মাসে ষাটশাহদৃতী যোগিনীর আগমন এবং শ্রাবণে কুমুদিনীর আবির্ভাব, এই সূক্ষ্ম কালনির্দেশ মূলে নেই, অন্তর্ভুক্ত সঙ্গোক্ত । দ্বিতীয়তঃ মূলে পম্মাবতীকে সাজগোজ করার কথা কুমুদিনী বললেও কুমুদিনীর মূখে যৌবন-প্রশান্তির কথাগুলি আলাওলের নবসংযোজন । মূলে যৌবন-প্রশান্তি আছে দশম স্তবকে । মূলের দোহা অংশ যথার্থীত অন্তর্ভুক্ত ।

কন্যা বলে জৈবন<sup>১</sup> তাহান গদন ভাএ<sup>২</sup> ।  
 শ্বামি<sup>৩</sup> সপ্গে রসরণে থাকএ সদাএ ॥  
 জার শ্বামি বশি<sup>৪</sup> হইআছে ভিন্নরাজ ।  
 জৌবন কিসেত তবে<sup>৫</sup> জিবন কি কাজ ॥  
 কি কার্ষে<sup>৬</sup> যুভেস মোর জৌবনে<sup>৭</sup> কি কাম ।  
 হেন সাদ করে এইক্ষনে মরি জাম ॥  
 কি লাগি করিমু বেস<sup>৮</sup> দেখিবেক কোনে<sup>৯</sup> ।  
 সর্বসুখ হৈল লষ্ট এক শ্বামি<sup>১০</sup> বিনে ॥  
 জেই দিনে গৃহেত<sup>১১</sup> আসিব মোর কান্ত ।  
 সর্বসুখ পলটীব মন হৈব সান্ত ॥  
 কুমুদিনী বোলে বালা জানিয় নিশ্চএ ।  
 জাবত<sup>১২</sup> জিবন তোর সংসারে আছএ ॥  
 আপেন থাকিলে সংসারের কোন<sup>১৩</sup> কাজ ।  
 জাবত<sup>১৪</sup> জিবন আছে ভুঞ্জ যুখ রাজ ॥  
 জৌবন জাবত<sup>১৫</sup> আছে শ্বামি শ্নেহ করে ।  
 বৃথ হইলে কি রস<sup>১৬</sup> কোনে বা<sup>১৭</sup> পুছে কারে ॥  
 সাফল সৌরবে<sup>১৮</sup> জেন পক্ষি সব পরে ।  
 বরূপে জৈবন তেন<sup>১৯</sup> জগ মন হরে ॥  
 মনেত<sup>২০</sup> ভাবিয়া দেখ জগত অসার ।  
 জেই যুক ভোগ কর সেই আপনার ॥  
 রসে ভোগে<sup>২১</sup> থাকিব খাইব বিলাইব ।  
 এইমাত্র<sup>২২</sup> সপ্গে আর কিছু না রহিব ॥  
 একেত<sup>২৩</sup> মনুস্য<sup>২৪</sup> কুলে জন্ম রাজঘরে ।  
 তাহাত<sup>২৫</sup> জৌবন রূপ<sup>২৬</sup> বিধি দিছে তোরে ॥  
 জৌবন বৈভব রূপ গদন অতিসএ ।  
 চতুর হইয়া কেনে না বৃজ সমএ ॥

১ কন্যা বোলে জৌবন ২ বাএ ৩ শ্বামী ৪ গ্রিহ বাশি ৫ কিসের  
 তার ৬ কাঞ্জ ৭ জৌবন ৮ ভেস ৯ কনে ১০ শ্বামী ১১ গ্রিহেতে  
 ১২ জাবতে ১৩ কিবা ১৪ জাবতে ১৫ জাবতে জৌবন ১৬ বৃথ  
 হৈলে নিরস ১৭ কেবা ১৮ যুফল সৌরব ১৯ সৌরূপ জৌবন ভেল  
 ২০ মনেতে ২১ রস ভোগ ২২ এই মাত্র ২৩ একে ২৪ মন্য  
 ২৫ তাহাতে ২৬ রস

মন্তব্য : নবম শতকের অনুবাদ বক্তব্যবিষয়ে মোটামুটি মূলানুসারী, যদিও প্রকাশভঙ্গীর ক্ষেত্রে সর্বত্র মূলানুগত নয় ।  
 বিশেষত মূলের অলঙ্কৃত বাণীভঙ্গিমা অনুবাদে অনুপস্থিত । দোহা অংশের অনুবাদও বাচ্যার্থময়, মূলের ধর্মানব্যঞ্জনা  
 অনুবাদে অপ্রকাশিত ।

কন্যা বলে যৌবন তাহান গদন ভায় ।  
 শ্বামী সপ্গে রসরণে থাকলে সদায় ॥  
 যার শ্বামী গৃহবন্দী আছে ভিন্নরাজ ।  
 যৌবন কিসের তার জীবনে কি কাজ ॥  
 কি কার্ষে<sup>৬</sup> সুবেশ মোর যৌবনে কি কাম ।  
 হেন সাধ করে এইক্ষণে মরি জাম ॥  
 কি লাগি করিমু বেশ দেখিবেক কোনে ।  
 সর্বসুখ হইল লষ্ট এক শ্বামী বিনে ॥  
 যেই দিনে গৃহেত আসিব মোর কান্ত ।  
 সর্বসুখ পলটিব মন হইব শান্ত ॥ (জা. ৯)  
 কুমুদিনী বোলে বালা জানিয় নিশ্চয় ।  
 যাবত জীবন তোর সংসারে আছয় ॥  
 আপনে থাকিলে সংসারের কোন কাজ ।  
 যাবত জীবন আছে ভুঞ্জ সুখ রাজ ॥  
 যৌবন যাবত আছে শ্বামী শ্নেহ করে ।  
 বৃথ হইলে নীরস কোন বা পুছে কারে ॥  
 সুফল সৌরভে যেন পক্ষী সব পড়ে ।  
 সুরূপ যৌবন তেন জগ মন হরে ॥  
 মনেত ভাবিয়া দেখ জগৎ অসার ।  
 যেই সুখ ভোগ কর সেই আপনার ॥  
 রসে ভোগে থাকিব খাইব বিলাইব ।  
 এইমাত্র সপ্গে আর কিছু না রহিব ॥  
 একে মনুষ্যকুলে জন্ম রাজঘরে ।  
 তাহাত যৌবনরূপ বিধি দিছে তোরে ॥  
 যৌবন বৈভব রূপ গদন অতিশয় ।  
 চতুর হইয়া কেন না বৃথ সময় ॥

জ্বেবা লাগি আছে তোর দঃখ লাগে মনে ।  
 সে পদনি পদরিব গরে তরুরক বন্দনে ॥  
 জিবনের মদ্বিত্ত তান না দেখী ভাবিয়া ।  
 নিশার্থে সরিরে দঃখ দেও কি লাগিয়া ॥  
 সরিরেত দক্ষ দিলে শ্বামি মিলে জবে ।  
 এহার সথেক গদন দক্ষ শহ তবে ॥  
 দিন চারি জীবন ন রহে চিরকাল ।  
 জে দশে আনন্দে জ্ঞান শেই মাত্র ভাল ॥  
 কৃকিল উরিয়া জাইব না ন্যাসীব আব ।  
 হংস প্রঘটীলে হস্ত মদ্বিত্ত সার ॥  
 বৃশ হইলে মনে মাত্র অননুশচ কবো ॥  
 শ্বরিতে জীবনকাল ঝুরি ২ মরো ॥  
 সেই ষুক করিলে রহিল শেই সঙ্গ ॥  
 বিধি মোরে শেই ষুক করিলেক ভঙ্গ ॥  
 এহেন পাইয়া কাল ভুঞ্জি একাকিনী ।  
 দেখীতে সরিবে মোর জলএ আগুনি ॥

ষেবা লাগি আছে তোর দঃখ লাগে মনে ।  
 সে পদনি পড়িব গড়ে তরুরক বন্দনে ॥  
 জীবনের মদ্বিত্ত তান না দেখি ভাবিয়া ।  
 নিঃস্বার্থে শরীবে দঃখ দেও কি লাগিয়া ॥  
 শরীরেত দঃখ দিলে শ্বামী মিলে যবে ।  
 এহার শতেক গুণ দঃখ সহ তবে ॥  
 দিন চারি যৌবন না রহে চিরকাল ।  
 যে দশে আনন্দে যায় সেই মাত্র ভাল ॥  
 কোকিল উড়িয়া যাইব না আসিব আর ।  
 হংস প্রকটিলে হস্ত মোড়ামুড়ি সার ॥  
 বৃশ হইলে মনে এবে অননুশোচ করো ।  
 শ্বরিতে যৌবনকাল ঝুরি ঝুরি মরো ॥  
 যেই সখ করিলে বাহিল সেই সঙ্গ ।  
 বিধি মোর সেই সখ করিলেক ভঙ্গ ॥  
 এমত যৌবনকালে তুমি একাকিনী ।  
 দেখিতে শরীবে মোর জ্বলয় আগুনি ॥ (জা ১০)

রাগ মল্লার

গগনে গরজে ২ জেন	গগনে ঘন ২	গগনে গরজে যেন	সঘন ঘন ঘন
চৌদিগে বিরোধ ২ পূর্ব ২ বে ।		চৌদিগে নীরদ পূরে রে ।	
বহরখে ঝর ২		বহরখে ঝর ঝর	বহয় দর দর ২
হলিহল উরে যে শব্দরে ২ ॥		হলাহল সখর উরে বে ॥	
কাল বিষধর	অধিক ঘোরতর	কাল বিষধর	অধিক ঘোরতর
তম নিত তম অতি কারি রে ।		তমো নিতি তমো অধিকারী রে ।	
চপলা চক ২	মুক জিব ধক ২	চপলা চক চক	জীবন ধক ধক
বিরহ বেদনা ভারি রে ॥		বিরহ বেদনা ভারি বে ॥	

১ বোলো ২ পরিব গব ৩ জিবনেতে ৪ নিস্ব্যতে ৫ সরিরেতে  
 ৬ শ্বামী লেস ৭ এখাত ৮ সহ ১ দশ ১০ সেই ১১ গেলে ১২ না  
 আইসীব ১৩ মোরা মুরি ১৪ বৃশ হৈল ১৫ এবে ১৬ অননুশোচ  
 করো ১৭ মরো ১৮ জেই ষুক করিলাম সেই জাইব সঙ্গ ১৯ মোর  
 ২০ সেই ষুক ২১ এমত পাইক কালে ২২ তুমি ২৩ সরির  
 ২৪ গঞ্জে ২৫ গগন ২৬ নিরোধ ২৭ পূরে ২৮ বহে রাখ  
 ২৯ হলিহল উরে সস্তর ; পূর্ববর্তী ছাড় অংশ কোন পুথিতেই নেই  
 ৩০ তমনি ২ ৩১ কবে ৩২ জীবন ধক ২ ৩৩ বিরহে ৩৪ ভারি

১ হ  
 ২ স  
 ৩ মন তব তম অধিকাৰী বে ( স )

মন্তব্য : দশম শতকের অনুবাদ মূলের তুলনায় অতিবিস্তৃত । মূলের একাদশ ও দ্বাদশ শতবর্ষকর্মে অবিধ  
 স্বেভাগের উচিত সম্পর্কে পশ্চিমবর্তী ও কুমুদিনীর যে উক্তি-প্রত্যুক্তি আছে অনুবাদে তা বর্জিত । দ্বাদশ শতকের বক্তব্যের  
 প্রতিধ্বনি অবশ্য দশম শতকের অনুবাদের মধ্যে বর্তমান । দশম শতকের মূল বক্তব্য অনুবাদ শতবর্ষকর্মে অনুবাদের যৌবন-  
 তত্ত্বব্যখ্যাসহ কুমুদিনীর মূখে উপস্থাপিত । দোহা অংশের কৃষ্ণগোপী প্রসঙ্গটি অবশ্য অনুবাদে অন্তর্ভুক্ত ।

বিষ্কর ঝংকার <sup>১</sup> ভেক ভর ২ বোল <sup>৩</sup> করে ।	ডাকউক কর <sup>২</sup> ২	বিষ্কর ঝংকার ভেক বার বার রোল করে রে ।	ডাহুকের স্বর
চাত <sup>৪</sup> পিউক বর সিখরে সিখী মস্ত বোলে রে <sup>৬</sup> ॥	দহএ মনুভব <sup>৫</sup>	চাতক পিক রব শিখরে শিখিনী মস্ত বোলে বে ॥	দহয় মনোভব
এ হেন প্রবিট করএ ছটফট <sup>৭</sup> সাই রে ।	কাল উতকট	এহেন প্রাব্ট করয় ছটফট সাই রে ।	কাল উতকট
সেত <sup>৮</sup> মএ পুরি জার সংগে মো <sup>৯</sup> হইরে ॥	সমএ ঝুরি ২	শ্বেতময় পুরী কার সংগে মোহ হই রে ॥	গময়ে ঝুরি ঝুরি
সরস বদর নিরস দেসে বয়রে <sup>১০</sup> ।	বহুল আদর	সরস বাদর নীরস দোসর বিহীনে রে ।	বহুল আদর
খান মাগন ভনএ <sup>১১</sup> আলাঅল হিনে বে ॥†	আরতি কারন	খান মাগন ভণষ আলাওল হীনে রে ॥	আরতি কারণ

## যমক ছন্দ

কুমুদিনী বচনে অতৃষ্ট পদ্মাবতী<sup>১২</sup> ।  
 অসত্য<sup>১৩</sup> ইঙ্গিতে অনুরক্ত<sup>১৪</sup> নহে শতি<sup>১৫</sup> ॥  
 বলিল<sup>১৬</sup> তাহার উরে লাগউক আগুনি ।  
 আন ভোম<sup>১৭</sup> যুখে রত<sup>১৮</sup> ছারিষা আপনি ॥  
 কষ্টক ফুটএ পদে গেলে আন<sup>১৯</sup> বাটে ।  
 দই নৃপ কদাপি ন বৈসে এক পাটে ॥  
 প্রভুর পিরিত ভাবে নিজ প্রানি দিমু ।  
 এ জশ্মে<sup>২০</sup> ন পাও<sup>২১</sup> জদি জশ্মাতবে পাইমু ॥  
 এক ছারি দোসব ভাবিলে নহে শতি<sup>২২</sup> ।  
 সংসারে কলঙ্ক পরকালে<sup>২৩</sup> অধর্গতি ॥  
 জিবন জীবন করৌ প্রভুর নিছনি ।  
 স্বামী<sup>২৪</sup> বিনে যুক<sup>২৫</sup> মুখ দিয়া জে আগুনি ॥

কুমুদিনী বচনে অতৃষ্ট পদ্মাবতী ।  
 অসত্য ইঙ্গিতে অনুরক্ত নহে সতী ॥  
 বলিল তাহার উরে লাগউক আগুনি ।  
 আন প্রেম সূখে রত ছাড়িয়া আপনি ॥  
 কষ্টক ফুটয় পদে গেলে আন বাটে ।  
 দই নৃপ কদাপি না বৈসে এক পাটে ॥  
 প্রভুর পিরিত ভাবে নিজ প্রাণ দিমু ।  
 এ জশ্মে না পাও যদি জশ্মাতরে পাইমু ॥  
 এক ছাড়ি দোসর ভাবিলে নহে সতী ।  
 সংসারে কলঙ্ক পরকালে অধোগতি ॥  
 জীবন যৌবন করৌ প্রভুর নিছনি ।  
 স্বামী বিনে সূখমুখে দেই যে আগুনি ॥(জা ১৩)

১ বিষ্কর ঝংকার ২ ডাকউক রব ৩ ভেগে বর রোল ৪ চাতক  
 ৫ দহন্ত জোবসী মোবে ৬ সীখরে সীখিনী মস্তা বলরে ৭ সটপট  
 ৮ শ্রেত ৯ মোহ ১০ ধররে ১১ ভূনএ ১২ পদ্মাবতি ১৩ অসৈভা  
 ১৪ উনু ভক্ত ১৫ সীতি ১৬ বলিল ১৭ প্রেম ১৮ রত ১৯ যান  
 ২০ না পামু ২১ সীতি ২২ পরলোকে ২৩ স্বামী ২৪ যুখ  
 † পদের ধ্রুবপদটি পুথিতে নেই । হিববী সংস্করণে তা নিম্নরূপ—

হার তোরে প্রেম প্রিয়া নহে ।  
 কিমূপে যৌবন দ্যুখ সহে ॥

• হিববী সংস্করণে এরপব দুটি অতিরিক্ত চরণ—  
 শ্বিক নহে সখী নহে জানিল কটনী ।  
 নানাছলে কথা কহে বাক্য নাহি গুনি ॥

ত্রয়োদশ শতকের অনুরূপে পদ্মাবতীর অনুভোগভঙ্গী মূলানুগ হলেও মূলে পদ্মাবতীর ক্রোধ যেমন উগ্রভাবে প্রকাশ  
 পেয়েছে অনুরূপে ততটা ভীত নর । বিপথে গেলে কাটাফোটার উপমাটি অনুরূপে নব সংযোজিত । আবার মূলেয় দোহা  
 অংশে ভক্ত-হরি-পিণ্ডলার প্রসঙ্গটি অনুরূপে অনুশীলিত ।

শব্দার্থ টীকা : বিষ্কর—বিষ্কর ঝংকার  
 প্রাব্ট—বর্ষা  
 শিখিনী—ময়ূরী

মন্তব্য : কুমুদিনী-কণ্ঠে মঞ্জার রাগে গেয় এই বর্ষাগীতিটি  
 আলাওলের বৈষ্ণবপদপ্রভাবিত গীতরচনার নিদর্শন । পদের  
 ভণিতা অংশটিতে মাগনের খান উপাধিটি লক্ষণীয় । মাগন  
 যে হিন্দু নন মুসলমান, ভণিতার এই অংশটি তার সমর্থন ।

কর্মান্দিন বোলে বালা সে কোন<sup>১</sup> ভোজন ।  
 তাহাত<sup>২</sup> নাহিক সগে দেসের ব্যঞ্জন ॥  
 একই ব্যঞ্জে ভক্ষ<sup>৩</sup> অলক্ষির চিন ।  
 য়র্নিদি পাঠাইলে আপনা<sup>৪</sup> কিবা ভিন ॥  
 জগ্য ২<sup>৫</sup> বৃজিয়া করিব আলাপন ।  
 কালক্রমে অগে<sup>৬</sup> হানি পরে প্রযজন<sup>৭</sup> ॥  
 জেন নিজ অগ হোশে<sup>৮</sup> ব্যাধির সঞ্চার ।  
 বনের ঔষধ আসি খরে জে প্রকার<sup>৯</sup> ॥  
 প্রবল বিরহ বোগ সরিরেত তোর<sup>১০</sup> ।  
 নয়নে<sup>১১</sup> ন সহে ভার প্রাণ পোরে মোর ॥  
 দর্ভব বচনে সতি কহে<sup>১২</sup> মন্দাদবে<sup>১৩</sup> ।  
 ধাঞে হইয়া<sup>১৪</sup> পাপপশত দুশাহ সিরে<sup>১৫</sup> ॥৮

কর্মান্দিনী বোলে বালা সে কোন ভোজন ।  
 মাহার নাহিক সগে দোসর ব্যঞ্জন ॥  
 একই ব্যঞ্জে ভক্ষ অলক্ষীর চিন ।  
 সূর্নিধি পাঠাইলে আপনা কিবা ভিন ॥  
 যোগ্যাযোগ্য বৃজিয়া করিব আলাপন ।  
 কালক্রমে অগে হানি পরে প্রয়োজন ॥  
 যেন নিজ অগ হোশে ব্যাধির সঞ্চার ।  
 বনের ঔষধ আনি করে প্রতিকার ॥  
 প্রবল বিরহ রোগ শরীরেত তোর ।  
 নয়নে না সহে ভার প্রাণ পোড়ে মোর ॥ (জা. ১৪)  
 দর্ভীর বচনে সতী কহে মন্দাদরে ।  
 ধাঞে হই পাপপশত দর্শাও আমারে ॥

গীত ঠৈববী রাগ, ভূজঙ্গপ্রয়াত ছন্দ

শতি শব্দ ছারে<sup>১</sup>  
 পতি প্রতি টারে  
 পিতা শীল<sup>২</sup> নাশে  
 যুবৃক্ষিক<sup>৩</sup> পাশে  
 অলপ্গাতা<sup>৪</sup> লোভা  
 কুলক্ষিকনি বিবা<sup>৫</sup>  
 অধায্য পবিগ্র<sup>৬</sup>  
 অহিষ্মা পরাদেশী<sup>৭</sup>  
 উদারএ সাধা<sup>৮</sup>  
 শ্রীযুক্ত মাগন

অতি পাপ<sup>১</sup> বাবে  
 গতি লক<sup>২</sup> গারে (ধূয়া)  
 হিতাহিত হাশে<sup>৩</sup>  
 কৃকৃতি<sup>৪</sup> প্রকাশে  
 যুপ্রভায় শোভা<sup>৫</sup>  
 সব কুল দ্রোবা  
 অসত্বা<sup>৬</sup> চরিগ্র  
 কদা ন মিত্র  
 গর্নি লর্পি বন্দ  
 খেমা শব্দ<sup>৭</sup> সিদ্দ

সতী সত্য ছাড়ে  
 পতি প্রতি ঠারে  
 পিতা-শীল নাশে  
 শূভ কৃতি পাশে  
 অনপ্গাতি-লোভা  
 কলক্ষিকনী বিভা  
 অতি অপবিগ্র  
 অহিত সে পাঠ  
 উদার সাধ  
 শ্রীযুক্ত মাগন

অতি পাপ বাড়ে  
 গতি লক্ষাগারে (ধূ) ।  
 হিতাহিত হাসে  
 কৃকৃতি প্রকাশে ।  
 সুপ্রভায় শোভা  
 সব কুল দ্রবা ।  
 অসতী চরিগ্র  
 কদাচ না মিত্র ।  
 গর্নিগণ বন্দ  
 ক্ষমা সত্যসিদ্ধ ॥

১ কন ২ জাহার ৩ ভৈক্ষ ৪ য়র্নিধি পাইলে আপনার ৫ জৈগ্য ৬  
 ৬ আধ্য ৭ পরজন ৮ হতে ৯ বনের অর্য়দি আনি কবে প্রতিকার  
 ১০ সরির তাহার ১১ নয়ান ১২ নহে ১৩ মন্দ ধরে ১৪ হই  
 ১৫ দুশাও আমার । হবিবী সংস্করণে অতিরিক্ত দৃচরণ

বাপ রাজ্য বিপ্রসুতা জানিসুখ প্রমে ।  
 আপনে নিকটে বাখি কুটনি বিসমে ॥

১৬ সতিষ না ছাড়ে ১৭ প্রেম ১৮ বব ১৯ সীর  
 ২০ হাসে ২১ যুক্তিকক ২২ কৃকৃতি ২৩ অলপ্গাতি ২৪ যুপ্রভা  
 অসোভা ২৫ কুলক্ষিকনিগ সাহাএ ২৬ অধৈজ্ঞ পরএ ২৭ অসাধ  
 ২৮ অহিষ্মা পদেসী ২৯ উদারএ সাধ; ৩০ খেমাশীল

মন্তব্য : চতুর্দশ শতকের অনূবাদ মূলের প্রথম  
 দুটি লাইন বাদ দিলে মোটামুটি স্বাধীন রচনা । পশ্চাতীর  
 অনুযোগমূলক গীতিশব্দকটি মূলে নেই, এটি আলাওলের  
 নিজস্ব সংযোজন । পদের কিছু কিছু শব্দ দূর্বোধ্য ।  
 ভগতায় মাগনের উল্লেখ ও পদের ছন্দোবৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় ।  
 পূর্থাপাঠ দূর্বোধ্য হওয়ায় হবিবী সংস্করণ এবং সত্যেশ্বর  
 সংস্করণের পাঠ মিলিয়ে ছন্দানুযায়ী একটা পদ-পাঠ  
 দেওয়া গেল ।

পদ্মাবতী বোলে শুন ধারিঞ কুমুদিনী ।  
দেখীতে জানিলু হিচ বচনে বরিনী ॥  
বিরমিলে কুল মোব জগত উজল ।  
চাহসি মিসাইয়া আসি করিতে মিসাল ॥  
ধম্ম মাজে পাপ দুঃখ মন্ত্রের চিন ।  
নমল কাণ্ডে তাম্বে করে মনে হিন ॥  
কলিকনি হইতে কহসী উপদেশ ।  
মোর রত্নধিক ভবে কে আছে বিসেস ॥  
মোর প্রিয় ভমর প্রচন্ড জেন ভান ३ ।  
অন্য মধুকর দেখো আংগার সমান ॥  
কুমুদিনী বোলে বালা কর অবধান ২ ২ ।  
মসি বিনু কোন চিত্র নহে সোভামান ৪ ৪ ॥  
স্যামল পোতালি সোভা নয়ান ধবলে ৫ ৫ ।  
অধিক সূচারু হয় রঞ্জিত কাজলে ৬ ৬ ॥  
মসিবিন্দু তিলক কপালে অনুপাম ।  
শোভিত বদন মাজে দন্তবোথা স্যাম ॥  
কুচাগ্রে স্যামল মদ্রা অতি চাব্তব ।  
নানা ফলে মধু পীএ স্যামল ভ্রমর ৭ ৭ ॥  
কেশ তোর স্যামল অধিক শ্বষুভিত ১০ ১০ ।  
স্যামল কুকিল রব অতি সুললিত ॥  
কলকে উজল চন্দ্র শ্রীজিল গোসারিঞ ।  
কমন শরির আছে জার ছায়া নাই ॥  
জৌবনে করিব স্নেহ বৃদ্ধকালে ১১ ১১ ॥  
জে লইছে নানা শ্বাদ সে জানে মর্ম ১২ ১২ ॥  
মোর চক্ষু ফুটে বালা তোর দক্ষ দেখী ।  
ভ্রমর মিলাম আনি বোল সশীমুখী ১৪ ১৪ ॥

পদ্মাবতী বোলে শুন ধারিঞ কুমুদিনী ।  
দেখিতে জানিলু হিত বচনে বৈরিনী ॥  
নিরমল কুল মোর জগত উজ্জ্বল ।  
চাহসি মিসাই মসি করিতে শ্যামল ॥  
ধর্ম্মমাঝে পাপ দুঃখে গোমন্ত্রের চিন ।  
নির্মল কাণ্ডে তাম্বে করে মনে হীন ॥  
কলিকনি হইতে কহসি উপদেশ ।  
মোর রত্নধিক ভবে কে আছে বিশেষ ॥  
মোর প্রিয় ভ্রমর প্রচন্ড যেন ভান ।  
অন্য মধুকর দেখি আংগাব সমান ॥ ( জা. ১৫ )  
কুমুদিনী বোলে বালা কর অবধান ।  
মসি বিনু কোন চিত্র নহে শোভমান ॥  
স্যামল পোতালি শোভে নয়ান ধবলে ।  
অধিক সূচারু হয় রঞ্জিত কাজলে ॥  
মসিবিন্দু তিলক কপালে অনুপাম ।  
শোভিত বদন মাঝে দন্তরেখা স্যাম ॥  
কুচাগ্রে স্যামল মদ্রা অতি চারুতর ।  
নানাফলে মধু গিয়ে স্যামল ভ্রমর ॥  
কেশ তোর স্যামল অধিক সুশোভিত ।  
স্যামল কোকিলরব অতি সুললিত ॥  
কলকে উজ্জ্বল চন্দ্র সূজিল গোসাই ।  
কমন শবীর আছে যার ছায়া নাই ॥  
যৌবনে করিব স্নেহ বৃদ্ধকালে ধর্ম্ম ।  
যে লইছে নানা শ্বাদ সে জানে মর্ম ॥  
মোব চক্ষু ফুটে বালা তোর দৃশ্য দেখি ।  
ভ্রমর মিলাম আনি বোল পদ্মমুখী ॥ ( জা. ১৬ )

১ জানিলুম ২ হিত বচন ৩ নিজ মন ৪ চাহ মিসাইতে মাসী করি  
রসাতল ৫ মৈশে ৬ গোমন্ত্রের ৭ নির্মল কাণ্ডে তাম্বে কেন মান হিন  
৮ ভব আছে ৯ বান ১০ আন মধুকর দেখী ১১ কুমুদিনী ১২  
অবধান ১৩ কাজ ১৪ সোভামান ১৫ সোভে নয়ান ধর্ম্ম ১৬  
কাজল ১৭ মসী সিন্দু তিলক ১৮ মধু ১৯ ভোমর ২০ বৃদ্ধিসত  
২১ বৃদ্ধকালে ২২ সে ২৩ মোর চক্ষু ফুটে তোমার ২৪ পদ্মমুখী

শব্দার্থ টীকা : মসি—আলি  
মদ্রা—চিহ্ন

মন্তব্য : পশ্চদঃ শব্দের অনুবাদ বাচনভঙ্গীতে  
মূলানুসারী নয়। মূলের উপমা রূপকল্প অনুবাদে  
বর্জিত হয়েছে। ধর্মের সঙ্গে অধর্মের অসংস্থান  
বোঝাতে গিয়ে মূলে সোনা ও সোহাগার মধ্যবর্তী সিসের

রাসায়নিক উপমা ব্যবহৃত হয়েছে, অনুবাদে তা বর্জিত হয়ে দুধ ও চোনার এবং স্বর্ণ ও তাম্বুর উপমা ব্যবহৃত। চন্দনে মাছি  
না বসার দৃষ্টান্ত-অলংকারটিও অনুবাদে বর্জিত। মূলের দোহা অংশটিও অনুবাদে অনুপস্থিত। ষোড়শ শব্দের অনুবাদে  
কুমুদিনীর কৃষ্ণাংশ-শ্রুতি-প্রসঙ্গগুলির অনেকগুলিই মূলানুসারী, কিন্তু কিছু কিছু ব্যতিক্রমও আছে। মসিচিত্রের প্রসঙ্গটি  
অনুবাদে নুতন, মূলে নেই। মূলে আছে কপোলে কালো তিলের শোভার কথা, অনুবাদে আছে কপালে কৃষ্ণ তিলকের সৌন্দর্য।  
কালো কোকিল ও কলিকত চন্দ্রের কথা মূলে নেই। দোহা অংশের দেবপাল নামের ঘোষণা অনুবাদে অনুপস্থিত। অনুবাদে  
চতুর্দশ শব্দের দোহাটি অনুপস্থিত।

কুমুদিনী বচনে রুমীল পশ্চাবতি<sup>১</sup> ।  
ধাঞি বুলি হেন বাক্য না কর বিপতি<sup>২</sup> ॥\*

১ পশ্চাবতি

২ ধাঞি বোলে হেন বাক্য করহ কিপতি

\* 'বা' পুথিতে এরপর অতিরিক্ত অংশ—

ধাঞিতে লবন যত দেও কেনে ঘন ।

মন্দ রাসী বুলি জদি ক্রোধ হৈব মন ॥†

পাসেতে মৃকুর রাখী সেই দিল্লীধর ।

নিরক্ষিল মোর রূপে রূপ অস্তর ॥

দেখী দক্ষিনের রূপে সাহা ধর্মসীল ।

কাম বসে জরি সাহা মূশ্চাগত হৈল ॥

তবে প্রভু কৃপাময় মোকে করি রোস ।

মোহর প্রাণের পবে হৈল অসন্তস ॥

সেই ক্রোধে পতি মোর বাসনে পরিল ।

জগভরি এই মোর অঙ্গস রহিল ॥

দুঃখ ঘট বার তিল গোময় মীলন ।

অন্তে নিপীলে নিমে তিত না ছারন ॥

সতি নাস হএ দিষ্টী হৈলে স্বয়ামী বিনে ।

লোভে পাপ বেদে সাস্ত্রে ভাবি দেখ মনে ॥

পাপ মৃত্যু নও দুঃখ পূবান বধনে ।

ফলাফল হৈব হেন ন ভাবিলুম মনে ॥

হেন অসদৃশ কর্ম অভাগী করিলুম ।

তার প্রতিফলে প্রিমা পাসে তো হারাইলুম ॥

এই মতে কটু উত্তর পশ্চাবতি বানি ।

জিজ্ঞাসীলে ধাঞি স্থানে কহে পূনি পূনি ॥

† হাঁবনী সংস্করণে এরপর চারটি অতিরিক্ত পংক্তি—

এক মোর ভাল মন্দ আছিল এহাতে ।

পাছে কি হইল কবি না চিন্তিলুম তাতে ॥

প্রাণ সম সখী মুখে শুনিয়া বাখান ।

\* লুক্কায় চাহিতেছিল তাহার বদন ॥

কুমুদিনী বচনে রুমীল পশ্চাবতি ।

ধাঞি বুলি হেন বাক্য করহ বিপতি ॥

ধাঞিতে লবণ যত দেও কেনে ঘন ।

মন্দ রাশি বুলি যদি ক্রোধ হইব মন ॥

পাশেতে মৃকুর রাখি সেই দিল্লীধর ।

নিরক্ষিল মোর রূপে রূপ অস্তর ॥

দেখি দক্ষিনী ব রূপে সাহা ধর্মশীল ।

কামরসে জরি সাহা মূচ্ছাগত হইল ॥

তবে প্রভু কৃপাময় মোকে করি রোষ ।

মোহর প্রাণের পরে হইল অসন্তোষ ॥

সেই ক্রোধে পতি মোর বাসনে পড়িল ।

জগভরি এই মোর অংশ রহিল ॥

দুঃখঘট হয় তিত্ত গোময় মিলনে ।

অমৃত নিপীলে নিমে তিত না ছাড়নে ॥

সতি নাশ হয় দৃষ্টি হইলে স্বামী বিনে ।

লোভে পাপ বেদে সাস্ত্রে ভাবি দেখ মনে ॥

পাপে মৃত্যু নয় দুঃখ পূরণ কখনে ।

ফলাফল হইব হেন না ভাবিলুম মনে ॥

হেন অসদৃশ কর্ম অভাগী করিলুম ।

তার প্রতিফলে প্রিমা পাশে তো হারাইলুম ॥

এই মতে কটু উত্তর পশ্চাবতি রাণী ।

জিজ্ঞাসীলে ধাঞি স্থানে কহে পূনি পূনি ॥

শব্দার্থ টীকা : বিগতি—ব্যস্ত

গোময়—গোবর্ষ

নিপীলে—পান করলে

মন্তব্য : বর্তমান শব্দকটি মূল-বহির্ভূত । মূলে ষোড়শ শব্দকের সোহা অংশের মধ্যেই কুমুদিনীর মুখে দেবপালের নামটি উচ্চারিত হয়েছে । দেবপালের নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে মূলের সপ্তদশ শব্দকে পশ্চাবতীর বিবৃপ প্রতিক্রিয়া বর্ণিত । কিন্তু অনুবাদে নামোচ্চারণকে বিলাসিত করে পশ্চাবতীর বিলাপকে আরও দীর্ঘতর করা হয়েছে । বর্তমান শব্দকে পশ্চাবতীর মুখে আনুপূর্বিক ঘটনার বিবরণ-সহ নানাপ্রকার নীতি কথা উচ্চারিত । মূলে যেখানে আছে দেবপালের নামোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তী প্রতিক্রিয়া, অনুবাদে সেক্ষেত্রে আরও কিছুকণ বিবৃতি ও বিলাপ গীতের মধ্যে দিয়ে পরবর্তী ঘটনাকে বিলাসিত করে নীতিবচন ও আদর্শ কথা শোনানো হয়েছে ।



## গীত রাগ আশোয়ারী

ওহ <sup>১</sup> বরি টিটা <sup>২</sup>	কুটিল <sup>৩</sup> কুলটা	ওহ বাড়ি ঠেটা	কুটিল কুলটা
পাপ কি বচন শুনাও সেরে <sup>৪</sup> ।		পাপ কুবচন শুনায় সে রে ।	
গর <sup>৫</sup> মধু গরি	কুল মোহাকারি	গরল গারি	কুল মহাকারি
ধিক <sup>৬</sup> ২ চরাও সে রে <sup>৭</sup> ॥		ধিক ধিক সরাও অচিরে ॥	
পরিখে শুদু <sup>৮</sup> তি	যুজন ন হোতি <sup>৯</sup>	পরিখে শুদু <sup>৮</sup> তি	সুজন না হোতি
কপট বচন তোর সখীরে <sup>১০</sup> ।		কপট বচন তার সখীরে ।	
জল মহ <sup>১১</sup> আগি	কবহু <sup>১২</sup> না লাগি	জল মাহ আগি	কবহু না লাগি
মলয়জ বৈট না <sup>১৩</sup> মাখিরে ॥		মলয়জে বৈঠে না মাখী রে ॥	
ধরম সি রু <sup>১৪</sup> তি	হেন উপরু <sup>১৫</sup> তি	ধরম সে রোখি	হেন উপরোখি
ফিরি ২ কুবচনা বোলহ <sup>১৬</sup> রে ।		ফিরি ফিরি কুবচন বোলে রে ।	
পরিহর আসা	আটার বাতাসা	পরিহর আশে	আশার বাতাসে
গিরিবর কহু না তোলে রে <sup>১৭</sup> ॥		গিরিবর কহু না টলে রে ॥	
অধর প <sup>১৮</sup> তাতা	চলএ জোগতা <sup>১৯</sup>	অধোপরি পাতা	চলয় যুগতা
তাবক সরিরি <sup>২০</sup> পটু জাগে রে ।		তবে শিরোপরি জাগে রে ।	
রসীক শুজন <sup>২১</sup>	গুন পবমানা <sup>২২</sup>	রসিক সুজন	গুণে পুরি মন
মাগন কু <sup>২৩</sup> তি বিরাজে বে ॥		মাগন কু <sup>২৩</sup> তি বিবাজে রে ॥	

সত্যোপন্যাস যে.ষ লেখ নাগরী সংস্করণে পদটিব পঠ—

এহা বাড়ি ঠেটা	কুটিল কুলটা
পাপ কুবচনে শোভা ওরে ।	
বর বধু নারী	কুল মহাবৈবী
ধীরে ধীরে সরাও অচিরে ॥	
আরে বল দু <sup>২৪</sup> তি	কুজনী লো অতি
কপট বচন তোর সখীরে ।	
জল মহা আগি	খর হীন লাগি
অমিয়া বচন মুখে মাখি রে ॥	
ধরম বিরোধী	হেন উপরোধি
ফিরি ফিরি কুবচন বল রে ।	
পরিহরি আশ	আশার বাতাস
গিরিবর কহু না টলে রে ॥	

অধোপরি পাতা

তবে শিরোপরি জাগে রে ।

রসিক সুজন

মাগন কীরতি বিরাজে রে ॥

শব্দার্থ টীকা :

গারি—গারি

কারি—কারি

ঠেটা—ধুটা

মাখী—মাখি

মাহ—মাখে

মলয়জ—চন্দন

অধোপরি পাতা—অঙ্কুরোদ্গত পদ্মগল

১ ওহ ২ পীটা ৩ কুটিল ৪ চিবে ৫ গরল ৬ খিরে ৭ চরাও চিরে  
৮ পাপ ৯ কুটিল ১০ কুবচন ১১ হোতি ১২ সীরে ১৩ জল মোহা  
১৪ কুবচন ১৫ বনজ বচন ১৬ সারিরে ১৭ রুখি ফিরে ১৮ বোল  
১৯ কহু নাশ্ত রে ২০ পপতা ২১ জোগতা ২২ তার সীর ২৩ শুজন  
২৪ গুণে পরিমন

মন্তব্য : অনুবাদে গীতিস্তবকটি আলাওলের স্বাধীন রচনা। মূলে এই জাতীয় বিলাপ পদ নেই। পদপাঠ অনেকক্ষেত্রেই দুর্বোধ্য। হিব্বী সংস্করণ এবং সত্যোপন্যাস সংস্করণের পাঠ মিলিয়ে সম্ভাবিত একটি পদপাঠ নির্ণয় করা গেল। মূলে কুবচনীর কুবচনভাবে কুবচন পদ্মাবতী সখীদের আহ্বান করে তৎক্ষণাৎ প্রতিকার করলেন। এখানে পদ্মাবতীর পদলালিত্যপূর্ণ বিলাপোক্তি যেতোটা গীতিময় ততোটা চরিত্রদোষাতক নয়। পদটিতে ব্রজবুলিভাষা ও হিন্দীভাষার প্রভাব লক্ষণীয়।

ষমক ছন্দ

পুনরাপি<sup>১</sup> বোলে দুর্ভী শুন বরবালা<sup>২</sup> ।  
 দেখিতে ন পারি<sup>৩</sup> তোর বিরহের জালা ॥  
 সংসারে কি কাজ<sup>৪</sup> অর্থ<sup>৫</sup> স্বখ নাহি জদি ।  
 পঞ্চামী<sup>৬</sup> সেবি সতি হইল দ্রোপদী<sup>৭</sup> ॥  
 দান পুন্যভুক্তির পাতক নাশ হএ ।  
 তপসীর ধর্ম<sup>৮</sup> সিরিরে কথ কষ্ট সহে ॥<sup>৯</sup>  
 বৈবহার ধর্মে<sup>১০</sup> শুন কহে আন কথা ।  
 পরমাৰ্থে<sup>১১</sup> একমাত্র জানির সর্বথা ॥  
 জন্ম জিব জন্মে<sup>১২</sup> সীব জন্ত নারি গৌর ।  
 শব্দ<sup>১৩</sup> সীষু মএ জগ<sup>১৪</sup> বৃজহ বিচারি ॥  
 সংসারে পদরস এক একই<sup>১৫</sup> রমনি ।  
 এক কাম এক প্রানি ন<sup>১৬</sup> জানে তন্তজ্ঞানি ॥  
 তবে কি সংসারে জগ্য অজগ্য<sup>১৭</sup> চাহিব ।  
 রশী লাগি রসীক জিবন ত্যাগীব ॥  
 বালি<sup>১৮</sup> বিন্দু বৃদ্ধিব<sup>১৯</sup> বরিল তারাবতি ।  
 তথাপি সংসার মাঞ্জে তারা মোহাসতি ॥  
 মোহাকণ্ট বন্দনে পরিল তোর শ্বামি<sup>২০</sup> ।  
 জিবনে নাহিক মৃত্ত<sup>২১</sup> বৃদ্ধি দিল আমি<sup>২২</sup> ॥  
 শ্বামি বিন্দু নারির<sup>২৩</sup> সেবকে ন মানএ ।  
 অন্যান্যক দেস হইলে অর্থাশ্রয় হএ ॥<sup>২৪</sup>  
 এথেকে কহম তোব<sup>২৫</sup> হিত উপদেশ ।  
 দেওপাল ভিজিয়া রাখহ নিজ দেস ॥  
 স্বক<sup>২৬</sup> আর সম্পদ<sup>২৭</sup> পাইবা দুই বস্তু ।  
 রত্নশেন হোশে<sup>২৮</sup> ধিক বোলএ অবস্তু ॥

পুনরাপি বোলে দুর্ভী শুন বরবালা ।  
 দেখিতে না পারি তোর বিরহের জালা ॥  
 সংসারে কি কাজ আশ্বাসদুখ নাহি যদি ।  
 পঞ্চামী সেবি সতী হইল দ্রোপদী ॥  
 তপসীর ধর্ম কষ্ট শরীরেতে সহে ।  
 দানে পুণ্য ভোগীর পাতক নাশ হয় ॥  
 বৈবহার ধর্মে শুন কহে আন কথা ।  
 পরমাৰ্থে একমাত্র জানিও সর্বথা ॥  
 যন্ত জীব তন্ত শিব যন্ত নারী গৌরী ।  
 সর্ব বিশ্বময় দেব বৃদ্ধি বিচারি ॥  
 সংসারে পদরস এক একই রমণী ।  
 এক কায় এক প্রাণ জানে তন্তজ্ঞানী ॥  
 তবে কি সংসারে যোগ্য অযোগ্য চাহিব ।  
 রস লাগি রসিক জীবন ত্যাগিব ॥  
 বালি বিন্দু সূত্রীবে বরিল তারাবতী ।  
 তথাপি সংসার মাঞ্জে তারা মহাসতী ॥  
 মহাকণ্ট বন্দনে পাঁড়ল শ্বামী তোর ।  
 জীবনে নাহিক মৃত্ত বৃদ্ধি শুন মোর ॥  
 শ্বামী বিন্দু নারীরে সেবকে না মানয় ।  
 অন্য এক দেশ হইলে অর্থাশ্রয় হয় ॥  
 এথেকে কহিয়ে তোরে হিত উপদেশ ।  
 দেওপাল ভিজিয়া রাখহ নিজ দেশ ॥  
 স্বক আর সম্পদ পাইবা দুই বস্তু ।  
 রত্নশেন হোশে ধিক বোলয় অবস্তু ॥

১ পুনরাপি ২ রাজবালা ৩ পারি ৪ কাজ ৫ আশ্ব ৬ পঞ্চাম্যাম  
 ৭ দ্রোপতি ৮ তপসীর ধর্ম কষ্ট সিরিরেতে সহে ৯ পরে মায়ে ১০ তন্তে  
 ১১ সর্ব ১২ জৈগ্য ১৩ একই ১৪ কায় ১৫ 'ন' বর্জিত ১৬ জৈগ্য  
 অজৈগ্য ১৭ বালি ১৮ বৃদ্ধিবে ১৯ শ্বামী তোর ২০ মৃত্তি ২১ বৃদ্ধি  
 বৃদ্ধি মোর ২২ শ্বামী বিনে নারিরে ২৩ অন্য এক দেসে হৈলে অশ্রয়ে  
 রহএ ২৪ কাহএ তোরে ২৫ স্বক ২৬ সম্পদ ২৭ হস্ত

শব্দার্থ টীকা : বৈবহার — ব্যবহার

মন্তব্য : গীত-পরবর্তী এই শব্দকটিও মূল নেই। এটিও আলাওলের নিজস্ব সংযোজন। পদ্মাবতীকে বিপক্ষে আনার জন্য কন্দম্বদীনী এই পৌরাণিক দৃষ্টান্তবহুল উপদেশ-ভাষণ এবং পদরস-রমণী সম্পর্কিত তন্তু কথা মূলোত্তীর্ণ দৃষ্টান্তালীর্ণ চমৎকার নিদর্শন।

দেওপাল নামে রাণি ক্রোধগত হইয়া<sup>১</sup> ।  
 তর্জি'য়া উটীল কুটুনিরে<sup>২</sup> গালি দিয়া ॥  
 নহশী মোহর<sup>৩</sup> তুই ধাঞা কদাচিত ।  
 দেওপালে পাঠাইছে জানিল<sup>৪</sup> নিশ্চিত ॥  
 বৃশ হইয়া<sup>৫</sup> তোর হেন দালালি<sup>৬</sup> বচন ।  
 ন জানি জৈবন<sup>৭</sup> কালে আছিলি কেমন ॥  
 কেমন কুকুর খুদ্র নামে দেওপাল ।  
 সিংগের রমানি আসা করএ শ্রীকাল<sup>৮</sup> ॥  
 হেন বাক্য<sup>৯</sup> কহসী আশীয়া মোর আগে ।  
 পরাণে মারিলে<sup>১০</sup> তোকে বধ নহি<sup>১১</sup> লাগে ॥  
 এ বুলি ইঞ্জিত কৈল দাসীগন প্রীতি ।  
 বোলে<sup>১২</sup> ধরি কুটুনি কুটলি কিল লাতি ॥  
 নাসা বর্গ<sup>১৩</sup> কাটি দূর্তি বাহর করিয়া ।  
 মোনা দি<sup>১৪</sup> ফিবাইল তাবে গম্ভবে তুলিয়া ॥†

শ্রীজুত<sup>১৫</sup> মাগন ধীর সত্বেব<sup>১৬</sup> অবধি ।  
 গুনিগন মন তোসে রসের উর্দধি<sup>১৭</sup> ॥  
 হরসীতে জিঞ্জাসিল আলাওল স্থানে ।  
 রত্নসেন মৃত্ত কহ<sup>১৮</sup> হইল কেমনে ॥  
 কি বৃশ্ব বাদিলা গোরা আনিল নৃপতি ।  
 কোন<sup>১৯</sup> মতে স্বামী<sup>২০</sup> পুনি পাইল পদ্মাবতী ॥  
 তাহান আদেশ<sup>২১</sup> যুনি মন কুতুহলে ।  
 রত্নসেন মৃত্ত<sup>২২</sup> কথা কহে আলাওলে ॥

১ ক্রোধগত হইয়া ২ কুটুনিরে ৩ নওসী মোহরে ৪ জানিলুম  
 ৫ বৃশ্ব হই ৬ দারির ৭ জৌবন ৮ শ্রীকালে ৯ বাক্য ১০ বধিলে  
 ১১ তোরে বধ নহি ১২ বল ১৩ নাক কান ১৪ ডেডারা

† হিবনী সংস্করণে অতিরিক্ত পংক্তি—  
 এমত করিয়া দূর্তী নেকালি বাহরে ।  
 দেওপাল কাছে গেল লঞ্জায় অস্থিরে ॥

১৫ ছিরি জোত ১৬ সৈস্তর ১৭ অবধি

- এরপর 'বা' পুঁথিতে অতিরিক্ত পংক্তি—  
 পশ্বিনির সতিথ যুনিয়া নৃপবর ।  
 দানে মানে আমা প্রীতি তুসীলা সস্তর ॥  
 ২৩ কে ২৪ কন ৩০ স্বামী ৩১ আদেশে ৩২ মোক্ত

দেওপাল নামে রাণী ক্রোধগত হইয়া ।  
 তর্জি'য়া উঠল কুটুনিরে গালি দিয়া ॥  
 নহসি মোহর তুই ধাঞা কদাচিত ।  
 দেওপাল পাঠাইছে জানিল<sup>৪</sup> নিশ্চিত ॥  
 বৃশ্ব হইয়া তোর হেন দালালি বচন ।  
 না জানি যৌবনকালে আছিলি কেমন ॥  
 কেমন কুকুর ক্ষুদ্র নামে দেওপাল ।  
 সিংহের রমণী আশা করয় শৃগাল ॥  
 হেন বাক্য কহসি আশীয়া মোর আগে ।  
 পরাণে বধিলে তোরে বধ নাহি লাগে ॥  
 এ বুলি ইঞ্জিত কৈল দাসীগণ প্রীতি ।  
 চুলে ধরি কুটুনি কুটিলি কিল লাতি ॥  
 নাক কান কাটি দূর্তী বাহর করিয়া ।  
 ডেডারা ফিরাইল তাবে গম্ভবে তুলিয়া ॥ (ছা.১৭)

শ্রীযুত মাগন ধীর সত্যের অবধি ।  
 গুণী-মনতোষকারী রসের উর্দধি ॥  
 হরষিতে জিজ্ঞাসিল আলাওল স্থানে ।  
 রত্নসেন মৃত্ত কহ হইল কেমনে ॥  
 কি বৃশ্ব বাদিলা গোবা আনিল নৃপতি ।  
 কোন মতে স্বামী পুনি পাইল পদ্মাবতী ॥  
 তাহান আদেশ শূনি মন কুতুহলে ।  
 রত্নসেন-মৃত্ত কথা কহে আলাওলে ॥

শব্দার্থ টীকা : ডেডারা—ঢাড়া

উদ্যম—সমুদ্র

মন্তব্য : কুমুদিনীর মূখে দেওপাল নামের উল্লেখ এবং তা শূনে পদ্মাবতীর ক্রোধ ও কুমুদিনীকে শাস্তিদানের ঘটনা অনেকটাই সপ্তদশ শতকের মুলানুসারী অনুবাদ। যদিও মূলের বাচনভঙ্গী ও দোহা অংশের বৈদগ্ধ্য অনুবাদে নেই। সপ্তদশ শতকের পরবর্তী অনুবাদশতকে মাগনের প্রশাস্ত এবং তার কৌতুহল-জিজ্ঞাসা আলাওলের নিজস্ব সংযোজন।

## পদ্মাবতী-গোরা-বাদল সংবাদ খণ্ড

রাগ : গুর্জরী ধমক হৃদ

দুতীরে করিয়া শাস্তি পদ্মাবতী রাণী ।  
 অপমানে চাহে বালা তেজিতে পরানি ॥  
 শ্বামি মোর সীর পরে নাহি জে কারন ।  
 হেন খন্দ্র অধমে বোলএ দর্শন ॥  
 সিররে ন সহে মোর হেন অপমান ।  
 বিস আনি দেও সখী তেজিমু পরান ॥  
 শখী বোলে অনর্চিত জে জনে কহিল ।  
 হুদে অপরাধ জুগ্য শাস্ত তেন পাইল ॥  
 উত্তমেরে অসদৃশ অধমে বোলএ ।  
 স্বর্গে ত ফেলিলে থক বদনে লাগএ ॥  
 আশুঘাতি হইয়া কেনে তেজিবা পরান ।  
 তিলেক চলহ গোরা বাদিলার স্থান ॥\*  
 তাবা জদি না করএ রাজার উদ্দেশ ॥  
 তবে সে তেজিমু প্রাণ শুন উপদেশ ॥  
 শখীর বচনে বালা তুরিত গমনে ।  
 পদদ্রবে গেলা গোরা বাদিলা সদনে ॥  
 কোন কালে কন্যা নাহি হাটে পদগতি ॥  
 পশ্চে ২ বর্ধিরে তিতিল বসুমতি ॥†  
 দুই ভাই দেখী অতি কাশ্পত তরাসে ।  
 অশ্বরের পঠ জেন প্রবল বাতাসে ॥

দুতীরে করিয়া শাস্তি পদ্মাবতী রাণী ।  
 অপমানে চাহে বালা তেজিতে পরাণী ॥  
 শ্বামী মোর শিরোপরে নাহি ষেকারণ ।  
 হেন ক্ষুদ্র অধমে বোলয় দর্শন ॥  
 শরীরে না সহে মোর হেন অপমান ।  
 বিষ আনি দেও সখী তেজিমু পরাণ ॥  
 সখী বোলে অনর্চিত ষে জনে কহিল ।  
 কৃত অপরাধ যোগ্য শাস্ত তেন পাইল ॥  
 উত্তমেরে অসদৃশ অধমে বোলয় ।  
 স্বর্গে ত ফেলিলে থক বদনে লাগয় ॥  
 আশুঘাতি হইয়া কেনে তেজিবা পরাণ ।  
 তিলেক চলহ গোরা বাদিলার স্থান ॥  
 সেই দুই আছয় নূপের প্রাণ প্রাণ ।  
 না রাখি তাহার আশ্রা পাইল অপমান ॥  
 তারা যদি না করয় রাজার উদ্দেশ ।  
 তবে সে তেজিমু প্রাণ শুন উপদেশ ॥  
 সখীর বচনে বালা তুরিত গমনে ।  
 পদদ্রজে গেলা গোরা বাদিলা সদনে ॥  
 কোন কালে কন্যা নাহি হাটে পদগতি ।  
 পশ্চে পশ্চে বর্ধিরে তিতিল বসুমতী ॥  
 দুই ভাই দেখি অতি কাশ্পত তরাসে ।  
 অশ্বরের পঠ যেন প্রবল বাতাসে ॥

১ করিয়া ২ শাস্তি ৩ শ্বামী ৪ মনি ৫ নাহি ৬ অধমে ৭ সখী  
 ৮ জেন ৯ জৈগ্য ১০ সাস্তি ১১ অসীদ্রস ১২ অধমে ১৩ স্বর্গে তে  
 ১৪ ফেলিলে ১৫ হই

\* 'বা' পদ্বিধিতে অতিরিক্ত দু পংক্তি—

সেই দুই আছএ নূপের প্রান পণ ।

ন রাখী তাহার আশ্রা পাইল অপমান ॥

১৬ উদ্দেশ ১৭ তেজিমু ১৮ সখীর ১৯ সদনে ২০ কন্যা নাহি

২১ পদগতি ২২ বসুমতি ২৩ অশ্বরের

† 'বা' পদ্বিধিতে অতিরিক্ত দু পংক্তি—

কত কেনে গেলা জদি বাদিলা মন্দিরে ।

সতে সতে কন্যা আসী নিলেক দেখিরে ॥

নব্বাধ টীকা : স্বর্গ—স্বর্গ

মন্তব্য : বর্তমান পরিচ্ছেদের আরম্ভ-শব্দকটি অনুবাদের নবসংযোজন । অপমানিতা পদ্মাবতীর বিলাপ, বিবপানে  
 আত্মহননের অভীশা এবং তদন্তরে সখীদের নিবারণ, সাম্বন্ধা এবং গোরাবাদলের কাছে আশ্রয়গ্রহণের উপদেশ ইত্যাদি  
 বিস্তারিত বিবরণ মূলে নেই, পদ্মাবতীকে সখীদের দৃষ্টিসাম্বন্ধার প্রসঙ্গটি মূলের প্রথম শব্দের প্রথম পংক্তিতে ইঙ্গিতে আছে ।

পদরেন্দু ঝারিলেক কেস খশাইআ<sup>১</sup> ।  
 দই দিগে বিচে দই চামর লইয়া ॥  
 বশীতে<sup>২</sup> আসন দিলা ন বসিলা<sup>৩</sup> রানি ।  
 মূকে ন নিঃবরে বাকা<sup>৪</sup> পরে চৌক্ষে পানি<sup>৫</sup> ॥\*  
 ভক্তি ভাবে শাস্তাইআ<sup>৬</sup> পুছে<sup>৭</sup> দই জন ।  
 অনর্চিত কাষ্য আজি<sup>৮</sup> কিসের কারন ॥  
 কি লাগিয়া<sup>৯</sup> উলটী ব সিলা<sup>১০</sup> গঙ্গা পানি ।  
 সেবকের গৃহেত আইলা টাকুরানি<sup>১১</sup> ॥  
 নারি জদি আসি এক<sup>১২</sup> হাংকারে আমারে ।  
 মস্তক কাটিয়া জাইব<sup>১৩</sup> ইশ্বরের শ্বারে ॥  
 কি লাগী এতেক কণ্ট<sup>১৪</sup> কর<sup>১৫</sup> আংগা সার ।  
 ইশ্বার<sup>১৬</sup> কার্যে আছে পরানি আমার ॥†  
 কহিতে লাগিল রানি কান্দিতে ২ ।  
 রাতুল হইল মর্হি নয়ানের রক্তে<sup>১৭</sup> ॥  
 তুর্ক্ষি<sup>১৮</sup> দই নৃপতির<sup>১৯</sup> গৃহে রাজ<sup>২০</sup> স্তম্ভ ।  
 তুর্ক্ষি<sup>২১</sup> দই মূলে রাজকার্যের আরম্ভ<sup>২২</sup> ॥  
 দৃঃখ বৃক্ষ মোর হৃদে বারিল বহুল ।  
 স্বর্গে<sup>২৩</sup> সাখা লাগিল পাতালে গেল মূল ॥  
 ফুল ফুল জথ<sup>২৪</sup> ধরে কহন ন<sup>২৫</sup> জাএ ।

মোর দৃক্ষ জারে কহো জলিয়া মরএ ॥<sup>২৬</sup> X

১ খশাইআ ২ বসীতে ৩ না বসিলা ৪ বানি ৫ চৌক্ষে করে পানি

• 'বা' পুথিতে অতিরিক্ত দৃঃখ--

আর বহু রানি আগে আইল নারিগণ ।  
 রত্থখাল ভরি লইয়া সেবার কারণ ॥

৬ শাস্তাইআ ৭ পুছে ৮ কাঙ্ক্ষ আঘ ৯ কারনে ১০ সীল ১১ আসীল  
 টাকুরানি ১২ নারি এক আসী জদি ১৩ মস্তকে হাটীয়া জাইমু  
 ১৪ দৃক্ষ ১৫ কহ ১৬ ইশ্বরের

† 'বা' পুথিতে অতিরিক্ত কয়েক পংক্তি—

শ্লেণা পরিহর মাতা বৈসহ এখন ।  
 পরিসৈঞ্জা করি সবে জাথতে জিবন ॥  
 এ বুলিআ বহু মূল্য রত্ন অলংকার ।  
 সীরে ধরি আনি আগে করিলা বেবার ॥  
 ডিম্বক সম্বাসী আনি লই নিলখন ।  
 রানিকে নিছিয়া দান কৈল দইজন ॥  
 দোহার আশ্বাসে রানি সান্ত পশ্চাবর্ত ।  
 তিল চিত্ত স্থির হই বসীল স্বর্বাভ ॥

১৭ সন্ধ্যান রকতে ১৮ তুর্ক্ষী ১৯ নৃপ রাজ ২০ জেন ২১ তুর্ক্ষী  
 ২২ আরম্ভ ২৩ স্বর্গে ২৪ ফুল ফুল কথ ২৫ সনন না ২৬ মোর  
 সম দৃক্ষ জার সেই পাতিজাএ X 'বা' পুথিতে অতিরিক্ত পংক্তি—  
 নৃপতির দাস তুল্ল নহে দেওপাল ।  
 ডোহার অর্থাৎ স্থান কন্যে লাগে সাল ॥

পদরেন্দু ঝাড়িলেক কেশ খশাইয়া ।  
 দই দিগে বিচে দই চামর লইয়া ॥  
 বসিতে আসন দিলা না বসিলা রাণী ।  
 মূখে ন নিঃবরে বাণী চৌক্ষে করে পানি ॥  
 আর বহু রাণী আগে আইল নারীগণ ।  
 রত্থখাল ভরি লইয়া সেবার কারণ ॥  
 ভক্তিভাবে শাস্তাইয়া পুছে দইজন ।  
 অনর্চিত কাষ্য আজি কিসের কারণ ॥  
 কি কারণে উলটি বহিলা গঙ্গা পানি ।  
 সেবকের গৃহেত আসিলা ঠাকুরানি ॥  
 নারী যদি আসি এক হাংকারে আমারে ।  
 মস্তকে হাটিয়া যাইমু ঈশ্বরের শ্বারে ॥  
 কি লাগি এতেক কণ্ট কহ আঙ্কা সার ।  
 ঈশ্বরের কার্যে আছে পরানি আমার ॥ (জা. ১)

কহিতে লাগিল রাণী কান্দিতে কান্দিতে ।  
 রাতুল হইল আঁখি শ্রোত নির্বাহিতে ॥ (জা. ২)

তুর্ক্ষি দই নৃপতির গৃহে রাজস্তম্ভ ।  
 তুর্ক্ষি দই মূলে রাজকার্যের আরম্ভ ॥  
 দৃঃখবৃক্ষ মোর হৃদে বাড়িল বহুল ।  
 স্বর্গে শাখা লাগিল পাতালে গেল মূল ॥  
 ফুল ফুল যত ধরে কহন না যায় ।  
 মোর সম দৃঃখ যার সেই পাতিয়ায় ॥

শব্দার্থ টীকা : বিচে—বাক্স করে

মস্তবা : প্রথম স্তবকের অন্তর্বাদে কিছু কিছু নতুন কথা আছে । মূলে আছে গোরাবাদলের কাছে যেতে গিয়ে পদ্মাবতীর অনভ্যস্ত পায় ফোঁকা পড়ার কথা, অন্তর্বাদে রক্ত করার চিত্র । গোরা বাদলের ঘরে রত্থখালা ভরে রাণীকে সেবা করার জন্য অন্য নারীদের আগমনবৃত্তান্ত মূলে নেই । স্বর্ণসিংহাসনে রাণীকে উপবেশন করতে বললে রাণীর উপবেশন করার বৃত্তান্ত মূলের কোনো পাঠে আছে, কোনো পাঠে নেই । অন্তর্বাদে না বসার পাঠটিই গৃহীত হয়েছে । রাণীকে দেখে গোরা বাদলের কম্পিত হওয়ার চিত্র মূলে থাকলেও অশ্বখপাতার উপমাটি অন্তর্বাদে নতুন । রাণীর আদেশে মস্তকে হেঁটে যাবার আনুগত্য-চিত্রটি অন্তর্বাদকের নব সংযোজন । শ্বিতীয় স্তবকটি অন্তর্বাদে দুলাইনে সমাপ্ত । পদ্মাবতীর কাষার প্রসঙ্গটুকুই এখানে আছে । মূলের বিলাপবাণী অন্তর্বাদে বর্জিত ।

‘বামি’ মোর বন্দনে হইল<sup>২</sup> চিরকাল ।  
 কহিতে তোমারে গেলে<sup>৩</sup> না বদলিব<sup>৪</sup> ভাল ॥  
 দক্ষ অপমান মোর<sup>৫</sup> সিরিগে না সহে<sup>৬</sup> ।  
 ‘বামি’<sup>৭</sup> পাসে জাইমু পান রহে<sup>৮</sup> কিবা জ্ঞাএ<sup>৯</sup> ॥  
 তেকারনে গৃহের<sup>১০</sup> বাহির আজি হইল<sup>১১</sup> ।  
 কুলভয় কুললাজ<sup>১২</sup> সকল তেজিল<sup>১৩</sup> ॥  
 জথা মোর প্রানশ্বর আছএ বন্দনে<sup>১৪</sup> ।  
 মস্ত করাইমু গীয়া রহিয়া আপনে ॥

যদুনিয়া বাদিলা গৌরা কান্দিয়া কহিলা<sup>১৫</sup> ।  
 জথেক<sup>১৬</sup> কহিল আমি নূপে ন যদুনিলা<sup>১৭</sup> ॥ \*  
 তার প্রতিফল রাজা পাইল হাতে ২ ।  
 তুর্কি<sup>১৮</sup> কথা জাইবা মাতা আমাবা থাকিতে ॥  
 আমি দুই ভাই যদি হৈল<sup>১৯</sup> পরলোক ।  
 তবে সে ভাবিল মাতা নূপতির শোক<sup>২০</sup> ॥ †  
 অগা<sup>২১</sup> উগীল এবে যুখাইল নিব ।  
 অশপৃষ্ঠে পলান<sup>২২</sup> পবিল হুঅ স্থির<sup>২৩</sup> ॥  
 এবে রাহু ভোদি যামি<sup>২৪</sup> ছেবাইব যুব ।  
 খন্ডিব তোমাব মনে<sup>২৫</sup> দুরূকের অক্ষুব ॥  
 চন্দ্রের নিকটে যুব মিলাইব আনি ।  
 রজনী মাজারে<sup>২৬</sup> জেন উগে দিনমনি ॥  
 তবে সে বাদিলা গোবী<sup>২৭</sup> বোলাইব<sup>২৮</sup> নাম ।  
 কিবা মরৌ<sup>২৯</sup> কিবা করৌ<sup>৩০</sup> সিদ্ধি<sup>৩১</sup> মনস্কাম ॥

১ শ্যামী ২ পরিল ৩ না কহি তোমারে গেলে ৪ বদলিব ৫ জ্ঞা  
 ৬ সহ ৭ শ্যামী ৮ জ্ঞাএ বএ ১০ গৃহের ১১ হইলম ১২ কুল লাজ  
 কুল ভএ ১৩ তেজিল ১৪ বন্দনে ১৫ কহিল ১৬ না ধরিল

\* ‘বা’ পদ্বিধিতে অতিরিক্ত দৃ পংক্তি—

তুরূকের কপট বৃজ্ঞাআ ভাল মতে ।  
 সকল বৃজ্ঞিল আমি করিতে ইঙ্গিতে ॥

১৭ তুমি ১৮ হই ১৯ সোক

† ‘বা’ পদ্বিধিতে অতিরিক্ত দৃ পংক্তি—

জথেক কহিলা দক্ষ সকল উচিত ।

সত্রেত আচএ চিত্ত মরিতে সহিত ॥

২০ উগ্রস ২১ ফল না ২২ পরিলে নহে তির ২৩ ভেধি আমি  
 ২৪ মন ২৫ প্রভাতে ২৬ গৈয়া ২৭ বোলাইমু ২৮ মরৌ ২৯ করৌ  
 ৩০ সিদ্ধি

শ্যামী মোর বন্দনে পড়িল চিরকাল ।  
 তোমারে কহিতে গেলে না বদলিব ভাল ॥  
 দক্ষ অপমান মোর শরীরে না সহ্য ।  
 শ্যামীপাশে যাইমু প্রাণ রহে কিবা যায় ॥  
 তেকারনে গৃহের বাহির আজি হইল ।  
 কুলভয় কুললাজ সকল তেজিল ॥  
 যথা মোর প্রাণেশ্বর আছয় বন্দনে ।  
 মস্ত করাইমু গীয়া রহিয়া আপনে ॥ (জা ৩)

শদুনিয়া বাদিলা গৌরা কান্দিয়া কহিলা ।  
 যতেক কহিল আমি নূপে না শদুনিলা ॥  
 তুরূকের কপট বৃজ্ঞাআ ভাল মতে ।  
 সকল বৃজ্ঞিল আমি করিতে ইঙ্গিতে ॥  
 তার প্রতিফল রাজা পাইল হাতে হাতে ।  
 তুমি কোথা যাইবা মাতা আমরা থাকিতে ॥  
 আমি দুই ভাই যদি হই পরলোক ।  
 তবে সে ভাবিও মাতা নূপতির শোক ॥  
 যতেক কহিলা দক্ষ সকল উচিত ।  
 সতত আছয় চিত্ত মরিতে সহিত ॥  
 অগস্ত্য উগল এবে শুখাইল নীর ।  
 অশপৃষ্ঠে পলান পরিলে হইব স্থির ॥  
 এবে বাহু ভোদি আমি উখ্যাবিব সুব ।  
 খন্ডিব তোমার মনে দুরূকের অক্ষুব ॥  
 চন্দ্রের নিকটে সুর মিলাইব আনি ।  
 রজনী প্রভাতে যেন উগে দিনমণি ॥  
 তবে সে বাদিলা গৌরা বোলাইমু নাম ।  
 কিবা মরৌ কিবা করৌ সিদ্ধি মনস্কাম ॥ (জা. ৪)

শব্দার্থ টীকা : চন্দ্রের নিকটে সুর—পদ্মাবতীর সঙ্গে রত্নসেন

উগে—উদিত হই

অগস্ত্য উগল—অগস্ত্য নক্ষত্রের উপর হল অর্থাৎ  
 শরৎকাল এল ।

পলান—লাগাম । মলে আছে ‘পলানি’ ।

( পরিহি পলানি তুরূক পাঠ হ )

মন্তব্য : তৃতীয় শ্তবকের প্রথমাংশের অন্তর্বাদ মলান্দসারী, পরবর্তী অংশে প্রকৃত্তর ক্রমনিচিঠি অন্তর্বাদে  
 বিজ্ঞিত । চতুর্থ শ্তবকের অন্তর্বাদ অনেকটাই মলান্দগামী । শ্তবকের শেষ দুটি পংক্তি নব সংযোজিত ।

এখ<sup>১</sup> শূনি রানি দহানে<sup>২</sup> দিলা পান ।  
 প্রশংসা বচনে বহু করিলা সন্মান ॥  
 তুর্কি দহা<sup>৩</sup> মোহর অঙ্গদ হনুমান ।  
 ভিন্ন জে অঞ্জর্ন সম মোহা বলবান ॥<sup>৪</sup>  
 তোমা বিন<sup>৫</sup> মোর কার্য<sup>৬</sup> কে সাধিব আর ।  
 তুর্কি<sup>৭</sup> দুই পুত্র দুক্ষ খণ্ডাও আমার ॥<sup>৮</sup>  
 বহু স্তূতি রানিরে করিয়া দুই ভাই ।  
 রত্ন চতুর্দলে করি<sup>৯</sup> দিলেক পাটাই ॥  
 হরসীত হইয়া<sup>১০</sup> রানি পাটেত উঠিলা ।  
 চলিতে বাদিলা গোবা<sup>১১</sup> জুস্তি আরশ্বলা ॥

১ এখ ২ দোহানে ৩ তুমি দুই ৪ ভিন্ন অঞ্জর্ন সমান দোহান  
 বলবান ৫ তুমি বিনে ৬ কার্য ৭ তুমি ৮ তুর্কি ৯ রানি ১০ গেরা

† হবিবী সংস্করণে অতিরিক্ত চার পংক্তি—  
 রাণীর কাতর বাণী শূনি দুই ভাই ।  
 করযোড়ে ভক্তি করি কিহল বুঝাই ॥  
 জলপান করাইতে বহু বর কল্যা ।  
 মরমে বিরহ দুঃখ কিহু না ভিক্ষিলা ॥

এত শূনি রাণী দোহানে<sup>১</sup> দিলা পান ।  
 প্রশংসা বচনে বহু করিলা সন্মান ॥  
 তুমি দুই মোহর অঙ্গদ হনুমান ।  
 ভীম-অঞ্জর্ন সমান দোহান বলবান ॥  
 তোমা বিনে মোর কার্য<sup>২</sup> কে সাধিব আর ।  
 তুমি দুই পুত্র দুঃখ খণ্ডাও আমার ॥ (জা. ৫)  
 বহু স্তূতি রাণীরে করিয়া দুই ভাই ।  
 রত্ন চতুর্দলে তুলি দিলেক পাটাই ॥  
 হরষিত হইয়া রাণী পাটেত উঠিলা ।  
 চলিতে বাদিলা গোরা যুস্তি আরশ্বলা ॥ (জা. ৬)

শব্দার্থ টীকা : দোহানে—দুজনকে

অঙ্গদ—বালীপুত্র ; মূলে অঙ্গদ ও হনুমান  
 ছাড়া আরও দু-একটি বীর-যুগলেব কথা আছে ।  
 মোহর—আমার ।

মন্তব্য : পঞ্চম স্তবকটির অনুবাদ মূলানুগ হলেও খুবই সংক্ষিপ্ত । গোরা-বাদল-প্রশস্তি প্রসঙ্গে পদ্মাবতীর মূখে মূলেব  
 পঞ্চম স্তবক জুড়ে যে বিস্তারিত পৌরাণিক বীর-তালিকা আছে তার মধ্যে রামায়ণ থেকে একজোড়া এবং মহাভারত থেকে  
 একজোড়া নাম নির্বাচন করে পঞ্চম স্তবকের অনুবাদে দেওয়া হয়েছে । ষষ্ঠ স্তবকের অনুবাদও মূলের সংক্ষিপ্ত ঘটনা-নির্দেশ ।  
 রাণীর উদ্দেশ্যে গোরা বাদলের স্তূতিবচনগুলি অনুবাদে বিজর্জিত । রাণীর গৌরবময় প্রস্থান-সৌন্দর্যও অনুবাদে অনুপস্থিত ।

## পদ্মাবতী-কপটদৌত্য খণ্ড

বিরলে বসিয়া দহ করি তবে জুড়িত<sup>১</sup> ।  
 কোণ বৃষ্টি<sup>২</sup> হইবেক রাজার জে মূর্ত্তি<sup>৩</sup> ॥  
 বাদিলা বোলএ জুড়<sup>৪</sup> করি একবার ।  
 কিবা মরি কিবা করি ইশ্বর উম্মার ॥  
 গৌরাএ<sup>৫</sup> বোলএ ভাই তোমা<sup>৬</sup> অপবৃষ্টি<sup>৭</sup> ।  
 মত গর্ব<sup>৮</sup> না বৃষ্টি<sup>৯</sup> বিসম কাষ্যবৃষ্টি<sup>১০</sup> ॥  
 জার দর্পে চৌখণ্ড কপএ<sup>১১</sup> ধর ২ ।  
 তার দেশ লিগ কোনে<sup>১২</sup> করিব সমর<sup>১৩</sup> ॥  
 কলে বিন্দ কল্য<sup>১৪</sup> নৃপ উম্মারিব ছলে ।  
 পাশানে চাঁপলে হস্ত টানে কলেবলে<sup>১৫</sup> ॥\*  
 নৃপ মূর্ত্ত হেতু<sup>১৬</sup> রানি জাইব সাহা পাশে<sup>১৭</sup> ॥  
 এই বাস্তা<sup>১৮</sup> প্রচার হউক<sup>১৯</sup> শর্বদেশে<sup>২০</sup> ॥  
 শাহা<sup>২১</sup> পাসে তুরিত<sup>২২</sup> পাঠাইব<sup>২৩</sup> রাএ বার ।  
 নৃপতি সবে<sup>২৪</sup> হোন্তে<sup>২৫</sup> খণ্ডাক প্রহার ॥  
 এই জুড়িত ভাবি<sup>২৬</sup> নিঃসরিল দুই ভাই ।  
 অনূমতি লৈল রানি<sup>২৭</sup> পম্মাবতি ঠাই<sup>২৮</sup> ॥  
 যুবৃষ্টিশেখর<sup>২৯</sup> নাম<sup>৩০</sup> ছিল পাণবর ।  
 মহাবিদ্যা পবিত্র কথক শ্রুতধর<sup>৩১</sup> ॥  
 তাহানে<sup>৩২</sup> পাঠাই দিল ছোলতান পাশ ।  
 পম্মাবতি নামে সব লিখী আর্দাস<sup>৩৩</sup> ॥

১ দুই করিয়া যুগতি ২ মতে ৩ রাজার মূর্ত্তি ৪ যুষ্টি ৫ গৌরাএ  
 ৬ তুমি ৭ মস্ত গর্বে না বৃষ্টি ৮ কাপএ ৯ কনে  
 ১০ 'বা' পৃষ্টিতে অভিযুক্ত কয়েক পংক্তি—

রত্নসেন নিপ<sup>১</sup> আগে দেশেতে আছিল ।  
 সংসারের হিন্দু রাজা গরেতে আনিল ॥  
 তবেহ সাহাব সনে নারিলা জিনিতে ।  
 সকল করিলা যুষ্টি জলিয়া মরিতে ॥  
 অখনে নারিক সঙ্গে সেই নৃপবর ।  
 নৃপকুল রহিল জাহার জে সহর ॥  
 সাহা সঙ্গে যুষ্টি দিতে কাহি জদি কথা ।  
 রত্নসেন বধিবেক সর্বনাশ এথা ॥

১১ করি ১২ ছল ১৩ হৈতে ১৪ পাস ১৫ বান্ধ ১৬ প্রকাশ করোক  
 ১৭ সর্ব দেশ ১৮ সাহা ১৯ চতুর ২০ পাটাও ২১ সারির ২২ হতে  
 ২৩ সবার ২৪ গীয়া ২৫ টাই ২৬ সংকর ২৭ নামে ২৮ মহাবিদ্যা  
 কথক পবিত্র শ্রুতাধার ২৯ তাহারে ৩০ পম্মাবতি নামেতে লেখিল  
 আরম্ভস

মন্তব্য : পদ্মাবতী-কপটদৌত্য খণ্ডটি পৃথকভাবে জায়সীদ পদ্মাবৎ কাব্যে নেই । এইখান থেকেই মূলচর্চার সূত্রপাত ।

বিরলে বসিয়া দহ কবে তবে যুষ্টি ।  
 কোন বৃষ্টি হইবেক রাজাব যে মূর্ত্তি ॥  
 বাদিলা বোলয় বৃষ্টি করি একবার ।  
 কিবা মরি কিবা করি ইশ্বর উম্মার ॥  
 গৌরায় বোলয় ভাই তুমি অপবৃষ্টি ।  
 মস্ত গর্বে না বৃষ্টি বিষম কাষ্যসিষ্টি ॥  
 যার দর্পে চৌখণ্ড কপম ধর থব ।  
 তার দেশ লিগ কোনে করিব সমর ॥  
 রত্নসেন নৃপ আগে দেশেতে আছিল ।  
 সংসারের হিন্দু রাজা গড়েতে আনিল ॥  
 তবেহ সাহাব সনে নারিলা জিনিতে ।  
 সকলে করিলা যুষ্টি জলিয়া মরিতে ॥  
 অখনে নারিক সঙ্গে সেই নৃপবর ।  
 নৃপকুল রহিল যে যাহার শহর ॥  
 সাহা সঙ্গে যুষ্টি দিতে কাহি যদি কথা ।  
 রত্নসেন বধিবেক সর্বনাশ এথা ॥  
 কলে বিন্দ কৈল নৃপ উম্মারিব ছলে ।  
 পাষণে চাঁপলে হস্ত টানে কলে বলে ॥  
 নৃপমূর্ত্ত হেতু রাণী যাইব সাহা পাশে ।  
 এই বার্তা প্রচার হউক সর্বদেশে ॥  
 সাহা পাশে তুরিত পাঠাইব রাষবাব ।  
 নৃপতি শরীব হোন্তে খণ্ডাক প্রহার ॥  
 এই যুষ্টি ভাবি নিঃসরিল দুই ভাই ।  
 অনূমতি লইল রাণী পম্মাবতী ঠাই ॥  
 সুবৃষ্টিশেখর নাম ছিল পাণবর ।  
 মহাবিদ্যা কথক পবিত্র শ্রুতিধর ॥  
 তাহানে পাঠাই দিল ছোলতান পাশ ।  
 পম্মাবতী নামেতে লিখিয়া আর্দাস ॥

শব্দার্থ টীকা : শ্রুতিধর—একবার শুনাই যে মনে রাখতে সমর্থ  
 আর্দাস—জিজ্ঞাসা



সাহার সেবাএ মূই আসিমু নিশ্চএ ।  
 শ্বামি মোর পাক এবে প্রশাদ<sup>১</sup> অভএ ॥  
 য়নহ<sup>২</sup> বচন সাহা আংগা কর তারে<sup>৩</sup> ।  
 দাশী হেন কৃপা জ্জদি আছএ আমারে<sup>৪</sup> ॥  
 রত্নসেন অংগ হোস্তে খন্ডায় প্রহার ।  
 দেখীয়া আইসক সীগ্রে<sup>৫</sup> মোর<sup>৬</sup> রাএবার ॥  
 কৃপা হইলে দাসীবা<sup>৭</sup> রাখিবা<sup>৮</sup> নিবেদন ।  
 কৃপা ন থাকিলে আসি কোন প্রওজন ॥  
 মোর লাগি দুখ পায় রত্নসেন মনি<sup>৯</sup> ।  
 সত নারি হৈক পতি পদের<sup>১০</sup> নিছনি ॥  
 সরুপ<sup>১১</sup> হইয়া লাজে নারি নাম লএ ।  
 মরন ইচ্ছিয়া নানা প্রহার সহএ ॥  
 মোর লাগি প্রান দিব<sup>১২</sup> হেন মোহারাজ ।  
 শ্বামি বধ<sup>১৩</sup> ভাবিয়া তেজিলু কুল লাজ ॥  
 এবে কৃপা কর শাহা<sup>১৪</sup> দয়ালু চরিত ।  
 য়নিলে সাহার কৃপা আসিমু তুরিত ॥  
 পঞ্চপাট হাঁপত দিল পঞ্চপাট<sup>১৫</sup> ঘোরা ।  
 বহুরত্ন নানা দেসী<sup>১৬</sup> বিচিত্র কাপরা ॥  
 নিশী দিসী চলে<sup>১৭</sup> চিতাউর<sup>১৮</sup> বাএবার ।  
 একমাসে উস্তরিল দিল্লীর মাজাব ॥  
 বহু ভেট লৈয়া<sup>১৯</sup> ভেটিল সাহা পাসে<sup>২০</sup> ।  
 পড়াইয়া<sup>২১</sup> য়নিলেক রানির আদেসে<sup>২২</sup> ॥  
 য়নিতে ২ সাহা পূর্নিকত অংগ ।  
 রসের সাগরে হৈল আনন্দ তবংগ<sup>২৩</sup> ॥

সাহার সেবায় মূই আসিমু নিশ্চয় ।  
 শ্বামী মোর পাক এবে প্রসাদ অভয় ॥  
 শূনহ বচন সাহা আঞ্জা কর তারে ।  
 দাসী হেন কৃপা যদি আছয় আমারে ॥  
 রত্নসেন অংগ হোস্তে খন্ডাও প্রহার ।  
 দেখিয়া আইসক শীঘ্র মোর রায়বার ॥  
 কৃপা হৈলে দাসীর রাখিবা নিবেদন ।  
 কৃপা না থাকিলে আসি কোন প্রয়োজন ॥  
 মোর লাগি দুঃখ পায় রত্নসেন মণি ।  
 শত নারী হৌক পতিপদের নিছনি ॥  
 পুরুষ হইয়া লাজে নারী নাম লয় ।  
 মরণ ইচ্ছিয়া নানা প্রহার সহয় ॥  
 মোর লাগি প্রাণ দিব হেন মহারাজ ।  
 শ্বামী বধ ভাবিয়া তেজিলু কুললাজ ॥  
 এবে কৃপা কর সাহা দয়াল চরিত ।  
 শূনিলে সাহার কৃপা আসিমু তুরিত ॥  
 পঞ্চপাট হস্তী দিল পঞ্চদশ ঘোড়া ।  
 বহুরত্ন নানাদেশী বিচিত্র কাপড়া ॥  
 নিশি নির্ণ চলে চিতাউর রায়বার ।  
 এক মাসে উস্তরিল দিল্লীর মাঝার ॥  
 বহু ভেট লইয়া ভেটিল সাহা পাশ ।  
 পড়াইয়া শূনিলেক রাণীর আদাসি ॥  
 শূনিতে শূনিতে সাহা পূর্নিকত অংগ ।  
 রসের সাগরে হইল আনন্দ তরংগ ॥

১ শ্বামী মোর পাক প্রসাদ ২ অলঙ্কৃত তব ৩ থাকএ যামার  
 ৪ মোর ৫ সীগ্রে ৬ রাখিবা ৭ দাসীবা ৮ মোর লাগি দুঃখ পাএ প্রাণ  
 রত্নমনি ১০ পদ পতিব ১১ পুরুষ ১২ দিল ১৩ শ্বামীবধ ১৪ সাহা  
 ১৫ পঞ্চদশ ১৬ চিতাউর ১৭ চিতাউর ১৮ লই ১৯ পাস ২০ পরাইয়া  
 ২১ আশ্রয় ২২ আনন্দিত বংগ

শব্দার্থ টীকা : নিছনি—অর্থাৎ  
 আদাসি—নিবেদন

মন্তব্য : গোরা বাদল যুদ্ধ খণ্ডের প্রথম স্তবকে গোরা ও বাদলের গোপন পরামর্শের কথা মূলে থাকলেও গোরা বাদলের মতভেদের কথা সেখানে নেই। মূলে পরামর্শটি গুহ্য, অনুবাদে প্রকাশিত। রত্নসেনের মহাবিস্ত্র, শ্রুতিধর পাঠ কথাকোবিদ সুবুদ্ধিশেষরকে দিয়ে বাদশাহের কাছে পদ্মাবতীর এই কপটদৌত্য ও পঞ্চপ্রেরণের বিস্তৃত বিবরণ মূলে নেই। এখান থেকেই মূলচর্চার সূত্রপাত। মূলে গোরাবাদল যুদ্ধ খণ্ডে দিল্লীতে গিয়ে সুলতানের কাছে কারারক্ষকের মাধ্যমে গোরা কস্তুরক পদ্মাবতীর কপট আর্জিপাঠ আছে। তদন্তরে সুলতানের সংক্ষিপ্ত রাজাঙ্গা একটি মাত্র চরণে ঘোষিত। এই সংক্ষিপ্ত প্রসঙ্গ অবলম্বনে আলাওলের অনুবাদে দত্তমাধ্যমে পদ্মাবতীর পত্র ও সুলতানের পত্রোত্তর নিয়ে বর্তমান অধ্যায়টি রচিত।

হয় বশ্ত দানে সাহা তুসী<sup>১</sup> রাএবার ।  
 রত্নসেন প্রতি দয়া করিলা<sup>২</sup> অপার ॥  
 রাজানিতি ভক্ষ দিলা<sup>৩</sup> বিচর<sup>৪</sup> বসন ।  
 দৃষ্টবন্দী রাখিলেক<sup>৫</sup> খণ্ডাই তারন ॥  
 পদ্মাবতী প্রতি স্নেহ করি সোলতান<sup>৬</sup> ।  
 সিগ্রে লিখী দিল<sup>৭</sup> পদ্মস্তর তুরমান ॥  
 পূর্বে<sup>৮</sup> মূই কহিছো<sup>৯</sup> তোমারে জদি পাম<sup>১০</sup> ।  
 প্রসাদ চন্দ্রেরি<sup>১১</sup> দেস নৃপতিরে দেম<sup>১২</sup> ॥  
 আর দিমু মারু<sup>১৩</sup> রায্য কহিলু<sup>১৪</sup> নিশ্চিত ।  
 আমার শাক্ষাতে<sup>১৫</sup> তুমী আইসহ তুরিত ॥  
 তোমার সম্বাদি<sup>১৬</sup> শান্ত<sup>১৭</sup> খণ্ডল আপদ ।  
 রাখীলে স্বামির<sup>১৮</sup> প্রান বারিব সমপদ ॥  
 নিজ মন হোস্তে<sup>১৯</sup> আমা ন ভাবিয় ৩ম ।  
 আমার সরির প্রাণ তোমার অধিন \* ॥  
 জেন মতে কহিলু কহিলু<sup>২০</sup> তেন রিত ।  
 কহিবেক রাএবারে তোমার বিদিত ॥  
 দত্ত প্রতি আঞ্জা কল্যা<sup>২১</sup> সাহা মোহাবলী ।  
 রত্নসেন সম্বাদিয়া<sup>২২</sup> সিগ্রে জাও চলি ॥  
 দণ্ডবত প্রনামি চলিল দত্তবর ।  
 শস্তরে আইল<sup>২৩</sup> রত্নসেনর গোচর ॥  
 চরনে পরিয়া দত্তে নৃপ প্রনামিলা<sup>২৪</sup> ।  
 গলে ধরি রত্নসেন বহুল কাম্পিলা<sup>২৫</sup> ॥  
 গলা ধরি দুইজন<sup>২৬</sup> কাম্পিতে ২ ।  
 রাঘোর রহস্য<sup>২৭</sup> কথা কহিলা<sup>২৮</sup> ইগিতে ॥

হয় বশ্ত দানে সাহা তুসিল রায়বার ।  
 রত্নসেন প্রতি দয়া করিলা অপার ॥  
 রাজরীতি ভক্ষ দিলা বিচিত্র বসন ।  
 দৃষ্টবন্দী রাখিলেক খণ্ডাই তাড়ন ॥  
 পদ্মাবতী প্রতি স্নেহ করি সোলতান ।  
 শীঘ্রে লেখি দিল পদস্তর তুরমান ॥  
 পূর্বে<sup>৮</sup> মূই কহিছ তোমারে যদি পাম<sup>১০</sup> ।  
 প্রসাদ চান্দার দেশ নৃপতিরে দিমু ॥  
 আর দিমু মারু রাজ্য কহিল নিশ্চিত ।  
 আমার শাক্ষাতে তুমি আইসহ তুরিত ॥  
 তোমার সংবাদে নৃপ খণ্ডল আপদ ।  
 রাখিলে স্বামীর প্রাণ বাড়িব সম্পদ ॥  
 নিজ মন হোস্তে আমা না ভাবিও ভিন ।  
 আমার শরীর প্রাণ তোমার অধীন ॥  
 সহস্র রমণী মোর আছে অন্তঃপুরে ।  
 সবার ভাজনি করি রাখিমু তোমারে ॥  
 সহস্রেক সখী দিমু সেবার কারণ ।  
 পতিস্নেহ পরিহারি আইসহ এখন ॥  
 যেন মতে কহিলা কবিবলু তেন রীতি ।  
 কহিবেক রায়বারে তোমার বিদিত ॥  
 দত্ত প্রতি আঞ্জা কল্যা সাহা মহাবলী ।  
 রত্নসেন সম্বোধিয়া শীঘ্রে যাও চলি ॥  
 দণ্ডবত প্রনামি চলিল দত্তবর ।  
 সস্তরে আইল রত্নসেনের গোচর ॥  
 চরণে পরিয়া দত্তে নৃপ প্রনামিলা ।  
 গলে ধরি রত্নসেন বিস্তর কাম্পিলা ॥  
 গলা ধরি দুইজন কাম্পিতে কাম্পিতে ।  
 কাহোর রহস্য কথা কহিল ইগিতে ॥

১ তুসীল ২ দয়া করিল ৩ ভিক্ষা দিল ৪ বিচিত্র ৫ করিলেক  
 ৬ ছোলতান ৭ সীঘ্রে লেখী দিলা ৮ কহিছ ৯ পাইমু ১০ প্রসাদ  
 চন্দ্রানি ১১ দিমু ১২ তিম ১৩ কহিলুম ১৪ শাক্ষাতে ১৫ সম্বাদে  
 ১৬ নৃপ ১৭ স্বামীর ১৮ হস্তে ১৯ কহিলা করিলুম ২০ কৈল  
 ২১ সম্বাসীআ ২২ সস্তরে আসীলা ২৩ প্রনামিল ২৪ বিস্তর কাম্পিল  
 ২৫ দুইজন ২৬ দেসের রোহাস্ব ২৭ কহিল

\* 'বা' পদার্থে অভ্যন্তর পংক্তি—

সহস্র রমণি মোর আছে অন্তঃপুরে ।  
 সবেতু ভাজনি করি রাখিমু তোমারে ॥  
 সহস্রেক সখী দিমু সেবার কারণ ।  
 পতি স্নেহ পরিহারি আইসহ এখন ॥

শব্দার্থ টীকা : মারু—মারোঘা  
 ভাজনি—আশ্রয়

মন্তব্য : পদ্মাবতীর পটলাভ করে কৃতার্থ সুলতান কস্তুরক পদ্মাবতীকে প্রেমাবিষ্ট উত্তর দান এবং রত্নসেনকে শাস্তি থেকে অব্যাহতি দিয়ে পাঠ সন্দ্বর্শনশেখরকে তাঁর সঙ্গে শাক্ষাৎ করার অনুরোধ প্রদান ইত্যাদি ঘটনাবলী একেবারেই মূল বহির্ভূত ব্যাপার । কারণক্ষে পাঠবরের সঙ্গে রত্নসেনের শাক্ষাৎ দৃশ্য এবং গলাগলি করে রত্নসেনে জলে সন্দ্বর্শনশেখর কস্তুরক রাজার কানে কানে ভবিষ্যৎ উদ্ভাষ-পরিষ্কারপনার প্রকাশ ইত্যাদি আঁতনটকীয় ব্যাপারগুলিও অনুবাদে নবমংযোজিত । মূলে এই দত্ত-শ্লেরণ নেই, ছদ্মবেশী সেনাসহ গোরাবাদল সরাসরি উপস্থিত ।

পহরি সবেরে সাম্ভাসিয়া<sup>১</sup> বহু ধনে ।  
 কদাচিত কাহি দূতে চলিল তখনে ॥\*  
 এথা<sup>২</sup> বাদিলা গৌরা<sup>৩</sup> সাজি দূই বির ।  
 সত হস্তি বাছিলেক<sup>৪</sup> সংগ্রামেত শিব ॥  
 জোগল শহশ্র লৈল<sup>৫</sup> মোহা অশ্ববার ।  
 সত বাছি এক লৈল পরম যুবর<sup>৬</sup> ॥  
 সন্য<sup>৭</sup> বাছি লৈল পশু<sup>৮</sup> সহশ্র পদাতি ।  
 সহশ্র তুরঙ্গ লৈল বাউ সম গতি<sup>৯</sup> ॥  
 পশুসত দুর্ল লৈল অতি সুরচির ।  
 বসনে ঢাকিয়া লৈল মাঞ্জে<sup>১০</sup> দূই বির ॥  
 রত্নময়<sup>১১</sup> চতুর্দোল সাজাইয়া লৈলা ।  
 অশ্রসমে এক কক্ষকার হায়ে<sup>১২</sup> থুইলা<sup>১৩</sup> ॥  
 রমানি অগের<sup>১৪</sup> বশ্র রজকে<sup>১৫</sup> বান্দিয়া ।  
 রাখিছে বিচিত্র বাস পেটারি ভরিয়া ॥  
 চতুর্দোলে আছাদন করে<sup>১৬</sup> সেই বাস ।  
 পশ্মিনীর গশ্বে অলি লমে তার পাস ॥  
 জেমত আরশেব চলে মোহাদেবিরাজ ।  
 বশ্রগৃহ সগে আসি<sup>১৭</sup> হৈল যুদ্ধশাজ<sup>১৮</sup> ॥†

প্রহরী সবেরে সম্ভাসিয়া বহু ধনে ।  
 কথাক্ত কাহি দূত চলিল তখনে ॥  
 এথা বাদিলা গৌরা সাজি দূই বীর ।  
 শত হস্তী বাছি লৈল সংগ্রামেত শিব ॥  
 যুগল সহশ্র লৈল মহা অশ্ববার ।  
 শত বাছি এক লৈল পরম যুবর ॥  
 সৈন্য বাছি লৈল পশুসহশ্র পদাতি ।  
 সহশ্র তুরঙ্গ লৈল বায়ুসম গতি ॥  
 পশুসত দুর্ল লৈল অতি সুরচির ।  
 বসনে ঢাকিয়া লৈল মাঞ্জে দূই বীর ॥  
 রত্নময় চতুর্দোল সাজাইয়া লৈলা ।  
 অশ্র সনে কক্ষকার তথাতে থুইলা ॥  
 রমণী অগের বশ্র রজকে বাশ্মিয়া ।  
 রাখিছে বিচিত্র বাস পেটারি ভরিয়া ॥  
 চতুর্দোলে আছাদন করি সেই বাস ।  
 পশ্মিনীর গশ্বে অলি লমে তার পাশ ॥  
 যেমত আরশেব চলে মহাদেবী রাজ ।  
 বশ্রগৃহ আদি সগে লৈল যুদ্ধশাজ ॥

## ১ সন্তসীমা

• 'বা' পৃথিতে অতিরিক্ত পংক্তি—

দিগ্নি হস্তে রাএবার জ্বদি ফিরি আইল ।  
 পশ্মাবাঁত আগে সব রেভান্ত কাহিল ॥  
 গৈরাএ বাদিলা আসী যুর্নিআ খবর ।  
 নৃপতির লাগী দূই কাশ্মিলা বিস্মর ॥  
 নৃপতির দক্ষ যুর্নি বোলে দূই ভাই ।  
 নৃপতি দেখীআ দূই মরি গীআ জাই ॥  
 এই মতে দূই ভাই দগাই করিল ।  
 গোপতে বহুল রাজা সাম্ভাদি আনিল ॥  
 একেই বহু রাজা সে সেসে আনিল ।  
 রত্নসেন দক্ষ যুর্নি বহুল কাশ্মিলা ॥

২ তবে সে ৩ গৈরা ৪ বাছি লৈলা ৫ যুগ সহশ্র লৈলা ৬ যুজার  
 ৭ সৈন্য ৮ সৈন্য ৯ সব বাউঃ গতি ১০ মাঞ্জে ১১ রত্নময় ১২ কক্ষকার  
 তাতে থুইলা ১৩ রমানির অশ্র ১৪ বাজাকে ১৫ আশ্রাদান করি  
 ১৬ আদি সগে ১৭ লৈল নানা শাজ

## † 'বা' পৃথিতে অতিরিক্ত পংক্তি—

আর এক অক্ষহিন যুর্সৈন্য সাজিত ।  
 নৃপতি সকল সগে রৈল নিযুক্তিত ॥

শব্দার্থ টীকা : যুবর—যোশ্বা

পেটারি—প্যাটরা বা বাক্স

মন্তব্য : রত্নসেনের সগে সাক্ষাৎ শেষে কারাপ্রহরীকে বহুধনদানে তুষ্ট করে স্দৃশ্মশেখরের চিতোর প্রত্যাবর্তন, তার মূখে  
 নৃপতির দূঃখ কথা শুনে গোরা বাদলের ক্রন্দন ইত্যাদি বিবরণ মূলে নেই। তবে পশ্মিনীর স্দৃশ্মজিত শিবিকায় এক কামারকে  
 নিয়ে ছশ্মবেশী সৈন্যদের ডুলি সাজিয়ে গোরা বাদলের দিল্লী আগমনের পরবর্তী ঘটনার বিবরণ আছে পদ্যাবলি কাব্যের গোরা  
 বাদল যুদ্ধ খণ্ডের শিবতীর স্তবকে। মূলের যোলশো শিবিকা অনুবাদে পটশো ডুলিতে পরিণত।

## গোরা-বাদল-ঘুঙ্ক-যাত্রা খণ্ড

চলিবাব দিন জদি হইল<sup>১</sup> উপস্থিত ।  
 জসোদ যাইল<sup>২</sup> দই পুত্রের<sup>৩</sup> বিদিত ॥  
 বাদিলা গোরার<sup>৪</sup> আগে কহিল কাণ্ডিয়া ।  
 কথা জাও পুত্র দই আমারে ছারিয়া ॥  
 তরুক বিক্রম আমি<sup>৫</sup> সাক্ষাতে দেখিল ।  
 চিতাউর হেন গর শ্রমবত কল্য<sup>৬</sup> ॥  
 তরুকের সন্যের<sup>৭</sup> নাহিক পরিমান ।  
 নিসার্থে<sup>৮</sup> জোগল ভাই হারাইব প্রাণ ॥  
 কদাচিত ন<sup>৯</sup> পারিবা নৃপ ছোড়াইতে ।  
 অসম সাহস<sup>১০</sup> পুত্র না ধরিয়<sup>১১</sup> চিন্তে ॥  
 মোহাসুখে থাক পুত্র রাখোর<sup>১২</sup> ভিতব ।  
 বাদিলার গমনা আসিব আজি ঘর ॥

গমনার নাম যদুনি মন হরসীতে ।  
 পদুছিলা মাগন স্থানে<sup>১৩</sup> হাসিতে ২ ॥  
 রাজপুত্র কলেত গমনা বদলি<sup>১৪</sup> কারে ।  
 এহার নিম্নএ পদুনি কহত<sup>১৫</sup> আমারে ॥  
 মহন্ত আদেশ যদুনি কহে আলাওলে ।  
 গমনাব কথা কহে<sup>১৬</sup> মন কতুহলে<sup>১৭</sup> ॥

১ হৈল ২ জসোদ ৩ পুত্রের ৪ গৈরা বাদিলার ৫ আসী ৬ কৈল  
 ৭ সৈন্যের ৮ নিসার্থে ৯ না ১০ সাহাস ১১ ধবহ ১২ বাঞ্জার  
 ১৩ ধির ১৪ বোলে ১৫ কথিবা ১৬ এবে ১৭ যদুনি কতুহলে

চলিবাব দিন যদি হইল উপস্থিত ।  
 যশোদা আইল দই পুত্রের বিদিত ॥  
 গোরা বাদিলার আগে কহিল কাণ্ডিয়া ।  
 কথা যাও পুত্র দই আমারে ছাড়িয়া ॥  
 তরুক বিক্রম আমি সাক্ষাতে দেখিল ।  
 চিতাউর হেন গড় তৃণবৎ কৈল ॥  
 তরুকের সৈন্যের নাহিক পরিমাণ ।  
 নিঃস্বার্থে<sup>৮</sup> যুগল ভাই হারাইব প্রাণ ॥  
 কদাচিত না পারিবা নৃপ ছোড়াইতে ।  
 অসম সাহস পুত্র না ধরিয় চিন্তে ॥  
 মহাসুখে থাক পুত্র রাজোর ভিতর ।  
 বাদিলার গমনা আসিব আজি ঘর ॥ (জা.১)

গমনাব নাম শদুনি মন হরাষতে ।  
 পদুছিলা মাগন ধীর হাসিতে হাসিতে ॥  
 রাজপুত্র কলেত গমনা বদলি কারে ।  
 ইহার নিম্নএ পদুনি কহিবা আমারে ॥  
 মহন্ত আদেশ শদুনি কহে আলাওলে ।  
 গমনাব কথা শদুনি মন কতুহলে ॥

শব্দার্থ টীকা : গমনা—গউনা অর্থাৎ বিয়ের পর প্রথম স্বামীব ঘর  
 করতে আসে যে বধনী । গমনা সম্পর্কে আলাওলের এই  
 ব্যাখ্যা শব্দটি মূলে অনুপস্থিত ।  
 যশোদা—জায়সীতে ইনি বাদলের মাতা । কিন্তু আলাওলের  
 অনুবাদে ইনি গোরা ও বাদল উভয়েরই মা । জায়সীর  
 পদমাতে গোরা বাদলের ভাই নন, পিতৃস্থানীয় ।

মন্তব্য : ঘটনাক্রমের ক্ষেত্রে মূলে ও অনুবাদের মধ্যে তারতম্য ঘটেছে । মূলে আগে যশোদা-বাদল প্রসংগটি সেয়ে নিয়ে  
 গোরা বাদলের রত্নসেন উদ্ধারযাত্রা বর্ণিত । কিন্তু অনুবাদে রত্নসেন উদ্ধারযাত্রা উপলক্ষে ছন্দবেশী সৈন্যদের শিবিলা নিয়ে  
 গোরা বাদলের দিল্লীযাত্রার লগ্নে গউনা সমস্যা দিল্লী যশোদা ও গোরাবাদলের প্রসংগটি উখাপিত হয়েছে । রত্নসেন উদ্ধারের  
 গোপন পরিকল্পনা নিয়ে গোরা বাদলের দিল্লী যাত্রার নাটকীয়ভাবে অকস্মাৎ গতিরোধ করে বাদলের গউনা প্রসংগ নিয়ে এই  
 সুদীর্ঘ পরিচ্ছেদ মূলে ঘটনার নাটকীয় আবেগকে অনুবাদে অনেক পরিমাণে ব্যাহত করেছে । বিশেষ করে রাজপুত্র ‘গউনা’  
 রীতি সম্পর্কে মাগনের সামাজিক কৌতুহল এবং তদুত্তরে আলাওলের সমাজ-ব্যাখ্যার স্থান এটা নয় । কাব্যশ্রোতা মাগনের  
 কাছে সমাজব্যাখ্যা আলাওলের জন্মকথাটিকে লক্ষণীয় । প্রথম শব্দকের অনুবাদের ব্যতিক্রমগূর্ণি লক্ষণীয় । মূলে যশোদা  
 যেহেতু শদুনি বাদলের জননী, তাই বাদলের উদ্দেশ্যেই যশোদার কথাগুলি উচ্চারিত । কিন্তু অনুবাদে যশোদা গোরা বাদল  
 দুইয়েরই মা, এইজন্যে উভয়কে সম্বোধন করে সেই কথাগুলি উক্ত । মূলে গোরা বাদলের পিতৃব্য, অনুবাদে ভ্রাতা ।

এবে গমনার কথা শুনহ বিদিত ।  
 রাজপুত্র কদুলেত<sup>১</sup> আছএ হেন নিত ॥  
 শিশুদ্রমতি কন্যারে<sup>২</sup> জদি সে বিবা করে ।  
 জাবত উচ্চাব<sup>৩</sup> দেখে থাকে পিত্তঘরে ॥  
 কথ দিন ব্যাজে তান<sup>৪</sup> স্যান<sup>৫</sup> করাইয়া ।  
 সৰুস্তুকে<sup>৬</sup> শ্বামিগৃহে দেএ পাঠাইয়া ॥  
 তবে তার শ্বামি সঙ্গে রতিরঙ্গ হএ ।  
 রাজপুত্র কদুলে তাবে গমনা বোলএ ॥  
 নিরোধ বচন দহ<sup>৭</sup> শূনি মধুদ্রমুখে<sup>৮</sup> ।  
 বিরজোক্ত পদস্তুর দিলা মন দঃখে<sup>৯</sup> ॥  
 তুমি মোর জননি সহজে গুরুজন ।  
 সেকথা কহিতে জুগ্য<sup>১০</sup> ন জাএ লগ্নন<sup>১১</sup> ॥  
 শ্বামি<sup>১২</sup> মোস্ত হেতু জাইতে বাদ ন জুয়াএ<sup>১৩</sup> ।  
 বির পুত্র হইলে কলঙ্ক বাপ মাএ ॥  
 প্রভু কার্যে<sup>১৪</sup> ন জাইব পরানের ডরে ।  
 এ হেন<sup>১৫</sup> কদুপুত্র তুমি ধরিছ উদরে ॥  
 রাজপুত্র কদুলের কলঙ্ক ন চাইয়া ।  
 মৃতু ভয় দরসাও জননি হইয়া ॥  
 আপনে দুয়ারে<sup>১৬</sup> মোর হাটী আইলা রানি ।  
 কিসের কারনে আর<sup>১৭</sup> এ ছার পরানি ॥

এবে গমনার কথা শুনহ বিদিত ।  
 রাজপুত্র কদুলেত আছয় হেন রীত ॥  
 শিশুদ্রমতি কন্যারে যদি সে বিভা করে ।  
 যাবত পুত্র না দেখে থাকে পিতৃঘরে ॥  
 কতদিন ব্যাজে তান স্মান করাইয়া ।  
 সকৌতুকে শ্বামীগৃহে দেয় পাঠাইয়া ॥  
 তবে তার শ্বামী সঙ্গে রতিরঙ্গ হয় ।  
 রাজপুত্র কদুলে তারে গমনা বোলয় ॥  
 নিরোধ বচন দোহ শূনি মধুদ্রমুখে ।  
 বীরযুক্ত পদস্তুর দিল মনঃদুখে ॥  
 তুমি মোর জননী সহজে গুরুজন ।  
 সে কথা কহিতে যোগ্য ন যায় লগ্নন ॥  
 শ্বামী মৃতু হেতু যাইতে বাধা না যুয়ায় ।  
 বীরপুত্র নহিলে কলঙ্ক বাপ মায ॥  
 প্রভু কার্যে না যাইব পরাণের ডরে ।  
 এহেন কদুপুত্র তুমি ধরিছ উদরে ॥  
 রাজপুত্র কদুলের কলঙ্ক না চাইয়া ।  
 মৃত্যুভয় দবশাও জননী হইয়া ॥  
 আপনে দুয়ারে যোব হাটী আইলা রাণী ।  
 কিসের কারণে আর এ ছার পরাণী ॥

১ কদুলের ২ কৈন্যারে ৩ জাবতে পুত্র না ৪ তারে ৫ প্রান ৬ সৰুতুকে  
 ৭ দোহ ৮ মধুদ্রমুকে ৯ দকে ১০ জৈগ্য ১১ লগ্নন ১২ শ্বামী  
 ১৩ বাধা না যুয়াএ ১৪ কাশজ ১৫ এমত ১৬ দ্বারেতে ১৭ যোব

শব্দার্থ টীকা : যাবত পুত্র না দেখে—বতকাল না রজঃশব্দা হয় ;  
 নিরোধ বচনে—গুরুপ্রাণ থাকে  
 না জুয়ায়—উচিত নয়

মন্তব্য : মূলে গউনা শব্দটি থাকলেও গমনা সম্পর্কিত রাজপুত্র সমাজ ব্যাখ্যার কোনো প্রসঙ্গ নেই । অন্তর্বাদে সবটাই মাগনের কৌতুহলনিবৃত্তি । অন্তর্বাদে জননীর প্রতি অন্তর্যোগ-বচনগুলি মূলে নেই । মূলের দোহা অংশটি অন্তর্বাদে অন্তর্পাঙ্কিত । শ্বিতীয় স্তবকের অন্তর্বাদ মোটামুটি মূলানুসারী কিন্তু মূলের চরণপারম্পর্য অন্তর্বাদে রক্ষিত হয় নি । মূলে স্তবকটি বাদলের প্রত্যস্তর, কিন্তু অন্তর্বাদে গোরা ও বাদল দুজনের প্রত্যস্তি । পৌরাণিক দৃষ্টান্তগুলি মূলানুসারী হলেও কিছু কিছু পরিবর্তন ও অতিরিক্ততা আছে । মূলে আছে দুর্বোধিনের মতো ভুলচালনার প্রসঙ্গ, অন্তর্বাদে আছে ভীমের কৌরব স্রাতাদের সঙ্গে যুদ্ধ-বিস্ত্রাস । মূলে গজযুথের দর্শনে সিংহাবক্রমের প্রসঙ্গ থাকলেও শ্যোনপক্ষীদর্শনে অন্য পক্ষীদের পলায়নের চিত্রটি অন্তর্বাদে নবসংযোজন ।

জ্ঞে বল<sup>১</sup> সাহার সন্য<sup>২</sup> নাই পরিমাণ ।  
 দাঁহল স্ববেলাচল<sup>৩</sup> এক হনুমান ॥  
 একেশ্বর<sup>৪</sup> অংগদে জিনিল লক্ষেস্বর<sup>৫</sup> ।  
 এক ভিমে জিনিল শতেক<sup>৬</sup> শহদর<sup>৭</sup> ॥  
 এক সিংহ দরসে<sup>৮</sup> শহপ্র করি ধাএ ।  
 সাচনেকে দেখী পক্ষি ঝাকে উরি জাএ<sup>৯</sup> ॥  
 তেন আমি দুই ভাই রাজপুত্র ধরে<sup>১০</sup> ।  
 তুরুরের প্রানে আমা কি করিতে পারে ॥  
 জ্বনের<sup>১১</sup> সংগ্রামে প্রকাশমু নিজ গুন ।  
 কুরু সন্য সম্বাদিত জেন ভিমাঞ্জন<sup>১২</sup> ॥  
 রনক্ষেত্রে রহি বীর ইশ্চিল মবন ।  
 কিবা এক তার আগে কিবা লক্ষ জন<sup>১৩</sup> ॥  
 তবে সে বাদিলা গোরা<sup>১৪</sup> নাম বোলাইমু<sup>১৫</sup> ।  
 শ্বামি উম্বারিমু কিবা নিজ প্রান দিমু<sup>১৬</sup> ॥

মাত্রি সগে এথেক কাহিতে ষির পানা<sup>১৭</sup> ।  
 তখনে বাদিলা গৃহে আইল গমনা ॥  
 গমনার সাজ সবে দেখিয়া<sup>১৮</sup> বিসেস ।  
 পুত্র চন্দ্রবদন করিয়া পুত্র বেস<sup>১৯</sup> ॥  
 মৃকুতা লাম্বত ভালে পদুরিয়া সিন্দুর<sup>২০</sup> ।  
 নব ঘনে তারক বিষ্টিত প্রাণ মোর<sup>২১</sup> ॥  
 ভুবু জগ্য ধনুগুর্ন রঞ্জিত কাজলে ।  
 কটাক্ষ বিসিখ বানে মূর্নি মন টলে ॥  
 রত্নের কুন্ডল কর্ণে নাসিকা বেসর ।  
 মৃদু মএ মধু হাসী রিগম অধর ॥  
 কবু কশ্ঠে ঝলকে পলট মনি হার ।  
 ত্রিভুবন মোহন সূচারু পণ্ডভার<sup>২২</sup> ॥  
 বিসিখ রসনা কটী সিংগ জিনি সাজে ।  
 গজগতি চলিতে নপদুর<sup>২৩</sup> ঘন বাজে ॥  
 গমনা আশাল জদি হরশীত মনে<sup>২৪</sup> ।  
 মৃত্যুবত হৈল মূর্নি শ্বামির গমনে<sup>২৫</sup> ॥

১ বোল ২ সৈন্য ৩ সোমেনা লংকা ৪ একেশ্বর ৫ লক্ষেশ্বর ৬ শতেক  
 ৭ সোহদর ৮ এক সীংগ প্রপেতে ৯ সাচন দেখীয়া জেন কুরুট এরি  
 জাএ ১০ ঘরে ১১ জৌবন ১২ কুরুজ্ঞে পাণ্ডব জেন ভিমহ অবূর্ন  
 ১৩ আগে জিবন লৈক্ষণ ১৪ গৈরা ১৫ প্রচারিমু ১৬ কিবা রাপনে  
 মারিমু ১৭ দুই জনা ১৮ সব দেখীতে ১৯ দেখীতে পুন্য ভেস  
 ২০ ভাল পরিআ সীন্দুব ২১ জেন বুর ২২ পস্তধর ২৩ নেপদুর  
 ২৪ মন ২৫ বচন

যে বল সাহার সৈন্য নাই পরিমাণ ।  
 দাঁহল সুবর্ণ লংকা এক হনুমান ॥  
 একেশ্বর অংগদে জিনিল লক্ষেস্বর ।  
 এক ভীমে জিনিলেক শতেক সহোদর ॥  
 এক সিংহ দরশে সহপ্র করী ধায় ।  
 সাচান দেখিয়া পক্ষী ঝাকে উড়ি যায় ॥  
 তেন আমি দুই ভাই রাজপুত্র ঘরে ।  
 তুরুরের প্রাণে আমা কি করিতে পারে ॥  
 যবন সংগ্রামে প্রকাশিমু নিজগুণ ।  
 কুরুসৈন্য সম্বোধিতে যেন ভীমাজূর্ন ॥  
 রণক্ষেত্রে রহি বীর ইচ্ছিল মরণ ।  
 কিবা এক তার আগে কিবা লক্ষজন ॥  
 তবে সে বাদিলা গোরা নাম বোলাইমু ।  
 শ্বামী উম্বারিমু কিবা নিজ প্রাণ দিমু ॥ (জা ২)

মাতৃ সগে এতেক কাহিতে দুইজনী ।  
 তখনে বাদিলা গৃহে আইল গমনা ॥  
 গমনার সাজ সব দেখিয়া বিশেষ ।  
 পূর্ণচন্দ্র বদন করিয়া পূর্ণ বেষ ॥  
 মৃকুতালক্ষিত ভালে পরিয়া সিন্দুর ।  
 নবঘনে তারক বেষ্টিত যেন সুর ॥  
 ভুবুসুগ্য ধনুগুর্ন রঞ্জিত কাজলে ।  
 কটাক্ষ বিসিখ বাণে মূর্নি মন টলে ॥  
 রত্নের কুন্ডল কর্ণে নাসিকা বেশর ।  
 মৃদু মৃদু মধু হাসি রিগম অধর ॥  
 কবু কশ্ঠে ঝলকে পলট মণি হার ।  
 ত্রিভুবন মোহন সূচারু পয়োভার ॥  
 বিসিখ রসনা কটি সিংহ জিনি সাজে ।  
 গজগতি চলিতে নেপদুর ঘন বাজে ॥  
 গমনা আসিল যদি হরাষিত মনে ।  
 মৃত্যুবৎ হইল শূর্নি শ্বামীর গমনে ॥ (জা.৩)

শব্দার্থ টীকা : সাচান—শ্যোনপক্ষী  
 বেশর—নোলক

মন্তব্য : তৃতীয় শতকের অনুবাদে গমনার রূপবর্ণনার প্রথমাংশটুকু মোটামুটি মূলানুসারী। অলংকারের পরিবর্তন ঘটেলেও আভরণগুণি মূলানুগত। কিন্তু নাসাবেশর, কটি মেখলা ইত্যাদি প্রসঙ্গগুলি অনুবাদে নবসংযোজন। বক্ষোহারের কথা মূলে আছে। কিন্তু ভুবনমোহন সূচারু পয়োভর চিত্রটি অনুবাদে নতন। রিগম অধরে মৃদু হাসিও অনুবাদকের যোজনা।

স্বয়া গৃহে বাসি কন্যা সখীত<sup>২</sup> কহিল ।  
 উৎসব জথেক আজি উলট হইল<sup>৩</sup> ॥  
 নৃপমুস্ত হেতু স্বামি<sup>৪</sup> চলিল নিশ্চয় ।  
 ফিরিয়া আসিব হেন<sup>৫</sup> মনেত না লয় ॥  
 নিশ্ফল হইল মোর এ রূপ জৈবন<sup>৬</sup> ।  
 জদি মানা করো নহো<sup>৭</sup> প্রভুর মিলন ॥  
 কি বৃন্দা করিমু মোরে কহ প্রান সখী ।  
 তিল ন<sup>৮</sup> পুরিল আসা হৈল<sup>৯</sup> জন্মে দখী ॥  
 সখী বোলে শুন বালা মোর উপদেশ ।  
 মানের সময় নহে<sup>১০</sup> কিঞ্চিৎ বিশেষ ॥  
 নিজ পতি মানাইতে কিবা তাহে লাজ ।  
 কর জুবি<sup>১১</sup> মানাইয়া সেবি<sup>১২</sup> নিজ কাজ ॥  
 সখীর বচনে কন্যা<sup>১৩</sup> মনে অনুমানি ।  
 পতিপাশে ধরে ২ চলিল কামিনি ॥  
 ঘোষট গজেরে আরে জুরি ভুরুধন<sup>১৪</sup> ।  
 কটাক্ষে মূহিয়া পতি জিয়াএ অতন<sup>১৫</sup> ॥  
 মৃদুবাক্য<sup>১৬</sup> মধুহাশী অমৃত<sup>১৭</sup> শীঘ্রএ ।  
 মধুবি লাবন্য ভণ্ড<sup>১৮</sup> পাসান দ্রবএ ॥  
 বৃকদৃষ্টে<sup>১৯</sup> হোরিয়া হাঁসিত মন্দ<sup>২০</sup> হাশী ।  
 পতিপাশে মূধা বাসে কিঞ্চিৎ প্রকাশি<sup>২১</sup> ॥  
 নিবেদহৌ<sup>২২</sup> প্রাপপতি কর অবধান<sup>২৩</sup> ।  
 প্রথম দরসে হারাইল<sup>২৪</sup> লাজ মান ॥  
 নিলাজ পরান জেবা আছএ<sup>২৫</sup> কিঞ্চিৎ ।  
 তিলে বিস্মারিব<sup>২৬</sup> বৃন্দা তোমার চরিত ॥  
 দূর গ্রামেত<sup>২৭</sup> তুমী চলিলা নিশ্কে ।  
 স্বামি মূলে হৈল মাত্র আমার কলকে ॥  
 আজি নিশি মোর সঙ্গে বণ<sup>২৮</sup> য় রতি ।  
 কি স্বরি<sup>২৯</sup> কান্দিমু মূঞ<sup>৩০</sup> হৈলে স্বর্ণ গতি<sup>৩১</sup> ॥

১ সৈন্ধ্য গৃহে ২ কন্যা সখীরে ৩ সব পলটীল ৪ স্বামী ৫ স্বগামী  
 ৬ জীবন ৭ জদি বিদি না করএ ৮ না ৯ হৈলমু ১০ মনের সময়  
 নহে ১১ জোরে ১২ সাদ ১৩ কৈন্যা ১৪ ঘোগট ১৫ মৃদুবাক্য  
 ১৬ অন্তে ১৭ মধুব লাবন্য ১৮ বৃক দৃষ্টি ১৯ মন  
 ২০ পতিপাশে মধুবসে অন্তে প্রকাশী ২১ নিবেদিএ ২২ অঙ্গাম  
 ২৩ হারাইলম ২৪ জদি আচএ ২৫ নিশ্চয় ২৬ দূর দেশ মাঝে  
 ২৭ ভ্রম ২৮ নিশি ২৯ মই ৩০ স্বর্ণগতি

মন্তব্য : তৃতীয় ও চতুর্থ শতকের অন্তর্বর্তী অনুবাদ শতকটি মূলে অনুপস্থিত । বাদলের যুদ্ধযাত্রা উপলক্ষে  
 সখীর প্রতি গমনার আশংকাবাক্যে বিলাপ ও পরামর্শপ্রার্থনা এবং তদন্তরে সখীর উপদেশ ইত্যাদি ব্যাপার মূলে নেই ।  
 মূলে গমনা একাকিনী চিন্তাশ্রম নিয়ে প্রিয়সমীপে উপস্থিত । চতুর্থ শতকও মূলানুসারী নয় । মূলে আছে বাদলের দৃষ্টি  
 আকর্ষণের চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে গমনার অন্তঃস্বন্দয় স্বগতোস্তি । অনুবাদে আছে গমনা কতৃক বাদলকে রূপলঙ্ঘন করার চেষ্টা-  
 বিবরণ । পঞ্চম শতকও অনুবাদ মূলে থেকে বহুদূরবর্তী । মূলে কখনও স্বামীর কোমল বন্ধু চেপে ধরে কখনও পায়ে ধরে  
 গমনার যে বৈদম্ব্যপূর্ণ উক্তি আছে অনুবাদ তা অপ্রকাশিত । অনুবাদে আছে পতির কাছে নিশিষাপনের মিনতি ।

শয্যা গৃহে বাসি কন্যা সখিত কহিল ।  
 উৎসব যতেক আজি উলট হইল ॥  
 নৃপমুস্ত হেতু স্বামী চলিল নিশ্চয় ।  
 ফিরিয়া আসিব হেন মনেত না লয় ॥  
 নিশ্ফল হইল মোর এ রূপ যৌবন ।  
 যদি মানা করো নহো প্রভুর মিলন ॥  
 কি বৃন্দা করিমু মোরে কহ প্রাণসখী ।  
 তিল না পুরিল আশা হৈল<sup>৯</sup> জন্মদখী ॥  
 সখী বোলে শুন বালা মোর উপদেশ ।  
 মানের সময় নহে কিঞ্চিৎ বিশেষ ॥  
 নিজ পতি মানাইতে কিবা তাহে লাজ ।  
 করজোড়ে মানাইয়া সাধ নিজ কাজ ॥  
 সখীর বচনে কন্যা মনে অনুমানি ।  
 ধীরে ধীরে পতিপাশে চলিল কামিনী ॥  
 ঘোষট গজের আড়ে জুড়ি ভুরুধন<sup>১৪</sup> ।  
 কটাক্ষে মোহিয়া পতি জিয়ায় অতন<sup>১৫</sup> ॥  
 মৃদুবাক্য মধুহাসি অমৃত<sup>১৭</sup> সৈশয় ।  
 মধুর লাবণ্যভণ্ডে পাষণ দ্রবয় ॥  
 বৃকদৃষ্টে হোরিয়া ঈষৎ মন্দহাসি ।  
 পতিপাশে সূধারস কিঞ্চিৎ প্রকাশি ॥ (জা ৪)  
 নিবেদহৌ প্রাপপতি কর অবধান ।  
 প্রথম দরশে হারাইল<sup>২৪</sup> লাজ মান ॥  
 নিলাজ পরাণ যোবা আছ কিঞ্চিৎ ।  
 তিলে বিস্মারিব বৃন্দা তোমার চরিত ॥  
 দূর দেশমাঝে তুমি চলিলা নিশ্কে ।  
 স্বামী সনে হৈল মাত্র আমার কলকে ॥  
 আজি নিশি মোর সঙ্গে বণ<sup>২৮</sup> সূধরতি ।  
 কি স্বরি কান্দিমু মূঞ<sup>৩০</sup> হৈলে স্বর্ণ গতি ॥ (জা ৫)

বাদিলা দেখীয়া নারি না করিলা দিট<sup>১</sup> ।  
 ফিরিয়া বসিল বালা ভিতে দিয়া পিঠ<sup>২</sup> ॥  
 ইশ্বর কার্যে<sup>৩</sup> ত<sup>৪</sup> মন উচ্চাটন<sup>৫</sup> মোর ।  
 কেমতে দেখীমু বালা চন্দ্র<sup>৬</sup> মূখ তোর ॥  
 তোমা সনে<sup>৭</sup> করিলে প্রেমের আলাপন ।  
 মায়া মোহ<sup>৮</sup> ব্যাপীয়া ফিরিল ৫ মোর মন ॥  
 জন্ম ভরি পদরুস নারির<sup>৯</sup> গৃহবাস ।  
 দিনকের মিলনে না পদরে মন আস ॥  
 মিথ্যা কেনে<sup>১০</sup> কলঙ্ক সংগম হৈবা তুমি ।  
 আজি শূভক্ষণে<sup>১১</sup> শ্বামি ক্বায়ো জাইব আমি ॥  
 পদরুস নিদরুস হৈয়া কর আসীর্বাদ ।  
 পদলটী<sup>১২</sup> আসিলে সিঞ্চি<sup>১৩</sup> পদবাইব সাদ ॥  
 অখনে<sup>১৪</sup> তোমার সংগে কি ফল মিলন ।  
 দহ<sup>১৫</sup> হৃদে জ্বলিব<sup>১৬</sup> প্রেমের হৃতাশন ॥

এথেক শূনিয়া বালা<sup>১৭</sup> সজল নয়ানে ।  
 কহিতে লাগিলা ধরি পতির চরণে ॥  
 সহজে<sup>১৮</sup> কলঙ্ক হেলু<sup>১৯</sup> পদরুস বরিয়া ।  
 প্রেমানল হৃদে আছে<sup>২০</sup> প্রজলিত হইয়া ॥  
 নিশ্ফলে জাইব মোর এরূপ জৈবন<sup>২১</sup> ।  
 তিলেক অজস্ম ফল মাগো<sup>২২</sup> তেকারন ॥  
 শ্বামিবর মাগি নাম রহিল খিতিত ১<sup>২৩</sup>  
 ন জানিলু শ্বামিরে<sup>২৪</sup> বরি কিবা মিত ॥  
 প্রেমের সেবক<sup>২৫</sup> করি রমনি হৃদএ ।  
 জাইবা ইশ্বর কাজে তাতে কি সংশয় ॥  
 পদবে<sup>২৬</sup> জে শূবরে জুধ<sup>২৭</sup> য়ন প্রানপতি ।  
 পশ্বে জুধে জাইতে রাখিল প্রভাবতি ॥<sup>২৮</sup>  
 তৈল্য কটা অশনে<sup>২৯</sup> ভএ মনেত না গুনি ।  
 জুধভেস উত্তারিয়া<sup>৩০</sup> তুসিল কামিনি ॥<sup>৩১</sup>

১ দ্বিষ্টী ২ নারি দিগে দিমা পীঠী ৩ ইশ্বরের কার্যে ৪ উচ্চাটন  
 ৫ চন্দ্র ৬ সংগে ৭ মায়া মোহা ৮ ফিরিব ৯ রমনি ১০ মীলনে সংকম  
 ১১ শ্বামী কাজে জাব ১২ পদলটী ১৩ পদনি ১৪ এখনে ১৫ দোহ  
 ১৬ জন্মিব ১৭ কেনিয়া ১৮ সহজে ১৯ হৈলুম ২০ প্রেমা লএ দহে  
 চিত্ত ২১ জৌবন ২২ মাগী ২৩ শ্বামীবর মানি রামা বিহব খেতিত  
 ২৪ না জানিলুম শ্বামীরে ২৫ সারির ২৬ পদবে<sup>২৬</sup> জেন শূশ্বামীর  
 ২৭ প্রান পতি ২৮ অশনী ২৯ উত্তারিয়া ৩০ তুসীলা কামিনি

মন্তব্য : মূলে অবশ্য চতুর্ধ শব্দকে আছে অনুরূপ বৃত্তান্ত । গমনাকে দেখে বাদিলা পিঠ ফিরিয়ে বসল । বাদিলার  
 ও গমনার সংলাপ-শব্দক দুটি এভাবে মূলে নেই । জায়সীর পদ্যাবত কাব্যে আছে গমনার পতিপ্রমাকাক্ষা, আলাওলের পশ্চা-  
 বতীতে প্রকাশ পেয়েছে পদ্যের আকাঙ্ক্ষা । আলাওলের পৌরাণিক অনুষঙ্গগুণিতও মূলে অন্দপস্থিত ।

বাদিলা দেখিয়া নারী না করিলা দিট ।  
 ফিরিয়া বসিল বালা ভিতে দিয়া পিঠ ॥  
 ঈশ্বরের কার্যে মন উচ্চাটন মোর ।  
 কেমতে দেখিমু বালা চন্দ্রমুখ তোর ॥  
 তোমা সনে করিলে প্রেমের আলাপন ।  
 মায়া মোহ ব্যাপীয়া ফিরিব মোর মন ॥  
 জন্ম ভরি পদরুস নারীর গৃহবাস ।  
 দিনকের মিলনে না পদরে মন আশ ॥  
 মিথ্যা কেনে সংগমে কলঙ্কে হৈবা তুমি ।  
 আজি শূভক্ষণে শ্বামীকার্যে যাইব আমি ॥  
 পদরুস নিদরুস হইয়া কর আশীর্বাদ ।  
 পদলটি আসিলে সিঞ্চি পদবাইব সাধ ॥  
 অখনে তোমার সংগে কি ফল মিলন ।  
 দোহ হৃদে জ্বলিব প্রেমের হৃতাশন ॥

এতেক শূনিয়া বালা সজল নয়ানে ।  
 কহিতে লাগিলা ধরি পতির চরণে ॥  
 সহজে কলঙ্ক হৈলু পদরুস বরিয়া ।  
 প্রেমানল হৃদে আছে প্রজ্বলিত হৈয়া ॥  
 নিশ্ফলে যাইব মোর এ রূপ যৌবন ।  
 তিলেক অজস্ম ফল মাগো তেকারণ ॥  
 শ্বামীবর মাগি নাম রহিল ক্ষিতিত ।  
 না জানিলু শ্বামীরে বৈরী কিবা মিত ॥  
 প্রেমের সেবক করি রমণী হৃদয় ।  
 যাইবা ঈশ্বর কার্যে তাতে কি সংশয় ॥  
 পদবে যেন সুশ্বামীরে শূন প্রাণপতি ।  
 যুধে যাইতে পশ্বেতে রাখিল প্রভাবতী ॥  
 তৈল কটা অশ্নিভয় মনেত না গুণি ।  
 যুধবেশ উত্তারিয়া তুসিল কামিনী ॥

শব্দার্থ টীকা : নিদরুসী—নির্দোষী বা অকলঙ্ক  
 বৈরী কিবা মিত—শত্রু অথবা মিত  
 প্রভাবতী—দৈত্যবাজ বজ্রনাভের কন্যা  
 সুশ্বামীরে—কৃষ্ণপুত্র প্রদ্যুম্নকে  
 ( দ্বিষ্টব্য হরিবংশ ১৫২ অধ্যায় )



কদল রক্ষা কল্যে<sup>১</sup> প্রভু অপত্য<sup>২</sup> জন্মএ ।  
 ঋতুপাতে<sup>৩</sup> ব্রহ্মবধ<sup>৪</sup> সম পাপ হএ ॥  
 লতা সিংহ হৈলে<sup>৫</sup> উশ্বারএ পিণ্ডিলোক ।  
 অপথ<sup>৬</sup> দেবীয়া পাসরএ শ্বামি<sup>৭</sup> সোক ॥

বাদিলা বোলএ প্রিয়ঃ ছোরহ<sup>৮</sup> চরন ।  
 জাতাকালে না দেখীমু রমনি বদন ॥  
 জেবা অপথের<sup>৯</sup> আসা তুমি ধর মনে ।  
 গর্ভবত<sup>১০</sup> সমরনে জাইবা কেমনে ॥  
 আউ সেস থাকে জদি নৃপ উশ্বারিয়া ।  
 নানা শুখ নিব্বহিল<sup>১১</sup> গৃহেত আসীয়া<sup>১২</sup> ॥  
 নহে জদি রনে পরি হএ<sup>১৩</sup> মৃগগতি ।  
 আমার সন্দেস লৈয়া তুমি হৈয় সতি<sup>১৪</sup> ॥  
 চিরকাল পতি কোলে করিবা বিলাস ।  
 ধর্ম<sup>১৫</sup> ধরি রহ বিধি<sup>১৬</sup> পরাইব<sup>১৭</sup> আস ॥  
 অখনে বাঝিলে<sup>১৮</sup> জদি প্রেমফান্দে তোর ।  
 শ্বামি কাজে পন কৈল<sup>১৯</sup> ব্রেথ হৈব<sup>২০</sup> মোর ॥  
 পুরস হইলে পুনি<sup>২১</sup> জবশ্য ন<sup>২২</sup> রাখিলে ।  
 কলংক রহিব<sup>২৩</sup> মোর রাজপুত্র কলে ॥  
 তিল শুখ লাগিয়া ন চাহ কুললাজ ।  
 আর শুভক্ষণে<sup>২৪</sup> গেলে সিংহ হৈব কাজ ॥  
 গুধুলি সমএ সন্য<sup>২৫</sup> সকল চলিব ।  
 সেনাপতি হইয়া আমি কেমনে রহিব ॥  
 খেমা ধরি নিরঞ্জন<sup>২৬</sup> ভাব এক মনে ।  
 মোর চিন্তে রস নাহি<sup>২৭</sup> নৃপ মন্ত<sup>২৮</sup> বিনে ॥  
 পুনি ২ কন্যা<sup>২৯</sup> বহু পরার্থন কৈল ।  
 কোন মতে বাঢ়িলার মন ন<sup>৩০</sup> ফিরিল ॥\*

১ বৈষ্ণব কৈল ২ অপত্য ৩ জতুপাতে ৪ ব্রহ্মাণ্ড ৫ হৈআ ৬ অপত্য  
 ৭ পিণ্ডিলোক ৮ ছাধহ ৯ জেই বা পুত্রের ১০ গর্ভবত ১১ নিব্বহিব  
 ১২ বসীয়া ১৩ হই ১৪ তুমি হও সতি ১৫ ধৈর্জ ১৬ বিধি  
 ১৭ পুরাইব ১৮ এখনে বাঞ্জিলুম ১৯ শ্বামী কালেক্স সৈন্ত কৈলুম  
 ২০ ব্রেতা হৈল ২১ পুরস হইয়া নিজ ২২ বাণ্ডা না হও রহিল  
 ২৩ শুভক্ষণে ২৪ নৃপ কাজে আজি সৈন্য ২৫ নিরঞ্জন ২৬ প্রেম  
 নহে ২৭ মোস্ত ২৮ কৈন্যা ৩০ না

\* 'বা' পুথিতে অতিরিক্ত পাঠ—

এই মতে নারি সঙ্গে বাক্য নানা গিত ।  
 বর্জনি হইয়া ভঙ্গ শব্দ প্রকাশিত ॥

কদল রক্ষা কৈলে প্রভু অপত্য জন্ময় ।  
 ঋতুপাতে ব্রহ্মবধ সম পাপ হয় ॥  
 স্তুতবৃষ্টি হৈলে উশ্বারয় পিতৃলোক ।  
 অপত্য দেবীয়া পাসরয় শ্বামীশোক ॥

বাদিলা বোলয়ে প্রিয়া ছারহ চরণ ।  
 যাতাকালে না দেখিমু রমণী বদন ॥  
 যেবা অপত্যের আশা তুমি ধর মনে ।  
 গর্ভ সময়েতে রণে যাইব কেমনে ॥  
 আয়ু শেষ থাকে যদি নৃপ উশ্বারিয়া ।  
 নানা শুখ নিব্বহিব গৃহেত আসিয়া ॥  
 নহে যদি রণে পাড়ি হয় শ্বগগতি ।  
 আমার সন্দেশ লৈয়া তুমি হৈয় সতী ॥  
 চিরকাল পতিকোলে করিবা বিলাস ।  
 ধৈর্ঘ্য ধরি রহ বিধি পুরাইব আশ ॥  
 এখনে বাঞ্জিল যদি প্রেম ফান্দে তোর ।  
 শ্বামীকার্ষে পণ কৈলুম শ্বখা হৈব মোর ॥  
 পুরস হইয়া নিজ ইচ্ছা না রাখিলে ।  
 কলংক রহিব মোর রাজপুত্র কলে ॥  
 তিল শুখ লাগিয়া না চাহ কুললাজ ।  
 আর শুভক্ষণে গেলে সিংহ হৈব কাজ ॥  
 নৃপ কাজে আজি সৈন্য সকল চলিব ।  
 সেনাপতি হইয়া আমি কেমনে রহিব ॥  
 ক্ষেমা ধরি নিরঞ্জন ভাব এক মনে ।  
 মোর চিন্তে রস নাহি নৃপ মন্ত বিনে ॥ (জা.৬)

পুনি পুনি কন্যা বহু পরার্থনা কৈল ।  
 কোন মতে বাঢ়িলার মন না ফিরিল ॥

শব্দার্থ টীকা : অপত্য—পুত্র  
 পাসবয়—ভোজ  
 পরার্থনা—প্রার্থনা ।

মন্তব্য : বস্তু শব্দের অনুবাদ মূলানুযায়ী নয় । মূলে  
 আছে বাদলের পরস্ব প্রত্যাহ্যান ও পৌরুষ অভিমান,  
 অনুবাদে আছে গমনার প্রতি বাদলের নানা প্রকার যুক্তিপূর্ণ  
 সাংসারিক নির্দেশ । মূলের গমনা যেখানে সপ্তম শব্দকে  
 বিদম্ব-ভঙ্গীতে বাদলের কাছে রতিসংগ্রাম কামনা  
 করেছে, অনুবাদে সেক্ষেত্রে গমনা বাদলের কাছে বংগকুলবধুর ন্যায় মিনতি  
 করেছে । সপ্তম শব্দের পৃথক কোনো অনুবাদ শব্দক অবশ্য নেই ।

নিষ্ঠুর হইয়া প্রিয়া<sup>১</sup> করিলা গমন ।  
 বালা হৃদে জ্বলিত বিরহ হৃদাশন<sup>২</sup> ॥  
 সে আনলে<sup>৩</sup> সব দোহ হইল দাহন ।  
 জদি না হইত আঁখি আসার শ্রাবন ॥  
 অবিরত ক্রুচ পরে রহে জল ধার ।  
 শহজে পশ্বত<sup>৪</sup> ঘন বরিখে<sup>৫</sup> অপার ॥  
 মদন বিসীখ ভয় হইয়া কম্পমান<sup>৬</sup> ।  
 ছিপজলে<sup>৭</sup> সতত করেহ<sup>৮</sup> সিন্দস্যান<sup>৯</sup> ॥  
 শ্যামি কল্যান ব্রত ধর্ম আচারিয়া<sup>১০</sup> ।  
 খেমা ধরি রহিল সরিরে কণ্ট দিয়া ॥

নিষ্ঠুর হইয়া যুদ্ধে করিলা গমন ।  
 বালা হৃদে জ্বলিত বিরহ হৃদাশন ॥  
 সে দাহনে সর্বদেশ হইত দাহন ।  
 যদি না হইত আঁখি আঘাট শ্রাবণ ॥  
 অবিরত ক্রুচপরে বহে জলধার ।  
 সহজে পর্বতে ঘন বরিখে অপার ॥  
 মদন বিশিখ ভয়ে হইয়া কম্পমান ।  
 ছিপী জলে সতত করয় সিন্দু স্নান ॥  
 শ্যামীর কল্যাণ ব্রত ধর্ম আচারিয়া ।  
 ক্ষেমা ধরি রহিল শরীরে কণ্ট দিয়া ॥ (জা. ৮)

১ যুদ্ধে ২ হৃদমাজে রহিল প্রেমের হৃদাশন ৩ দহনে ৪ দেহ  
 ৫ পাশ্বত ৬ বরিকে ৭ মদন বিসীখ ভয় হই অপমান ৮ ছিপীজলে  
 ৯ করএ ১০ সীন্দস্যান ১১ শ্যামীর কৈল্যান ধর্ম ব্রত আচারিয়া

শব্দার্থ টীকা : ছিপী—সিঁপি বা শূঁড়

মন্তব্য : অন্তিম স্তবকাটিতে মূল ও অনুবাদে মধ্য পার্থক্য বর্তমান । মূলে প্রত্যাখ্যাতা গমনার অশ্রুধৌত মূর্তি<sup>১</sup> অবশেষে রাজপুত্র বীরাসুগনার তেজস্বিতায় দীপ্ত হয়ে উঠেছে, কিন্তু অনুবাদে প্রত্যাখ্যানের বেদনা গমনাকে অশ্রুমতী করেছে, কিন্তু তেজোমদীপ্ত করে তোলে নি ।

## গোরা-বাদল-যুদ্ধ খণ্ড

যুদ্ধক্ষেত্র করি গোরা<sup>২</sup> বাদিলা চলিলা<sup>৩</sup> ।  
 নিঃস্মরিতে পশ্চে নানা মংগল দেখীলা<sup>৪</sup> ॥  
 চারিপাসে সাহা মানি<sup>৫</sup> দোলাদুর্লা সাজে ।  
 পশ্চাবতি<sup>৬</sup> বিমান<sup>৭</sup> চালাইল<sup>৮</sup> তার মাঝে<sup>৯</sup> ॥  
 বিমানের<sup>১০</sup> চারিপাসে দোলা<sup>১১</sup> চামর ।  
 বিন্শিত মৃকুতা রত্ন বলকে স্দন্দর<sup>১২</sup> ॥  
 পশ্চিনীর অগের বাসের<sup>১৩</sup> বাস পাইয়া ।  
 প্দুপ<sup>১৪</sup> তেজি মধুকর পরে ধাইয়া ২ ॥  
 জে দেখে<sup>১৫</sup> তার মনে জাম্বল পথ্য<sup>১৬</sup> ৬ ॥  
 পশ্চিনীর বাসে<sup>১৭</sup> পাসে ভ্রমরা<sup>১৮</sup> ভ্রম ১১\*

ছোলতান অনূচর<sup>১৯</sup> অলক্ষিত দেখী ।  
 তুরিতে জানাইল গিয়া পাই কাথ্য<sup>২০</sup> সাক্ষি ॥  
 হেন কালে রাএবার আসিয়া মিলিলা<sup>২১</sup> ২ ॥  
 সাহারে প্রনাম করি রহাশ্য জানাইলা<sup>২২</sup> ॥  
 জাইতে ২ গেলা দিল্লির ভিতর ।  
 আগে<sup>২৩</sup> বারি গেলা গোরা<sup>২৪</sup> সাহার গোচর ॥  
 বহুধনে সন্তোষ<sup>২৫</sup> রক্ষক<sup>২৬</sup> সব মন<sup>২৭</sup> ৬ ॥  
 মৃক্ষ ২ আমথ্যে<sup>২৮</sup> দিলা বহু ধন ॥  
 সকলরে<sup>২৯</sup> কহিলা কহিতে সাহা আগে ।  
 তিল এক স্বামি<sup>৩০</sup> দরসন রানি মাগে ॥  
 সকলে ব্দুর্লালা<sup>৩১</sup> তুর্মি নিবেদহ<sup>৩২</sup> জবে ।  
 সাহা আগে স্বৰ্থা কহিব আমি সবে ॥  
 এথেক<sup>৩৩</sup> স্দুনিয়া গোরা<sup>৩৪</sup> পরম হরিসে ।  
 বহু রত্ন লইয়া ভেটে আন সাহা পাশে<sup>৩৫</sup> ॥

১ যুদ্ধক্ষেত্র ২ গোরা ৩ চলিলা ৪ দেখীলা ৫ মানি ৬ পশ্চাবতি  
 ৭ ভিমান ৮ চালাই ৯ মাঝে ১০ ভিমানের ১১ সোন্দর ১২ সৌর্য  
 ১৩ প্দুপ ১৪ জেই দেখে ১৫ পৈত্যএ ১৬ গণ্ডে ১৭ ভোমবএ  
 \* 'বা' প্দুপিতে অতিরিক্ত পর্যন্ত—

তেন মতে দোলা সঙ্গে সসৈন্য চলিল ।  
 সপ্ত বিংশ দিন হাটী দিল্লি আগে গেল ॥

১৮ অনূচরে ১৯ কাক্ষ ২০ মিলিল ২১ রোহাশ্ব কহিল ২২ আগু  
 ২৩ গৈরা ২৪ সান্তসী ২৫ রৈক্ষক ২৬ সন্দর্জন ২৭ মৈক্ষ মৈক্ষ  
 আমেথ্যে ২৮ সকলরে ২৯ স্ব্যামী ৩০ কহিলা ৩১ নিবেদও  
 ৩২ এথেক ৩৩ গৈরা ৩৪ ভেটীল সাহা পাসে

শুদ্ধক্ষণ করি গোরা বাদিলা চলিলা ।  
 নিঃস্মরিতে পশ্চে নানা মংগল দেখিলা ॥  
 চারিপাশে সাহা মণি দোলাদুর্লা সাজে ।  
 পশ্চাবতী বিমান চালায় তার মাঝে ॥  
 বিমানের চারিপাশে দোলায় চামর ।  
 বোশিত মৃকুতা রত্ন বলকে স্দন্দর ॥  
 পশ্চিনীর অগের সৌরভ বাস পাইয়া ।  
 প্দুপ তেজি মধুকর পেড়ে ধাইয়া ধাইয়া ॥  
 যেই দেখে তার মনে জাম্বল প্রত্যয় ।  
 পশ্চিনীর গম্ব পাশে ভ্রমরা ভ্রম ১১  
 তেন মতে দোলা সঙ্গে সসৈন্য চলিল ।  
 সপ্তবিংশ দিন হাটী দিল্লী আগে গেল ॥ (জা.২)  
 ছোলতানের অনূচর অলক্ষিত দেখি ।  
 তুরিতে জানাইল গিয়া পাই কাথ্য<sup>১</sup> সাক্ষী ॥  
 হেনকালে রায়বার আসিয়া মিলিল ।  
 সাহারে প্রণাম করি রহস্য কহিল ॥  
 যাইতে যাইতে গেলা দিল্লীর ভিতর ।  
 আগদুবাড়ী গেলা গোরা সাহার গোচর ॥  
 বহুধনে সন্তোষিল রক্ষীগণ মন ।  
 মৃধ্য মৃধ্য অমাত্যে দিলা বহু ধন ॥  
 সকলরে কহিলা কহিতে সাহা আগে ।  
 তিল এক স্বামী দরশন রাণী মাগে ॥  
 সবলে কহিলা তুর্মি নিবেদহ যবে ।  
 সাহা আগে স্বৰ্থা কহিব আমি সবে ॥  
 এথেক শ্দুনিয়া গোরা পরম হরিশে ।  
 বহু রত্ন লইয়া ভেটিল সাহা পাশে ॥

শব্দার্থ টীকা : আগদুবাড়ী—অগ্রবর্তী বা আগ বাড়িয়ে  
 পশ্চাবতী বিমান—পশ্চাবতী বর

মন্তব্য : গোরা বাদল যুদ্ধ খণ্ডের শ্বিতীয় শ্বত্বকেন অনূবাদ দিয়ে বর্তমান অধ্যায়ের আরম্ভ । পশ্চাবতী-কপটদৌত্য খণ্ডের  
 শেষাংশ মূলের শ্বিতীয় শ্বত্বকেন যে অনূবাদ আছে তারই অনূবৃত্তি আছে বর্তমান খণ্ডের প্রথম শ্বত্বকে । গোরা বাদলের  
 চলার পথে চতুর্দিকের মংগলচক্রের সংস্কৃত অবশ্য মূলে নেই । সাতাশ দিনে দিল্লী পৌছানোর সংবাদও মূলে অনূপস্থিত ।

ভূমি সির দিয়া গোরা<sup>১</sup> কৈলা নিবেদন ।  
 পশ্চাবতী রানি আইল পদ্বিজিতে<sup>২</sup> চরন ॥  
 নিবেদন এক বালা করে সাহা স্থানে<sup>৩</sup> ।  
 দাশী হেন কৃপা জদি মোরে থাকে মনে ॥  
 বিবাহিতা ষামি<sup>৪</sup> মোর হেতু পাইব দঃখ<sup>৫</sup> ।  
 তিল এক<sup>৬</sup> আঙ্গা হইলে দেখী ষামি মদুখ<sup>৭</sup> ॥  
 পুনরপী মোর<sup>৮</sup> সঙ্গে দেখা নাহি<sup>৯</sup> আর ।  
 জিবন অবধি দঃখ রহিল<sup>১০</sup> আমার ॥\*  
 রত্নময় নৃপতির আদি জ্ঞথ পদ্বিজি<sup>১১</sup> ।  
 মোর হস্তে শমস্ত<sup>১২</sup> জথেক সব<sup>১৩</sup> কর্ণিজ ॥  
 আঙ্গা হৈলে চিনাইয়া দেএ<sup>১৪</sup> তার হাতে<sup>১৫</sup> ।  
 প্রসন্ন<sup>১৬</sup> হৃদএ আসি সাহার সাক্ষাতে<sup>১৭</sup> ॥  
 গোবা<sup>১৮</sup> মদুখে শূনিয়া এথেক নিবেদন<sup>১৯</sup> ।  
 উমর ভিক্ষক<sup>২০</sup> সবে বদ্বিললা বচন ॥  
 বিবাহিতা শ্বামীরে<sup>২১</sup> দেখীতে তিল চাহে<sup>২২</sup> ।  
 পদ্বনি দরসন নাহি<sup>২৩</sup> দেখীতে জুয়াএ ॥  
 রক্ষীগন জাউক সঙ্গে বিলম্ব না হউক ।  
 জথেক<sup>২৪</sup> ধনের কর্ণিজ চিনাইয়া দেউক ॥  
 শাহারে কাহিয়া<sup>২৫</sup> সবে বহুল প্রকারে ।  
 হিতজন চিত ভিন্ন করএ উথরে<sup>২৬</sup> ॥  
 লোভ পাপ দুই নদি উপরে বহএ ।  
 শ্বামিব<sup>২৭</sup> বহুল কাষা আলাপে<sup>২৮</sup> নাসহে ॥  
 এথেকেহ উথর না<sup>২৯</sup> খাএ মোহাজন ।  
 সখ্য<sup>৩০</sup> ছারি মৃথা<sup>৩১</sup> পন্তে করাএ<sup>৩২</sup> গমন ॥

১ ভূমী সীর দিয়া গোরা ২ পদ্বিজিতে ৩ স্থানে ৪ শ্বামী ৫ পাইলা  
 ৬ দুক ৭ আছে ৮ দেখে তার মুক ৯ পুনরবি তার ১০ নাই ১১ রাহিব  
 ১২ আর নৃপতির গ্রিহে ছিল জ্ঞথ পদ্বিজি ১৩ সমস্ত ১৪ তাব

\* 'বা' পদ্বিতে অর্ভারিত পংক্তি—

রত্নন কাণ্ডন আদি জ্ঞথ সৈবজাত ।  
 প্রেমভাবে রত্নসেনে দিল মোর হাত ॥

১৪ দিয়া ১৫ হাত ১৬ প্রসন্ন ১৭ সাক্ষাত ১৮ গৈরা ১৯ এসব  
 বিবরণ ২০ ভৈক্ষক ২১ বিবাহিত শ্বামীরে ২২ চএ ২৩ নাই  
 ২৪ জথেক ২৫ সাহারে কাহিল ২৬ উকরে ২৭ শ্বামীর ২৮ আলাপ  
 ২৯ এথেক উকরে জেন ৩০ সৈত ৩১ মীতা ৩২ করএ

কাছে আবেদন । কিন্তু অনব্বাদে অন্যান্য অমাত্যদেরও উৎকোচে-বশীভূত করে গোয়ার বহুধনরত্নসহ সুলতানের কাছে গিয়ে  
 পশ্চাবতীর আর্জি পাঠ । চতুর্থ শতকে মূলে আছে সুলতানের কাছে উৎকোচ-বশীভূত কারারক্ষী কতক পশ্চাবতীর আর্জি-  
 পাঠ । কিন্তু অনব্বাদে সুলতানের দরবারে গোয়ার নিবেদনের উত্তরে উৎকোচ-বশীভূত সভাসদের সমর্থন । মূলে এই রাজ-  
 সভাসদের চিত্র নেই । উৎকোচনীতির কথা মূলের তৃতীয়-চতুর্থ শতকে আছে যা অনব্বাদে কিছুটা প্রকাশিত ।

ভূমি শির দিয়া গোরা কৈলা নিবেদন ।  
 পশ্চাবতী রাণী আইল পদ্বিজিতে চরণ ॥  
 নিবেদন এক বালা করে সাহা স্থানে ।  
 দাসী হেন কৃপা যদি মোরে থাকে মনে ॥  
 বিবাহিত শ্বামী মোর হেতু পাইব দঃখ ।  
 তিল এক আঙ্গা হৈলে দেখী শ্বামীমুখ ॥  
 পুনরপি তার সঙ্গে দেখা নাহি আর ।  
 জীবন অবধি দঃখ রহিল আমার ॥  
 রতন কাণ্ডন আদি যত দ্রব্য জাত ।  
 প্রেমভাবে রত্নসেনে দিল মোর হাত ॥  
 আর নৃপতির গৃহে ছিল যত পদ্বিজি ।  
 মোর হস্তে সমস্ত যথেক সব কর্ণিজ ॥  
 আঙ্গা হৈলে চিনাইয়া দিয়া তার হাতে ।  
 প্রসন্ন হৃদয়ে আসি সাহার সাক্ষাতে ॥ (জা.৩)

গোরা মদুখে শূনিয়া এতেক নিবেদন ।  
 উমর সৈবক সবে বদ্বিললা বচন ॥  
 বিবাহিতা শ্বামীরে দেখীতে তিল চায় ।  
 পদ্বনি দরশন নাই দেখীতে জুয়ায় ॥  
 রক্ষীগণ যাউক সঙ্গে বিলম্ব না হৌক ।  
 যতেক ধনের কর্ণিজ চিনাইয়া দেউক ॥  
 সাহারে কাহিল সবে বহুল প্রকারে ।  
 হিতজন চিন্তিত মন করয় উশ্বারে ॥  
 লোভ পাপ দুই নদী উপরে বহয় ।  
 শ্বামীর বহুল কাষা আলাপে নাশয় ॥

এতেকেহ উথর না খায় মহাজন ।  
 সত্য ছাড়ি মিত্যাপন্তে করায় গমন ॥ (জা.৪)

শব্দার্থ টীকা : কর্ণিজ—চাঁবা  
 উথর—ঘৃষ

মন্তব্য : তৃতীয় শতকের অনব্বাদে সুলতানের কাছে  
 পশ্চাবতীর আর্জি মূলানুগ হলেও ঘটনাক্রমে মধ্যে পার্থক্য  
 আছে । মূলে আছে কারারক্ষীর কাছে গোয়ার উৎকোচদান  
 এবং সুলতানের কাছে পশ্চাবতীর আর্জি পাঠের জন্য তার

পদ্মাবতি আইল য়ুনিয়া সোলতান ।<sup>১</sup>  
 আনন্দ দোলাই হইয়া না করি সন্ধান<sup>২</sup> ॥  
 আশ্যা দিলা রক্তসেন<sup>৩</sup> জাইতে তখন ।  
 রেখ<sup>৪</sup> না হউক পদ্মাবতির নিবেদন ॥  
 জেই কিছ্দ পদ্মাবতি<sup>৫</sup> মনে হএ বাণ্ডা ।  
 প্দরাইত তুরিত মনের আমা ইস্চা<sup>৬</sup> ॥  
 অতি প্রেম অনুরাগ<sup>৭</sup> থাকে জার মতি ।  
 লংহিতে<sup>৮</sup> তাহার বাক্যে<sup>৯</sup> নাহিক সগতি<sup>১০</sup> ॥  
 ক্রোধে<sup>১১</sup> আর প্রেমভাবে বৃদ্ধি নহে স্থির ।  
 জে পারে রাখিতে অতি জ্ঞানমন্ত ধির ॥

সাহা আশ্যা পাই গৌরা<sup>১২</sup> সথরে<sup>১৩</sup> চলিল ।  
 সরক্ষকে<sup>১৪</sup> নৃপতি বিমানে পাসে<sup>১৫</sup> নিল ॥  
 আর বহু ধন দিলা রক্ষক<sup>১৬</sup> সবেরে ।  
 কথক্ষন থাকি<sup>১৭</sup> নৃপ বিমান অস্তরে<sup>১৮</sup> ॥  
 কদুসজ্জগ্য<sup>১৯</sup> নহে জে সহস্র জদি পাইল ।  
 আনন্দে থাকুক<sup>২০</sup> নৃপ সকলে বৃদ্ধিল<sup>২১</sup> ॥  
 সিংহ বৃহ<sup>২২</sup> অস্তরে আছিল লোহকার ।  
 দারুক<sup>২৩</sup> কাটীয়া সিংহে কৈলা নমসকার<sup>২৪</sup> ॥  
 মোহাবেগে<sup>২৫</sup> নরপতি বাহির হইয়া ।  
 সিংহ<sup>২৬</sup> পরাক্রম করি অশ্ব আরোহিয়া<sup>২৭</sup> ॥

পদ্মাবতী আইল য়ুনিয়া সোলতান ।  
 আনন্দে দোলাই হইয়া না করি সন্ধান ॥  
 আশ্যা দিলা রক্তসেনে জাইতে তখন ।  
 ব্যর্থ<sup>১</sup> না হউক পদ্মাবতী নিবেদন ॥  
 যেই কিছ্দ পদ্মাবতী মনে হয় বাঙ্কা ।  
 প্দরাইতে তুরিত মনের আমা ইচ্ছা ॥  
 অতি প্রেম অনুরাগ থাকে যার মতি ।  
 লংঘিতে তাহার বাক্য নাহিক শকতি ॥  
 ক্রোধে আর প্রেমভাবে বৃদ্ধি নহে স্থির ।  
 যে পারে রাখিতে অতি জ্ঞানবন্ত ধীর ॥

সাহা আশ্যা পাই গৌরা সথরে চলিল ।  
 সরক্ষকে নৃপতি বিমান পাশে নিল ॥  
 আর বহু ধন দিলা রক্ষক সবেরে ।  
 কতক্ষণ থাকি নৃপ বিমান ভিতরে ॥  
 দশ যোগ্য নহে যে সহস্র যদি পাইল ।  
 আনন্দে থাকুক নৃপ সকলে বৃদ্ধিল ॥  
 সে বিগান অস্তরে আছিল লোহাকার ।  
 দারুকা কাটীয়া শীঘ্র কৈল নমসকার ॥  
 মহাবেগে নরপতি বাহির হইয়া ।  
 সিংহ পরাক্রম করি অশ্ব আরোহিয়া ॥

১ পদ্মাবতি আইল হেন য়ুনি ছোলতান ২ নজান ৩ আশ্যা দিল রক্ত-  
 সেনে ৪ ব্যর্থ ৫ পদ্মাবতি ৬ প্দরাইতে তুরিতে মনেতে মোর ইস্চা  
 ৭ আশুরাগ ৮ লংঘিতে ৯ আশ্যা ১০ সক্তি ১১ ক্রোধে ১২ গৌরা  
 ১৩ সথরে ১৪ সরক্ষকে ১৫ কাছে ১৬ রৈক্ষকী ১৭ কথক্ষন থাকক  
 ১৮ ভিমান ভিতরে ১৯ বস জৈগ্য ২০ থাকুক ২১ সকল কাহিল  
 ২২ সে ভিমান ২৩ দারুকা ২৪ কৈল নমসকার ২৫ মোহাবেগে  
 ২৬ সীংহ ২৭ আরোহিয়া

শব্দার্থ টীকা : দোলাই—বিহুল  
 লোহাকার—কামার  
 দারুকা—শৃংখল

মন্তব্য : মুলের পঞ্চম স্তবকের প্রথমে একটি কথায় সুলতানের যে রাজাঞ্জা ঘোষিত হয়েছে অনুবাদে কৃতার্থ সুলতানের  
 বহু কথার প্রগল্ভতায় তার গাশ্ভীর্ষ নষ্ট হয়েছে । আলাওলের আলাউদ্দীন জাঙ্গসীর আলাউদ্দীনের মতো সংযত-বাক  
 নন । সুলতানী আভিজাত্যও তাঁর কম । মুলে সুলতানের সঙ্গে গোরার কথাবার্তা দূরে থাক সে যা কিছ্দ আজি জানিয়েছে  
 সবই উৎকোচ-বশীভূত রক্ষীদের মাধ্যমে । এইভাবে মুলে দিল্লী-দরবারকে অগম্য এবং সুলতানকে দরজ্ঞবোধিত করা  
 হয়েছে । অনুবাদে সেক্ষেত্রে সুলতানের সঙ্গে গোরার সরাসরি বোগাযোগ দেখানো হয়েছে । এখানকার সুলতান মুলের  
 ন্যায় জগদীশ্বর-দিল্লীশ্বর নন, অমাত্যচালিত আলাকান রাজসভার রাজার মতো সুলভ ও সদৃশ ।

পঞ্চশত দুর্লভে<sup>১</sup> সহস্র<sup>২</sup> বির ছিল ।  
 সিগ্ৰগতি নিঃসরিয়া অশ্বেত চরিল<sup>৩</sup> ॥  
 ঘোর সশ্বে কপাল দুমদুমি বাজাইয়া ।  
 চলিল বাদিলা গোরা<sup>৪</sup> নৃপতি লইয়া ॥  
 বাউগতি<sup>৫</sup> অশ্ব সব মাতঙ্গ<sup>৬</sup> ওখার ।  
 বেগবন্ত রাজপুত্র<sup>৭</sup> পদাতি জবার<sup>৮</sup> ॥  
 মোহাদর্পে<sup>৯</sup> চলিল সকলে<sup>১০</sup> অশ্বে ধরি ।  
 চতুর্ভিত্ত বোরিয়া<sup>১১</sup> নৃপতি মাজে করি ॥\*  
 সাহা আগে সিগ্ৰে<sup>১২</sup> গীয়া করিল ধাবাএ ।  
 কপট করিয়া রত্নসেন লৈয়া<sup>১৩</sup> জাএ ॥†  
 সাহার সাক্ষাতে জথ ছিল<sup>১৪</sup> ওমরাও ।  
 সকলেবে আঙ্গা দিলা সিগ্ৰে চলি জাও ॥  
 জেন মতে পার হিন্দু পুনি ধরি<sup>১৫</sup> যান ।  
 নহে মোর হাতে সব মৃত্ত<sup>১৬</sup> হেন জান ॥  
 যুনিয়া ওমরাগন চলিল সত্তর ।  
 লেখা নাহি<sup>১৭</sup> চলিল মাতঙ্গ বাজি নর ॥  
 বাজএ তবল<sup>১৮</sup> ঘন তবল নিসান ।  
 দুমদুমির সশ্বে জে বাযুকী কম্পমান ॥  
 বাউগতি<sup>১৯</sup> অশ্ব হস্তি ধাবাইল বেগে<sup>২০</sup> ।  
 পাছে ২ কেহ না রহিতে চাহে আগে<sup>২১</sup> ॥

১ দুর্লভে ২ সহস্র ৩ অশ্বেব আরছিল ৪ গৈরা ৫ বাউর গতি ৬ তুরগ  
 ৭ বেগবন্ত রাজা সব ৮ যুজার ৯ মোহাদর্পে ১০ সকল ১১ চতুর্ভ-  
 তিতে রহিয়া ১২ সবে ১৩ লই ১৪ সাহা আগে জথেক আছিল  
 ১৫ বাশি ১৬ মৃত্ত ১৭ নাহি

• 'বা' পুথিতে অতিবিত্ত পংক্তি—

য়ার জথ সৈন্যকুল পশ্বে ২ ছিল ।  
 রত্নসেন দেখী সবে একাশ্রে চলিল ॥  
 সৈন্তব সহস্র সৈন্য হই সেথ মন ।  
 রত্নসেন লই সবে করিলা গমন ॥  
 রত্নসেন লই জাঁদি হিন্দু সব গেল ।  
 বিন্ধক সকল মনে চিন্তিত লাগিল ॥

†• 'বা' পুথিতে অতিবিত্ত পংক্তি—

এথেক যুনিজ জাঁদি দিল্লব ইশ্বর ।  
 অতি দুক্ষে প্রজ্ঞদালিত কুপিত অন্তর ॥

১৮ কনালি ১৯ বাউর গতি ২০ ভেগে ২১ পাছে কেহ না বহি হইতে  
 চাহে আগে

শুংখলমোচনের প্রসংগ, কিন্তু অনুবাদে লোহারুর পশ্চাত্তী বৈশাখের কথা নেই । অনুবাদে বর্ণিত বাদ্যধ্বনিসহ রত্নসেনকে  
 নিজে সৈন্যে গোরা বাদলের প্রত্যাবর্তন-বিবরণ মূলে নেই । মূলের দোহা অংশটিতে যে অলঙ্কৃত ঘোষণা আছে অনুবাদে  
 তা সাধারণভাবে বিবৃত । পঞ্চম শতকের পরবর্তী শতকটি মূলে অনুপস্থিত । বিশেষ করে রত্নসেনের পলায়ন সংবাদ শূন্য  
 ওমরাহদের প্রতি সুলতানের আজ্ঞা এবং সুলতানের আদেশে যুদ্ধের নানাবাদ্যসহ ওমরাহদের যুদ্ধগমনচিত্রের বিস্তৃত  
 বিবরণ মূলে নেই ।

পঞ্চশত দুর্লভে সহস্র বীর ছিল ।  
 শীঘ্র গতি নিঃসরিয়া অশ্বেব আরোছিল ॥  
 ঘোর শশ্বে কপাল দুমদুমি বাজাইয়া ।  
 চলিল বাদিলা গোরা নৃপতি লইয়া ॥  
 বায়ুগতি অশ্ব সব মাতঙ্গ তুখার ।  
 বেগবন্ত রাজপুত্র পদাতি যুজার ॥  
 মোহাদর্পে চলিল সকলে অশ্বে ধরি ।  
 চতুর্ভিতে বেড়িয়া নৃপতি মাঝে করি ॥  
 আর যত সৈন্যকুল পশ্বেতে আছিল ।  
 রত্নসেনে দেখি সবে একশ্রে চলিল ॥  
 সন্তব সহস্র সৈন্য হই সত্ব মন ।  
 রত্নসেন লই সবে করিলা গমন ॥  
 রত্নসেন লই যদি হিন্দু সব গেল ।  
 বিন্ধক সকল মনে চিন্তিতে লাগিল ॥  
 সাহা আগে শীঘ্র গিয়া করিল ধাবায় ।  
 কপট করিয়া রত্নসেন লইয়া যায় ॥ (জা ৫)

এতেক শূনিলা যদি দিল্লীর ঈশ্বর ।  
 অতি দুখে প্রজ্ঞদালিত কুপিত অন্তর ॥  
 সাহার সাক্ষাতে যত ছিল উমরাও ।  
 সকলেরে আঙ্গা দিলা শীঘ্রে চলি যাও ॥  
 যেন মতে পার হিন্দু পুনি ধরি আন ।  
 নহে মোর হাতে সব মৃত্ত হেন জান ॥  
 শূনিয়া উমরাগন চলিল সত্তর ।  
 লেখা নাহি চলিল মাতঙ্গ বাজি নর ॥  
 বাজায় কপাল ঘন তবল নিসান ।  
 দুমদুমির শশ্বে বাসুকী কম্পমান ॥  
 বায়ুগতি অশ্বহস্তী ধাবাইল বেগে ।  
 পাছে কেহ না রহি হইতে চাহে আগে ॥

লক্ষার্থ টীকা : নিঃসরিয়া—বাহির হয়ে

মাতঙ্গ তুখার—তুখার হস্তী বা শ্বেত হস্তী

ধাবায়—ধাবিত হয়

মন্তব্য : পঞ্চম শতকের অনুবাদ মূলের তুলনায় দীর্ঘ ।

মূলে আছে পশ্চাত্তী-বৈশাখী কামারকর্তৃক রত্নসেনের

সন্য<sup>২</sup> পদধূলি কৈল স্বর আছাদন<sup>২</sup> ।  
 দিগ পূরি আইসে<sup>৩</sup> জেন বরিসার ঘন ॥\*  
 দেখীয়া অপব সন্য<sup>৪</sup> বাদিলা স্বরুমাতি ।  
 সম্বাদিয়া গৌরাবে<sup>৫</sup> আঁ লা সিগ্রগতি<sup>৬</sup> ॥  
 দেখহ তরুকে সন্য<sup>৭</sup> আইল<sup>৮</sup> অপার ।  
 বিনি জ্বুধে নাহি<sup>৯</sup> আজি নৃপতি উদ্বার<sup>১০</sup> ॥  
 নৃপতিবে লৈয়া তুমি সিগ্রে জাও ঘর ।  
 তরুকের সন্য<sup>১১</sup> আমি করিব সমর ॥  
 ইশ্বরের লবন স্বর্ধিব<sup>১২</sup> আজি আমি ।  
 সথের<sup>১৩</sup> নৃপতি লৈয়া সিগ্রে<sup>১৪</sup> জাও তুমি ॥  
 গৌরা বোলে<sup>১৫</sup> ভাই এবে<sup>১৬</sup> হট পরিহর ।  
 তুমি শথ্য<sup>১৭</sup> অনূজ অগ্রে<sup>১৮</sup> বাক্য<sup>১৯</sup> ধর ॥  
 আঁস্তি পূরি<sup>২০</sup> সাহাস করিছ প্রিথিবিত<sup>২১</sup> ।  
 মইলে শচন<sup>২২</sup> মোর নাহি<sup>২৩</sup> কদাচিত ॥  
 তুমি মোর অনূজ<sup>২৪</sup> সহজে<sup>২৫</sup> দৃশ্ব মূখ ।  
 প্রিথিতে<sup>২৬</sup> আসীয়া করিছ কিবা<sup>২৭</sup> স্বখ ॥  
 আসিতে দেখিলু বধ<sup>২৮</sup> অশ্রুদুখী তোর ।  
 অদ্যপিহ<sup>২৯</sup> সে দৃশ্ব<sup>৩০</sup> হৃদয়<sup>৩১</sup> আছে মোর ॥  
 গমনার কালে আইলা মধুরে<sup>৩২</sup> ছারিয়া ।  
 হরি হরে<sup>৩৩</sup> মাগ তুমি সথ্য কর গিয়া<sup>৩৪</sup> ॥  
 কনিষ্ঠে<sup>৩৫</sup> করিব জ্যেষ্ঠ শ্রম্বা সংকল্পন<sup>৩৬</sup> ।  
 সংসারের কাম ভাই না কর লগন ॥

সৈন্য পদধূলি কৈল স্বর আছাদন ।  
 দিগ পূরি আইসে যেন বরিসার ঘন ॥  
 দেখীয়া অপার সৈন্য বাদিলা স্বরুমাতি ।  
 সম্বাদিয়া গৌরাকে কাঁহল শীঘ্র গতি ॥  
 দেখহ তরুকে সৈন্য আইল অপার ।  
 বিনি স্বুধে নাহি আজি নৃপতি উদ্বার ॥  
 নৃপতিরে লইয়া তুমি শীঘ্র যাও ঘর ।  
 তরুকের সগে আমি করিব সমর ॥  
 ঈশ্বরের লবণ স্বর্ধিব আজি আমি ।  
 সম্বব নৃপতি লৈয়া গৃহে যাও তুমি ॥ (জা.৬)  
 গৌরা বোলে ভাই এবে হট পরিহর ।  
 তুমি সত্য অনূজ অগ্রজ বাক্য ধর ॥  
 আঁস্তি পূরি বিলাস করিছ পৃথিবীত ।  
 মরিলে শোচন মোর নাহি কদাচিত ॥  
 তুমি মোর অনূজ সহজে দৃশ্বমূখ ।  
 পৃথিবীতে আসিয়া করিছ কোন স্বখ ॥  
 আসিতে দেখিলু বধ অশ্রুদুখী তোর ।  
 অদ্যপিহ সেই দৃশ্ব হৃদয়ে আছে মোর ॥  
 গমনাব কালে আইলা বধবে ছাড়িয়া ।  
 পরিহার মাগ তুমি সত্য কর গিয়া ॥  
 কনিষ্ঠ করিবা জ্যেষ্ঠ শ্রম্বা সংকল্পন ।  
 সংসারের কাম ভাই না কর লগন ॥

১ সৈন্য ২ আছাদন ৩ আইল ৪ অপার সৈন্য ৫ সম্বাদিয়া গৈরাণে  
 ৬ কাঁহল শীঘ্রগতি ৭ অপার সৈন্য ৮ তরুকে ৯ নাই ১০ নিশ্চয়  
 ১১ সগে ১২ স্বর্ধিব ১৩ সন্তবে ১৪ সিগ্রে ১৫ গৈবা বলে ১৬ মোর  
 ১৭ সৈন্ত ১৮ সহজে ১৯ বাক্য ২০ আঁস্তি পূরি ২১ কিবয়া প্রিথিবিত  
 ২২ মরিলে সোচন ২৩ নাই ২৪ অনূজ ২৫ সহজে ২৬ প্রিথিবিতে  
 ২৭ কন ২৮ দেখিলু বধ ২৯ অশ্রুদুখী ৩০ দৃশ্ব ৩১ অস্তবে  
 ৩২ বধুরে ৩৩ হর ৩৪ সৈন্ত বর গীয়া ৩৫ নিকটে ৩৬ শ্রম্বা  
 সংকল্পন

\* হবিবী সংসরণে আঁতারিত পংক্তি—  
 বায়ুপতি অশ্ববর মহা খরতর ।  
 দিশ ক্রোশ লিখিলে চলে দিবস তিতর ॥  
 মহাতেজরান সৈন্য সাহার আছিল ।  
 দিশ ক্রোশ লিখিয়া রাজার লাগ পাইল ॥

শব্দার্থ টীকা : হট পরিহর—হঠকারিতা পরিহার বা ত্যাগ কর  
 আঁস্তি পূরি—আসক্তি বা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করে

মন্তব্য : ষষ্ঠ স্তবকের অনূবাদের ঘটনা-বিবরণ মূলানুগ হলেও বাদলের উক্তি কিস্তি মূলানুযায়ী নয় । মূলে পোলো  
 খেলার রূপকে বাদলের বীরস্বয়ম্বর রণোৎসাহের বর্ণনা আছে । অনূবাদে বাদলের স্বদুশ্চাস্তানার পরিবর্তে প্রভুস্বয়ম্বরের  
 প্রেরণাই মূখ্য হয়ে উঠেছে ।

মোর অন্দশ্চ<sup>১</sup> ভাই না করিও<sup>২</sup> চিন্তে ।  
 বিস্তরক<sup>৩</sup> মারিয়া মরিম<sup>৪</sup> রনক্ষ্যাতে ॥  
 এ বুলিয়া গলে ধরি চন্দ্রাবলা কপালে ।<sup>৫</sup>  
 সান্তাইয়া অনুজাবে<sup>৬</sup> বহুবিধ<sup>৭</sup> বোলে ॥  
 অশ্ব সন্য লৈয়া গৌরা<sup>৮</sup> তথাতে রহিলা ।  
 অশ্ব লৈয়া নৃপ সগেগ বাদিলা চলিলা ॥  
 ডাক দিয়া বোলে গৌরা<sup>৯</sup> সন্য সম্বাদিতে<sup>১০</sup> ।  
 নৃপ সগেগ জাও জার<sup>১১</sup> শ্রম্বা আছে জিতে<sup>১২</sup> ॥  
 মই আজি রণক্ষেত্রে ইচ্ছিয়া রহিল<sup>১৩</sup> ।  
 কদাচিত<sup>১৪</sup> ন ফিরিম<sup>১৫</sup> নিশ্চিত কহিল<sup>১৬</sup> ॥<sup>১৭</sup>  
 জেন পূর্বে<sup>১৮</sup> কক্ষ সগেগ জুঝিল<sup>১৯</sup> অসীম ।  
 জাগি<sup>২০</sup> রাজ পাছে করি আগ<sup>২১</sup> হৈল ভিন্ন ॥  
 তেন মই আগ<sup>২২</sup> হৈল<sup>২৩</sup> নৃপ করি পাছে ।  
 প্রাণপণ করিম<sup>২৪</sup> জীবত প্রাণ আছে ॥  
 আজি<sup>২৫</sup> মর্দা<sup>২৬</sup> ন... নিল হনুমান হইয়া ।  
 রাখিম<sup>২৭</sup> সমুদ্র জল জাগাল<sup>২৮</sup> বান্দিয়া ॥  
 এথ শূনি জুখা সবে বুলিলা বচন ।  
 বির হৈআ বোল<sup>২৯</sup> কেনে হেন দুর্বচন ॥  
 তোমা সগেগ আইল সব<sup>৩০</sup> চিতাউর হোসেত ।  
 ফিরিয়া জাইব<sup>৩১</sup> হেন নাহি কার<sup>৩২</sup> চিন্তে ॥<sup>৩৩</sup>  
 হেনকালে নিকটে আইল সাহা সন্য<sup>৩৪</sup> ।  
 তা দেখিয়া<sup>৩৫</sup> গৌবা<sup>৩৬</sup> বির হৈল অগ্রগন্য ॥<sup>৩৭</sup>  
 পশুশত অশ্ববার শহস্র<sup>৩৮</sup> পদাতি ।  
 এক ২ ভিতে দিল সতে ২ হাতি<sup>৩৯</sup> ॥

১ অন্দশ্চ ২ ধবিঅ ৩ বিস্তরক ৪ মরিব ৫ কোপালে ৬ অনুজাবে ৭ বহুবিধ ৮ অশ্ব সৈন্য ৯ ভাই গৈবা ১০ ডাক দি বুলিলা গৈবা ১১ সন্য সম্বাদিতে ১২ আব ১৩ শ্রম্বা নাই চিন্তে ১৪ বহিলুম ১৫ কদাচিত ১৬ নিশ্চয় কহিলুম ১৭ বুলিলা ১৮ দক্ষি ১৯ আগে হৈলুম ২০ আব ২১ জলে ২২ বহ ২৩ জবে ২৪ আসীব ২৫ নাই মোর ২৬ সৈন্য ২৭ তাহা দেখা ২৮ গৈবা ২৯ অগ্ৰমান ৩০ শহস্র ৩১ সন্ত সত হাতি

\*. 'বা' পুথিতে অতিরিক্ত কয়েক পংক্তি—

আসীতে সমএ মস্ত, দবাই সকলে ।  
 নৃপ সগে অশ্ব সৈন্য পাটাইয়া বলে ॥  
 নৃপ একাশ্বর দেখা তার সঙ্গে জাএ ।  
 নহেত সকলে যুদ্ধ মরিত এথাএ ॥  
 যুদ্ধপাতি হই তুমি দেখ বিশ্বমান ।  
 আমি সব নৈলে সব হৈগ আগ্ৰমান ।  
 এথেক কাইআ সব মন কতহলে ।  
 জার জেই আজি হৈল খাইল সকলে ॥

মোর অন্দশোচ ভাই না করিও চিন্তে ।  
 বিস্তর মারিয়া মরিম<sup>৪</sup> রণক্ষেত্রে ॥  
 এ বুলিয়া গলে ধবি চন্দ্রাবলা কপালে ।  
 সান্তাইয়া অনুজাবে বহুবিধ বোলে ॥  
 অধ সৈন্য লইয়া গৌরা তথাতে রহিলা ।  
 অধ লইয়া নৃপ সগেগ বাদিলা চলিলা ॥ (জা. ৭)

ডাক দিয়া বোলে গৌবা সৈন্য সম্বাদিতে ।  
 নৃপ সগেগ যাও যার শ্রম্বা আছে চিতে ॥  
 মই আজি রণক্ষেত্রে ইচ্ছিয়া রহিল<sup>১৩</sup> ।  
 কদাচিত না ফিরিম<sup>১৫</sup> নিশ্চিত কহিল<sup>১৬</sup> ॥  
 যেন পূর্বে<sup>১৮</sup> কক্ষ সগেগ যুঝিল অসীম ।  
 দন্ডীরাজ পাছে করি আগ<sup>২১</sup> হইল ভীম ॥  
 তেন মর্দা<sup>২৬</sup> আগ<sup>২২</sup> হইল নৃপ করি পাছে ।  
 প্রাণপণ করিম<sup>২৪</sup> যাবত প্রাণ আছে ॥  
 আজি মর্দা<sup>২৬</sup> নল নীল হনুমান হইয়া ।  
 রাখিম<sup>২৭</sup> সমুদ্রজল জাগাল বাশ্বিয়া ॥  
 এত শূনি যোধা সবে বুলিলা বচন ।  
 বীর হইয়া বোল কেনে হেন দুর্বচন ॥  
 তোমা সগেগ আইল সব চিতাউর হোসেত ।  
 ফিরিয়া শাইব হেন নাশি বাব চিন্তে ॥  
 আসিতে সময় মৃত্যু দঢ়াই সকলে ।  
 নৃপ সগেগ অধ সৈন্য পাটাইব বোলে ॥  
 নৃপ একেশ্বর দেখি তার সগেগ যায ।  
 নহেত সকলে যুদ্ধ মরিত এথায ॥  
 এতেক কাইয়া সগে মন কতহলে ।  
 যার খেই আজি হইল খাইল সকলে ॥ (জা. ৮)

হেনকালে নিকটে আইল সাহা সৈন্য ।  
 তা দেখিয়া গৌবা বীর হইল অগ্রগন্য ॥  
 পশুশত অশ্ববার সহস্র পদাতি ।  
 এক এক ভিতে দিল শতে শতে হাতি ॥

মন্তব্যঃ সপ্তম শতকের অনুবাদেব সগেগ মূলের প্রধান পার্থক্য হল মূলে গোরা ও বাদলের মধ্যে পিতৃ-ব্রাতৃপুত্র সম্পর্ক কিন্তু অনুবাদে ব্রাতৃসম্বন্ধ । এ ব ফলে মূলেব ও অনুবাদের বিষয়বস্তু এক হলেও বস্তব্যবস্তু পৃথক । অনুবাদে গমনা প্রসঙ্গ আছে কিন্তু মূলে নেই । মূলের দোহা অংশটি অনুবাদে অনুপস্থিত । অষ্টম শতকের অনুবাদ মূলের তুলনায় দীর্ঘ । অনুবাদের প্রথমাংশে গোরাব বীরস্ব আশ্ফালন মূলানুসাৰী । যদিও মূলের পৌরাণিক অনুষ্ণগদুলি অনুবাদে সব নেই । অনুবাদের শেষাংশ অর্থাৎ গোরাব প্রত্যক্ষরে যোধাদের প্রত্যক্ষ মূলে অনুপস্থিত ।



দই দিগে দই শন্য<sup>১</sup> রাখিয়া<sup>২</sup> ষড়্বন্দর ।  
 মধ্য ভাগে<sup>৩</sup> আপনে রহিলা গৌরা<sup>৪</sup> বির ॥  
 সাহার সকল<sup>৫</sup> সন্য<sup>৬</sup> আসি একবার ।  
 গোলাগদূল চন্দ্রবান মারএ অপার ॥  
 পরএ<sup>৭</sup> বহুল বান দমা লাখে ২ ।  
 পরিমান নাহি সব পবে ঝাকে ২ ॥  
 ঘন পণ্ড<sup>৮</sup> আসী জেন বিষ্টী বরে<sup>৯</sup> ধারে<sup>১০</sup> ।  
 শ্রুত হইয়া নৃপ সন্য সহিতে না পারে ॥<sup>১১</sup>  
 মনে ভাবি<sup>১২</sup> বোলে গৌরা<sup>১৩</sup> ষড়্বন বির গন ।  
 দূরে থাকি জু<sup>১৪</sup>ধ কৈলে নিসাথে<sup>১৫</sup> মরন ॥  
 হস্তে আসি<sup>১৬</sup> করিয়া সকলে কবে রন ।  
 মারিয়া মারিলে নাহি<sup>১৭</sup> বিরের ষড়্বন<sup>১৮</sup> ॥  
 এখ ষড়্বনি বিরগনে অর্প<sup>১৯</sup> ধাবাইয়া ।  
 সাহার সন্যোত<sup>২০</sup> সব মিলিল আসিয়া ॥  
 হএ হস্ত পদাতি হইয়া একমতি ।  
 মারিয়া তুব্ধ<sup>২১</sup> সন্য<sup>২২</sup> করন্ত<sup>২৩</sup> বিগতি ॥  
 একবারে সবে বলা<sup>২৪</sup> ছেলের প্রহার ।  
 হস্তি সবে আসি সন্য করে চরমার ॥  
 অগ্রেত<sup>২৫</sup> আসীয়া জেন পরিল পতঙ্গ ।  
 রনভূমি হই গেল রুধিব তরণ ॥  
 উন্মত্তের<sup>২৬</sup> মতে জু<sup>২৭</sup>ঝে<sup>২৮</sup> রাজপুত্রগন ।  
 ছারিয়া জীবন আসা ইশিচল মরন ॥  
 কেহ পরে নাহি চাহে<sup>২৯</sup> সকলে আগুসারে ।  
 ষড়্বদ মৃন্দ হস্ত পদ কাটি ভূমী পারে ॥<sup>৩০</sup>  
 কেহ বেগে<sup>৩১</sup> ব্রহ্ম<sup>৩২</sup> ছেল হানে করি<sup>৩৩</sup> মাথে ।  
 ভূসম্ভ<sup>৩৪</sup> কাটি কেহ তিত্ব<sup>৩৫</sup> খণ্ড ঘাতে ॥  
 চিংকারিয়া<sup>৩৬</sup> সন্দ ছারি<sup>৩৭</sup> করিকুল ধাএ ।  
 মৌগিয়া<sup>৩৮</sup> আপনা সন্য<sup>৩৯</sup> ভগে দিয়া জাএ ॥

১ সৈন্য ২ রাখীয়া ৩ মধ্যভাগে ৪ গৌরা ৫ সম্মুখে ৬ সৈন্য ৭ মারএ  
 ৮ পণ্ড ৯ বহে ১০ ধার ১১ গ্রাস হই নৃপসৈন্য নারে সহিবার  
 ১২ ভাবে ১৩ বলে গৌরা ১৪ নিশ্চযাতে ১৫ হস্তি আসী ১৬ নাই  
 ১৭ মোচন ১৮ সৈন্যোতে ১৯ সৈন্য ২০ করএ ২১ কৈল ২২ অনীতে  
 ২৩ উন্মত্তের ২৪ ষড়্বজে ২৫ কেহ পাছে না বহে ২৬ ষড়্বদ মৃন্দ  
 কাটী হস্তিপদে ভূমী গরে ২৭ ভেগে ২৮ বজ্র ২৯ কার ৩০ ভূসম্ভ  
 ৩১ চিকরীয়া ৩২ করি ৩৩ সঞ্জিয়া ৩৪ দিয়া

দই দিগে দই সৈন্য রাখিয়া ষড়্বন্দর ।  
 মধ্যভাগে আপনে রহিলা গৌরা বীর ॥  
 সাহার সকল সৈন্য আসি একবার ।  
 গোলাগদূল চন্দ্রবাণ মারয় অপার ॥  
 পড়য় বহুল বাণ দমা লাখে লাখে ।  
 পরিমাণ নাহি সব পড়ে ঝাকে ঝাকে ॥  
 ঘন পণ্ড আসি যেন বিষ্ট বহে ধারে ।  
 শ্রুত হইয়া নৃপসৈন্য সহিতে না পারে ॥  
 মনে ভাবি বোলে গৌরা শূন বীরগণ ।  
 দূরে থা ক যু<sup>১</sup>ধ কৈলে নিঃস্বার্থে<sup>২</sup> মরণ ॥  
 হস্তে আসি করিয়া সকলে কর রণ ।  
 মারিয়া মারিলে নাহি বীরের শোচন ॥  
 এত শূনি বীরগণে অশ্ব ধাবাইয়া ।  
 সাহার সৈন্যত সব মিলিল আসিয়া ॥  
 হয় হস্তী পদাতি হইয়া একমতি ।  
 মারিয়া তুব্ধ সৈন্য করন্ত বিগতি ॥  
 একবারে সবে কৈল শেলের প্রহার ।  
 হস্তী সবে আসি সৈন্য বরে চরমার ॥  
 অন্তিতে আসিয়া যেন পড়িল পতঙ্গ ।  
 রণভূমি হই গেল রুধিব তরণ ॥  
 উন্মত্তের মত যু<sup>১</sup>ঝে রাজপুত্রগন ।  
 ছাড়িয়া জীবন আশা ইচ্ছল মরণ ॥  
 কেহ পাছে নাহি চাহে সকলে আগুসারে ।  
 ষড়্বদ মৃন্দ হস্ত পদ কাটি ভূমিপারে ॥  
 কেহ বেগে বজ্রশেল হানে করী-মাথে ।  
 ভূসম্ভী কাটয় কেহ তীক্ষ্ম<sup>১</sup> খণ্ডঘাতে ॥  
 চিংকারিয়া শব্দ ছাড়ি করিকুল যায় ।  
 মণ্ডিয়া আপন সৈন্য ভগে দিয়া যায় ॥ (জা. ৯)

মন্তব্য : নবম শতবকের অননুবাদ মূলের তুলনায়  
 দীর্ঘ । মূলে সুলতান-সেনার আক্রমণ এবং গোরার সৈন্যের  
 প্রতিরোধচিত্র আছে, কিন্তু অননুবাদে সুলতান-সেনার  
 আক্রমণে নৃপসৈন্যদের ভীতি এবং গোরার উৎসাহবাক্যে  
 তাদের আক্রমণ ও পারস্পরিক সংঘাতচিত্র বিস্তারিতভাবে  
 বর্ণিত । মূলের দোহা অংশের অননুবাদ বর্তমান ।

সাহার অপার সন্য<sup>১</sup> সখ্যা<sup>২</sup> কেবা পাএ ।  
 সহস্র পরএ আসি<sup>৩</sup> লক্ষ আগুআএ<sup>৪</sup> ॥  
 দুইজ্ঞে প্রহর<sup>৫</sup> এই মতে জুধ<sup>৬</sup> ছিল ।  
 রাজপুত্র সন্য<sup>৭</sup> সব সংগ্রামে পরিল ॥  
 রণক্ষেত্রে একেশ্বর<sup>৮</sup> ভ্রমে গোরা<sup>৯</sup> বির ।  
 জাহারে<sup>১০</sup> সম্মুখে পাএ করে দুই চির ॥  
 গোয়ার<sup>১১</sup> বিক্রম দেখী সাহা শন্যগন<sup>১২</sup> ।  
 বিসম হইল রণ ভাবে মনে মনে ॥  
 আছোক<sup>১৩</sup> করিব জুধ<sup>১৪</sup> নৃপতির সন্য<sup>১৫</sup> ।  
 ন<sup>১৬</sup> চাহে জাইতে কেহ রনে অগ্রগন্য<sup>১৭</sup> ।  
 ওমরা সকলে বোলে অল্প সন্য<sup>১৮</sup> লই ।  
 বিভোলিল<sup>১৯</sup> সাহা সন্য সব এক হই ॥  
 অল্প শন্য হিন্দু<sup>২০</sup> সন্য জুধ<sup>২১</sup> নাহি করি ।  
 কোন মূখে রৈলা সবে রণ পরিহারি ॥<sup>২২</sup>  
 সাহার সম্মুখে গীয়া কি দিব<sup>২৩</sup> উত্তর ।  
 অদ্যাপিহ<sup>২৪</sup> ভাল আছে করহ সমর ॥  
 এথেক<sup>২৫</sup> শূনিলে ক্রোধে<sup>২৬</sup> দিল্লীর ইশ্বর ।  
 মায়া<sup>২৭</sup> ছারি বধিবেক<sup>২৮</sup> সবংশে সশ্বর<sup>২৯</sup> ॥  
 এথেক শূনিল্য<sup>৩০</sup> জাদি মূহমিনগন<sup>৩১</sup> ।  
 হয়<sup>৩২</sup> হস্তি ফিরাইয়া ইচ্ছলা মরণ ॥  
 একবারে সর্ব<sup>৩৩</sup> সন্য<sup>৩৪</sup> করি কলাহল ।  
 নৃপতির সন্য<sup>৩৫</sup> আগে গেলেস্ত<sup>৩৬</sup> সকল ॥  
 দিলেক<sup>৩৭</sup> পুনি গোরা<sup>৩৮</sup> তুরুর আইল ।  
 খগ<sup>৩৯</sup> হস্তে শন্য আগে<sup>৪০</sup> অগ্রগামি হইল<sup>৪১</sup> ॥  
 তার পাছে জুধ ছিল নৃপ সন্যগন<sup>৪২</sup> ।  
 সমস্ত আসিয়া<sup>৪৩</sup> পুনি প্রবিছিল<sup>৪৪</sup> রণ ॥  
 মরণের ভয় নাই গোয়ার<sup>৪৫</sup> শরীরে ।  
 বনে পশী একে ২ আসি সন্য মারে<sup>৪৬</sup> ॥

সাহার অপার সৈন্য সংখ্যা কেবা পায় ।  
 সহস্র পড়য় আসি লক্ষ আগুয়ায় ॥  
 দুইজ্ঞ প্রহর এইমতে যুধ ছিল ।  
 রাজপুত্র সৈন্য সব সংগ্রামে পাড়িল ॥  
 রণক্ষেত্রে একেশ্বর ভ্রমে গোরা বীর ।  
 যাহারে সম্মুখে পায় করে দুই চির ॥  
 গোয়ার বিক্রম দেখি সাহা সৈন্যগণ ।  
 বিসম হইল রণ ভাবে মনে মন ॥  
 আছোক করিব যুধ নৃপতির সৈন্য ।  
 না চাহে যাইতে কেহ রণে অগ্রগণ্য ॥  
 উমরা সকলে বোলে অল্প সৈন্য লই ।  
 বিভোলিল সাহা সৈন্য সব এক হই ॥  
 অল্প সৈন্য হিন্দু সব যুধ নাহি করি ।  
 কোন মূখে রৈলা সব রণ পরিহারি ॥  
 সাহার সম্মুখে গিয়া কি দিব উত্তর ।  
 অদ্যাপিহ ভাল আছে করহ সমর ॥  
 এতেক শূনিলে ক্রোধে দিল্লীর ঈশ্বর ।  
 মায়া ছাড়ি বধিবেক সবংশে সশ্বর ॥  
 এতেক শূনিল যদি মূহমিনগণ ।  
 হয় হস্তী ফিরাইয়া ইচ্ছলা মরণ ॥  
 একবারে সর্ব সৈন্য করি কোলাহল ।  
 নৃপতির সৈন্য আগে গেলেস্ত সকল ॥  
 দেখিলেক পুনি গোরা তুরুর আইল ।  
 খড়গ হস্তে সৈন্য আগে অগ্রগামী হইল ॥  
 তার পাছে যত ছিল নৃপ সৈন্যগণ ।  
 সমস্ত যাইয়া পুনি প্রবেশিল রণ ॥  
 মরণের ভয় নাই গোয়ার শরীরে ।  
 রণে পশি একে একে আসি সৈন্য মারে ॥ (জা.১০)

শব্দার্থ টীকা : বিভোলিল—বিহবল করল

মন্তব্য : দশম শতবকের অননুবাদে মূলের তুলনায় আর্তিবিস্তৃত । মূলে সুলতানী সৈন্যদের রণনৈপুণ্য এবং গোয়ার রণমস্ততার পরিচয় আছে । কিন্তু অননুবাদে গোয়ার বিক্রমের কাছে সুলতান-সৈন্যদের পরাভব এবং ওমরাহদের উৎসাহে গোয়ার বিরুদ্ধে তাদের সমবেত আক্রমণ বর্ণিত হয়েছে ।

১ সৈন্য ২ সাক্ষি ৩ রনে ৪ লোক আগে ৫ পহর ৬ সৈন্য  
 ৭ একেশ্বর ৮ গৈরা ৯ জাহাকে ১০ গৈরার ১১ সৈন্যগন ১২ আছ উক  
 ১৩ সৈন্য ১৪ না ১৫ হই অগ্রগৈরা ১৬ সৈন্য ১৭ বিভোলিল ১৮ সব  
 ১৯ কেন খন রৈল সব যুধ পরিহারি ২০ দিবা কি ২১ অধ্যাপিহ  
 ২২ এথেকে ২৩ ক্রোধে ২৪ মায়া ২৫ বধিবেক ২৬ সমর ২৭ সাহা  
 সৈন্যগন ২৮ হই ২৯ সৈন্য সবে ৩০ সৈন্য ৩১ সকল ৩২ দেখিলেস্ত  
 ৩৩ গৈরা ৩৪ সৈন্য পাছে ৩৫ অগ্রগৈরা হৈল ৩৬ নৃপকুল গন  
 ৩৭ জাইয়া ৩৮ পরি ছিলো ৩৯ গৈরার ৪০ মারে মহাবীর

ধান্দুকি ২ রন<sup>১</sup> বান বরিসন ।  
 ব্রহ্ম অস্ত্র ধর্ম<sup>২</sup> হৈল না দেখী<sup>৩</sup> তপন ॥  
 হস্তিকুলে<sup>৪</sup> জুধ করে যশে জরাজরি ।  
 কাকে কেহ দশেত ধরি পেলাএ<sup>৫</sup> উখারি ॥  
 অশ্ব ২ জুধ হৈল ২ দলমরি ।<sup>৬</sup>  
 কারে কেহ অশ্ব কেহ<sup>৭</sup> মারএ কমারি<sup>৮</sup> ॥  
 পদাতি সকলে মিলি করে হাতাহাতি ।  
 টেংগা ঘাতে<sup>৯</sup> মারে কাবে<sup>১০</sup> কবে লাথালতি ॥  
 হাতেত জমখর<sup>১১</sup> লই মটুকি<sup>১২</sup> হানএ ।  
 বৃকে হাতি<sup>১৩</sup> কার ২ বৃকে<sup>১৪</sup> নিকালএ ॥  
 জার বলহিন তারে প্রানে সকারএ<sup>১৫</sup> ।  
 আর কারে হাতে ধরি মটুকি হানএ ॥  
 আর কারে<sup>১৬</sup> ভূজে জরি<sup>১৭</sup> মাঘএ পাহারি ।<sup>১৮</sup>  
 আর কোন জনে ক্রোধে<sup>১৯</sup> মারএ কামাৰি ॥  
 রত্নসেন জথ সন্য রাজপুত্রগন ।<sup>২০</sup>  
 সমরায়<sup>২১</sup> হই জুধ করে প্রানপন ॥  
 একজন সনে<sup>২২</sup> জুধ সতেক নিবাবে ।  
 কাহাকে হানএ<sup>২৩</sup> অস্ত্র লক্ষিত ন পারে ॥  
 এক রাজা হৈল এক শহত্র অন্তর ।  
 কোনে কথা জুধ করে ন পাএ খণর ॥  
 এক ২ বাজপুত্র অজর্ন ভিম তুল ।  
 সাহা সন্য প্রবেসীয়া<sup>২৪</sup> বধিলা<sup>২৫</sup> বহুল ॥  
 গৌরা সনে<sup>২৬</sup> জথ বির জুধিবারে<sup>২৭</sup> জাএ ।  
 দেখীতে ২ সেই জম লাগ পাএ ॥<sup>২৮</sup>  
 এই মতে সাহা সন্য করে লণ্ডভণ্ড ।  
 চাহিতে ন পারে কেহ মধ্যান গান্তুণ্ড<sup>২৯</sup> ॥  
 নিরন্তর কাটে সন্য<sup>৩০</sup> বিসম জুধার<sup>৩১</sup> ॥  
 অসিসরে<sup>৩২</sup> রুধির বহএ অনিবার ॥  
 এই মতে পঞ্চদিন জুধ দিবা রাতি ।  
 অনিবারে যুধ করে রাজপুত্র খোত্রি ॥

১ ধন্দুকি ২ যুধ ৩ ব্রহ্ম অস্ত্র ধর্ম ৪ হস্তিকুলে ৫ ফেলাএ  
 ৬ করি ধরমরি ৭ কার গজ কার হএ ৮ কমারি ৯ টেংগাহাতে  
 ১০ কেহ ১১ হস্তেত জমখরি ১২ মটুকী ১৩ হানি ১৪ কেহ কাব  
 পীটে  
 • 'বা' পুথিতে আভিগত পংক্তি  
 হস্তের মটুকী ঝড়ে কাহারে মারএ  
 ১৫ সম্পারএ ১৬ কেহ ১৭ ধরি ১৮ কাচারি ১৯ আর কেহ ক্রোধ  
 করি ২০ রত্নসেন রাজপুত্র জথ সভাগন ২১ সমবাও ২২ সপে  
 ২৩ লিখব ২৪ প্রভেশীয়া ২৫ বধিলা ২৬ গৈয়াসপে ২৭ যুধিবারে  
 ২৮ দেখীতে ২ সেই কালে লই জাএ ২৯ মৈধ্যান গান্তুণ্ড ৩০ সৈন্য  
 ৩১ যুধার ৩২ অস্ত্র

ধান্দুকি ধান্দুকি রণ বাণ বারিষণ ।  
 ব্রহ্ম অস্ত্রে যুধ হইল না দেখি তপন ॥  
 হস্তিকুলে যুধ করে শশে জড়াজাড়ি ।  
 কাকে কেহ দশেত ধরি ফেলায় উপাড়ি ॥  
 অশ্ব অশ্ব যুধ হইল করি ধরমরি ।  
 কারে কেহ দশেত দশেত মারয় কামাড়ি ॥  
 পদাতি সকলে মিলি করে হাতাহাতি ।  
 টেংগাঘাতে মারে কারে করে লাথালতি ॥  
 হস্তের মটুকীঘাতে কাহারে মারয় ।  
 যার বলহীন তারে প্রাণে সংহারয় ॥  
 আর কেহ ভূজে ধরি মারয় কাচারি ।  
 আর কোন জনে ক্রোধে মারয় কামাড়ি ॥  
 রত্নসেন যত সৈন্য রাজপুত্রগণ ।  
 সমবায় হই যুধ বরে প্রাণপণ ॥  
 একজন সপে যুধ শতেক নিবাবে ।  
 কাহাকে হানয়ে অস্ত্র লক্ষিতে না পারে ॥  
 এক রাজা হৈল এক সহত্র অন্তর ।  
 কোনে কোথা যুধ করে না পায় খবর ॥  
 এক এক রাজপুত্র অজর্ন ভীম তুল ।  
 সাহা সৈন্য প্রবেশিয়া মারয় বহুল ॥  
 গৌরা সপে যত বীর যুধিবারে যায় ।  
 দেখিতে দেখিতে সেই যম লাগ পায় ॥  
 এইমতে সাহা সৈন্য করে লণ্ডভণ্ড ।  
 চাহিতে না পারে কেহ মধ্যাক্ মার্গ<sup>৩৩</sup> ॥  
 নিরন্তর কাটে সৈন্য বিষম যুধার ।  
 অসিশিরে রুধির বহয়ে অনিবার ॥  
 এইমতে পঞ্চদিন যুধ দিবারাতি ।  
 অনিবার যুধ করে রাজপুত্র ক্ষেত্রি ॥ (জা. ১১)

শব্দার্থ টীকা :—কাচারি—আছাড় দেওয়া

ক্ষৌত্রি—রাজপুত্র বোধ্য-জাতি বিশেষ

মন্তব্য : একাদশ শতবকের যুধবর্ণনা মূলের তুলনায়  
 বিস্তারিত । যুধের সময়কালও অনুবাদে বিস্তৃত ।  
 মূলে আছে সুলতান-সৈন্যের সপে গৌরা-সৈন্যের এক-  
 ঘণ্টার যুধ, অনুবাদে দিবারাত্রি পাঁচ দিন ধরে গোল্লার  
 সংগ্রাম । যুধের প্রকৃতিও ভিন্ন । মূলে এরপরই সরজার  
 সপে ঐশ্বর্যশ্বশে গোরার মৃত্যু, কিন্তু অনুবাদে এক  
 বহুপনে গোল্লার মৃত্যু ঘটেছে ।

কে<sup>১</sup> করিব জুধ তারে চাহিতে ন<sup>২</sup> পারে ।  
 অসিত<sup>৩</sup> রুধির ধারা দেখী প্রাণ ছাড়ে ॥  
 সৈন্যের বিগতি<sup>৪</sup> দেখী ওমরা দুইজন ।  
 হিন্দু সব বধিবারে<sup>৫</sup> আসি করে রণ ॥  
 তা সবান শঙ্গে<sup>৬</sup> বহু অশ্ববার আইল ।  
 দেখিয়া এ সব গৌরা<sup>৭</sup> চিন্তিতে লাগিল ॥  
 শপ্ত সত রাজ গৌ(রা)<sup>৮</sup> একত্র করিল<sup>৯</sup> ।  
 আর জথ বিরগন সমুখে আনিল<sup>১০</sup> ॥  
 গৌরা বোলে<sup>১১</sup> য়নহ বান্দব রাজাগন ।  
 বিসম আজুকা জুধে নিসাথে<sup>১২</sup> মরন ॥  
 একে তরুকের সনা নাহি<sup>১৩</sup> পরিমান ।  
 এক পরে সহস্র<sup>১৪</sup> অশ্ব<sup>১৫</sup> আগ্রান ॥  
 আর দেখ উমরা<sup>১৬</sup> মহন্ত দুইজন ।  
 সনা<sup>১৭</sup> সগে আপনে আসিয়া করে রণ ॥  
 অসম শাহাস<sup>১৮</sup> করি ভাবি নিরঞ্জন<sup>১৯</sup> ।  
 তরুকের জুধ<sup>২০</sup> আঞ্জি ইচ্ছা<sup>২১</sup> মরন ॥  
 রাজ সব এক হই করি<sup>২২</sup> গিয়া রণ ।  
 চারিপাশে জুধ দেএ সব বিবরন<sup>২৩</sup> ॥  
 আঞ্জি<sup>২৪</sup> সবে বেবি গিয়া ওমবা দুইজন ।  
 জেন মতে পারি তারে করিএ নিধন ॥  
 ভবানী শ্বরিয়া সবে চল একবারে<sup>২৫</sup> ।  
 প্রসন্ন<sup>২৬</sup> হইলে মাতা<sup>২৭</sup> বিজ্ঞ এ আঙ্কারে<sup>২৮</sup> ॥  
 নহে তরুকের রনে নাহিক নিস্তার ।  
 একবারে আঞ্জি<sup>২৯</sup> সবে করিব সংহার<sup>৩০</sup> ॥  
 এই মতে রাজা সবে জুধ<sup>৩১</sup> সার করি ।  
 সমবান<sup>৩২</sup> জুধ করে ওমরাকে<sup>৩৩</sup> বেরি ॥  
 সপ্তসত রাজপুত্র সব জুধপতি<sup>৩৪</sup> ।  
 প্রান উচ্চগিয়া<sup>৩৫</sup> জুধে<sup>৩৬</sup> ওমরা সগতি ॥

কে করিব যুধ তারে চাহিতে না পারে ।  
 অসিত রুধির ধারা দেখি প্রাণ ছাড়ে ॥  
 সৈন্যের বিগতি দেখি উমরা দুই জন ।  
 হিন্দু সব বধিবারে আসি করে রণ ॥  
 তা সবান সগে বহু অশ্ববার আইল ।  
 দেখিয়া এসব গৌরা চিন্তিতে লাগিল ॥  
 সপ্তসত নৃপ গৌরা একত্র করিল ।  
 আর যত বীরগণ সমুখে আনিল ॥  
 গৌরা বোলে শনুহ বান্দব রাজাগণ ।  
 বিসম আজুকা যুধে নিঃস্বার্থে মরণ ॥  
 একে তরুকের সৈন্য নাহি পরিমাণ ।  
 এক পড়ে সহস্রেক হয় আগ্রান ॥  
 আর দেখ উমরা মহন্ত দুইজন ।  
 সৈন্য সগে আপনে আসিয়া করে রণ ॥  
 অসম সাহস করি ভাবি নিরঞ্জন ।  
 তরুকের যুধে আজি ইচ্ছা মরণ ॥  
 রাজ সব এক হই করি গিয়া রণ ।  
 চারিপাশে যুধ দেও সব বীরগণ ॥  
 আমি সবে বেড়ি গিয়া উমরা দুইজন ।  
 যেন মতে পারি তারে করিয়ে নিধন ॥  
 ভবানী শ্বরিয়া সবে চল একবার ।  
 প্রসন্ন হইলে মাতা বিজ্ঞ আমার ॥  
 নহে তরুকের রণে নাহিক নিস্তার ।  
 একবারে আমি সবে করিব সংহার ॥  
 এইমতে রাজা সবে যুধ সার করি ।  
 সমবান যুধ করে উমরাকে বেড়ি ॥  
 সপ্তসত রাজপুত্র সব যুধপতি ।  
 প্রাণ উৎসর্গিয়া যুধে উমরা সগতি ॥

১ কি ২ না ৩ অসীব ৪ হরে ৫ সৈন্যের দুর্গতি ৬ বধিবারে ৭ তা  
 সর্ধন সঙ্গে ৮ গৌরা ৯ রাজপুত্র ১০ করিআ ১১ আনিআ ১২ গৌরা  
 বর্লে ১৩ নিঃস্বার্থে ১৪ এক ১৫ সৈন্য নাহি ১৬ সহস্রেক হএ  
 ১৭ ওমরা ১৮ সৈন্য ১৯ সাহাস ২০ নিরঞ্জন ২১ যুধে ২২ ইচ্ছা  
 ২৩ একাক্ষ করিআ ২৪ বিবগন ২৫ আমি ২৬ একবার ২৭ প্রসন্ন  
 ২৮ মাতা ২৯ আঘার ৩০ আমি ৩১ সজার ৩২ যুধ ৩৩ সমবান  
 ৩৪ ওমরাকে ৩৫ জুধপতি ৩৬ উচ্চগীআ ৩৭ যুধে

মন্তব্য : মূলে এই বিবরণ নেই। মূলে আছে  
 সুলতানী সৈন্যের আজুগে রাজপুত্র সৈন্যরা বিনষ্ট হলে  
 গৌরা একাকী যুধ করতে করতে সৈন্যপতি সরজার হাতে  
 বীরশূর্ণ্য মৃত্যুবরণ করল, অন্তর্বাদে এর পরিবর্তে দীর্ঘ  
 কয়েকপৃষ্ঠা ধরে রাজপুত্র ও সুলতান-সৈন্যের যুধ  
 বর্ণিত হয়েছে। রাজপুত্র বীরদের উৎসাহিত করার জন্য  
 গৌরার ভবানী-স্মরণ করে সূদীর্ঘ বস্ত্রতা এবং ওমরাহদের  
 বিয়ে সম্বন্ধ-যুধ অন্তর্বাদে অতিরিক্ত যোজন।

ওমরার সপ্তে জুথ অশ্ববার<sup>১</sup> ছিল ।  
 রাজা সব লাগি<sup>২</sup> কেহ ঘনাইতে নারিল ॥\*  
 একে ২ দহজন<sup>৩</sup> ওমরা প্রধান ।  
 চারিদিকে বোরি বান<sup>৪</sup> করএ<sup>৫</sup> সম্পান ॥  
 দুই বান হানিতে<sup>৬</sup> সপ্তসত বান এরে ।  
 প্রমজ্জ দুইজন<sup>৭</sup> নিবারণেতে নারে ॥  
 তবে নিজ সন্য চাহে<sup>৮</sup> নাহি চারি পাস<sup>৯</sup> ।  
 একশ্বর জুঝি<sup>১০</sup> দুহ হইল হতাস<sup>১১</sup> ॥  
 সকল নৃপতি সন্য আসী ক্ষেপে সর ।  
 সর ঘাএ<sup>১২</sup> দুহজন হইল জর্জর<sup>১৩</sup> ॥  
 আরহন দুহজন<sup>১৪</sup> ছিল মস্ত করি ।  
 বর্ষিলেক সরঘাতে<sup>১৫</sup> রাজা সবে<sup>১৬</sup> বোরি ॥  
 মাতঙ্গ হইল জদি ভূমিতে শ্বয়ন ।  
 পদগতি হইলেক ওমরার গন<sup>১৭</sup> ॥  
 হেনকালে দৈবগতি<sup>১৮</sup> সেনাপতি গন ।  
 দুহকে<sup>১৯</sup> রাখিতে আইল করিবারে রন<sup>২০</sup> ॥  
 ওমরার লাগি দুই অশ্ব আনিছিল ।  
 তাতে আরোহিয়া দুহ প্রান সারাইল<sup>২১</sup> ॥  
 আর বহু<sup>২২</sup> বির আসী ওমরা লই গেলা ।  
 সেনাপতি সনে সপ্তে রাজা জুশ্ব দিলা<sup>২৩</sup> ॥  
 পুন্যফলে প্রান রক্যা<sup>২৪</sup> ওমরা পাইল ।  
 সবে বোরি সেনাপতি দুহ শংহারিল<sup>২৫</sup> ॥  
 তবে আর নৃপ দুই শাহার প্রধান ।  
 রাজা সবে জুঝিবারে আইলা তুরমান<sup>২৬</sup> ॥

১ অশ্ববার ২ গীআ ৩ দোহজন ৪ বহু শ্বর ১ করেশত ১০ এরি  
 তেজে ১১ দুই বির ১২ সৈন্য দেখে ১৩ নাই কেহ পাসে ১৪ একাশ্বর  
 বর্ষিল দুই হইল তরাসে ১৫ সকল নৃপতি আসী খেপীলেক শ্বয়  
 ১৬ শ্বরঘাতে ১৭ জর্জর ১৮ আরহন দোহজন ১৯ শ্বরঘাতে ২০ রাজ  
 সব

• 'বা' পদার্থে অতিরিক্ত পংক্তি—

ওমরা সকল হুএ সাহা সবাকার ।  
 যুদ্ধপতি নহে সেই হুএ কার্শকার ॥  
 জুথপীহ রাজা সঙ্গে বহুল যুদ্ধজলা ।  
 ইশ্বর কৃপাএ এক রাজা ন মরিল ॥

২১ পলাতি হইয়া বুদ্ধে ওমরা দুইজন ২২ দৈবজ্ঞে ২৩ দোহাকে  
 ২৪ করি নিবারণ ২৫ তাতে আরোহিয়া দুই প্রানরেক্ষা কৈল ২৬ জুথ  
 ২৭ সেনাপতি সঙ্গে রাজা সঙ্গে যুদ্ধ দিলা ২৮ রেক্ষা ২৯ সম্পারিলা  
 ৩০ রাজা সঙ্গে যুদ্ধিবারে হৈল আদুল্লাহ

উমরার সপ্তে যত অশ্ববার ছিল ।  
 রাজা সব লাগি কেহ ঘনাইতে নারিল ॥  
 উমরা সকল হয় সাহা শোভাকার ।  
 যুদ্ধপতি নহে সেই হয় কার্শকার ॥  
 তথাপি রাজার সপ্তে বহুল যুদ্ধজলা ।  
 ইশ্বর কৃপায় এক রাজা না মরিল ॥  
 একে একে দুইজন উমরা প্রধান ।  
 চারিদিকে বোড়ি বাণ করয় সম্পান ॥  
 দুই বাণ হানিতে সপ্তশত বাণ এড়ে ।  
 প্রমযুক্ত দুইজন নিবারণেতে নারে ॥  
 তবে নিজ সৈন্য চাহে নাহি চারিপাশ ।  
 একেশ্বর যুঝি<sup>১</sup> দোহ হইল হতশ ॥  
 সকল নৃপতি সৈন্য ক্ষেপে আসি শয় ।  
 শরাঘাতে দুইজন হইল জর্জর ॥  
 আরোহণ দুইজন ছিল মস্ত করী ।  
 বর্ষিলেক শরাঘাতে রাজা সবে বোড়ি ॥  
 মাতঙ্গ হইল যদি ভূমিতে শয়ন ।  
 পদগতি হইলেক উমরার গণ ॥  
 হেনকালে দৈবগতি সেনাপতিগণ ।  
 দোহকে রাখিতে আইল করিবারে রণ ॥  
 উমরার লাগি দুই অশ্ব আনিছিল ।  
 তাতে আরোহিয়া দোহ প্রাণরক্ষা কৈল ॥  
 আর বহু বীর আসি উমরা লই গেলা ।  
 সেনাপতি সপ্তে রাজা সবে যুদ্ধ দিলা ॥  
 পুন্যফলে প্রাণরক্ষা উমরা পাইল ।  
 সবে বোড়ি সেনাপতি দুই শংহারিল ॥  
 তবে আর নৃপ দুই সাহার প্রধান ।  
 রাজা সপ্তে যুদ্ধিবারে আইলা তুরমান ॥

মন্তব্য : দুজন ওমরাহের সপ্তে রাজপুত্র সৈন্যের  
 এই যুদ্ধবর্ণনা মূলে একেবারেই অনূদিত । রাও পুত্র  
 সেনাদের সম্মিলিত আক্রমণে দুজন গজারোহী ওমরাহের  
 বিপন্ন অবস্থা এবং দুজন তুর্কি সেনাপতির আগমনের ফলে  
 তাদের প্রাণরক্ষা ইত্যাদি মূলবাহিত্ত বিবরণ থেকে এটাই  
 মনে হয় যে আলাওল শেবজ্ঞাপ্রণোদিত হয়েই হোক অথবা  
 অমাত্যদের মনস্তৃষ্টির জন্যই হোক যুদ্ধের রোমান্স-  
 উজ্জ্বল বর্ণনা বিশেষ পছন্দ করতেন ।



তষনিমসুচাৎনাইচাবিপাস : একধর  
 কুতিদ্রইনইনইন : সেকননুগতিসনঅসী  
 প্রেসমসব : সবদ্রাৎ দ্রহজনইইনজ্জব : আ  
 কহনদ্রহজনইনইনইন : বধিনেকসবদ্রাৎ  
 বাসোসাবেবি : মতদ্রইনইনইনইন

পদগতিইইনেকওমবারগে : ইনক্যানদেব  
 গতিসেনাগতিগন : দ্রহকোত্রিইনইনইন  
 বরন : উম্ববরনামিইনইনইনইন  
 অকিইনইনইনইন : আববচবিইন  
 সীউমবনইনইন : সেনাগতিসনইনইন

জ্জুদিয়া : পুনকনেইনইনইনইন :  
 সীবেবিইনইনইনইন : তরেইন  
 নুপইনইনইনইন : বাসোসাবেবিইনইন  
 ইনইনইনইন : মতদ্রইনইনইনইন  
 জন : বাসোসাবেবিইনইনইনইন

বেইনইনইনইনইন : সবদ্রাৎ দ্রহজনইন  
 নইনইন : তরেইনইনইনইনইন :  
 দেগতিইনইনইনইন : পদাতিসাবিনা  
 ইনইনইনইন : বিইনইনইনইনইন  
 স : মতদ্রইনইনইনইনইন : পানইন

সীউমবনইনইনইনইন : সীউমবনইনইনইন  
 জথইন : বাসোসাবেবিইনইনইনইন  
 একইনইনইনইনইন : মতদ্রইনইনইনইন  
 বাসোসাবেবি : মতদ্রইনইনইনইন  
 ইনইনইনইন







সহশ্রেণক<sup>১</sup> নিবারণিতে নারে এক জন ।  
 রাজা সবে জুধ করে<sup>২</sup> পরম জ্ঞান ॥  
 রাজা সবে বোড়ি মারে চারিভিতে সর<sup>৩</sup> ।  
 সরঘাতে দহজন হইল জর্জর<sup>৪</sup> ॥  
 তবে দুই নৃপতির তুরঙ্গ বধিল<sup>৫</sup> ।  
 অর্স হোন্তে পাড়ি দহ<sup>৬</sup> ভূমিগত হৈল ॥  
 পদাতি নারিলা চলি হইলা ফাফর ।<sup>৭</sup>  
 বিষ্টি প্রাণ চারিদিকে ভরি<sup>৮</sup> পরে সর ॥  
 শস্ত্রসত রাজা সব<sup>৯</sup> হএ জুধপতি<sup>১০</sup> ।  
 প্রান উৎসর্গিয়া জুঝে নৃপতি শংগতি<sup>১১</sup> ॥  
 সাহা নৃপতির<sup>১২</sup> সগে বির জথ ছিল ।  
 রাজা সব লাগী কেহ আসীতে নারিল ॥  
 একে ২<sup>১৩</sup> দহজন করিল নিধন ।  
 সাহার জথেক সন্য<sup>১৪</sup> তরাসিত<sup>১৫</sup> মন ॥  
 তুরঙ্গ শহিতে জদি দুই রাজা<sup>১৬</sup> মৈল ।\*  
 সাহাসন্য<sup>১৭</sup> একবাবে হুল্লুহুল হৈল ॥  
 আর জথ সেনাপতি উমরা<sup>১৮</sup> আছিল ।  
 সর্বা সন্য<sup>১৯</sup> ডাকি পদ্বানি করিতে লাগিল ॥  
 ডাকি বোলে হিন্দু সবে দিল অপমান ।  
 কিরূপে রাখিব পদ্বানি ধবেত পরান<sup>২০</sup> ॥  
 সাহা আগে গীয়া সবে কি দিবা উস্তর ।  
 একবারে হিন্দু সব<sup>২১</sup> বান্দহ নিয়র ॥  
 এথ শূনি সাহা সন্য<sup>২২</sup> করি জয়<sup>২৩</sup> রোল ।  
 রাজা সকলের বোড়ি<sup>২৪</sup> মারস্ত বহুল ॥  
 তিব গোলা নানা অস্ত্র করে বরিসন ।  
 অজুতে ২ পরে নাহি<sup>২৫</sup> নিবারন ॥†  
 শিক্ষাবস্ত জুধাশ্বির রাজার কুমারে<sup>২৬</sup> ।  
 জথ সর পবে আসি<sup>২৭</sup> সবল<sup>২৮</sup> নিবারে<sup>২৯</sup> ॥

সহশ্রেণক নিবারণিতে নারে একজন ।  
 রাজা সবে যুধ করে পরম যতন ॥  
 রাজা সবে বোড়ি মাঝে চারিভিতে শর ।  
 শরাঘাতে দুইজন হইল জর্জর ॥  
 তবে দুই নৃপতির তুরঙ্গ বধিল ।  
 অশ্ব হোন্তে পাড়ি দোহ ভূমিগত হইল ॥  
 পদাতি চলিতে নারে হইল ফাফর ।  
 বৃষ্টিপ্রায় চারিদিকে ভরি পড়ে শর ॥  
 সশস্ত্র রাজা সব হয় যুধপতি ।  
 প্রাণ উৎসর্গিয়া যুঝে নৃপতি সংগতি ॥  
 সাহা নৃপতির সগে বাঁধ যত ছিল ।  
 রাজা সব লাগি কেহ আসিতে নারিল ॥  
 একে একে দোহানকে করিল নিধন ।  
 সাহার যতেক সৈন্য তবাসিত মন ॥  
 তুরঙ্গ সহিতে যদি দোহ নৃপ মৈল ।  
 সাহাসিন্যে একবাবে হুল্লুহুল হইল ॥  
 আর যত সেনাপতি উমরা আছিল ।  
 সর্বা সৈন্য ডাকি পদ্বানি করিতে লাগিল ॥  
 ডাকি বোলে হিন্দু সবে দিল অপমান ।  
 কি রূপে রাখিব সবে ধড়েত পরাণ ॥  
 সাহা আগে গিয়া সবে কি দিব উস্তর ।  
 একবারে হিন্দু সব বান্দহ নিয়র ॥  
 এত শূনি সাহাসিন্য করি জয়বোল ।  
 রাজা সকলের বোড়ি মারস্ত বহুল ॥  
 তীর গোলা নানা অস্ত্র কবে বরিষণ ।  
 অযুতে অযুতে পড়ে নাহি নিবারণ ॥  
 শিক্ষাবস্ত যুধাশ্বির রাজার কুমারে ।  
 যত শর পড়ে আসি সকল নিবারে ॥

১ সহশ্রেণক ২ সগে যুঝে ৩ বাজা সবে চারিবিধে মারে বহু স্বর  
 ৪ জর ৫ বাদিল ৬ অশ্ব হন্তে পরি দোহ ৭ পদাতি চলিতে নারে  
 হইল কাতির ৮ হন্তে ৯ সশস্ত্র রাজপুত্র ১০ যুধাপতি  
 • এইখানে 'চ' পদ্বিলেখকের নাম আছে 'শ্রীহাঃএদর আলি' ।  
 † এরপর থেকে 'বা' পদ্বিলেখকে কিছুদূর পর্যন্ত অন্য হাতের লেখা ।  
 ১১ ওমরা সগতি ১২ সাহার নৃপতি ১৩ একবারে ১৪ সৈন্য  
 ১৫ তরাসীতে ১৬ দোহ নৃপ ১৭ সাহা সৈন্যে ১৮ ওমরা ১৯ সৈন্য  
 ২০ আমি ধরি জে পমান ২১ সবে ২২ সৈন্য ২৩ জএ ২৪ বেরি  
 ২৫ নাই ২৬ কুমার ২৭ সব ২৮ সজল ২৯ নিবার

মন্তব্য : সাতশত রাজপুত্র রাজার সগে সুলতানের  
 অধীনস্থ দুজন রাজার অসম যুধ ও তাদের নিধন বর্ণনা  
 করে আলাওল ঔচিতোর পরিচয় দেন নি । ওমরাহদের  
 ভাষণে সুলতানী সৈন্যদের উৎসাহ ও রাজপুত্রদের অবস্থে  
 যুধবর্ণনা উস্তেজক হলেও বর্ণনারীতির মধ্যে সংকৃত  
 আলাপকারিকতা এবং বর্ণনায় পুচ্ছনৃসারিতা লক্ষণীয় ।

বিসম হইল জন্ম নাহি নিবারণ<sup>১</sup> ।  
 সাহার বহুল সন্য<sup>২</sup> হইল নিধন ॥  
 পিত্র সম্মুখে জদি পুত্রবে<sup>৩</sup> সঙ্গারে ।  
 পুত্র না চাহিয়া পীতা নিজ প্রান সারে ॥  
 ভাই<sup>৪</sup> অগ্রেতে জদি ভাতিক বধএ<sup>৫</sup> ।  
 কাকে কেহ ন রাখন্ত প্রান<sup>৬</sup> লই ধাএ ॥  
 সে জন্ম দেখিত ভিন্ন অজর্দন জন্মপতি ।  
 অপমানে অরন্যেত<sup>৭</sup> করিত<sup>৮</sup> বসতি ॥  
 তবে গৌরা<sup>৯</sup> রনক্ষেত্রে উন্নত<sup>১০</sup> হইয়া ।  
 খণ্ডে ন মাঝিয়া মাঝে দশেত কামাভাইয়া ॥  
 তবে খর্গ<sup>১১</sup> ধরি হস্তে<sup>১২</sup> অর্সে আরুহন ।  
 সাহার বহুল সন্য কবন্ত<sup>১৩</sup> নিধন ॥  
 মরণের ভয় ছাড়ি রাজপুত্রগন ।  
 লন্ডভন্ড<sup>১৪</sup> কবি বধে সাহা সন্যগন<sup>১৫</sup> ॥  
 আছৌক<sup>১৬</sup> কবির জন্ম চাহিতে ন পারে ।  
 তা সব<sup>১৭</sup> বিক্রম দেখী সব সন্য ফিরে ॥  
 রুধিরের ধারা বহে বনক্ষেত্র মাঝ ।  
 মাংস ভক্ষ<sup>১৮</sup> সব নাচে কবিয়া সমাজ ॥  
 রনভূমি রক্তবন<sup>১৯</sup> দেখী দিনমানি ।  
 লজ্জা<sup>২০</sup> পাই লুকাইল হইল রক্তনি ॥  
 জেহেন লুকিত সম বাবব কিবন<sup>২১</sup> ।  
 রাজা স<sup>২২</sup> রক্তবন সাম্য নাহি<sup>২৩</sup> মন ॥  
 আছৌক<sup>২৪</sup> কবির জন্ম মূকে নাহি নাহ ।  
 সবে বোলে এবে সে হইল পবমাত<sup>২৫</sup> ॥  
 হেনকালে প্রশন্য<sup>২৬</sup> হইল জ<sup>২৭</sup>পতি<sup>২৮</sup> ।  
 দুই সন্য রহিলে রাজাব জেই নিতি<sup>২৯</sup> ॥  
 নিশিতে সাহা সন্য হই একস্তব<sup>৩০</sup> ।  
 সবে বোলে সাহা আগে জানাউ<sup>৩১</sup> খবব ।  
 কেহ বোলে সাহা আগে বা<sup>৩২</sup> ন জানাইন<sup>৩৩</sup> ।  
 একবার যুধ কবি সকল মরিব ॥

১ সান্তি মন ২ সৈন্য ৩ পুত্রকে ৪ পিত্রের ৫ বধএ ৬ প্রানী  
 ৭ করিতেক ৮ অরিয়ে ৯ গৈয়া ১০ উন্নত<sup>১১</sup> ১১ দুই হস্তে খর্গ<sup>১২</sup> ধরি  
 ১২ হইল ১৩ সৈন্যগন ১৪ আছক ১৫ গৈয়ার ১৬ রনক্ষেত্রে  
 ১৭ রক্তবন<sup>১৮</sup> রনভূমি ১৮ লজ্জা পাই ১৯ খিরন ২০ শ্রমজোক্ত  
 ২১ আছক ২২ পরমাদ ২৩ অন্তগত ২৪ দিনপতি ২৫ গতি  
 ২৬ সৈন্য হৈস একস্তব ২৭ কিবা বাধা দিব

বিসম হইল যুধ নাহি নিবারণ ।  
 সাহাব বহুল সৈন্য হইল নিধন ॥  
 পিত্র সম্মুখে যদি পুত্রেরে সংহারে ।  
 পুত্র না চাহিয়া পীতা নিজ প্রাণ সারে ॥  
 ভাতিক অগ্রেতে যদি ভাতিক বধয় ।  
 কাকে কেহ না রাখন্ত প্রাণ লই ধায় ॥  
 সে যুধ দেখিত ভীমজর্দন যুধপতি ।  
 অপমানে অরণ্যেত<sup>১</sup> করিত<sup>২</sup> বসতি ॥  
 তবে গৌরা<sup>৩</sup> রনক্ষেত্রে উন্নত<sup>৪</sup> হইয়া ।  
 খণ্ডে না মাঝিয়া মাঝে দশেত কামাভাইয়া ॥  
 দুই হস্তে<sup>৫</sup> খর্গ<sup>৬</sup> ধরি অর্সে আরোহণ ।  
 সাহার বহুল সৈন্য করন্ত<sup>৭</sup> নিধন ॥  
 মরণের ভয় ছাড়ি রাজপুত্রগণ ।  
 লন্ডভন্ড<sup>৮</sup> কবি বধে সাহা সৈন্যগণ ॥  
 আছৌক<sup>৯</sup> কবির যুধ চাহিতে না পারে ।  
 গৌবাব বিক্রম দেখি সব সৈন্য ফিরে ॥  
 রুধিরের ধারা বহে বনক্ষেত্র মাঝ ।  
 মাংসভক্ষা<sup>১০</sup> নাচে সব কবিয়া সমাজ ॥  
 রনভূমি রক্তবন<sup>১১</sup> দেখি দিনমানি ।  
 লজ্জা<sup>১২</sup> পাই লুকাইল হইল বজনী ॥  
 যেহেন লুকিত সব বাবব কিরণ ।  
 রাজা সব রক্তবন<sup>১৩</sup> শ্রমযুক্ত মন ॥  
 আছৌক<sup>১৪</sup> কবির যুধ মূকে নাহি নাহ ।  
 সবে বোলে এবে সে হইল পবমাদ ॥  
 হেনকালে অস্তগত<sup>১৫</sup> হইল দিনপতি ।  
 দুই সৈন্য রহিলেক যার যেই গতি ॥  
 নিশীথে সাহার সৈন্য হই একস্তব ।  
 সবে বোলে সাহা আগে যাউক<sup>১৬</sup> খবর ॥  
 কেহ বোলে সাহা আগে কিবা বার্থা<sup>১৭</sup> দিব ।  
 একবার যুধ করি সকল মরিব ॥

মন্তব্য : গৌরার বীরত্ব বর্ণনায় খণ্ডেব পরিবর্তে দশেতর  
 ব্যবহার যুগপৎ বীভৎস ও হাস্যকর । মূলে গৌরার এই-  
 জাতীয় যুধবিবরণ অন্দুপস্থিত । মূলের যুধবর্ণনা ধ্রুপদী-  
 রীতির, অন্দুবাদে বর্ণায় রামায়ণ মহাভারতের বর্ণনার  
 অন্দুপ ।

পদ্বিলে জুশ্বের বার্তা<sup>১</sup> কি দিব উত্তর ।  
 কি বপে দেখাইব মদু<sup>২</sup> সাহাব গোচর ॥  
 জীবন অধিক<sup>৩</sup> দেখী মৃত্যু হস্তে<sup>৪</sup> ভাল ।  
 তিলে ছোবাইব জথ আপদ<sup>৫</sup> জঞ্জাল ॥  
 এইমতে দরাই করিলা<sup>৬</sup> বিরগন ।  
 রজনী গোয়াইল জদি<sup>৭</sup> উগএ তপন ॥  
 এথাত<sup>৮</sup> সাহাব আগে জথ<sup>৯</sup> বিবরন ।  
 কথ জনে সিপ্র জাই করে নিবেদন<sup>১০</sup> ॥  
 রত্নসন লই দেসে বাদিলা চাঁলল ।  
 জথেক রাজার শংগে<sup>১১</sup> গোরা<sup>১২</sup> জুশ্ব<sup>১৩</sup> দিল ॥  
 সন্তদিন জুশ্ব ছিল ওমরা সগ্গতি ।  
 মরিল বহুল সন্য<sup>১৪</sup> পাইয়া দুর্গতি ॥  
 প্রধান নৃপতি<sup>১৫</sup> দুই সংগ্রামে বধিল<sup>১৬</sup> ।  
 সেনাপতি দুহ<sup>১৭</sup> সগে বহু সন্য<sup>১৮</sup> পৈল ॥  
 আর জথ জুশ্ব ছিল হিন্দুর সহিত<sup>১৯</sup> ।  
 কহিতে সাহার<sup>২০</sup> আগে মনে বাসী ভিত ॥  
 বনক্ষেত্রে গোরা বিরে দুই হস্তে অশী ।  
 উন্নত<sup>২১</sup> চরিত্র জুশ্ব শংগ্রামে<sup>২২</sup> পশী ॥  
 কে করিব জুশ্ব তাবে চাহিতে<sup>২৩</sup> ন পারে ।  
 জেই দিগে জাএ শ্রত<sup>২৪</sup> বহএ রুধিরে<sup>২৫</sup> ॥  
 তাহাব আটোপ দেখী<sup>২৬</sup> সর্বা শন্যগন ।  
 সমাইতে চিন্তাজুস্ত<sup>২৭</sup> আছে সর্বা জন ॥  
 এথেক যদুনিল জদি দিল্লীর ইশ্বর ।  
 ক্রোধে অর্নি সমতুল দিলেক উত্তর<sup>২৮</sup> ॥  
 হিন্দু সবে আসি এথা দিল অপমান ।  
 সর্বা সন্য<sup>২৯</sup> চল জুশ্ব জাইমু আপন ॥  
 অতি ক্রোধে<sup>৩০</sup> সাহা মন দেখী পাত্রগন ।  
 ভালে ভূমী<sup>৩১</sup> চুশ্ব<sup>৩২</sup> তবে করে নিবেদন ॥  
 প্রাণ জদি দান কব কাহি হিত তন্ত ।  
 কাযা<sup>৩৩</sup> জদি লৈতে চাহ চিন্ত কর শাস্ত<sup>৩৪</sup> ॥  
 শহশ্রেক<sup>৩৫</sup> মাজে এক রাজার কুমার ।  
 নিরাক্ষয়া আনিছে<sup>৩৬</sup> কাযা<sup>৩৭</sup> আপনার ॥  
 নিজ কর্ম<sup>৩৮</sup> লই চাহে জাইতে শহর<sup>৩৯</sup> ।  
 পশ্ত ন পাইয়া সবে পাতিল ঝকর<sup>৪০</sup> ॥

পদ্বিলে যুশ্বের বার্তা কি দিব উত্তর ।  
 কিরূপে দেখাইব মদু সাহার গোচর ॥  
 জীবন অধিক দেখি মৃত্যু হয় ভাল ।  
 তিলে ছোড়াইব যত জগত জঞ্জাল ॥  
 এইমতে দড়াই করিলা বীরগণ ।  
 রজনী গোড়াইল তবে উঁগল তপন ॥  
 এথাত সাহার আগে যত বিবরণ ।  
 কতজন শীঘ্র যাই করে নিবেদন ॥  
 রত্নশেন লই দেশে বাদিলা চাঁলল ।  
 যতেক রাজার সগে গোরা যুশ্ব দিল ॥  
 সন্তদিন যুশ্ব ছিল উমরা সগ্গতি ।  
 মরিল বহুল সৈন্য পাইয়া দুর্গতি ॥  
 প্রধান নৃপতি দুই সংগ্রামে বধিল ।  
 সেনাপতি দুহ সগে বহু সৈন্য পৈল ॥  
 আর যত যুশ্ব ছিল হিন্দুর সহিত ।  
 কহিতে সাহার আগে মনে বাসি ভীত ॥  
 বণক্ষেত্রে গোরা বীর দুই হস্তে অসি ।  
 উগস্ত চরিত্র যুশ্ব সংগ্রামে পাশি ॥  
 কে করিব যুশ্ব তাবে চাহিতে না পারে ।  
 যেই দিগে যায় স্রোত বহয় রুধিরে ॥  
 তাহাব আটোপ দেখি সর্বা সৈন্যগণ ।  
 সমাইতে চিন্তাবাস্ত আছে সর্বা জন ॥  
 এতেক শুনিল যদি দিল্লীর ঈশ্বর ।  
 কোধে অর্নি সমতুল দিলেক উত্তর ॥  
 হিন্দু সবে আসি এথা দিল অপমান ।  
 সর্বা সৈন্য চল যুশ্ব যাইমু আপন ॥  
 অতি ক্রোধে সাহা মন দেখি পাত্রগণ ।  
 ভালে ভূমি চুশ্ব তবে করে নিবেদন ॥  
 প্রাণ যদি দান কর কাহি হিত তন্ত ।  
 কায যদি লৈতে চাহ চিন্ত কর শাস্ত ॥  
 শহশ্রেক মাঝে এক রাজার কুমার ।  
 নিরাক্ষয়া আনিয়াছে কায আপনার ॥  
 নিজ কর্ম লই চাহে যাইতে শহর ।  
 পশ্ত না পাইয়া সবে পাতিল ঝগর ॥

১ কথা ২ দেখাব মদু ৩ থাকিআ ৪ হএ ৫ জগত ৬ করিআ  
 ৭ গঞীরা তবে ৮ এমত ৯ যুশ্ব ১০ একজন গায়ে তথা গেলেস্ত  
 তখন ১১ সগে ১২ গইয়া ১৩ যুশ্ব ১৪ সেনা ১৫ নিপতি ১৬ বাদিল  
 ১৭ দোহ ১৮ সৈন ১৯ সহিত ২০ তোমাব ২১ উশ্বর্থ ২২ সংগ্রামে  
 ২৩ জাইতে ২৪ সেই ২৫ বাদিরে ২৬ দেখে ২৭ সমাইতে প্রম জোস্ত  
 ২৮ দিল পদ্বেশ্বর ২৯ বল ৩০ ক্রোধে ৩১ মহি ৩২ চুশ্ব ৩৩ কাহ  
 ৩৪ শাস্ত ৩৫ সহশ্রেক ৩৬ নিরা আছে ৩৭ কাহের ৩৮ কাহ  
 ৩৯ সহর ৪০ সময়

শব্দার্থ টীকা : আটোপ—প্রক্ষেপ  
 ঝগর—ঝগড়া

মন্তব্য : গোয়ার বিক্রম সম্পর্কে সুলতানের কাছে এই  
 জাতীয় বার্তা-বৃত্তান্ত মূলে নেই ।

কেহ জদি মন ক্রোধে<sup>১</sup> কাহারে লরাএ<sup>২</sup> ।  
 ফিরিয়া ন<sup>৩</sup> চাহে সেই<sup>৪</sup> প্রাণ লই ধাএ ॥  
 তথাপিহ খেমা নাহি<sup>৫</sup> তাহাকে<sup>৬</sup> লরাএ ।  
 শারিতে নারিল<sup>৭</sup> জদি শে পদুনি ফিরাএ<sup>৮</sup> ॥  
 প্রাণ উৎসর্গীয়া জুন্ধ করে সেই<sup>৯</sup> জন ।  
 নিব<sup>১০</sup>ন্দ নেঅম চার<sup>১১</sup> ন জাএ মিটন ॥  
 কেহ জদি প্রাণ লই ধাএ কার ভিত ।  
 শাস্তেত লিখএ সেই<sup>১২</sup> বাচিত্তে উচিত ॥  
 আর দেখ কার হস্তে থাকে অশীধাব<sup>১৩</sup> ॥  
 অস্তহীন শণে জদি হইল ঝগর<sup>১৪</sup> ॥  
 অতি বেগে ক্রোধ মনে হানে<sup>১৫</sup> খণ<sup>১৬</sup> ধার ।  
 ছিকর<sup>১৭</sup> নাহিক হস্ত পাতএ তাহার ॥  
 খণ<sup>১৮</sup>ধরে হস্ত তার কাটীব জানএ ।  
 মৃতগামি হইয়া<sup>১৯</sup> হস্ত আছাদি<sup>২০</sup> রাখএ ॥  
 গমাগম বলাবল জুন্ধের চরিত ।  
 শমএ<sup>২১</sup> বুদ্ধিয়া কৰ্ম করিতে উচিত ॥  
 রণক্ষেত্রে মদুকা<sup>২২</sup>মুখী<sup>২৩</sup> হই গেল জবে ।  
 জার জেই বিচা<sup>২৪</sup> শরির প্রান রাখে তবে ॥  
 নিকটে মরন আব শরির লগ্যাগত<sup>২৫</sup> ।  
 প্রানপণ জুন্ধ করে শাহার অগ্রত<sup>২৬</sup> ॥  
 ধাইতে চাহিল আগে ভএ আপনার ।  
 পশত ন পাইয়া জুন্ধ<sup>২৭</sup> শংগতি আমার ॥  
 মরিতে ইচ্ছলা<sup>২৮</sup> তবে<sup>২৯</sup> হিন্দু সৈন্যগন<sup>৩০</sup> ॥  
 তার শণে জুন্ধিয়া<sup>৩১</sup> মরিব কোনজন<sup>৩২</sup> ॥  
 ছলে বলে কলে কিবা ধনের প্রশাদে<sup>৩৩</sup> ।  
 সংসার নিয়ম জান নিজ কৰ্ম সাধে<sup>৩৪</sup> ॥

কেহ যদি মনক্রোধে কাহারে লড়ায় ।  
 ফিরিয়া না চাহে সেই প্রাণ লই ধায় ॥  
 তথাপিহ ক্ষেমা নাহি তাহাকে লড়ায় ।  
 সারিতে নারিল যদি সে পদুনি ফিরায় ॥  
 প্রাণ উৎসর্গীয়া যুন্ধ করে সেই জন ।  
 নিব<sup>১০</sup>ন্দ নিয়ম হয় না যায় মিটন ॥  
 কেহ যদি প্রাণ লই ধায় কার ভিত ।  
 শাস্তেত লিখয় সেই বাচিত্তে উচিত ॥  
 আব দেখ কার হস্তে থাকে অসিধার ।  
 অস্তহীন সশণে যদি হইল ঝগর ॥  
 অতি বেগে ক্রোধ মনে হানে খণ<sup>১৬</sup> ধার ।  
 ছিপদুর নাহিক হস্ত পাতয় তাহার ॥  
 খণ<sup>১৮</sup>ধারে হস্ত তার কাটিব জানয় ।  
 মৃতদ্যুগামী হইয়া হস্ত আছাদি রাখয় ॥  
 গমাগম বলাবল যুন্ধের চরিত ।  
 সময় বুদ্ধিয়া কৰ্ম করিতে উচিত ॥  
 রণক্ষেত্রে মদুকা<sup>২২</sup>মুখী হই গেল যবে ।  
 ধার সেই বীৰ্য<sup>২৪</sup> শরির প্রাণ রাখে তবে ॥  
 নিকটে মরণ আর শরির লগ্যাগত ।  
 প্রাণপণ যুন্ধ করে সাহার অগ্রত ॥  
 ধাইতে চাহিল আগে ভয়ে আপনার ।  
 পশত না পাইয়া যুন্ধের সংহতি আমার ॥  
 মরিতে ইচ্ছিল তবে হিন্দু সৈন্যগন ।  
 তার শণে যুন্ধিয়া মরিব কোন জন ॥  
 ছলে বলে কলে কিবা ধনের প্রসাদে ।  
 সংসার নিয়ম জান নিজ কৰ্ম সাধে ॥

১ ক্রোধ ২ লরএ ৩ না ৪ সেই ৫ সাক নাই ৬ তাহারে ৭ সারিতে  
 নারিলে ৮ সে জদি ফিরএ ৯ দুই ১০ নিবন্দ নিবন্দ হএ ১১ সাশ্রেতে  
 কহএ তারে ১২ অসীধাব ১৩ জরাঞ্জর ১৪ আসী আগে ক্রোধানলে  
 ১৫ ছিপদুর ১৬ হই ১৭ আছাদি ১৮ সমএ ১৯ রনক্ষেত্রে মদুকা<sup>২২</sup>মুখী  
 ২০ রিজ<sup>২১</sup> ২১ লৈশ্রনাগত ২২ সাহাব অগ্রত ২৩ যুন্ধ ২৪ চাহিল  
 ২৫ জদি ২৬ সৈন্যগন ২৭ সঙ্গে যুন্ধিয়া ২৮ কনজন ২৯ ধনে প্রান  
 সাধে ৩০ নিজ কাঙ্ক্ষ সাধে

শব্দার্থ টীকা : নিব<sup>১০</sup>ন্দ—নিয়াতি বা কৰ্মফল  
 গমাগম বলাবল—উচিত অনুচিত  
 কলে—কৌশলে  
 ছিপদুর—ক্ষেপণাস্ত

মন্তব্য : যুন্ধের পরিস্থিতি সম্পর্কে সুলতানের কাছে পাঠদের এই সুদীর্ঘ ভাষণ ও নীতি নিয়ম সম্পর্কিত বক্তৃতা 'তোহফা' রচয়িতা আলাওলের পক্ষেই সম্ভব । মূলে এই জাতীয় বর্ণনাবিস্তার অনুপস্থিত ।

আর এক প্রসঙ্গ য়ুনহ সিরমনি ।<sup>১</sup>  
 বিচারি কহিব এক পুর্বে<sup>২</sup>র কাহিনি ॥<sup>২</sup>  
 ইরানের মহারাজা দারার<sup>৩</sup> খবর ।  
 য়ুনি শশু দিপপতি জারে দিল কর ॥  
 পুশ্যা ক্রমে শেই পাটে নাহিক দোসর ।  
 তার সম নৃপ নাহি<sup>৪</sup> সংসার ভিতর ॥<sup>৫</sup>  
 শহশ্রে বিংশতি রাজা তাকে<sup>৬</sup> দেশত কর ।  
 প্রতিধিবর নৃপগনে পুজে নিরন্তর ॥  
 ফেলকুচ আছিল জবে<sup>৭</sup> রুমরাজ্যকান্ত ।  
 অহনিসী দারা আগে কর জোগাঅন্ত ॥  
 দৈবগতি<sup>৮</sup> তার ঘরে সাহা ছিকাম্দর<sup>৯</sup> ।  
 জম্মাইলা খিতি মাজে কৃপাল<sup>১০</sup> ইশ্বর ॥  
 কাল গণ্ডি ফেলকুচ<sup>১১</sup> গেল শ্বগপদর ।  
 সাহা ছিকাম্দর হৈলা<sup>১২</sup> রুমের ইশ্বর ॥  
 তবে কথ<sup>১৩</sup> রাজা সবে সাহাকে মানিলা ।  
 জাগি আদি বহু রাযা জুখে জয় কল্যা<sup>১৪</sup> ॥  
 আর দিন ছিকাম্দর<sup>১৫</sup> নিজ মনে গুনি ।  
 দারার নিয়ম কর রাখিলেক পুনি ॥  
 দারাএ য়ুনিল জদি এথেক কখন ।  
 নিয়মীত কর মাগি পাটীলা আপন<sup>১৬</sup> ॥  
 সাহাএ না দিল কর রাএবার হাত<sup>১৭</sup> ।  
 সিগ্রে জানাইল গীরা দারার শাক্ষাত<sup>১৮</sup> ॥  
 রুমের ন পাইল কর<sup>১৯</sup> দারা নৃপবর ।  
 শব্দ<sup>২০</sup>রশেভ শাজি আইল রুমের ভিতর ॥<sup>২০</sup>  
 তাতে<sup>২১</sup> দুই পাঠ ছিল দারার প্রধান ।  
 দৈবগতি মিলিলেক ছিকাম্দর<sup>২২</sup> স্থান ॥  
 বহুল প্রশাদে সাহা<sup>২৩</sup> পাঠ বস কল্যা<sup>২৪</sup> ॥  
 দারাক মারিতে সাহা কৃপা করি দিলা<sup>২৫</sup> ॥

আর এক প্রসঙ্গ য়ুনহ শিরোমণি ।  
 বিস্তারি কহিব এক পুর্বে<sup>২</sup>র কাহিনী ॥  
 ইরানের মহারাজা দারার খবর ।  
 য়ুনি সশু<sup>৩</sup>বীপপতি যারে দিল কর ॥  
 পুশক্রমে সেই পাটে নাহিক দোসর ।  
 তার সম রাজা নাহি সংসার ভিতর ॥  
 সহশ্র বিংশতি রাজা তাকে দেশত কর ।  
 পুথিবীর নৃপগণে পুজে নিরন্তর ॥  
 ফেলকুচ আছিল যবে রুমরাজ্যকান্ত ।  
 অহনিশি দারা আগে কর জোগাঅন্ত ॥  
 দৈবযোগে তার গুহে সাহা ছিকাম্দর ।  
 জম্মাইলা ক্ষিতগাথে কৃপাল ইশ্বর ॥  
 কাল গণ্ডি ফেলকুচ গেল শ্বগপদর ॥  
 সাহা সিকাম্দর হইল রুমের ইশ্বর ॥  
 তবে যত রাজা সবে সাহা না মানিলা ।  
 জাগী আদি বহুরাজ্য যুখে জয় কৈলা ॥  
 আর দিন সিকাম্দর নিজ মনে গুণি ।  
 দারার নিয়ম কর রাখিলেক পুনি ॥  
 দারায় য়ুনিল যদি এতেক কখন ।  
 নিয়মিত কর মাগি পাঠাইলা আপন ॥  
 সাহায় না দিল কর রায়বার হাতে ।  
 শীঘ্রে জানাইল গিয়া দারার শাক্ষাতে ॥  
 রুমের না পাই কর দারা নৃপবর ।  
 সবারশেভ চলি আইল সাহার গোচর ॥  
 তাতে দুই পাঠ ছিল দারার প্রধান ।  
 দৈবগতি মিলিলেক সিকাম্দর স্থান ॥  
 বহুল প্রসাদে সাহা পাঠবশ কৈলা ।  
 দারাকে মারিতে সাহা পণ করি দিলা ॥

১ আর এক এক সঙ্গ য়ুন হরসীত মান ২ বিস্তর কহিএ আমী পুর্নস  
 কাহিনি ৩ দাঁড়ার ৪ রাজা নাই ৫ 'বা' পুর্নাথে অভিরিক্ত চরণ—  
 মোর জখ হিন্দুরাজ ইরান ভিতর

৬ জারে ৭ ফেলকুচ আছিলেক ৮ দৈব জগে ৯ ছেকাম্দর ১০ চিজগ  
 ১১ ফেলকুচ ১২ ছেকাম্দর হৈল ১৩ জখ ১৪ কৈলা ১৫ ছেকাম্দর  
 ১৬ পাটাইলা তখন ১৭ হাতে ১৮ শাক্ষাতে ১৯ রুমের না পাই কর  
 ২০ সবারশেভ চলি রাইল রুম মারিবর ২১ তাতে ২২ ছেকাম্দর  
 ২৩ সাহা ২৪ কৈল ২৫ পান করে দিল

শব্দার্থ টীকা : পুশক্রমে—পুশুয়ানক্রমে  
 দারা—পারস্যরাজ দারায়স ।  
 ফেলকুচ—রাজা ফিলিপ ;  
 সিকাম্দর—সেকেম্দার ৩ আলেকজান্ডার

মন্তব্য : গোরাকে উৎকোচে বশীভূত করে কৌশলে যুদ্ধজয়ের জন্য সুলতানেব কাছে পাঠবর এখানে দীর্ঘস্থান জুড়ে  
 নিবেদন করল পারস্যরাজ দারায়সের কাহিনী । নিজামীর ইসকাম্দারনামা থেকে এটি গৃহীত এবং পরে এই কাহিনী অবলম্বনে  
 আলাওল সেকাম্দারনামা রচনা করেছিলেন । জানসীর পদমাণ্ডল কাব্যে এ সব বিবরণ নেই ।

ততক্ষণে দারার শন্যে পদ্বিন আইল ২ ।  
 জন্মকালে পাঠে নিজ ইশ্বর বর্ধিল ৩ ।  
 কাল গর্ভে দারা রাজে নিজ পদ্বরে গেল ।  
 ইরাণ ইশ্বর শাহা ছিকন্দর হৈলা ৪ ॥  
 তবে নৃপতির স্নাতা রোসন ৫ সোন্দরি ।  
 অপছরা জিনি রূপ ৬ যুগ বিদ্যাধরি ৭ ॥  
 দারার আদেশ মানি তাকে বিভা কল্যা ৮ ।  
 পদ্বিন দোহা ৯ পাঠ আনি প্রশাদে তুর্শিলা ১০ ॥  
 তবে নিজ মনে মানি দারার কথন ।  
 একে ২ দোহাজন করিল নিধন ॥  
 ইশ্বর দাহিক লোক ১১ এ ফল ১২ উচিত ।  
 বৃন্দামাস্ত ১৩ হেন রূপ ১৪ ন রাখে বিধিত ॥  
 সংসার নিয়ম যুনে ১৫ বৃন্দার প্রকার ১৬ ॥  
 আগে শত্রু বশ করি ১৭ পৈশ্চাতে সংহার ১৮ ॥  
 রামের যুর্দিদ ১৯ অগদ হনুমান ।  
 এ দুই আছএ রত্নসেন নিজ প্রান ॥  
 রাজ্যদানে ধন দিয়া তুর্শিয়া আশ্বাস ২০ ।  
 জেন মতে পার ২১ দোহো আন শাহ পাশ ২২ ॥  
 তার ২৩ দুই ২৪ পাঠ জদি হইলে ২৫ আমার ।  
 ইচ্ছাগত ২৬ মনবাণী পদ্বিরব তাহার ২৭ ॥  
 আপনে নিশার্থে ২৮ সাহা বল কর হানি ।  
 সন্তোষ করহ আনি ২৯ ফিরাই বাহিনী ॥  
 পাত্রে বচনে সাহা হিত তত পাই ৩০ ॥  
 আনিলা সকল সন্য রাণে ... পাটাই ৩১ ॥

১ ততক্ষণে ২ সৈন্যেতে আসী পদ্বিন ৩ জন্মকালে বদিলেক ৪ পদ্বিন  
 ৫ নৃপ ৬ স্বর্গ ৭ সাহা ছিকন্দর হৈল ৮ দারা ৯ বোসনা ১০ বামা  
 ১১ স্বর্গ বিদ্যাধরি ১২ বিবা কৈল ১৩ দুই ১৪ প্রশাদে তুর্শীল  
 ১৫ ইশ্বর দাহিক জন ১৬ মত ১৭ বৃন্দামাস্ত ১৮ পাঠ ২০ বিদিত  
 ২১ সংসার নিয়ম যুনে ২২ প্রকারে ২৩ শত্রু বশ করে ২৪ প্রচাতে  
 সংসারে ২৫ যুর্দিদ জেন ২৬ রামবাসে ২৭ আন ২৮ আপনার পাশে  
 ২৯ তান ৩০ দুই ৩১ হইল ৩২ ইচ্ছামতে ৩৩ সাহা ৩৪ জিনি  
 ৩৫ রাউত পাটাই আনে আপনা বাহিনী ।

মন্তব্য : সন্তোষনাথ ঘোষাল প্রমুখ কোনো কোনো গবেষক আলাওলের পরবর্তী কালের রচনা সেকান্দারনামার এই কাহিনীর উল্লেখ দেখে পদ্মাবতীর শেষাংশ আলাওলের রচনা কিনা সে সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এটাই প্রমাণ করে যে শেষাংশ আলাওলেরই রচনা। কারণ মূল সেকান্দারনামা আলাওলের নয় নিজামীর। কাব্যটি যে আলাওলের প্রিয় ছিল তা বোঝা যায় স্বেচ্ছায় এর অনুবাদকর্মের ভার নেওয়ার, স্তবরাং এক্ষেত্রে যদি তাঁর প্রিয়কাব্য থেকে প্রসঙ্গ নিয়ে থাকেন তাতে বিশ্বাসের কি আছে, আর কাহিনী বলতে গিয়ে অন্য কাহিনী প্রসঙ্গ টেনে আনা যে আলাওলের স্বভাব তা বোঝা যায় সত্যময়নার শেষাংশে অবান্তর প্রসঙ্গান্তরের ক্ষেত্রে ।

ততক্ষণে দারার সৈন্য পদ্বিন আইল ।  
 যুগকালে পাঠে নিজ ঈশ্বর বর্ধিল ॥  
 কাল গর্ভে দারা রাজা নিজ পদ্বরে গেলো ।  
 ইরাণ ঈশ্বর সাহা সিকন্দর হইলা ॥  
 তবে নৃপতির স্নাতা রোসন সুন্দরী ।  
 অঙ্গরা জিনিয়া রাগা স্বর্গবিদ্যাধরী ॥  
 দারার আদেশ মানি তাকে বিভা কৈলো ।  
 পদ্বিন দুই পাঠ আনি প্রসাদে তুর্শিলা ॥  
 তবে নিজ মনে মানি দারার কথন ।  
 একে একে দোহজন করিল নিধন ॥  
 ঈশ্বরদাহিক জন এ ফল উচিত ।  
 বৃন্দামাস্ত হেন রূপ না রাখে বিদিত ॥  
 সংসার নিয়ম শূন বৃন্দার প্রকারে ।  
 আগে শত্রু বশ করি পশ্চাতে সংহারে ॥  
 রামের সুন্দর যেন অগদ হনুমান ।  
 এ দুই আছয় রত্নসেন নিজ প্রাণ ॥  
 রাজ্যদানে ধন দিয়া তুর্শিয়া আশ্বাসে ।  
 যেন মতে পার দোহা আন সাহা পাশে ॥  
 তার দুই পাঠ যদি হইল আমার ।  
 ইচ্ছাগত মনোবাণী পদ্বিরব সাহার ॥  
 আপনে নিশার্থে সাহা বল কর হানি ।  
 সন্তোষ করহ সাহা ফিরাই বাহিনী ॥  
 পাত্রে বচনে সাহা হিততত্ত্ব পাই ।  
 আনিলা সকল সৈন্য রামবার পাঠাই ॥

শব্দার্থ টীকা : গতি—অতিবাহিত করে  
 রোসন সুন্দরী—দারার সৈন্যের কন্যা

তবে শাহা<sup>১</sup> গোরা<sup>২</sup> স্থানে পত্র লিখিলে<sup>৩</sup> ।  
 আপনার মনরত শব আদি<sup>৪</sup> অস্ত ॥  
 আগে আসীর্বাদ লিখী<sup>৫</sup> গোৱার উপর<sup>৬</sup> ।  
 মনুগত জ্ঞথ যাদি<sup>৭</sup> লেখীলা সস্তর<sup>৮</sup> ॥  
 শাফল্য<sup>৯</sup> জিবন ভোর আছ নৃপকদলে ।  
 বৃদ্ধিবলে রত্নশেন উম্মারিয়া নিলে ॥  
 তিলেক আমা প্রতি<sup>১০</sup> সন্দেহ না করিব<sup>১১</sup> ।  
 বিমর্ষরি<sup>১২</sup> মোর সন্য<sup>১৩</sup> বহু সংহারিলি<sup>১৪</sup> ॥  
 রত্নসেন নৃপ মোর<sup>১৫</sup> তুমিহ<sup>১৬</sup> আমার ।  
 কার সগে জুধ<sup>১৭</sup> কর না করি বিচার ॥  
 মরনের ভয় ভোর নাহিক কিঞ্চিৎ ।  
 জুধিতে চাহশী তুই আমার সহিত ॥  
 রত্নসেন নৃপ চাহি মোহকে ন মানি ।  
 মহন্ত নৃপতি দুই বধিলি<sup>১৮</sup> পরানি ॥  
 বিমর্ষিয়া আগে আছে ন চাহিসী মনে<sup>১৯</sup> ।  
 ধূলি দিয়া সমুদ্র<sup>২০</sup> বাস্পিতে<sup>২১</sup> চাহ কেনে ॥  
 অতপলে কর কেনে<sup>২২</sup> বিসম শাহাস ।  
 অখনেহ নিশংখ্যা<sup>২৩</sup> আইস মোর পাস ॥  
 ঐ জে বধিছ দুই<sup>২৪</sup> নৃপতি মোহন্ত<sup>২৫</sup> ।  
 তার রাজ্য তোহকে<sup>২৬</sup> করিয়া দিব<sup>২৭</sup> কান্ত ॥  
 আর তোমা করিবাম<sup>২৮</sup> মহন্ত উজ্জর ।  
 সভানের পরে তোরে করিবাম ঈশ্বর ॥  
 আর জেই মনে লয় মাগহ আমারে ।  
 একে ২ সে সকল দিবাম তোমারে ॥  
 তুমি<sup>২৯</sup> দুই ভাই জদি আইস মোর পাস ।  
 রত্নসেন নৃপতিরে আনিমু আশ্বাস ॥  
 জদ্যপি করিছ দোশ<sup>৩০</sup> সকল খেঁমিব ।  
 রাজ্যদান দিয়া মন<sup>৩১</sup> তোহাকে<sup>৩২</sup> তুসীব ॥  
 তিলেক বিক্রম পুর্নি<sup>৩৩</sup> ন করিহ<sup>৩৪</sup> মন ।  
 সীগ্র আসি মোর পাসে লও রাজ্যদান<sup>৩৫</sup> ॥

তবে সাহা গোরা স্থানে পত্র লিখিলে<sup>৩</sup> ।  
 আপনার মনোরথ সব আদি অস্ত ॥  
 আগে আশীর্বাদ লিখি গোৱার উপর ।  
 মনোরথ যত আদি লেখিলা সস্তর ॥  
 সাফল্য জীবন ভোর আছে নৃপকদলে ।  
 বৃদ্ধিবলে রত্নসেন উম্মারিয়া নিলে ॥  
 তিলেক আমার প্রতি সন্দেহ না কৈলি ।  
 বিমর্ষরি মোর সৈন্য বহু সংহারিলি ॥  
 রত্নসেন নৃপ মোর তুমিহ আমার ।  
 কার সগে যুধ কর না করি বিচার ॥  
 মরণের ভয় ভোর নাহিক কিঞ্চিৎ ।  
 যুধিতে চাহসি তুই আমার সহিত ॥  
 রত্নসেন নৃপ চাহি মোহকে না মানি ।  
 মোহন্ত নৃপতি দুই বধিলা পরানি ॥  
 বিমর্ষিয়া আগে পাছে না চাহিয়া মনে ।  
 ধূলি দিয়া সমুদ্র বাস্পিতে চাহ কেনে ॥  
 অতপলে কর কেনে বিষম সাহস ।  
 এখনেহ নিঃশংকায় আইস মোর পাশ ॥  
 ঐ যে বধিছ দুই নৃপতি মোহন্ত ।  
 তার রাজ্যে তেহাকে করিয়া দিব কান্ত ॥  
 আর তোমা করিবাম মোহন্ত উজ্জীর ।  
 সভানের পরে তোরে করিবাম ঈশ্বর ॥  
 আর যেই মনে লয় মাগহ আমারে ।  
 একে একে সে সকল দিবাম তোমারে ॥  
 তুমি দুই ভাই জদি আইস মোর পাশ ।  
 রত্নসেন নৃপতিরে আনিমু আশ্বাস ॥  
 যদ্যপি করিছ দোষ সকল ক্ষেঁমিব ।  
 রাজ্যদান ধন দিয়া তোহারে তুসিব ॥  
 তিলেক বিক্রম পুর্নি না কিঞ্চিৎ মন ।  
 শীগ্র আসি মোর পাশে লও রাজ্যধন ॥

১ সাহা ২ গোরা ৩ লেখিলে ৪ যাদি ৫ লেখে ৬ গোৱার উপরে  
 ৭ ইতি ৮ সস্তর ৯ সাফল্য ১০ তিল আমাগ্রতি তুমি ১১ কৈলে  
 ১২ বৃদ্ধিবরি ১৩ সৈন্য ১৪ বহুল বধিলে ১৫ রত্নসেন মোর হই  
 ১৬ তুমিহ ১৭ যুধ ১৮ বধিলা ১৯ মরনের ভয় ভোর না রাখীআ  
 মনে ২০ পশ্চত ২১ রাখীতে ২২ কেনে কর ২৩ নিসংকাএ  
 ২৪ অইজে বধিছ দুই ২৫ মহন্ত ২৬ তোহকে ২৭ দিমু ২৮ যার  
 আমা আগে ভোর ২৯ তুমি ৩০ জেখ্যাপী করিছ দোষ ৩১ মান দিআ  
 ৩২ তোহকে ৩৩ তিলেক বিবরি মনে ৩৪ না রাখীঅ ৩৫ সেও রাজ্যদান

লক্ষ্যার্থ টীকা : বিমর্ষরি—অস্থির করে  
 বিমর্ষিয়া—বিবেচনা করে

মন্তব্য : এই বিবরণ মূলে নেই। গোৱার উদ্দেশে  
 সুলাতানের পত্রলিখনে তৎকালীন পত্রলিপিপরীতির চিহ্ন  
 বর্তমান। যেমন প্রথমে আশীর্বাদসহ পত্রায়ত্ত ইত্যাদি।  
 পত্রলিপিতে গোৱার উদ্দেশ্যে উদ্দেশ্যমূলক স্তম্ভিতবচনগুলি



এই মতে পাত ১ এক লেখা দিল্লীম্বর ।  
 একজন পাটাইলা গোরার ১ গোচর ॥  
 এথা সাহা সন্য<sup>১</sup> জদি রন নিবারিল<sup>২</sup> ।...  
 রত্নসেন দেশে জাইতে রহিল একস্থান<sup>৩</sup> ।  
 ঘর বাস্‌দাইয়া জাএ গোরার কল্যাণে<sup>৪</sup> ॥  
 তথাত পাইয়া ঘর গৌরা<sup>৫</sup> হরসীত ।  
 শশন্য শঙ্গাতি তথা রৈলা আনন্দিত<sup>৬</sup> ॥  
 নানা বহ্ন<sup>৭</sup> জয়বাদ্য<sup>৮</sup> বাহি সুললিত ।  
 সর্বা<sup>৯</sup>নিনসী গোলাইলা সে রনভূমীত ॥  
 সাহা<sup>১০</sup> রাএবার শঙ্কদিনের ভিতর<sup>১১</sup> ।  
 সীগ্রগতি চলি গেল গোরার গোচর<sup>১২</sup> ॥  
 গৌরাএ শূনিল আইল সাহা রাএবার<sup>১৩</sup> ।  
 সিগ্রে আসি বারি নিলা করি নমস্কার ॥  
 রাএবারে সাহাপত্র গৌরা হস্তে দিল ।  
 ভূমি চূর্মি<sup>১৪</sup> করে ধরি ভালেতে লইল ॥  
 উদ্দেশে প্রণাম করি<sup>১৫</sup> সব রাজাগন ।  
 পত্র পারি শূনিলে<sup>১৬</sup> জথ বিবেরন<sup>১৭</sup> ॥  
 পত্র পাড়ি আদি আশ্ত গৌরাএ শূনিল<sup>১৮</sup> ।  
 পূর্নি ভূমি চূর্মি গৌরা বহুল কান্দিল<sup>১৯</sup> ॥  
 কান্দি ২ কহে গৌরা রাএবার সাক্ষাতে ।  
 কি জগ্য<sup>২০</sup> লইতে ভালে শাহার প্রসাদে<sup>২১</sup> ॥  
 জথেক কহিছে রাজা<sup>২২</sup> শূনিতে<sup>২৩</sup> উচিত ।  
 বৃন্দপ প্রকাশ<sup>২৪</sup> নহে লবন ভূমিত ॥  
 বহুল প্রকারে আমি বৃন্দজল চরিত ।  
 অতিভক্তি সেবা হেতু জর্জর নহে মিত ॥  
 জর্জরিন রত্নসেন থাকএ জিবন ।  
 আনের<sup>২৫</sup> অমৃতকন্দ মোহর লবন ॥  
 তাহান লবনে মোর সরির জরিছে ।  
 তে কাজে উন্নত নহে ভাবি আগে পাছে ॥  
 জর্জরিন জিব ধরি কষ্টেত আমার ।  
 রত্নসেন ছারি বাক্য ন নিকলে<sup>২৬</sup> আর ॥

১ পত্র ২ গৈরার ৩ সৈন্য ৪ ফিরাইল ৫ 'বা' পূর্নিত্তে ছাড়ি পর্য্যট—  
 আর সপ্তদিন পশ্চ গৈরা চলি গেল ।

৬ রহি স্থানে ৭ ৬ গৈরার কারণে ৮ গৈরা ৯ সৈন্য প্রভেসী তথা  
 রহিলা তুরিত ১০ নানাভঙ্গে ১১ বর্ন বাস ১২ সাহার ১৩ সপ্ত  
 দিবস ভ্রমীত ১৪ গৈরার বিদিত ১৫ গৈরাএ শূনিল জদি আইল  
 রাএবার ১৬ চূর্মি ১৭ উদ্দেশে প্রণামী সাহা ১৮ শূনিলেক  
 ১৯ বিবেরন ২০ পত্র আদি অশ্ত জদি গৈরাএ শূনিল ২১ পূর্নি ভূমী  
 ভালে চূর্মি গৈরাএ কান্দিল ২২ কান্দিআ কহএ গৈরা সাহার সাক্ষাতে  
 ২৩ জৈন্য ২৪ তোমার প্রসাদ ২৫ সাহা ২৬ আমার ২৭ পূর্ন বিকাশ  
 ২৮ গরল তুলন ২৯ না শূনিম

এই মতে পত্র এক লেখা দিল্লীম্বর ।  
 একজন পাটাইলা গোরার গোচর ॥  
 এথা সাহা সৈন্য যদি রণ নিবারিল ।  
 আর সপ্তদিন পশ্চ গৌরা চলি গেল ॥  
 রত্নসেন দেশে যাইতে রহি স্থানে স্থানে ।  
 গড় বাস্‌দাইয়া যায় গোরার কল্যাণে ॥  
 তথাত পাইয়া গড় গৌরা হরষিত ।  
 সসৈন্য শঙ্গাতি তথা রৈলা আনন্দিত ॥  
 নানাবর্ণ জয়বাদ্য বাহি সুললিত ।  
 সর্বা<sup>১</sup>নিনসি গোলাইলা সে রণভূমিত ॥  
 সাহা রায়বার সপ্তদিনের ভিতর ।  
 শীগ্রগতি চলি গেল গোরার গোচর ॥  
 গৌরায় শূনিল আইল সাহা রায়বার ।  
 শীঘ্রে আসি বাড়ি নিলা করি নমস্কার ॥  
 রায়বারে সাহাপত্র গৌরা হস্তে দিল ।  
 ভূমি চূর্মি করে ধরি ভালেতে লইল ॥  
 উদ্দেশে প্রণাম করি সব রাজাগণ ।  
 পত্র পাড়ি শূনিলেক যত বিবরণ ॥  
 পত্র আদি অশ্ত যদি গৌরায় শূনিল ।  
 পূর্নি ভূমি চূর্মি গৌরা বহুল কান্দিল ॥  
 কান্দি কান্দি কহে গৌরা রায়বার সাক্ষাতে ।  
 কি যোগ্য লইতে ভালে সাহার প্রসাদ ॥  
 যতেক কহিল সাহা শূনিতে উচিত ।  
 বৃন্দপ প্রকাশ নহে লবণ ভূমিত ॥  
 বহুল প্রকারে আমি বৃন্দজল চরিত ।  
 অতিভক্তি সেবাহেতু যোগী নহে মিত ॥  
 যতদিন রত্নসেন থাকয়ে জীবন ।  
 অন্যের অমৃতকন্দ মোহর লবণ ॥  
 তাহান লবণে মোর শরীর জরিছে ।  
 তেকাজে উচিত নহে ভাবি আগে পাছে ॥  
 যতদিন জীব ধরি কষ্টেত আমার ।  
 রত্নসেন ছাড়ি বাক্য না শূনিম আর ॥

মন্তব্য : মূলের তুলনায় গৌরাপ্রসঙ্গ অনুবাদে অনেক  
 বৃদ্ধি পেয়েছে । মূলে গৌরা চরিত্রের শারীরিক বীজকেই  
 মূখ্য করা হয়েছে ; অনুবাদে তার সঙ্গে প্রভুভক্তির এক-  
 নিষ্ঠতা এবং সর্বপ্রলোভনজয়ী মানসিক দৃঢ়তাকেও দেখানো  
 হয়েছে । সুলভানের প্রলোভন-পত্রের প্রভুভক্তের গোরার  
 বিনীত ও বিদগ্ধ প্রত্যাখ্যান ও রায়বারের প্রতি ভদ্রজনোচিত  
 আচরণ রাজসভার পরিশীলিত সংস্কৃতির প্রতিফলন । ঠিক  
 এতোটা শালীনতা ও সৌজন্য জয়সীর গোরার কাছে আশা  
 করা যায় না ।

লিখিয়াছ দুই রাজ্যে প্রসাদ দিবার ।  
 সে রাজ্যে সম্পদ কার্যে নাহিক আমার ৪ ॥  
 খালে জোরা ৫ কোন কালে লেখীছে সমুদ্রে ৬ ।  
 নৃপ মেনে বসিবাম ৭ আমি কোন খুদ্রে ৮ ॥  
 আর জে লেখীছ পাঠে দশাই মোহরে ১০ ।  
 মরনের ভএ নাহি মোহর শরীরে ১১ ॥  
 শ্বইচ্ছাম প্রাণ দিব কারণে তাহার ।  
 তিলে ছোরাইব সংসারে কাষ্যভার ১২ ॥  
 এই মতে ভগতি প্রনতি ১৩ বহুতর ।  
 আদেশ লিখএ ১৪ উত্তরের পদুস্তর ॥  
 বহুল প্রকারে ১৫ রাএবার তদুস্ত কল্পা ১৬ ।  
 উদ্দেশে প্রনাম ১৭ রাএবার পাঠাইলা ১৮ ॥  
 গোরার ১৯ য়ুনিয়া বানি দিল্লির ইশ্বর ।  
 ধন্য ২ বাখানিলা ২০ গোরার ২১ উপর ॥  
 এহেন যুপাঠ জার থাকএ সহিত ।  
 জাবত ২২ জিবন তার করিবেক হিত ॥  
 এথ করি ২৩ সাহা পদুনি করিলা আদেশ ।  
 পঠ লিখী সন্য ২৪ মাগাইতে প্রতি দেস ॥  
 তোরমান ২৫ নিজদেস ২৬ সন্য সাজ করে ২৭ ।  
 জাইব আপনে চলি জথা চিতাউরে ২৮ ॥  
 খুদ্র হিন্দু রাজা সবে এথ গব্ব কল্য ২৯ ।  
 মোর পাট নিকটেত ৩০ রতুসেন নিল ॥  
 সাহার আদেশ পাই জয় মস্তিগন ৩১ ।  
 দিগদিগান্তর সন্য মাগাইলা ৩২ তখন ॥

লিখিয়াছ দুই রাজ্যে প্রসাদ দিবার ।  
 সে রাজ্যে সম্পদে কার্যে নাহিক আমার ৪ ॥  
 খালে জোলে কোনকালে দেখিছে সমুদ্রে ৬ ।  
 নৃপাসনে বসিবাম আমি কোন ক্ষুদ্রে ৮ ॥  
 আর যে লেখিছ পাঠে দশাই মোহরে ।  
 মরণের ভয় নাহি মোহর শরীরে ১১ ॥  
 শ্বইচ্ছাম প্রাণ দিব কারণে তাহার ।  
 তিলে ছোড়াইব সংসার কাষ্যভার ১২ ॥  
 এই মতে ভকতি প্রণতি বহুতর ।  
 আদেশ লেখিল উত্তরের প্রত্যাশ্বর ১৪ ॥  
 বহুল প্রকারে রায়বার তদুস্ত কৈল ।  
 উদ্দেশে প্রণাম করি রায়বার পাঠাইল ১৬ ॥  
 গোরার শূনিয়া বাণী দিল্লীর ঈশ্বর ।  
 ধন্য ধন্য বাখানিল গোরার উপর ১৮ ॥  
 এহেন সূপাঠ যার থাকয় সহিত ।  
 যাবত জীবন তার করিবেক হিত ১১ ॥  
 এত করি সাহা পদুনি করিলা আদেশ ।  
 পঠ লিখি সৈন্য মাগাইতে প্রতি দেশ ১৩ ॥  
 তুরমান নিজ দেশে সৈন্য সাজ কর ।  
 যাইব আপনে চলি যথা চিতাউর ১৫ ॥  
 ক্ষুদ্র হিন্দু রাজা সবে এত গব্ব কৈল ।  
 মোর পাট নিকটেত রতুসেন নিল ১৭ ॥  
 সাহার আদেশ পাই যত মস্তিগণ ১৯ ॥  
 দিগদিগান্তর সৈন্য মাগাইলা তখন ১১ ॥

১ রাজ্য ২ রাজ্য ৩ কাষ্য ৪ আমার ৫ খালি যোরা ৬ দেখীছ  
 সমুদ্রে ৭ বিশ্বরাম ৮ আমি খুদ্র ৯ আর জেই লেখীছ এ  
 ১০ আমারে ১১ মরনের ভএ বড় নাহিক আমার ১২ সংসারের  
 কাষ্যভার ১৩ প্রনতি ভগতি ১৪ লেখীছ ১৫ প্রসাদে ১৬ কৈল  
 ১৭ প্রণাম করি ১৮ চালাইল ১৯ গোরার ২০ ধৈন্য ২ বাখানিল  
 ২১ গোরার ২২ জাবতে ২৩ যুনি ২৪ সৈন্য ২৫ তোরমানে ২৬ নিজ  
 দেশে ২৭ সৈন্য সাজ কর ২৮ চিতাউর ২৯ কৈল ৩০ চিতাউ করি  
 ৩১ মস্তিগণ ৩২ সৈন্য মাগাই

শব্দার্থ টীকা : তুরমান—দ্রুত

মন্তব্য : গোরার প্রত্যাখ্যান-পত্রের প্রতিফলিয়ায় সুলতানের মনে অপমানবোধ ও ক্রোধ জাগলো, গোরার প্রভুভক্তি ও  
 নিলেভি আচরণের জন্য সুলতানের প্রশংসা এক্ষেত্রে সুলতানের চরিত্রকেও প্রশংসনীয় করে তুলেছে। মূলে এসব পত্রবিবরণ  
 নেই, আর গোরাচারিত্র এবং সুলতান চরিত্রের এই মহিমোচিতও নেই। গোবা নিধনের জন্য চতুর্দিক থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে  
 সুলতানের স্বয়ং অভিযান বিবরণও মূলে নেই। অনুরূপে যুদ্ধকাহিনীকে আরও জম্জমাটো এবং রাজকীয় করার জন্য এত  
 জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজন।

জথেক ওমরাগন একত্র হইলা ।  
 দিল্লীর সকল সন্য<sup>২</sup> জুধসাজ কল্যা<sup>৩</sup> ॥  
 নৃপতি সকল আর<sup>৪</sup> সেনাপতি গন ।  
 একে<sup>২</sup> ধজ ছত্র না দেখা তখন<sup>৫</sup> ॥  
 হএ হাশ্ব<sup>৬</sup> উট গাদা<sup>৭</sup> বহুল খাচর<sup>৮</sup> ।  
 সন্য করি আইলে<sup>৯</sup>ত দিল্লীর ইশ্বর ॥<sup>১০</sup>  
 অশ্বের ইশ্বত<sup>১১</sup> হৈল মস্ত করিনাদ ।  
 সন্য<sup>১২</sup> রবে হই গেল প্রলএ প্রমাদ ॥  
 পঞ লক্ষ জিনি সন্য জদি এক হৈল<sup>১৩</sup> ।  
 ষড়ক্ষনে<sup>১৪</sup> চলিবারে সাহা আদেশীল<sup>১৫</sup> ॥  
 মোহা<sup>১৬</sup> নব গিরি জদি সমুখে চলিল ।  
 বাহিনী চলিতে<sup>১৭</sup> সাহা চলিতে ইশ্চিল ॥  
 তবে কতদিন পশত সাহা সন্য<sup>১৮</sup> গেল ।  
 সমুখে গোরার সন্য<sup>১৯</sup> ঘব দেখা পাইলা ॥  
 তবে সব বাহিনী হইয়া একত্তর<sup>২০</sup> ।  
 ঘর বান্দ রহিলে<sup>২১</sup>ত করিতে<sup>২২</sup> সময় ॥  
 এথা রত্নসেন রাজা বাদিলা সগতি ।  
 দেশেত চলিয়া জ্ঞাএ<sup>২৩</sup> হবসীত মতি ॥  
 তবে সব রাজা<sup>২৪</sup> সবে ষড়নি সমচার ।  
 হয়<sup>২৫</sup> হস্তি সন্য সগে মেলে<sup>২৬</sup> অনিবার ॥  
 সস্তর<sup>২৭</sup> হাজার সন্য<sup>২৮</sup> সগতি হইল ।  
 পঞ্চাশ হাজার সন্য<sup>২৯</sup> গৌরা<sup>৩০</sup> আগে দিল ॥  
 এ সকল শন্য<sup>৩১</sup> জদি গৌবাএ দেখীল ।  
 অপার বিসেস বশ গৌরার<sup>৩২</sup> জন্মিল ॥  
 তবে জথ সন্য<sup>৩৩</sup> সব সগতি করিয়া ।  
 নিজ দেশে রত্নসেন জ্ঞাও<sup>৩৪</sup>ত চলিয়া ॥  
 নানা রণে জ্ঞাএ চলি করি বাদ্য ধনি<sup>৩৫</sup> ।  
 কতদিনে চিতাউরে গেলা নৃপমনি ॥

যতেক উমরাগন একত্র হইলা ।  
 দিল্লীর সকল সৈন্য যুধসাজ কৈলা ॥  
 নৃপতি সকল আর সেনাপতিগণ ।  
 একে একে ধনজ ছত্র না দেখি তপন ॥  
 হয় হস্তী উশ্চ গাধা বহুল খচর ।  
 সজ্ঞা করি আইলে<sup>৯</sup>ত দিল্লীর ঈশ্বর ॥  
 অশ্বের হুমা হইল মস্ত করিনাদ ।  
 সৈনারবে হই গেল প্রলয় প্রমাদ ॥  
 পঞ্চলক্ষ জিনি সৈন্য যদি এক হইল ।  
 ষড়ক্ষণে চলিবারে সাহা আদেশিল ॥  
 মহাগর্বি গিরি যদি সমুখে চলিল ।  
 বাহিনী সহিতে সাহা চলিতে ইশ্চিল ॥  
 তবে কতদিন পশত সাহা সৈন্য গেল ।  
 সমুখে গৌরার সৈন্য সব দেখা পাইল ॥  
 তবে সব বাহিনী হইয়া একত্তর ।  
 গড় বান্দ রহিলে<sup>২১</sup>ত ইচ্ছিয়া সময় ॥  
 এথা রত্নসেন রাজা বাদিলা সগতি ।  
 দেশেত চলিয়া যায় হরষিত মতি ॥  
 হিন্দু নৃপগণে সবে ষড়নি সমাচার ।  
 হয় হস্তী সৈন্য সগে মিলে অনিবার ॥  
 সস্তর হাজার সৈন্য সগতি হইল ।  
 পঞ্চাশ সহস্র সৈন্য গৌরা আগে দিল ॥  
 এ সকল সৈন্য যদি গৌবায় দেখিল ।  
 অপার হরিষ তবে তাহাব জন্মিল ॥  
 তবে যত সৈন্য সব সগতি করিয়া ।  
 নিজ দেশে রত্নসেন যাও<sup>৩৪</sup>ত চলিয়া ॥  
 নানাবণে যায় চলি করি বাদ্যধনি ।  
 কতদিনে চিতাউরে গেলা নৃপমাণ ॥

১ লক্ষ হইল ২ সৈন্য ৩ কৈল ৪ রার ৫ তপন ৬ হস্তি ৭ ওট গাধা  
 ৮ খচর ৯ সাহা ইজা নিল সব সাহার গোচব ১১ ইশ্বান ১২ সৈন্য  
 ১৩ পঞ্চলক্ষানি সৈন্য জবে এক হৈল ১৪ ষড়ক্ষণে ১৫ আশা দিল  
 ১৬ সাহা ১৭ সহিতে ১৮ সৈন্য ১৯ গৌরার সৈন্য ২০ তবে সে  
 বাহিনী সব হই একাত্তর ২১ রহিলেক ইশ্চিয়া ২২ আইসে ২৩ হিন্দু  
 নৃপ গনে ২৪ হএ ২৫ মীলে ২৬ সৈন্য ২৭ সহস্র সৈন্য  
 ২৮ গৌরা ২৯ সৈন্য ৩০ বিসম রন তাহার ৩১ সৈন্য ৩২ নানারক  
 জন্ম ধনি রাগ রজ ষড়নি

মন্তব্য : চিতোর অভিমুখে ধাবমান ওমরাহ ও সুলতান :-  
 সহ সুলতানী সৈন্যদের সগে গৌরা ও তার সৈন্যদের  
 সম্মুখীন হওয়ার চিত্রটি মূলে অনূপস্থিত । মূলে আছে  
 সুলতান সেনাপতি সরজার সগে গৌরার ঠেবরথশ্বন্দ এবং  
 গৌরার মৃত্যু । অনুবাদে গৌরার মৃত্যুবর্ণনার আগে রত্ন-  
 সেনের চিতোর প্রত্যাবর্তন ও পদ্মাবতীর সগে মিলনবৃত্তান্ত  
 বর্ণিত হয়েছে ।

## রত্নসেন প্রত্যাভর্তন খণ্ড

নিজ রায্যে<sup>১</sup> গেলা জবে<sup>২</sup> নৃপ রত্নসেন ।  
 ভেট লৈয়া<sup>৩</sup> রাজা সবে আইলা ততক্ষণ<sup>৪</sup> ॥  
 বৃন্দ জ্বা আদি জথ দেশের ব্রাহ্মণ<sup>৫</sup> ।  
 জাতি<sup>৬</sup> জুগী দেশান্তরি তপসীর গন ॥  
 নানা জাতি ভাট<sup>৭</sup> অতি জয় বিরচন<sup>৮</sup> ।  
 আসিষ্যদি<sup>৯</sup> করে সবে ধরিয়া<sup>১০</sup> জোগান ॥  
 আর জথ নিষ করি আছে<sup>১১</sup> নারিগন ।  
 নানা ভাশে<sup>১২</sup> নিষ করে সাহা আগদ্যান ॥  
 রজত কাঞ্চন টঙ্কা আনি ভারে<sup>১৩</sup> ॥  
 নিজ হস্তে দান কল্যা সন্তোষি সভারে<sup>১৪</sup> ॥  
 নানা বস্ত্র<sup>১৫</sup> বহু মূল্য বস্ত্র আনাইলা ।  
 রাজা সব ধনে বস্ত্রে প্রশাদে তুসীলা ॥  
 নারিগনে আসী জদি জরিলা<sup>১৬</sup> জোগার ।  
 জগ্যবস্ত্রে<sup>১৭</sup> অলঙ্কারে তুসীলা সভার ॥  
 ঘনিষ্ট কটুদ্বন্দ্ব জথ নৃপতির ছিল ।  
 সত্বর গমনে নৃপ সম্বাসি আনিলা ॥  
 হস্ত গলে পদে কেহা ধরে জগ্যবস্ত্র<sup>১৮</sup> ।  
 নৃপতির দ্বন্দ্ব যদিনি<sup>১৯</sup> কাশ্মিলা বিস্তর<sup>২০</sup> ॥  
 একে ২ ধনে বস্ত্রে তুসীয়া রাজন ।  
 সন্তোষিলা<sup>২১</sup> সে সভারে নিবারি<sup>২২</sup> রোদন ॥  
 তবে জথ সন্য<sup>২৩</sup> সব সঙ্গতি আছিল ।  
 সভান সহিতে রাজা গৃহে প্রবেসীল<sup>২৪</sup> ॥  
 যদুগন্ধি চন্দন<sup>২৫</sup> ঘট পদুরি অমৃদিত<sup>২৬</sup> ।  
 স্থানে ২ প্রজ্জলিত দিয়টী ভূমীত ॥  
 জরাউ কাবাই সব মোহিত নাচনী ।  
 মনিষবে চলে<sup>২৭</sup> রত্নসেন নৃপমনি ॥  
 তবে নিজ বোধিত<sup>২৮</sup> লইয়া ইষ্টজন ।  
 নিজ গৃহে অন্তঃপুরে<sup>২৯</sup> করিলা গমন ॥

১ রাজ্যে ২ জদি ৩ লই ৪ ততক্ষণ ৫ বৃন্দ আদি যুবা জথ দেশের  
 ব্রাহ্মণ ৬ জাতি ৭ ভাট ৮ জথ বিরচন ৯ আসীষ্যদি ১০ ধরিয়া  
 ১১ আছে ১২ ভাশে ১৩ রজত কাঞ্চনটঙ্কা আনি ভারে ভার  
 ১৪ সন্তোষ অপর ১৫ নানা বস্ত্র ১৬ যদিনি ১৭ জগ্যবস্ত্রে ১৮ হস্তে  
 পক্ষে জগ্য গনে ধরিয়া সত্তর ১৯ দ্বন্দ্ব যদিনি ২০ কাশ্মিলা বিস্তর  
 ২১ সন্তোষীলা ২২ তুসীয়া ২৩ সৈন্য ২৪ ধরে প্রবেসীল  
 ২৫ পদুনিয়ত ২৬ চন্দ্র আমদিত ২৭ জরাউ ২৮ নাচনি ২৯ উচ্চবে  
 চলিল ৩০ ভাবিত ৩১ নীজ গৃহে অন্তঃপুরে

নিজ রাজ্যে গেলা যবে নৃপ রত্নসেন ।  
 ভেট লইয়া রাজা সবে আইলা ততক্ষণ ॥  
 বৃন্দ যুবা আদি যত দেশের ব্রাহ্মণ ।  
 যতি যোগী দেশান্তরী তপস্বীর গণ ॥  
 নানা জাতি ভাট অতি জয় বিরচন ।  
 আশীষ্যদি করে সবে ধরিয়া যোগান ॥  
 আর যত নৃত্যকারি আছে নারীগণ ।  
 নানাবেশে নৃত্য করে নৃপ আগদ্যান ॥  
 রজত কাঞ্চন টঙ্কা আনি ভারে ভারে ।  
 নিজ হস্তে দান কৈলা সন্তোষি সভারে ॥  
 নানাবর্ণ বহুমূল্য বস্ত্র আনাইলা ।  
 রাজা সব ধনে বস্ত্রে প্রশাদে তুসীলা ॥  
 নারীগণে আসি যদি জুড়িল জুকার ।  
 যোগ্যবস্ত্রে অলঙ্কারে তুসীলা সভার ॥  
 ঘনিষ্ট কটুদ্বন্দ্ব যত নৃপতির ছিল ।  
 সত্বর গমনে নৃপ সম্বাসি আনিলা ॥  
 হস্তে পদে গলে কেহা ধরি যুগ কর ।  
 নৃপতির দ্বন্দ্ব যদিনি কাশ্মিলা বিস্তর ॥  
 একে একে ধনে বস্ত্রে তুসীয়া রাজন ।  
 সন্তোষিলা সে সভারে নিবারি রোদন ॥  
 তবে যত সৈন্য সব সঙ্গতি আছিল ।  
 সভান সহিতে রাজা গৃহে প্রবেশিল ॥  
 সুগন্ধি চন্দন ঘট পদুরী আমোদিত ।  
 স্থানে স্থানে প্রজ্জলিত দিউটি ভূমিত ॥  
 জরাউ কাবাই সব মোহিত নাচনী ।  
 মহোৎসবে চলে রত্নসেন নৃপমণি ॥  
 তবে নিজ বোধিত লইয়া ইষ্টজন ।  
 নিজ গৃহে অন্তঃপুরে করিলা গমন ॥

শব্দার্থ টীকা : জুকার—জয়ধ্বনি  
 দিউটি—দীপবাতি/কা  
 জরাউ—জড়িত  
 কাবাই—ঘাঘরা

মন্তব্য : এই খণ্ডের বর্ণনা জায়সীর অননুর্নয়ন নয় । রত্নসেনের চিত্তের প্রত্যাভর্তন উপলক্ষে রাজার আশ্রয় কটুদ্বন্দ্ব বৃন্দ  
 বাস্বব থেকে আরম্ভ করে রাজ্যের আপামর জনসাধারণের এই উল্লসিত অভ্যর্থনা ও আশীর্বাদিচর যেমন মূলে নেই তেমন  
 সকলকে তুষ্ট করে ধন-বস্ত্র দানসহ মহোৎসবে রাজার অন্তঃপুরে গমনের বর্ণনাও মূলে অননুর্নয়িত । মূলে রত্নসেন-পদ্মাবতী-  
 মিলন খণ্ডে পদ্মাবতীর অভ্যর্থনা চিত্র দিয়েই খণ্ডের আরম্ভ এবং পরঃপুরের আলোকে বিশেষেই খণ্ডের পরিসমাপ্তি ॥

নবসত সখী সগে রানি পদ্মাবতি ।  
 বারি নিতে নিজ স্বামী আইলা জুবতি<sup>১</sup> ॥  
 পশ্চিনর<sup>২</sup> গমন দেখিয়া রক্তসেন ।  
 স্থকিত চঞ্চল আঁখি<sup>৩</sup> হৈল বন্দ<sup>৪</sup> মন ॥  
 তবে নবসত সখী আপনা পাসরি ।  
 বিলাপিলা দক্ষ গুনি নৃপতিক বোরি ॥  
 হেনকালে পদ্মাবতি নৃপতি অগ্রত ।  
 মোকলিত কেস করি<sup>৫</sup> ধরি স্বামিপদ ॥  
 পশ্চিনি কদ্বীশট<sup>৬</sup> রূপ দেখিয়া রাজন ।  
 গলে ধরি বন্ধে লাগাই<sup>৭</sup> জুরিলা কাম্দন ॥\*  
 নাগমতি রানি আসি সগে সখীগণ ।  
 নৃপপদে<sup>৮</sup> ধরি রানি জুরিলা<sup>৯</sup> কাম্দন ॥  
 নাগমতি সখীকলে জখ বিলাপিল ।  
 পন্নর বারএ হেতু তাকে ন লিখিল ॥  
 রাজ অস্তপ্নরে হৈল কাম্দনার রোল ।  
 দশু ছয় না শুনিল কেহ কার বোল<sup>১০</sup> ॥  
 পদ্মাবতি নাগমতি সগে বিলাপহে<sup>১১</sup> ।  
 পাসান সলিল হই প্রতধারা বহে<sup>১২</sup> ॥  
 দই নারি গলে ধরি নৃপ মচ্ছাগত ।  
 দশু এক আসি কেহ<sup>১৩</sup> না পাইল সাত ॥

নবসত সখী সগে রাণী পদ্মাবতী ।  
 বাড়ি নিতে নিজ স্বামী আইলা শুবতী ॥  
 পশ্চিনীর গমন দেখিয়া রক্তসেন ।  
 স্থকিত চঞ্চল আঁখি হইল বন্দ মন ॥  
 তবে নবসত সখী আপনা পাসরি ।  
 বিলাপিলা দক্ষ গুনি নৃপতিক বোড়ি ॥  
 হেনকালে পদ্মাবতী নৃপতি অগ্রত ।  
 মকলিত কেশ করি ধরি স্বামীপদ ॥  
 পশ্চিনী কদ্বীশট রূপ দেখিয়া রাজন ।  
 গলে ধরি বন্ধে লাগি জুড়িলা কাম্দন ॥  
 নাগমতি রাণী আসি সগে সখীগণ ।  
 নৃপ পদে ধরি রাণী জুড়িলা কাম্দন ॥  
 নাগমতি সখীকলে যত বিলাপিল ।  
 পন্নর বাড়য় হেতু তাকে না লিখিল ॥  
 রাজ অস্তপ্নরে হইল কাম্দনার রোল ।  
 দশু ছয় না শুনিল কেহ কার বোল ॥  
 পদ্মাবতী নাগমতি সগে বিলাপয় ।  
 পাষণ সলিল হই স্রোতধারা বয় ॥  
 দই রাণী গলে ধরি নৃপ মচ্ছাগত ।  
 দশু এক আসি কেহ না পাইল সাথ ॥

১ স্বামী আসিল যুবতি ২ পশ্চিনর ৩ অচল। নৃপ ৪ বন্দ ৫ কেস  
 মোকলিত করি ৬ কদ্বীশট ৭ বৈকে লাগি ৮ পদে ৯ যুরিল  
 ১০ ডশু ছয় কেহ না শুনিল বোল ১১ পদ্মাবতি সগে নাগমতি  
 বিলাপএ ১২ প্রতধার যএ ১৩ ডশু এক কেহ আসি

\* 'বা' পদ্বীতে অভিধায় পঠিত—

তবে নবসত সখী আপনা পাসরি ।  
 বিলাপীলা নানামতে নৃপতিকে বোরি ॥

শব্দার্থ টীকা : নবসত—নয়শো  
 স্থকিত—স্থির  
 মকলিত—মুগ্ধ  
 কদ্বীশট—শ্রীহীন

মন্তব্য : এই বর্ণনা জায়সীর অনুরূপ নয় । জায়সীতে রক্তসেনের সগে পদ্মাবতীর নিভৃত মিলন মূহুর্তে দেবপাল-  
 প্রসঙ্গ পরবর্তী ঘটনাকে অনিবার্য করেছে । এখানে আছে নাগমতিও পদ্মাবতীর সগে রক্তসেনের তাৎপর্যহীন পুনর্মিলন  
 বর্ণনা । মূলে নাগমতির বিলাপ অনুরূপস্থিত । অনুবাদে উভয়েরই বিলাপ অতিনাটকীয় ।

তবে জখ ইষ্ট মিত্র আসি নারীগণ ।  
 দই নারি ধরি সবে কল্যা<sup>২</sup> নিবারন ॥  
 পশ্চাবতি পতি দখে<sup>৩</sup> জখ বিলাপিয়া ।  
 পদস্তক<sup>৪</sup> বারএ হেতু তাকে না লিখীলা ॥  
 রোদনের<sup>৫</sup> রোল জদি নিবারন হৈলা<sup>৬</sup> ।  
 উচব জোয়ার<sup>৭</sup> নারীগনে আরাশ্বিয়া<sup>৮</sup> ॥  
 অমদ কস্তুরি<sup>৯</sup> ভরি<sup>১০</sup> সোবল<sup>১১</sup> কলস ।  
 আগ দিয়া ছিন্দে সবে নৃপতির পাশ ॥  
 চামরে করএ বাও<sup>১২</sup> বোরি নারীগণ ।  
 পশ্চাবতি রানি<sup>১৩</sup> পদনি আনি বহুধন ॥  
 শ্বামির নিছন করি<sup>১৪</sup> বহু দান কল্যা<sup>১৫</sup> ।  
 ধূপের আনল ধূম্ব<sup>১৬</sup> যুগাশি পদরিলা ॥  
 তবে রানি<sup>১৭</sup> অন্তপদরে পতি<sup>১৮</sup> লই গেলা ।  
 হরিস বেহার<sup>১৯</sup> মনে রজনী গোলাইলা<sup>২০</sup> ॥  
 নানা রাগ রামশ্বরে গায় নারীগণ<sup>২১</sup> ।  
 হরসীতে<sup>২২</sup> নৃপ বির<sup>২৩</sup> করে নিবারন ॥  
 সখী সব জয়<sup>২৪</sup> রাগ শূনিয়া রাজন ।  
 বস্ত্র অলঙ্কার তোসে সব নারীগণ ॥  
 এই মতে হরসীতে নৃপ রঙ্গসেন ।  
 ব্রত ধর্ম<sup>২৫</sup> করে শূনে<sup>২৬</sup> পদরান কথন ॥

তবে যত ইষ্ট মিত্র আসি নারীগণ ।  
 দই নারী ধরি সবে কৈলা নিবারণ ॥  
 পশ্চাবতী পতিদখে যত বিলাপিয়া ।  
 পদস্তক বাড়ল হেতু তাকে না লিখীলা ॥  
 রোদনের রোল যদি নিবারণ হইল ।  
 উৎসব জোগাড় নারীগণে আরাশ্বিল ॥  
 আমোদ কস্তুরী ভরি সুবর্ণকলস ।  
 আগে গিয়া ছিন্দে সবে নৃপতির পাশ ॥  
 চামরের বাও করে বোড়ি নারীগণ ।  
 পশ্চাবতী রাণী পদনি আনি বহু ধন ॥  
 শ্বামীর নিছনি করি বহু দান কৈল ।  
 ধূপের আনল ধূমে সুগাশি পদরিলা ॥  
 তবে রাণী অন্তঃপদরে পতি লই গেলা ।  
 হরিশ বিহার মনে রজনী গোলাইলা ॥  
 নানা রাগ রামাশ্বরে গায় নারীগণ ।  
 হরষিতে নৃপ চিত্ত করে নিবারণ ॥  
 সখী সব জয় রাগ শূনিয়া রাজন ।  
 বস্ত্র অলঙ্কারে তোষে সব নারীগণ ॥  
 এইমতে হরষিতে নৃপ রঙ্গসেন ।  
 ব্রতধর্ম করে শূনে পদরান কথন ॥

১ বলে ২ কৈন ৩ পদস্থ ৪ গোশুক ৫ কাপনের ৬ হৈল ৭ জোগান  
 ৮ আরাশ্বিল ৯ আমদ সোরব সব ১০ সৌবন্য ১১ চামরের বাও করে  
 ১২ নারি ১৩ শ্বামীর নিছনি ১৪ কৈল ১৫ ধূপের আনলে ধূম্ব  
 ১৬ নিজ ১৭ শ্বামী ১৮ বেহার ১৯ গোলাইলা ২০ নানা রাগে ছন্দে  
 বলে নাছি রামাগন ২১ হরসীতে ২২ চিত্ত ২৩ জখ ২৪ বৃত্তধর্ম  
 ২৫ আনি

শব্দার্থ টীকা : ছিন্দে—ছড়ায়  
 নিছনি—অর্থ  
 বাও—বাতাস

মন্তব্য : মূলে পশ্চাবতীর রঙ্গসেন সম্ভাষণ আর অনুরোধে পশ্চাবতীর রঙ্গসেন-সেবা একজাতীয় নয়। ঘটনা ও বর্ণনা কোনোটাই মূলানুসারী নয়। মূলে পশ্চাবতীর আত্মনিবেদন পূজা হয়ে উঠেছে আর অনুরোধে সখীসহ পশ্চাবতীর রঙ্গসেন-সেবা শেষপর্যন্ত নিভৃত মিলনমাপ্তিরে বাসন-যাপন ও রতিবিহারে পরিণত। স্তবকশেষে রঙ্গসেনের ব্রতধর্মপালন ও পদরানকথা প্রবণে অনুরোধে নবযোজনা।

এথাতে<sup>১</sup> শাহার শন্য<sup>২</sup> দেখীরা অপার ।  
 গোরাএ লিখীলা পাতি<sup>৩</sup> করি নমস্কার ॥  
 জখ ইতি শমাচার সব<sup>৪</sup> পাঠাইল ।  
 একে ২ নৃপ<sup>৫</sup> আগে শমস্ত লিখিল<sup>৬</sup> ॥  
 একবিংশ দিবশের<sup>৭</sup> পশ্চে<sup>৮</sup> চলি আইল<sup>৯</sup> ।  
 শাহা শঙ্গে শর্ষরশ্বে এথা সন্য আইল<sup>১০</sup> ॥  
 আর বহু শন্য<sup>১১</sup> সঙ্গে দিল্লির ইশ্বর ।  
 চিতাউর গরে আইশে<sup>১২</sup> করিতে শমর<sup>১৩</sup> ॥  
 গোয়ার আদেশ জদি নৃপতি য়নিল<sup>১৪</sup> ।  
 নিসার কমল প্রাএ মৃথ য়খাইল ॥  
 নৃপতি চিন্তিত দেখী পাঠামিত<sup>১৫</sup> গন ।  
 জন্তি বিমর্ষিরা<sup>১৬</sup> পুনি কহিলা কখন ॥  
 ইশ্বরে জে করে সেই আবশ্য হইব<sup>১৭</sup> ।  
 এখানে নিসার্থে<sup>১৮</sup> চিন্তি কি ফল পাইব ॥  
 সে দৃষ্ট কন্টকে ফেলি জে জনে<sup>১৯</sup> ছোরাএ ।  
 শ্বহাএ<sup>২০</sup> হইলে সেই<sup>২১</sup> দিবক উফাএ ॥  
 জদি বহু হৈল কন্ট দৃঃথ বিপরিত ।  
 সশ্কট সমএ হএ শাহাশ উচিত ॥  
 জখ দুর নৃপগত<sup>২২</sup> আছে নৃপগন ।  
 পঠ লিখী সীগ্ৰগতি আনাও<sup>২৩</sup> জ্বন ॥  
 মস্ত্রির<sup>২৪</sup> বচনে নৃপ<sup>২৫</sup> হারিস কিঞ্চেত<sup>২৬</sup> ।  
 দিগ দিগান্তরে পাতি লিখীলা তুরিত<sup>২৭</sup> ॥  
 জখ দুর<sup>২৮</sup> হিন্দু রাজা জথেক আছিল<sup>২৯</sup> ।  
 পঠ দরশনে সিগ্রে চিতাউরে আইল<sup>৩০</sup> ॥

এথাতে শাহার সৈন্য দেখীরা অপার ।  
 গোয়ার লিখীলা পাতি করি নমস্কার ॥  
 যত ইতি সমাচার সব পাঠাইল ।  
 একে একে নৃপ আগে সমস্ত লিখিল ॥  
 একবিংশ দিবসের পশ্চে চলি আইল ।  
 শাহা সঙ্গে সবারশ্চে এথা সৈন্য আইল ॥  
 আর বহু সৈন্য সঙ্গে দিল্লির ঈশ্বর ।  
 চিতাউর গড়ে আইসে করিতে সমর ॥  
 গোয়ার আদেশ যদি নৃপতি শুনিল ।  
 নিশির কমল প্রায় মৃথ শ্বখাইল ॥  
 নৃপতি চিন্তিত দেখি পাঠামিতগণ ।  
 যুক্তি বিমর্ষিরা পুনি কহিলা কখন ॥  
 ঈশ্বরে যে করে সেই অবশ্য হইব ।  
 এখানে নিঃস্বার্থে চিন্তি কি ফল পাইব ॥  
 সে দৃষ্ট কন্টকে ফেলি যে জনে ছোড়ায় ।  
 সহায় হইলে পুনি দিবক উপায় ॥  
 যদি বহু হইল কন্ট দৃঃথ বিপরীত ।  
 সশ্কট সময় হয় সাহস উচিত ॥  
 যতদূর নিজগত আছে নৃপগণ ।  
 পঠ লিখি শীগ্ৰগতি আনহ যতন ॥  
 মস্ত্রীর বচনে রাজা হারষ কিঞ্চেৎ ।  
 দিগদিগান্তরে পাতি লিখীলা তুরিত ॥  
 যতদূর হিন্দুরাজা যথেক আছিল ।  
 পঠ দরশনে শীঘ্র চিতাউরে আইল ॥

১ জ্ঞাত্তে ২ সাহার সৈন্য ৩ গৈরাএ লেখীল পঠ ৪ সাহা ৫ সাহা  
 ৬ সকল লেখীল ৭ দিবসের ৮ ভূমী ৯ আইলা ১০ এথাতে সাহার  
 সৈন্য আসীআ মালীলা ১১ সৈন্য ১২ আপনে চলিআ আইসে  
 ১৩ সমর ১৪ পাইল ১৫ মীঠ ১৬ যুক্তি বিমর্ষিরা ১৭ ইশ্বর জে  
 করে আশু সেই সে হইব ১৮ এখানে নিঃস্বার্থে ১৯ পুনি ২০ শ্বোহাএ  
 ২১ দিন ২২ নিজগত ২৩ আনহ ২৪ পাঠের ২৫ রাজা ২৬ কিঞ্চেত  
 ২৭ পঠ লেখী নিবদাজত ২৮ জখ ২৯ জথদুর ছিল ৩০ সব  
 চিতাউরে রাইল

শব্দার্থ টীকা : পাতি—পঠ  
 যুক্তি বিমর্ষিরা—যুক্তি বিচার করে

মন্তব্য : এই বিবরণ মূলে নেই। মূলে গোয়ার মৃত্যুর পর রক্ষসেন-পদ্মাবতীর মিলন বর্ণিত। কিন্তু অনুবাদে গোরা এখনও জীবিত আছে। রক্ষসেনের কাছে যুদ্ধসমাচারসহ গোয়ার পঠলিখন অনুবাদে নুতন।

নব সহস্রেক<sup>১</sup> করি লক্ষ আশোয়ার<sup>২</sup> ।  
 পদগতি সন্য<sup>৩</sup> আইল পঞ্চাশ হাজার<sup>৪</sup> ॥...\*  
 ধান্দুকী হইল জখ<sup>৫</sup> লিখা নাহি<sup>৬</sup> তার ॥  
 ওট গাধা<sup>৭</sup> খাশর<sup>৮</sup> আইল বহুতর ।  
 সব সন্য আসি জদি হৈল একস্তর ॥  
 নৃপতি শকল ধজ<sup>৯</sup> ভরিল পাস্তর<sup>১০</sup> ।  
 হয় হস্তি পদভরে খিতি থর থর ॥  
 জথেক আইল রাজা তথা বাদ্য বোল<sup>১১</sup> ।  
 নানা জন্ত বাদ্য সঙ্গে হৈল হুলস্থূল<sup>১২</sup> ॥  
 সৈন্যের দৃগতি<sup>১৩</sup> দেখী রত্নসেন রাএ ।  
 আপনে জাইতে চাহে গোরার সোহাএ<sup>১৪</sup> ॥  
 তবে জখ রাজা আসি নৃপতি সাক্ষাত ।  
 বিনএ বচন<sup>১৫</sup> কহে জোর করি হাত ॥  
 বহু কষ্ট পাইছ<sup>১৬</sup> রাজা<sup>১৭</sup> বিধি পরসনে<sup>১৮</sup> ।  
 ধর্মবলে আসিয়াছ দেশেত আপনে<sup>১৯</sup> ॥  
 তুমি<sup>২০</sup> রহ নিজ পাটে আমি<sup>২১</sup> জুশ্বে<sup>২২</sup> জাইব ।  
 কিবা জিতি<sup>২৩</sup> সাহা সন্য<sup>২৪</sup> নতু প্রান<sup>২৫</sup> দিব ॥  
 এথেক ব্দুনিলা<sup>২৬</sup> জদি শন্যের<sup>২৭</sup> বচন ।  
 বহুদুল্য রত্নধন আনিয়া কাণ্ডন<sup>২৮</sup> ॥†  
 সর্বা সন্য প্রশাদে তুসীলা একে এক ।  
 জার জেই জণ্য দান কজ্যা পরতেক ॥

নব সহস্রেক করি লক্ষ আশোয়ার ।  
 পদগতি সৈন্য আইল সংখ্যা নাহি তার ॥  
 রত্নাঅস্ত ধরি আইল পঞ্চাশ হাজার ।  
 ধান্দুকী আইল যত লেখা নাহি তার ॥  
 উট গাধা খচর আইল বহুতর ।  
 সর্ব সৈন্য আসি যদি হইল একস্তর ॥  
 নৃপতি সকল ধজ্জে ভরিল প্রাস্তর ।  
 হয় হস্তী পদভরে ক্ষিতি থরথর ॥  
 যতেক আইল রাজা তথা বাদ্য বোল ।  
 নানা যন্ত্র বাদ্য শব্দে হইল হুলস্থূল ॥  
 সৈন্যের আটোপ দেখি রত্নসেন রায় ।  
 আপনে যাইতে চাহে গোরার সহায় ॥  
 তবে যত রাজা আসি নৃপতি সাক্ষাত ।  
 বিনয় বচনে কহে জোড় করি হাত ॥  
 বহুকষ্ট সাহি নৃপ বিধি পরসন ।  
 ধর্মবলে আসিয়াছ দেশেত আপন ॥  
 তুমি রহ নিজ পাটে আমি যুশ্বে যাইব ।  
 কিবা জিনি সাহা সৈন্য নতু প্রাণ দিব ॥  
 এতেক শুনিল যদি সৈন্যের বচন ।  
 বহুদুল্য রত্নধন আনিয়া কাণ্ডন ॥  
 সর্বসৈন্য প্রশাদে তুঘিলা একে এক ।  
 যার যেই যোগ্যদান কৈলা পরতেক ॥

১ সহস্রেক ২ লক্ষ আছয়ার ৩ পদগতি সৈন্য ৪ সৈন্য নাই তার

\* এর পরের ছাড় পংক্তিট 'বা' পদ্বিধিতে—

রত্না অস্ত ধরি আইল পঞ্চাশ হাজার

৬ জমা ৬ লেখা নাই ৭ গাধা ৮ খচর ৯ সকল ধজ্জে ১০ পাস্তর  
 ১১ তত জন্ত আইল ১২ নানা রাগে জন্তে বাইশ্বে হুলস্থূল হৈল  
 ১৩ সৈন্যের আটোপ ১৪ গোরার সোহাএ ১৫ বচনে ১৬ সাহি ১৭ নৃপ  
 ১৮ পরসন ১৯ দেশেতে আপন ২০ তুমি ২১ আমি ২২ যুশ্বে  
 ২৩ জিনি ২৪ সৈন্য ২৫ প্রাণি ২৬ ব্দুনিলা ২৭ সৈন্যের ২৮ বহু  
 ধন বস্ত্র দান করিলা রাজন

† পরের চরণ দুটি 'বা' পদ্বিধিতে নেই

লক্ষার্থ<sup>১</sup> টীকা : পরতেক—প্রত্যেক

আটোপ—আশ্রয়ালয়

মন্তব্য : গোরার পত্র পেয়ে সামন্ত রাজাদের কাছ থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে সুলতানের বিরুদ্ধে রত্নসেনের স্বয়ং যুদ্ধগমনের অভিপ্রায় এবং অন্যান্য রাজাদের অনুরোধে স্বয়ং যুদ্ধগমনের সংকল্প ত্যাগ করে গোরার সাহায্যহেতু সৈন্যপ্রেরণ ইত্যাদি ঘটনা অননুবাদে নবসংযোজিত । মূলে গোরার মৃত্যু বর্ণনা করে যুদ্ধঘটনা দ্রুত সমাপ্ত এবং কাহিনীকে সম্বন্ধ পরিণামমুখী করা হয়েছে, কিন্তু অননুবাদে যুদ্ধের আয়োজন এবং তার কাজপরিধি যেমন প্রসারিত, ঘটনাও তেমন বিলম্বিত এবং বিবর্ত-শিথিল ।





ভাবি চিন্তি নাই কাজ                      চলি জাই<sup>১</sup> জন্ম<sup>২</sup> মাজ  
 গোরার শ্বহায্য<sup>৩</sup> হইবার ।  
 মোরে জদি দয়া<sup>৪</sup> কর                      চল সব জন্মিবার<sup>৫</sup>  
 জীবনের আসা নাই মার<sup>৬</sup> ॥  
 সাহা নিজ সৈন্যগন<sup>৭</sup>                      সপেগে লইয়াইল রন<sup>৮</sup>  
 গোরার শকতি<sup>৯</sup> কিবা ধরে ।  
 আমি<sup>১০</sup> জাই কি করিব                      তুমি<sup>১১</sup> সব দক্ষ দিব  
 সমদ্র বান্ধিতে কেবা পারে ॥

ভাবি চিন্তি নাই কাজ                      চলি যাই শ্বহমাঝ  
 গোরার সাহায্য হইবার ।  
 মোরে যদি দয়া কর                      চল সব শ্বহিবার  
 জীবনের আশা নাই আর ॥  
 সাহা নিজ সৈন্যগন                      সপেগে লইয়াইল রন  
 গোরার শকতি কিবা ধরে ।  
 আমি যাই কি করিব                      তুমি সব দক্ষ দিব  
 সমদ্র বান্ধিতে কেবা পারে ॥

১ জাও ২ বন্ধ ৩ গোরার সহায় ৪ দয়া ৫ বন্ধিবার ৬ নাই আর  
 ৭ সৈন্য গন ৮ সক্তি লইয়া রন ৯ সক্তি ১০ আমি ১১ তুমি

মন্তব্য : রক্তসেনার এই বিলাপ মূলে অন্দপাঙ্কিত ।

## গোরা নিধন খণ্ড

নৃপ সবে যুঁনি এত কাতর বচন ।  
 মনেত ইচ্ছিয়া ঠেলা জুঁশ্বেত মরণ ॥<sup>১</sup>  
 নৃপাতিক সন্বাসিনা<sup>২</sup> দেশেত রাখিলা ।  
 সন্বরশ্বে<sup>৩</sup> গোরা<sup>৪</sup> আগে জুঁশ্বে চলি গেলা ॥  
 গোরাএ দেখীল জ্বদি এ শন্য<sup>৫</sup> সকল ।  
 শহশ্বেক গনে তার<sup>৬</sup> গাএ<sup>৭</sup> হৈল বল ॥  
 সেই<sup>৮</sup> রাতি জয়ধনি<sup>৯</sup> করিয়া বহুল ।  
 নিসী নিবারন নাহি হৈল হুলাহুল<sup>১০</sup> ॥  
 হেনকালে নিসাকর গেল নিজ পদর ।  
 সংসার প্রকাশ করি উগীলেক<sup>১১</sup> যুঁ ॥  
 সাহা সন্য<sup>১২</sup> সাজ করি সংগ্রামে রুসীল ।  
 নৃপতির সন্য<sup>১৩</sup> আগু হই জুঁশ্বে দিল ॥  
 অশ্বে ২ জুঁশ্বে হৈল খণে<sup>১৪</sup> খরাখরি<sup>১৫</sup> ।  
 গজে ২ জুঁশ্বে করে হই দরমারি ॥  
 ব্রহ্মা অশ্বে<sup>১৬</sup> ধুঁশ্বেকার ঢাকিল তপন ।  
 সবে অশ্বে জাল করে নাহি<sup>১৭</sup> পরাপণ ॥  
 পদাতি সকল জুঁশ্বে<sup>১৮</sup> করে জরাজরি ।  
 অশ্বেহীন হৈলে কেহ মারএ পাছারি<sup>১৯</sup> ॥  
 রক্তবর্ণ বিরগন লাজ্জিত তখন ।  
 বিসম হইল রন নাহি<sup>২০</sup> নিবারন ॥<sup>\*</sup>  
 অশ্বে<sup>২১</sup>র ইশ্বেত<sup>২২</sup> হৈল গজের গর্জন<sup>২৩</sup> ॥  
 পদাতির কির মূখ<sup>২৪</sup> বিরর তর্জন ॥<sup>২৫</sup>  
 সমুদ্র উথলে জেন উঠএ লহর ।  
 দুই সন্য মোহাজুঁশ্বে<sup>২৬</sup> ভূমির উপর ॥  
 শহস্র ২ লোক হইল নিধন ।  
 তথাপি দারুণ দুক্ষ<sup>২৭</sup> নাহি নিবারন ॥†

১ মনে ইচ্ছা করিলেক করিবারে রন ২ নৃপাতিক সন্বাসিনা ৩ সমারশ্বে  
 ৪ গোরা ৫ সৈন্য ৬ সহশ্বেক মনে ভাবে ৭ অশ্বে ৮ সেই ৯ জয়ধনি  
 ১০ জুঁশ্বেত ১১ উগী গেল ১২ সৈন্য ১৩ সৈন্য ১৪ করা করি  
 ১৫ অশ্বে ১৬ লই ১৭ যুঁশ্বে ১৮ কামারি ১৯ নাই  
 \* 'বা' পদার্থে অতিরিক্ত পংক্তি—

হস্তি সবে ক'ড করি যুঁশ্বেত ধরিতা ।  
 মাহুত সমেতে মারে জুঁশ্বে পাচারিতা ॥  
 অশ্বেগজ পব শ্বে জুঁশ্বে ঠেলা ॥  
 প্রলয়ের কাল হৈল বোলাএ সকল ॥

২০ ইন্ধান ২১ প্রজন ২২ মূখধনি ২৩ প্রজন ২৪ মহাযুঁশ্বে ২৫ যুঁশ্বে  
 † 'বা' পদার্থে অতিরিক্ত পংক্তি—

যুঁশ্বেয়ের ধার বহে ধরনি উপর ।  
 অশ্বে গজ শ্বেত যুঁশ্বে হৈল সমশ্বে ॥

নৃপ সবে শূনি এত কাতর বচন ।  
 মনেত ইচ্ছিয়া লইলা যুঁশ্বেত মরণ ॥  
 নৃপাতিক সন্বাসিনা দেশেত রাখিলা ।  
 সবারশ্বে গোরা আগে যুঁশ্বে চলি গেলা ॥  
 গোরাএ দেখীল যদি এ সৈন্য সকল ।  
 সহশ্বেক গুণে তার গায়ে হইল বল ॥  
 সেই রাতি জয়ধনি করিয়া বহুল ।  
 নিশি নিবারন নাহি হইল জয়রোল ॥  
 হেনকালে নিশাকর গেল নিজ পদর ।  
 সংসার প্রকাশ করি উগীলেক সুর ॥  
 সাহা সৈন্য সাজ করি সংগ্রামে রুঁশ্বেল ।  
 নৃপতির সৈন্য আগু হই যুঁশ্বে দিল ॥  
 অশ্বে অশ্বে যুঁশ্বে হইল খণে<sup>১৪</sup> খরাখরি ॥  
 গজে গজে যুঁশ্বে করে হই ধড়মড়ি ॥  
 ব্রহ্মাঅশ্বে<sup>১৬</sup> ধুঁশ্বেকারে ঢাকিল তপন ।  
 সবে অশ্বেজাল করে নাহি পর আপন ॥  
 পদাতি সকল যুঁশ্বে করে জড়াছাড়ি ॥  
 অশ্বেহীন হইলে কেহ মারয় পাছাড়ি ॥  
 রক্তবর্ণ বীরগন লাজ্জিত তখন ।  
 বিষম হইল রণ নাহি নিবারণ ॥  
 অশ্বে<sup>২১</sup>র হুঁশ্বে হইল গজের গর্জন ।  
 পদাতির সিংহনাদ বীরের তর্জন ॥  
 সমুদ্র উথাল যেন উঠয় লহর ।  
 দুই সৈন্য মহাযুঁশ্বে<sup>২৬</sup> ভূমির উপর ॥  
 সহস্র সহস্র লোক হইল নিধন ।  
 তথাপি দারুণ যুঁশ্বে নাহি নিবারণ ॥

শব্দার্থ' টীকা : নিশাকর—চন্দ্র  
 উগীলেক সুর—সুর্ষ উদিত হল  
 পাছাড়ি—আছাড়ি দিয়ে মারা  
 লহর—তেউ

মন্তব্য : এই জাতীয় যুঁশ্বেবিরণ জায়গাতে অনুপস্থিত ।  
 এই পরিচ্ছেদে গোরার মৃত্যুবর্ণনা সংক্ষিপ্ত ও আকস্মিক,  
 জায়গার বর্ণনানুসঙ্গ নয় ।

গন্ধৰ্ব<sup>১</sup> সকলে জন্ম দেখী কল্পমান ।  
 গৃধিনী জাম্বুকী নাচে<sup>২</sup> করি রক্তপান ॥  
 এই মতে নবদিন<sup>৩</sup> জন্ম অনিবার ।  
 কাকে কেহ জন্মে জএ নারে করিবার<sup>৪</sup> ॥ \*  
 আর দিন দৈবগতি হইল মোহারণ ।  
 কাল পূরি গোরা<sup>৫</sup> বিন্ন হইল নিধন ॥  
 জদি সে গোরার<sup>৬</sup> মৃত্যু সংগ্রামে হইল ।  
 জএ ধনি শাহা সন্যো<sup>৭</sup> উচ্চব করিল<sup>৮</sup> ॥  
 তবে নৃপতির সন্য<sup>৯</sup> মনে ভএ পাই ।  
 দুই দিবসের পশ্চেত রহিলেক জাই<sup>১০</sup> ॥  
 তবে নৃপতির আগে বার্তা জানাইলা ।  
 বিসম<sup>১১</sup> করিয়া জন্ম গোরা সর্গে গেলা<sup>১২</sup> ॥  
 বহু শন্য<sup>১৩</sup> সংগ্রামেত হইল নিধন ।  
 দুই দিন পশ্চেত আসি আছে সৰ্বজন<sup>১৪</sup> ॥  
 এতেক শূনিলা জদি রাজা রত্নশেন<sup>১৫</sup> ।  
 বাদিলাক ডাকাইয়া নিলা ততক্ষণ<sup>১৬</sup> ॥  
 জন্মের শ্বহায়া<sup>১৭</sup> জথ তাহাতে<sup>১৮</sup> কহিল ।  
 ভাতি শেনহ বাদিলাএ বহুল কাম্দিলা ॥  
 নৃপতি তাহার গলে ধরিয়া সঙ্ঘর ।  
 গোরা শেনহ ভাবি<sup>১৯</sup> নৃপে<sup>২০</sup> কাম্দিলা বিস্তর ॥  
 তবে লক্ষ<sup>২১</sup> অশ্ববার করিয়া সংগতি ।  
 ভাতি বরি উদ্ধাবিতে গেলা জন্মপতি<sup>২২</sup> ॥  
 বাদিলাস সংগে জন্ম বহুল<sup>২৩</sup> আছিল ।  
 পুস্তক বিসাল<sup>২৪</sup> হেতু তাকে ন লিখীল ॥  
 তাকে<sup>২৫</sup> বোলে গোরার হোশেত ধিক বিবরবর ।  
 বৃন্দ্র নিশ্চানে হৈছে দুই শ্বহদর<sup>২৬</sup> ॥  
 এক স্থান<sup>২৭</sup> নহে উন কাহার বিক্রম ।  
 মোহাবিষয় মানি দুহ<sup>২৮</sup> শাক্কাতে জে<sup>২৯</sup> জয় ॥

গন্ধৰ্ব সকল যন্ম দেখি কল্পমান ।  
 গৃধিনী জাম্বুকী নাচে করি রক্তপান ॥  
 এইমতে নবদিন যন্ম অনিবার ।  
 কাকে কেহ যন্মে জয় নারে করিবার ॥  
 আর দিন দৈবগতি হইল মহারণ ।  
 কাল পূরি গোরা বীর হইল নিধন ॥  
 যদি সে গোরার মৃত্যু সংগ্রামে হইল ।  
 জয়ধর্নি সাহাসিন্যা উপসব করিল ॥  
 তবে নৃপতির সৈন্য মনে ভয় পাই ।  
 দুই দিবসের পশ্চ রহিলেক যাই ॥  
 তবে নৃপতির আগে বার্তা জানাইলা ।  
 বিষম করিয়া যন্ম গোরা স্বর্গে গেলা ॥  
 বহু সৈন্য সংগ্রামেত হইল নিধন ।  
 দুই দিন পশ্চেত আসি আছে সৰ্বজন ॥  
 এতেক শূনিলা যদি নৃপ রত্নসেন ।  
 বাদিলাক ডাকাইয়া নিলা ততক্ষণ ॥  
 যন্মের রহস্য যত তাহারে কহিল ।  
 ভ্রাতৃশেনহে বাদিলায় বহুল কাম্দিলা ॥  
 নৃপতি তাহার গলে ধরিয়া সঙ্ঘর ।  
 গোরাসেনহ পূর্ণি পূনি কাম্দিলা বিস্তর ॥  
 তবে লক্ষ অশ্ববার করিয়া সংগতি ।  
 ভ্রাতৃবব উদ্ধাবিতে গেলা যন্মপতি ॥  
 বাদিলাস সংগে যন্ম বহুল আছিল ।  
 পুস্তক বিশাল হেতু তাকে না লিখিল ॥  
 সবে বোলে গোরার হোশেত ধিক বীরবর ।  
 বিধির নিশ্চানে হইছে দোহ সহোদর ॥  
 এক স্থান নহে উন কাহার বিক্রম ।  
 মহাবীরশালী দোহ সাক্ষাতের বয় ॥

১ গল্পম্ব ২ নাছে ৩ প্রতিদিন ৪ অনাজল ভিনে যন্ম আছিল অপার  
 • 'বা' পুথিতে অতিরিক্ত পংক্তি—

আর দিন দিবাকর প্রাসীত লুকিত ।  
 প্রমজোত্ত হই সৈন্য রেল দুই ভিত ॥  
 এই মতে মাস ঠৈক্ষ যন্ম অনিবার ।  
 কাকে কেহ যন্মে জএ নারে করিবার ॥

৫ গৈরা ৬ গৈরার ৭ সাহা সৈন্য ৮ জখিল ৯ সৈন্য ১০ রহিল লুকাই  
 ১১ বিদ্বর ১২ গৈরা বির মৈল ১৩ সৈন্য ১৪ দুই দিবসের পশ্চেত  
 হৈল নিবারন ১৫ নৃপ রত্নসেন ১৬ বাদিলাকে ডাকিয়া আনিলা  
 ততক্ষণ ১৭ রহস্য ১৮ তাহারে ১৯ গলে ২০ পূনি ২১ লৈক্ষ  
 ২২ বিদ্বর ২৩ পোস্তক বারএ ২৪ সবে ২৫ বিধির নিশ্চান দোহ  
 সহোদর বর ২৬ ডুল ২৭ দোহ ২৮ সাক্ষাতের

শব্দার্থ টীকা : গৃধিনী—শকুনী  
 জাম্বুকী—শূগালী  
 ধিক—আধিক  
 উন—কম

মন্তব্য : জায়সীতে সরজার সংগে গোরার যে ঐশ্বর্য-  
 স্বন্দ ৩ মহাকাব্যধর্মী মৃত্যুবিবরণ আছে অনুবাদে তা  
 নেই। আবার গোরার মৃত্যুর প্রতিশোধস্বরূপ বাদিলাস  
 রণবিবরণ জায়সীতে নেই।

এইমতে বাদিলায় করন্ত<sup>১</sup> বাখান ।  
 জন্ম পাছে হএ কেহ নহে আগদুয়ান ॥  
 এইমতে বাদিলাএ বহু জন্ম কল্য ।  
 এ শপ্ত বরিস গাঞ<sup>২</sup> চিতাউরে গেল<sup>৩</sup> ॥  
 বদুজিয়া কার্বে<sup>৪</sup>র ভাও রত্নসেন রাজ ।  
 রায্যের<sup>৫</sup> সীমাত এক ঘব কলা<sup>৬</sup> সাজ ॥  
 ইটাল<sup>৭</sup> পাথরে ঘর করে<sup>৮</sup> উচ্চতর ।  
 যুগঠন<sup>৯</sup> বান্দি আছে করিতে সময় ॥  
 গরের<sup>১০</sup> বাহির দুইকুলের অন্তর<sup>১১</sup> ।  
 যুগময় গৃহ<sup>১২</sup> এক বান্দিলা শঙ্কর ॥  
 আর জথ জগ্যা<sup>১৩</sup> ঘর বান্দি মনুহর ।  
 ক্রমে ২ ঘর সব দেখীতে শোন্দর<sup>১৪</sup> ॥  
 সাহার নিবাস করি রাখিল তথাত ।  
 সমুখে<sup>১৫</sup> বাজার বান্দি দিল নরনাথ<sup>১৬</sup> ॥  
 সেই ঘরে সন্য<sup>১৭</sup> সগে বাদিলা রহিল ।<sup>১৮</sup>...

এইমতে বাদিলায় করন্ত বাখান ।  
 যুধ পাছে হয় কেহ নহে আগদুয়ান ॥  
 এইমতে বাদিলায় বহু যুধ কৈল ।  
 এ সপ্ত বরিস পাছে চিতাউরে গেল ॥  
 বদুজিয়া কার্বে<sup>৪</sup>র ভাও রত্নসেন রাজ ।  
 রাজ্যের<sup>৫</sup> সীমাত এক গড় কৈল সাজ ॥  
 ইটাল পাথরে গড় করি উচ্চতর ।  
 সুগঠন বান্দিরাছে করিতে সময় ॥  
 গড়ের বাহিরে দুই কুলের অন্তর ।  
 শ্বর্গময় গৃহ এক বান্দিলা শঙ্কর ॥  
 আর যত যোগ্য ঘর বান্দি মনোহর ।  
 ক্রমে ক্রমে ঘর সব দেখিতে সুন্দর ॥  
 সাহার নিবাস করি রাখিল তথাত ।  
 সমুখে বাজার বান্দি দিল নরনাথ ॥  
 সেই ঘরে সৈন্য সগে বাদিলা লিলা :  
 আর লক্ষ সৈন্য আনি তথা নিযুজিলা ॥

১ করেশোতা ২ পাছে ৩ আইল ৪ কাঙ্ক্ষের ৫ রাজ্যের ৬ কৈল  
 ৭ ইটালে ৮ করি ৯ যুগটন ১০ ঘরের ১১ উপর ১২ শ্বর্গময় গাঁর  
 ১৩ জৈগ্য ১৪ সোল্পর ১৫ সমুকে ১৬ নরনাথ ১৭ সৈন্য ১৮ এখান  
 থেকে ঢা পুঁথিতে ৬টি পংক্তি অনুপাঙ্কিত ।

'বা' পুঁথিতে ছাড় পংক্তিগুলি—

আর লৈক্ষ্য সৈন্য আনি তথা নিযুজিল ॥  
 এবে কাহি যুধ কিছু রত্নসেন বাণ ।  
 জেই মতে সর্গবাস হৈল নৃপমনি ॥  
 একদিন দেওপাল রাজার কাহিনী ।  
 জথেক কাহিয়া পাটাইয়া কুমদিনী ॥  
 পদ্মাবতি সব কথা রাজাতে কাহিল ।

শব্দার্থ টীকা : ভাও—মূল্য

মন্তব্য : গোয়ার মৃত্যু ও বাদিলায় বীরশ্রেষ্ঠ চিহ্নস্বরূপ রত্নসেনকর্তৃক রাজ্যের সীমাত গড় নির্মাণ এবং সেখানে শ্বর্গ-  
 মন্দির স্থাপন করে হাটপস্তুন আর বাদলকে সৈন্যসহ দুর্গের দাঙ্গিভার দান ইত্যাদি প্রসঙ্গগুলি মূলে অনুপাঙ্কিত । হবিব  
 সংস্করণে বাদলের দীর্ঘ যুধ বর্ণনার শেষে ধর্মের জয় ও অধর্মের পরাজয় দেখানোর জন্য সুলতানের পরাজয় কাহিনী বর্ণিত  
 হয়েছে । কিন্তু তা পুঁথিস্বয়ে না থাকায় এবং মূলের বিরোধী বৃত্তান্ত হওয়ায় সম্পাদিত পাঠে বর্জন করে গ্রন্থের পরিশিষ্টে  
 সন্নিবেশিত হল ।

## রত্নসেন-দেবপাল যুদ্ধ-খণ্ড

একদিন দেওপাল রাজার কাহিনী ।  
 জথেক কাহিনী পাঠাইলা কুমুদিনী ॥  
 পদ্মাবতী সব কথা রাজাতে কাহিল<sup>১</sup> ।  
 শূন্য নৃপ প্রজ্ঞালিত হুতাশন<sup>২</sup> হইল<sup>৩</sup> ॥  
 বহু সন্য সগে করি দেশেত তাহার ।  
 চাঁল গেল রত্নসেন জুখ করিবার ॥  
 দেয়পাল সগে জুখ<sup>৪</sup> কল্যা বহু<sup>৫</sup> ॥  
 জুখে জয় পাই<sup>৬</sup> তারে করিলা নিধন ॥  
 সে রায়ের<sup>৭</sup> জথ লোক আসিলা মিলিল ।  
 নিজ করগত এক রাজা তথা দিল<sup>৮</sup> ॥  
 নিয়মিত কর লই রাজা<sup>৯</sup> রত্নসেন ।  
 দেশেতে জাইতে রাজা করিলেক মন ॥  
 সেই জুখে অসীহন্ত<sup>১০</sup> আপনে জুঝিল ।  
 দারুণ বিশাল ছেল অগে পরশীল ॥  
 সেই বিশে নৃপতির সরিণ জুজুর ।  
 মুখে ন নিকলে<sup>১১</sup> বানি কহিতে উস্তর ॥  
 এথ দেখি পাঠ মিত্র সব বিবাদিত ।  
 নিজ শন্য শগে দেশে আইলা তুরিত<sup>১২</sup> ॥\*

একদিন দেওপাল রাজার কাহিনী ।  
 যতেক কাহিল পাঠাইলা কুমুদিনী ॥  
 পদ্মাবতী সব কথা রাজাতে কাহিল ।  
 শূন্য নৃপ প্রজ্ঞালিত হুতাশন হইল ॥  
 বহু সৈন্য সগে করি দেশেত তাহার ।  
 চাঁল গেল রত্নসেন যুখ করিবার ॥  
 দেওপাল সগে নৃপ কল্যা বহু রূপ ।  
 যুখে জয় পাই তারে করিলা নিধন ॥  
 সে রাজ্যের যত লোক আসিলা মিলিল ।  
 নিজকরগত এক রাজা তথা দিল ॥  
 নিয়মিত কর লই রাজা রত্নসেন ।  
 দেশেত যাইতে রাজা করিলেক মন ॥  
 সেই যুখে অসিহন্তে আপনি যুঝিল ।  
 দারুণ বিশাল শেল অগে পরশিল ॥  
 সেই বিশে নৃপতির শরীর জুজুর ।  
 মুখে না নিঃসরে বাণী কহিতে উস্তর ॥  
 এত দেখি পাঠ মিত্র সব বিবাদিত ।  
 নিজ সৈন্য সগে দেশে আইলা তুরিত ॥(জা ১-২)

- ১ পরবতী<sup>১</sup> প'ঠ 'চা' পদার্থ এবং পাঠান্তর 'বা' পদার্থ  
 ২ হুতাস ৩ জুখিল ৪ সনে নৃপ ৫ মহারণ ৬ পাইলে ৭ রাজার  
 ৮ তথ্যেত রাখিল ৯ নৃপ ১০ আস হন্তে ১১ মুখে না নিঃসরে  
 ১২ নিজ দেশে সৈন্য সগে আসিলা তুরিত

\* এর পর হবিবী সংস্করণে মাগন সম্পর্কিত করেকাট পংক্তি আছে যা কোনো পদার্থেই নেই—

শূন্যিয়া সমস্ত কেছা মাগন সুমতি ।  
 আলাওলে প্রশংসিল বহু বিজ্ঞা জাতি ॥  
 কহ কহ আলাওল কহ বাক্য শেব ।  
 পদ্মাবতী সতী রাণী হরিষ বিশেষ ॥  
 সদা নৃপ রাজভোগ করন্ত বসতি ।  
 প্রসন্ন হৈল বিধি রত্নসেন প্রতি ॥

মন্তব্য : এই খণ্ডটি জায়সী রত্নসেন-দেবপাল যুদ্ধখণ্ডের অতিসংক্ষিপ্ত ভাবানুবাদ । মূলের বীরত্ব ও যুদ্ধবর্ণনা এখানে একেবারেই নেই । বিষজুজুর রত্নসেনের মৃত্যুবর্ণনাত্তেও মূলের সগে অনুবাদের পাথক্য আছে । খণ্ড শেষে হবিবী সংস্করণের মাগন-বিজ্ঞাসা কোনো পদার্থে না পাওয়ায় সম্পাদিত পাঠে বর্জিত হল ।

শব্দার্থ টীকা : নিজকরগত এক রাজা—সামন্ত রাজা ।

মূলে দেবপালের রাজ্য অধিকার করে সেখানে সামন্ত নৃপতিকে ধরিয়ে রত্নসেনের নিয়মিত করগ্রহণের বৃত্তান্ত নেই । মূলে রত্নসেন ও দেবপালের মৃত্যুবৃত্তান্তই প্রাধান্য পেয়েছে । জায়সী বিবরণে আছে জনতের নন্দরতা, আলাওলে আছে জীবনের বৈবরণতা ।

## রত্নসেন সন্ততি খণ্ড

তবে রত্নশে...ধরে রানি পদ্মাবতি<sup>১</sup> ।  
 পশনা<sup>২</sup> হইলা প্রভু<sup>৩</sup> দেবি<sup>৪</sup> গর্ভবতি ॥  
 পদ্মাবতি<sup>৫</sup> উদরেত মানিক্য<sup>৬</sup> ধরিল ।  
 কাল পদারি যুগলক্ষ্যন<sup>৭</sup> শিষু উপরাজিল<sup>৮</sup> ॥  
 পদ্র মদুখ দেখি নৃপ<sup>৯</sup> হরিশ অস্তর ।  
 উচ্ছব আনন্দ তবে<sup>১০</sup> কল্যা<sup>১১</sup> বহুতর ॥  
 বহুমূল্য বস্ত্র বহু ধন কল্যা<sup>১২</sup> দান ।  
 পদুরান বিচারি নাম রাখিলা<sup>১৩</sup> চন্দ্রশেন<sup>১৪</sup> ॥  
 এইমতে আর এক শিষু<sup>১৫</sup> পদ্মাবতি ।  
 প্রশাবিলা যুগলক্ষ্যনে<sup>১৬</sup> দেবি<sup>১৭</sup> ভাগ্যবতি ॥  
 নানা রঙ্গ<sup>১৮</sup> নানা জস্ত্র<sup>১৯</sup> করি নৃপবর ।  
 চন্দ্রশেন<sup>২০</sup> রাম থুলা<sup>২১</sup> হরিশ অস্তর ॥  
 শশু বরিশের<sup>২২</sup> এক পণ্ড অন্দ আর ।  
 যদ্র শসি<sup>২৩</sup> শমতুল<sup>২৪</sup> নৃপতিত কুমার ॥  
 দেখিয়া দোহান রূপ<sup>২৫</sup> রাজা রত্নসেন ।  
 পার্সরিলা জথ<sup>২৬</sup> দৃক সাস্ত হৈল মন ॥ \*

তবে রত্নসেন ঘরে রাণী পদ্মাবতী ।  
 প্রসন্ন হইলা প্রভু দেখি গর্ভবতী ॥  
 পদ্মাবতী উদরেত মাণিক্য ধরিল ।  
 কাল পদারি শূভক্ষণে শিশু উপাজিল ॥  
 পদ্রমদুখ দেখি রাজা হরিশ অস্তর ।  
 উৎসব আনন্দরীত কৈল বহুতর ॥  
 বহুমূল্য বস্ত্র বহু ধন কৈল দান ।  
 পদুরাণ বিচারি নাম রাখে চন্দ্রসেন ॥  
 এই মতে আর এক শিশু পদ্মাবতী ।  
 প্রসাবিলা সুলক্ষণে দেবী ভাগ্যবতী ॥  
 নানা রঙ্গ নানা যন্ত্র করি নৃপবর ।  
 ইন্দ্রসেন নাম থুইল হরিশ অস্তর ॥  
 শশু বরিশের এক পণ্ড অন্দ আর ।  
 সুরশশী সমতুল নৃপতিত কুমার ॥  
 দেখিয়া দোহান রূপ রাজা রত্নসেন ।  
 পার্সরিলা সব দৃখ শাস্ত হইল মন ॥

১ পদ্মাবতি ২ প্রসেনা ৩ বহু ৪ দেবী ৫ পদ্মাবতি ৬ মানিক  
 ৭ যুগলক্ষ্যনে ৮ সীষু জনমালী ৯ রাজা ১০ রিত ১১ কৈল ১২ কৈল  
 ১৩ রাখে ১৪ চন্দ্রসেন ১৫ সীষু ১৬ যুগলক্ষ্যনে ১৭ সীষু  
 ১৮ নানা রঙ্গ ১৯ নানা জস্ত্র ২০ ইন্দ্রসেন ২১ তুইল ২২ সস্ত্র-  
 বরিশের ২৩ সসী ২৪ সমতুল ২৫ মদুখ ২৬ সব

- হাবিবী সংস্করণে আভিহিত দৃ পংক্তি—  
 দৃই ভাগ রাজ্য করি পদ্র স্থানে দিল ।  
 যশপদরী পদ্যাক্ষিত তার মৃতদু হৈল ॥

শব্দার্থ টীকা : চন্দ্রসেন—রত্নসেনের পদ্র; মূলে আছে পদ্মাবতীর  
 গর্ভে কমলসেন ।  
 ইন্দ্রসেন—রত্নসেনের অপর পদ্র; মূলে আছে  
 নাগমতির গর্ভে নাগসেন ।

মন্তব্য : মূলের সঙ্গে অনুবাদের রত্নসেন-সন্ততি খণ্ডে অনেক পার্থক্য আছে । প্রথমত মূলে এই খণ্ডটি  
 স্থান পেয়েছে রাঘবচরিত বৃত্তান্তের পূর্বে নাগমতি-পদ্মাবতী বিবাহ খণ্ডের ঠিক পরেই । অনুবাদে খণ্ডটি স্থানচ্যুত হয়ে  
 রত্নসেন-নিধনের ঠিক পূর্বে বসায় ক্রমভঙ্গ ও ঘটনার স্বাভাবিকতা নষ্ট হয়েছে । দ্বিতীয়তঃ জায়সী নাগমতির গর্ভে নাগসেন  
 এবং পদ্মাবতীর গর্ভে কমলসেনের জন্ম বর্ণনা করে উভয় পুত্রীর প্রতি রত্নসেনের সমদর্শিতা দেখিয়েছেন । পঞ্চমতঃ  
 আলাওলের অনুবাদে চন্দ্রসেন ও ইন্দ্রসেন নামক পদ্রম্বয় পদ্মাবতীর গর্ভজাত বলে বর্ণিত । রাজস্থানের ইতিহাসে রত্নসেনের  
 পদ্রদের কোনো উল্লেখ নেই । তবে 'রত্নসেন কুলবংশাবলী' নামক অর্বাচীন কালের একটি পদ্রিখতে রত্নসেনের নাগসেন,  
 কমল সেন, মনোহর সেন এবং জালাম সেন নামক চারপদ্রের কথা আছে । আলাওলের পদ্মাবতী কাব্যে পদ্মাবতীর তুলনায়  
 নাগমতি কিছুটা উপেক্ষিত ।

## রত্নসেন বৈকুণ্ঠবাস খণ্ড

এবে কহি শুন কিছু রত্নসেন বানি ।  
 জেইমতে শ্বর্গে'বাস হইলা নৃপমনি ॥  
 আর দিন আউরোগ হইল<sup>১</sup> উথার<sup>২</sup> ।  
 দারুন বিসের জালে সরির জঙ্ঘর<sup>৩</sup> ॥  
 আপনার আউসেস দেখি নৃপবর ।  
 পাঠ মিত ইষ্টবন্দু আনিলা নিয়র ॥  
 পশ্চাবতি নাগমতি আনিয়া নিকট ।  
 কহিলেক বিসজাল পরম সঙ্কট ॥  
 আজি<sup>৪</sup> মোর আউসেস জানিলু<sup>৫</sup> নিশ্চিত ।  
 একে ২ কহি কথা শুন সব মিত ॥  
 মোর পাছে<sup>৬</sup> সংসাবেত দুই শ্বহদর<sup>৭</sup> ।  
 পীতাহিন বাণ্ডবেক<sup>৮</sup> চিহ্নিত অস্তর ॥  
 মোর শেনহ মনে ধরি<sup>৯</sup> তা সব পালিবা ।  
 জে কিছু করিছ দোশ<sup>১০</sup> তাহাকে<sup>১১</sup> খেমিবা ॥  
 এ রাখ্য<sup>১২</sup> সপদ পাট<sup>১৩</sup> তোমা করগত ।  
 ইচ্ছা হইলে<sup>১৪</sup> পুত্র স্থানে রাখিবা মহত ॥  
 মৃত্যুকালে অবসেসে<sup>১৫</sup> প্রনাম শতেক<sup>১৬</sup> ।  
 কহিবা<sup>১৭</sup> সাহার আগে কহিল জথেক<sup>১৮</sup> ॥  
 কিছু দোশ না করিছ চরনে তাহার<sup>১৯</sup> ।  
 মিথ্যা কাষ্যে বলহানি করে ম্লাপনার<sup>২০</sup> ॥

এবে কহি শুন কিছু রত্নসেন বাণী ।  
 যেইমতে শ্বর্গ'বাস হইলা নৃপমনি ॥  
 আর দিন আয়ুরোগ হইল উথল ।  
 দারুণ বিষের জালে শরীর বিকল ॥  
 আপনার আরুশেষ দেখি নৃপবর ।  
 পাঠ মিত ইষ্ট বন্দু আনিলা নিয়র ॥  
 পশ্চাবতী নাগমতি আনিয়া নিকট ।  
 কহিলেক বিষজালে পরম সঙ্কট ॥  
 আজি মোর আরু শেষ জানিলু নিশ্চিত ।  
 একে একে কহি কথা শুন সব মিত ॥  
 মোর পাছে সংসারেত দুই সহোদর ।  
 পিতাহীন বাণ্ডবেক চিহ্নিত অস্তর ॥  
 মোর শেনহ মনে ধরি তা সব পালিবা ।  
 যে কিছু করিছ দোষ তাহাকে ক্ষেমিবা ॥  
 এ রাজ্যসপদ পাট তোমা করগত ।  
 ইচ্ছা হইলে পুত্রস্থানে রাখিবা মহত ॥  
 মৃত্যুকালে অবশেষে প্রণাম শতেক ।  
 কহিবা সাহার আগে কহিল যতেক ॥  
 কিছু না করিছ দোষ চরণে তাহার ।  
 মিথ্যাকাষ্যে বলহানি করে আপনার ॥

১ উপস্থিত ২ তার ৩ জর ৪ আজ্ঞা ৫ জানিলুম ৬ পাসে  
 ৭ সহোদর ৮ বাণ্ডবেক ৯ ভাবি ১০ জদি বা করিছ দোষ ১১ তাহায়ে  
 ১২ রাখ্য ১৩ ধন ১৪ হইলে ১৫ অবসেস ১৬ শতেক ১৭ কহিছ  
 ১৮ সব একে ১৯ কিছু না করিছ দোষ সাহার চরনে ২০ করএ  
 সোপনে ।

শ্বর্গ'বাণী : নিয়র—নিকট

মন্তব্য : এই খণ্ডটিও মূল থেকে সম্পূর্ণ পৃথক । মূলে একটি শ্লোক অতিসংক্ষেপে বিষজর্জর অষ্টতন্য রাজার মৃত্যু ও জীবনের নশ্বরতা বর্ণিত । অনুবাদে দৃবছরের ব্যবধানে রত্নসেনের পুত্রশ্বয়ের জন্ম এবং অমাতাদের হাতে পাচ ও সাত বছরের উত্তরাধিকারীদের সমর্পণ করে তাদের রাজ্যভাগ এবং সুলতানের সঙ্গে সন্ধি করার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্দেশ ইত্যাদি বৈষয়িক কর্ম করে অতঃপর ধীরে সূক্ষ্মে বিষাহত রত্নসেনের মৃত্যু ঘটেছে । পুত্রদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে মনুষ্য রত্নসেনের সুলতানের কাছে আনুগত্যপূর্ণ প্রণতি নিবেদন মূলের বিরোধী ; এরফলে অনুবাদের রত্নসেনের চরিত্রবদল ঘটেছে এবং মূল থেকে পৃথক হয়ে গেছেন ।



জন্ম্যাপি মোহরে সাহা কোপ রাখে মন<sup>১</sup> ।  
 ক্ষেমা<sup>২</sup> ছারি পদ্র মোর<sup>৩</sup> করিবা<sup>৪</sup> পালন ॥  
 মোর দই<sup>৫</sup> সিধ<sup>৬</sup> নিয়া সাহার সাক্ষাত<sup>৭</sup> ।  
 দেয় গীয়া করে জেই<sup>৮</sup> নিজ ইচ্ছাগত<sup>৯</sup> ॥  
 সাহারে দঃখের কথা কহিও প্রত্যেক ।  
 কহিও শাহার আগে<sup>১০</sup> সব একে এক ॥  
 এথেক কহিতে নূপে সে বিস উটীল ।  
 অমৃত সে তুল্যা<sup>১১</sup> বানি পদনি না শুনিল ॥  
 ভালের নিয়ম পদরি হইয়া আসি<sup>১২</sup> সৈস ।  
 কালে আসি নূপাতিক করিল গরাস ॥  
 ততক্ষণে<sup>১৩</sup> মৃত্যুপতি নূপস্থানে আইল ।  
 সংসারের দঃখ<sup>১৪</sup> বিধি তিলে<sup>১৫</sup> ছোরাইল ॥  
 জদি রত্নসেন কল্যা<sup>১৬</sup> বৈকুণ্ঠেত বাস ।  
 সংসার নিয়ম কান্দে<sup>১৭</sup> হইয়া সমপাশ ॥  
 পদরি খন্ড নূপতির কান্দনার<sup>১৮</sup> রোল ।  
 দশ্ড কথ কার কেহ ন শুনএ বোল<sup>১৯</sup> ॥  
 চিতাউরে হৈল জদি মৃত্যুর খবর ।  
 কান্দনার রোল হৈল নগরে নগর ॥

ষদ্যাপি মোহরে সাহা কোপ রাখে মন ।  
 ক্ষেমা ছাড়ি পদ্র মোর করিবা পালন ॥  
 মোর দই শিশু নিয়া সাহার সাক্ষাৎ ।  
 দিবা নিয়া করে যেই নিজ ইচ্ছাগত ॥  
 সাহারে দঃখের কথা কহিও প্রত্যেক ।  
 কহিও সাহার আগে সব একে এক ॥  
 এতেক কহিতে নূপ সে বিষ উঠিল ।  
 অমৃত সে তুল্যা বাণী পদনি না শুনিল ॥  
 ভালের নিয়ম পদরি হইল আর শেখ ।  
 কলে আসি নূপাতিক করিল গরাস ॥  
 ততক্ষণে মৃত্যুপতি নূপস্থানে আইল ।  
 সংসারের দঃখ বিধি তিলে ছোড়াইল ॥  
 যদি রত্নসেন কৈল বৈকুণ্ঠেত বাস ।  
 সংসার নিয়মে কান্দে হইয়া সমপাশ ॥  
 পদরি খন্ডে নূপতির কান্দনের বোল ।  
 দশ্ড এক কেহ কার না শুনয়ে বোল ॥  
 চিতাউরে হইল যদি মৃত্যুর খবর ।  
 কান্দনার রোল হইল নগরে নগর ॥

১ জৈম্ব্যাপী করিছি মোস সাহার চরন ২ ক্ষেত ৩ দই ৪ করিতে  
 ৫ সাক্ষাতে ৬ দিবা নিয়া জেই করে ৭ ইচ্ছাগতে ৮ কহি পাটাইয়া  
 দেখা ৯ অন্তরে তুলন ১০ পদনি হৈল ১১ উ ১২ ততক্ষণে ১৩ দক্ষ  
 বিন্দু সব ১৪ কান্দে ১৫ কান্দনের ১৬ উন্ড এক কেহ কার না  
 শুনিল বোল

মন্তব্য : মূলে রত্নসেনের মৃত্যুবর্ণনা জায়সীর দার্শনিক  
 ভাবনা-মণ্ডিত হওয়ায় তৎপক্ষণে । অনুবাদে কান্দনের  
 কারুণ্য আছে ঐকান্ত গাম্ভীর্য নেই ।

## পদ্মাবতী নাগমতি সতী খণ্ড

এথা পদ্মাবতি নারি হরিস অপার ।  
 সিগ্রে আনাইলা জখ নিজ অলংকার ॥  
 জরকসি কাবাই গাএ<sup>২</sup> করিয়া পৈরণ ।  
 রক্ষময় অলংকার করিয়া সাজন ॥  
 যুগন্দি সৈরব<sup>৩</sup> অগে সিরেত<sup>৪</sup> সিদ্দর ।  
 দেখী লম্ব্যাগত হই<sup>৫</sup> অস্ত গেল যুদ্র ॥  
 পাএত নপুদ্র বাজে কগরে ঘাঘর ।  
 তার শাজে হইলেক পুদ্রি সোভাকার ॥  
 তাম্বুলের রাগ ধরে নুপতি নন্দিনী ।  
 দেখী সব সখী আইল কাছে পর্ষামিনী ॥  
 শখী শবে<sup>৬</sup> বোলে রানি একি বিপরিত ।  
 শ্বগের<sup>৭</sup> শমএ শাজ<sup>৮</sup> না হএ উচিত ॥  
 নুপতি দুর্হতা কুলবতি তুর্মি<sup>৯</sup> রানি ।  
 স্ত্রিয়া মেনে<sup>১০</sup> অপজস ঘুসীবেস্ত<sup>১১</sup> যুদ্রি<sup>১২</sup> ॥  
 পদ্মাবতি বোলে শখী<sup>১৩</sup> যুদ্র মোর বানি ।  
 শংসারেত<sup>১৪</sup> একাকিনী হইল দুঃখানী<sup>১৫</sup> ॥  
 সিংহলের জখ যুদ্র জনক জননী ।  
 তেজিয়া সকল যুদ্র আইল<sup>১৬</sup> একাকিনী ॥  
 জার প্রেম রস<sup>১৭</sup> মোর মন বস কল্য<sup>১৮</sup> ।  
 সে পুদ্রি ছারিয়া আমা যুর্গবাস<sup>১৯</sup> হৈল ॥  
 তে কারণে মৃত্যু হই পতি শগে জাইমু<sup>২০</sup> ।  
 অজস্ম বিচ্ছেদ তোমা সংগতি হইমু<sup>২১</sup> ॥  
 আমি চলি জাইব<sup>২২</sup> পুদ্র রহিব<sup>২৩</sup> আমার ।  
 আমাকে শ্বরিয়া<sup>২৪</sup> কৃপা করিয়<sup>২৫</sup> তাহার ॥  
 প্রানে তু<sup>২৬</sup> দুর্লভ পুদ্র সংসারে রহিব ।  
 জনক জননী সগে কেহ ন থাকিব ॥  
 জদি সিংহলেত<sup>২৭</sup> জাএ করিতে বেপার ।  
 দুর্লভপতি লিখিয়া<sup>২৮</sup> পাঠাইবা তা সবার ॥

এথা পদ্মাবতী রাণী হরির অপার ।  
 শীঘ্রে আনাইল যত নিজ অলংকার ॥  
 জরকসি কাবাই গায় করিয়া পৈরণ ।  
 রক্ষময় অলংকার করিয়া সাজন ॥  
 সুগন্দি সৌরভ অগে শিরেত সিদ্দর ।  
 দেখি লম্ব্যাগত হই অস্ত গেল সুদ্র ॥  
 পায়ত নুপুদ্র বাজে কোমরে ঘাঘর ।  
 তার সাজে হইলেক পুদ্রী শোভাকর ॥  
 তাম্বুলের রাগ ধরে নুপতি নন্দিনী ।  
 দেখি সব সখী আইল কাছে পদ্মিনী ॥  
 সখি সবে বোলে রাণী একি বিপরীত ।  
 শোকের সময় সাজ না হয় উচিত ॥  
 নুপতি দুর্হতা তুর্মি কুলবতী রাণী ।  
 স্ত্রীয়া কুলে অপমণ ঘুর্ষবেস্ত শুদ্রি ॥  
 পদ্মাবতী বোলে সখী শুন মোর বাণী ।  
 সংসারেত একাকিনী হইল দুঃখানী ॥  
 সিংহলের যত সুদ্র জনক জননী ।  
 তেজিয়া সকল সুদ্র আইল একাকিনী ॥  
 যার প্রেমরসে মোর মন বশ কৈল ।  
 সে পুদ্রি ছাড়িয়া আমা শ্বর্গবাসী হইল ॥  
 তে কারণে মৃত্যু হই পতি সগে যাইমু ।  
 অজস্ম বিচ্ছেদ তার সংহতি হইমু ॥  
 আমি চলি যাইব পুদ্র রহিব আমার ।  
 আমাকে শ্বরিয়া কৃপা করিয় তাহার ॥  
 প্রাণের দুর্লভ পুদ্র সংসারে রহিব ।  
 জনক জননী সগে কেহ না থাকিব ॥  
 যদি সিংহলেত যান করিতে বেপার ।  
 দুঃখপতি লিখিয়া পাঠাইবা তা সবার ॥ (জা.১)

১ অরাউ ২ অগে ৩ সৌরব ৪ সীরেতে ৫ লৈম্ব্যাগত হৈল ৬ সখী  
 সবে ৭ শ্বর্গবাস ৮ সাজ ৯ আর কলাবতি ১০ টি অদ্র  
 ১১ ঘুসীবেক ১২ বানি ১৩ পদ্মাবতি বলে সখী ১৪ সংসারেতে  
 ১৫ হইলাম দুর্লভিনী ১৬ আইলাম ১৭ জবে প্রেম বসে ১৮ কৈল  
 ১৯ শ্বর্গবাস ২০ তে কারণে পতি সনে মৃত্যু হই জাব ২১ হইব  
 ২২ জাই ২৩ কহিব ২৪ জাবিআ ২৫ করিবা ১৬ প্রানের ২৭ জদি  
 কেহ সীলে ২৮ লেখী

পদ্মাবতী টীকা : জরকসি কাবাই—জরীর বস্ত  
 পৈরণ—পরিহিত ; পাইরণ  
 বেপার—বানিজ্য

মন্তব্য : এই খণ্ড মূলের আংশিক অনুসরণ । মূলে আছে পদ্মাবতী ও নাগমতির সহমরণ এবং বাদশাহী সেনার আক্রমণে বাদশাহের মরণ ও চিতোর পতনের ঐতিহাসিক বিবরণ । কিন্তু অনুবাদে সখীবলাপ ও পুত্রদের রক্ষণের মাধ্যমে পদ্মাবতী নাগমতির সতী হবার বিষয়াদময় পরিণতি ।

এ বুলিয়া রাজরানি ছাড়ায়া<sup>১</sup> নিশ্বাস ।  
 সক্রুদ্ধকে বসীলেক<sup>২</sup> রত্নসেন পাশ ॥  
 এথেক ধূনিয়া<sup>৩</sup> জদি নাগমাতি রানি ।  
 পতি শগে জাইব জেন পশ্চাবতি জানি<sup>৪</sup> ॥  
 শে<sup>৫</sup> পদনি চিন্তিতলা মনে<sup>৬</sup> হই একাকিনি ।  
 বশিষ্ট<sup>৭</sup> কাহার সনে<sup>৮</sup> বিধবা দর্শকনি ॥  
 মৃত্যুপাশ হোস্তে উঠি গেল নিজ স্থান ।  
 নিজ অলংকার সাজ আনি তরুমান ॥  
 মন দঃক্ষে নাগমাতি সাজিলা তুরিত ।  
 শ্বামি পাশে আসি শতি<sup>৯</sup> হৈলা উপস্থিত ॥  
 তার ইস্ট মিত্রে বহু নিশেদ করিলা<sup>১০</sup> ।  
 কিঞ্চিৎ না বোলে ধনি কানে হারাইল<sup>১১</sup> ॥  
 সবে বোলে শতিষ<sup>১২</sup> রাখিল নাগমাতি ।  
 নিশ্চয় পতির শগে<sup>১৩</sup> হৈব শ্বর্গগতি ॥  
 শে<sup>১৪</sup> দোহান মৃত্যু মর্ম পদরি খন্ড হৈল ।  
 চন্দ্রসেন ইস্ত্রসেন মাও আগে গেল ॥  
 মাত্রির ধরিয়া পদ দুই শ্বহদর<sup>১৫</sup> ॥  
 বিলাপএ মন দঃখে বিসাদ অস্তর ॥  
 ললাট নিয়ম পদরি বাপ শ্বর্গে<sup>১৬</sup> গেলা ।  
 শ্বইচ্ছায় মাও কেনে মরণ ইচ্ছিয়া ॥  
 জদ্যাপি<sup>১৭</sup> বৈকুণ্ঠে বাস শ্রমা আপনার ।  
 মাতা পিতা দঃক্ষ আর্মি<sup>১৮</sup> নারি শহিবর<sup>১৯</sup> ॥  
 দারুণ কষ্টক মাও<sup>২০</sup> দেখিয়া সন্দ্বখ<sup>২১</sup> ।  
 আমা ছারি দঃজন<sup>২২</sup> জাও পরলোক ॥  
 নিবান্দবা<sup>২৩</sup> হই আমি কিরূপে বশিষ্ট ।  
 পাইয়া বিসম দঃক্ষ কাহাত কহিমু ॥  
 আর্মি<sup>২৪</sup> দুই ভাই শগে লগত শাকাত<sup>২৫</sup> ।  
 নিবান্দবা করি সিয়দ না রাখ এথাত ॥  
 এ বলিয়া দুই ভাই বিশতর কাশ্মিল<sup>২৬</sup> ।  
 গ্রন্থন<sup>২৭</sup> বারএ হেতু তাকে না লিখিল ॥

১ ছারি ২ ক্রুদ্ধকে বসীল গীআ ৩ ধূনি ৪ পতির সজাতি জাব  
 আপনা সজনি ৫ সে ৬ পদনি ৭ সজে ৮ শ্বামী পাশে আইসী সতি  
 ৯ নিবারন কৈল ১০ জ্ঞানহারী হৈল ১১ সতিত ১২ সজে ১৩ সে  
 ১৪ সোহদর ১৫ পীতা শ্বর্গে ১৬ শ্বইচ্ছাএ ১৭ জদ্যাপি ১৮ ভার  
 ১৯ শহিবর ২০ মাটি ২১ সন্দ্বক ২২ দুইজন ২৩ নিবান্দব  
 ২৪ আমী ২৫ সতেত ২৬ কহিল ২৭ গোখন

এ বুলিয়া রাজরাণী ছাড়িয়া নিশ্বাস ।  
 সকৌতুকে বসিলেক রত্নসেন পাশ ॥  
 এতেক ধূনিলা যদি নাগমাতি রাণী ।  
 পতি সগে বাইবেক আপনা সজিনী ॥  
 সে পদনি চিন্তিতলা মনে হই একাকিনী ।  
 বশিষ্ট<sup>৭</sup> কাহার সনে বিধবা দর্শিনী ॥  
 মৃত্যুপাশ হোস্তে উঠি গেল নিজ স্থান ।  
 নিজ অলংকার সাজ আনি তরুমান ॥  
 মন দঃখে নাগমাতি সাজিলা তুরিত ।  
 শ্বামী পাশে আসি সতী হইলা উপস্থিত ॥  
 তার ইস্ট মিত্রে বহু নিষেধ করিলা ।  
 কিঞ্চিৎ না বোলে ধনি জ্ঞান হারাইলা ॥  
 সবে বোলে সতিষ রাখিলা নাগমাতি ।  
 নিশ্চয় পতির সগে হইব শ্বর্গগতি ॥ (জা. ২)  
 সে দোহান মৃত্যু মর্ম পদরি খন্ড হইল ।  
 চন্দ্রসেন ইস্ত্রসেন মাও আগে গেল ॥  
 মাতুর ধরিয়া পদ দুই সহোদর ।  
 বিলাপয় মনোদঃখে বিষাদ অস্তর ॥  
 ললাট নিয়ম পদরি বাপ শ্বর্গে গেলা ।  
 শ্বইচ্ছায় মাও কেনে মরণ ইচ্ছিয়া ॥  
 যদ্যাপি বৈকুণ্ঠে বাস শ্রমা আপনার ।  
 মাতা পিতা দঃখ ভার নারি শহিবর ॥  
 দারুণ কষ্টক মাও দেখিয়া সন্দ্বখ ।  
 আমা ছাড়ি দুইজন যাও পরলোক ॥  
 নিবান্দব হই আমি কিরূপে বশিষ্ট ।  
 পাইয়া বিসম দঃখ কাহাত কহিমু ॥  
 আমি দুই ভাই শগে লগত শাকাত ।  
 নিবান্দব করি শিশু না রাখ এথাত ॥  
 এ বলিয়া দুই ভাই বিশতর কাশ্মিল ।  
 গ্রন্থন বাড়য় হেতু তাকে না লিখিল ॥

মন্তব্য : মূলের প্রথম ও দ্বিতীয় স্তবকের ঘটনা  
 অবলম্বনে প্রথম দুটি অনন্যবাদ স্তবক রচিত । কিন্তু  
 তৃতীয় স্তবক ও চতুর্থ স্তবকে পদ্যদের মাতৃ সম্ভাষণদ্বারা  
 মূলে অনন্যপস্থিত ।

দুই ভাই পাত্রে ধরি বহু বিলাপিল ।  
 তিলেক পত্রের স্নেহ মনে না লাগিল ॥  
 জথ দক্ষিণে দুই সিন্দু সন্দুকে<sup>১</sup> আছিল ।  
 প্রেত দৃষ্টীয়িত মধু বাক্য ন ফুরিল ॥<sup>২</sup>  
 সৎগে মৃত্যু<sup>৩</sup> আশ্রয়াত<sup>৪</sup> জদি ত্রিয়া মন ।  
 দৃষ্ট প্রেত মন তার<sup>৫</sup> করে ভক্তজন<sup>৬</sup> ॥  
 আর জথ দৃষ্ট দেব নিকটে সতত<sup>৭</sup> ॥  
 আশ্রয়াত মোহাপাপী<sup>৮</sup> করএ জাবত ॥  
 দেখে নারি চিত্ত প্রেত জেন কৈল তার<sup>৯</sup> ॥  
 তেকারনে কৃপা ছারি<sup>১০</sup> কোলের<sup>১১</sup> কুমার ॥  
 রানির চরিত বৃজ ইষ্ট মিত্র আসি<sup>১২</sup> ॥  
 কুমার ধরিয়৷ নিলা বহুল আশ্বাসি<sup>১৩</sup> ॥

তবে জথ পাত্রে মিত্র হই দক্ষিণ মন ।  
 রত্নসেন লই জ্ঞান করিতে দাহন ॥  
 রাজ নিয়মেত<sup>১৪</sup> চিতাসালা জথ<sup>১৫</sup> ছিল ।  
 লক্ষ<sup>১৬</sup> ২ লোক মিলি তথা লই গেলা ॥  
 বিপ্র আদি ভিক্ষুক<sup>১৭</sup> জথেক দেশে ছিল ।  
 রুধির বিষাদ মনে<sup>১৮</sup> সব চলি আইল ॥  
 তবে চন্দনের কাষ্ঠ পুঞ্জ ২ নিয়া<sup>১৯</sup> ॥  
 শ্বসানে<sup>২০</sup> রাখিল নিয়া<sup>২১</sup> সঞ্জোগ করিয়া ॥ \*  
 রত্নসেন কাষ্ঠ পলে জদি চরাইলা ।  
 নাগমতি পদ্মাবতী<sup>২২</sup> কাষ্ঠে আবহিলা<sup>২৩</sup> ॥  
 দুই নারি একে ২ যুগি<sup>২৪</sup> শ্বামি পাশ<sup>২৫</sup> ॥  
 মৃত্যু পাশে শ্বামি গলে ধরিয়৷ নিঞ্জাস<sup>২৬</sup> ॥†

১ পক্ষে ২ জথ ৩ গুনিল ৪ স্কন ৫ সন্দুকে ৬ প্রেতরিত দিষ্টে মূখে  
 বাক্য না ফুটিল ৭ মৃত্যু ৮ আশ্রয়াত ৯ ভায় ১০ ভক্তজন  
 ১১ সতত ১২ মহাপাপ ১৩ দেখী হেন নারি চিত প্রেতে কৈল ভার  
 ১৪ ছারে ১৫ আপনা ১৬ গন ১৭ সম্মান ১৮ নিয়মীত ১৯ জথ  
 ২০ লৈক্ষে ২১ ভিকারি ২২ রুদিত বিষাদ মন ২৩ দিখা  
 ২৪ পাসানে ২৫ সব

\* এবপর বা পুথিতে অতিবক্ত পংক্তি—

সতে ২ বিপ্রগন আসীআ ভক্তপর ।  
 কাষ্ঠে চড়াইল নৃপ বিষ দ যত্নব ॥

২৬ পদ্মাবতি ২৭ কাষ্ঠে দাগিল ২৮ শ্বামী পাশ ২৯ মৃত্যু শ্বামী  
 গলে ধরি রাইল নিঞ্জাস ॥

† হবিষী সংস্করণে অতিবক্ত পংক্তি—

বৃকিল জননী আমি চরিত্র তোমাং ।  
 নিশ্চয় যাইবা তুমি স্বর্গের মাঝার ॥  
 এই মতে দুই স্তম্ভ দোহান নিকট ।  
 বিস্তর কাশিল দুই ভাবিবা সংস্কট ॥

দুই ভাই পাত্রে ধরি বহু বিলাপিল ।  
 তিলেক পত্রের স্নেহ মনে না লাগিল ॥  
 যতক্ষণ দুই শিশু সন্দুখে আছিল ।  
 প্রেতদৃষ্টি বাক্যরীত মুখে না ফুরিল ॥  
 সহমৃত্যু<sup>১</sup> আশ্রয়াত যদি শ্ৰীয়া মন ।  
 দৃষ্ট প্রেত মনোভাব কবে ততৈক্ষণ ॥  
 আর যত দৃষ্ট দেব নিকটে সতত ।  
 আশ্রয়াতী মহাপাপী করায় যাবত ॥  
 দেখে হেন নারী চিত্ত প্রেতে কৈল ভর ।  
 তেকারনে কৃপা ছাড়ে কোলের কুমার ॥  
 রাণীর চরিত বৃজ ইষ্ট মিত্র আসি ।  
 কুমার ধরিয়৷ নিলা বহুল আশ্বাসি ॥

তবে যত পাত্র মিত্র হই দক্ষিণ মন ।  
 বত্নসেন লই যায় করিতে দাহন ॥  
 বাজ নিয়মেত চিতাশালা যথা ছিল ।  
 লক্ষ লক্ষ লোক মিলি তথা লই গেলা ॥  
 বিপ্র আদি ভিক্ষুক যতেক দেশে ছিল ।  
 রুধির বিষাদ মনে সব চলি আইল ॥  
 তবে চন্দনের কাষ্ঠ পুঞ্জ পুঞ্জ নিয়া ।  
 শ্বসানে রাখিল সব সংযোগ করিয়া ॥  
 শতে শতে বিপ্রগন আসিয়া তৎপর ।  
 কাষ্ঠে চড়াইল নৃপ বিষাদ অন্তর ॥  
 রত্নসেন কাষ্ঠপরে যদি চড়াইলা ।  
 নাগমতি পদ্মাবতী কাষ্ঠে আরোহিলা ॥

দুই নারী একে একে শূন্য শ্বামী পাশ ।

মৃত্যুশ্বামী গলে ধরি রাইল নিযাসি ॥(জা.৩)

\*শ্বার্থ টীকা : নিযাসি—নিশ্চিন্তভাবে

মন্তব্য : মূলের তৃতীয় স্তবকের সহমরণ ঘটনার  
 আবহা অনুসরণ অনুবাদ স্তবকের শেষে থাকলেও পদ্ম-  
 বতীর ও নাগমতিব মূল বেদনাবাণীগৃহী অনুনাদে  
 অনুপস্থিত । তৃতীয় ও তৃতীয় স্তবকের অন্তর্ভুক্তি  
 অনুবাদস্তবকটি নবসংযোজন । শিশুসন্তানস্বয়ের  
 ক্রন্দনকে উপেক্ষা করে পদ্মাবতীর সতী-সংস্কপকে অনুনাদে  
 যেভাবে প্রেতগ্রস্ত আশ্রয়াত বলে বর্ণনা করা হয়েছে মূলে  
 এই ধরণের কোনো অপ্রশাস্যচক ইংগিত নেই ।

তবে চন্দ্রনের কাষ্ঠ আনি বহুজনে ।  
 উপরে স্থাপনা কৈলা বিসাদিত মনে ॥  
 শতে ২ পুরোহিত ক্ষেত্রি জে ব্রাহ্মণ ।  
 পুরান বেদের মন্ত্র করন্ত জপন ॥  
 শতে ২ যত ঘট শমপুত্র ভরিয়া ৭ ।  
 কাষ্ঠপরে ঘূত ঘট দিলেক ঢালিয়া ॥\*  
 শাস্ত্রের নিয়ম লৈয়া নৃপতি নন্দন ।  
 শশুবার প্রদক্ষিণ বাপের চরণ ॥  
 হরিনাম সর্বাঙ্গন জোকার হইল ৫ ।  
 দেখিতে ২ অগ্নি উথলি উঠিল ২ ॥  
 তিলে ত্রিগুণ জ্বলন্ত কাষ্ঠ শবেগে হৈল নাশ ২ ২ ।  
 নারি শবেগে রত্নসেন বৈকুণ্ঠে বাস ২ ২ ॥+  
 তবে ইষ্ট মিত্র জুথ পাঠগন ২ ৭ ।  
 আশ্বাসীয়া ঘরে নিলা ভাই দুইজন ॥ X

১ পুনি ২ স্থাপন কৈল ৩ করএ ৪ সতে ৫ সপন্য করিয়া ৬ লই  
 ৭ সপ্তার প্রদক্ষিণা ৮ জেগার পুত্রিল ৯ দেখিতে ২ দিহি অনী  
 উথলিল ১০ ত্রিগুণ ১১ সবে ১২ নাস ১৩ রানি সবে ১৪ বএ  
 কুণ্ডে বাস ১৫ তবে পাঠ মীত্র ছিল জুথ আশ্বাসীগন ১৬ আশ্বাসীয়া

\* 'বা' পুথিতে অতিরিক্ত পংক্তি—

তবে চন্দ্রসেন জেন পুরোহিত করে ।

যুগ্মিণ আনল দিলা সাম্র অনুসারে ॥

• 'বা' পুথিতে অতিরিক্ত পংক্তি—

নির্মমীত কর্ম মনে স্থারি যুববাজ ।

বিসারিত অনী দিলা চিতাকুণ্ডমাজ ॥

+ 'বা' পুথিতে অতিরিক্ত পংক্তি—

লৈক্ষ তংকা বস্ত্র নব আনি বহুতর ।

বিপ্রগন সান্তসীলা বিসাদ অন্তর ॥

X 'বা' পুথিতে এরপল অতিরিক্ত পংক্তি—

কথদিন মাতা পীতা বিশেষ হইয়া ।

দৃক্ষমনে গোত্রইল কাশ্মিরা ॥

তবে চন্দ্রনের কাষ্ঠ আনি বহুজনে ।  
 উপরে স্থাপনা কৈলা বিসাদিত মনে ॥  
 শতে শতে পুরোহিত ক্ষেত্রি ব্রাহ্মণ ।  
 পুরাণ বেদের মন্ত্র করন্ত জপন ॥  
 শতে শতে ঘূত ঘট সম্পূর্ণ ভরিয়া ।  
 কাষ্ঠপরে ঘূত ঘট দিলেক ঢালিয়া ॥  
 শাস্ত্রের নিয়ম লই নৃপতি নন্দন ।  
 শশুবার প্রদক্ষিলা বাপের চরণ ॥  
 নির্মমিত কর্ম মনে স্থারি যুববাজ ।  
 বিসাদিত অগ্নি দিলা চিতাকুণ্ড মাঝ ॥  
 হরিনামে সর্বলোক জোকার পুরিল ।  
 দেখিতে দেখিতে অগ্নি উথলি উঠিল ॥  
 তিলে ত্রিগুণে কাষ্ঠসঙ্গে হইল নাশ ।  
 নাবী সবেগে রত্নসেন বৈকুণ্ঠে বাস ॥  
 তবে ইষ্ট মিত্র ছিল যত পাঠগন ।  
 আশ্বাসীয়া ঘরে নিলা ভাই দুইজন ॥

শব্দার্থ টীকা : ক্ষেত্রি—ব্রাহ্মপুত্র জাতি বিশেষ  
 ত্রিগুণ—তিনজন

মন্তব্য : মূলের চতুর্ধ শতবর্ষটি বাদশাহ বসুর্ক গড়  
 আক্রমণ এবং বাদলের শহীদ হবার সবেগে সবেগে চিতোরের  
 পতন বর্ণনা। অনুবাদে এর পরিবর্তে বর্ণিত হয়েছে  
 হিন্দুশাস্ত্র অনুযায়ী পুত্রকর্তৃক শ্মশানকর্ম। মূলের  
 ঘটনা অনুবাদে অনুসৃত হয় নি। মূলে আছে যুদ্ধ এবং  
 পতন, অনুবাদে আছে শ্মশানকর্মের আনুষ্ঠানিকতা ও  
 শোকাহত পুত্রদের প্রতি পরিজনদের আশ্বাসবাণী। মূলে  
 বর্তমান খণ্ডেই ঘটনার দ্রাষ্টব্য সমাধি, অনুবাদে অতিরিক্ত  
 একটি খণ্ড জুড়ে দেগানো হবে রাজপুত্রদের মিলনান্তক  
 পরিণাম।

## খিল খণ্ড

শাস্ত্রানীতি মৃত্যুকর্ম করিয়া জন্তন ।  
 দেসে মিলি দই ভাই করিলা রাজন ॥  
 পীতাপাটে রাজশ্বর জদি শে হইলা<sup>১</sup> ।  
 তুরমানে শাহা<sup>২</sup> আগে আদেশ করিলা<sup>৩</sup> ॥  
 প্রথমে প্রনামি বহু<sup>৪</sup> জোগল<sup>৫</sup> চবন ।  
 তার পাছে নিবেদিএ<sup>৬</sup> দঃক্ষের কথন ॥  
 সংসার ছারিয়া<sup>৭</sup> পীতা শগ্গে মাতিগন<sup>৮</sup> ।  
 আমি দই ছারি কৈল শ্বর্গে<sup>৯</sup>ত গমন ॥  
 মৃত্যুকালে<sup>১০</sup> বাপে<sup>১১</sup> মোরে তোমার চরন ।  
 ভূমী চর্ম্প শর্মপিলা<sup>১২</sup> করিয়া জওন ॥  
 জথেক কহিলা পীতা তোমা পদজোগে<sup>১৩</sup> ২ ।  
 মনগত কৃপাদৃষ্টি<sup>১৪</sup> কবি মোর আগে ॥\*  
 আমাব রক্ষক শাহা<sup>১৫</sup> শংসারেত নাই ।  
 সর্বত্রে করণন কস্ত<sup>১৬</sup> তুমি সে গোসাই ॥  
 বস্তসেন আগে জদি<sup>১৭</sup> কোপ<sup>১৮</sup> কর মন ।  
 ক্ষমা<sup>১৯</sup> ছারি আমা প্রীতি করহ পালন ॥  
 এ বায্য সম্পদ ধন<sup>২০</sup> তোমা ইচ্ছাগত ।  
 শ্বইচ্ছা কবহ<sup>২১</sup> জেই রাখহ মোহত<sup>২২</sup> ১ ॥

শাস্ত্রানীতি মৃত্যুকর্ম করিয়া যতন ।  
 দেশে মিলি দই ভাই করিলা রাজন ॥  
 পিতা পাটে রাজেশ্বর যদি সে হইলা ।  
 তুরমানে সাহার আগে পত্র লেখিলা ॥  
 প্রথমে প্রণামী বহু যুগল চরণ ।  
 তার পাছে নিবেদিয়ে দঃখের কথন ॥  
 সংসার ছাড়িয়া পিতা শগ্গে মাতৃগণ ।  
 আমি দই ছাড়ি কৈল শ্বর্গে<sup>৯</sup>ত গমন ॥  
 মৃত্যুকালে বাপ মোরে তোমার চরণ ।  
 ভূমি চর্ম্প শর্মপিলা করিয়া যতন ॥  
 যতেক কহিলা পিতা তোমা পদযুগে ।  
 মনোগত কৃপাদৃষ্টি কর মোর আগে ॥  
 আমার রক্ষক সাহা সংসারেত নাই ।  
 সর্বত্রে কল্যাণকর্তা তুমি সে গোসাই ॥  
 রক্তসেন আগে যদি কোপ কর মন ।  
 ক্ষমা ছাড়ি আমা প্রীতি করহ পালন ॥  
 এ রাজ্যসম্পদ ধন তোমা ইচ্ছাগত ।  
 শ্বইচ্ছা করহ যেই রাখহ মহত ॥

১ সে হইল ২ সাহা ৩ যাদেস কবিল ৪ দোহ ৫ যুগল ৬ নিবেদিঅ  
 ৭ ছাবিল ৮ সস্ত্রে মীঠগন ৯ ব্রীতুকালে ১০ পীতা ১১ সমবপীল  
 ১২ পদযুগে ১৩ মন দিষ্টীগত কৃপা  
 • 'বা' পুথিতে অতিরিক্ত পংক্তি—  
 মাতা পীতা হিন দই দৃষ্টিত রস্তর ।  
 দই সীষ্ম ষরে আসী চিন্তিত বহুতর ॥  
 ১৪ যামার রক্ষক সাহা ১৫ সর্বত্রে কৈল্যান রুথা ১৬ জেন ১৭ কৃপা  
 ১৮ থেমা ১৯ এ রাজ্য সম্পদ যুক ২০ শ্বইচ্ছা রাখহ ২১ মহত

মন্তব্য : খিল খণ্ড অর্থাৎ পরিশিষ্ট খণ্ডটি অনুবাদে  
 অতিরিক্ত সংযোজন । মূলে এর কোনোই আভাস নেই ।  
 জায়সীর কাহিনী-পরিণাম ট্রাজিক । অপরাধিকে অনুবাদের  
 পরিণাম মেয়োড্রামাটিক । জায়সীর পদমাঝতে আছে  
 বাদশাহী আক্রমণে বাদলের নিধন ও চিত্তারগড়েব পতন ।  
 অনুবাদে বাদশাহের শগ্গে রক্তসেনের পুত্রপুত্রের মৈত্রী এবং  
 সহাবস্থান মূলের থেকে এতই পৃথক যে এক্ষেত্রে মূলের  
 শগ্গে তুলনা অবাস্তর । বিশেষ কবে পিতার মৃত্যুর পথ  
 বাজপুত্রশ্বয়ের সুলতানের কাছে আশ্রয়-প্রার্থনার ভিক্ষা  
 নিয়ে প্রণত পত্নিবেদন মূলে থেকে পৃথক শব্দ নয় মূলের  
 পরিপন্থী । মূলে রক্তসেনের পুত্রশ্বয়ের পরিণাম দেখানো  
 হয়নি, অনুবাদে তাদের পরিণাম দেখাতে গিষে মূলের রস  
 পরিণামকে বিনষ্ট করা হয়েছে । মূলে আছে যুদ্ধ এবং  
 ধ্বংস, অনুবাদে আছে প্রেম এবং মৈত্রী । বৈষ্ণবীয় আদর্শ-  
 বাদের জন্য মূলের ট্রাজিক রসপরিণাম থেকে অনুবাদের  
 রসপরিণতি অন্যদিকে সরে গেছে ।

এইমতে আদেশেত করিয়া ভগতি ১ ।  
 শাহা আগে পত্র পাঠাইলা সীগগতি ॥  
 কুমার আদেশ ছাঁদি পএ<sup>২</sup> লই গেল ।  
 শাহাএ বদনিয়া পএ<sup>৩</sup> সমুকে আনিলা ॥  
 ভালে ভূমি চন্দ্র<sup>৪</sup> পএ দিলেক আদেশ<sup>৫</sup> ।  
 হস্তে লই পড়ি পএ<sup>৬</sup> ছারিয়া নিবাস<sup>৭</sup> ॥  
 রঙ্গসেন মৃত্যু বদনি<sup>৮</sup> দিল্লি(র)\* ইশ্বর ।  
 প্রেম ভাবি দক্ষ গুনি কাশ্মিলা বিস্তর ॥  
 বদনিলেক নৃপ রঙ্গ গেল পরলোক ।  
 ওয়া সহিতে কান্দে মনে ভাবি সোক ॥  
 তবে সাহা পাএ স্থানে জথেক পদাচলা ।  
 আদি অস্ত নৃপতিরে সকল করিলা ॥  
 জেই দিনে নৃপতিরে সাহা বন্দী কৈল ।  
 জেইমতে পদ্মাবতী কাশ্মিতে আছিল ॥  
 জেইমতে কবলের রাজা দেওপাল ।  
 কুমদিনী কুটনীরে তথাদি পাঠাইল ॥  
 সেসব রোহাশ্ব পাঠে রাজ্যেত করিল ।  
 দক্ষের উপরে দক্ষ বিসেস জাম্বল ॥  
 জেই মতে কোপ গুনি কবলে চলিলা ।  
 সে রাজ্য জিনিয়া দেওপাল সংহারিলা ॥  
 জেই মতে অণে ঘাও তাহার হইল ।  
 কদাচিত্তে ভাল হইতে নৃপ না পারিল ॥  
 কতদিন কাল গিঞে সে বিস জরিল ।  
 মৃত্যু সমে পত্র দুই তোমা সমর্পিলা ॥  
 একে ২ জথ ইতে পাঠে জানাইল ।  
 নৃপতির মৃত্যু মর্ম সকল করিল ॥

এই মতে আদেশেত করিয়া ভক্তি ।  
 সাহা আগে পত্র পাঠাইলা শীগগতি ॥  
 কুমার আদেশ যদি পাঠ লই গেল ।  
 সাহাএ বদনিয়া পাঠে সমুখে আনিলা ॥  
 ভালে ভূমি চন্দ্র পাঠ দিলেক আদেশ ।  
 হস্তে লই পড়ি পত্র ছাড়িয়া নিবাস ॥  
 রঙ্গসেন মৃত্যু বদনি দিল্লীর ঈশ্বর ।  
 প্রেম ভাবি দক্ষ গুনি কাশ্মিলা বিস্তর ॥  
 বদনিলেক নৃপ রঙ্গ গেল পরলোক ।  
 উয়া সহিতে কান্দে মনে ভাবি শোক ॥  
 তবে সাহা পাঠ স্থানে যতেক পদাচলা ।  
 আদি অস্ত নৃপতিরে সকল করিলা ॥  
 যেই দিনে নৃপতিরে সাহা বন্দী কৈল ।  
 যেইমতে পদ্মাবতী কাশ্মিতে আছিল ॥  
 যেইমতে কুম্বলের রাজা দেওপাল ।  
 কুমদিনী কুটনীরে তথা পাঠাইল ॥  
 সে সব রহস্য রাণী রাজ্যকে করিল ।  
 দক্ষের উপরে দক্ষ বিশেষ জাম্বল ॥  
 যেইমতে কোপ গুনি কুম্বলে চলিলা ।  
 সে রাজ্য জিনিয়া দেওপাল সংহারিলা ॥  
 যেই মতে অণে ঘাও তাহার হইল ।  
 কদাচিত্তে ভাল হইতে নৃপ না পারিল ॥  
 কতদিন কাল গিঞে সে বিস জরিল ।  
 মৃত্যুকালে পত্র দুই তোমা সমর্পিলা ॥  
 একে একে যত ইথে পাঠে জানাইল ।  
 নৃপতির মৃত্যুমর্ম সকল করিল ॥

১ এই মতে নিবোধিয়া লেখী দক্ষ ভাতি ২ পাঠে ৩ পাঠে ৪ চন্দ্রপ  
 ৫ আদেশে ৬ হস্তে লৈয়া পরি বন্ধি ৭ ছারিয়া নিবাস ৮ রঙ্গসেন  
 বদনি মৃত্যু

\* এরপর থেকে 'ঢাকা' পদার্থ খণ্ডিত । অবশিষ্ট অংশের  
 পাঠ 'বা' পদার্থ ।

মন্তব্য : বাদশাহের কাছে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করে  
 রাজদ্বতের পত্রনিবেদন একেবারেই মূল-বাহিত ব্যাপার ।  
 এগুলা সম্পূর্ণ অবাস্তব কাহিনী । রঙ্গসেনের মৃত্যু কথা  
 শুনে সুলতান ও ওমরাহদের ক্রন্দন যেমন শিশুসুলে,  
 তেমনি অবাস্তব ।

কৃপাল চরিত্র সাহা পাশ্রের বচনে ।  
 আঙ্গা দিলা সীষু দুই স্নানিতে তখনে ॥  
 দুই সত অশ্ববার দুই সত করি ।  
 আর বহু সৈন্য ছিলা পাশ্র অনুরসরি ॥  
 পাশ্রেরে য়াশ্বাস করি তুসীয়া প্রসাদ ।  
 রত্নসেন পুত্র প্রতি কৈল আসীর্বাদ ॥  
 সীঘ্রে আন দুই সীষু সাক্ষাতে আমার ।  
 খেমা দিলুম পীঠি দোস দিলুম রাঙ্কভার ।  
 ভূমী চরুশিপ পাশ্রবর সৈন্য সগে গেলা ।  
 সাহার জথেক বানি কুমারতে কৈলা ॥  
 শূনিয়া সাহার কৃপা হই হরসীত ।  
 সৈন্য সগে দুই ভাই চলিল তুরিত ॥  
 আপনার সৈন্যকুল লৈক্ষ অশ্ববার ।  
 সবারশেব চলি আইল সাহা ভেটীবার ॥  
 জথাতে সাহার সৈন্য দুই সোহম্বর ।  
 বাদিলা সগীতি করি চলিলা সশ্বর ॥  
 সাহার সাক্ষাতে যদি দুই সীষু গেল ।  
 ভালে মহি চরুশিপ দোহ ভূমীগত হৈল ॥  
 পশ্মিনীর গব্জাত রত্নসেন সূত ।  
 ইন্দ্রচন্দ্র লৈক্ষাগত রূপে অদভূত ॥  
 সাহাএ দেখিলা যদি দুই সোহদর ।  
 প্রেমদর্শিত হই গেল দোহান উপর ॥  
 নিকটে জাইতে সাহা আদেশ করিল ।  
 পূনি ভূমী চরুশিপ দোহ কথদর গেল ॥  
 চৌক্ষোজলে পূনি সাহা করিল আদেশ ।  
 আইস দুই সীষুবর আইস মোর পাশ ॥  
 আজি তোমা প্রেম সব ক্রোধ পাসাবিল ।  
 অদত সলিল সীণ্ড নিবারন কৈষ ॥

কৃপাল চরিত্র সাহা পাশ্রের বচনে ।  
 আঙ্গা দিলা শিশু দুই আনিতে তখনে ॥  
 দুই শত অশ্ববার দুই শত করী ।  
 আর বহু সৈন্য দিলা পাশ্র অনুরসরি ॥  
 পাশ্রেরে আশ্বাস করি তুসীয়া প্রসাদ ।  
 রত্নসেন পুত্র প্রতি কৈল আশীর্বাদ ॥  
 শীঘ্রে আন দুই শিশু সাক্ষাতে আমার ।  
 ক্ষেমা দিলু পিতৃদোষ ক্ষেমা দিব তার ॥  
 ভূমি চরুশিব পাশ্রবর সৈন্য সগে গেলা ।  
 সাহার যথেক বাণী কুমারে করিলা ॥  
 শূনিয়া সাহার কৃপা হই হরসীত ।  
 সৈন্য সগে দুই ভাই চলিল তুরিত ॥  
 আপনার সৈন্যকুল লক্ষ অশ্ববার ।  
 সবারশেব চলি আইল সাহা ভেটীবার ॥  
 যথাতে সাহার সৈন্য দুই সোহদর ।  
 বাদিলা সগীতি করি চলিলা সশ্বর ॥  
 সাহার সাক্ষাতে যদি দুই শিশু গেল ।  
 ভালে ভূমি চরুশিব দোহ ভূমীগত হইল ॥  
 পশ্মিনীর গব্জাত রত্নসেন সূত ।  
 ইন্দ্র চন্দ্র লক্ষাগত রূপে অদভূত ॥  
 সাহাএ দেখিলা যদি দুই সোহদর ।  
 প্রেমদর্শিত হই গেল দোহান উপর ॥  
 নিকটে যাইতে সাহা আদেশ করিল ।  
 পূনি ভূমি চরুশিব দোহ কতদর গেল ॥  
 চক্ষুজলে পূনি সাহা করিল আশ্বাস ।  
 আইস দুই শিশুবর আইস মোর পাশ ॥  
 আজি তোমা প্রেমে সব ক্রোধ পাসাবিল ।  
 আনিতে সলিল সীণ্ড নিবারন কৈল ॥

মন্তব্য : রত্নসেনের মৃত্যু-সংক্রান্ত আনুর্বির্ভক কাহিনী শূনে সুলতানের শোক এবং সমস্ত কলহ-বিবাদের ক্ষতি মুছে  
 ফেলে পশ্মাবতীর অনাথ পুত্রস্বরূপে সমাদরসহ অভ্যর্থনার যে চিত্র এখানে আছে তাতে মূলকাহিনীর ট্রাজেডি অনুবাদে  
 ট্রাজি-কমেডিতে পরিণত । পশ্মিনীকে না পাওয়ার ব্যর্থতা ভুলে অনুবাদের আলাউদ্দীন যেভাবে পশ্মিনীর পুত্রদের আহ্বান  
 করে পাশে বসিয়ে পিতৃশোকের সাম্বনা দিয়েছেন তাতে সুলতানের প্রেমভাব প্রকাশ পেলেও কাহিনীর পরিণাম যতদূর সম্ভব  
 মেলোড্রামাটিক হয়েছে ।



এথ পদ্বনি পদ্বনি ভূমী চন্দ্রিণ দদুই ভাই ।  
 কাশ্মি ২ নিকটেতে বসীলেক জাই ॥  
 নিকটে বসীল জাই নৃপতি কদুমার ।  
 সাহা আসী দোহ পীণ্টে বলাইল কর ॥  
 দদুই সীষদু ধরে সাহা বিসাদ অন্তর ।  
 সোক গদ্বনি সাহা পদ্বনি কাশ্মিলা বিস্তর ॥  
 তবে সাহা দোহ স্থানে বহুল কাইলা ।  
 দৈবজোগে জেই ছিল সেই গাঁও গেলা ॥  
 বাপ স্বর্গে গেল চিন্তা না করিঅ মনে ।  
 কে করে বদিতে পারে সেই স্বামী বিনে ॥  
 এক মারে রাব হএ প্রভু হেন রিত ।  
 এসব নিয়ম আছে সংসার চরিত ॥  
 জে পদ্বনি হইআ গেল না কব সোচন ।  
 নিয়মত রাজভোগ জাবতে জিবন ॥  
 চন্দ্রআ মার বাস্ক তোমা বস কৈলুম ।  
 দোস খেম বাপ তোমা বহু দক্ষ দিলুম ॥  
 মোর ডরে মনক্রেস রাজা রত্নসেনে ।  
 কাল গাঁও স্বর্গে গেল বিসাদিত মনে ॥  
 এ বুলিয়া পদ্বজে ২ আনি রত্নধন ।  
 নানাদেশী দিব্ব বস্ত্রা আনিয়া তখন ॥  
 নিজ হস্তে রাজ তাজ সীরে তুলি দিলা ।  
 অভএ প্রসাদ দিআ দোহাকে তুসীলা ॥

এত শদ্বনি পদ্বনি ভূমী চন্দ্রিণ দদুই ভাই ।  
 কাশ্মি কাশ্মি নিকটেতে বসীলেক যাই ॥  
 নিকটে বসীল যদি নৃপতি কদুমার ।  
 সাহা আসি দোহ পূণ্টে বলাইল কর ॥  
 দদুই শিশু ধরে সাহা বিষাদ অন্তর ।  
 শোক গদ্বনি সাহা পদ্বনি কাশ্মিলা বিস্তর ॥  
 তবে সাহা দোহ স্থানে বহুল কাইলা ।  
 দৈবযোগে যেই ছিল সেই গাঁও গেলা ॥  
 বাপ স্বর্গে গেল চিন্তা না করিও মনে ।  
 কে কাবে বদিতে পারে সেই স্বামী বিনে ॥  
 এক মবে আর হয প্রভু হেন রীত ।  
 এ সব নিয়ম আছে সংসার চরিত ॥  
 যে পদ্বনি মরিয়া গেল না কব সোচন ।  
 নিয়মত রাজভোগ খাবত জীবন ॥  
 চান্দেবী মারোয়া বাজ্য তোমা বশ কৈলু ।  
 দোষ ক্ষেম বাপে তোমা বহু দত্ত দিলু ॥  
 মোব ডরে মন ক্রেস রাজা রত্নসেনে ।  
 কাল গাঁও স্বর্গে গেল বিসাদিত মনে ॥  
 এ বুলিয়া পদ্বজে পদ্বজে আনি রত্নধন ।  
 নানাদেশী দিব্যবস্ত্র আনিয়া তখন ॥  
 নিজ হস্তে রাজতাজ শিরে তুলি দিলা ।  
 অভয় প্রসাদ দিআ দোহাকে তুসীলা ॥

শব্দার্থ টীকা : বাজ তাজ—বাজ মুকুট  
 নিদুসী—নিদোষী

মন্তব্য : সুলতানের সাদর আহ্বানের প্রত্যুত্তরে রত্নসেনের পুত্রবয় সমস্ত বৈরীভাব ভুলে যেভাবে কাঁদতে কাঁদতে সুলতানের পাশে গিয়ে উপবেশন করেছেন আর সুলতান আলাউদ্দীনও যেভাবে শত্রুপুত্রদের সিংহাসনের পাশে বসিয়ে পিঠে হাত বুলিয়ে দার্শনিক উক্তিসহ পিতৃশোকের সাস্থনা দিয়েছেন এবং সাস্থনাদানের শেষে রাজপুত্রদের মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে চান্দেবী ও মারোয়া রাজ্য উপহার দিয়েছেন তাতে সমস্ত কাহিনীটি যেন বাঙালী পরিবারের পারিবারিক কলহশেষে ক্ষমা-প্রার্থনার অতিনাটকীয় ভাবাবেগাচক্রে পর্ববিস্তৃত হয়েছে । আলাউদ্দীনের সাস্থনাবাক্যে আলাওলের স্ফীতাবনা লক্ষণীয় ।

আর নিঅমীত রাজ্য পাই আপনার ।  
 ভূমী চূর্ণি কহিলেক রাজার কুমার ॥  
 বাপ মোর পদ সীরে স্বর্গে চলি গেল ।  
 আমি দুই যুগপক্ষে সীরেতে আইল ॥  
 আমি সব দোসে তোমা ফল সমতুল ।  
 নিদুসী আপনে সাহা বৃক্ষ সম মূল ॥  
 বৃক্ষকূলে ফলভার সহে অর্থাডিত ।  
 আমি সব দোস ঠায়ে খেতে উচিত ॥  
 এ সব কহিয়া দোহ ভূমীগত হৈল ।  
 মায়া মহ সীরে ধরি দোহান তুলিল ॥  
 আসীর্বাদি কৈল সাহা হরসীত মন ।  
 ভোগ কর নিজ রাজ্য জাবতে জীবন ॥  
 তবে জেই রাজা বধ ঠায়ে করিল ।  
 সে দোহান রাজ্য সাহা বাদিলাকে দিল ॥  
 পুনি দুই সীষু সঙ্গে দিল্লব ইশ্বর ।  
 চিতাওরে গীবি পরে গেলেন্ত সত্ত্ব ॥  
 নৃপতির গ্রহ সব জথ খণ্ড ছিল ।  
 পাম্বাবতী টাঙ্গ আদি সব নিরক্ষিল ॥  
 চিতাওরে দেশে আছে যথেক নগর ।  
 হরসীতে ভনী দেখে দিল্লব ইশ্বর ॥  
 এই মতে হরসীতে সাহা আছিল ।  
 জথ দেস রাজ্য আনি কুমারতে দিল ॥  
 সীষু সঙ্গে মন রঙ্গে নৃপতির ঘর ।  
 দুই মাস আছিলেন্ত দিল্লব ইশ্বর ॥  
 আর দিন রত্নসেন দুই পুত্র আনি ।  
 আশ্বাসীআ দেসে জাইতে মাগিল মেলান ॥

আর নিয়ামিত রাজ্য পাই আপনার ।  
 ভূমি চূর্ণি কহিলেক রাজার কুমার ॥  
 বাপ তোমা পদ সেবি স্বর্গে চলি গেল ।  
 আমি দুই পদযুগ সেবিতে ইচ্ছিল ॥  
 আমি সব দোসে তোমা ফল সমতুল ।  
 নিদুসি আপনে সাহা বৃক্ষ সম মূল ॥  
 বৃক্ষকূলে ফলভার সহে অর্থাডিত ।  
 আমি সব দোস কৈলে ক্ষেমেতে উচিত ॥  
 এসব কহিয়া দোহ ভূমিগত হৈল ।  
 মায়া মোহ শিরে ধরি দোহান তুলিল ॥  
 আশীর্বাদি কৈল সাহা হরসীত মন ।  
 ভোগ কর নিজ রাজ্য জাবতে জীবন ॥  
 তবে যেই রাজা বধ গোরায়ে করিল ।  
 সে দোহান রাজ্য সাহা বাদিলাকে দিল ॥  
 পুনি দুই শিশু সঙ্গে দিল্লবী ঈশ্বর ।  
 চিতাওরে গৃহ পবে গেলেন্ত সত্ত্ব ॥  
 নৃপতির গৃহ সব যত খণ্ড ছিল ।  
 পাম্বাবতী টাঙ্গ আদি সব নিরক্ষিল ॥  
 চিতাওরে দেশে আছে যথেক নগর ।  
 হরসীতে ভাগি দেখে দিল্লবী ঈশ্বর ॥  
 আর দিন রত্নসেন দুই পুত্র আনি ।  
 আশ্বাসীয়া দেশে যাইতে মাগিল মেলান ॥

শব্দার্থ টীকা : নিদুসি—নিদোষী  
 টাঙ্গ—প্রাসাদ  
 মেলান—সংবাদ

মন্তব্য : জ্ঞানসীর পদমাবৎ কাব্যে রত্নসেনের মৃত্যুর পর সুলতানের শ্বশুরীয়ার চিতোর আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়ে দুর্গের তোরণম্বারে যুদ্ধ করতে করতে বাদলের শহীদ হবার ঘটনা বর্ণিত । কিন্তু অনুবাদের বাদলকে আর মরতে হল না । সুলতানের সঙ্গে রাজপুত্রদের বোগাযোগ ঘটানোর দায়িত্ব ছিল বাদলের উপর । এর পুরস্কার স্বরূপ সুলতানের কাছ থেকে বাদল বেশ কিছু রাজ্য উপহার লাভ করল । গোরা যুদ্ধকালে সুলতানপক্ষের যে দুজন নৃপতিকে বধ করেছিল, সুলতান বাদলকে সেই সব রাজ্য রাজ্য দান করলেন । আহত রত্নসেন বিষাক্ত শরীরেও সন্তানের জনক হবার জন্য দীর্ঘকাল যেমন বেঁচে ছিলেন বাদলও রাজ্যভোগ করার জন্য শহীদের মহিমাম্বিত মৃত্যু থেকে বঞ্চিত হল । অনুবাদক যথার্থই জীবনরাসিক বর্ষি বটে ।

সাহা বলে হই গেল শ্বাদস বংশর ।  
 রাজ্য তেজি গোমাইলদু তোমার নগর ॥  
 এবে আমি দেশে জাই তুমি রহ এথা ।  
 কিঞ্চিৎ বিবাদ মনে ন ভাব সর্বথা ॥  
 তা শুনিয়া দুই করে ধরি দোহ কর ।  
 আমি সেবকেরে দয়া না ছাড় ইশ্বর ॥  
 আমি দুই সঙ্গ লও জাই মনরঙ্গে ।  
 মাতা পিতা বিচ্ছেদ রহিব কার সঙ্গে ॥  
 এথেক কাহিয়া দোহ বহুল কামদ ।  
 দেখিয়া দোহান মায়া হইল সদ ।  
 তবে সাহা দুই জনা গলে হস্তে দিয়া ।  
 ধন বস্ত তুমিল প্রসাদ বহু দিয়া ॥  
 আমি তোমা তুমি আমি জানি সর্বথা ।  
 জেখনে মনেতে হএ চলি জাবে তথা ॥  
 এখনে জাইতে জৈগ্য না হএ তোমার ।  
 সপ্ত সহশ্রেক রাজা তোমা আশ্রয়কার ॥  
 জাইতে শমএ নহে সংগতি আমার ।  
 মনষকে থাক বাপু দেশে আপনার ॥  
 এ বুলিয়া দুই ভাই সাহা প্রনামীলা<sup>১</sup> ।  
 সর্ব সৈন্য সঙ্গে রাজ্য দেশেতে আইলা ॥  
 ওথা রত্নসেন পুত্র রত্নসেন রাজ ।  
 পীঠভূমী পুসাক্রমে করে রাজকাজ ॥  
 অধাপীহ তান বংশ চিতাওব দেশ ।  
 রাজ্যপাল একে আর হৈলে প্রান সৈস ॥\*

সাহা বলে হই গেল শ্বাদশ বংশর ।  
 রাজ্য তেজি গোমাইলদু তোমার নগর ॥  
 এবে আমি দেশে যাই তুমি রহ এথা ।  
 কিঞ্চিৎ বিবাদ মনে না ভাব সর্বথা ॥  
 তা শুনিয়া দুই করে ধরি দোহ কর ।  
 আমি সেবকেরে দয়া না ছাড় ইশ্বর ॥  
 আমি দুই সঙ্গ লও যাই মনরঙ্গে ।  
 মাতা পিতা বিচ্ছেদ রহিব কার সঙ্গে ॥  
 এথেক কাহিয়া দোহ বহুল কামদ ।  
 দেখিয়া দোহান মায়া হইল সদয় ॥  
 তবে সাহা দুই জনা গলে হস্ত দিয়া ।  
 ধন বস্ত তুমিল প্রসাদ বহু দিয়া ॥  
 আমি তোমা তুমি আমি জানিও সর্বথা ।  
 যখনে মনেতে হয় চলি যাবে তথা ॥  
 এখনে যাইতে যোগ্য না হয় তোমার ।  
 সপ্ত সহশ্রেক রাজা তোমা আশ্রয়কার ॥  
 যাইতে সময় নহে সংগতি আমার ।  
 মনসুখে থাক বাপু দেশে আপনার ॥  
 এ বুলিয়া ছোলতানে দুই সান্তনাইল<sup>২</sup> ।  
 সর্ব সৈন্য সঙ্গে সাহা দেশেতে আইল ॥  
 ওথা রত্নসেন পুত্র চন্দ্রসেন রাজ ।  
 পিতৃভূমি পুসাক্রমে কবে রাজকাজ ॥  
 অদ্যাপিহ তান বংশ চিতাওব দেশ ।  
 রাজ্যপাল একে একে হৈল প্রাণ শেষ ॥

১ এ বুলিয়া ছোলতানে দুই সান্তনাইল ( হ )

\* হাবিবী সংস্করণে এবপর অতিরিক্ত দুই পংক্তি—

পদ্মাবতী নাগমতি সহমত গেল ।

মাগনেতে আলাওল বিস্তারি কাইল ॥

শব্দার্থ টীকা : পুসাক্রমে—পুসাক্রমে

মন্তব্য : দিল্লী রাজ্য ছেড়ে শ্বাদশ বংশর রাজপুত্রদের সঙ্গে সুলতানের চিতোরে অবস্থান যেমন অসম্ভব তেমনি অবাঞ্ছিত । পূর্বাধিতে আগের পৃষ্ঠায় সুলতানের দুমাস অবস্থানের কথা আছে, সেটা তবুও সম্ভব । রাজ্যত্যাগ করে রাজপুত্রবন্দের দিল্লীতে গিয়ে থাকার বায়নাও শিশুসুলভ । স্তবকশেষে অপ্রাসংগিকভাবে মাগন প্রসঙ্গের উল্লেখ হাবিবী সংস্করণে থাকলেও পূর্বাধিতে না থাকায় বর্জন করা হল ।

কথা গেল গম্ভীরসেন সঙ্গে মীত্রগন ।  
 কথা গেল চিতাওর গর রত্নসেন ॥  
 কথা গেল হিরামনি বৃক বৃপাশ্চিত ।  
 অম্বাপীহ জার বাক্ষ আছে প্রার্থিত ॥  
 কথা গেল দিল্লীশ্বর ওমরার গন ।  
 একে ২ গয়াসীল দারুন সমন ॥  
 কথা গেল পম্বাবতী ত্রিলোক মহনি ।  
 কথা গেল অপচরি নাগমতি রানি ॥  
 দারুন সমনে কারে দয়া নাই করে ।  
 বদরূপ করূপ কেহ কাকে নাই এরে ॥  
 এতেক ছাওয়া মনে ভাবি বৃদ্ধজন ।  
 সে বৃক সম্পদ বৃক কি আছে এখন ॥  
 কিছু না রাহিবে রৈব কীর্তি কখন ।  
 পরিণাম হেতু কিছু করহ জখন ॥  
 কৃপার চরিত্র কেহ বৃদ্ধিবারে নারে ।  
 একের মানস লাগি লক্ষ প্রানি হরে ॥  
 বৃদ্ধি আছিল দেখি আলাওল করি ।  
 পম্বাবতী বিবচিত্র নিজ মনে ভাবি ॥

কোথা গেল গম্ভীরসেন সঙ্গে মিত্রগণ ।  
 কোথা গেল চিতাউর গড় রত্নসেন ॥  
 কোথা গেল হীরামণি শূক সূপাশ্চিত ।  
 অদ্যাপিহ যার বাক্য আছে পৃথিবীত ॥  
 কোথা গেল দিল্লীশ্বর উমরার গণ ।  
 একে একে গয়াসিল দারুণ শমন ॥  
 কোথা গেল পম্বাবতী ত্রিলোকমোহিনী ।  
 কোথা গেল অসরী নাগমতি রাণী ॥  
 দারুণ শমন কারে দয়া নাহি কবে ।  
 সূরূপ করূপ কেহ কাকে নাই এড়ে ॥  
 এতেক চাওয়া মনে ভাবি বৃদ্ধজন ।  
 সে সূখসম্পদ সূখ কি আছে এখন ॥  
 কিছু না রাহিবে রৈব কীর্তির কখন ।  
 পরিণাম হেতু কিছু করহ যতন ॥  
 কৃপাল চরিত্র কেহ বৃদ্ধিবারে নারে ।  
 একের মানস লাগি লক্ষ প্রাণী হরে ॥  
 সূরূপ আছিল দেখি আলাওল করি ।  
 পম্বাবতী বিবচিত্র নিজ মনে ভাবি ॥

হবিবী সংস্করণে প্রথের শেষাংশে পাঠ নিম্নরূপ—

কোথা গেল দিল্লীশ্বর কোথা কামডাব ।  
 কোথা গেল পাঠ মিঠ বল ছত্র সব ॥  
 কোথা গেল গম্ভীরসেন সঙ্গে মন্ত্রীগণ ।  
 কোথা গেল রত্নসেন সস্ত্রের রাজন ॥  
 কোথা গেল চিতাওর রত্ন চিত্রসেন ।  
 কোথা গেল পম্বাবতী ত্রিলোকামোহন ॥  
 কোথা গেল হীরামণি শূক সে পাশ্চিত ।  
 চিরদিন যার কীর্তি আছে পৃথিবীত ॥  
 কোথা গেল দিল্লীশ্বর উমরার গণ ।  
 পরিণামে হেতু কিছু করহ যতন ॥  
 একে একে গয়াসিল দারুণ শমনে ।  
 এতেক ভাবিয়া চাহ বৃদ্ধিমন্ত জনে ॥  
 সে সূখ সম্পদ কোথা গিয়াছে এখন ।  
 কিছু না রাহিবে রৈব কীর্তির কখন ॥  
 কৃপাল চরিত্র কেহ বৃদ্ধিতে না পারে ।  
 একের মানস লাগি লক্ষ প্রাণী হরে ॥  
 কবে কবি আলাওলে পৃথক উপমা ।  
 সমাপ্ত হইল পম্বাবতী অনুপমা ॥  
 বহু কষ্টে বহু দুঃখে বহু পথপ্রদে ।  
 সমাপ্ত করিল পৃথক লিখি লৈলাস্ত রায়ে ॥

মন্তব্য : আলাওলের পম্বাবতী অনুবাদের এই শেষ  
 স্তবকটির সঙ্গে মুলের উপসংহার খণ্ডের ম্বিতীয় স্তবকের  
 আংশিক মিল লক্ষণীয়। মুলে আছে নব্বই জগতেব প্রেক্ষাপটে  
 কীর্তির অবিনশ্ববতার কথা। অনুবাদে সেই প্রসঙ্গটি  
 অনুসৃত হয়েছে। কিন্তু মুলে স্তবকের প্রথমে ও দোহা  
 অংশটিতে জায়সীর ব্যক্তিগত আবেদনগুলি অনুবাদে  
 বর্জিত। পরিবর্তে অনুবাদ স্তবকের শেষে দেখা দিয়েছে  
 অনুবাদকের ধর্মীয় আধ্যাত্মিকতা। হবিবী সংস্করণে  
 পম্বাবতী কাব্যের শেষে সালহীন মাস ও দিনের উল্লেখ  
 আছে। পৃথিতে অবশ্য এর কোনো চিহ্ন নেই। আবদুল  
 করিম পম্বাবতী রচনার কালপ্রাপক যে শ্লোকটি পেরোছিলেন  
 তা হল—  
 যুগ ভুগ ভাব রস শব্দ নিত্য দশা ।  
 যে জন তাহাতে বশ পরিবেক আশা ॥

যুগ ভুগ ভাব রসের কালপ্রাপক অর্থ দুর্জের ' শব্দ  
 নিত্য দশার কাল সংকেত হল ১০১৩ মঘাসন। অতএব  
 ১০১৩ মঘাসন+৬০৮=১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে পম্বাবতী কাব্য  
 রচিত হয়েছে বলে অনুমান।

## পরিশিষ্ট—১

বর্তমান গ্রন্থের ২৪১ পৃষ্ঠায় পদ্মাবতীর এই বিলাপ বিতান হবিবী সংস্করণে থাকলেও  
পৃষ্ঠাংশে না থাকায় বর্জিত

আহারে সুন্দর অঙ্গ কাম অবতার ।  
আহারে কমল হাসি মধুর সগার ॥  
আহারে দারুণ বিধি কেন হৈলা বৈরি ।  
আহারে কি হবে পুণ্য নারী বধ করি ॥  
আহারে কেমন শাস্ত নারী বধ ধর্ম ।  
আহারে কেমন জ্ঞানে করে হেন কর্ম ॥  
আহা বিধি কেন হেন কৈলা বিড়ম্বন ।  
আহা কণ্ঠে কেন রহে দারুণ জীবন ॥  
আহারে যৌবন মোর পূর্ণ অকুশল ।  
আহা কর্মফল মোর পূর্ণ অমঙ্গল ॥  
আহারে পরাণ মোর হবে কোন গতি ।  
আহারে দারুণ দ্রুত পাঁপিষ্ট দ্রুতি ॥  
কি করিল কি করিল মোর প্রাণ কাড়ি নিয়া ।  
কি করিল কি করিল মোর সাগর হইয়া ॥  
কি করিল কি করিল মোর প্রাণের দলভ ।  
কি করিল কি করিল মোর প্রাণের বাসধব ।  
কি করিল কি করিল মোর রত্ন হরি নিয়া ।  
কি করিল কি করিল দ্রুত নিদারুণ হৈয়া ॥  
কি করিল কি করিল মোর অমূল্য রতন ।  
কি করিল কি করিল মোর জীবের জীবন ॥  
কি করিল কি করিল মোর জীবনের আশ ।  
কি করিল কি করিল মোর চিত্ত অভিলাষ ॥  
কি করিল কি করিল মোর মদন রঞ্জক ।  
কি করিল কি করিল মোর আপদ নাশক ॥  
কি করিল কি করিল মোর ক্ষুধার ভোজন ।  
কি করিল কি করিল মোর তৃষ্ণার জীবন ॥  
কি করিল কি করিল মোর প্রীত্মের বাণ ।  
কি করিল কি করিল মোর বরিষার নাও ॥  
কি করিল কি করিল মোর শীতের দোসর ।  
কি করিল কি করিল মোর বসন্ত ঈশ্বর ॥

কি করিল কি করিল মোর তিমিরের শশী ।  
কি করিল কি করিল মোর কৌতুকের নিশি ॥  
কি করিল কি করিল মোর দিনের দিনেশ ।  
কি করিল কি করিল মোর মনের আবেশ ॥  
কি করিল কি করিল মোর কণের কুন্ডলী ।  
কি করিল কি করিল মোর নয়ান পুতলি ॥  
কি করিল কি করিল মোর জনম উল্লাস ।  
কি করিল কি করিল মোর হাস্য পরিহাস ॥  
সমুদ্র কন্যার কাছে খেনে খেনে যায় ।  
বিলাপ করয়ে ধরি বলে হায় হায় ॥  
পলে দশে বৃকে মৃশে হানে মৃশে যায় ।  
কোথা গেল কোথা গেল বলে সর্বধায় ॥  
কোথা গেল কোথা গেল মোর প্রাণপতি ।  
কোথা গেল কোথা গেল কাহার সংগতি ॥  
কোথা গেল কোথা গেল আমা উপেক্ষয়া ।  
কোথা গেল কোথা গেল মোর প্রাণ লৈয়া ॥  
কোথা গেল কোথা গেল কে জানে উদ্দেশ ।  
কোথা গেল কোথা গেল গেল কোন দেশ ॥  
কোথা গেল কোথা গেল নিল কোন চোরে ।  
কোথা গেল কোথা গেল নিসর্জিয়া মোরে ॥  
কোথা গেল কোথা গেল আমা পরিহরি ।  
কোথা গেল কোথা গেল কেবা নিল ধরি ॥  
কোথা গেল কোথা গেল বলি কুটে হিয়া ।  
কোথা গেল কোথা গেল কে দিবে আনিয়া ॥  
কোথা গেল কোথা গেল গেল কার পুরী ।  
কোথা গেল কোথা গেল নারী বধ করি ॥  
কোথা গেল কোথা গেল মোর প্রাণধন ।  
কোথা গেল কোথা গেল জীবের জীবন ॥  
কোথা গেল কোথা গেল কি হৈল না জানি ।  
কোথা গেল কোথা গেল বার্তা দাও আনি ॥

কোথা গেল কোথা গেল কেবা নিল তাকে ।  
 কোথা গেল কোথা গেল কে করিবে মোকে ॥  
 কোথা গেল কোথা গেল বার্তা জানে কোনে ।  
 কোথা গেল কোথা গেল কিসের কারণে ॥  
 কোথা গেল কোথা গেল কে করিবে কথা ।  
 কোথা গেল কোথা গেল আমি যাব তথা ॥  
 কোথা গেল কোথা গেল কে দেখাই দিবে ।  
 কোথা গেল কোথা গেল কে তথ্যতে নিবে ॥  
 কোথা গেল কোথা গেল কহ দেখি সহি ।  
 কোথা গেল কোথা গেল মোকে দেও কই ॥  
 কোথা গেল কোথা গেল দেও উদ্দেশিয়া ।  
 কোথা গেল কোথা গেল মোকে দেও নিয়া ॥  
 কোথা গেল কোথা গেল দেও উপদেশ ।  
 কোথা গেল কোথা গেল কোথা সেই দেশ ॥  
 কোথা গেল কোথা গেল কহ সত্য কথা ।  
 কোথা গেল কোথা গেল খাও মোর মাথা ॥  
 কোথা গেল কোথা গেল কে মোকে করিব ।  
 কোথা গেল কোথা গেল তথ্যতে যাইব ॥  
 কি হৈল কি হৈল মোর প্রাণধন পতি ।  
 কি হৈল কি হৈল মোর নয়নের জ্যোতি ॥  
 কি হৈল কি হৈল মোর কি হৈল প্রমাদ ।  
 কি হৈল কি হৈল মোর মরমের সাধ ॥

কি হৈল কি হৈল মোর অশ্রের ব্যঞ্জন ।  
 কি হৈল কি হৈল মোর ব্যঞ্জন লবণ ॥  
 কি হৈল কি হৈল মোর সিঁধি স্থির ধারা ।  
 কি হৈল কি হৈল মোর গোরব শঙ্করা ॥  
 কি হৈল কি হৈল মোর আয়ু্যর সঞ্চিত ।  
 কি হৈল কি হৈল মোর মনের ব্যাহিত ॥  
 কি হৈল কি হৈল মোর মরম ব্যাধিত ।  
 কি হৈল কি হৈল মোর বাহ্য লোকাহিত ॥  
 কি হৈল কি হৈল মোর দুই লোক স্বর্গ ।  
 কি হৈল কি হৈল মোর বল বৃন্দ্ববর্গ ॥  
 কি হৈল কি হৈল মোর চিত্ত আভিলাষ ।  
 কি হৈল কি হৈল মোর চন্দ্রমুখ হাস ॥  
 কি হৈল কি হৈল মোর নাশার পবন ।  
 কি হৈল কি হৈল মোর শ্রুতির শ্রবণ ॥  
 কি হৈল কি হৈল মোর দুই লোক বন্ধন ।  
 কি হৈল কি হৈল মোর আনন্দের সিন্ধন ॥  
 কি হৈল কি হৈল মোর নষ্ট উদ্ধারক ।  
 কি হৈল কি হৈল মোর কষ্ট সুসারক ॥  
 কি হৈল কি হৈল মোর মধু মাস ঋতন ।  
 কি হৈল কি হৈল মোর মনপ্রভা হেতন ॥  
 কি হৈল কি হৈল মোর জীবনের প্রভা ।  
 কি হৈল কি হৈল মোর যৌবনের শোভা ॥

বর্তমান গ্রন্থের ০২০ পৃষ্ঠার শেষে বাংলা একাডেমী পুঁথিধৃত নিম্নলিখিত অংশ  
'চা' পুঁথিতে না থাকায় বিজ্ঞিত

ছিন্নছোত মাগন রসীক নাগর ।  
সত্ত্বজিত মীশ্রপাল রসীক সাগর ॥  
লেখ এক নারিলাগী রাজা রত্নসেন ।  
সীংগলে চলিয়া গেল প্রাণি করি পণ ॥  
তথা তার নারি লাগী জখ দক্ষ পাইল ।  
সঙ্গে সোলসত নৃপ প্রাণ হারাইল ॥  
সাগর সঙ্গম দক্ষ কতেক পাইল ।  
পুঁথি পঞ্চাবর্তি পাই সব পার্সারিল ॥  
পাটত বৈসাইল আনি সবতে ডাঙ্কন ।  
নবসত সখী দিলা সেবার কারণ ॥  
নানামতে নানাভেসে নানা অবরন ।  
পঞ্চাবর্তি বিন্দু নৃপ অন্য নাই মন ॥  
আর দেখ দিল্লিশ্বর মাগী পাটাইল ।  
লোকচক্ষা ধর্ম্মভিতে নারি নই দিল ॥  
মাগী ন পাইয়া সাহা সবল সঞ্জিত ।  
সাজিয়া মারিতে আইল চিতাওর পতি ॥  
তথাপীহ রত্নসেন মনে ডা নাই ।  
সাহা সঙ্গে ষ্ঠ করে নৃপ কুল লই ॥  
বৃষ্টিবলে সীংগ রাজা ঘরেতে স্থানিল ।  
রত্নদানে সত্ত্ব ডুসী পাটেতে ইঞ্চিল ॥

ন ভাবিল জার লাগী রাশ্জতে বিবাদ ।  
কি লাগীয়া হেন সত্ত্ব চাহিএ সাক্ষাত ॥  
প্রেমভাবে ভিন্যমুখ রমনি হেরিল ।  
তার সৈশ্ব ভঙ্গ হেতু নৃপ বন্দ হৈল ॥  
প্রানেতু বাম্বধ জ্ঞান তাহার ষ্ঠবর্তি ।  
পতি বিনে কেমনে বঁগল পঞ্চাবর্তি ॥  
আলাওলে আসীংবাঁদে তুসীয়া মাগন ।  
কিঞ্চিত্ত কহিল নারিজাতির কথন ॥  
হৃষ্টানি সীংগিনি জাতি ষ্ঠধির চিষ্টানি ।  
অতিকাম ভাবরস নারি পঞ্চামীনি ॥  
শ্বামী প্রতি প্রেম কাম রসের কারণ ।  
কামরস মন সান্তি নহে কদাচন ॥  
ষ্ঠখেতে ষ্ঠখানি নারি দক্ষ নহে সান্তি ।  
জার হস্তে জার তার বসহ ষ্ঠবর্তি ॥  
রতি সান্তে কহিআছে নারির চরিত ।  
নাও বিরচিয়া পদ কহিতু কিঞ্চিত্ত ॥  
আপনে পশ্চিডত তুমী জ্ঞান সান্ত মূল ।  
তোমার অগ্রেতে আমি কি কব বহুল ॥

মন্তব্য : রত্নসেন-উম্মার প্রসঙ্গে মাগনের প্রশ্নের উত্তরে অপ্রাসঙ্গিকভাবে আলাওল কতৃক ইতিপূর্বে ঘটনার পুনরাবৃত্তি, বিশেষত অস্থানে নারীজাতির প্রকারভেদ সম্পর্কিত আলোচনা অসম্ভব বিবেচনায় পুঁথিপ্রদত্ত এই অংশটি প্রাঞ্চল জ্ঞানে সম্পাদিত পাঠে বর্জন করা হল ।

বর্তমান গ্রন্থের ৩৯৩ পৃষ্ঠার পর হবিবী সংস্করণে ধৃত অতিরিক্ত পংক্তিগুলি  
পৃষ্ঠিতে না থাকায় বিজ্ঞিত

সম্মা হৈল ছোলতান সৈন্যতে রাখিল ।  
প্রভাতে করিল যুদ্ধ বিমান্ত রহিল ॥  
বাদিলাও নিজগৃহে আনন্দিত্তে গেল ।  
পম্মাবতী নাগম্মতি নৃপ প্রণামিল ॥  
প্রভাতে সাজিয়া চলে অরুণ উঁগতে ।  
রক্তসেন যুদ্ধস্থলে আইল আস্তে ব্যোস্তে ॥  
পম্মাবতী নাগম্মতি বহু আশ্বাসিয়া ।  
লক্ষ লক্ষ সৈন্য লই চলিল সাজিয়া ॥  
একা ছোলতান সৈন্য অনন্ত অপার ।  
বাদিলা সংগতি যুদ্ধ বাজিল অপার ॥  
তিন মাস পথ গেল সৈন্যের ছাউনি ।  
প্রলয়ের হৃদয়স্থলি উলয় মেদনী ॥  
আপনেও কোপে সাহা আইলেক সাজি ।  
লক্ষ লক্ষ হস্তী সংগে লক্ষ লক্ষ তাজি ॥  
পম্মাবতীর অস্তগত গণিয়া না পায় ।  
ইন্দ্র মেন সাজি আইল অগ্রমা অসায় ॥  
চল্লিশ সহস্র গজ সস্ত্র লাখ বোড়া ।  
রক্তসেন যুদ্ধে আইল সুবেশ ফাথেরা ॥  
দুই নৃপ আস্ত্রা দিল শব্দ মার মার ।  
হইল বহুল যুদ্ধ ধমে অশ্বকার ॥  
শতে শতে গজ পড়ে শতে শতে বোড়া ।  
শতে শতে সৈন্য পড়ে ডাক সারা সারা ॥

যতেক পড়িল সৈন্য নাহি আশ্র পর ।  
রক্তসেন কাটে সৈন্য বিজলি প্রকার ॥  
তুরগমে আরোহি সমুদ্র সৈন্য পশি ।  
সহস্র সহস্র কাটে হানি তীর অসি ॥  
পত্তগত গজ অশ্ব করিল সহ্যার ।  
পত্তগত সহস্র পড়িল অশ্ববার ॥  
নরপত্তগণ আসি সহায় হইল ।  
বিজুলি ছটকে যেন সৈন্যেতে ভ্রমিল ॥  
বাদিলায় কাটয় যে লক্ষ লক্ষ বীর ।  
শত অশ্ববার গজ মস্ত্র করে চির ॥  
যেন মতে যুদ্ধ ছিল পাশ্চব কৌরব ।  
সে সবে যুদ্ধ জিনি এ যুদ্ধের রব ॥  
ধর্মিকের জয় হেন স্বর্শাস্ত্রে কয় ।  
অধর্মিক ছোলতান সাহা রণেতে হারয় ॥  
এই মতে তিনমাস মহাযুদ্ধ ছিল ।  
লক্ষা পাই দিল্লীশ্বর পালাইয়া গেল ॥  
যত হিন্দু নৃপগণ হই এক ঠাই ।  
ছোলতান সাহাকে সবে দিলেন খেদাই ॥  
সে সব সংগ্রাম কথা লেখি অন্ত নাই ।  
সহস্র পুস্তক হৈলে তবে অস্ত পাই ॥  
দিল্লীশ্বর ঘরে যাই ভাবিয়া অপার ।  
সতী নারী টলাইতে সাধ্য আছে কার ॥

মন্তব্য : রক্তসেনের সংগে যুদ্ধে সুলতান আলাউদ্দীনের এই পরাজয় ও পলায়নের কথা আইন-ই-আকবরীতে আছে । সাওক্রেণ পথ পলায়ন করে আলাউদ্দীন খিভীলবার সন্ধি প্রস্তাব জানালে যুদ্ধরাস্ত রতন সী তাতে সম্মত হন কিন্তু সন্ধির সমস্ত সুলতান আলাউদ্দীন রাণাকে হত্যা করে চিতোর অধিকার করলেন কিন্তু পম্মাবতীকে পেলেন না । তিনি ইতিমধ্যে সতী হয়েছেন । আলাউদ্দীনের হাতে রক্তসেন-হত্যার কাহিনী অবশ্য এখানে নেই ।

উদ্ধৃত অংশ যদি আলাওলের রচনা না হয় তা হলে সম্ভবত পরবর্তী কালের কোনো লেখক আইন-ই-আকবরীর অনুসরণে ধর্মের জয় ও অধর্মের পরাজয় দেখাবার জন্য সুলতানের এই পরাজয় বৃত্তান্তটি সংযোজন করেছেন । অংশটি আলাওলের লেখা হতে পারে তবে আমাদের পৃষ্ঠিক্সয়ে না থাকায় যথাস্থানে না দিয়ে পরিশিষ্টে দেওয়া হল ।



## পরিশিষ্ট—২

‘বা’ পদার্থের পদ্যপিকা

আমী অতি মৃদ্ধ মতি বুদ্ধি নাই ভাল ।  
বুদ্ধিবारे पदार्थतरे सति कि विसाल ॥  
लई मति ए भारति लेखीलूम निश्चए ।  
होसहारि पोता भारि ना बुद्धि निन्याए ॥  
चरनेते गुनरिनेते पश्चिडत सोभारे ।  
नाम मोर बुद्धि दडु एई पदार्थतरे ॥  
अई सष्ट पद कष्ट कैलूम विरचन ।  
आश्वक्कर एकान्तर राख बोधजन ।  
ज्जेई सन्धे नाम आइंशे लईवा बुद्धिआ ।  
मूई हत ए भारत लेखी ना बुद्धिआ ॥  
भाई मोर दुई वर हए एई नाम ।  
जिन्यात आलि सैनह भावि प्रेम अवप्राम ॥  
आर एक अति सैक गुणाएज था बुद्धिआ ।  
चण्डिलत तार चित बुद्धि आकालआ ॥  
पीति मोर धैश्च शितर गोलाम होचन ।  
मोरे भावि सैनह करि करिल पालन ॥  
अकरेते वांगालाते गुनरुजान मोर ।  
मुन्सी कश्च महाधुमे रमजान आलिबर ॥  
पीर मोर ज्ञान दडु हाकिम लानाम ।  
छेद वंश्व महा टंश्व जैश्वे छोलतान ॥  
मुन्शिर्द मोर धैश्च श्विर आवदल कादिर ।  
तालिब आनि मोर वानि करिलेक धिर ॥  
कोरसीतो उतपीतो आछिल ताहान ।  
पदारति सैवि अति हेल बुद्धिज्जान ॥

জর্ভাগত ও বুদ্ধিরিত জদি মোর হৈল ।  
কষ্ট করি পোতা ভাবি তবে সে লেখীল ॥  
টাম মোর অবপ্রাম চক্রসাল্লা গ্রাম ।  
হুলাইন দিশ্ব শ্বান নগর উপাম ॥  
সেই শ্বলে কুতুবলে থাকি বাস করি ।  
মুছা খরি বংশ্ব তার মুই হতকারি ॥  
গুনিনের শ্বানে মোর এই পরিহার ।  
পোশ্বকেতে বুদ্ধির্জ্জতে আরতি আমার ॥  
পদ সান্ট মহকষ্ট সতি পশ্বাবতি ।  
আলাওলে বুদ্ধির্শ্বলে রিছিল ভারতি ॥  
হেন পোতা বুদ্ধি কথা আমী বুদ্ধির্হিন ।  
দোস খেমি বুলি য়ামী বুদ্ধির্দঅ গুনি ॥  
মহামন্ত ধৈশ্ববন্ত ছিঁরি কামদর আলি ।  
মোরে অতি তুসী মতি লেখাইল পণ্ডালি ॥  
তান বংশ্ব বুদ্ধি অংশ্ব মহাম্মদ মুকিম ।  
তপে মান হএ জ্ঞান দানেতে হাতিম ॥  
আর বর গুন দর হএদর আলি হএ ।  
অভ্যাদর পদ্যতবর লেখাইল নিশ্চএ ॥  
হেন পোতা বুদ্ধির্হতা লেখীবারে পারি ।  
পাশ্চিতেরে বুদ্ধির্দবারে করিএ গোহারি ॥  
তান টাম বুদ্ধিগ্রাম গরদুআরা নাম ।  
এই শ্বান দিশ্বমান বাস অবপ্রাম ॥  
জ্জেই জন গুনমান হএ বুদ্ধির্শ্চিডতা ।  
পাই দোস নাই রোস গুন প্রকটীতা ॥

মন্তব্য : ‘বা’ পদার্থের লিপিকরের নাম আবুল হোচন । পদ্যপিকায় লিপিকর আশ্বকরিচর দিয়ে বলেছেন, তাঁর পিতার নাম গোলাম হোচন, ভ্রাতৃশ্বয়ের নাম জিন্যাৎ আলি এবং শেখ গুনাএজ খাঁ । তাঁর শিক্ষাগুরু মুন্সী রমজান আলি, ধর্মগুরু ঠৈরদ বংশীয় বুদ্ধিবীর জ্ঞানী লানাম হাফিম, দীক্ষাগুরু কোরেশী বংশীয় আবদুল কাদির । চক্রসাল্লা গ্রামে লিপিকরের বাসস্থান । তিনি মুশা খরি বংশের অধম সন্তান । হুলাইন নামক নগর তুল্যা স্থানে তিনি বাস করেন । তাঁকে পদ্য লেখার ব্যাপারে পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন শ্রীকামদর আলি এবং তাঁর বংশের মহাম্মদ মুকিম এবং হায়দার আলি । শেখের জন্মের গরুদয়ারা গ্রামে বাস ।

খশ্চিডত ‘চা’ পদার্থের পদ্যপিকা মেলে নি । তবে ভাগতা শ্বলের পদ্যপিকা থেকে জানা যায় যে পদ্যলেখকের নাম হামদার আলি ।

## বর্ণানুক্রমিক শব্দার্থপঞ্জী

অকৃত—অপার, অসংখ্য

অর্ক—সূর্য

অগুণী—গুণহীন

অধারী—দশবৃক্ক কাষ্ঠখন্ড ( যাতে  
হেলান দিয়ে যোগীরা বিপ্রায় করে)

অনাদেহী—অগুণহীন

অনাহত—অতীন্দ্রিয় বাদ্যধ্বনি

অনাহত চক্র—ফরফাঙ্কিত সাধন চক্র

অনুশোচে—পরিভাপ বরে

অনুবন্ধ—আবৃত্ত

অন্তঃপটে—অন্তরালে

অপত্য—পুত্র

অবলম্ব—অবলম্বন

অবিমর্ষি—অগ্রাহ্য করে, না বিবেচনা  
করে

অমূল্য—অমূল্য

অম্বুজ—পদ্ম

অলক—কেশ

অসিত—কালো

অহের—শিকার

আ

আইসিত—এরোস্ত্রী

আউটিলে—মন্থন করলে

আকলিতে—আকুল করতে

আখি লোহে—চোখের জলে

আখেট—শিকার

আগর—অগরু

আগলি—অগ্রগণ্য

আগি—অগ্নি

আগু বাড়ি—আগ বাড়িয়ে, এগিয়ে  
গিয়ে

আজি—প্রার্থনা

আটোপ—গর্ব, চেঁচা

আথাস্তর—অনর্থ

আদাসি—নির্দেশ

আদিত্য—সূর্য

আনট—পদাঙ্গুবীয়

আলোপ—অবলম্ব

আবগুজা—এক জাতীয় গম্বুদ্রবা

আবক্ষক—কর্ম

আরতি—কামনা

আপ্ত—আপ্ত

আঙ্গুটি—আংটি

আজ্ঞা চক্র—ললার্টাস্তিত সাধনক্ষেত্র

আসোষাং—অস্বারোহী সৈন্য

ই

ইনাম—পুরস্কার

ইশবে—ইচ্ছা করে

ইশ্চল—ইচ্ছা করল

উ

উফায়—উপায়

উগএ—উদিত হয়

উচ্চরায়—উচ্চস্বরে

উর্জারহ—উর্জদল

উজাড়—শূন্য

উণ্ড—উচ্চ

উর্তিরয়া—খুলে নেওয়া

উন—কম

উনাইল—গরমে গলে গেল

উপসন—উপাস্তিত

উপাঙ্গ—শুঁড়

উমরা—ওমরাহ

উরে—বক্ষে

উরজ—স্তন

উশাস—নিঃশ্বাস

ঋ

ঋণয়া—উক্তমণ

ও

ওড়—পদ্পর্বিবেশ, জবাফুল

ওর—সীমা, শেষ

ক

কংক—হাড়িগলে পাতী

কচ—কেশ

কচালেস্ত—ঘর্ষণরত

কণ্ডলি—কাঁচুলা, বক্ষাবরণ

কটক—সেনানি

কটোরা—বাটি

কণ্টিকা—কাটা

কথুক—কোতুক

কবিলাস—কৈলাস

কম্বুরব—শঙ্খধ্বনি

কবতাব—কর্তা, দ্বন্দ্ব

করতাল—খঞ্জনি

করবান—তালপাতা

কনাল—ভেরী

কর্ষাট—কর্ষাটপাথর

কর্ষণ—কর্ষ, কাটবন্ধন

করন্ডক—উদরে চামড়ার খলি বিশিষ্ট  
প্রাণী

কাগত—কাগজ

কাগুরা—কাঁচ

কাচার—আছাড়

কাঠোমাল—কাঠাল

কাচে—বেশে

কাণ্ডার—দাড়ি

কাফির—কাফের বা বিধর্মী  
 কাফুর—কপূর  
 কাবাই—জামা  
 কালকূট—বিষ  
 কিংগরী, কিংগুরী—সারোংগ  
 কিরীচ—ছোরা  
 কচ—শতন  
 কুঞ্জ—চাবী  
 কুঞ্জর—হাতী  
 কুন্ডালিনী—কুলকুন্ডালিনী নাড়া  
 কুরঙ্গ—হারণ  
 কুরালিয়া—আর্চাড়িয়ে  
 কুরলিগ—বজ্র  
 কুসুমভ—কুসুম ফুল  
 কুহ—অমাবস্যা  
 কুহরিতে—আতর্ধনিন্তে  
 কুম—কচ্ছপ  
 কুস্তকা—নক্ষত্রবিশেষ  
 কুপীঠ—কাঠ  
 কেওটকুল—জেলে জাঁত  
 কেচহা—কাহিনী  
 কেমতে—কেমন করে  
 কেয়ার—ঝাড়  
 কোঠারি—কুড়াল  
 কোদুন্ড—ধনুক  
 কোরক—কুন্ডি  
 খ  
 খগপতি—গরুড়  
 খনাইব—মুক্ত করব  
 খদ্যোত—জোনাকী  
 খাপর—নর করোটি  
 খাপুরা—ক্ষিপণাস্ত  
 খিন্ননী—ফল বিশেষ  
 খুন্ভী—অলংকার বিশেষ (কর্ণভরণ)  
 খেউর কর্ম—ক্ষৌরকার্য  
 খেড়ুরা—খেড়ুডে

খেপয়—ছুঁড়ে মারে  
 খোটলা—একজাতীয় কণভরণ  
 খোরা—খালা

গ

গাঞ—অতিবাহিত করে, কাটার  
 গন্ডক—গন্ডার  
 গমনা—পতিগৃহে আগতা নবোঢ়া  
 গরগজ—কামান রাখার স্তম্ভ  
 গড়খাই—পরিখা  
 গাঞ্জে—গজর্ন করে বা শব্দ করে  
 গাঁঠি—গাঁঠিছড়া  
 গাম—গমন  
 গারি—গালি  
 গারুড়—ওবা  
 গিরিসুতা—পার্বতী  
 গীম—গ্রীবা  
 গুঞ্জা—কুঁচফল  
 গুন্ডিধতে—গাধতে  
 গুলাল—আবীর  
 গুয়া—সুপারী  
 গুধ, গুধিনী—শকুনী  
 গেড়ুরা—গোলাকৃতি খেলনা  
 গোণ্ডাইলাম—কাটালাম  
 গোধিকা—গোসাপ  
 গোরখ—গোরক্ষনাথ  
 গোসাঁঞ—ঈশ্বর  
 গোহাব—আবেদন

ঘ

ঘন—তবলা ইত্যাদি তাল বাদ্য  
 ঘনাইতে—একত্র হতে  
 ঘাড়ি ঘাড়ি—ঘন্টায় ঘন্টায়  
 ঘাও—ক্ষত  
 ঘোঁঘট—ওড়না, দোমটো

চ

চকোই—চক্রবাকী

চকোয়া—চক্রবাক  
 চতুঃসম—চুরা, চন্দন, অগুরু, কপূর  
 ইত্যাদি চতুর্বিধ গন্ধদ্রব্য

চন্ডু—চৌট

চাচরী—চর্চরী বা হোলি উৎসবের গান  
 চিক্—যবনিকা, পর্দা  
 চিন্—চিক  
 চীনা—সিন্দুর  
 চেটক—ধূর্ত  
 চেতাও—জাগ্রত কর  
 চোগান—পোলো খেলা  
 চোয়ারী—বৈঠকখানা

ছ

ছাট—চাবুক  
 ছাপাঞ—লুকিয়ে  
 ছার—ভঙ্গ, ধূলা  
 ছালাম—সেলাম  
 ছিপি—সিপী বা শূক্ৰ  
 ছোলংগ—লেবু

জ

জগজ্ঞন—জগজ্ঞয়ী  
 জরকাসি—জরি বা স্বর্ণসুত্রমণ্ডিত বস্ত্র  
 জরতারি—রেশম বস্ত্র  
 জবুক—শূণ্ডাল  
 জব্ব্বীপ—ভারতবর্ষ  
 জলদ—মেঘ  
 জলাধি—সমুদ্র  
 জাগোয়াল—জাগ্রত প্রহরী  
 জাঙ্গাল—বাঁধ  
 জামির, জামিরা—ডালিম জাতীয় অন্ন  
 ফল  
 জিউ—জীবন  
 জিরাই—বর্ম  
 জীমূত—মেঘ  
 জুরায়—উঁচিত  
 জোকোর—জয়ধ্বনি

জোলা—বিলা  
জোহার—অভিবাদন  
ঝ

ঝকর—ঝগড়া  
ঝাট—শীঘ্র  
ঝামর—শৃঙ্খল  
ঝিক্কর—ঝিঞ্জি  
ঝুমক—নুপূর  
ঝুরিয়া—কোঁপে

ট

টাংগ—প্রাসাদ শীর্ষ  
টাটি জাল—পাখী ধবার ফাঁদ  
টীটা—ঠেটা বা ধুংট  
টোনা—বশীকরণ মন্ত্র

ঠ

ঠক লাড়ু—বিষ বা ঔষধ মিশ্রিত নাড়ু  
ঠমবু—লামা, লীলাভঙ্গী  
ঠাম—স্থান, ভঙ্গী

ড

ডুবাবু—ডুবুরী  
ডোলনে—দোলনে

ঢ

ঢেঁড়রা—ঢ্যাঁড়া

ত

তত—তার যন্ত্র  
ততমাত্র—তৎক্ষণাৎ  
ততৈক্ষণ—ইতিমধ্যে  
তন—দেহ  
তমিনাথ—চন্দ্র  
তকেপ—শয্যায়  
তাম্বল—মোরগ  
তাম্বল—পান  
তিতিল—ভিজল  
তুখার—তুখোড়, দুরন্ত  
তুরংগ—অশ্ব  
তুরমান—দ্রুত

পশ্চাবতী—৫০

তুখুব—বাদ্যযন্ত্র  
তেওট—রাগেব ভাল বিশেষ  
তেকারণে—সেইজন্যে  
তেন মতে—সেই ভাবে  
ত্রিদিব—স্বর্গ

থ

থুক—থুংথু

দ

দশমী দশা—শেষ অবস্থা, মৃত্যু  
দাদুবী—ব্যাঙ  
দাবুকা—কাষ্ঠখন্ড  
দিঘটি—প্রদীপ  
দ্বিজবাজ—চন্দ্র  
দীপা—দীপমালা  
দীপে—দীপ্তিতে  
দুর্ভাজ—দুঃখ  
দুর্আদশ—দুর্দাদশ, খাবো  
দুর্ভিত্যার—দ্বিতীয়ার  
দোপাম—অপের চাল  
দোলাই—দোদুল্যমান, বিভোব, বিহ্বল  
দোহা—দুর্ভাগ্য  
দোহান—দুঃজন

ধ

ধানধা—ধনে  
ধাম্ধারী—গোবৎপাধা বা একধরনের চক্র  
যা দিখে নাথযোগীরা কাঁড়ি গণনা  
কবে।

ধবাহর—ধবল গুহ  
ধাবায়—দাঁবত হু  
ধিক—অধিক  
ধূপ—বৌদ্ধ  
ধোলায়—ধৌত হু  
ধৌবাহর—প্রাসাদ

ন

নর্ক—নরক  
নর্থশিখ—আপাদমস্তক

নগ—রত্ন  
নতু—নতুবা  
নবখন্ড—নযতোলা বা ন'মহলা  
নারংগ—লেবু  
নারাচ—লৌহবাণ  
নিকালিতে—বাহ্যিকার কর্তে  
নিগড়—শৃংখল  
নিছনি—অর্থ  
নিছ—মুছে-নেওয়া  
নিদাঘ—গ্রীষ্ম  
নিদান—মৃত্যু লক্ষণ  
নিদুশী—নিদোষী  
নিদুয়া—নির্গম  
নির্বাশ্ব—নিয়ম, বিধান  
নির্বাচিতা—সমাধা হল  
নির্বাশ্বকর—চন্দ্র  
নির্বাশ্বপাল—নৈশবক্ষী  
নিসান—নিঃশ্বন, শব্দ  
নিসুন্দন—নিঃশব্দ  
নিঃসরে—বের করে  
নুর্ভাক—নুর্ভাকী  
নেউটিয়া—নিবৃত্ত হওয়া  
নেত—পাটবস্ত্র  
নেম—নেমী বা চক্র  
নেপূর—নুপূর  
প  
পদবী—সম্মান  
পদুস্তব—প্রত্যস্তর  
পরসন—প্রসন্ন  
পবতেক—প্রত্যক্ষ  
পরভূত—কোঁকিল  
পবাকাল—বিহ্বল  
পরামগনা—পরনারী  
পরার্থনে—প্রার্থনায়  
পরিচার—পরিচারক, সেবক  
পরিমল—পরমাশের গন্ধ, সুগন্ধ

পরেওয়া—পায়রা  
 পলাটিল—ফিরে এল  
 পাউরি—পাদুকা  
 পাকোয়লা—রান্না করা খাবার  
 পাগে—পাগড়ীতে  
 পাছাড়ি—পিছন থেকে আছাড় মারা  
 পাটে—সিংহাসন  
 পাটিয়াল—মঞ্জুর  
 পাঞ্জর—পিঞ্জর  
 পাতি—পত্র  
 পাতি পাতি—সারি সারি  
 পাতিয়াল—প্রত্যয় হয়  
 পাবস—প্রাবৃষ বা বর্ষা  
 পার্থ—অজ্ঞান  
 পাসরয়—ভোলে  
 পায়রি—পায়জোড়  
 পিউ—প্রিয়  
 পিক—কোকিল  
 পিন্থাইল—পরাল  
 পিন্ধে—অমৃত  
 পুছার—প্রশ্ন  
 পুর্জি—পুর্জি  
 পুর্নন্দর—ইন্দ্র  
 পুর্নী—শঙ্করাচার্যের দশনামী  
 শিষ্যসম্প্রদায়ের অন্যতম  
 পুর্শক্রমে—পুর্নমানক্রমে  
 পুর্পাসার—আভর  
 পেটারি—প্যাটরা, বাস  
 পেঙ্গিয়া—ফেলে দিলে  
 পৈরণ—পরিধান  
 পৈহুয়—পরে  
 পোর্তাল—পুতুল  
 পোতা—ভগবৎস্থ কারাগার  
 পোথা—পুর্নি  
 পৌর্ণমাসী—পুর্নিমা  
 প্যারীন্দ্র—সিংহ

প্রভারুণ—অরুণ কিরণ  
 ফ  
 ফাফর—কিংকর্তব্যবিমূঢ়  
 ফুকার—ডাক  
 ফুলেল—গন্ধ ঠৈল  
 ব  
 বকট—বিক্ষম  
 বটুয়া—যোগে বসার কাম্বাসন  
 বরাকা—ব্যাধ  
 বলনী—গড়ন  
 বলাহক—মেঘ  
 বড়হর—ফল বিশেষ  
 বড়াই—গোরব  
 বসিঠ—দুত  
 বসুধারা—দেয়ালে অঙ্কিত মৃতধারা  
 বহিঠ—নৌকা  
 বহির—বধির বা কালা  
 বাজী—অশ্ব  
 বাট—পথ  
 বাটোরার—পথরক্ষী বা পথদস্য  
 বাত—বায়ু  
 বানাচয়—চন্দ্রাতপ  
 বাশুদুলি—পুষ্প বিশেষ  
 বাসব—ইন্দ্র  
 বায়স—কংক  
 বাহে—বাজায়  
 বিগতি—প্রতিরোধ  
 বিঘাটিত—বিপর্যয়  
 বিচারিয়া—বিবেচনা করে  
 বিচে—বাজন করে  
 বিছরি—বিস্মৃত হয়ে  
 বিজনী—পাথা  
 বিজু—বিদ্যুৎ  
 বিতত—বিনা ভাবের বাদ্য, মৃদঙ্গ  
 বিতপন—চতুর  
 বিখুঁয়াল—বিস্তৃত হল

বিদ্রুম—রক্তপ্রবাল, লতা  
 বিধু—চন্দ্র  
 বিধুস্তুদ—রাহু  
 বিপাক্তিত—বিপদকালে  
 বিভূতি—ছাই  
 বিম্বরী—বিচলিত বা অস্থির হয়ে  
 বিমর্ষি—বিবেচনা বা বিচার করে  
 বিরটন—প্রচার  
 বিশিখ—তীর  
 বিষম—কঠিন  
 বিসোয়াসে—বিশ্বাসে  
 বেগর—ভিন্ন  
 বেথনিত—অসম্বৃত  
 বেনা—খসখস বা সূক্ষ্ম  
 বেভার—যৌতুক  
 বেশর—নাকছাবি  
 বেসাতিয়া—ব্যাপারী  
 বৈবহার—ব্যবহার  
 বৈরাতি—বরঘাত্রী  
 বৈরী—শত্রু  
 বোবে—বোবায়  
 বোহা—অশ্বের চাল  
 ব্যাজে—বিলম্বে  
 ড  
 ভগদন্ত—হস্তী-বিশেষ  
 ভল্প—বর্ষা  
 ভাও—রীতি, মূল্য  
 ভাওর—আবর্ত  
 ভাজনি—আশ্রয়, ভাগ্যবতী  
 ভান্ডারী—গৃহরক্ষক  
 ভাণ—তুল্য  
 ভাবক—প্রেমিক, ভক্ত  
 ভালাই—মঙ্গল, ভালো  
 ভাস্কর—সূর্য  
 ভিন্দিপাল—ক্ষেপণাস্ত্র  
 ভীমসেনী—বৃক্ষজাত কপূর

ভূখিল—ক্ষুধার্ত  
ভূগুণ্টি—ভোগ্য দ্রব্যাদি  
ভূঞ্জএ—ভোগ করে  
ভূষণ্ডী—পাথর ছোঁড়ার বস্তু  
ভেটাএ—উপহার দেয়  
ভোগত—ভোগের জন্য

ম

মকরন্দ—মধু  
মগধ-পাগ—মগধদেশের পাগড়ী  
মণ্ডযা—দলিঘা  
মণ্ডক—ব্যাঙ  
মদগদুব—মদগুর  
মনুৱা—মনোহরা  
মনোভব—গদন  
মর্জিয়া—ডুবুবী  
মসী—কালি  
ময়ঙ্ক—মৃগাঙ্ক বা চন্দ্র  
ময়মন্ত—হস্তী  
মহীগন্ধ—চন্দন  
মাফ—মাছি  
মাজস—ভেলা  
মাতঙ্গ—হস্তী  
মানাইতে—মান বা শ্রম্ভা জানাতে  
মারু—রাগ বিশেষ  
মাবুত—পবন  
মার্জার—বিড়াল  
মাত্গু—সূৰ্য  
মিটিল—মুছে গেল  
মিত্রপাল—বন্দু পালক  
মিহির—সূৰ্য  
মুকলিত—মুক্ত  
মুট—মুঠি  
মুদ্রা—চিহ্ন  
মুল—মূল্য  
মুগছালা—হরিশের চামড়া

মৃত্নাকেরে—মৃদুস্বদকে  
মেখলি—ওড়না, কটিবসন  
মেধপতি—ইন্দ্র  
মেট—উপেক্ষা  
মেদিনী—পুথিবী  
মেলানী—বিদায়  
মোকর্ক—মিছরি  
মোক্তনাড়ু—মোতিচূর  
মোহিচিত—মুচিহঁত  
মোহর—আমার

য

যাচক—প্রার্থী  
যাবক—আলতা  
যুঝার—যোশা, যুদ্ধানিপুণ

র

রংক—দাঁরদ্র, ভিক্ষুক  
রঙ—বিধবা  
বশা—কলা, অঙ্গরী বিশেষ  
রসনা—জিহ্বা  
বসাল—আম্র  
রসোদধি—রসসমুদ্র  
রহট ঘাড়ি—জল ঘাড়ি  
রাই—সরিষা  
রাতুল—লাল  
রায়—রাজা  
রায়বার—রাজবার্তা, রাজদৌত্য  
রিষ—ঈর্ষা

ল

লহরয়—ঢেউ ওঠে, কম্পিত হয়  
লাটিকা—লাটিম  
লুক—লুক্কাইত  
লোবান—গুলগূল  
লোর—অশ্রু  
লোহ—লাগাম  
লোহাকার—কামার

শ

শক্রাসন—ইশ্দের আসন  
শিখিনী—ময়ূর  
শীষ—শীর্ষ  
শুভাশ—শোষায়  
শ্বশুবাল—শ্বশুবালয়  
শ্রীফল—বেল

স

সদন—ভবন  
সদেশ—সংবাদ  
সফরী—পুঁটি মাছ  
সবানের—সকলের  
সভাক—সকলকে  
সমসর—একত্রিত, সমানভাবে  
সম্পাশ—কাছে, পাশে  
সহস্রবলচক্র—শিরশ্চিত সহস্র পশ্মদলের  
মধ্যবর্তী চক্র যেখানে শিব ও শক্তির  
মিলন হয়।  
সাচান—শোনপক্ষী  
সার্গে—শ্বামী  
শ্বাতী—নক্ষত্র বিশেষ  
সান—শ্বনন, শব্দ  
সান্তায়—সাম্বনা দেয়  
সামলি—পিঠে  
সারী—পাশা  
সিগাব—সাজসজ্জা  
সিপী—শুক্টি  
সিম্বুসুভা—সমুদ্রকন্যা, লক্ষ্মী  
সুরগদুরু—বৃহস্পতি  
সুরপতি—ইন্দ্র  
সুরসরীধার—গংগা  
সুসর—সমতুল্য  
সুর—সূৰ্য  
সূর্প—কুলো  
সোহাগ—আদর, স্বর্ণশুদ্ধিকর রাসা-  
য়নিক দ্রব্য (সোহাগা)

ମୌଦାମିନୀ—ବିଳୟୀ

ହାକିତ—ଧମକାନୋ, କିଂକର୍ତ୍ତବ୍ୟାବିମୂଢ

ହ

ହଠ—ହଠକାମିତା

ହନେ—ଧେକେ

ହର—ଘୋଡ଼ା

ହରିନ—ହରିଂ, ସବୁଜ

ହାଂକାରିଆ—ଠେଁଚିରେ ଡାକା

ହାବଶୀ—କାଞ୍ଚୀ

ହାମାଦ—ପତୁଙ୍ଗୀଜ୍ଜ ଜ୍ଜାଦମ୍ଭା

ହିଂଗୁଲ—ଆଳତା

ହିଂସାଂଶୁ—ଚମ୍ପ

ହିତାଶନ—ଅର୍ପିନ

ହିଂଜ—ହିଂଜର ବଜ୍ରାଂସବ

ହିଂଟେଡ—ନିମ୍ନ

ହିଂ କଟୋର—ସୋନାଂ ଶାଂଟି

ହିଂସେତ—ହିଂସେ

